বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র : সপ্তম খন্ড

পাকিস্তানী দলিলপত্র

সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ সপ্তম খন্ড

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়-এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবলিশার্স বাড়ি # ৭, রোড # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্যাক্স : (৮৮০২) ৯৬৬২৮৪৪ E-mail : info@paramabd.com
কপিরাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	জুন, ১৯৮৪ আষাড়, ১৩৯১
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ	:	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মোঃ আবুল হাসান হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ব্লক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-7

Published by : Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Raod # 4, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel : 9661141, 9662282, Fax : (8802) 9662844
E-mail : info@paramabd.com

On behalf of **Ministry of Information**
Government of the People's Republic of Bangladesh

Copyright : **Ministry of Information**
Government of the People's Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
Road # 9, Lane # 2, House # 1
Block # A , Sec # 11, Mirpur, Dhaka-1216

First Published : June, 1984
Reprint: December, 2003
Reprint: June, 2009

ISBN : 984-433-091-2 (set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র : সপ্তম খন্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খন্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালা সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ‘হাক্কানী পাবলিশার্স’কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)" পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবার্চিত/অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদ্সাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মতোবেক।

আপনার বিশ্বস্ত,

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের **১৯৭১** সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য **১৯৭৭** সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় **১৯৮২** সনে **১৫** খন্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুষ্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র** গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয়-সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে ভূমিকায় বিস্তারিত বলা হয়েছে।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচনে কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পান্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলি সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলি প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের পর গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা প্রথমে জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এবং পরে প্রফেসর কে এম মহসীনের তত্ত্বাবধানে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্দকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রয়াত বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরন করি।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সুবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলি থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমুদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলি ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলি মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলি পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

২৫ জুন,
১৯৮৪।

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খন্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্তও প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথম খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ড	ঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খন্ড	ঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খন্ড	ঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ড	ঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খন্ড	ঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট

চার

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ, এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

পাঁচ

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডেএকইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা যায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ার আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

ছয়

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশাঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরেই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ন হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পার। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :
ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।
ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।
ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।
ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এককেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খণ্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভুল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহির উদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সংযোজন

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের সাবেক পরিচালক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুর পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের দু'জন উপসচিব কিছুকাল প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন এবং এরপর পরিচালকের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়। হাসান হাফিজুর রহমানের জীবদ্দশায় প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছিল তবে তিনি চার খন্ডের মুদ্রিত রুপ দেখে যেতে পেরেছিলেন আর ছয় খন্ড মুদ্রণের জন্য প্রেসে পাঠানো হয়েছিল। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাঁর আন্তরিক উৎসাহ ও নিরলস পরিশ্রমের কথা আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের দলিলপত্র সংকলন ও মুদ্রণের গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেতন ছিলেন। ফলে হাসান হাফিজুর রহমানের মৃত্যুর পর প্রকল্পের কাজের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়নি। প্রামাণ্যকরণ কমিটির গঠন পূর্বানুরুপ থাকে এবং এই কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত কোন বিষয় পরিবর্তন করা হয়নি। পূর্বে গৃহীত নীতির ভিত্তিতে এবং কর্মরত গবেষক ও অফিস কর্মচারীদের নিয়ে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ চলতে থাকে। তবে প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত সময়ের সীমাবদ্ধতার জন্য দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহ এবং সেগুলির সম্পাদনা যুগপৎভাবে করতে হয়েছে বলে দলিল খন্ডসমূহের ক্রম অনুযায়ী মুদ্রণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। কোন কোন খন্ডের বিষয় সম্পর্কিত পর্যাপ্ত দলিল ও তথ্যপ্রাপ্তির বিলম্বই তার একমাত্র কারণ।

প্রামাণ্যকরণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ভূমিকাটি পরবর্তী খন্ডগুলিতেও অপরিবর্তিতভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল সবগুলি দলিলখন্ডের মধ্যে গুণগত ও পদ্ধতিগত সামঞ্জস্য অক্ষুন্ন রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল খন্ডের মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্পন্ন করা। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারলেই দায়িত্ব পালনে আমরা সমর্থ হয়েছি বলে ভাবতে পারব।

কে এম মোহসীন

দলিল প্রসঙ্গঃ পাকিস্তানী দলিলপত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র সংকলনে পাকিস্তান পক্ষের দলিল নিয়ে এই খন্ড প্রকাশ করা হল। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের যেমন সংগ্রাম ছিল, তেমনি এই সংগ্রাম নস্যাৎ করার জন্য পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীও ছিল তৎপর। স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষের দলিলাদি অন্যান্য খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধকে প্রতিহত করবার এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পরিবর্তে পুরানো পাকিস্তান রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা অটুট রাখবার জন্য পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ও তাদের সহযোগীরা ন'মাস ধরে যে কার্যকলাপ চালায় সে সম্পর্কিত দলিলপত্র এই খন্ডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এই সব দলিল দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে; যথা সরকারী ও বেসরকারী। প্রথম অধ্যায় 'কেন্দ্রীয়' ও 'প্রাদেশিক' দুটি অংশে বিভক্ত। 'সরকারী দলিলপত্র : কেন্দ্রীয়' অংশে জেনারেল ইয়াহিয়ার ভাষণসমূহ, সামরিক আদেশ জারিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার-প্রহসন, বাংলাদেশের প্রতি অনুগত সরকারী কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের প্রতি দন্ডাজ্ঞা ঘোষনা, তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রণীত শাসনতন্ত্র প্রদান, বাংলাদেশে পাক সামরিক জান্তার অধীন বে-সামরিক পুতুল সরকার গঠন, প্রহসনমূলক উপনির্বাচন অনুষ্ঠান; এবং যুদ্ধ ঘোষণা, পরিচালনা ও আত্মসমর্পণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বহির্বিশ্ব ও জাতিসংঘে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারণা, বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সরকারী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে প্রতিনিধিদল প্রেরণ, কূটনৈতিক তৎপরতা এবং শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের আহবান সম্পর্কিত দলিলপত্রও এখানে স্থান পেয়েছে। এই অংশের শেষে একটি পরিশিষ্টে, বিশেষ করে বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, প্রচারিত 'শ্বেতপত্র' সহ পাকিস্তান সরকার প্রকাশিত কয়েকটি প্রচার-পুস্তিকাও মুদ্রিত হয়েছে।

‘সরকারী দলিলপত্র : প্রাদেশিক' অংশে সামরিক গভর্নর লেঃ জেনারেল টিক্কা খান ও পূর্বাঞ্চলের জিওসি আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামী বাঙালী জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ ও আইন জারী, বিভিন্ন দন্ড ও শাস্তি বিধান, জনজীবনে 'স্বাভাবিক অবস্থা ও বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার' চেষ্টা, শরণার্থীদের 'ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা, কুইসলিং সরকারের গভর্নর ও মন্ত্রীদের বক্তৃতা-বিবৃতি-তৎপরতা', 'প্রাদেশিক পরিষদের উপনির্বাচন অনুষ্ঠান' এবং শেষে 'পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের পূর্বমুহূর্তে কুইসলিং সরকারের একযোগে পদত্যাগ বিষয়ক' উপাত্তসমূহ বিন্যস্ত হয়েছে।

এই খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় 'বেসরকারী দলিলপত্র'। এটিও দুটি অংশে বিভক্ত: 'রাজনৈতিক বিবৃতি' এবং 'বেসামরিক সহযোগিতা'। পাকিস্তানের যে সমস্ত রাজনৈতিক দল বা নেতা জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক কার্যক্রম সমর্থন করে বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছে, সংগঠন ও জোটবদ্ধ হয়ে বিভিন্নভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ করেছে তাদের সেসব কর্মকান্ড এ অধ্যায়ের প্রথমাংশে বিধৃত হয়েছে।

সামরিক জান্তার অভিপ্রায় অনুযায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের তৎপরতা নির্মূল করে 'অখন্ড পাকিস্তান' রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ সংগঠন- শান্তি কমিটি এবং রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস প্রভৃতি বাহিনীর গঠন ও তৎপরতার দলিলাদি 'বেসামরিক সহযোগিতা' অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসমগ্রের একটি খন্ড হিসেবে এটি পাঠের সময় অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে, পাকিস্তানের সামরিক সরকার বা পাকিস্তানী পক্ষ কখনই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্বীকার করেনি। তাই তারা 'স্বাধীনতার ঘোষণা' ও 'স্বাধীনতা সংগ্রাম'কে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা', 'সমাজবিরোধী ও নাশকতামূলক তৎপরতা' মুক্তিযোদ্ধাদেরকে 'দুষ্কৃতকারী' 'ভারতের চর' ও 'অনুপ্রবেশকারী' ; নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ সদস্যদেরকে 'ভারতের দালাল' ও 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', শরণার্থীদেরকে 'উদ্বাস্তু' ; স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি বিদেশী রাষ্ট্র ও সংগঠনের সমর্থনকে 'কেন্দ্রীয়' রুপে আখ্যায়িত করেছে।

আরো উল্লেখ্য যে, সামরিক জান্তা ও তাদের সহযোগীরা বাংলাদেশের ঘটনাবলীর দিক থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ফেরানোর জন্য সরকারী বিবৃতি, লিপি, পুস্তিকা, প্রতিনিধিদল ইত্যাদির মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচার করেছে যে, বাংলাদেশে পাক বাহিনী গণহত্যা চালায়নি। তারা বিদেশী সাংবাদিকদের দেখাতে চেষ্টা করেছে সেখানে 'পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা' বিরাজ করছে। আপাতঃদৃষ্টিতে এই খন্ডে উল্লেখিত এ ধরনের পদবাচ্য ও তথ্যসমূহ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রকাশিত দলিলসমগ্রের অন্যান্য খন্ড, বিশেষ করে অষ্টম ও চতুর্দশ খন্ড ('গণহত্যা' ও 'বিশ্বজনমত') এ সময়ের ঘটনাবলীর স্বরূপ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সহায়ক হবে।

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II September 1, 1971, Page 503
Ministry of Information & Broadcasting

*** *** ***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-
আবদুস সোবহান
উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

No. 51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members.

1.	Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University
2.	Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University
3.	Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies. Rajshahi.
4.	Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5.	Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6.	Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University
7.	Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University
8.	Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D. History of Bangladesh War of Liberation Project

The following shall be the terms of reference of the Committee:

(a) To verity, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of documents are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Office.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University	Chairman
2.	Professor Salahuddin Ahmed Chairman, Department of History, Jahangirnagar University	Member
3.	Dr. Anisuzzaman Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University	Member
4	Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangladesh Studies. Rajshahi.	Member
5.	Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum.	Member
6.	Dr. K. M. Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University	Member
7.	Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University	Member
8.	Dr. K.M. Karim Director, National Library and Archives, Dacca	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D. History of Bangladesh War of Liberation Project	Member-Secretary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

b) To determine validity and price of documents are required for the committee.

M.A. Salam Khan
Section Office.

পরিশিষ্ট

[তিন]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
ঢাকা

নং-তম/২/৮০/ইতিহাস (অংশ) ১২২৮৬ তাং ১১-৯-৮৩ ইং

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ কে, এম, মোহসীনকে তাঁহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ "বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের" প্রকল্প পরিচালক পদে জনস্বার্থে ৬-৯-১৯৮৩ (পূর্বাহ্ন) তারিখ হইতে ৩০-৬-১৯৮৪ পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত শর্তাধীনে নিয়োগ করা হইল।

... ...

স্বাক্ষর-
মোঃ শফিকুর রহমান
উপ-সচিব।

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সরকারী দলিল-পত্র **একঃ কেন্দ্রীয়**	
১।	জাতির উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়ার ভাষণ	১
২।	বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক অভিযানের ওপর একটি প্রতিবেদন	৫
৩।	সামরিক আইনের দুটি বিধি জারী	১৯
৪।	পাকিস্তান ভারতের কাছে প্রতিবাদ করেছে	২১
৫।	পাকিস্তান ভারতের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে	২২
৬।	অস্ত্র পরিবহনের অভিযোগের জবাবে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিভাগের বিজ্ঞপ্তি	২৪
৭।	রেডিও পাকিস্তানের নয়া ডিরেক্টর জেনারেল	২৫
৮।	পদগর্নির বাণীর জবাবে ইয়াহিয়া	২৬
৯।	জাতিসংঘ মহাসচিবের সঙ্গে আলোচনার পর আগা শাহীর বিবৃতি	২৯
১০।	পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরের বিবৃতিঃ বেআইনী অনুপ্রবেশের সকল দায়িত্ব ভারতকেই বহন করতে হবে	৩০
১১।	আগা শাহীর প্রতিবাদঃ ভারত পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করার চক্রান্ত করছে	৩২
১২।	৭৮ নং সামরিক বিধি জারী	৩৪
১৩।	সিনেটর হ্যারিসকে লিখিত ওয়াশিংটন দূতাবাসের ফ সেক্রেটারীর চিঠি	৩৬
১৪।	পাকিস্তান সরকারের বিবৃতিঃ ভারতীয় সৈন্য অপহরণ সম্পর্কিত নোট প্রত্যাখ্যান	৪০
১৫।	পাকিস্তান স্টেট ব্যাঙ্কের কয়েকটি পদক্ষেপ	৪১
১৬।	নয়াদিল্লীর কাছে পাকিস্তানের কড়া প্রতিবাদ	৪২
১৭।	কলকাতাস্থ পাকিস্তানী দূতাবাস বন্ধের সিদ্ধান্ত	৪৩
১৮।	ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত হিসেবে আরশাদের ইউরোপ সফর	৪৫
১৯।	নিউইয়র্কে নিযুক্ত পাকিস্তানের ভাইস কন্সাল সাসপেন্ড	৪৬
২০।	ডঃ ডরফম্যানের কাছে লিখিত ওয়াশিংটন পাকিস্তান রাষ্ট্রদূতের চিঠি	৪৭
২১।	পূর্ব পাকিস্তানে বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী দ্বারা সাহায্য বিতরণ সম্পর্কে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠি	৫২
২২।	জনৈক অধ্যাপকের কাছে লিখিত ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতের চিঠি	৫৪
২৩।	জেনারেল হামিদের উত্তরবঙ্গ সফর	৫৬
২৪।	জেনারেল হামিদের সিলেট সফর	৫৭
২৫।	ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত কর্তৃক সিনেটর ফুলব্রাইটকে লিখিত চিঠি	৫৮
২৬।	পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধের উদ্যোক্তা সিনেটরদের কাছে পাক রাষ্ট্রদূত আগা হিলালীর টেলিগ্রাম	৬০
২৭।	পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত কর্তৃক কংগ্রেসম্যান গ্যালেঘারকে লিখিত চিঠি	৬২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৯।	করাচিতে সাংবাদিক সম্মেলনে জেনারেল ইয়াহিয়ার বক্তৃতা	৬৫
৩০।	'পূর্ব পাকিস্তান' হতে নাগরিকদের 'ইচ্ছাকৃত বহিষ্কার' সম্পর্কে ভারতীয় নোট প্রত্যাখ্যান	৭১
৩১।	দিল্লীর প্রতি পাকিস্তানের বিনা উস্কানিতে সশস্ত্র সংঘর্ষের হুমকির প্রতিবাদ	৭৩
৩২।	বিভিন্ন দেশের কাছে পাকিস্তানের নোট	৭৪
৩৩।	প্রত্যাবর্তনকারী নাগরিকদের জন্য ২০টি অভ্যর্থনা কেন্দ্র স্থাপন	৭৫
৩৪।	সিনেটর কেনেডীকে লিখিত পাক রাষ্ট্রদূত আগা হিলালীর চিঠি	৭৫
৩৫।	পাকিস্তানের ডেপুটি কমিশনার মেহদী মাসুদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ভারতীয় বাধা সম্পর্কে পররাষ্ট্র দপ্তরের একটি প্রেস রিলিজ	৮০
৩৬।	দেশত্যাগী নাগরিকদের প্রত্যাবর্তনে নিরাপত্তা বিধান সম্পর্কিত একটি সরকারী প্রেস রিলিজ	৮২
৩৭।	সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তার আশ্বাস	৮৩
৩৮।	জাতির উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়ার ভাষন	৮৪
৩৯।	পাকিস্তানের কড়া প্রতিবাদ জ্ঞাপনঃ ভারতীয় বিমান আক্রমণ	৯৩
৪০।	কমনওয়েলথ-এর সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কচ্ছে	৯৫
৪১।	সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশ	৯৬
৪২।	কিসিঞ্জার ও এস এম আহমদ বৈঠক	৯৭
৪৩।	উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রশ্নে পাকিস্তান পররাষ্ট্র সেক্রেটারীর সঙ্গে কেলীর আলোচনা	৯৮
৪৪।	বৃহৎ শক্তির কাছে নতি স্বীকার করব নাঃ ইয়াহিয়া	৯৯
৪৫।	শেখ মুজিবের বিচার হবেঃ টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে জেনারেল ইয়াহিয়া	১০১
৪৬।	করাচীতে টিভি সাক্ষাৎকারে জেনারেল ইয়াহিয়া	১০২
৪৭।	অভিযোগ খন্ডনের সুযোগ দেয়া হবেঃ সরকারী প্রেস নোট	১০৬
৪৮।	'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য' মুজিবের বিচার হবেঃ সরকারী তথ্য বিবরণী	১১০
৪৯।	জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে পাকিস্তানের প্রতিবাদ	১১১
৫০।	দিল্লী-মস্কো চুক্তির মর্মার্থ ও যুক্ত বিবৃতি পরীক্ষা করা হচ্ছেঃ সরকারী মুখপাত্রের ঘোষণা	১১২
৫১।	এ নির্যাতন কূটনৈতিক ক্ষেত্রে নজীরবিহীনঃ মাসুদ	১১৩
৫২।	পূর্ববাংলার নির্যাতন সম্পর্কে পাকিস্তানী দূত আগা হিলালীর বক্তব্য	১১৪
৫৩।	নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যস্থতা কমিটি গঠনের জন্য পাকিস্তানের প্রস্তাব	১১৬
৫৪।	উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের জন্য আরো ব্যবস্থা গ্রহণ	১১৭
৫৫।	দুই সপ্তাহের মধ্যে মুজিবের বিচার সম্পন্ন হবেঃ নিউইয়র্কে আগাশাহীর বিবৃতি	১১৯
৫৬।	বৃটিশ সরকারের নিকট পাকিস্তানের প্রতিবাদ	১২০
৫৭।	ভারতের বিরুদ্ধে জেনারেল ইয়াহিয়ার হুঁশিয়ারী	১২১
৫৮।	জেনারেল ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা	১২২
৫৯।	আইন-কাঠামো আদেশ সংশোধন	১২৩

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬০।	পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা দিবসে জেনারেল ইয়াহিয়ার বাণী	১২৪
৬১।	নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ মিশন : ভারত সরকারের কাছে পাকিস্তানের তীব্র প্রতিবাদ	১২৬
৬২।	সাধারণ পরিষদে পাক প্রতিনিধিদলের নাম ঘোষণা	১২৭
৬৩।	জাতিসংঘ কমিটিতে আগাশাহীঃ পূর্ব পাকিস্তান সংকট সম্পর্কে মেননের অভিযোগ খন্ডন	১২৮
৬৪।	বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা প্রণীতব্য শাসনতন্ত্রের সংশোধনী পদ্ধতি সম্পর্কে ইয়াহিয়ার বিবৃতি	১২৯
৬৫।	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে পাকিস্তানের সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলে হাজির হবার নির্দেশ	১৩০
৬৬।	উপনির্বাচনের নয়া সময়সূচী ঘোষণা	১৩৪
৬৭।	উপনির্বাচনের সংশোধিত সময়সূচী	১৩৫
৬৮।	ফরেন সার্ভিসের ৮ জন বরখাস্ত	১৩৮
৬৯।	জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি মাহমুদ আলীর বিবৃতি	১৩৯
৭০।	জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধি আগা শাহীর বিবৃতি	১৪৭
৭১।	জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মাহমুদ আলীর বিবৃতি	১৪৮
৭২।	প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের প্রেসনোটঃ কোর্টের রায় সম্পর্কে রটনার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী	১৫১
৭৩।	এল এফ ও সংশোধন মন্ত্রীরা নির্বাচনে দাঁড়াতে ও পরিষদের সদস্য থাকতে পারবেন	১৫২
৭৪।	আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গভর্নর স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান, এস, ইউ, দররানীর বিবৃতি	১৫৩
৭৫।	ভারতের কাছে কড়া প্রতিবাদঃ পাকিস্তানী জাহাজ হয়রানী	১৫৭
৭৬।	হিউম-মাহামুদ আলী বৈঠক	১৫৮
৭৭।	পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের উপনির্বাচনের সময়সূচী	১৫৯
৭৮।	জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মাহমুদ আলীর আরেকটি বিবৃতি	১৬১
৭৯।	রজার্স-মাহামুদ আলী বৈঠক	১৬৭
৮০।	রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কিত ৯৪ নং সামরিক বিধি জারী	১৬৮
৮১।	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বেতার ও টেলিভিশন বক্তৃতা	১৭০
৮২।	জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আগা শাহীর বিবৃতি	১৭৬
৮৩।	ইয়াহিয়া-পদগর্ণি আলোচনা	১৮৫
৮৪।	পাকিস্তান যুদ্ধ চাহেনা তবে আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ নেবে- ইয়াহিয়া	১৮৬
৮৫।	বিনা উস্কানিতে গোলাবর্ষণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের তীব্র প্রতিবাদ	১৮৯
৮৬।	জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জেনারেল ইয়াহিয়ার উত্তর-পত্র	১৮৯
৮৭।	জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনের তথ্যাবলী	১৯০
৮৮।	জেনারেল ইয়াহিয়ার তিন দফা শান্তি প্রস্তাব	২০২
৮৯।	ভারতের আক্রমনাত্মক তৎপরতার বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারী	২০৪

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৯০।	ভারতীয় শিবিরে অবস্থানকারী উদ্বাস্তুদের প্রতি জেনারেল ইয়াহিয়া	২০৬
৯১।	৪২ জন অফিসারের খেতাব বাতিল	২০৯
৯২।	জেনারেল ইয়াহিয়ার বিবৃতি	২১১
৯৩।	খেয়ালবশে মুজিবকে মুক্তি দেয়া যায়না- ইয়াহিয়া	২১২
৯৪।	পিকিংএ উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল	২১৩
৯৫।	আমার কোন বিকল্প ছিল নাঃ নিউজ উইক ম্যাগাজিনের সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া	২১৬
৯৬।	পাক প্রতিনিধি দলের চীন সফরের ফলাফল বর্ণনা	২১৮
৯৭।	অঘোষিত যুদ্ধ হচ্ছেঃ ইয়াহিয়া	২১৯
৯৮।	দন্ডবিধি সংশোধন আইন জারী	২২০
৯৯।	সীমান্ত পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছেঃ বন-এ পররাষ্ট্র সেক্রেটারী	২২১
১০০।	উপমহাদেশের পরিস্থিতিতে পাকিস্তান যে কোন বৃহৎ শক্তির উদ্যোগকে স্বাগত জানাবে	২২২
১০১।	ন্যাপের সকল গ্রুপ নিষিদ্ধ ঘোষণা	২২৩
১০২।	উপনির্বাচনঃ ভোট গ্রহণের তারিখ ঘোষণা	২২৫
১০৩।	বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠিত	২২৬
১০৪।	জাতীয় পরিষদের অধিবেশনঃ সদস্যদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে	২২৭
১০৫।	ভারতে সোভিয়েত অস্ত্রঃ সরকারী মুখপাত্রের তথ্য প্রকাশ	২২৮
১০৬।	জরুরী অবস্থা ও পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন জারী	২৩০
১০৭।	ভারতীয় 'অনুপ্রবেশ' সম্পর্কে সরকারী মুখপাত্রের বিবরণ	২৩১
১০৮।	পরিস্থিতির দ্রুত ক্রমাবনতির প্রতি উ-থান্টের দৃষ্টি আকর্ষণ	২৩৩
১০৯।	স্বস্তি পরিষদের বৈঠক প্রশ্নে সরকারী মুখপাত্র	২৩৪
১১০।	প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্স ও প্রতিরক্ষা আইন বলবৎ	২৩৫
১১১।	ভারতীয় বিমানের আকাশ সীমা লঙ্ঘন ও চৌগাছার বিমান যুদ্ধ সম্পর্কে সরকারী মুখপাত্র	২৩৭
১১২।	যুদ্ধ পরিহার সম্পর্কে সরকারী মুখপাত্র	২৩৮
১১৩।	নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধি আগাশাহীর বিবৃতি	২৩৯
১১৪।	জেনারেল ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণঃ ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা	২৫৪
১১৫।	নিরাপত্তা পরিষদে আগাশাহীর বিবৃতি	২৫৫
১১৬।	পূর্ব পাকিস্তানের উপনির্বাচন স্থগিত	২৭০
১১৭।	পাক ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন	২৭১
১১৮।	নূরুল আমিন প্রধান মন্ত্রী, ভূট্টো পররাষ্ট্র সচিব	২৭২
১১৯।	সাধারণ পরিষদের ভূট্টোর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল প্রেরণ	২৭৩
১২০।	জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জাতিসংঘে পাকিস্তানী স্থায়ী প্রতিনিধির চিঠি	২৭৪
১২১।	প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সংঘবদ্ধভাবে ভারতীয় হামলা মোকাবিলার আহবান	২৭৬
১২২।	পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের জাতিসংঘ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে	২৭৭
১২৩।	ইউনেস্কোর নিকট পাকিস্তানের তারঃ গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক স্থানসমূহ রক্ষার আবেদন	২৭৮

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২৪।	মুক্তিবাহিনীর কাছে পাক সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল এবং আত্মসমর্পণের ঘটনাবলীর ওপর একটি প্রবন্ধ	২৭৯
১২৫।	আত্মসমর্পণকালে ঢাকার পাক সামরিক শক্তির একটি তালিকা	২৮৬
১২৬।	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের সৈন্যক্ষয়ের একটি হিসাব	২৮৮
১২৭।	জাতির উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়ার অপ্রচারিত ভাষণ	২৯০

পরিশিষ্টঃ সরকারী প্রচারণা পুস্তিকা

১২৮।	একাত্তরের মার্চ মাসের ঘটনাবলী সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের ভাষ্য	২৯৭
১২৯।	পূর্ব পাকিস্তান সংকট সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের বক্তব্য	৩০৪
১৩০।	'পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রাস'	৩০৯
১৩১।	পূর্ব পাকিস্তান সংকটে ভারতের ভূমিকা	৩২০
১৩২।	পূর্ব পাকিস্তান সংকটে ভারতের ভূমিকা	৩৩৩
১৩৩।	শরণার্থী সমস্যার পাকিস্তানী ব্যাখ্যা	৩৪৬
১৩৪।	পূর্ব পাকিস্তান সংকটের ওপর কিছু প্রশ্ন ও পাকিস্তান সরকারের জবার	৩৫৩
১৩৫।	প্রত্যাবর্তনকারী নাগরিকদের প্রতি পাকিস্তানের স্বাগতম	৩৬৯
১৩৬।	'পূর্ব পাকিস্তানে' সামরিক হস্তক্ষেপের পটভূমিকার ওপর পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র	৩৮১

দুইঃ প্রাদেশিক সামরিক বিধি ও কার্যক্রম

১৩৭।	ঢাকায় পাক-আর্মী অপারেশনের কয়েকটি সাংকেতিক সংবাদ	৪৪৫
১৩৮।	সামরিক আইনের কয়েকটি বিধি জারী	৪৫৬
১৩৯।	সামরিক আদেশ বলে অফিসার ও প্রশাসক নিয়োগ	৪৫৮
১৪০।	গভর্নর পদে লেঃ জেঃ টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ	৪৫০
১৪১।	সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক ঠাকুরগাঁ দখল	৪৬০
১৪২।	জেনারেল টিক্কা খানের বেতার ভাষণ	৪৬১
১৪৩।	কাজে যোগদানের নির্দেশ	৪৬২
১৪৪।	সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হবার নির্দেশ	৪৬৪
১৪৫।	সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক সীমান্ত সুরক্ষিত	৪৬৫
১৪৬।	১৪৮ নং সামরিক বিধি জারী	৪৬৬
১৪৭।	সীমান্ত এলাকার কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করার নির্দেশ	৪৬৭
১৪৮।	পূর্ব পাক সরকারের প্রধান সচিবের কাছে রাও ফরমান আলীর চিঠি	৪৬৮
১৪৯।	কর্নেল ওসমানীকে হাজির হওয়ার নির্দেশ	৪৬৯
১৫০।	সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে লেঃ জেঃ টিক্কা খান	৪৭০
১৫১।	সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত	৪৭২
১৫২।	শিক্ষকদের 'দায়িত্বহীন উক্তি' সম্পর্কে সামরিক কর্তৃপক্ষের হুঁশিয়ারী	৪৭৩
১৫৩।	বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠন	৪৭৪
১৫৪।	১৪৯ নং সামরিক বিধি জারী	৪৭৫

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫৫।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট পূর্ব পাক সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি চিঠি	৪৭৬
১৫৬।	সামরিক গভর্নরের নিকট সফর ও বক্তৃতা-বিবৃতি	৪৭৭
১৫৭।	জেনারেল নিয়াজীর সীমান্ত পরিদর্শন	৪৭৯
১৫৮।	পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে	৪৮০
১৫৯।	পাকিস্তান বিষয়ক একাডেমী অর্ডিন্যান্স	৪৮১
১৬০।	কুমিল্লায় সামরিক গভর্নর	৪৮২
১৬১।	নিজ অবস্থানে ফিরে না আসলে মালিকানা বাজেয়াপ্তির হুমকি	৪৮৪
১৬২।	চাকুরীজীবীদের পরিবারের এস,এস,সি পরীক্ষার্থীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান	৪৮৫
১৬৩।	ছাত্রদের দৈনিক উপস্থিতির হার পাঠানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিভাগের স্মারক পত্র	৪৮৬
১৬৪।	জেনারেল নিয়াজীর বগুড়া সীমান্ত পরিদর্শন	৪৮৭
১৬৫।	পরিত্যক্ত বাড়ীঘর ও পেশায় ফিরে আসার নির্দেশ	৪৮৮
১৬৬।	ঢাকা শহরে অবস্থানরত চাকুরীজীবীদের শিক্ষার্থী সন্তানদের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান	৪৮৯
১৬৭।	রংপুরে শান্তি কমিটির সদস্যদের সমাবেশে সামরিক গভর্নর	৪৯০
১৬৮।	জেলা শহরে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস পালনের একটি কর্মসূচী	৪৯২
১৬৯।	জাতীয় পতাকার যথেচ্ছ ও অসামঞ্জস্য ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ	৪৯৩
১৭০।	অভিযুক্ত জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সামরিক আদালতে হাজির হবার নির্দেশ	৪৯৪
১৭১।	যোগ্য ঘোষিত পরিষদ সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনের আহবান	৪৯৯
১৭২।	ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য যশোর সদর মহকুমা প্রশাসনের অনুদান মঞ্জুরী সভার একটি কার্য বিবরণী	৫০০
১৭৩।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে সামরিক সরকারের বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা	৫০২
১৭৪।	কয়েকজন অধ্যাপক ও সিএসপি অফিসারকে হাজির হবার নির্দেশ	৫০৫
১৭৫।	অভিযুক্ত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হবার নির্দেশ	৫০৭
১৭৬।	অভিযুক্ত ইপিসি অফিসারদের সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হবার নির্দেশ	৫২১
১৭৭।	বিধবাদের নিকট পরিত্যক্ত বাড়ীঘর বন্দোবস্ত দেয়ার সরকারী ঘোষণা	৫২৪
১৭৮।	ছাত্র উপস্থিতির দৈনিক রিপোর্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিভাগের চিঠি	৫২৫
১৭৯।	গভর্নর হিসেবে ডাঃ এ, এম, মালিকের শপথ গ্রহণ	৫২৬
১৮০।	লেঃ জেঃ নিয়াজীর 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ	৫২৭
১৮১।	গতিবিধি ও নিলাম সম্পর্কিত একটি সরকারী ঘোষণা	৫২৮
১৮২।	ছাত্র অনুপস্থিতি সম্পর্কিত শিক্ষা বিভাগের একটি সার্কুলার	৫২৯
১৮৩।	'চাপিয়ে দেয়া হলে আক্রমণকারী ভূখন্ডেই যুদ্ধ হবে' নিয়াজী	৫৩০
১৮৪।	সামরিক সরকারের বেসামরিক গভর্নর ডাঃ মালিকের বেতার ভাষণ	৫৩২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৫।	চট্টগ্রামে শান্তি কমিটির প্রতি জেনারেল নিয়াজী	৫৩৮
১৮৬।	প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ	৫৪০
১৮৭।	মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের দপ্তর বন্টন	৫৪২
১৮৮।	দিনাজপুর শহরের সকল বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে একত্রে ক্লাশ করার নির্দেশ	৫৪৩
১৮৯।	অধিকৃত বাংলাদেশে পাক সামরিক চক্রের বেসামরিক গভর্নর ডাঃ মালিকের বক্তৃতা-বিবৃতি	৫৪৪-৫২
১৯০।	অধিকৃত বাংলাদেশে ডাঃ মালিক মন্ত্রিসভার সদস্যদের বক্তৃতা-বিবৃতি	৫৫৩-৬৫
১৯১।	নিলাম, সাহায্য লাইসেন্স ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত কয়েকটি ঘোষণা	৫৬৬
১৯২।	নিহত রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যদের পরিবারের জন্য গম বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি	৫৬৭
১৯৩।	৯৪ নং সামরিক বিধি জারী	৫৬৯
১৯৪।	জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি সরকারী ঘোষণা	৫৭২
১৯৫।	রাজাকারদের প্রতি জেনারেল নিয়াজীর আহবান	৫৭৩
১৯৬।	ডোমারে জেনারেল নিয়াজী	৫৭৪
১৯৭।	সামরিক আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন অধ্যাপকের দন্ড ঘোষণা	৫৭৫
১৯৮।	১৩ জন সিএসপি সহ ৫৫ জন অফিসারের দন্ড ঘোষণা	৫৭৬
১৯৯।	খুলনায় শ্রমিক সমাবেশে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী	৫৭৯
২০০।	পরিখা খননের নির্দেশ	৫৮০
২০১।	ভারতের সর্বাত্মক আক্রমণ	৫৮১
২০২।	দৃস্কৃতকারী ধরে দেয়ার পুরস্কার ঘোষণা	৫৮৩
২০৩।	যশোরের জনসভায় জেনারেল নিয়াজী	৫৮৪
২০৪।	রাজাকার কম্পানী কমান্ডারদের বিদায়ী কুচকাওয়াজে জেনারেল নিয়াজী	৫৮৫
২০৫।	২২ জন পুলিশ অফিসারকে হাজির হবার নির্দেশ	৫৮৭
২০৬।	সিলেটের জনসভায় জেনারেল নিয়াজী	৫৮৯
২০৭।	প্রতিষ্ঠানসমূহে বোমা বিস্ফোরণের দায় দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের, এই মর্মে শিক্ষা বিভাগের একটি চিঠি	৫৯০
২০৮।	ময়মনসিংহ-এ জেনারেল নিয়াজী	৫৯১
২০৯।	যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী	৫৯২
২১০।	শিক্ষানীতি সম্পর্কিত মন্ত্রিপরিষদের একটি সিদ্ধান্ত	৫৯৫
২১১।	বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে জেনারেল নিয়াজী	৫৯৬
২১২।	পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে গভর্নর মালিক ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগ পত্র	৫৯৭

পরিশিষ্ট-১

২১৩।	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার তারবার্তাঃ গভর্নর ও পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক অধিনায়কের কাছে প্রেরিত যুদ্ধবিরতির ক্ষমতা প্রদান	৫৯৮

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	পরিশিষ্ট-২	
২১৪।	আত্মসমর্পণের আগে দখলদার বাহিনীর বেসামরিক সরকারের পদত্যাগ ও সে সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে জন কেলির একটি প্রতিবেদন	৫৯৯
	বেসরকারী দলিল-পত্র	
	একঃ রাজনৈতিক বিবৃতি	
২১৫।	বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রশ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিবৃতি	৬০৪-৬৪৩
	জুলফিকার আলী ভুট্টো (পিপিপি)	৬০৪
	মাহমুদ আলী	৬০৬
	হামিদুল হক চৌধুরী	৬০৭
	ভুট্টো (পিপিপি)	৬০৮
	পীর মোহসিন উদ্দিন (জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম)	৬০৯
	মাওলানা মফিজুল হক (জমিয়তে ইত্তেহাদুল ওলামা)	৬১০
	কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ	৬১১
	পিন্ডি বারের ৮০ জন সদস্য	৬১২
	কাজী কাদের (মুসলিম লীগ কাউয়ুম গ্রুপ)	৬১২
	ভুট্টো (পিপিপি)	৬১৪
	ফরিদ আহমদ	৬১৬
	বি, এ, সলিমী (পঃ পাকিস্তানের বে-আইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতা)	৬১৭
	ভুট্টো (পিপিপি)	৬১৮
	আবদুল কাইয়ুম খান (মুসলিম লীগ, কাইয়ুম)	৬১৮
	শাহ আজিজুর রহমান	৬১৯
	গোলাম গাউস হাজারভী (জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম)	৬২০
	মুফতী মাহমুদ (জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম)	৬২০
	ভুট্টো (পিপিপি)	৬২১
	চৌধুরী রহমতে এলাহী (জামায়াতে ইসলামী)	৬২২
	ভুট্টো (পিপিপি)	৬২২
	মাওলানা আতাহার আলী (জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম)	৬২৩
	ডাঃ সাজ্জাদ হোসেন	৬২৪
	আসগর খান (তাহরিকে ইস্তেকাল পার্টি)	৬২৪
	ফজলুল কাদের চৌধুরী (মুসলিম লীগ, কনভেনশন)	৬২৫
	নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ (পিডিপি)	৬২৬
	মিয়া তোফায়েল আহমদ (জামায়াতে ইসলামী)	৬২৬
	নেজামে ইসলাম নেতৃবৃন্দ	৬২৭
	খান আবদুস সবুর (মুসলিম লীগ, কাইয়ুম)	৬২৭
	গোলাম আজম (জামায়াতে ইসলামী)	৬২৮
	নূরুল আমিন-মওদুদী-ভুট্টো-ফরিদ আহমদ	৬২৮

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	নূরুল আমিন (পি ডি পি)	৬২৯
	গোলাম আজম (জামায়াতে ইসলামী)	৬৩০
	আসগর খান (তাহরিকে ইস্তেকাল পার্টি)	৬৩১
	জামাতের মজলিশে শুরা	৬৩২
	ভুট্টো (পিপিপি)	৬৩৩
	শফিকুল ইসলাম (কাউন্সিল মুসলিম লীগ)	৬৩৪
	শাহ আজিজুর রহমান	৬৩৪
	নূরুল আমিন (পি ডি পি)	৬৩৫
	চীন সফর সম্পূর্ণ সফল হয়েছে- ভুট্টো	৬৩৬
	গোলাম আজমের দাবী	৬৩৭
	দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ভুয়া থিওরি	৬৩৭
	দক্ষিণপন্থী সাত দলের মৈত্রী জোট	৬৩৮
	বিপ্লব অনিবার্য- ভুট্টো	৬৩৯
	দলাদলি ভুলে ঐক্যবদ্ধ হোন- গোলাম আজম	৬৪০
	তাঁবেদার সরকারে শরীক হবো না- ভু&&ট্টা	৬৪১
	আগে ক্ষমতা হস্তান্তর- নূরুল আমীন	৬৪২
	সত্যিকার অর্থেই ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান- গোলাম আজম	৬৪২
	আবদুল কাইয়ুম খান (মুসলিম লীগ)	৬৪৩
	পিপিপি কেন্দ্রীয় কমিটি	৬৪৩

দুইঃ বেসামরিক সহযোগিতা

২১৬	জেনারেল টিক্কাখান সকাশে নেতৃবর্গঃ সহযোগিতার আশ্বাস	৬৪৫-৬৪৭
	নূরুল আমিনসহ ১২ জন নেতা	৬৪৫
	আরো কয়েকজন নেতা	৬৪৬
	আবদুস সবুর খান	৬৪৬
	নূরুল আমীনের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল	৬৪৬
	জমিয়তে ওলামা ও নেজামে ইসলামের প্রতিনিধিবৃন্দ	৬৪৭
	কনভেনশন লীগ নেতৃবৃন্দ	৬৪৭
২১৭	শান্তি কমিটিঃ গঠন ও তৎপরতা	৬৪৮-৬৫৬
	শান্তি কমিটি গঠন	৬৪৮
	শান্তি ও জনকল্যাণ কমিটির বৈঠক	৬৪৯
	শান্তি ও জনকল্যাণ কমিটির বৈঠক	৬৫০
	শান্তি কমিটির নতুন নামকরণ	৬৫০
	শান্তি কমিটির সংযোগ রক্ষাকারী নিয়োগ	৬৫০
	সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার আহবান	৬৫১
	শান্তি কমিটির প্রতিনিধিদের জেলা ও মহকুমায় পাঠানো হচ্ছে	৬৫১
	শান্তি কমিটির কর্ম তৎপরতা শুরু	৬৫২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	শান্তি কমিটির আবেদন	৬৫৩
	কার্জন হলের সিম্পোজিয়ামে নেতৃবৃন্দ	৬৫৩
	কার্জন হলে মন্ত্রীদের সংবর্ধনা	৬৫৬
২১৮	শান্তি কমিটির গঠন ও তৎপরতা সম্পর্কিত আরো কয়েকটি দলিল	৬৫৭-৬৬৩
	জিলা 'এগ্রিকালচার পীস সাব কমিটি' গঠনের নির্দেশ	৬৫৭
	থানা 'এগ্রিকালচার পীস সাব কমিটি'র আহবায়কদের নিয়োগপত্র ও তাদের দায়িত্ব	৬৫৯
	ইউনিয়ন কৃষি শান্তি কমিটির আহবায়কদের নিয়োগপত্র ও তাদের দায়িত্ব	৬৬০
	'দুস্কৃতকারীদের সহায়তা রোধের জন্য জিলা শান্তি কমিটির পরামর্শ	৬৬২
২১৯	রাজাকার, মুজাহিদ, আল বদর ও আল শামস বাহিনীঃ গঠন ও তৎপরতা	৬৬৪-৬৬৮
	রাজাকারদের ট্রেনিং সমাপ্ত	৬৬৪
	শান্তি কমিটির সভায় রাজাকার বাহিনী গঠিত	৬৬৪
	রাজাকাররা ৭০ জন দুস্কৃতকারীকে হত্যা করেছে	৬৬৫
	রাজাকারদের কুচকাওয়াজ	৬৬৫
	গফরগাঁয়ে আল বদর বাহিনী গঠিত	৬৬৫
	আল শামস বাহিনীর তৎপরতা	৬৬৬
	রাজাকারদের সাফল্যজনক অভিযান	৬৬৬
	আল শামস ও আল বদর বাহিনীর সাফল্যজনক অভিযান	৬৬৭
	বদর দিবস পালিত	৬৬৭
	রাজাকার তৎপরতা	৬৬৮
২২০	রাজাকার সম্পর্কিত আরো কয়েকটি দলিল	৬৬৯-৬৭৬
	রাজাকারদের বেতন	৬৬৯
	জিলা রাজাকার প্রধানের নির্দেশ	৬৬৯
	রাজাকার সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও সিলেবাস	৬৭০
	রাজাকার স্বাক্ষরিত শপথনামা	৬৭৪
	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজাকারের সনদপত্র	৬৭৫
	রাজাকারের পরিচয়পত্র	৬৭৫

পরিশিষ্ট

২২১	পাক দখলদার আমলে অবাঙ্গালীদের ভূমিকা ও মনোভাব সম্পর্কিত কয়েকটি দলিল	৬৭৬-৬৯৪
	১। পার্বতিপুর টাউন কমিটির চেয়ারম্যান- এর রোজ নামচা	৬৭৬
	২। পূর্বাঞ্চলীয় রেলওয়ে বিভাগের অবাঙ্গালী কর্মকর্তাদের দুটি চিঠি	৬৮৪
	৩। তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অধিকৃত বাংলাদেশে কর্মরত জনৈক মেজরের কাছে লিখিত চিঠি	৬৯১
	৪। লাহোরে অধ্যয়নরত জনৈক বাঙ্গালী ছাত্রের প্রাণ নাশের হুমকি সহ একটি চিঠি	৬৯২
২২২	নির্ঘন্ট	৬৯৫

প্রথম অধ্যায়

সরকারী দলিলপত্র

(এক)

কেন্দ্রীয়

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১। জাতির উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়ার ভাষণ	ডন, করাচী, ২৭ মার্চ ; পাকিস্তান সরকার প্রচারিত পুস্তিকাঃ 'ব্যাকগ্রাউন্ড রিপোর্ট-৪'	২৬ মার্চ, ১৯৭১

TEXT OF YAHYA'S BROADCAST
(On March 26, 1971)

My dear countrymen,

Assalam-o-Alaikam.

On the 6th of this month I announced the 25th of March as the new date for the inaugural session of the National Assembly hoping that conditions would permit the holding of the session on the appointed date. Events have, however, not justified that hope. The nation continued to face a grave crisis.

In East Pakistan a non-co-operation and disobedience movement was launched by the Awami League and matters took a very serious turn. Events were moving very fast and it became absolutely imperative that the situation was brought under control as soon as possible. With this aim in view, I had a series of discussions with political leaders in West Pakistan and subsequently on the 15th of March I went to Dacca.

As you are aware I had a number of meetings with Sheikh Mujibur Rahman in order to resolve the political impasse. Having consulted West Pakistani leaders it was necessary for e to do the same over there so that areas of agreement could be identified and an amicable settlement arrived at.

As has been reported in the press and other news media from time to time, my talks with Sheikh Mujibur Rahman showed some progress. Having reached a certain stage in my negotiations with Sheikh Mujibur Rahman I considered it necessary to have another round of talks with West Pakistani leaders in Dacca.

Mr. Z. A. Bhutto reached there on 21st March and I had a number of meetings with him.

As you are aware, the leader of the Awami League has asked for the withdrawal of Martial Law and transfer of power prior to the meeting of the National Assembly. In our discussions he proposed that this interim period could be covered by a proclamation by me whereby Martial Law would be withdrawn, Provincial Governments set up and the National assembly would *ab initio,* sit in two committees-one composed of members from east Pakistan and the other composed of members form West Pakistan.

One Condition

Despite some serious flaws in the scheme in its legal as well as other aspects. I was prepared to agree in principle to his plan in the interest of peaceful transfer of power but on one condition. The condition which I clearly explained to Sheikh Mujibur Rahman was that I must first have unequivocal agreement of all political leaders to the scheme.

I thereupon discussed the proposal with other political leaders. I found them unanimously of the view that the proposed proclamation by me would have no legal sanction. It will neither have the cover of Martial Law nor could it claim to be based on the will of the people. Thus a vacuum would be created and chaotic conditions will ensue. They also considered that splitting of the National Assembly into two parts through a proclamation would encourage division tendencies that may exist. They therefore expressed the opinion that if it is intended to lift Martial Law and transfer power in the interim period, the National Assembly should meet, pass an appropriate interim Constitution Bill and present it for my assent. I entirely agreed with view and requested them to tell Sheikh Mujibur Rahman to take a reasonable attitude on this issue.

I told the leaders t explain their views to him that a scheme whereby, on the one hand, you extinguish all source of power namely Martial Law and on the other fail to replace it by the will of the people through a proper session of the National Assembly, will merely result in chaos. They agreed to meet Sheikh Mujibur Rahman, explain the position and try to obtain his agreement to the interim arrangement for transfer of power to emanate from the National Assembly.

The political leaders were also very much perturbed over Sheikh Mujib's idea of dividing the National Assembly into two parts right from the start. Such a move, they felt, would be totally against the interest of Pakistan's integrity.

The Chairman of the Pakistan People's Party, during the meeting between myself, Sheikh Mujibur Rahman and him, had also expressed similar views to Mujib.

On the evening of the 23rd of March of political leaders, who had gone to talk to Mujib on this issue, called on me and informed me that he was not agreeable to any changes in his scheme. All he really wanted was for me to make proclamation whereby, I should withdraw Martial Law and transfer power.

Sheikh Mujibur Rahman's action of starting his non-co-operation movement is an act of treason. He and his party have defied the lawful authority for over three weeks they have insulted Pakistan's flag and defiled the photograph of the Father of the Nation. They have tried to run a parallel Government. They have created turmoil, terror and insecurity.

A number of murders have been committed in the name of movement. Millions of our Bengali brethren and those who have settled in East Pakistan are living in a state of panic, and a very large number had to leave that Wing out of fear for their lives.

The Armed Forces, located in East Pakistan, have been subjected to taunts and insults of all kinds; I wish to complement them on the tremendous restraint that they have shown in the face of grave provocation. Their sense of discipline is indeed praiseworthy, I am proud of them.

Reasonable Solution

I should have taken action against Mujibur Rahman and his collaborators weeks ago but I had to try my utmost to handle the situation in such a manner as not to jeopardize my plan of peaceful transfer of power. In my keenness to achieve this aim I kept on tolerating one illegal act after another. And at the same time I explored every possible avenue for arriving at some reasonable solution. I have already mentioned the efforts made by me and by various political leaders in getting Sheikh Mujibur Rahman to see reason. We have left no stone unturned. But he has failed to respond in any constructive manner; on the other hand, he and his followers kept on flouting the authority of the Government even during my presence in Dacca. The proclamation that he proposed was nothing but a trap. He knew that it would not have been worth the paper it was written on and in the vacuum created by the lifting of Martial Law he could have done anything with impunity. His obstinacy, obduracy and absolute refusal to talk sense can lead to but one conclusion-the man and his parties are enemies of Pakistan and they want East Pakistan to break away completely from the country. He has attacked the solidarity and integrity of this country-this crime will not go unpunished.

We will not allow some power hungry and unpatriotic people to destroy this country and play with the destiny of 120 million people.

In my address to the nation of 6th March I had told you that it is the duty of the Pakistan Armed Forces to ensure the integrity, solidarity and security of Pakistan. I have ordered them to do their duty and fully restore the authority of the Government.

In view of the grave situation that exists in the country today I have decided to ban all political activities throughout the country. As for the Awami League it is completely banned as a political party. I have also decided to impose complete Press censorship. Martial Law regulations will very shortly be issued in pursuance of these decisions.

Aim Remains Same

In the end let me assure you that my main aim remains the same, namely, transfer of power to the elected representatives of the people. As soon as situation permits I will take fresh steps towards the achievement of this objective.

It is my hope that the law and order situation will soon return to normal in East Pakistan and we can again move forward towards our cherished goal.

I appeal to my countrymen to appreciate the gravity of the situation for which the blame rests entirely on the anti-Pakistan and secessionist elements and to act as reasonable citizens of the country because therein lies the security and salvation of Pakistan.

God be with you. God bless you.

Pakistan Paindabad.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক অভিযানের ওপর একটি প্রতিবেদন	উইটনেস টু সারেন্ডার -সিদ্দিক সালিক	২৬ মার্চ-২ মে, ১৯৭১

OPERATION SEARCHLIGHT-I

Major-General Khadim Hussain was brooding over the possible outcome of political talks on 25 March when his green telephone rang at about 11 a. m. Lieutenant-General Tikka Khan was on the line. He said, 'Khadim, it is tonight.'

It created no excitement for Khadim. He was already waiting for the fall of the hammer. The President's decision coincided with the second anniversary of his assumption of power. General Khadim passed the word to his staff for implementation. The lower the news traveled the greater the sensation it created. I saw some junior officers hustling about mustering some extra recoilless rifles, getting additional ammunition issued, a defective mortal sight replaced. The tank crew, brought from Rangpur (29 Cavalry) a few days earlier, hurried with their task to oil six rusty M-24s for use at night. They were enough to make a noise on the Dacca streets.

The general staff of Headquarters 14 Division rang up all the out station garrisons to inform them of H-hour. They devised a private code for passing the message. All garrisons were to act simultaneously. The fateful hour was set at 260100 hours-1 a.m. 26 March. It was calculated that by then the President would have landed safely in Karachi.

The plan for operation SEARCHLIGHT visualized the setting up of two headquarters. Major-General Farman, with 57 Brigade under Brigadier Arbab, was responsible for operations in Dacca city and its suburbs while Major-General Khadim was to look after the rest of the province. In addition, Lieutenant-General Tikka Khan and his staff were to spend the night at the Martial Law Headquarters in the Second Capital to watch the progress of action in and outside Dacca.

A few days earlier, General Yahya had sent Major-General Iftikhar Janjua and Major-General A.O. Mitha to Dacca as possible replacements for Khadim and Farman in case they refused to 'crack down'. After all, they had formed General Yakub's team until very recently and might still share his ideas. General Hamid had even gone to the extent of questioning Khadim's and Farman's wives to assess their husbands' views on the subject. Both the generals, however, assured Hamid that they would faithfully carry out the orders.

Junior officers like me started collecting at Headquarters, Martial Law Administrator, Zone 'B' (Second Capital) at about 10 p.m. They laid out sofas and easy chairs on the lawn and made arrangements for tea and coffee to last the night. I had no specific job to perform except 'to be available'. A jeep fitted with a wireless set was parked next to this

'outdoor operations room'. The city wrapped in starlight, was in deep slumber. The night was as pleasant as a spring night in Dacca could be. The setting was perfect for anything but a bloody holocaust.

Besides the armed forces, another class of people was active that night. They were the Awami League leaders and their private army of Bengali soldiers, policemen, ex-servicemen, students any party volunteers. They were in communication with Mujib, Colonel Osmani and other important Bengali officers. They were preparing for the toughest resistance. In Dacca, they erected innumerable road blocks to obstruct the march of troops to the city.

The wireless set fitted in the jeep groaned for the first time at about 11-30 p.m. The local commander (Dacca) asked permission to advance the H-hour because the other side was hectically preparing for resistance. Everybody looked at his watch. The President was still half way between Colombo (Sri Lanka) and Karachi. General Tikka gave the decision. 'Tell Bobby (Arbab) to hold on as long as he can.'

At the given hour, Brigadier Arbab's brigade was to act as follows:

13 Frontier Force was to stay in Dacca cantonment as reserve and defend the cantonment, if necessary.

43 Light Anti-Aircrat (LAA) Regiment, deployed at the airport in an anti-aircraft role since the banning of overflights by India, was to look after the airport area.

22 Baluch, already in East Pakistan Rifles Lines at Pilkhana, was to disarm approximately 5000 E.P.R. personnel and seize their wireless exchange.

32 Punjab was to disarm 1,000 'highly motivated' policemen' a prime possible source and armed manpower for the Awami League, at Rajarbagh Police Lines.

18 Punjab was to fan out in the Nawabpur area and the old city where many Hindu houses were said to have been converted into armouries.

Field Regiment was to control the Second Capital and the adjoining Bihari localities (Mohammadpur, Mirpur).

A composite force consisting of one company each of 18 Pubjab 22 Baluch and 32 Pubjab, was to 'fluch' the University Campus particularly Iqbal Hall and Jagannath Hall which were reported to be the strong points of the Awami League rebels.

A platoon of Special Group (Commandos) was to raid Mujib's house and capture him alive.

A skeleton squadron of M-25 tanks was to make an appearance before first light, mainly as a show of force. They could fire for effect if required.

These troops, in their respective areas, were to guard the key points, break resistance (if offered), and arrest the listed political leaders from their residences.

The troops were to be in their target areas before 1 a.m. but some of them, anticipating delay on the way, had started moving from the cantonment at about 11.30 p.m. Those who were already in the city to guard the radio and television stations, telephone exchange, power house and State Bank etc., had also taken their posts much before the H-hour.

The first column from the cantonment met resistance at Farm Gate, about one kilometer from the cantonment. The column was halted by a huge tree trunk freshly felled across the road. The side gaps were covered with the hulks of old cars and a disabled steam-roller. On the city side of the barricade stood several hundred Awami Leaguers shouting *Joi Bangla* slogans. I heard their spirited shouts while standing on the verandah of General Tikka's headquarters. Soon some rifle shots mingled with the *Joi Bangla* slogans. A little latter, a burst of fire from an automatic weapon shrilled through the air. Thereafter, it was mixed affair of firing and fiery slogans, punctuated with the occasional chatter of a light machine gun. Fifteen minutes later the noise began to subside and the slogans started dying down. Apparently, the weapons had triumphed. The army column moved on to the city.

Thus the action had started before schedule. There was no point now in sticking to the prescribed H-hour. The gates of hell had been cast open. When the first shot had been fired, the Voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wavelength close to that of the official Pakistan Radio. In what must have been, and sounded like, a pre-recorded message, the Sheikh proclaimed East Pakistan to be the People's Republic of Bangladesh. The full text of the proclamation is published in *Bangladesh Documents* released by the Indian Foreign Ministry. It said, 'This may be my last message. From today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh, wherever you are and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.

I didn't hear this broadcast. I only heard the big bang of the rocket launcher fired by the commandos to remove a barrier blocking their why to Mujib's house, Lieutenant-Colonel Z.A. Khan, the commanding officer, and Major Bilal, the company commander, themselves had accompanied the raiding platoon.

As the commandos approached Mujib's house, they drew fire from the armed guard posted at his gate. The guards were quickly neutralized. They up raced the fifty tough soldiers climb the four feet high compound wall. They announced their arrival in the courtyard by firing a stengun burst and shouted for Mujib to come out. But there was no response. Scrambling across the verandah and up the stairs, they finally discovered the door to Mujib's bedroom. It was locked from outside. A bullet pierced the hanging metal, and it dangled down. Whereupon Mujib readily emerged offering himself for arrest. He seemed to be waiting for it. The raiding party rounded up everybody in the house and brought them to the Second Capital in army jeeps. Minutes later, Major Jaffar, Brigade Major of 57 Brigade, was on the wireless. I could hear his crisp voice saying 'BIG BIRD IN THE CAGE…OTHERS NOT IN THEIR NESTS…OVER.'

As soon as the message ended, I saw the 'big bird' in a white shirt being driven in an army jeep to the cantonment for safe custody. Somebody asked General Tikka if he would like him to be produced before him, he said firmly. 'I don't want to see his face.'

Mujib's domestic servants were released immediately after identification while he himself was lodged in the Adamjee School for the night. Next day, he was shifted to Flag Staff House from where he was flown to Karachi three days later. Subsequently, when complications arose about the 'final disposal' of Mujib (such as international pressure for his release). I asked my friend Major why he had not finished him off in the heat of action. He said, General Mitha had personally ordered me to capture him alive.

While Mujib rested in the Adamjee School, the city of Dacca was in the throes of a civil war. I watched the harrowing sight from the verandah for four hours. The prominent feature of this gory night was the flames shooting to the sky. At times, mournful clouds of smoke accompanied the blaze but soon they were overwhelmed by the flaming fire trying to lick at the stars. The light of the moon and the glow of the stars paled before this man-made furnace. The tallest columns of smoke and fire emerged from the university campus, although some other parts of the city, such as the premises of the daily People, has no small share in these macabre fireworks.

At about 2 a.m. the wireless set in the jeep again drew our attention. I was ordered to receive the call. The Captain on the other end of the line said that he was facing a lot of resistance from Iqbal Hall and jagannath Hall Meanwhile, a senior staff officer snatched the hand-set from me and shouted into the mouth-piece: 'How long will you take to neutralize the target? … O. K., use all of them and ensure complete capture of the area in two hours.

The university building was conquered by 4. a. m. but the ideology of Bengali nationalism preached there over the years would take much longer to subdue. Perhaps ideas are unconquerable.

In the rest of the city, the troops had accomplished their tasks including disarming the police at Rajar Bagh and the East Pakistan Rifles at Pilkhana. In other parts of the city, they had only fired a sniping shot here and a burst there to create terror. They did not enter houses, except those mentioned in the operational plan (to arrest the political leaders), or those used by rebels as sanctuaries.

Before first light on 26 March, the troops reported completion of their mission. General Tikka Khan left his sofa at about 5 a.m. and went into his office for a while. When he reappeared cleaning his glasses with a handkerchief and surveying the area, he said, 'Oh' not a soul there! Standing on the verandah. I heard his soliloquy and looked around for confirmation. I saw only s stray dog, with its tail tucked between its hind legs, stealing its way towards the city.

After day-break, Bhutto was collected from his hotel room and escorted to Dacca airport by the Army. Before boarding the plane, he made a general remark of appreciation

for the Army action on the previous night and said to his chief escort, Brigadier Arbab, 'Thank God, Pakistan has been saved.' He repeated this statement on his arrival at Karachi.

When Bhutto was making this optimistic remark, I was surveying mass graves in the university area where I found three pits of five to fifteen metres diameter each. They were filled with fresh earth. But not officer was prepared to disclose the exact number of casualties. I started going round the buildings, particularly Iqbal Hall and Jagannath Hall white, I had thought from a distance, had been razed to the ground during the action. Iqbal Hall bad apparently been hit by only two and Jagannath Hall by four, rockets. The rooms were mostly charred, but intact. A few dozen half-burnt rifles and stray papers were still smoldering. The damage was very grave-but not enough to match the horrible picture I had conjured up on the verandah of General Tikka's headquarters.

The foreign press fancied several thousand deaths (in the university area) while army officers placed the figure at around a hundred. Officially, only forty deaths were admitted.

From the university area, I drove on the principal roads of Dacca city and saw odd corpses lying on the footpaths or near the corner of a winding street. There were no mountains of bodies, as was alleged later. However, I experienced a strange and ominous sensation. I do not know what it signified but I could not bear it for long. I drove on to a different area.

In the old city, I saw some streets still barricaded but there was no one to man the road blocks. Everybody had shrunk to the sanctuary of his house. On one street corner, however, I saw a shadow, like a displaced soul, quickly lapsing into a side lane. After a round of the city, I went of Dhanmandi where I visited Mujib's house. It was totally deserted. From the scattered thins, it appeared that it had been thoroughly searched. I did not find anything memorable except on overturned life-size portrait of Rabindranath Tagore. The frame was cracked in several places, but the image was intact.

The outer gate of the house, too, had lost its valuable decoration. During Mujib's rule they had fixed a brass replica of a Bangladesh map and had added six stars to represent the Awami League's Six points. But now only the black iron bars of the gate, with holes for the metal fixtures, were there. The glory that had quickly dawned had quickly disappeared.

I hurried back to the cantonment for lunch. I found the atmosphere very different there. The tragedy in the city had eased the nerves of defence personnel and their dependents. They felt that the storm after a long, lull had finally blown past leaving the horizon clear. The officers chatted in the officer's mess with a visible air of relaxation. Peeling an orange, Captain Chaudhry said, 'The Bengalis have been sorted out well and proper-at least for generation. 'Major Malik added. 'Yes, they only know the language of force. Their history says so.'

OPERATION SEARCHLIGHT-II

Although Dacca had been benumbed overnight, the situation in the rest of the province continued to be fluid for some time. Chittagong, Rajshahi and Pabna, in particular, gave us anxious moments for several days.

The total number of Bengali and West Pakistani troops in Chittagong was estimated at 5,000 and 600 respectively. The former consisted recruits at the East Bengali Centre (2,500), the newly raised 8 East Bengal. East Pakistan Rifles Wing and Sector Headquarters, and the police. Our troops were mainly the elements of 20 Baluch whose advance party had sailed back to West Pakistan. A senior non-Bengali army officer in Chittagong, Lieutenant-Colonel Fatimi, was ordered to hold ground to allow time for reinforcements from Comilla to arrive.

The rebels initially had all the success. They effectively blocked the route of the Comilla column by blowing up the Subapur Bridge near Feni. They also controlled major parts of Chittagong cantonment and the city. The only islands of government authority there were 20 Baluch area and the naval base. Major Ziaur Rahman, the second-in-command of 8 East Bengal, assumed command of the rebels in Chittagong in the absence of Brigadier Mozumdar (who had been tactfully taken to Dacca a few days earlier). While the government troops clung to the radio station, in order to guard the building. Major Zia took control of the transmitters separately located on Kaptai Road and used the available equipment to broadcast the 'declaration of independence' of Bangladesh Nothing could be done to turn the tables unless reinforcements arrived in Chittagong.

The G.O.C. Major-General Khadim Hussain, learnt about the stoppage of the Comilla column about fifty minutes past mid-night on D-day. He ordered Brigadier Iqbal Shafi to cross the nullah (ravine), leaving the bridge in hostile hand, and make his way to Chittagong at the earliest opportunity. Brigadier Iqbal Shafi, however, could not make any headway without taking the bridge. This he did next day by 10 a.m. The column moved, but again it was pinned down by hostile fire at Comeera, about twenty kilometers short of Chittagong. The advance company suffered eleven casualties including the commanding officer. The advance company suffered eleven casualties including the commanding officer, who was killed. The column lost contact with Brigade Headquarters (Comilla) as well as with Divisional Headquarters (Dacca).

The lack of information about the column raised much apprehension in Dacca. It might have been butchered! If so, what would be the fate of Chittagong? Would it remain with the rebels? With Chittagong in hostile control what would be the outcome of operation SEARCHLIGHT?

The G.O.C. decided to locate the missing column himself in an army helicopter next day. He would fly to Chittagong first and then follow the Chittagong-Comilla Road so that, if the column had meanwhile made any progress, he might find it on the outskirts of Chittagong. As his helicopter fluttered close to the Chittagong hills to land in the 20 Baluch area, it attracted small arms fire from the rebels who had taken up positions on the high ground. The chopper was hit but sustained no serious damage. It managed to land

safely. The G.O.C. got down for a quick briefing by Lieutenant-Colonel Fatimi on the Chittagong situation. The Colonel triumphantly reported his success in controlling the East Bengal Centre by killing 50 and capturing 500 rebels. The rest of Chittagong, however, was still with the rebels.

As the G.O.C. walked to the helicopter to continue the search, he saw a terror-striken woman with a baby in her arms. She was the wife of a West Pakistan officer desperately seeking to be evacuated to Dacca. She was accommodated.

The helicopter was in the competent hands of an ace pilot, Major Liaquat Bokhari who was ably assisted my Major Peter. They flew the G.O.C. along the Comilla Road, but could not see anything because of the low cloud formation. When they were approximately over Comeera the G.O.C. studied the quarter-inch map spread on his knees, looked out and ordered the pilot to to dawn through the clouds. As the helicopter descended and the G.O.C. craned his anxious neck to locate the column, a quick splash of bullets sprang up from the ground. The pilot pulled up instinctively. Nevertheless, his machine was hit. One bullet grazed the tail white another pierced through its belly, only inches away from the fuel tank. Major Bokhari, apparently unperturbed by the incident, said to the G.O.C. 'Sir, do you want me to make another attempt.' 'No, make, for Dacca direct.' The mission had failed. The column was not located.

Meanwhile, General Mitha had sent a commando detachment (ex 3 Commando Battalion) from Dacca to Chittagong by air with the same mission-to link up with the column. The detachment did not know the location of the missing column or the rebel's position. They had to rely on their own intelligence. A Bengali officer, Captain Hamid appeared from nowhere and said to the commanding officer of the commandos, I have come from Murree to look up my parents in Chittagong. I know the area. May I go with you as a guide? His offer was accepted.

The day (27 March) the commandos were to undertake the search/link up operation, the G.O.C. moved his tactical head-quarters to Chittagong and sent a column of 20 Baluch on the same mission but on a different route. The success of the operation hinged on a link up of these three columns The 20 Baluch column got involved with the rebels soon after leaving its unit area but the commandos dashed to the target, the Bengali officer with them. They had not got very far when they came under cross-fire from the hills flanking the Chittagong Comilla Road. Thirteen of them were killed including the commanding officer, two young officers, one junior commissioned officer and nine other ranks. The effort had proved both abortive and expensive.

At the other end, brigadier Iqbal Shafi had himself assumed the command of the column after the Comeera incident. He sent for a battery of mortars which joined him from Comilla on 27 March. He planned a dawn attack for 28 March. The attack was successful. He broke the resistance and cleared his way to Chittagong. He finally reported his presence at Haji Camp, the pre-embarkation resting place for pilgrims, on the edge of Chittagong City.

Next to Haji Camp were the Isphahani Jute Mills where, before the arrival of our troops, an orgy of blood was staged by the rebels. They collected their helpless non-

Bengali victims-men, women and children-in the club building and hacked them to death. I visited the scene of this gruesome tragedy a few days later and saw blood-spotted floors and walls. Women’s clothes and the children's toys lay soaked in a congealing pool of blood. In the adjoining building, I saw bed sheets and mattresses stiffened with dried blood.

While this happened the Pakistan Army was still attempting a link-up of the three columns. The link-up was effected on 29 march and the happy news was radioed to Dacca, where tense officers in the operations room heaved a sigh of relief. But it was too late for the victims at the Isphahani Mills slaughter-house.

The only success in Chittagong so far had been the unloading of 9,000 tons of ammunition from the ship which had been gheraoed, by the Awami League volunteers since mid-March. Brigadier M.H. Ansari, who had flown from Dacca, had mustered all available resources-an infantry platoon, a few mortars and two tanks-formed a task force. The Navy had lent the support of a destroyer and a few gunboats. He had achieved this success with marvelous skill. Later an additional battalion was also flown from Dacca to Chittagong.

Although the situation with regard to the availability of resources had improved, the main battle for Chittagong had yet to be fought. The radio Transmitters, East Pakistan Rifles Sector Headquarters and the Reserve Police Lines in the District Courts area (the concentration point for the policemen, ex-servicemen and armed volunteers) remained to be cleared before the general flushing out the area could be undertaken.

General Mitha was the first to have a go at the transmitter building. He sent a commando detachment to blow it up. His troops approached the target from the flank, following the river-route. They soon came under fire while still in country boats. Sixteen of them were killed. Mitha's second attempt too proved abortive and highly expensive.

Major-General Khadim then sent a column of 20 Baluch under Lieutenant-Colonel Fatimi. Once again, Fatimi managed to involve himself in some sort of engagement with the rebels on the way and never reached the transmitters. Finally, two F-86s (Sabres) from Dacca had to knock them out. I visited the sight a few days later and found the building well fortified with pillboxes and foxholes-all interconnected with a fine network of trenches. The building was intact.

The other principal target was the East Pakistan Rifles Headquarters where 1,000 armed rebels were well entrenched. Located on high ground, they had artfully laid their defenses along the embankment with holes and slits to facilitate small arms fire. Our troops knew the odds and prepared massive attack to neutralize them. The attacking troops, approximately in battalion strength, had the support of a naval destroyer, two gunboats, two tanks and a heavy mortar battery. The battle raged for three hours before the defiant rebels could be subdued. This happened on 31 March-the sixth day of operation SEARCHLIGHT.

The next target was the Reserve Police Lines where 20,000 rifles were reportedly stocked, to be used by an assortment of rebels. A battalion-strength attack was launched there, too, but the defenders proved less dogged than the East Pakistan Rifles personnel and soon withdrew towards the Kaptai Road.

The key role in neutralizing these points of resistance was played by Brigadier Ansari. His gallant services were later recognized by the award of the Hilal-i-Jurat Pakistan's second highest gallantay award, and promotion to the rank of Major-General (although earlier he had been superseded).

The main operations in Chittagong were over by the end of March but the mopping up action continued until 6 April. The other two towns where the rebels had an upper hand were kushtia and Pabna. Let us see how our troop fared there.

Kushtia, about 90 kilometers from Jessore, is an important road and rail junction. Our troops were not permanently located there but, on the D-day, 27 Baluch (Jessore) had sent one of its companies just to establish our presence there, For want of proper briefing the company carried only small arms, a few recoilless rifles and a limited quantity of ammunition. They thought that they were going on normal internal security duty, which usually did not involve heavy fighting.

The company commander distributed his manpower is small groups and assigned them the task of guarding the telephone exchange and V.H.F station. He also sent small parties to arrest the local Awami League leaders-but they had all left. He established his presence, after killing five rebels on the first day (26 March). Thereafter it was only enforcement of curfew and collection of arms from the civilians. Two days passed peacefully.

On 28 March, at about 9.30 p.m. the local Superintendent of Police, pale with fear, came to the company commander. Major Shoaib, and reported that the rebels had gathered in the border town of Chuadanga, about 16 kilometers from Kushtia and were about to attack the town at night. They were also threatening to kill all 'collaborators'. The company commander passed a word of caution to his platoons but the troops did not take it very seriously. They did not even bother to dig their trenches.

The attack commenced at 3.45 a.m. (29 March) with heavy mortar shelling. It jolted our troops out of all illusions of safety.

They soon realized that the attackers were none other than the troops of I East Bengal which had been sent out from Jessore cantonment for training. They had been joined at Chuadanga by the Indian Border Security Force (B.S.F). (Four Indian B.S.F. soldiers were captured near Jessore and two near Sylhet.)

The scene of the battle was the police armory occupied earlier by our troops. The rebels managed to climb in to the adjoining three-storey red brick house of a local Judge and used it as a vantage point. From there they sprayed bullets into the police building. At dawn, five of our men lay dead in the compound. By 9 a.m. the toll had risen to eleven.

In the next half-hour, nine more had fallen. Only a few survivors managed to escape to the company headquarters about a kilometer away. Shortage of ammunition and lack of cover were the immediate causes of the disaster.

The other posts in Kushtia town-the telephone exchange and V.H.F. station-had simultaneously come under equally severe attack. So neither of the posts could reinforce the other. In the company headquarters, eleven la dead at one place and fourteen at another. In all, twenty-five out of sixty men had been massacred in the early part of the engagement. Frantic messages for help were sent to Jessore and even an air strike was requested, but nothing reached Kushtia. The last message received from Jessore by the end of the day said, Troops here already committed- No reinforcement possible. Air strike called off poor visibility...Khuda Hafiz!

Major Shoaid collected the remnants of his command to reorganize them. He found that only 65 had survived out of 150. He decided to abandon Kushtia and take the survivors to Jessore. He lined up one three-ton truck, one Dodge and six jeeps. The convoy left at night with the company commander in one of the leading jeeps. They had traveled barely 25 Kilometers when the leading vehicles, including the one that carried Major Shoaib, caved into a culvert which had been cut by the rebels in the centre deceptively covered from the surface. As soon as the convoy stopped, it came under intense fire both sides of the road. Our troops jumped down and hit the ground but bullets continued to rain on them. Only nine out of the sixty-five managed to crawl out and disappear into the country-side. Most of them were later captured by the rebels, and subjected to a barbaric end.

The story of the Pabna action has many features in common with the Kushtia catastrophe. Here, a company of 25 Punjab had been sent from Rajshahi 'just to establish our presence'. The 130 men had arrived in Pabna with only first line ammunition and there days rations. On arrival, the company was split into small detachments, which were posted at vulnerable points like the powerhouse and the telephone exchange. They also visited the residences of local political leaders but found no one. The company established its presence without any resistance and lived in peace for the first thirty-six hours. Then at about 6 p. m. on 27 March, all the posts came under intense fire from across the nullah (ravine). The rebel force consisted of an East Pakistan Rifles (900 men), 30 Policemen and 40 Awami League volunteers. They didn't know our strength. They therefore kept on firing from a distance without assaulting our positions. Our troops also opened up but shortage of ammunition imposed heavy restrictions on the volume of fire One N.C.O and two other ranks were wounded in this initial encounter.

Captain Asghar, who was being constantly harassed by a rebel light machine-gun, decided to silence it. He took a few volunteers with him and changed its position. He knocked it out with a hand grenade which exploded right inside the post. But at the same time, another light machine-gun sent a burst into Captain Asghar. Badly hit, he swerved around to take cover behind the pillar of the gate, but collapsed. The raid was called off. Another attempt was made by Lieutenant Rashid who also died in action.

Meanwhile, all the posts were wound up except that at the telephone exchange. The rebels also regrouped, then launched an all-out attack. The lightly equipped defenders realized their folly, but too late. They had to pay very dearly for it. They lost two officers.

3 J.C. Os and 80 other ranks. One more officer and 32 other ranks had been wounded. Repeated calls for help were sent, in consequence of which a helicopter came to evacuate the wounded, but could not land. Major Aslam from Rajshahi, however, managed to reach Pabna with eighteen soldiers, one recoilless rifle, one machine gun and some ammunition, and managed to extricate the survivors. He loaded the wounded into the Dodge and sent them of Rajshahi across country, to avoid possible residence on the way. He took to able-bodied with him to fight his way back to Rajshahi by road. Meeting heavy resistance on the way, he took to the countryside, where they had to wander for three days without food or water. When – this column finally reached Rajshahi on I April at 10 a. m. it consisted of only eighteen solders. The rest, including Major Aslam, had been killed en route.

Thus Chgittagong, Kushtia and Pabna turned out to be the towns where we suffered the severest casualties. These places ere clear don 6 April, 16 April and 10 April respectively. In other areas where we were strength, we regained control without much resistance.

The rebels did not settle the score with West Pakistani soldiers only they also killed civilian dependents with equal barbarity. It is not possible here to document all such cases but I quote an episode to illustrate this point.

2 East Bengal, which had a sprinkling of officers, J.C.O.s and N.C.O.s (technical trades only) from west Pakistan, was located at Joydebpur in an old palace about 30 kilometers north of Dacca. As a part of the general scheme, the East Bengal battalions had been kept away from the cantonments to avoid trouble with West Pakistani units. Three companies of 2 East Bengal had moved to Ghazipur, Tangail and Mymenshingh 'for training'. The fourth company was in the battalion headquarters located in the old palace building at Joydebpur. This is same place where I had witnessed the color-presenting ceremony in February 1970.

The battalion revolted on 28 March after exchanging information with other Bengali units. Their first action after this change of loyalties was the massacre of their West Pakistani colleagues and their families. One Subedar of Ayub, who had served the battalion for over twenty years, managed to escape from this systematic butchery and reached Dacca cantonment about midday on 28 March to break the news. I saw him when he arrived in the head quarters-pale with fear, with spots of white forth settle at the corner of his dry lips. Everybody tried to console him but he was too shaken to accept a cup of tea or piece of advice. He asked for help-immediate help.

A Company of Punjab Regiment was dispatched. A few young officers accompanied the reinforcements voluntarily. As the reinforcements reached the battalion headquarters, they saw the most gruesome sight of their lives. On a heap of filth lay five children, all butchered and mutilated, their abdomens ripped with bayonets. The mothers of their children lay slaughtered and disfigured on a separate heap. Subedar Ayub identified, among them, members of his family, he went mad with shock-literally mad.

Inside the palace compound was parked a jeep fitted with a wireless set. The tyres were flat and the seats were soaked in blood. A few splashes of blood had settled on the

wireless itself. 'Search lighting' the interior of the building, they found blood-stained clothes in the bathroom. They were later identified as the garments of Captain Riaz from Gujranwala. In the family quarters of the other ranks, they saw a young mother lying dead, an infant trying to suckle the withered breasts. In another quarter was huddled a teeor-stricken girl, about four, who cried out at the sight of the soldiers. 'Don't kill me don't kill me please till my father come home. Her father never came home.'

Similar stories were reported from other stations. Some of them sounded too melodramatic to believe but they were all essentially true.

General Hamid, Chief of Staff, Pakistan Army, told me a few months later that the blame for this suffering must lie on Lieutenant-General Yakub 'who had opposed the arrival of West Pakistani troops in early March. Had he allowed us to build up the forces in time there would have been West Pakistani troops in all major towns to prevent these wild killings.'

General Yakub, it may be recalled, had opposed the move at a Army crack-down, with all its ugly repercussions; had commenced there was no bar to the dispatch of troops. Operation GREAT FLYIN was thus started as early as (but not before) 26 March. The arriving troops were quickly dispatched to areas under pressure.

One the situation had stabilized in the key cities, strong columns of troops were sent to provincial towns. Let me describe here the march of one column from Dacca to Tangail on 1 April, which I accompanied. The main column, loaded in trucks fitted with machine-guns, moved on the main road while two companies spread out over about five hundred meters on either side of the road. These foot columns were equipped for all contingencies-both animate and inanimate. Nothing was to escape their wrath. Behind the infantry column was a battery of field guns which fired a few shells at suitable intervals in the general direction of the move. The artillery bang was enough to scare away any rebels in the area.

The infantry column opened up on the slightest pretext or suspicion. A stir in a bunch of trees or a little rustle in the *bari* was enough to evoke a burst of automatic fire or at least rifle shot. I remember that a little short of Karatea, on the Tangail road, there was a small locality which hardly rated a name. The searching troops passed through it, putting a match to the thatched huts and the adjoining bamboo plants. As soon as they advanced ahead, a bamboo stick burst with a crack because of the heat of the fire; everybody took it as a rifle shot by some hidden 'miscreant'. This caused the weight of the entire column to be riveted on the locality and all sorts of weapons fired into the trees. When the source of danger had been 'eliminated', a careful search was ordered. During the search, the column stood at the ready to shoot the 'miscreant' on sight. The search party found no sign of a human being-alive or dead. The bamboo crack and delayed the march by about fifteen minutes.

Karatea was a modest town surrounded by a thick growth of wild trees. It boasted a local bazaar consisting of a single row of shops. The people had already fled their homes. Where had they gone? It was difficult to investigate. The column halted there, surveyed the town, burnt the bazaar and set fire to some kerosene drums. Soon it developed into a conflagration. The smoky columns of fire smouldered through the green branches of the trees. The troops did not wait to see the fruits of their efforts, they soon moved on. When we reached the other end of the town I saw a black lamb tied to a spike, trying to wriggle out of its gutted abode but with no success because the rope was tightening round its neck with every additional attempt at liberation. It must have strangled itself to death.

A few kilometers further on, we saw on the road-side two V-shaped trenches, newly dug but hurriedly abandoned. Probably the rebels had prepared these positions to meet us but after hearing the bang of guns had decided to leave. Whatever the case, the column could not advance without flushing the area. As the troops scanned around, I walked into a mud hut to see how the people there lived. The interior was neatly plastered with clay-a mild grey shade. A tramped portrait of two children, probably brothers, hung on the front wall. The only furniture in the hut was a charpoy and a mat of date leaves. On the mat was a handful of boiled rice, which bore the fingerprints of infect eaters. Where were they now? Why had they gone?

I was awakened from these disturbing thoughts by a loud argument between the soldiers and an old Bengali civilian whom they had discovered under the banana trees. The old man had refused to divulge any information about the 'miscreants' and the soldiers threatened to kill him if he did not co-operate. I went to see what was going on.

The Bengali, a walking skeleton, had wrapped a patch of dirty linen round his waist. His bearded face wore a frightened look. My eyes, following his half-naked body down to his ankles, settled on the inflated veins of his dusty feet. Finding me so inquisitive, he turned to me and said, I am a poor fellow, I don't know what to do. A little earlier they (the miscreants) were here. They threatened to put me to death if I told anybody about them. Now, you confront me with an equally dreadful end it I don't tell you about the.' That summed up the dilemma of the common Bengali.

The column, maintaining its diligent pursuit on the way, finally reached Tangail in the evening. It replaced the Bangladesh flag with the national flag on the Circuit House, fired eight shells in the environs to announce its arrival and settled down for the night. I returned to Dacca.

The widespread killings zestfully reported by a hostile world press, did not take place in the initial phase of operation SEARCHLIGHT. They occurred in the subsequent period of prolonged civil war. Infantry columns on clearing missions were sent from Comilla, Jessore, Rangpur, Sylhet and other places. Usually, they moved along the metalled roads, leaving the option to the rebels to slip into the countryside or recede to the borders and eventually into the lap of their Indian patrons. The speed of these operations depended on the availability of troops and their resources.

Additional manpower and resources became available between 26 March and 6 April. During this period there arrived two divisional headquarters (9 Division, 16 Division), five brigade headquarters, one commando and twelve infantry battalions. They had all left their heavy equipment in West Pakistan as they were to quell a rebellion rather than fight a proper was. Three more infantry battalions and two mortar batteries arrived on 24 April and 2 May respectively. The paramilitary forces funneled into East Pakistan between 10 April and 21 April included two wings each of East Pakistan Civil Armed Forces (E.P.C.A.F.) and West Pakistan Rangers (W.P.R), besides a sizeable number of Scouts from the North West Frontier. They were mainly taken in place of defecting East Pakistan Rifles and police.

Whatever reinforcements arrived from West Pakistan, were used to complete operation SEARCHLIGHT which was never formally closed but was deemed to have achieved its end by the middle of April when all major towns in the province had been secured.

The major towns were secured on the following dates:

Paksy (10 April), Pabna (10 April), Sylhet (10 April), Ishurdi (11 April), Narsingdi (12 April), Chandraghona (13 April), Rajshahi (15 April), Thakurgaon (15 April), Kushtia (16 April), Laksham (16 April), Chuadanga (17 April), Brahamanbaria (17 April), Darsana (19 April), Hilli (21 April), Satkhia (21 April), Golundu (21 April), Dohazari (22 April), Bogra (23 April), Rangpur (26 April), Noakhali (26 April), Santahar (27 April), Sirajganj (27 April), Maulvi Bazar (28 April), Cox's Bazar (10 May), Hatia (11 May).

I have not been able to collect the figures of casualties suffered or inflicted during operation SEARCHLIGHT except those I have mentioned in the course of this narration. But I can vouch for the strength of my assessment that the number of lives lost in the clashes barely touched the four-figure mark. It the foreign press made the world believe that several million people perished, the blame lies with those who expelled the foreign press from Dacca on 26 March (evening) and forced them to base their stories on the fantasy of Indian propagandists or the whims of opinionated tourists. If the foreign journalists had been allowed to stay in East Pakistan after 25 March, even the most biased among them would have witnessed a reality which, through tragic, was far less gruesome than what appeared in their stories.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩। সামরিক আইনের দুটি বিধি জারীঃ (রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ও সংবাদপত্রের ওপর কঠোর সেন্সরশীপ)	পাকিস্তান অবজার্ভার উদ্ধৃতিঃ ডন (করাচী, ২৬ মার্চ)	২৯ মার্চ, ১৯৭১

CMLA PROMOLGATES MLR 76 AND 77

Karachi, March 27:-

The CMLA today promulgated the Martial Law Regulations-76 and 77.

The regulation relates to be on Political activities and censorship on the press.

The following Martial Law regulation was promulgated in Karachi Yesterday by the CMLA Pakistan.

MLR by CMLA Pakistan. Regulation No.76

1. No person shall organize or convene any meeting, not being a religious congregation in a public place or organize or take out a demonstration or a procession, not being a religious funeral or marriage procession.

2. No person shall attend or otherwise take part in any meeting, demonstration or a procession, organized or convened or taken out in contravention or Paragraph I of its regulation.

Explanation: For the purpose of this regulation "Public Place" includes:

(a) Any educational institution mill, factory workshop, hospital, club and any other Place to which Public has access whether on Payment or otherwise.

b) Any tent enclosure or other structure of temporary nature erected or constructed for the purpose of demonstration or a meeting and,

c) Any enclosure or compound whether forming part of a building or not which is not covered by a roof.

3. Martial Law Regulation No 60 and 61 issued by the CMLA are hereby cancelled. Maximum Punishment 6 Years rigorous imprisonment.

A. M. Yahya Khan
General commander in chief
Pakistan army and CMLA
Place: Karachi
Date. 26 March, 1971

The following MLR was promulgated in Karachi Yesterday by the CMLA Pakistan.

MLR by CMLA Pakistan. Regulation No. 77

1. No person shall print or publish or cause to be printed or published in a news paper or other document whatever, any matter which-

a) Tends directly or indirectly or is calculated to prejudicial affect the integrity or the solidarity of Pakistan or,

b) Tends directly or indirectly to criticize the imposition or operation or continuance of Martial Law or,

c) Tends directly or indirectly or is calculated to create alarm or despondency amongst the public or,

d) Tends directly or indirectly or is calculated to create dissatisfaction towards the armed forces, the Police and the government or any member thereof or,

e) Tends directly or indirectly or is calculated to create or excite feelings of enmity, ill will or hatred between communities, Sects, Classes or Sections of the citizens of Pakistan or,

f) Tends directly or indirectly to be offensive to the religion of Islam or,

g) Tends directly to be disrespectful to the Quaid-i-Azam.

2. No Person shall print, or publish or cause to be printed, or published in a newspaper or other document whatever any matter which-

a) Tends directly or indirectly to create hatred or ill will towards any Political party in Pakistan or any Leader or member there of or,

b) Tends directly or indirectly or is likely to cause agitation, excitation, excitement, alarm or despondency amongst the public on any political issue without first submitting such matter for scrutiny to an authority appointed in this behalf by a Provincial Government and obtaining clearance from the said authority.

3. The words "or written" and the words "or in writing" Shall be omitted from the MLR Nos. 6. 17 and 19 respectively, issued by the CMLA.

4. MLR No. 51 issued by the CMLA is hereby repealed.

5. Anyone who contravenes this Regulating shall be punishable. Maximum punishment, 7 Year's rigorous imprisonment.

A. M. Yahya Khan
General commander in chief
Pakistan army and CMLA
Place: Karachi
Date. 26 March, 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪। পাকিস্তান ভারতের কাছে প্রতিবাদ করেছে	পূর্বদেশ। উদ্ধৃতিঃ পাকিস্তান টাইমস (লাহোর)	৩১ মার্চ, ১৯৭১

পাকিস্তান ভারতের কাছে প্রতিবাদ করেছে

২৭শে মার্চঃ- পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত এখন যে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার অভিযান চালাচ্ছে, পাকিস্তান এ প্রচারণা বন্ধ করার জন্যে দাবী জানিয়েছে। এদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকেও বিরত থাকতে নয়াদিল্লীর প্রতি দাবী জানানো হয়েছে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয়াদিল্লী বেতারের বর্তমান উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণায় পাকিস্তান দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে উদ্দেশ্যমূলক ও নগ্ন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারতের কাছে আজ তীব্র প্রতিবাদ করেছে।

আজ সকালে ভারতীয় হাই কমিশনার মিঃ বি, কে, আচার্যকে পররাষ্ট্র দফতরে ডেকে পাঠানো হয়।

হাই কমিশনারকে জানান হয় যে, ভারতীয় পার্লামেন্টে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আলোচনা করায় পাকিস্তান খুবই আপত্তি জানাচ্ছে। গতরাতে ভারতীয় বেতার বলেছে যে, পার্লামেন্টারী বিষয়ের মন্ত্রী, মিঃ রাজ বাহাদুর পার্লামেন্টকে জানিয়েছেন যে, তাঁর সরকার খুব শিগগিরই পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন।

হাই কমিশনারকে বলা হয়েছে যে, দিল্লীর এসব খবর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক ঘটনার সৃষ্টি করবে। তাঁকে আরও বলা হয়েছে যে, ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপকে পাকিস্তান সতর্কতার সাথে এড়িয়ে গেছে, একথা নয়াদিল্লীর মনে থাকা উচিত।

পশ্চিম বাংলা, নাগাভূমি ও মিজোল্যান্ডের পরিস্থিতির ফলে পাকিস্তানে ব্যাপক মোহাজের এসেছে এবং তাতে করে দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিতেও অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, এসব ঘটনা সত্ত্বেও এই নীতি মেনে চলা হয়েছে।

ভারতীয় হাই কমিশনারকে এটাও বলা হয়েছে যে, নয়াদিল্লী সরকারের একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান হলো ভারতীয় বেতারকেন্দ্র। এ থেকেই পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্দেশ্যমূলক, অতিরঞ্জিত ও প্ররোচণামূলক সংবাদ প্রচার করছে। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, একদিকে ভারতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বলছে যে, তাদের পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানবার কোন যোগসূত্র নেই এবং অন্যদিকে পাকিস্তানকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসে পরিকল্পিত বিস্তারিত খবর প্রচার করছে।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারত কেমন করে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করছে এটা দেখানোর জন্যে এ প্রসংগে ভারত সরকারকে লিখিত ১৩, ২০ ও ২৪ শে মার্চ প্রেরিত পাকিস্তানী নোটের প্রতি ভারতীয় দূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এবং সংবাদ পত্র ও অন্যান্য প্রমাণও হাজির করা হয়।

-- পাকিস্তান টাইমস (লাহোর)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫। পাকিস্তান ভারতের কাছে তীব্র প্রতিবাদ করেছে	পাকিস্তান অবজার্ভার উদ্ধৃতিঃ ডন	২ এপ্রিল, ১৯৭১

PAKISTAN LODGES STRONG PROTEST AGAINST INDIA

Islamabad, March 30-The Pakistan government today lodged with *the Indian government another Strong protest-second within this week*-against India's "Continued interference in Pakistan's internal affairs that has set a dangerous precedent causing serious concern to international community.

The Indian High Commissioner in Islamabad was summoned to the foreign officer again this morning and told of Pakistan's resentment over the fact that Indian Government and information media were continuing to circulate malicious and baseless reports about the situation in East Pakistan despite Pakistan Government's repeated protests.

'APP' report adds : In this connection, the following examples were cited:

a) Alleged bombing of Pakistan Air Force.

b) Killing of 1, 00,000 persons.

c) General Tikka Khan had been shot dead.

d) Sheikh Mujibur Rahman had not been arrested.

e) Unilateral declaration of independence by Baluchistan and NWFP.

The High Commissioner's attention was drawn to the Statements made by the

Indian Prime Minister and the Foreign Minister in the Indian Parliament, in complete violation of well-established international principles and procedures clearly constitute gross interference.

In was pointed out to the Indian envoy that it was amazing. Sardar Swaran Singh had said that, "The government of India was prepared to co-operate with members of International community or humanitarian organizations to bring, relief to the victims of conflict: It was also disconcerting to note the implied threat by Mrs. Indira Gandhi when she said that, "India would take decision on time as it was no use taking decision after events had passed.

The Indian High Commissioner was told that as a result of the incitement and encouragement by Indian leaders the Indian press had been making fantastic suggestions about dispatching armed Indian volunteers from Calcutta to East Pakistan for helping the

so called liberation forces and for naval blockade to interrupt sea communication between the two Wings of Pakistan.

Furthermore, the ruling congress party had organized demonstration against our missions in New Delhi, Calcutta and Bombay in which derogatory slogans were raised against the Government and leaders of Pakistan. This could have repercussions in Pakistan also.

The High Commissioner was further informed that totally false reports were being disseminated through clandestine transmitter which has been traced to the mouth of river Hoogly with the object of misleading the world.

The Government of Pakistan expressed the hope that the Government of India would recognize the need for exercising restraint and following internationally accepted norms in its relations with the neighboring countries.

-Dawn

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬। সামরিক বিধানসমূহ পরীক্ষা করে দেখতে পাকিস্তানের আপত্তি নেইঃ অস্ত্র পরিবহনের অভিযোগের জবাবে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিভাগের বিবৃতি	পাকিস্তান অবজার্ভার উদ্ধৃতিঃ ডন	২ এপ্রিল, ১৯৭১

PAKISTAN READY FOR INSPECTION OF MILITARY PLANES.

Colombo, March 30: Pakistan has said it would welcome examination of Pakistani military aircraft refueling at Cylon's Bandarnaike International Airport on flights between the two wings of Pakistan, External Affairs Ministry sources said here today.

The Pakistani Government made this offer following press reports that the Airport was being used as a base for Pakistani military aircraft carrying arms and ammunition to crush resistance in East Pakistan, the sources said.

Cylon has accepted assurances given in applications for clearance of military aircraft that they were not carrying arms or ammunition.

-Dawn.

———

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭। রেডিও পাকিস্তানের নয়া ডিরেক্টর জেনারেল	দৈনিক পাকিস্তান উদ্ধৃতিঃ সরকারী প্রেসনোট	৭ এপ্রিল, ১৯৭১

রেডিও পাকিস্তানের নয়া ডিরেক্টর জেনারেল

রাওয়ালপিন্ডি, ৬ই এপ্রিল। পাকিস্তান সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হয়েছে যে, জনাব এস হায়দার জায়েদি টি কিউ এ, সি এস পি সীমান্ত প্রদেশের সরকার থেকে বদলী হয়ে রেডিও পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

রেডিও পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল জনাব মফিজুর রহমান টি পি কে, সি এস পি কে পাকিস্তান সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারীর পদমর্যাদা ও বেতনে তথ্য ও জাতীয় বিষয়ক দফতরে অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি পদে নিযুক্ত করা হয়েছে।

এর বদলী অবিলম্বে বলবৎ হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮। পদগর্নির বাণীর জবাবে ইয়াহিয়াঃ অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে দেব না	দৈনিক পাকিস্তান	৭ এপ্রিল, ১৯৭১

পদগর্নির বাণীর জবাবে ইয়াহিয়া
অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে দেব না

ইসলামাবাদ, ৬ই এপ্রিল এ পি পি- প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ এম ইয়াহিয়া খান আজ পুনরুল্লেখ করেন যে, পাকিস্তান তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন দেশকে হস্তক্ষেপ করতে না দেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প।

সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট এন পদগর্নির ৩রা এপ্রিলের বাণীর জবাবে তিনি বলেন পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত খোলাখুলি ও নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের একটিউ মাত্র উদ্দেশ্য- গোলযোগ সৃষ্টির জন্য মুষ্টিমেয় লোককে উস্কানী ও বৈষয়িক সাহায্য দিয়ে পরিস্থিতিকে প্রজ্বলিত করে তোলা। কোন শক্তির পক্ষেই এই উদ্যোগকে সমর্থন বা ক্ষমা করার অর্থ হচ্ছে জাতিসংঘ সনদ ও বান্দুং নীতি খেলাফ করা। পাকিস্তানের দিক থেকে পাকিস্তান সর্বদাই এই নীতিগুলি মেনে চলছে।

প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করে যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নিজস্ব পথে চলতে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে তার নিজের চাইতে বেশী কেউ সচেতন নন এবং এই নীতির প্রতি তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নসহ কোন দেশই জাতিবিরোধী ও অ-দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের দেশকে ধ্বংস করার ব্যাপারে অগ্রসর হতে দিতে পারে না বা কখনও দেয়নি কিংবা নাশকতামূলক কর্ম সমর্থন করতে পারে না।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে নয়াদিল্লীকে বিরত করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ভারতে তার অনস্বীকার্য প্রভাব ব্যবহার করার আহ্বান জানান। কারণ উপমহাদেশে শান্তি বজায় ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সোভিয়েট আগ্রহের সঙ্গে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

প্রেসিডেন্টের বাণীর পূর্ণ বিবরণ

আপনার বাণী আমাকে ৩রা এপ্রিল প্রদান করা হয়েছে। স্পষ্টতঃ প্রধান মন্ত্রী কোসিগিনের বাণীর জবাবে প্রদত্ত আমার বাণী আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি এবং আপনি যে প্রশ্নগুলো তুলেছেন তা প্রাসঙ্গিক বলে আমি পুনরুল্লেখ করছি।

উক্ত বাণীতে আমি বলেছিলামঃ গত ২৮শে মার্চ করাচীতে নিযুক্ত সোভিয়েট কনসাল জেনারেল আপনার মৌখিক বাণী আমাকে জানিয়েছে। ইতিপূর্বে ঢাকায় নিযুক্ত আপনাদের কনসাল জেনারেলও আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলী নিরসনের ব্যাপারে আমার প্রচেষ্টা সম্পর্কে তাকে অবহিত করি।

আপনার বাণীতে বলা হয়েছে যে তা অসমাপ্ত খবরভিত্তিক। আমি আশা করি, মিঃ প্রধান মন্ত্রী, আপনাদের রাষ্ট্রদূত আপনাকে আমার ৩৬শে মার্চের বিবৃতির বিবরণ অবহিত করেছে। উক্ত বিবৃতিতে আমি যে ঘটনাবলীতে বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা পাকিস্তানের জনগণের কাছে পেশ করেছি। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা আমার অবিরাম প্রচেষ্টা এবং আমাদের পথে যে সকল অসুবিধা সৃষ্টি হয় সেগুলো নিরসনের জন্যে আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। একই সঙ্গে পাকিস্তানের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও ঐক্য রক্ষার জন্য জাতির প্রতি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে আমি সচেতন।

মিঃ প্রধান মন্ত্রী, আমি নিশ্চিত, আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে আমি অন্য কোন পথ নিতে পারতাম না। ২৬শে মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ভাষণে উক্ত লক্ষ্য পূরণের জন্য আমার সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার কারণ আমি বিশদভাবে বলেছি। পাছে এই বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ আপনি না পান তাই আমার রাষ্ট্রদূতকে আমার বিবৃতির একটি কপি আপনার হাতে দেবার জন্য আমি নির্দেশ দিচ্ছি।

পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে

পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি ভালভাবেই নিয়ন্ত্রণ আছে এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ধীরে ধীরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কোন কোন বাইরের সূত্র, বিশেষ করে ভারতীয় তথ্য মাধ্যম প্রচারিত বিবরণে সঠিক পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয় না এবং বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করাই এর উদ্দেশ্য।

আমি আপনার সঙ্গে একমত যে, এশিয়ায় কতিপয় শক্তি ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীকে নিজেদের পক্ষে অনুকূল মনে করে আমাদের জাতীয় স্বার্থ ও অখণ্ডতার প্রতিকূলে বর্তমান পরিস্থিতিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। সুতরাং সর্বতোভাবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যাতে কোন হস্তক্ষেপ না ঘটে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় হুমকী

এই প্রসঙ্গে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারছি না যে, আমরা যখন আমাদের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি তখন ভারতীয় মনোভাব আমাদের গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, ও অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবর্গ পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রকাশ্য বিবৃতি দিচ্ছেন যা আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপের সামিল। এইরুপে ভারত এক বিপজ্জনক নজীর স্থাপন করছে যা আন্তর্জাতিক সমাজের সরাসরি উদ্বেগের বিষয়।

আরো গুরুতর ব্যাপার হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের অনতিদূরে প্রায় ছয় ডিভিশন ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন। এই বাহিনীর মধ্যে গোলন্দাজ রেজিমেন্ট ও ছত্রী ব্রিগেড রয়েছে। পশ্চিম বাংলার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বা তিন সপ্তাহ পূর্বে সমাপ্ত নির্বাচনের প্রয়োজনের সঙ্গে এর সঙ্গতি নেই।

আমাদের সীমান্ত বরাবর ভারতের সৈন্য সমাবেশ আমাদের নিরাপত্তার প্রতি সরাসরি হুমকি স্বরুপ। এমত পরিস্থিতিতে আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা ভারতের ওপর আপনাদের অনস্বীকার্য প্রভাব খাটাবেন এবং তাকে (ভারতকে) পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে ও পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে তেমন কাজ থেকে বিরত থাকার প্রয়োজনটা বুঝিয়ে দেবেন।

পাকিস্তানের ঘটনাবলীতে আপনার উদ্বেগকে অনুধাবণ করে পরিশেষে একটা কথা বলবো যে, আমার লক্ষ্য অপরিবর্তিত রয়েছে।

প্রথম সুযোগেই আমি পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তিবাদী ব্যক্তিদের সাথে আলাপ শুরু করার ইচ্ছা পোষণ করি।

মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমি আরো বলব যে, যে কোন সরকারই সেইদেশের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতার ওপর আক্রমণকারী ধ্বংসাত্মক ব্যক্তিদের ক্ষমা করতে পারে না কিংবা পাশ কাটাতে পারে না।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দেশকে খণ্ডিত করার কোন ম্যাণ্ডেট পাকিস্তানের জনগণের কাছ থেকে পাননি। তথাপি তারা সক্রিয় শত্রুতায় লিপ্ত এক প্রতিবেশীর বৈষয়িক সমর্থনপুষ্ট রাষ্ট্র বিরোধী ব্যক্তিদের পাকিস্তানের ঐক্য বিনাশকারী কাজকে উৎসাহ দিয়েছেন।

এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, ক্রমান্বয়ে আইন-শৃংখলা ভেঙ্গে পড়ছিল, নির্দোষ লোকদের সন্ত্রস্ত করা হচ্ছিল, ব্যাপক ঘর জ্বালানী, লুটতরাজ ও হত্যা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। পরিস্থিতির মোকাবেলা করা ছাড়া কোন বিকল্প পথ ছিল না। সরকার যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন তা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানী নাগরিকের জান মাল ও সম্মান রক্ষার জন্যই করেছেন। কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতা যে ফ্যাসিবাদী তৎপরতা চালাচ্ছিলেন সে সম্পর্কে কেউই দ্বিমত পোষণ করবেন না।

গণতন্ত্রকে তার নির্ধারিত পথে এগোতে দেওয়ার ব্যাপারে আমার চেয়ে কেউ বেশী সচেতন নন। এবং আমি এই নীতিতে অবিচল রয়েছি। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নসহ কোন দেশই রাষ্ট্র বিরোধী দেশপ্রেম বিবর্জিত লোকদের দেশকে ধ্বংস করার সুযোগ কিংবা নাশকতামূলক কাজ চালানোর সুযোগ কখনো দেয়নি, দিতে পারে না।

আমার দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের প্রকাশ্য ও নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের মাত্র একটাই লক্ষ্য রয়েছে। তা হলো গোলযোগ সৃষ্টিকারী সামান্য কিছু লোককে উৎসাহ এবং বৈষয়িক সমর্থন দিয়ে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত করে তোলা। কোন শক্তি যদি এ রকম তৎপরতাকে সমর্থন করে কিংবা ক্ষমা করে তবে সেটা হবে জাতিসংঘ সনদ ও বান্দুং নীতির পরিপন্থী। পাকিস্তান সব সময় এসব নীতি মেনে চলেছে এবং পাকিস্তান তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন দেশকে হস্তক্ষেপ করতে না দেয়ার প্রশ্নে দৃঢ় সংকল্প।

তাই আবার সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে আমাদের আহ্বান, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলান থেকে ভারতকে যেন বিরত করার ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতের উপর তার অনস্বীকার্য প্রভাবকে ব্যবহার করে। বস্তুতঃ সেটাই হবে এই উপমহাদেশে শান্তি, শৃংখলা এবং বাধাহীন অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখার সোভিয়েট ইউনিয়নের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯। জাতিসংঘ মহাসচিবের সংগে আলোচনার পর আগাশাহীর বিবৃতি	দৈনিক পাকিস্তান	৭ এপ্রিল, ১৯৭১

আগাশাহীর সাথে আলোচনা-
পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারঃ থান্ট

জাতিসংঘ, ৬ই এপ্রিল (এ পি পি)। গতকাল জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি আগাশাহীকে এই মর্মে আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণভাবেই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে মনে করে। সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টের সাথে এক ঘন্টাকাল আলোচনার পর আগাশাহী এই তথ্য প্রকাশ করেছেন।

গত সপ্তাহে ভারত মৌখিকভাবে যে নোট সদস্য রাষ্ট্রদের জানিয়েছে তিনি তার জবাব দিয়েছেন কিনা- জনাব আগাশাহী সাংবাদিকদের উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন।

আগাশাহী বলেন, তিনি পাকিস্তান সরকারের পক্ষে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তিনি ভারতীয় হস্তক্ষেপের কোন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন কিনা, সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে আগাশাহী বলেন, তিনি ভারতীয় পার্লামেন্টের ৩১শে মার্চ (১৯৭১) তারিখের প্রস্তাব, সশস্ত্র ভারতীয়দের পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ, পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রবিরোধী লোকদের কাছে গোপনে অস্ত্রসস্ত্র চালান দেয়ার ব্যবস্থা এবং ভারতীয় নৌবাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানের জাহাজ ওসেন এন্ডুরেন্সকে হয়রানীর প্রতি উথান্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সাহায্য সামগ্রী বহনকারী রেডক্রস বিমান (যা করাচী থেকে বৈরুত ফিরছে) সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আগাশাহী বলেন, সেক্রেটারী জেনারেল পুরো ব্যাপারটাই অবহিত আছেন। তিনি তাকে বলেছেন, রেডক্রস বিমানটি তার পাকিস্তানে প্রবেশের আবেদনপত্র পাকিস্তান সরকারের হস্তগত হওয়ার আগেই করাচীতে অবতরণ করেছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০। পাকিস্তান পররাষ্ট্র দফতরের বিবৃতিঃ বে-আইনী অনুপ্রবেশের সকল দায়িত্ব ভারতকেই বহন করতে হবে	দৈনিক পাকিস্তান	৯ এপ্রিল, ১৯৭১

সীমান্তের ওপার থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠানো হচ্ছে

বেআইনী অনুপ্রবেশের সকল দায়িত্ব ভারতকেই বহন করতে হবে

ইসলামাবাদ, ৮ই এপ্রিল, (এ পি পি)- পাকিস্তান ভারতের কাছে ভারতীয় নাগরিকদের পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ এবং ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হওয়া অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। এটা যদি করা না হয়, তাহলে পরিণতির সকল ঝুঁকি ভারতীয় নাগরিকদেরই বহন করতে হবে।

পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার মিঃ বি, কে, আচার্যকে আজ পররাষ্ট্র দফতরে ডেকে এনে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

এক সরকারী বিবৃতিতে বলা হয়, ধ্বংসাত্মক কাজ করার জন্য পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরাস্থ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগসাজশে ভারতীয় নাগরিকদের পাকিস্তানী এলাকায় বে-আইনী অনুপ্রবেশের প্রশ্নে পাকিস্তানের ঘোরতর আপত্তির কথা ভারতীয় হাইকমিশনারকে জানানো হয়।

ভারতীয় হাইকমিশনারকে আরও জানানো হয়, চিকিৎসা ও সাহায্য সামগ্রী নাম দিয়ে সীমান্তের ওপার থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠানো হচ্ছে- এটা পাকিস্তান সরকার জানতে পেরেছে।

পাকিস্তান সরকার পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরাস্থ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে পাকিস্তানী এলাকায় ভারতীয় নাগরিকদের বে-আইনী অনুপ্রবেশের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের অব্যাহত হস্তক্ষেপ, ভারতীয় বেতার এবং অন্যান্য ভারতীয় সংবাদমাধ্যম মারফত পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে মিথ্যা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের গভীর উদ্বেগের কথা ভারতীয় হাই কমিশনারকে জানানো হয়।

আজ পররাষ্ট্র দফতরে ভারতীয় হাই কমিশনারকে ডেকে এনে এই প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। তাকে আরো জানানো হয়েছে যে, চিকিৎসা ও রিলিফ সামগ্রী নাম দিয়ে সীমান্তের ওপার থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠানোর বিষয়টি পাকিস্তান সরকারের গোচরে এসেছে।

তাকে বলা হয়েছেঃ ভারতীয় নাগরিকদের পাকিস্তানী এলাকায় অনুপ্রবেশ এবং সেখানে তাদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা অবিলম্বে ভারত সরকারের বন্ধ করা উচিত। তা না করা হলে, যেসব ভারতীয় নাগরিক এভাবে অনুপ্রবেশ করবে তারা সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বেই করবে। একথাও তাকে বলা হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকাসমূহে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকদের চলাফেরা এবং সেখানে রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের সাথে দেখা সাক্ষাতের ফলাও বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছে। যেমন, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সংবাদদাতা তুই দিনে পূর্ব পাকিস্তানের ১০০ মাইল এলাকা ভ্রমণ করেছেন বলে দাবী করেছেন।

অনুরুপভাবে তথাকথিত অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার খবর ভারতীয় সংবাদপত্র ও বেতারে প্রচার করা হয়েছে। ভারতীয় হাই কমিশনারকে এ সব কথাও বলা হয়েছে।

ওষুধ এবং সাহায্য সামগ্রীর নামে সীমান্তের ওপার থেকে বাংলাদেশের লোকের জন্য অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ পাঠানো হচ্ছে। এপিপির কূটনৈতিক সংবাদদাতা এ খবর জানিয়েছে। তিনি লিখেছেন, ভারতীয় অস্ত্রসস্ত্র চালান এবং লোক পাঠানোর কাজটি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের যোগসাজশেই করা হচ্ছে। এর জন্য পাক-ভারত সীমান্তে এগারোটি প্রবেশ ঘাঁটি খোলা হয়েছে।

গত ৫ই এপ্রিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের চীফ সেক্রেটারীর কথাতেই এর স্বীকৃতি মিলেছে। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত মোহাজেরদের অভ্যর্থনার সুবিধার্থে ১১টি প্রবেশ পথ খোলা হয়েছে। এছাড়া ৯টি শিবির খোলা প্রকৃত পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্যে উল্টো দিকে চলাচলের জন্য এসব ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে।

এদিকে অনিবার্যভাবেই ভারত সরকারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোতে বর্ষার আগে পূর্ব পাকিস্তানের তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের জন্য ওকালতি করা হচ্ছে।

এখানে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশের জনগণের জন্য তহবিল ও সাহায্য সামগ্রী সংগ্রহের জন্য দিল্লী, কলকাতা, শিলং এ সংস্থা গঠন করা হয়েছে।

গত সোমবার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রশ্ন করা হয়েছে, বাংলাদেশের জনগণকে সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা,- এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তিনি প্রকাশ্যে কিছুই বলতে পারেন না। অবশ্য তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ সমর্থন করেছেন- কেননা এগুলো মোহাজেরদের সাহায্য করার কাজে ব্যয় করা যাবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১। আগাশাহীর প্রতিবাদঃ ভারত পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করার চক্রান্ত করছে	দৈনিক পাকিস্তান	৯ এপ্রিল, ১৯৭১

আগাশাহীর প্রতিবাদঃ ভারত পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করার চক্রান্ত করছে

জাতিসংঘ, ৮ই এপ্রিল, (এ পি পি)।- পাকিস্তান গতকাল ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী রাষ্ট্রের জাতীয় সংহতি ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা বানচালের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ করে।

পাকিস্তান সরকার এটাকে দুঃখজনক মনে করে যে, ভারত জাতিসংঘ সনদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা সত্ত্বেও সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি লংঘন করে জাতিসংঘের অন্যতম ভিত্তিই ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত আগাশাহী জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের কাছে এক মৌখিক বার্তায় একথা জানান।

ভারতীয় লিপির জবাবে তিনি বলেন, বিশ্ব সংস্থায় উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম বা পূর্বভারতীয় পরিস্থিতি ওঠার আগে পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি উঠতে পারে না। ভারতীয় লিপিতে পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি দেশের ভেতরকার আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সমস্যা ন্যায়সংগতভাবে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্বেগের বিষয় হতে পারে না।

মৌখিক বার্তা প্রদানের মধ্যেই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের চেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকলে পাকিস্তান সেটা উপেক্ষা করতে পারত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারত কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করছে যে, পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা নষ্ট করার দুরভিসন্ধি ভারতের রয়েছে। জনাব আগাশাহী বলেন, ভারতীয় তথ্য মাধ্যম পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে উগ্র প্রচার অভিযান চালিয়েছে এবং কখনো পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্ভট বানোয়াট খবর প্রচার করেছে।

গত ৩১শে মার্চ পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিবৃতিতে পাকিস্তানের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুমকি দেয়া হয়। একই দিনে পার্লামেন্টে পূর্ববাংলার প্রতি ভারতের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

ভারতীয় নেতাদের উস্কানী ও উৎসাহ দানের সরাসরি ফল হিসাবে কলকাতার সরকারী কর্মচারীগণ পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবী পাঠাবার ব্যাপারে খোলাখুলিভাবে উৎসাহ দিচ্ছে। অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ বোঝাই ৯টি ভারতীয় যানবাহনের একটি কনভয়কে পাকিস্তানী এলাকায় শমশেরনগরের দিতে যেতে দেখা যায়। পাকিস্তানী সশস্ত্রবাহিনী কনভয়টি ধ্বংস করে দিয়েছে।

জনাব শাহী বলেন যে, এমনকি পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে নৌযোগাযোগের ক্ষেত্রে ভারতীয় নৌবাহিনীর অবরোধ সৃষ্টির বিষয়ও ভারতীয় সরকারী মহলে আলোচনা করা হয়। একটি পাকিস্তানী বাণিজ্যতরী যখন পূর্বাঞ্চলে যাচ্ছিল, তখন ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজগুলো তাকে হয়রানী করে। পাকিস্তানী জাহাজটি করাচী ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

গতকাল একটি পাকিস্তানী হাজীবাহী জাহাজ মক্কা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নৌ-বন্দর চট্টগ্রাম যাচ্ছিল। উক্ত জাহাজটিকে ভারতীয় রণতরীগুলো একইভাবে হয়রানী করে।

পাকিস্তানী প্রতিনিধি বলেন যে, ভারত পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের নিকটে ছয় ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করেছে। একটি রাজনৈতিক মিমাংশায় আসার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রচেষ্টার বিবরণ দিয়ে জনাব শাহী বলেন যে, শেষ দফা আলোচনার পর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে কিছুসংখ্যক লোক দেশকে বস্তুতপক্ষে টুকরো টুকরো করতে চেয়েছিল।

দেশকে ভাংগনের হাত থেকে রক্ষার জন্য সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। পুর্ব পাকিস্তানের ১২ জন রাজনৈতিক নেতার এক প্রতিনিধি দল প্রদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতীয় প্রচারণাকে ভিত্তিহীন ও বিদ্বেষপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, জাতিবিরোধী শক্তিসমূহকে সাহায্য করার জন্য ভারত থেকে যে সকল সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী সাদা পোষাকে এসেছিল, পূর্ব পাকিস্তানের শান্তিপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করায় তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গ্রাম থেকে ঢাকায় সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যমূল্যের উপর অভিনন্দনযোগ্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২। ৭৮ নম্বর সামরিক বিধি জারী	পাকিস্তান অবজার্ভার	১০ এপ্রিল, ১৯৭১

MLR NO. 78

Rawalpindi, April 9-The president of Pakistan and chief Martial law administrator General Agha Mohammad Yahya khan has promulgated the following Martial law regulation here today, says APP.

MARTIAL LAW REGULATION NO. 78

1. The CMLS or a MLA or a DMLA authorized by the MLA Concerned in this behalf if satisfied with respect to any Particular person. That with a view to preventing him from acting in a editions manner or in a manner prejudicial to the security. The public safety or interest or the defense of Pakistan the maintenance of public order, Pakistan relation's with any other power the maintenance of peaceful Conditions in any part of Pakistan, the maintenance of essential supplies and services it is necessary to do so, may make an order.

a) Directing such person to remove himself from Pakistan in such manner by such time and by such route as may be specified in the order, and prohibiting his return to Pakistan.

b) Directing that he be detained.

c) Directing that he shall not remain within any specified area in Pakistan except on the conditions and subject to the restrictions specified in the order or to be specified by an authority or a person specified in the order.

d) Requiring him to reside or remain in such place or within such area in Pakistan as may be specified in the order or to proceed to a place or area within such time as may be specified in the order.

e) Requiring him to notify his movements or to report himself or both in such manner at such times and to such authority or person as may be specified in the order.

f) Imposing upon him such restrictions as may be specified in the order in respect of employment or business in respect of his association or communication with other persons and in respect of his activities in relation to the dissemination of new or propagation of opinions.

g) Prohibiting or restricting the possession or use by him of any such article or articles as may be specified in the order.

h) Otherwise regulating his conduct in regard to any matter as may be specified in the order, Provided that no order shall be made under clause (a) of this paragraph against any citizen of Pakistan and by any person other that the CMLA.

2. Any order made under paragraph (1) may require the person against whom it is made to enter into a bond with or without sureties for the due observance of the restrictions and conditions specified in the order.

3) If any person remains in any area or place or fails to leave any area or place in contravention of an order made under paragraph I, he may be removed-from the area or place by any police officer or other person acting on behalf of the CMLA or a MLA or a DMLA authorized by the MLA concerned in this behalf.

4. A person who is ordered to by detained under this regulation shall be detained in such place under such Conditions as to maintain discipline and punishment for breaches of discipline as-the CMAL of a MLA or a DMLA authorized by the MLA concerned in this behalf may from time to time determine.

5) The CMLA or a MLA or a DMLA authorized by the MLA concerned in this behalf, f has reason to believe that a person in respect of whom an order under clause (B) of paragraph I has been made, has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed may:

a) Make a report in writing of the fact to a Magistrate of the first class having jurisdiction in the place where the said person was ordinarily residing and thereupon the provisions of sections 87, 88 and 89 of the code of criminal procedure 1898 (Act of 1898) shall apply in respect of the said person and his property as if he were a person against whom a warrant had been issued by the Magistrate and was absconding and

b) By notified order direct the said person to appear before such officer, at such place and within such period as may be specified in the order and if the said person fails to comply with such direction he shall useless he proves that it was not possible for him to comply with the direction, and that he had, within the period specified n the order informed the Officer of the reason which had rendered compliance impossible and also of his where about be punishable with rigorous imprisonment for a term that may extend to seven years or with fine or with both.

6) if any person contravenes any order made under this regulation a bond executed under paragraph 2 has been forfeited the Court having jurisdiction to try the person who had contravened the order may call upon any person bound by the bond to pay the penalty thereof or to show cause why it should not be paid, and if sufficient cause is not shown and the penalty is not paid the court may proceed to recover the same in this same manner as a court proceeding on the forfeiture of a bond under the code of criminal procedure 1898 (Act of 1898).

Sd/-
General commander in chief
Pakistan army and CMLA
Place: Rawalpindi
Dated: 9 April, 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩। সিনেটর হ্যারিসকে লিখিত ওয়াশিংটন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারীর চিঠি	পাকিস্তান দূতাবাসের দলিলপত্র	১৪ এপ্রিল, ১৯৭১

EMBASSY OF PAKISTAN
2315 Massachusetts Avenue NW
WASHINGTON D.C. 20008
April 14, 1971

My dear Senator Harris,

We have seen your statement in the Senate published in the Congressional Record of April 1, 1971. We regret that you did not give us an opportunity to discuss the matter before you made the statement as we could have helped you at least to establish the facts. However, I hope this letter clears up some points.

You have said that the Pakistan Government "cynically expelled foreign journalists" in order to let the soldiers" kill in peace". There was no more cynicism implied in evacuating foreign journalists from Dacca than there was in helping to evacuate American citizens and personnel of the Consulate in that city. By evacuating them we them we hoped to get them out of possible harms way. In a message to the New York Times and the Evening Star, the Ambassador of Pakistan told their Managing Editors just that. The Ambassador said our administration felt that it could not take the risk of allowing foreign journalists to be involved in the physical dangers inherent in the situation that prevailed that week when the Yahya-Mujib talks broke down and the military was asked to rid the city of Dacca from the armed gangs that roamed in it for many days and were terrorizing the thousands of law abiding citizens (especially the non-Bengalis) with pillage and murder. There could have been no question of the military authorities in Dacca allowing foreign pressmen to move about the city at that time to perform their functions however legitimate. Armed resistance to the restoration of Government's authority was fully expected and did materialize.

While this was the basic motive, allow me to bring to your attention one aspect of the problem which may have escaped you. Despite our repeated requests for many years, no American newspaper has chosen to base its correspondent in Pakistan. We are, therefore, never able to get American pressmen to hear us let alone understand our point of view. On the other hand, all the correspondents are based in New Delhi and you will concede that country has not expressed very much love for us either in the past or the present. Newspapermen, we feel are human and in time they begin to reflect views which they hear all around them all the time. Take the pertinent example of press coverage during the November cyclone in East Pakistan last year. The foreign press did not present our views at all. It sought blatant sensationalism rather than the facts of the story. No one ever cared to mention how soon we had got down to work despite the terrific odds. No one recorded that the administration of the entire state government of East Pakistan with the exception of one single West Pakistani (the governor was in the hands of East Pakistanis

themselves as was the whole cyclone relief operation. Instead the foreign correspondents blamed the federal administration and repeated only what they picked up in the lobby of a plush Dacca hotel, It was left to responsible AID officials of your country and others through letters to the Editors here to rectify some of the errors.

You have argues at one point that you "do not know any facts" and later you have stated that "some of the reports that we have heard must be true". I do not think I need to dwell on this point further, but I do protest against your quoting "unconfirmed" reports to the effect that "execution squads led by informers are systematically tracking down and killing East Pakistani intellectual leaders". The Government of Pakistan has categorically denied that the army sent out any such execution squads. Radio reports emanating from an unfriendly source like New Delhi have spread one melodramatic sensation after another. Kindly see the enclosed photo copy of the front page of New Delhi's leading newspaper Hindustan Times, dated March 31. As the world knows, Dacca did not fall to any so-called liberation force either on that date or on any subsequent date and the Pakistan Government did not shift the provincial capital from Dacca to any other town. Examples of such false reports, unhappily not only by Indian but by foreign correspondents based in India, can be multiplied. Similarly Indian sources started by saying ten thousand East Pakistanis had been killed by our army. This was steadily inflated every day till it has now reached no less than a million as the enclosed extract from the Washington Daily News of 12th April will show.

You have urged Mr. Senator that the U. S. stops military and economic aid to Pakistan. I am sure that you are aware that American military "aid" was halted in 1965 when in the midst of a life and death conflict forced on us by Indian aggression, the U.S. (our ally by three-not entreaties) decided unilaterally to halt all military supplies even for those we had paid for. This decision which turned the balance in favor of India could have proved fatal for us but for the sacrifices of our people. India as your Government knows had tremendous manufacturing capacity for lethal weapons, at least some of which was set up with U.S. assistance. (India today is already manufacturing fighter planes, tanks and battleships and all ammunition needed by her). Further, India had Russian and West European sources for arms supplies. The 1965 U. S. decision was a cause of sorrow for many of us. You may recall that at one time when Mr. Khrushchev threatened to send his rockets against us for allowing American U-2 Planes to take off from one of the U.S. bases in our county, we did not flinch.

Allow me to review the present political problem in East Pakistan. One political party out of many in East Pakistan, the Awami League, fought the elections to a National Assembly on a platform totally different from the one to which it suddenly switched. If had no mandate from the electorate to secede from Pakistan nor did it contest the elections on that platform. Its top junta, however, had been collecting arms secretly for a long time and as a start to disrupting the nation allowed its followers to start butchery of non-Bengali-speaking fellow Pakistanis. Hundreds of thousands of these had been living peacefully there for over the last twenty-three years after fleeing from India in 1947. To restore law and order the army had thus no alternative but to resort to strong measures. After all, which Government can allow a complete breakdown of law and order and do

nothing to protect the lives of innocent citizens who were being killed for no crime of their own? It was definitely a matter for the national army and the army is carrying out just that task.

I have a suspicion that a great deal of the emotional response in this country is due to the fact that the Awami League demand is being confused with a demand for mere autonomy of a state government within a federal union, much like statehood in the United States. This is, of course, not so. The Leader of the Awami League Mujibur Rahman at the end of his negotiations with the President of Pakistan, demanded separation and thus sovereignty, holding out grave threats of civil war if separation was denied. The president held patient and prolonged discussions in Dacca with the leaders of different political parties with the aim of achieving a broad political agreement regarding the convening of the National Assembly and the framing of a constitution. Such agreement would have secured for East Pakistan a quantum of autonomy unprecedented in any union. Unfortunately, the last round of talks left little doubt that what the Awami League was aiming at was dismemberment of the country. In these circumstances, the preservation of the unity and integrity of the country became the overriding consideration. As President Yahya Khan said in his message to President Podgorny:

"No government can condone or fight shy of dealing with subversive elements attacking its sovereignty and territorial integrity. The Awami League leaders had no mandate from the people of Pakistan to dismember the country and yet they encourage antinational elements, materially supported by an actively hostile neighbor, to destroy the unity of Pakistan. In a situation in which law and order was being steadily eroded, innocent citizens were being terrorized and large scale arson, loot and murder had become the order of the day, there remained no alternative but to meet the situation. Measures undertaken by the Government are intended to protect the honor, lives and property of the vast majority of East Pakistani citizens who do not agree with the fascist methods that had been put into operation by some Awami League leaders."

There have been allegations in the American press of hegemony of the West and economic exploitation of East Pakistan. These allegations are based on emotional responses rather than on facts especially so if recent years are taken into account. Ours is a free economy and free economy unfortunately tends to have some flaws. But if one state develops industrially faster than another, if does not necessarily mean that it is exploiting the others. East Pakistan has always had due representation in the Federal Government and the Federal legislatures, as the records would show. In our brief 24 years of existence as an independent country, we have had two East Pakistanis (Nazimuddin and Iskander Mirza) as presidents of the Nation and three as Prime Ministers. (Nazimuddin, Bogra Mohammed Ali & Suhrawardy). They ruled the whole country without wanting any province or state to secede and these men are in no way considered any less patriotic.

We made a start in this world by sharing between East and West our under-developed poverty. Now that foreign aid and our own efforts are helping us to look forward to efficiency, we are bogged down with secessionist demands from disgruntled politicians-

who were really elected to help draft a constitution for one country. But we are committed to Freedom and democracy, to freedom and free enterprise for all and by that commitment we stand even if a heavy price has to be paid.

With my respects,

Yours Sincerely
Sd
FS. N. Qutb
First Secretary
(Information)

The Honorable
Fred R. Harris,
Room No. 254,
Old Senate Office Building,
Washington D.C. 20510.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪। পাকিস্তান সরকারের বিবৃতিঃ ভারতীয় সৈন্য অপহরণ সম্পর্কিত নোট প্রত্যাখ্যান	দৈনিক পাকিস্তান	১৬ এপ্রিল, ১৯৭১

পাকিস্তান সরকারের বিবৃতিঃ
ভারতীয় সৈন্য অপহরণ সম্পর্কিত নোট প্রত্যাখ্যান

ইসলামাবাদ, ১৫ই এপ্রিল (এপিপি)।- গত ৯ই এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকজন কর্তৃক ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর তিনজন সৈন্য অপহৃত হয়েছে বলে একটি ভারতীয় নোটে যে অভিযোগ করা হয়েছে, পাকিস্তান তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

গত ১১ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে পাকিস্তান হাইকমিশনে প্রদত্ত এক নোটে ভারত যে অভিযোগ করেছে আজ এক সরকারী বিবৃতিতে তাকে ভিত্তিহীন বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

বিবৃতিতে বলা হয় যে, এই সিপাইগুলো তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সেই ভারতীয় কোম্পানীটির সদস্য যেটা পাকিস্তানী অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছিল। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকাকালে তাদেরকে আমরা আটক করেছি।

পূর্ব পাকিস্তানে জাতি-বিরোধী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর দুটো কোম্পানীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। মোহনলাল ও পঞ্চরাম নামে দু'জন সৈন্যকে জীবিত অবস্থায় আটক করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তান ভারতীয় সশস্ত্র অনুপ্রবেশকে চাপা দেবার জন্যই ভারত তাদের সৈন্যকে অপহরণের অভিযোগ করেছে অথচ তাদের পাকিস্তানের অনেক অভ্যন্তরে বন্দী করা হয়।

পাকিস্তান সরকার এই সমস্ত অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এগুলো বন্ধ না হলে অনুপ্রবেশকারীদের নিজেদেরকেই পরিণামের ঝুঁকি নিতে হবে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ভারত সরকারকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপমূলক এই সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়ার জন্য পুনরায় সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫। পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাঙ্ক-এর কয়েকটি পদক্ষেপ	দৈনিক পাকিস্তান	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

প্রদেশে অর্থনৈতিক তৎপরতাঃ
ষ্টেট ব্যাংক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে

করাচী, ১৬ই এপ্রিল (এ পি পি) - আজ এখানে সরকারীভাবে বলা হয়েছে যে, ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করায় পূর্ব পাকিস্তান ব্যাংকিং তৎপরতা বেড়েছে এবং জোরদার হয়েছে।

প্রদেশের ষ্টেট ব্যাংকের সকল শাখায় স্বাভাবিক কাজকর্ম চলছে। কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোও তাদের কাজ শুরু করেছে।

ষ্টেট ব্যাংকের গভর্নর করাচী থেকে একদল বিশেষজ্ঞকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়েছেন। এই বিশেষজ্ঞ দল পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করবেন এবং ব্যাংকিং তৎপরতা পুরাদস্তুর চালু করার জন্য আরো কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে সে সম্পর্কে সুপারিশ জানাবেন।

পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির অর্থের চাহিদা মিটানোর তাগিদে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর তৎপরতা বাড়ানোর জন্য সরকার ও ষ্টেট ব্যাংক সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য দিচ্ছেন।

কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোতে উপস্থিতি ক্রমেই বাড়ছে।

ঢাকাস্থ ষ্টেট ব্যাংকের অফিসগুলো রফতানীমূল্য নিয়ন্ত্রণ ফর্ম অনুমোদন করছে এবং রফতানীর জন্য বোনাস ভাউচার ইস্যু করছেন। পুরনো বোনাস ভাউচারসমূহ পুনরায় বৈধ করা হচ্ছে।

সম্প্রতি ষ্টেট ব্যাংকে ব্যাংকার, পাট ব্যবসায়ী এবং জুটমিল মালিকদের প্রতিনিধিদের সভায় প্রদেশ থেকে পুরা দস্তুর রফতানী শুরু করার উপায় ও পথ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

ব্যাংকগুলো, জুটমিলগুলো চালু করার ব্যাপারে সাহায্য করতে এবং তাদের ক্রেতাদের পক্ষে করাচীতে বোনাস ভাউচার বিক্রির ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে।

ঢাকায় ব্যাংকারদের ক্লীয়ারিং হাউস প্রতিদিন চালু রাখা হচ্ছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬। নয়াদিল্লীর কাছে পাকিস্তানের কড়া প্রতিবাদ	দৈনিক পাকিস্তান	২০ এপ্রিল, ১৯৭১

নয়াদিল্লীর কাছে পাকিস্তানের কড়া প্রতিবাদঃ
পাকিস্তানী ফাঁড়ির
উপর সশস্ত্র ভারতীয় হামলা

ইসলামাবাদ, ১৯ই এপ্রিল (এ পি পি)- গত ১৬ই এপ্রিল কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাঝে অবস্থিত কসবায় পাকিস্তানী সীমান্ত ফাঁড়ির উপর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের হামলার বিরুদ্ধে পাকিস্তান ভারত সরকারের কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে।

ভারতীয় এলাকা থেকে গোলন্দাজ বাহিনী গোলাবর্ষণ করে এ হামলায় সাহায্য করে।

আজ এখানে ভারতীয় হাইকমিশনের কাছে প্রদত্ত একটি লিপিতে বলা হয়, এ ঘটনা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের সমতুল্য।

লিপিতে এ ধরনের ঘটনার যাতে আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে ভারত সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। নীচে লিপিটির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হলোঃ

কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মধ্যে কসবার তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি পাকিস্তানী সীমান্ত ফাঁড়ি গত ১৬ই এপ্রিল ভোর চারটায় সীমান্তের অপর পার থেকে সশস্ত্র ভারতীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হয়। হানাদারদের গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণের মাধ্যমে সাহায্য করা হয় যা কেবলমাত্র ভারতীয় এলাকা থেকেই সম্ভব।

পাকিস্তান সরকার ভারত সরকারের কাছে এ ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। এ ঘটনায় পাকিস্তানী এলাকায় অনুপ্রবেশ করা হয়েছে এবং এতে একটি পাকিস্তানী সীমান্ত ফাঁড়ির উপর সশস্ত্র ভারতীয় নাগরিকেরা অহেতুক হামলা চালিয়েছে। ভারত সরকারের উচিত, এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেজন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা গ্রহণ করা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭। কলকাতাস্থ পাকিস্তানী দূতাবাস বন্ধের সিদ্ধান্ত	দৈনিক পাকিস্তান	২৪ এপ্রিল, ১৯৭১

কলকাতাস্থ পাকিস্তানী দূতাবাস বন্ধের সিদ্ধান্তঃ ঢাকাস্থ ভারতীয় মিশন গুটাতে বলা হয়েছে

ইসলামাবাদ, ২৩শে এপ্রিল (এ পি পি) - আজ এখানে সরকারীভাবে বলা হয় যে, পাকিস্তান আগামী ২৬শে এপ্রিল থেকে কলকাতাস্থ তার মিশন বন্ধ করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ঐ তারিখ থেকেই ঢাকাস্থ ডেপুটি হাই কমিশন বন্ধ করে দেয়ার জন্যও ভারতকে অনুরোধ জানিয়েছে।

পারস্পরিক ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থায় মিশন দুটোর কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ স্ব স্ব দেশে ফিরে যাবে।

কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব মেহদী মাসুদকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুবিধাদি দেওয়া হয়নি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়নি বলে পাকিস্তান এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। জনাব মাসুদ কলকাতা পৌঁছার পর তাঁকে হয়রানী করা হয়েছে এবং তাঁকে দৈহিক প্রহারেরও হুমকি দেওয়া হয়েছে।

ভারতের অস্থায়ী হাইকমিশনারকে আজ পররাষ্ট্র দফতরে ডেকে এনে তার কাছে এ সম্পর্কে একটি নোট দেয়া হয়। নোটটির পূর্ণ বিবরণ নীচে দেওয়া হলোঃ

নয়াদিল্লীস্থ আমাদের হাই কমিশনার জানিয়েছেন যে, কলকাতাস্থ ভারতীয় কর্তৃপক্ষ জনাব মেহদী মাসুদকে কলকাতাস্থ পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনের ভবন, সম্পত্তি ও দলিলপত্রের দায়িত্ব নেবার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইসলামাবাদের ভারতীয় হাই কমিশনার মিঃ আচার্য ও নয়াদিল্লীতে ভারতীয় পররাষ্ট্র দফতরের জয়েন্ট সেক্রেটারী মিঃ রায় আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ভারত সরকার তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং জনাব মেহদী মাসুদকে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে। পাকিস্তান সরকার দুঃখের সাথে জানাচ্ছেন যে, ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি। পক্ষান্তরে জনাব মাসুদকে কলকাতায় হয়রানী করা হয়েছে এবং দৈহিক মারপিটের হুমকি দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় তাকে বাসস্থানও দেওয়া হয়নি। এই অবস্থায় কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনারের পক্ষে তার কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে ১৯৭১ সালের ২৬শে এপ্রিল দুপুর বারোটা থেকে কলকাতাস্থ পাকিস্তানী মিশন বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত ভারতে না জানানো ছাড়া গত্যন্তর নাই।

দুই সরকারের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে কলকাতাস্থ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বলে পাকিস্তান সরকার ঐ তারিখ থেকে ঢাকাস্থ ডেপুটি হাই কমিশন বন্ধ করার অনুরোধ জানাচ্ছে।

ভারত সরকার ইতিমধ্যে তাদের ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মচারী ও তাদের পরিবাবর্গকে দেশে ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়েছেন। মিশন বন্ধ করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব করা যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত পারস্পরিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে তাদের ফিরিয়ে নেয়া যেতে পারেঃ-

(ক) ভারত সরকার কোন আন্তর্জাতিক পরিবহনে কলকাতাস্থ পাকিস্তানী মিশনের সকল কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গকে করাচী পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারে।

(খ) এই সঙ্গে ঢাকাস্থ ভারতীয় কর্মচারী ও পরিবারবর্গকে পি-আই-এ বিমানে করাচী আনা হবে।

(গ) করাচীস্থ ভারতীয় মিশন তখন ঐ সমস্ত কর্মচারীদের নয়াদিল্লীতে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

পাকিস্তান সরকার নয়াদিল্লীস্থ পাকিস্তানী হাইকমিশনকে পাকিস্তান সরকারের কলকাতাস্থ ভবন, সম্পত্তি, দলিলপত্র ও তহবিলের দায়িত্ব নেবার পূর্ণ সুযোগ দানেরও অনুরোধ জানিয়েছেন। কলকাতা থেকে রয়টার পরিবেশিত পূর্ববর্তী খবরে বলা হয়, কলকাতায় নিযুক্ত নয়া পাকিস্তানী ডেপুটি হাইকমিশনার যে হোটেলে অবস্থান করছেন, পশ্চিম বাংলার জনতা সেই হোটেলটিতে হামলা চালায়। নয়া ডেপুটি হাইকমিশনার তাঁর দায়িত্ব ভার গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের কর্মী ও ছাত্রদের কলকাতার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের লবি তছনছ ও হোটেল রক্ষীদের সাথে সংঘর্ষের পর নয়া ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব মেহদী মাসুদকে হোটেল থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়।

বিক্ষোভরত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। সংঘর্ষে একজন বিক্ষোভকারী ও হোটেলের একজন রক্ষী আহত হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। জনাব মাসুদকে হোটেল থেকে কড়া প্রহরায় নিয়ে যাওয়া হয়। জনৈক পুলিশ অফিসার জনাব মাসুদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায় যে, হোটেলে জায়গা না পাবার দরুণ তিনি নাকি নয়াদিল্লী ফিরে যাবেন।

হিন্দুস্তান হোটেল কর্মচারী ইউনিয়নের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে, ইউনিয়ন সদস্যরা পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনারকে খাদ্য পরিবেশন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮। ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত হিসেবে আরশাদের ইউরোপ সফর	দৈনিক পাকিস্তান	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত হিসেবে আরশাদের ইউরোপ সফর

ইসলামাবাদ, ২৬শে এপ্রিল (এ পি পি)- পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আরশাদ হোসেন পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের নগ্ন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বক্তব্য রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিশেষ দূত হিসেবে বিদেশ সফরে গিয়েছেন বলে আজ এখানে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

জনাব আরশাদ হোসেন এখন লন্ডন, মস্কো ও প্যারিস সফর করছেন।

অন্যান্য কতিপয় দেশেও অনুরূপভাবে দূত পাঠানোর সম্ভাবনা রয়েছে ।

ইতিমধ্যে মস্কো থেকে তাস পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনি আজ ক্রেমলিনে জনাব আরশাদ হোসেনের সঙ্গে দেখা করেছেন। বৈঠকে সোভিয়েট ইউনিয়নে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯। নিউইয়র্কে নিযুক্ত পাকিস্তানের ভাইস কন্সাল সাসপেণ্ড	দৈনিক পাকিস্তান	২৮ এপ্রিল, ১৯৭১

মাহমুদ আলীকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে

ইসলামাবাদ, ২৭শে এপ্রিল (এ পি পি)- পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র আজ এখানে বলেন যে, নিউইয়র্কে নিযুক্ত পাকিস্তানের ভাইস কন্সাল জনাব মাহমুদ আলীকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। নিউইয়র্ক থেকে তাকে ঘানায় পাকিস্তানী হাইকমিশনে বদলী করা হয়েছিলো। তিনি বদলীর আদেশ পালন করতে অস্বীকার করলে তাকে সাসপেন্ড করা হয়।

মুখপাত্রটি জানান যে, নিউইয়র্কে জনাব মাহমুদ আলীর কার্যকাল শেষ হয়েছে এবং স্বাভাবিক প্রণালীতেই তাকে নতুন পদে বদলী করা হয়। তিনি বদলীর আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন। অতএব তাকে বরখাস্ত করে ইসলামাবাদ পররাষ্ট্র দফতরে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০। ডঃ ডরফম্যানের কাছে লিখিত ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদুতের চিঠি	পাকিস্তান দূতাবাসের দলিলপত্র	২৮ এপ্রিল, ১৯৭১

EMBASSY OF PAKISTAN
2315 Massachusetts Avenue NW
WASHINGTON D.C. 20008
April 28, 1971

Dear Dr. Dorfman,

This is to acknowledge your letter of April 10, 1971, with which was enclosed a copy of An Appeal to the President of Pakistan. I have forwarded to my Government a copy of the advertisement which appeared in the 'Washington Post' of 12th April.

2. I cannot help but express my regret at the fact that you and your Co-signatories should have thought it fit to publicize the appeal as an advertisement in the leading daily of the capital city even before you cared to share your concern with us directly. As you know its publication in this manner could only generate public hatred and antagonism in its country against Pakistan. You are fully aware of the respect and esteem in which we hold you all. A letter of appeal would have had, am sure, as much if not more effect on all of us, than a statement made Public in an advertisement.

3. We regret also the conclusion you have apparently come to, that the Government of Pakistan abandoned peaceful negotiations and democratic procedures. You have aware that President Yahya repeatedly declared that it was his Principal objective and constant Endeavour to re-establish the democratic process in the country. He had already proved his bonafides to the hilt by holding the first nationwide elections in this history of Pakistan on the basis of one man one vote, thereby guaranteeing to the people of East Pakistan their right to the majority of the seats in the national parliament.

4. The press has published full reports of the discussions held by the President in Dacca with the leaders of the different political parties and particular with the leader of the Awami League for the purpose of achieving a broad political agreement regarding the convening of a constituent assembly and the framing of a new constitution. Such an agreement would have secured for East Pakistan a quantum of autonomy unprecedented in any union. President Yahya ha publicly pledged himself in favor of maximum autonomy to the two wings of Pakistan with the sole qualification that its extent should not impair the national integrity and solidarity of the country. In other words that Pakistan would remain one nation and one country.

5. The President conducted prolonged negotiations with Sheikh Mujibur Rahman to find a peaceful political settlement of national constitutional issues. But as well as know the latter had adopted an inflexible attitude. He had even refused to come to West

Pakistan to see the President. The President, therefore, traveled for the Second time to Dacca on March 15 for discussions with the Awami League leader. For eleven days he and his advisors tried to assure Sheikh Mujibur Rahman that his demand for autonomy would be accepted, but he should also concede that leaders of other political parties and other regions also have some rights. But all these efforts proved in vain because Sheikh Mujibur Rahman not only refused to acknowledge the rights of other parties or of the other regions, he even resorted to illegal means to impose his will upon and coerce the others. As early as March 2, he had launched his civil disobedience movement and had started running a parallel government by issuing directives to the civil administration of the province and its police and other authorities in total defiance of the lawful authority of the provincial government of East Pakistan and the central government of Pakistan headed by the President. From early March mobs had begun to harass peaceful citizens, normal life and economic activity was totally disrupted and a reign of terror was let loose in the province. The president exercised considerable patience, even when destructive elements had come out in the streets destroying life and property before his very eyes. This is because he still believed in solving the national crisis through peaceful negotiations. It was the Awami League that abandoned the path of reason and peaceful negotiations have continued indefinitely in the face of non-cooperation ad a civil disobedience movement already launched and in spite of a parallel government having been established? The President as well as leaders of other successful parties from West Pakistan had agreed to the demand for regional autonomy. But unfortunately, she leaders of the Awami League left no doubt that what they were really working for was not the normal kind of autonomy exercised by a state within a federation but the dismemberment of the country. In short they wanted to set up a sovereign independent state in East Pakistan with the help of forces hostile of Pakistan.

6. In these circumstances, the preservation of the unity and the integrity of the country had to become the overriding consideration. As President Yahya Khan said in his message to President Podgorny:

> "No government can condone or fight shy of dealing with subversive elements attacking its sovereignty and territorial integrity............"

7. It is course tragic that the government forces, in restoring law and order by ridding the province of armed and lawless bands, had to use force. Ever since President Yahya Khan assumed power in March 1969, the forbearance of his martial law administration in the face of the flagrant provocation offered by members of the Awami League towards his declaredly interim administration was fully apparent not only to the nationals of the country but to all foreigners who resided in or visited East Pakistan since that date. The manner in which simple, patriotic and disciplined men forming the national army of the country were treated by the members of the Awami League, the attempts that were made to raise hostility and hatred against them in the mind of the innocent law abiding masses of East Pakistan, is too well known to need reiteration. What alternative was left to the President in the end but to order the military to take action against the

---

* সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটি ৩৭ পৃষ্ঠায় বিধৃত হয়েছে।

lawless elements and the miscreants, no matter how highly place, especially after killing and looting by such elements had begun all around him in the province even while he was holding such talks with the Awami League leader in Dacca.

8. It is strange that you and your colleagues should talk of the Government of Pakistan having "loosed the terrors of modern warfare" against "unarmed people". The lawless elements that the army had to deal with, whether in the streets of cities like Dacca and Chittagong or in the countryside in a number of districts adjoining Indian borders were certainly not "unarmed people". These were dangerous traitorous elements fighting the national army with the armed assistance of the country's enemies. When fighting broke out between these elements and the army, it became quite obvious to impartial observers that the antistate elements had made preparations to obtain arms and assistance from infiltrators from India in advance of the discussions held with President Yahya Khan.

9. Army action was resorted to most reluctantly when do other courses was left open. Neither was it the first time that any government had done so in a similar situation. At this very time Ceylon is doing the same and even England in North Ireland. There was no question of subjugating any majority of the population by force. The army took action against armed bands and lawless mobs which were constantly breaking the law and committing crimes. Such elements did not form a majority of the population of East Pakistan.

10. The Awami League was one the several parties that contested the elections to the National Assembly. It won, as we all know, an impressive victory in East Pakistan but it is, nevertheless, also true that other political parties in that province secured a certain percentage of votes. It was also true that East Pakistan is one of the five provinces of Pakistan and in the other four provinces the Awami League won no electoral representation and other political parties emerged victorious. The Awami League was successful purely s a provincial party, Powerful, yes, but in one of the five states of the nation only. As a majority party, the Awami League had its rights, but in a real democracy the opposition and the minority parties also have their rights and in this particular case one or another of the other parties was also the majority party in each of the other four provinces and together they had the right to represent the people of those regions who as comprising the population of the other half of the country (the western wing) were also entitled to have their say's regards the future of the country as a whole.

11. Let us not lose sight of the fact that elections were held to frame a new constitution for the whole of Pakistan not merely for one of its two wings. A constitution is a fundamental law which must represent the broad consensus of the entire nation and all its constituent units. While the ordinary laws can be passed by a simple majority, constitutions are normally approved by a three fourth majority or at least a two third majority. Moreover, any federal constitution, to be viable, must enjoy the majority support of the different federating units. The Awami League had won not more that 53 percent of this seat and had no representation at all in the other four provinces.

12. Since the elected representatives of the people were charged with the task of framing a constitution, it was clearly essential to accommodate the interests of all the

regions. It was incumbent for the Awami League to consult, discuss and, take into consideration the views and aspirations of those elected from the other wing of the country. This, of course, that Awami League junta did not care to do and all political discussion ended in sterile confrontation. The Awami League leaders insisted only on what they considered was in the interest of their party whereas there were those like the President of Pakistan, who had to be, and were concerned, with a larger picture not only for Pakistan but for all South East Asia.

13. It is unjust and quite incorrect to charge that the Government of Pakistan imposed its will on a population which had spoken unanimously and whose aspirations were reasonable, as already pointed out to President Podgorny in electing the representatives of the Awami League, the people of East Pakistan did not give them a mandate to demand separation. Mr. Hamidul Haq Chowdhury, one of the East Pakistani leaders who was a Foreign Minister in 1955-56, pointed out the other day in Dacca, the entire adult population of East Pakistan went to the polls on the 7th December last year to elect members for a single national assembly and to make a constitution for one country, not for two. That election was not a plebiscite or a referendum for enabling the people of Pakistan or even the people of East Pakistan to vote on the issue whether they wanted to stay in the Republic of Pakistan or wanted to separate. That election was organized within the framework of one State. The moment the junta of the Awami League broke out of that framework and made a demand for dismembering the country, the state had the right to outlaw the party and to arrest its leaders. In no country of the world is it held a reasonable aspiration for people belonging to one part of the State to separate and claim independence for themselves. There could be neither sense nor stability in international life and international relations if any such right or custom was upheld.

14. Finally, with reference to your appeal for the restoration of legitimate and responsive government in East Pakistan with all possible haste, may I point out that the President of Pakistan, in his broadcast of March 26 (enclosed) has pledged himself in these words.

"Let me assure you that my main aim remains the same, namely, transfer of power to the elected representatives of the people. As soon as the situation permits I will take fresh steps towards, the achievement of this objective. It is my hope that the law and order situation will soon return to normal in East Pakistan and we can again move forward towards our cherished goal"

Again, on April 5, the President in his reply to President Podgorny of the Soviet Union reiterated his pledge in the following words:

"I would like to inform your Excellency, in conclusion, that my objective remains the same and that I intend to start talks with rational representative elements in East Pakistan at the earliest opportunity."

15. As I have said earlier, your advertisement has scarred Pakistan's image it is a pity that this should have been done by people like you whose good will is undoubted than by those who hate us and hate Pakistan. All of us are profoundly pained at the turn of events.

in Pakistan and we all regret the loss of life and property of our own people. It is, however, for us to settle this tragic family quarrel among ourselves and no outsiders have any right to intervene. We deeply value your friendship for our country and your desire to see it prosper. But we also request you not to pass moral judgment on our right and our desire to live together in one country, because that still remains our supreme desire.

Your sincerely
Sd:--
(A. HILALY)

Dr. Robert Dorfman
C/o. American Friends of Pakistan
81 Kilburn Road
Belmont, Mass. C2178.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১। পুর্ব পাকিস্তানে বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী দ্বারা সাহায্য বিতরণ সম্পর্কে ওয়াশিংটনস্থ রাষ্ট্রদুতের কাছে প্রেরিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠি	সরকারী দলিলপত্র	২৯ এপ্রিল, ১৯৭১

Secret
Immediate
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
ISLAMABAD.
No. IC-9/1/70 April 29, 1971

My dear Ambassador,

Please refer to my telegram No. 3014 dated April 29, 171, regarding relief assistance. In this connection your attention is also invited to telegram No. 2246 dated April 24, 1971 and circular letter No. IC-9/1/70 dated 24.4.71 on this subject.

2. As explained in the above mentioned references, the Government is opposed to the idea of letting loose hundreds of "volunteers" from foreign countries to organize relief assistance in East Pakistan. To begin with, there is a very genuine difficulty of looking after them. We found it by experience in the cyclone disaster that the majority of foreigners need certain minimum comforts and facilities and, under the present circumstances, we are not in a position to arrange these for them. Besides, there is the problem of security: one aspect of it is the security of the foreign personnel who would be exposed to mischief by miscreants, a number of whom are still armed. The other aspect of it relates to our own security because we cannot be certain of the bonafides of these "volunteers". Even assuming that they would all be genuine social workers, the fact remains that our inability to look after their basic minimum comforts, or failure to provide them with adequate transport facilities, would only cause frustration among them and this, in turn, in bound to lead to adverse publicity. It is, therefore, Government's intention to look after the distribution of the relief assistance through its own agencies. For your information, the major task in this field is to be assigned to the armed forces.

3. However, we do not wish to cause avoidable offence and, in explaining our side of the case, you should emphasize that at the moment there is no shortage of essential supplies. All the same, the Government is engaged in drawing up a list of priorities and we would be approaching Governments and international organizations is due course for material and financial assistance which, because of the obvious difficulties the foreigners would face, would be distributed through our own agencies. As and when the situation permits, we might also consider availing of the services of specialists and experts in the field of relief organization. In short, the impression we should leave is that we are not against relief assistance on humanitarian grounds and will avail of the generous offer from friendly countries and international organizations as and when necessary. At the

same time, for the time being, we need not emphasize too much that the distribution of such relief would be undertaken exclusively under our own domestic arrangements.

4. When I met Farmland today shortly after receiving your telegram and explained the practical difficulties involved in entrusting the distribution of relief supplies to foreign volunteer organizations, he said that he fully understood the practical difficulties involved and would be writing to the State Department. He also agreed that, as things stand at present, out own people were in the best position to undertake this task.

Yours sincerely
Sd.
(Sultan M. Khan)

H. E. Mr. A. Hilaly, HQA, SPK, PFS.
Ambassador of Pakistan
Embassy of Pakistan
Washington D. C.

Copy for information and guidance to:

1. H. E. Mr. J. G. Kharas, PFS
   Embassy of Pakistan, Bad Godesberg
2. H. E. Mr. M. Masood, PFS
   Embassy of Pakistan, Brussels
3. H. E. Mr. M. Aslam Malik, PFS
   Pakistan High Commission, Canberra
4. H. E. Mr. Salman A. Ali, SQA, PFS
   Pakistan High Commission, London.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২। জনৈক অধ্যাপকের কাছে লিখিত ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদুতের চিঠি	পাকিস্তান দূতাবাসের দলিলপত্র	৩০ এপ্রিল, ১৯৭১

EMBASSY OF PAKISTAN
Washington D.C. 20008
April 30, 1971

Dear Professor,

As requested by you, I have sent your jointly signed statement of concern to my government. Let me, however, take this opportunity to reiterate what I have already told professor Wriggins of the Columbia University and Professor Wheeler who brought the statement to me.

2. The lawlessness that ensued in East Pakistan since Mr. Mujibur Rahman gave the signal to his followers on March 2 for civil disobedience and defiance of the central and provincial governments even before he had met President Yahya Khan in Dacca for political discussions (which began on March 15 and ended on March 25) simply had to be brought to an end by the Pakistan Army. The armed bands that roamed the streets, looting and in many instances killing non-Bengali speaking fellow citizens, even while these discussions were going on, could not be allowed to continue looting and killing. The parallel government set up by the Awami League which was responsible for this lawlessness and chaotic state of affairs in East Pakistan ever since March 2 had to be put down.

3. The Army carried out the task assigned to it, namely, to restore law and order. I assure you that the extent of the damage has been grossly exaggerated, and in many cases was completely false. These reports have a common source, namely. India, which is obviously tainted and I quote below Washington Post of April 2, 1971, carrying a report of their New Delhi correspondent, Mr. Lee Lescaze:

> "The Indian press coverage so influenced the world's initial view of what was happening in East Pakistan that is became part of the event rather than an independent commentary. 'This has not been reporting. It has been psychological warfare' an Indian official remarked of newspaper stories recounting victory after victory by Sheikh Mujibur Rahman's East Bengalis against the Pakistan Army".

4. At present the situation is returning to normal everywhere in East Pakistan and it does not yet appear necessary for my government to ask for aid either from the International Red Cross or any other organization for the present as there are 700 thousand tons of food-grains still available in the province as well as medical supplies imported after the cyclone disaster of November last year. However, when more such

Supplies become necessary my government has every intention of approaching international friendly organizations in due course.

5. Much as I would have liked to send detailed individual replies to all distinguished persons like yourself, who have shown interest and concern for my country's affairs, it is difficult for me to do so at present because of pressure of work. If you permit me, I will take the liberty of enclosing a copy of a letter sent to Dr. Dorfman of Harvard University which I hope will give you a better picture of the recent developments in my country.

6. We trust you and your other learned colleagues in the academic world will be able to appreciate the efforts my Government is making to maintain the unity and territorial integrity of our country, so that people of both wings of Pakistan ca live as partners and work together for a common future. We firmly believe a strong and united Pakistan serves the best interests not only of the people of both its wings, but also of peace and security of South East Asia.

Yours sincerely
Sd.
(A. Hilaly)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৩। জেনারেল হামিদের উত্তরবঙ্গ সফর	পূর্বদেশ	১ মে, ১৯৭১

জেনারেল হামিদের উত্তরবঙ্গ সফর

ঢাকা, ৩০শে এপ্রিল (এ পি পি)- পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী চীফ অব ষ্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান আজ পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে সৈন্য বাহিনীর সাথে কর্মব্যস্ত দিন যাপন করেন।

পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার ও জিওসি তাঁর সাথে ছিলেন। জেনারেল হামিদ হেলিকপ্টারের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে দেখেন। তিনি নাটোর, রাজশাহী, ঠাকুরগাঁ ও রংপুরে অবতরণ করেন। পাকিস্তানী সৈন্য কিভাবে বিভিন্ন স্থান থেকে দুষ্কৃতিকারী, রাষ্ট্রবিরোধী ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তিনি তার বিবরণ শ্রবণ করেন। পাকিস্তানী বাহিনী পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্ত সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলে ভারতীয় সৈন্যরা রাষ্ট্রবিরোধীদের মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য সীমান্তের ওপার থেকে কামান ও মর্টারের গুলী বর্ষণ করে বলে তাঁকে জানান হয়।

স্থানীয় কমান্ডার জেনারেল হামিদকে বলেন, দুষ্কৃতিকারীরা পাকিস্তানী সৈন্যদের চলাচলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল কিন্তু এ সড়ক-প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে ফেলা হলে অনুপ্রবেশকারীরা তেমন কোন বাধা দেয়নি ও অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের উৎখাত করা হয়েছিল। এদের অনেকে বেসামরিক পোশাক পরে নিজেদের জীবন রক্ষা করেছিল।

একস্থান থেকে অন্যত্র যাওয়ার সময় জেনারেল হামিদ কৃষকদের ক্ষেতে চাষ করতে দেখেন। এছাড়া অন্যান্যরা তাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা পালন করে চলেছে। এছাড়া তিনি যে কয়েকটি শহরে অবতরণ করেন সেখানে তিনি স্বাভাবিক জীবন যাত্রাও লক্ষ্য করেন।

সশস্ত্র বাহিনীর আগমনের আগে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা সীমান্তবর্তী শহরগুলো থেকে কয়েক লাখ টন খাদ্য শস্য নিয়ে উধাও হয়। শুধুমাত্র দিনাজপুর থেকেই তারা তিন লাখ টন চাল, গম ও অন্যান্য খাদ্য শস্য নিয়ে পলায়ন করে। জেনারেল হামিদ প্রত্যেক স্থানে সৈন্যদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। তিনি সন্ধ্যায় আবার ঢাকায় ফিরে আসেন।

এয়ার মার্শাল রহীম খানের ঢাকা ত্যাগ।

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল এ রহীম খান তিন দিনের পূর্ব পাকিস্তান সফরান্তে আজ ঢাকা থেকে করাচী রওয়ানা হয়ে গেছেন।

এখানে অবস্থানকালে তিনি পুর্ব পাকিস্তানে বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট ও ছাউনী পরিদর্শন করেন।

....

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪। জেনারেল হামিদের সিলেট সফর	পূর্বদেশ	৩ মে, ১৯৭১

জেনারেল হামিদের সিলেট সফর

ঢাকা, ২রা মে (এ পি পি)- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান পি আই এর একটি ফকার বিমানযোগে আজ সিলেট সফর করেন। জেনারেল হামিদ বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার সেনাবাহিনীর অবস্থানগুলো পরিদর্শন করছেন। পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার এবং জিওসি ও জেনারেল হামিদের সাথে ছিলেন।

সিলেট পৌঁছলে স্থানীয় কমান্ডার উক্ত এলাকা থেকে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী এবং রাষ্ট্রবিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যেসব অভিযান পরিচালনা করেন সে সম্পর্কে সেনাবাহিনীর চীফ অব ষ্টাফকে অবহিত করেন।

জেনারেল হামিদকে জানানো হয় যে, ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা সাধারণত সোলা হেলু এবং ছাতক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। অনুপ্রবেশকারীরা এবং রাষ্ট্রবিদ্রোহীরা একত্রিত হয়ে সাধারণত শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং যুদ্ধের সময় ব্যবহারযোগ্য পুল সমূহ ধ্বংস করার চেষ্টা করেন। হেলু এবং ছাতকে তাদের কারখানা ধ্বংসের প্রচেষ্টাকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সময় মতো অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ করে দেয়।

মেশিনগান, মর্টার, রাইফেল এবং আনষঙ্গিক জিনিসপত্রসহ বহু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। জেনারেল হামিদের পরিদর্শনকালে আটককৃত ভারতীয় অস্ত্র কারখানার চিহ্ন সমেত অস্ত্রশস্ত্র তাঁকে দেখানো হয়।

জেনারেল হামিদকে আরো জানানো হয় যে, ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা সীমান্ত শহর থেকে প্রচুর পরিমাণ পেট্রোল ও খাদ্যশস্য নিয়ে পালিয়ে যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী উক্ত এলাকায় পৌঁছানোর আগে তারা শুধুমাত্র হেলু এলাকা থেকেই ১০ হাজার গ্যালন পেট্রোল নিয়ে উধাও হয়।

জেনারেল হামিদ সেনাবাহিনীর জোয়ানদের সাথেও আলাপ করেন। জোয়ানদের সাথে আলাপকালে তিনি ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী এবং রাষ্ট্রবিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞান ভাব লক্ষ্য করেন।

জেনারেল হামিদ অপরাহ্নে ঢাকা ফিরে আসেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫। ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত কর্তৃক সিনেটর ফুলব্রাইটকে লিখিত চিঠি	পাকিস্তান দূতাবাসের দলিলপত্র	৪ মে, ১৯৭১

EMBASSY OF PAKISTAN
WASHINGTON D. C. 20008
May 4, 1971

The Honorable J. W. Fulbright
Senate Office Building
Washington D. C.

My dear Senator Fulbright:

I have seen a Reuter agency report by Mitchell Kraft according to which Mr. Rohde, a former American AID worker in East Pakistan sent a letter to the Senate Foreign Relations Committee dated April 9, making allegations of the mass killing of unarmed civilians and a systematic elimination of the intelligentsia in East Pakistan.

2. I would like bring to your attention that Mr. Rohde, to our misfortune, has never been an impartial observer of events in East Pakistan. Long before the present crisis arose on the first of March in East Pakistan. Mr. Rohde is on record as having attacked the Central government of Pakistan shortly after the disastrous cyclone of 13th November 1970 when Mr. Rohde led a team of foreign officials to the cyclone affected areas to administer relief. Many other foreign relief organizations from various parts of the world including a number of American organizations also sent similar teams to the area at the same time. Unlike those teams which worked in co-operation with Pakistani civil and military authorities and concerned themselves solely with the relief operations, Mr. Rohde openly set himself up as the champion of Bengali nationalism and was constantly at loggerheads with the officials of the Central Government, especially those hailing from West Pakistan. He went to the extent of organizing demonstrations against those officials by the inhabitants of Manpura, an island which had been allotted to him for relief operations. Not content with this, Mr. Rohde in an interview with correspondent Allen Hart of the British Broadcasting Corporation accused the Central Government and the armed forces of Pakistan of "genocide" in East Pakistan. Nothing could better demonstrate his unhelpful attitude throughout his stay in the cyclone affected areas than this absurd charge when not a shot had yet been fired by the Pakistan army in those days (November 1970). This interview of Mr. Rohde was televised in England ill the 'Panorama' programme about the middle of December last year and I have applied to the B B C for a copy of its text. It created a clear impression in the minds of British viewers that Mr. Rohde was more interested in politicizing the cyclone and its aftermath rather than carrying on relief work in a dispassionate and humanitarian manner as was being done, much more effectively, by so many other foreign relief organizations.

3. Since then Mr. Rohde remained involved with the secessionist group of Awami Leaguers in East Pakistan before and after the general election last December 7. By such action Mr. Rohde abused the hospitality afforded to him by a friendly country, and damaged not only the commendable relief efforts mounted by other foreign organizations including American organizations but the cause of outside relief assistance in East Pakistan generally. It is no surprise therefore that in his recent letter to United Nations Secretary General U Thant, the President of Pakistan has stated that while international relief for East Pakistan is very welcome, it will be administered by Pakistan's own relief agencies who, especially after the last cyclone, are well prepared and well-equipped to undertake the task. The Pakistan Government is clearly anxious to avoid a repetition of the bitter experience it has after the November cyclone at the hands of foreign relief officials like Mr. Rohde. In the light of the difficulties which arose in Nigeria in respect of certain relief agencies which became involved in the Biafran secessionist politics, it is only natural that the Pakistan Government should now want to move in this matter with extreme caution.

4. I would like to assure the members of the Senate Foreign Relations Committee that the Pakistan army in suppressing the utter lawlessness that prevailed in the province after the Awami League leader, Mr. Mujibur Rahman, ordered his followers to start a civil disobedience campaign, did not use more force than was necessary against the armed mobs who had let loose a reign of terror and who were indulging in sheer looting and wanton killing of peaceful citizens. In the face of the chaotic happenings that ensued in East Pakistan after Mr. Rahman set up a parallel government from 1st March onwards there was absolutely no alternative except for my Government to order the army to restore law and order so that the unity and integrity of the country could be preserved and the lives and property of millions of innocent citizens who had never voted for separation protected.

5. The amount of damage and the number of casualties that ensued as a result of the army's action have been grossly exaggerated. As soon as the army has completed its task of helping the civil administration to resume full control, my Government proposes to invite representatives of the foreign press to visit East Pakistan and report to the outside world about the true state of affairs. I trust the distinguished members of your committee will withhold judgment until they have seen their reports. In the meanwhile, I take the liberty of sending you a copy of a letter I wrote to Professor Dorfman recently which summaries my Government's case.

With my best regards,

Yours sincerely
(A. Hilaly)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৬। পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধের উদ্যোক্তা সিনেটরদের কাছে পাক রাষ্ট্রদূত আগা হিলালীর টেলিগ্রাম	পাকিস্তান দূতাবাসের দলিলপত্র	৫ মে, ১৯৭১

PRESS RELEASE

May 5, 1971

Pakistan's Ambassador, Agha Hilaly, sent a telegram to the ten Senators who, according to a news agency report, asked the United States Secretary of State, Mr. William P. Rogers, to suspend all aid to Pakistan.

The text of the telegram is reproduced below in full.

I have heard with much concern about your telegram to secretary Rogers recommending suspension of Economic Aid Act to my country, unless my government mounts sufficiently large relief effort in East Pakistan and allows International Red Cross officials to enter immediately to coordinate such effort.

I can assure our my government fully conscious of need to alleviate hardship and suffering of East Pakistanis who are after all its own people and it is in this spirit that my government has already welcomed generous offers of relief from U. N. and specialized agencies. We fully intend asking for and accepting all relief needed from international community well before stocks within the country are exhausted. As your government is aware stocks of food grains clothing medical supplies exist in sufficient quantities in East Pakistan at present. Problem just now is not a question of inadequacy of supplies but of restoration of means of communication and mobilization of all available means of transport to enable their distribution throughout province.

Pakistan army having restored law and order and having re-sealed borders with India across which arms and Indian miscreants were infiltrating, is now busy in restoring communication facilities and mobilizing transport including thousands of lorries and boast. It is simultaneously engaged in whatever relief operations as are necessary just now. The civil administration of East Pakistan has begun to function again and is helping army to perform these two tasks. Comprehensive lists of relief goods to be requested from international agencies abroad are also being complied. As soon as such assessment of future needs is completed will time have come for seeking outside aid. We have devised this procedure to avoid mistakes made during confusion caused by unplanned and unwanted dumping of foreign aid of bewildering diversity immediately after last November cyclone. There is no point in international relief personnel rushing to my country before those efforts have begun and before the need has actually arisen to coordinate relief efforts.

From the above it is quite apparent that there is no divergence in regard to goal set by you and your colleagues and the goal of my government in this matter of relief for people of East Pakistan. I hope you will therefore agree that nothing should be done to thwart our common object. The statement in your telegram to secretary Rogers that U.S. assistance should be stopped unless we do this or that would have such an effect as it is tantamount to use of threats to a friendly government and interference in its internal affairs. You will forgive me for pointing out that no self-respecting sovereign country can accept assistance under duress even it is offered out of most sincere humanitarian considerations. I would request you and your colleagues to kindly reconsider your approach to our problem so that we may work together for our common objective.

Agha Hilaly
Ambassador of Pakistan

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৭। পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত কর্তৃক কংগ্রেসমেন গ্যালেঘারকে লিখিত চিঠি	পাকিস্তান দূতাবাসের দলিলপত্র	১২ মে, ১৯৭১

EMABSSY OF PAKISTAN
Washington, D. C. 20008
May 12, 1971

Dear Mr. Gallagher:

I have seen your statement expressing concern about the danger of famine in East Pakistan which may involve death through starvation of ten to thirty million people. I appreciate your humanitarian concern in the welfare of the people of my country and I would like to assure you that the fears of a possible famine involving loss of millions of human lives are not well founded. Unfortunately, all kinds of false rumours are being spread by forces hostile to Pakistan. It is therefore necessary to clarity the position.

The armed forces of Pakistan after completing their first task of restoring law and order and now engaged in relief and rehabilitation work. The Government of Pakistan is fully conscious of its responsibility to ensure that adequate food supplies are available on a regular basis for the people of East Pakistan. A comprehensive survey of the food stocks and the distribution needs in East Pakistan has therefore been prepared. A similar comprehensive survey was also completed by the U. S. AID officials in East Pakistan on April 26, 1971. it has been clearly recognized that there is no shortage of food. However, there are genuine difficulties in distribution which the government is tackling on the basis of top priority.

At the end of March there were 686,000 tons of food grains in store in East Pakistan which is about the highest level we have had in recent years. In addition, there are 800,000 tons of food grains in the pipeline, out of which 300,000 tons of surplus rice are available in West Pakistan which can reach East Pakistan in seven days time. The stocks already located in East Pakistan are sufficient to meet requirements for at least the next three months. There is also sufficient food in the pipeline and the government is already taking steps to plan the food requirements for the subsequent months.

The main ports of East Pakistan are Chittagong and Chalna. The port installations there have suffered no serious damage and have already stared functioning. The labor force which had run away to the countryside during the March civil disobedience movement and subsequent disturbed conditions is gradually returning. About fifty percent of the workers are already back and we hope that the ports would resume hundred percent normal activity in the near future. It is true the railway line from Chittagong to the interior is broken as an important railway bridge has been damaged but its repair has been taken in hand and in the meanwhile goods landed n Chittagong are being sent by

coastal steamers and barges by a parallel sea and river route to Narayanganj from where road and rail facilities are available for transport into the interior.

The Government is also taking urgent steps to repair the damage caused to roads and railroads. The inland water communication system is being improved to ensure supply of food grains to areas which are still inaccessible by road and railroad.

Further, the Government is intensifying its rural works program, which is being increased from 248 million rupees to 310 million rupees for the next year so that purchasing power is made available to the people of East Pakistan for the purchase of food.

Surveys are also being made for any possible small pockets where free distribution of food might become necessary and such free distribution would no doubt be undertaken.

On May, 4, 1971, an AID official in East Pakistan has sent a report, in which he rejected rumours about the risk of a famine involving ten to thirty million people. His conclusions are that even on the basis of conservative estimates of our food production and the working of the distributing system; the changes of famine are very low. Fears to the contrary are based on most pessimistic estimates of food grain production, import and distribution of food and there is hardly any reason to presume that everything will go wrong simultaneously in this manner.

We are confident that with the assistance of our friends and with our own efforts, the risk of famine in East Pakistan can be effectively eliminated. The Government of Pakistan is fully conscious of its responsibility in this regard. It is and will be doing everything possible to meet the food requirements of its own people.

Yours sincerely
Sd/-
(A. Hilaly)

The Honorable
Cornelius E. Gallagher
United Stated Congress
235, Cannon House Office Building
Washington, D.C. 20515

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৮। শরণার্থীদের ফিরে আসার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়ার আবেদন	ওয়াশিংটনস্থ পাক- দূতাবাসের প্রেসরিলিজ।	২১ মে, ১৯৭১

PRESS RELEASE

ISSUED BY THE
EMBASSY OF PAKISTAN
WASHINGTON, D.C. 20008
Karachi, May 21, 1971

REFUGEES URGED TO RETURN

President Yahya Khan today urgent bonafide Pakistan citizens who left their homes due to disturbed conditions in East Pakistan to return to their homes.

The following is the full text of the President's statement:

"Following violence let loose by anti-state elements in East Pakistan last March, a number of innocent persons were compelled to leave their homes to seek shelter in adjoining areas. Many miscreants and infiltrators also fled to India to escape the consequences of their misdeeds. There are also others who were encouraged by India to leave with the object of disrupting East Pakistan's economic life.

The Government of India has been circulating highly exaggerated and distorted accounts of events which led to these border crossings. The number of persons who crossed into India from East Pakistan has been inflated by adding to them the unemployed and homeless population of West Bengal. It is most regrettable that instead of treating the question of genuine refugees on a humanitarian basis a callous campaign has been launched by India to exploit this issue for political purposes. India is playing up this question not only to threaten Pakistan but also to justify its continuing interference in Pakistan's internal affair. The Government of India has never shown any concern for the millions of Indian Muslims who have been driven out of their homes and who have been compelled to seek refuge in Pakistan. Since 1954, more than a half million Muslims have been evicted from West Bengal, Assam and Tripura alone. Despite assurances the Indian Government has refused to take them back on one pretext or another. The Government of Pakistan still hopes that the Government of India will fulfill its obligations in this regard.

Bonafide Pakistan citizens who left their homes due to disturbed conditions and for other reasons are welcome to return to their homes in East Pakistan were law and order has been restored and life is fast returning to normal. I would urge them not to be misled by false propaganda mounted by anti-state elements and to return to carrying out their normal functions. There is no question of withholding permission to the return of law abiding citizens of Pakistan to their respective homes.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৯। করাচীতে সাংবাদিক সম্মেলনে জেনারেল ইয়াহিয়ার বক্তৃতা	ওয়াশিংটন দূতাবাস প্রকাশিত পুস্তিকাঃ ব্যাকগ্রাউন্ড রিপোর্ট-৪	২৪ মে, ১৯৭১

PRESIDENT'S NEWS CONFERENCE
May 24, 1971

The following extracts from the President's seventy-minute news conference is excerpted from the Pakistan Times:

Karachi, May 24: The President, General Agha Mohammad Yahya Khan, said here today that in about two to three weeks he hoped to announce his plan for the peaceful transfer of power to the elected representatives of the people.

He told a press conference at the President's House here this evening that he had not lost his main aim-transfer of power to the people's representatives.

The President said the recent secessionist movement in East Pakistan was a big jolt to his plan for the transfer of power, he added, this jolt was temporary.

President Yahya Khan said that he had struggled for the past two years to hold elections in the country. "I shall not let these elections be lost," the President declared.

"As soon as normalcy returns I shall move again to fulfill my aim," President Yahya said. He however, emphasized, "I do not want to transfer power to chaos."

Asked if there would be any change in the manner of transfer of power he replied, "I wish You were a soldier' He added that in military parlance maintenance of aim was the principle of war.

"My aim also remains the same-transfer of power."

The President said that for the past two years he had been saying that his main aim was to transfer power to the people's representatives "but nobody believes me." "But I still hope I will do it."

He said: "Even some of my countrymen do not like it. But I will do it. I do not agree with them. I believe that power should be handed over to the elected representatives of the people."

Political upheaval

During his 70-minute press conference, the President dealt mostly with the unfortunate situation in East Pakistan recently.

"What happened in East Pakistan recently was a great political upheaval," he said and added, "it came as a personal shock to me."

He said, "My scheme of things which I had prepared for the nation got a mighty jolt." "This big jolt that we received is a matter of profound regret to me and my Government." he added.

The President said that "this great political upheaval" had-caused unnecessary hardship in the normal life of the eastern wing of Pakistan.

"Therefore, before I indulge in my future plan my main concern are the innocent people of my land in East Pakistan."

"I do believe, the President said, "that these people are innocent. Therefore I express my thanks to the world community for all the assistance they have offered to restore normal life in East Pakistan."

The President said, "I gratefully accept this offer. I welcome-world assistance."

He said that the recent happenings in East Pakistan were not a natural calamity like the one East Pakistan faced last year. This was a man-made calamity."

"This has disrupted our political life, "he observed:

Sufficient food

The President declared that East Pakistan had sufficient food grains for the next three months. He added that the movement of food which was hampered because of the disrupted communications was not beyond human effort.

He expressed his satisfaction that Pakistan's Armed Forces were trying to restore the communication network in East Pakistan in an effective manner.

Referring to the offer of assistance from world community for the people of East Pakistan, he said that he had replied again to U Thant, the United Nations Secretary-General, spelling out the needs of the country.

The president said that he had told U Thant that there would be no shortage of food. "I shall not let any Pakistani die of hunger." He added.

The president said that a number of countries were still offering assistance to Pakistan and reiterated "we gratefully accept these offers."

He said the people who lost their homes in East Pakistan will need rehabilitation.

But, he added, the biggest problem at the moment was that most of the banks and treasury offices in East Pakistan had been looted and crores of rupees were "floating in the villages today". "We have to control this inflation," the president said.

Refugees

Referring to the flight of refugees across the Indian border the president said. "I am very sorry that many of our people in East Pakistan" have fled across either because they were enticed away or driven away."

He said, "This refugee problem has been in the forefront in world press."

The president made in clear that those refugees who belong to Pakistan are welcome to return to their homes, "I will make sure that they come back to Pakistan."

In an obvious reference to India, president Yahya said, "The forces around us had been interfering in our internal matters." "They have interfered. If they had not interfered things would have been better," he added.

The president recalled his statement he gave o Friday last urging the bonafide citizens of East Pakistan to return to their homes after the return of normalcy and peaceful conditions in the Eastern wing. He reiterated "a genuine Pakistani who left Pakistan under duress, threat or fright will be taken back."

Asked what would e the mechanics for the refugees to return to their homes the president said, "They will be checked and allowed in."

Amnesty

President Yahya said that he was prepared to grant amnesty to those who were misled in East Pakistan y the anti-State elements and miscreants. "But I shall not grant amnesty to those who rebelled or committed loot, arson or rape.

He said, "Every country has a right to deal with the criminals." "I shall deal with these criminals," he added.

Asked if the members of the defunct Awami League continue to be the members of the National Assembly, the president explained the elections in Pakistan were held on individual basis.

He said, "why should these members of the defunct Awami League lose their seats except of course those who became disqualified due to the commission of crime."

The president added that those who became disqualified due to the commission of crime would lose their seats and by-elections would be held to fill their seats.

But the president made it clear that this was his present thinking. He had not yet consulted his legal experts on the matter yet, the president added.

The President said that elections were so peaceful that every Pakistani should be proud of it. "I will not let the elections be lost, "he added.

Answering a question as to when and where Sheikh Mujibur Rahman, the chief of the defunct Awami League, would be tried, the President said, "The Pakistan Government will deal with him as it deems fit."

The President replied in the negative when asked if there were any possibilities of war between India and Pakistan in view of the war threats by Indian Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. "I hope not.' The President said.

He added: “Wars are not answer. I hope in her heart she (Mrs. Gandhi) does not want war."

The President said that Pakistan had always declared that she wanted to live in peace with her neighbors. "I firmly believe that wars settle nothing, "he added.

President Yahya said that in two to three weeks he would come out with a policy statement. He was asked if he would make any amendments in the Legal Framework Order.

The Press

When a correspondent drew the attention of the President to the demand of Mr. Zulfiqar Ali Bhutto about the lifting of censorship the President said the Pakistan Press had' 'never been so free as during the last two years."

He said, "But as a result of this turmoil such an action was necessary to deflate hatred and frenzy.' "It is a self-censorship" he added.

The President said "We have only told the Press some do's and don'ts."

He said that the real reason to ask foreign correspondents to leave East Pakistan was to get them out of the way of trouble.

The President said that the plan of the defunct Awami League and its collaborators to capture the port of Chittagong and Dacca Airport and to "arrest me and my colleagues" was established now.

He said, "But Sheikh Mujib forgot that he was facing a hard hitting, swift moving army."

"We thought it is not going to be a comfortable place for foreign correspondents.’

"But now it is open again. You can go and see that things are under control" he said, pointing to the foreign correspondents present at the press conference.

A correspondent asked the President that members of the National and Provincial Assemblies who won on the defunct Awami League's ticket had pledged to remain faithful to "Bangla Desh" and as such how could they be treated as faithful citizens.

The President replied, "The six points of the defunct Awami League in their entirety were against the concept of Pakistan" But, he added. Sheikh Mujibur Rahman had said they were flexible. "We believed him. The" President said that he had nothing against the name of "Bangladesh" as a province but he never realized that it meant "Bangla Desh" outside Pakistan.

Replying to another question the President said that the general economy of the country as a whole was "bad" The happenings in East Pakistan, he added, had contributed to the worsening of the economy.

Asked what measures he proposed to take to build the economy of East Pakistan the President said, "for 24 days Seikh Mujib ran a parallel Government. What do you expect of the economy?"

He said, "Our first task is the movement of food grains prevention of disease, to get the normal life going ad mobilize monetary resources for housing."

"I cannot shut my eyes to the upheaval that has taken place the President said. But, he added, that Pakistan would once again help reconstruct East Pakistan after restoring law and order in that Wing.

He said that political stability and sharing of power "will help in building the economy of the country." "They are inseparable. That is why I am so keen that power should go back to the elected representatives of the people," the President said. He added. "I want experts to come forward and restore the economy. I am a soldier."

Asked if he thought that the people of East Pakistan were really exploited during the last 23 years, the President said, "to a certain extent, yes." But, he added, "that was nobody's fault. It has historic reasons behind it."

The President said: "Before Partition, East Pakistan was a hinterland for undivided Bengal and the Muslim majority of the eastern parts were workers, laborers and peasants. For hundreds of years the Bengali Muslims had a raw deal. The movement for Pakistan started in East Pakistan-because the people there were exploited. In East Pakistan there was no base for anything.

"It was an accident of history that Bengalis were downtrodden. But as a soldier who served in East Pakistan I know what tremendous strides had been taken in East Pakistan since Partition. They started behind West Pakistan-West Pakistan moved and they moved faster because they were better trained."

The President replied in the negative when a correspondent asked if all the members of the outlawed Awami League were traitors.

He said the outlawed party had an inner circle besides those who were out in the field. Then there were the people who got elected on 'the basis of the slogans of: autonomy and end of exploitation. "Why should they be punished?" he asked.

The President said that a vast majority of East Pakistanis were, good people. "They will help us in pointing out those who committed crime", he added

Mujib's Plan

To another question President Yahya said that he had offered to Sheikh Mujibur Rahman the Prime Minister ship on a platter."But he was not interested".

The President said Sheikh Mujib talked about two Assemblies, two Constitutions and handing over of power. "He (Sheikh Mujib) asked me to hand over power to him in East

Pakistan so that he could legalize the separation of the Eastern wing". When he did not succeed in that he wanted to do it by violence "which I stopped",

"When I told the leaders of various parliamentary groups from West Pakistan the plans of things Mujib wanted they did not agree with it. I sent them to Mujib to convince him and within two hours they came running to tell me that Mujib was not agreeable."

The President said that his decision was built up slowly. "My charter was not to destroy Pakistan. I decided to save Pakistan".

Asked about the recent visit of Mr. M. M. Ahmad to Washington and London, the President said, "it was very helpful, understanding and encouraging".

Replying to a reporter's question he said he had received the reply to his letter from President Nixon. "It is a warm-hearted, very kind letter. He (President Nixon) was sorry about the happenings in East Pakistan and offered us assistance." –APP.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩০। পূর্ব পাকিস্তান হতে নাগরিকদের ইচ্ছাকৃত বহিষ্কার সম্পর্কে ভারতীয় নোট প্রত্যাখ্যান	পাকিস্তান ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাস প্রকাশিত সংবাদ বুলেটিনঃ ১ জুন ১৯৭১	২৪ মে, ১৯৭১

INDIA'S CHARGE FALSE
PAKISTAN REJECTS NOTE
From M. A. Mansuri

Islamabad, May 24: The Pakistan Government today rejected as "totally unacceptable" the Indian Government's Note of May 14, alleging 'deliberate expulsion' of people from East Pakistan and demanding from Pakistan "to facilitate the return of these refugees to their homes" and "desist immediately from continuing the terrorizing activities,"

The following is the text of the Pakistan Note:

The Ministry of Foreign Affairs presents its complements to the High Commission for India in Pakistan and with reference to Note No, D.4622-PI/71, dated May 14, 1971, from the Ministry of External Affairs, Government of India, to the Pakistan High Commission in New Delhi, and has the honor to state as follows:

The nature of demand made against the Government of Pakistan in the Note under reference is indeed extraordinary. Under the raise of expressing concern for the refugees, the Government of India has attempted to arrogate to itself the right to sit in judgment over the developments in East Pakistan and to dictate to the Government of Pakistan a certain course of action in regard to matters which are exclusively Pakistan's own affairs.

Similarly, the allegation of deliberate expulsion of people from East Pakistan through a campaign of terror is totally false, malicious and unwarranted.

The allegations as also the demand made against the Government of Pakistan by India constitute direct interference into the internal affairs of Pakistan, The Government of Pakistan, therefore, rejects as totally unacceptable the Note under reference.

In this connection, attention of the Government of India is invited to its obligation under the Charter of the United Nations and the principles of International Law which enjoin the member-states to desist from meddling in to the affairs of other States.

The figure of refugees as mentioned in the Note is highly exaggerated and bears no relationship with the realities of the situation.

Again, it is the Government of India which largely has to accept the blame for whatever refugees there might be in India. These people became the victims of the conditions created by India's armed infiltration into East Pakistan as well as the false and

distorted Indian propaganda and highly exaggerated accounts of incidents put out by the AIR and the Indian Press the credibility of which now stands thoroughly exposed.

Encouragement

Public encouragement given by the Indian leaders has also contributed to the influx. In this connection, mention may be made of the statement by the Prime Minister of India on March 21, 1971, in which she is reported to have said that India would keep her borders with East Pakistan open to receive any refugees who might come.

In the circumstances, it appears to the Government of Pakistan that the refugee problem has been deliberately allowed to take certain dimensions by the Government of India with some ulterior motive.

This apprehension is further confirmed by the fact that instead of treating the question of refugees on humanitarian basis a callous campaign has been launched by India for political purposes.

In this connection, the Note under reference and the Indian Prime Minister at Rani-Khet on May 19, 1971, in which referring to the refugee problem, she is reported to flight (against Pakistan) if a situation is forced on us," is ominous.

Yahya's Offer

Insofar as Pakistan is concerned, there has never been any question of withholding permission to the return of its bonafide and law-abiding citizens to their respective homes. In this connection, the attention of the Government of India is invited to the statement made by the President of Pakistan of May 21, 1971 urging the Pakistan citizens to return to East Pakistan.

This is in sharp contrast with India's persistent refusal to take back over half a million Indian nationals evicted by her from Assam, Tripura and West Bengal to East Pakistan. These refugees have been a great economic burden on the Government of Pakistan for the last ten years. The Government of Pakistan demands that India should take immediate steps for their return and rehabilitation in their own properties in India.

Lastly, the Government of Pakistan takes serious exception to the use of the terminology East Bengal. The Government of Pakistan demands that in future the Government of India should refer of East Pakistan by its accepted official name only.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩১। দিল্লীর প্রতি পাকিস্তানের বিনা উস্কানীতে সশস্ত্র সংঘর্ষের হুমকির প্রতিবাদ	পাকিস্তানঃ ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাস প্রকাশিত সংবাদ বুলেটিনঃ ১ জুন ১৯৭১	২৫ মে, ১৯৭১

STRONG PROTEST TO DELHI

Islamabad, May 25: Pakistan has strongly protested to India over the "unprovoked threat" of armed conflict with this country by the Indian Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, and told New Delhi to desist from pursuing such a dangerous course.

A Note, communicated to the Indian High commission here yesterday said India's aim was to create a situation of confrontation with Pakistan so that she could implement her sinister designs.

The Note, released to the Press here today, said: For some time now India has been systematically interfering in the internal affairs of Pakistan with the clear aim of jeopardizing Pakistan's territorial integrity. India has sent armed infiltrators into East Pakistan to create disturbances and to help the anti-State elements. She has circulated false and highly distorted and tendentious accounts of events in East Pakistan through the Government-controlled radio and the press. She had not only provided shelter to the anti-State elements on her soil but has also persistently allowed the so-called members of the "Bangladesh Government" to use her radio and other mass media to stir up rebellion against the legitimate Government of the country. All these incidents have been brought to the notice of the Government of India by the Government of Pakistan time and again. Unfortunately, instead of putting a stop to these activities the Government of India has persisted in her dangerous policy.

Indian Aim

In is clear that the Indian aim is to create a situation of confrontation with Pakistan so that she can implement her sinister designs against Pakistan. In this context, the threat held out by the Indian Prime Minister against Pakistan in a statement at Rani-Khet on May 19, 1971, in which, inter alia. She is reported to have stated that India "is fully prepared to fight (against Pakistan)" assumes special significance.

The Government of Pakistan strongly protests against this unprovoked threat of armed conflict with Pakistan by the Prime Minister of India. The Government of Pakistan hopes that the Government of India realizes the consequences of such a policy. For the sake of peace and tranquility in the subcontinent and for the welfare of the peoples of the two countries the Government of India should forth with desist from pursuing such a dangerous course.

Issued by the
Embassy of Pakistan
Washington D. C. 20008

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩২। বিভিন্ন দেশের কাছে পাকিস্তানের নোট	পূর্বদেশ	২৮ মে, ১৯৭১

বিভিন্ন দেশের কাছে পাকিস্তানের নোট

ইসলামাবাদ, ২৭শে মে (এ পি পি)- পুর্ব পাকিস্তানে সাহায্য ও পুনর্গঠন কর্মসূচীর জন্য পাকিস্তান বিশ্বব্যাংক সাহায্য কনসোর্টিয়ামভূক্ত সদস্য রাষ্ট্রসহ সমস্ত বন্ধু রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের কাছে নোট প্রদান করেছে।

সরকারী মহল থেকে আজ বলা হয় যে, জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট এবং প্রেসিডেন্ট অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এম, এম, আহমদের মধ্যে আলোচনার পরই এ নোট প্রদান করা হয়। নিউইয়র্কে অবস্থানকালে জনাব এম, এম, আহমদ পূর্বাঞ্চলের সাহায্য ও পুনর্গঠন কাজে পাকিস্তানের প্রয়োজনের পরিমাণ সম্পর্কে উথান্টকে আভাস দেন।

তিনি আরো বলেন, আমরা সাহায্যদানের ব্যাপারে নিজেদের পরিকল্পনা তৈরী করব এবং আমাদের নিজস্ব বিতরণ মাধ্যমেই সাহায্য বিতরণ করবো তবে, জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করবেন বলেই আমি মনে করি।

কি কি প্রয়োজন

পাকিস্তানের কি কি জিনিস একান্ত জরুরী তার উল্লেখ করে সরকারী মহল বলেন, এর মধ্যে রয়েছে টেলিযোগাযোগের ও যানবাহনের সরঞ্জাম, উপকূলীয় জাহাজ, নৌকা ও খাদ্য। তিন মাস কিংবা তার পরে এগুলোর প্রয়োজন হবে। তবে কত টাকা মূল্যের জিনিসপত্র প্রয়োজন হবে তার এখনো হিসাব করা হয়নি।

অফিসারদের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী আড়াই লাখ টন খাদ্যের প্রয়োজন হবে। ইতিপূর্বে পি এল ৪৮০ অনুযায়ী পাকিস্তানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য সরবরাহের যে চুক্তি হয়েছিল সে অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রকে এখনো দু'লাখ টন খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে হবে।

যা আভাস ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর মধ্যে দেড় লাখ টন খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে জানিয়েছে যে, গত বছর নভেম্বরে ঘূর্ণিবাত্যা বিধ্বস্ত দুর্গতদের জন্য দেড় হাজার টন খাদ্য-শস্য সরবরাহ করবেন। পাকিস্তান আশা করছে যে, অবিলম্বেই এ সব সাহায্য পাওয়া যাবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৩। প্রত্যাবর্তনকারী নাগরিকদের জন্য ২০টি অভ্যর্থনা কেন্দ্র স্থাপন	ওয়াশিংটন দূতাবাসের দলিলপত্র	৩১ মে, ১৯৭১

PRESS RELEASE May 31, 1971

RECEPTION CENTRES FOR RETURNING REFUGEES

The Government of Pakistan has set up twenty Refugee Reception Centers in East Pakistan to help rehabilitate Pakistanis returning to the country.

The Reception Centers have been set up at the following places:

Satkhira in Khulna district

Beanpole in Jessore

Chuadanga and Meherpur in Kushtia district

Godagari, Rohanpur and Dhamorihat in Rajshahi

Khanpur, Thakurgaon and Panchagarh in Dinajpur

Kaliganj in Rangpur

Nalitabari and Durgapur in Mymensingh

Jaintapur, Kalaura and Chaunarughat in Sylhet

Akhaura and Bibira Bazaar in Comilla

Feni in Noakhali and

Teknaf in Chittagong

A large number of people who fled to their ancestral villages from the towns in the wake of disturbances have begun to return to their urban homes.

It may be recalled that on May 21 President Yahya Khan appealed to all bonafide Pakistani citizens to return to their homes.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৪। সিনেটর কেনেডীকে লিখিত পাক রাষ্ট্রদূত আগাহিলালীর চিঠি	ওয়াশিংটন দূতাবাসের দলিলপত্র	৪ জুন, ১৯৭১

EMBASSY OF PAKISTAN WASHINGTON, D.C. 20008

June 4, 1971

Dear Senator Kennedy:

I have just read your statement of June 2 in the Congressional Record expressing anxiety in regard to the problem of our refugees at present in India. I am writing to assure you that my Government is as anxious as India to halt this outflow from East Pakistan and has, during the last few days, taken certain concrete steps not only to dissuade persons from leaving the country but also to persuade them to return as soon as possible.

In this regard may I invite your attention to the appeal made by the President of Pakistan on May 21 urging all those Pakistan citizens who left their homes because of disturbed conditions in East Pakistan to return to their homeland. This appeal was broadcast on Pakistan's national radio network and was also published in all sections of the Pakistan press so that the refugees wherever they may be, may get to know about it and return.

Three days after his public appeal, the President in the course of a press conference in Karachi on May 24, announced a general amnesty to all those who left due to fear of the disturbed conditions, threats, panic or were genuinely misled. Immediate steps were taken to implement the Presidential announcement. Twenty reception centers have been opened for returning refugees at those points in eleven border districts of East Pakistan where the refugees are most likely to cross back into East Pakistan. These centers are operating under the general directive of the President which is to the effect that "here is no question of withholding permission to the return of all law-abiding citizens of Pakistan to their respective homes." Civilian personnel manning the centers will help the refugees in every way possible to return home, resume employment and restart life.

We understand that some refugees have begun to return, but we are awaiting a full response to the President's appeal and the measures taken by the Government to facilitate their return and rehabilitation. We think that the above measures can meet the demands of the situation at present, provided the authorities in our neighboring country will not obstruct or delay the return of the refugees in order to use in as a political stick with which to beat Pakistan. We are also hopeful that in this task we will obtain all international help and sympathy so that we can resolve what is essentially a human problem as quickly as possible.

After the ending of the anarchy that prevailed in East Pakistan between March 2 and 25 as a result of the Awami League’s resort to lawlessness and violence and the reestablishment of law and order, the economy of East Pakistan is now being rehabilitated. The highest priority is being given to restoration f the means of

communications so that food supplies can move speedily to the deficit areas in the province. International offers of aid have been gratefully accepted and the UN organization has been given a list of food grains and other requirements needed for the relief of the affected people in the near future. The Secretary-General of the U. N. has sent his representative of East Pakistan already.

You have advocated that individual governments and the United Nations must make strong efforts to encourage and facilitate political accommodation between our Central Government and what you call "political forces within the East Pakistan". The political issue that caused the recent turmoil in East Pakistan was nothing less than the question without a clear mandate for such a course from the people whom they represented. The movement which was suppressed in East Pakistan was secession, not autonomy and none should pretend that while secession was treason at home, it could be self-determination abroad. Those leaders who exceeded the mandate given to them by their constituents have fled the country and the political party they headed has been declared unlawful. It is entirely an internal matter now for those who were misled but remained and those who did not leave but never wanted secession to get together and settle the future of the province amicably with the people of the rest of the country, namely of West Pakistan. This issue is engaging our attention right now and the President of Pakistan has just said that he would be announcing his plans within the next two or three weeks for transfer of power to elected representatives of the people in the provinces. Any effort by other governments or organization (even if well meant) to interfere in this delicate and sensitive internal affair which in any case would be contrary to the provisions of the U. N. Charter is totally unacceptable to us. We are not surprised therefore that India is most assiduously canvassing this very course in the capitals of the would at present by sending so many members of her Cabinet abroad.

We appreciate your anxiety regarding the urgency for relief operations within East Pakistan. There is no need however to make the present general American economic aid to us, which is now a mere shadow of what is was once, conditional on our being made to give a higher priority to relief operations. We must give, and are already giving, the highest possible priority to saving the lives of our own people. To attempt to impose unnecessary conditions on American economic aid would only detract from the disinterested motives which, I am sure, the great people of this country would like to ensure governs all extension of aid from advanced to developing countries of the world.

You have made a plea that India should be assisted by the International community in meeting the expenditure involved in looking after our refugees temporarily while they are on her territory. We fully support your view and have in fact informed your government as well as many others including the U. N. Organization accordingly.

We also entirely share your concern in regard to the need for reducing the present tension between India and Pakistan. I have referred above to the various steps taken by my government to secure the return of our refugees and to meet any concern that India or the international community may have had in regard to this matter. But, I hope, you will also agree Mr. Senator that nothing should be done or said either by our neighbors or

our friends which may add to our problems or aggravate our difficulties at the present time.

It is in this regard that I must point out with great regret that hardly a day passes without some step or the other being taken by the Government of India o add fuel to an already inflammable situation. 'The Indian' Prime Minister, for instance, has spoken our more than once, threatening-"action" against Pakistan. This is already creating a very serious situation in the subcontinent, and if India continues to take advantage of our present difficulties, there is every danger of rapid escalation if not an actual confrontation. After allowing her nationals in full view of so many representatives of the world press, to take advantage of the unfortunate turmoil in East Pakistan and infiltrate openly into our territory in disregard and utter contempt of all rules of international law and conduct for the declared purpose of assisting anti-state elements within our country, India has mobilized her regular army all along the borders of East Pakistan and has now put it, on full alert. War hysteria is being whipped up within the country by Indian leaders and the press joining together in a chorus openly demanding that the refugee problem should be resolved by securing "territorial compensation."

These Indian threats to use force have so far been taken calmly by my government and we have been exercising utmost restraint. In his press conference of May 24, President Yahya Khan also expressed the hope that Mrs. Gandhi was not thinking in terms of war as that would not solve any problem. But mounting bellicose pressure of this type can only lead to the same result, namely increasing the threat to peace in the region. Worst of all, such threats will not help a single refugee to return or get resettled in his home. Instead these merely add to their fears and apprehensions, and, in actual fact, discourage and thus delay their return to Pakistan. India can lessen the burden of keeping and feeding these refugees only if 'she would choose to stop issuing threats and begins to co-operate with us and the U.N. agencies to enable the above described (or even better) arrangements being devised to get the refugees back into East Pakistan. Although I would not like to anticipate your reaction to this situation, I must emphasize that if wounds are to heal and if the refugees are to return to their homes speedily, we in Pakistan must have more of time and understanding and less of tension and pressure.

We are very grateful to you for your remark in your letter of May 27, to the Secretary of State that the U. S. Government "should immediately respond to Pakistan's stated need for food and medical supplies and water transport for the distribution of relief commodities in East Pakistan". I would only like to point out that your government is already doing this in very generous measure and we have been assured that even more will be forthcoming to assist us in securing the return and resettlement of our refugees. All that is now required is the assistance of good friends like yourself for securing an abatement of India's clamor so that it becomes possible for us, using your own words, "to ameliorate the escalating tensions between Pakistan and India"-tensions, which you have rightly held "threaten the peace and stability of the region and needless Great Power confrontation in South Asia. While we are engrossed in a national undertaking of this dimension, it is our sincere hope that our well-wishers abroad will show patience and

understanding as, forgive me if I have to reiterate, we must have time to complete the task of organizing the return and resettlement of all those who left in such numbers.

I presume, Mr. Senator, you would have no objection to my circulating a copy of this letter to other Senators and members of the House of Representatives and also to getting in inserted in the Congressional Record.

With my best regards,

Yours sincerely
Sd.
(A. Hilaly)

The Honorable
Edward M. Kennedy
United States Senate
Room No. 431.
Old Senate Office Building
Wasington, D. C. 20510

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৫। পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার মেহদী মাসুদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে ভারতীয় বাধা সম্পর্কে পররাষ্ট্র দফতরের একটি প্রেস রিলিজ	ওয়াশিংটনস্থ পাক দূতাবাসের দলিলপত্র।	৪ জুন, ১৯৭১

PRESS RELEASE
June 4, 1971

PAKISTAN TAKES SERIOUS VIEW
OF UNPRECEDENTD SITUATION

The Government of Pakistan has taken a serious view of the unprecedented situation in which the Indian authorities were holding Pakistani officials of the Pakistan Deputy High Commission in Calcutta against their wishes and were not allowing them to return to Pakistan.

The Government of India, said the spokesman, had not arranged until now a meeting between Mr. Mehdi Masud, Pakistan Deputy High Commissioner and East Pakistani personnel of the Mission in Calcutta, which the Government of India had undertaken to arrange. "It is evident that the Government of India is deliberately pursuing dilatory tactics," he added.

Following is the test of the foreign office spokesman's statement issued by the Ministry of Foreign Affairs in Islamabad on May 27:

Pakistan's Deputy High Commissioner in Calcutta, Mr. Mehdi Masud has not been provided facilities to meet East Pakistani personnel of the Mission in Calcutta and ascertain their wishes with regard to their repatriation to Pakistan. The assurances given by the Government of India in this regard have not been fulfilled.

Pakistan had suggested to India that a representative of the Swiss Government should be present at the meeting between Mr. East Pakistani personnel of the Mission in Calcutta, which the Government of India had undertaken to arrange. Uptil now Indian authorities have not arranged these meetings. The wishes of Pakistani staff remain unascertained and as a result, their repatriation has been delayed.

It is evident that the Government of India is deliberately pursuing dilatory tactics. If the Indian reports that the East Pakistani members of our Calcutta Mission had defected were correct then there should have been no difficulty at all for these personnel to meet Mr. Masud separately and to convey their unwillingness to return to Pakistan. However, this has not happened. The Government of India is trying to avoid its commitment by advancing the plea that it cannot persuade the East Pakistani stat to meet Pakistan Deputy High Commissioner as regret to by India.

These explanations cannot be accepted by Pakistan. If these officials have defected, as claimed by India, they should no longer enjoy any diplomatic privileges and their stay on the Indian soil would be unauthorized. It would also be Government of Indian's responsibility to allow Pakistan accredited representative to ascertain whether the alleged defections were genuine or not.

The Government of Pakistan is therefore compelled to conclude that the Pakistani personnel of its Mission in Calcutta are being held against their wishes.

Not only Mr. Mehdi Masud has been prevented from meeting them but the East Pakistani staff of the Mission has also not been allowed to contact their colleagues from East Pakistan whose houses are under close surveillance.

The Government of Pakistan has taken serious view of the unprecedented situation in which the Indian authorities are holding Pakistani officials as hostages and are not allowing them to return to Pakistan. The Government of Pakistan has been approached by families of members of East Pakistani officials is Calcutta about the welfare and repatriation of these officials. Pakistan has not been able to provide any satisfactory information to the: families concerned because it has not been possible to establish any contact with East Pakistani personnel in Calcutta.

It is most unfortunate that the Government of India has refused to treat the evacuation of personnel from Calcutta and Dacca as a human problem which should be settled on the basis of reciprocity and in accordance with international practice.

Indian authorities seem to be so determined to exploit this issue for political purposes that they are indifferent to the inconvenience and uncertainty faced by officials of the two countries in Dacca and Calcutta. Normally it was expected that to expedite the evacuation of Indian personnel in Dacca, India would promptly provide assured facilities to Pakistan Deputy High Commissioner and his staff in Calcutta.

It amply proves that India is not sincere in meeting its obligations for reciprocal evacuation of personnel from Calcutta and Dacca. This is further confirmed by the fact that India has been shifting its position with regard to the mode of transporting its personnel firm Dacca when arrangements for repatriation are finally completed. To begin with, India proposed the evacuation of their personnel by a Nepalese airliner. Later on, they suggested that evacuation should be effected by a Russian aircraft. Now they have again changed their position and proposed that the Indian personnel from Dacca may be transported by an Iranian plane.

It is not clear what really India’s plan is. All three successive proposals made by India were promptly accepted. The Government of Pakistan has informed India that as soon as list of personnel to be evacuated from Calcutta and Dacca are finalized, simultaneous action could take place without any delay. Pakistan has, however, still not been told by the Indian Government that it would arrange meetings between Mr. Mehdi Masud and the East Pakistani personnel in Calcutta to ascertain their wishes independently.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৬। দেশত্যাগী নাগরিকদের প্রত্যাবর্তনে নিরাপত্তা বিধান সম্পর্কিত একটি সরকারী প্রেস রিলিজ	ওয়াশিংটন দূতাবাসের দলিলপত্র	৯ জুন, ১৯৭১

PRESS RELEASE
June 9, 1971

ISSUED THE
EMBASSY OF PAKISTAN
WASHINGTON, D. C. 20008

The Government of Pakistan, in line with President Yahya Khan's appeal to East Pakistani refugees to return to their homeland where they will be given necessary facilities for their rehabilitation, has now pledged full cooperation to the United Nations High Commissioner for Refugees in securing the return of the refugees to East Pakistan.

2. The United Nations High Commissioner for Refugees, Prince Sadruddin, visited Islamabad and held talks June 6 and 7 with President Yahya Khan, his adviser on Economic Affairs, Mr. M. M. Ahmad (who had recently visited Washington) and other senior Pakistani officials in regard to arrangements of the return and resettlement of the East Pakistani refugees at present in India. A Government of Pakistan announcement in Islamabad said that Prince Sadruddin has been assured of full cooperation in his task. The U. N. High Commissioner for Refugees visited Islamabad for high level talks at the request of the Government of Pakistan which is anxious to facilitate the early return of their nationals to East Pakistan.

3. It will be recalled the Government of Pakistan has set up twenty Reception Centers, manned by civilians in all the border districts of East Pakistan for speedy rehabilitation of the returning refugees as a follow up to President Yahya Khan's directive to the administration of the province to receive and give all possible assistance to the returning refugees.

4. There are some reports already from East Pakistan border areas of harassment by Indian border paroles of those refugees who want to cross the border to return to their homes in Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৭। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তার আশ্বাসঃ একটি সরকারী প্রেস রিলিজ	পাক দূতাবাসের দলিলপত্র	১৯ জুন, ১৯৭১

PRESS RELEASE
June 19, 1971

ISSUED BY THE
EMBASSY OF PAKISTAN
WASHINGTON, D. C. 20008

"Members of the minority community should have no hesitation in returning to their homes in East Pakistan. They will be given full protection and every facility as they are equal citizens of Pakistan and there is no question of any discriminatory treatment" said President Yahya Khan in a statement broadcast nationwide on the Pakistan Radio on June 18.

Referring to his earlier appeals launched May 21, asking displaced persons to return home the President said, "My appeal was addressed to all Pakistani nationals irrespective of caste, creed or religion."

The following is the full text of the President's broadcast:

"On May 21, I issued a personal message to all Pakistan nationals who had, due to various reasons, gone to India to return to their homes in East Pakistan and resume their normal activities. In my press conference in Karachi on May 24, I reiterated my earlier statement and assured displaced persons that the necessary assistance would be provided to them for their return and resettlement. It is gratifying to note that despite hindrances put by interested parties, many Pakistanis have returned and are now on the way to their respective homes. I am certain many more will follow them. As I said before, there is no question of withholding permission to return from our own citizens. In fact East Pakistan Government has made adequate arrangements to receive them and to extend full assistance in their rehabilitation. My appeal was addressed to all Pakistani nationals irrespective of caste, creed or religion. Members of the minority community should have no hesitation in returning to their homes in East Pakistan. They will be given full protection and every facility as they are equal citizens of Pakistan and there is no questions of any discriminatory treatment. I urge them not to be misled by mischievous propaganda being conducted firm outside Pakistan."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৮। জাতির উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়ার ভাষণ	পাকিস্তান এ্যাফেয়ার্স ওয়াশিংটন দূতাবাসের বিশেষ সংবাদ বুলেটিন : ৩০ জুন	২৮ জুন, ১৯৭১

FULL TEXT OF PRESIDENT YAHYA KHAN'S
ADDRESS TO THE NATION
ON JUNE 28, 1971

Recent happenings in East Pakistan have caused anguish to all us. For me, personally, these tragic events have been a cause of distress and disappointment. Throughout these last two and a quarter years, my aim has been to bring back democracy in the country and to ensure justice for every region of Pakistan. In particular, I have been conscious of the legitimate demands of East Pakistan. Many steps have been taken and planned towards meeting them. I have every reason to believe that my scheme to revive the democratic way of life was fully supported by the people and their political leaders in both wings of the country. They all took part in the elections on the Legal Framework Order of 1970 which provided for maximum autonomy to the provinces, within the concept of one Pakistan and adequate strength to the centre to carry out its functions.

The defunct Awami League also participated in the elections on the basis of the Legal Framework Order and therefore at that time it was felt that they too subscribed to the concept of one Pakistan. However, later their leadership gradually moved away from the principles of the legal Framework Order and based their electioneering on hatred of West Pakistan and tried to cause tension and misunderstanding between the two wings.

Six points were negotiable

When I questioned Mujibur Rahman on the Awami League's six points during some of our talks he confirmed to me that these were negotiable. He also clearly indicated that all major provisions of the constitution would be settled by political parties in parleys outside the Assembly. This lobbying, he affirmed was usual practice with politicians. After elections when I wanted the parties to get together and come to some consensus on the future constitution of Pakistan, it became quite clear that Mujibur Rahman was not going to budge from his position which to put it bluntly was tantamount to secession. Another indication of his evil design is the fact that he refused to visit West Pakistan and have talks in this wing despite repeated invitations. He had no intention of acting in a responsible and patriotic manner as leader of the majority party in the country as a whole. He had already made up his mind that he was going to break the country into two, preferably by trickery and if this did not succeed, by physical violence.

As I told you in my address of the 26th of March, I had a series of meetings with Mujibur Rahman and his advisers during my stay in Dacca from the 15th of March

onwards. Whilst he was having these talks with us, he and his followers were secretly preparing for a final break, through physical violence. Towards the concluding sessions of the talks, it became quite evident that intention of Mujibur Rahman and his advisers was not to come to an understanding on the basis of one Pakistan but was somehow to extract from me a "proclamation" which would, in effect, divided the National Assembly into two separate constituent assemblies, give birth to a confederation and by removal of the authority of martial law create complete chaos in the country. Through this plan he expected to establish a separate state of Bangladesh. That, needless to say, would have been the end of Pakistan as created by the Father of the Nation.

Unscrupulous and secessionist elements of the defunct Awami League had brought the country to the brink of disintegration. Our dear homeland which symbolizes fulfillment of our aspirations and the culmination of the relentless struggle of the Muslims of the sub-continent was in very grave danger of breaking up. The violent non-cooperation movement of Sheikh Mujibur Rahman and his clique for over three weeks had let loose elements which at once indulged in widespread loot, arson and killing.

Vote was for provincial autonomy and not independence

The people East Pakistan had voted for provincial autonomy and not for the disintegration of the country Instead of settling controversial political and constitutional issues with mutual understanding and in a spirit of give and take for the sake of national solidarity, some of the leading elements of the defunct Awami League chose a path of defiance, disruption and secession. All my efforts to help the political parties to arrive at a consensus over an acceptable and lasting constitutional framework were frustrated by certain leaders of the defunct Awami League. On the one hand they brought negotiations to an impasse by their persistent intransigence and obduracy and on the other intensified their nefarious activities of open defiance of the Government. The very existence of the country, for the creation of which thousands of our brethren laid down their lives and millions suffered untold miseries, was at stake. It was in these circumstances that I ordered the armed forces to restore the authority of the Government. No Government worth its name could allow the country to destroyed by open and armed rebellion against the state.

The valiant armed forces of Pakistan who have always served the nation with devotion moved out with firm determination to put an end to the activities of the miscreants. They had a difficult task to perform. It is unfortunate that our neighbor which has never missed an opportunity to weaken or cripple our country rushed to help the secessionists with men and material to inflame the situation further. This was all pre-planned. As our troops moved forward and fanned out the whole dark plan of collusion between the Awami League extremists, rebels and our hostile neighbor gradually unfolded itself. It became obvious that secessionists, miscreants, rebels, and intruders from across the border had planned their whole operation carefully and over a considerable period of time. Their aim was to destroy the integrity of Pakistan and force the eastern zone to secede from the rest of the country. While miscreants, rebels, and intruders were putting up physical resistance to the Pakistan army, the Indian radio and press launched a malicious campaign of falsehood against Pakistan and tried to mislead

the world about happenings in East Pakistan. The Indian Government began to utilize every coercive measure, including diplomatic offensives, armed infiltration and actual threats of invasion. This open interference in our internal affairs could have had very grave consequences but by the grace of God our armed forces soon brought the situation under control, destroying the anti-national elements. The nation proud of the armed forces who deserve all its admiration and appreciation. Let us on this occasion bow our heads in gratitude to the Almighty that our country has been saved from disintegration.

No fresh elections

In my last address to the nation I had assured you that my man aim remained the transfer of power and I had further stated that I would take fresh steps towards the achievement of this aim. Let me at the outset say categorically that there is no question of holding fresh elections. The mischief of some misguided persons should not be allowed to nullity the entire results of the first-ever-election held in the country at enormous cost in terms of money, time and energy. I have banned the Awami League as a political-party. However, members-elect of the National Assembly and the Provincial Assemblies of this defunct party retain their status as such in their individual capacities. I may, however, and that those elected members who have taken part in anti-state activities or have committed criminal acts, or have indulged in anti-social activities will be disqualified from membership of the National and Provincial Assemblies. I have not yet finally assessed the exact number of those who would be disqualified. After thorough investigation, a list of such persons will be published. Once this is done, vacancies caused would be filled through the usual method of by elections.

In the meanwhile, I would ask those members of the National Assembly and members of the Provincial Assembly elect of the defunct Awami League, who had nothing to do with the secessionist policies of the ruling clique of that party and who are not guilty of any criminal acts in pursuance of such policies, or who have not committed atrocities against their fellow Pakistanis, to come forward and play their part in rebuilding the political structure in East Pakistan.

After a close and careful study of the situation, particularly of recent happenings, I have come to the conclusion that the task of framing a constitution by an assembly is not feasible. In fact, the history of constitution making in our country is not very encouraging, nor a happy one. Two constituent assemblies took nine years to produce a constitution (that is from 1947 to 1956). Leaders of the country spent an inordinately long period of time on the floor of the legislature in trying to produce a constitution while urgent social and economic problems remained unattended and neglected. But the most regrettable phenomenon of constitution-making in Pakistan wan that it gave vent to all sorts of regional and parochial sentiments. In fact, constitution-making gave rise to the worst type of political bickering and intrigue, which threatened the very existence of our country. And when in the end they at last produced a constitution in 1956, it was the product of all sorts of conflicting compromises and expediencies. The result was the constitution was short lived and the country came under martial law from October 1958 to June 1962. After that the country was governed under a constitution which for well known reasons, was unpopular right from the start. There was great resentment and a

political upheaval in 1969 against this constitution. I, therefore, through that the people's representatives should frame a constitution of their own, but in order to eliminate the unhappy aspects of the previous attempts at constitution-making in Pakistan, I put a limit of one hundred and twenty days for this exercise. And I also laid down some basic principles for the constitution in my Legal Framework order. When I fixed the time limit of one hundred and twenty days, it was done in consultation with political leaders, including Mujibur Rahman, and it was expected that they would devote their full attention to the framing of the constitution and that general agreement on the broad aspects of the constitution would be arrived at outside the assembly, so as to facilitate the task of constitution-making the stipulated period. But unfortunately my hopes and plans were frustrated by the uncompromising and unpatriotic attitude of the defunct Awami League.

Group of experts of draft new constitution

Against this background and in view of present circumstances, I find that there is no other alternative for me but to have the constitution prepared by a group of experts. This constitution will be subject to amendments by the National Assembly on the basis of an amending procedure, as will be laid down in the constitution itself. The constitution will be based on a careful study of a number of constitutions and will be based also on the aspirations of the people of various regions of Pakistan, as assessed by me over the last two years. I have already set up a constitution committee and a draft is being prepared by them, once a draft is ready. I will consult various leaders of the assembly regarding the provisions of the draft. Final shape will be given to the constitution, in the light of my discussions and consultations with various experts and leaders.

I may add that certain guidelines with regard to the future constitution have already been spelled out in the Legal Framework order of 1970 which were generally welcomed by the people. First, the constitution of Pakistan must be based on Islamic ideology, on the basis of which Pakistan was created and on the basis of which it is still preserved. It must be the constitution of the Islamic Republic of Pakistan in a true sense. The constitution shall also provide for full social and economic justice to various sections of our society. The constitution should be a federal one and it must have all its characteristics. As stated in the Legal Framework Order the provinces shall have maximum autonomy, including legislative, administrative and financial powers, but the federal government shall also have adequate powers, including legislative, administrative and financial powers to discharge its responsibilities in relation to external and internal affairs and to preserve the independence and territorial integrity of the country.

By-elections to be held for a few seats declared vacant

I have also indicated to the committee that, in the interest of the integrity of the country, it would be a good thing, it we ban any party which is confined to a specific region, and is not national in a practical sense. Then again, we must eschew this business of having two, three or four sub parties within a party, in short it is my hope that this constitution will ensure that everything which tends to make our political life cumbersome, shaky, insecure and unpatriotic is eradicated and that it helps to infuse a

right spirit in the people and the politicians. The constitution must serve Pakistan as a whole, and not any individual or group. It must allow each province to develop itself along the right lines without detracting, in any way, from the strength of the centre and the integrity of the nation as a whole. I might clarify here that this constitution will come into force with effect from the first session of the National Assembly. By-elections to be held before this will, however, be on the same basis as the general elections already held, namely, the Legal Framework Order of 1970.

So much for the future constitution of Pakistan. Now to continue with my plan of transfer of power. As I said earlier, by-elections will be held to fill vacant seats in the National as well as in the provincial Assemblies. Considering the mood of the people. I feel sure that the campaign for these by-elections will be based on the principles contained in the Legal Framework Order. No one will tolerate propagation of views which tend to militate against the integrity of Pakistan. I also feel that the campaign should be a brief one. After these elections are completed, the National and Provincial Assemblies will be duly summoned and governments will be formed at the national as well as the provincial levels throughout the country. The National Assembly will not have to function as a constituent assembly but will become our central legislature as soon as it is sworn in.

Since the nation has recently been subjected to a very severe jolt, I have decided that the national and provincial governments will have at their disposal the cover of martial law for a period of time. In actual practice, martial law will not be operative in its present form, but we cannot allow chaos in any part of the country, and the hands of the governments need to be strengthened until things settle down.

On order to meet the requirement of this new plan, the Legal Framework Order of 1970 will be duly amended.

The time-frame of the plan

Let me now say a word about the time-frame of this plan. It is obvious that the plan, in its entirety, cannot be launched immediately because it is important that a reasonable amount of normalcy returns to the country before we think in terms of transferring power. But on the other hand, the launching of the plan must not be delayed unduly. When we speak of normal, the main considerations are restoration of law and order, rehabilitation of the administrative structure which was badly disrupted, and a degree of economic rehabilitation.

As regards law and order, I am glad to be able to tell you that the army is in full control of the situation in East Pakistan. It-has crushed the mischief mongers, saboteurs, and infiltrators. But it will take some time, before the law and order situation becomes completely normal. The process is in full swing with the active co-operation of the people and their patriotic leaders. The people of East Pakistan have manifested a great sense, of patriotism and national unity in helping the armed forces to root out miscreants and infiltrators.

As a result of the non-cooperation movement, the economy of East Pakistan had come to a standstill. Widespread arson loot and, intimidation resorted to by the Awami

League secessionists, anti-social elements and infiltrators brought untold sufferings to innocent people. A large number of them were terrorized and uprooted and their properties were mercilessly destroyed. They have my fullest sympathy as also the sympathy of the entire nation. It would be inhuman if their speedy rehabilitation is not given priority and the attention it deserves. I would like to repeat once again that all citizens of Pakistan, of any religion, caste or creed, who crossed the border and went into India, because of the panic due to false propaganda by the rebels, miscreants and others, must return to their homes and hearths. The Government of East Pakistan have made all necessary arrangements for their reception and transportation. I would ask the Indian Government not to put impediments in the way of these unfortunate people, who want to resume their normal lives in their own homes and who want to be re-united with their near and dear ones We shall gladly and gratefully accept any assistance that the United Nations can extend in facilitating the move of these displaced persons back to Pakistan.

Participation of the people

I have heard a view being expressed that power should not be transferred to elected representatives of the people until complete normally has returned in every sphere. I am afraid I do not agree with this view, because it is utterly, in realistic and impractical. It also ignores one very important aspect of national life, which is that normalcy in its accepted meaning can never return to a country without full participation of the people in its administration. The very process of bringing back

Transfer of power in about four months

I firmly believe that as soon as we have acquired a basis infrastructure of law and order and the various echelons of the administration gather full strength it will be possible for me to put my plan of transfer of power into operation. Appreciating the situation as it exists today and as it is likely to develop in the near future, it is my hope and belief that I would be able to achieve my goal in a matter of four months or so. The precise timing will naturally depend on the internal and external situation at the time. I am absolutely convinced that the country's integrity and well being lie in fulfillment of the plan that I have just outlined to you and in the achievement of the final objective.

Let me now turn to the vital subject of the economy. Recent events have cast their shadow on the general economic situation. The economy had been subjected to serious strains during a long period of political uncertainty before and after the elections. In March, the economy of East Pakistan was brought to a virtual standstill.

With the success of army action, the situations generally returning to normal and economic activity is reviving in the province. I am sure that all patriotic elements in the province would rally round the forces of law and order to achieve complete normalcy and to restart the process of building up the economy of Pakistan.

The rehabilitation of the economy will demand both short-term measures and long-term strategy to rehabilitate it and revive it to its full vigor. For this purpose, we have

taken many initiatives which will soon begin to produce the results we desire.

Our exports have sharply declined in recent months in East Pakistan, causing a drain on our foreign exchange reserves, which were already under severe strain. Collection of taxes has also suffered at a time when we need all the resources at our command, to preserve our national integrity and maintain the tempo of economic activity.

The government is taking various steps to meet the present difficult economic situation. These are not always pleasant decisions. We have to use our resources with much greater restraint. This involves hardship and sacrifices. But there is no alternative. This is the only realistic way for a nation to solve its economic problems.

Some weeks ago, I ordered a thorough revision of our import policy. All unessential items or those without which we could do for some time were banned even under the bonus scheme. Bonus vouchers thus released are to be used under the revised import policy for raw materials and other essential imports.

Maximum economy and austerity

In domestic spending also maximum economy is being exercised. For the next year we have prepared a modest development programme which would meet our immediate and unavoidable needs. The emphasis would be on rehabilitation of the economy, particularly in East Pakistan.

I want the country to make early progress towards self reliance. We must look increasingly towards our own-resources for meeting our national objectives. This requires maximum austerity in both public and private spending. The Government is making all necessary adjustments in economic policies with this objective. But these can succeed only with the enthusiastic support, of the people. Let us, as a nation, adopt a more austere way of life suited to our own stage of economic development and eschew every form of ostentatious consumption.

For many years now we have been receiving aid for our development programme from a number of aid-giving countries. This we thankfully acknowledge. I regret to have to say, however that lately there have been indications that foreign aid is, acquiring certain political overtones and the people of Pakistan are getting-the impression that strings are sought to be attached to such aid. If this be the case let me say it quite categorically that aid which seeks to make I roads into our sovereignty is not acceptable to us. We shall be fully prepared to do without it.

I am confident that the private sector would come forward to play an active role in developing Pakistan's own resources. Private investment financed from its own savings can play a major role in reviving the economy at the stage.

This is an hour of crisis for the nation. We need the same determination and resolute will which we which we showed on a number of previous occasions to safeguard the integrity of Pakistan against internal upheavals and external aggression. Each one of us has a duty to work hard and to rebuild the momentum of economic activity this is' necessary to generate resources for economic development. Each worker in a factory and

peasant on his farm can contribute to this national effort by taking part in the overall effort to maximize production and make his contribution to the integrity and solidarity of Pakistan.

Maximize production and exports

Let us resolve today, individually and collectively, to maximize production and exports. We must work hard and learn to reduce our dependence on others in every field in the shortest possible time. Any sacrifice which this will entail must be borne with patriotic fervor and national solidarity.

I appeal to both labor and management to maintain the best of relation. Let there be understanding and accommodation rather than bickering and strife. Strikes and lock-outs should be avoided at all costs. Such wastage of the country's productive capacity would be totally unpatriotic at this critical juncture in our national life. I cannot afford to let such unpatriotic activities go unchallenged. Stringent measures shall be taken to curb such tendencies.'

Our agriculturists have done a remarkable job in recent years. Food production has increased rapidly since 1965, bringing the country to the threshold for food self-sufficiency. Let them consolidate and improve on their performance in food grains and at the same time turn their attention to the production of export crops which present great opportunities for increased output. Government would be willing to provide all the necessary facilities and incentives for this purpose.

I have candidly presented before you difficulties we face today. But let this not give rise to despondency. A large part of the problem we face today is of a temporary nature. It has not affected the basic strength of the economy. We have a large potential for increasing production, both in agriculture and industry. We have today a sizable class of progressive agriculturists, industrial entrepreneurs and middle class investors. These are assets on which the foundation of a rapidly developing economy are laid. The nation has faced a difficult challenge before in its short history. I have no doubt that we would be able to overcome the present difficulties with our united efforts and resume our endeavor to build for a prosperous and just society.

Foreign reactions

Now a word about foreign reactions to our internal trouble. It is a matter of satisfaction that in the difficult situation that the country has faced in the past few months, reaction and response from an overwhelming number of countries has been one of sympathy and understanding of the problem we are facing and are trying to resolve. Our friends abroad have given complete support to action taken by the government of maintain the unity and integrity of Pakistan. They have at the same time warned those who have attempted to interfere in our internal affairs to desist from such actions. I should like to take this opportunity to express, on behalf of the government and people of Pakistan, and on my own behalf, our appreciation and gratitude to them.

We are also heartened by the favorable response of the international community, particularly the United Nations Organization and its agencies to our need for cooperative

assistance in repairing the damage to the economic life of East Pakistan. At present, we are engaged in consultations with friendly governments and with the U. N. Secretary-General for securing the necessary help for relief work in different fields.

Our plans for reconstruction of the economy and an early resumption of political activity in East Pakistan are threatened by India's continued interference in our internal affairs. Armed infiltration and open encouragement and assistance to secessionists have heightened tension between the two countries. There has also been a spate of unfriendly statements from responsible sources in India, threatening unilateral action against Pakistan if we did not yield to arbitrary demands. The need of the hour is to desist from such actions and statements as would further inflame the situation. It is through discussions and not through conflict that problems can be resolved. Statesmanship demands exercise of caution and restraint so that our problems are not further complicated.

We want to live in peace

As I have said before, armed conflict would solve nothing. On out\r part, we want to live in peace and harmony with all our neighbors. We do not interfere in the affairs of other people, and we will not allow anyone else to interfere in ours. If, however, a situation is forced upon us, we are fully prepared to defend our territorial integrity and sovereignty. Let there be no misunderstanding or miscalculation about our resolve to maintain the independence and solidarity of Pakistan.

My dear countrymen, in the end I would again like to impress upon you that this is an hour of trial for the nation. Each one of us has to do his utmost honestly and sincerely so that our homeland, which is so dear to us, continues its march on the path of progress. No sacrifice would be too great to bring back economic stability and to ensure the unity of Pakistan. What we need to meet this challenge is a revival of the sprit and enthusiasm with which we succeeded in establishing Pakistan, and firm determination and resolute will which we have on many occasions shown in defending our country from internal and external threats.

Our enemies are gloating on false hopes of disunity amongst our ranks. They have tried their level best to undo our dear country, but they forget that they are dealing with a people who have an unshakable reliance on the help of almighty God. Let us rise to the occasion, let us come up to the expectations of the Father of the Nation and once again prove it to our enemies that we are a united nation, always ready to frustrate their designs and foil their evil intention, and that any effort to harm us will spell their own disaster.

I have full faith in the patriotism of our people and I am sure that every single Pakistani will cooperate with me wholeheartedly in the achievement of our common goal, namely, the restoration of democracy in the country, preservation of its integrity and solidarity and battlement of the lot of the common man. My God grant us success in our efforts. God bless you all.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৯। পাকিস্তানের কড়া প্রতিবাদ জ্ঞাপনঃ ভারতীয় বিমান আক্রমণ	দৈনিক পাকিস্তান	৪ জুলাই, ১৯৭১

পাকিস্তানের কড়া প্রতিবাদ জ্ঞাপনঃ ভারতীয় বিমান আক্রমণ

ইসলামাবাদ, ৩রা জুলাই (এ পি পি)।- ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমান আজ পুর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর জেলার অমরখানায় হামলা চালায়। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতর দ্রুততার সঙ্গে ভারত সরকারের নিকট এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

ভারতের অস্থায়ী হাই কমিশনারকে আজ সন্ধ্যায় এখানে ডেকে পাঠানো হয় এবং তাকে জানানো হয় যে, পাকিস্তান এটাকে অত্যন্ত মারাত্মক ঘটনা বলে মনে করে এবং কোনরুপ উস্কানী ছাড়া পাকিস্তানী এলাকায় এ ধরনের হামলার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা না হলে তা উপমহাদেশের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটাতে পারে।

তাঁকে আরো জানানো হয় যে, আজ দুপুর সাড়ে বারটায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর চারটি জঙ্গী বিমান ও একটি অস্ত্র সজ্জিত হেলিকপ্টার পাকিস্তানের আকাশসীমার ৬ মাইল ভেতরে অনুপ্রবেশ করে এবং দিনাজপুর জেলার অমরখানায় বিমান থেকে মেশিনগানের গুলীবর্ষণ করে।

এছাড়া আজ বিকেলে ভারতের দিক থেকে ১২০ মিলিমিটার মর্টারের সাহায্যে অমরখানায় প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করা হয়।

কোনরুপ উস্কানী ছাড়াই পাকিস্তানের এলাকায় ভারতীয় বিমানের হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং এই ঘটনায় পাকিস্তানের বিশেষ উদ্বেগের কথা জানিয়ে পররাষ্ট্র দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল ভারতীয় দূতকে এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তার সরকারের প্রতি অনুরোধ জানাতে বলেন।

সীমান্ত লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

ইসলামাবাদ, ৩রা জুলাই (এ পি পি)।- ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক বার বার সীমান্ত লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে পাকিস্তান কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং দুঃখ প্রকাশ করেছে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলীবর্ষণ ও পাকিস্তানী এলাকায় অনধিকার প্রবেশের প্রাত্যহিক ঘটনাসমূহ বন্ধ করার জন্য ভারত সরকার এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে জানমালের যে ক্ষতি হচ্ছে পাকিস্তান সরকারের তার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করার অধিকার রয়েছে।

গত ১লা জুলাই বৃহস্পতিবার এখানে ভারতীয় হাই কমিশনে প্রদত্ত এক প্রতিবাদ লিপিতে গত ২১শে জুন থেকে ২৫শে জুনের মধ্যে পাকিস্তানে ভারতের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের ১৮টি ঘটনার উল্লেখ করা হয়ঃ

১। ১৯৭১ সালের ২১শে জুন ভারতীয় সেনাবাহিনী রাত সোয়া আটটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত সিলেট জেলার তেলিয়া পাড়া এলাকায় (আর এম ৫৪৭৩) সীমান্তের ওপার থেকে ভারী মর্টারের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করে।

২। ১৯৭১ সালের ২২শে জুন কোনরুপ উস্কানী ছাড়াই ভারতীয় সৈন্যরা কুষ্টিয়া জেলার মহেশখণ্ড (কিউ ও ৬২৬৫) সীমান্ত ফাঁড়ির উপর ভারী মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ করে।

৩। ১৯৭১ সালের ২২শে জুন নোয়াখালী জেলার ফেনী এলাকায় (আর আর ৭৩৩৮) কোনরুপ উস্কানি ছাড়াই পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর গুলীবর্ষণ করা হয়। ফলে তিন জন আহত হয়।

৪। ১৯৭১ সালের ২২শে জুন সকাল আটটায় ভারতীয় সৈন্যরা যশোর জেলার বেনাপোল এলাকায় (কিউ টি ৭৫৪১) একটি অবস্থানের উপর মেশিনগানের গুলীবর্ষণ করে এবং ভারী মর্টারের সাহায্যে ৩০ রাউণ্ড গোলা নিক্ষেপ করে। ভারতীয়রা ফিল্ড কামান থেকে পাকিস্তানী এলাকার অনেক ভেতরে ৩০০ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে। এই যথেচ্ছ কার্যকলাপের ফলে উক্ত এলাকায় চারজন বেসামরিক নাগরিক নিহত ও তিনটি বাড়ী বিধ্বস্ত হয়।

৫। ১৯৭১ সালের ২২শে জুন সকাল পাঁচটার সময় প্রায় ৫০০ ভারতীয় সৈন্য বেসামরিক পোশাকে স্বয়ংক্রিয় ও ছোট অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানী এলাকায় অনুপ্রবেশ করে এবং কুমিল্লা জেলার রাজাপুরে (ও আর এম ২৮০৭) সীমান্ত ফাঁড়ির উপর হামলা চালায়। ভারতীয় ফিল্ড কামানের গোলাবর্ষণ করে এই হামলায় সহায়তা করা হয়। কোনরুপ উস্কানি ছাড়াই এরুপ তৎপরতা চালানোর ফলে চার ব্যক্তি নিহত হয়।

৬। ১৯৭১ সালের ২৩শে জুন কোনরুপ উস্কানি ছাড়াই ভারতীয় সৈন্যরা যশোর জেলার বেনাপোল এলাকায় (পি কিউ টি ৭৬৪৪) মেশিনগান ও ভারী মর্টারের সাহায্যে দু'বার গোলাবর্ষণ করে। এই এলাকায় প্রায় প্রত্যহই ভারতীয় গোলাগুলি বর্ষিত হয়।

(অসমাপ্ত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪০। কমনওয়েলথ-এর সংগে পাকিস্তানের সম্পর্কচ্ছেদ	পূর্বদেশ	৪ জুলাই, ১৯৭১

রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটির সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কচ্ছেদ

ইসলামাবাদ, ৩রা জুলাই (এ পি পি)।- পাকিস্তান লণ্ডনের রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটির সঙ্গে সাময়িকভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

উক্ত সোসাইটির সুযোগ-সুবিধা পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণায় ব্যবহার করতে দেওয়ার প্রতিবাদে পাকিস্তান সরকার বৃটেনস্থ পাকিস্তানী হাই কমিশনারকে উক্ত সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র আজ এখানে বলেন যে, তথাকথিত ''বাংলাদেশ''-এর একজন প্রতিনিধি কর্তৃক পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণার জন্য সোসাইটির প্লাটফর্ম ব্যবহারের বিরুদ্ধে উক্ত সোসাইটি এবং বৃটিশ পররাষ্ট্র দফতরের নিকট লণ্ডনস্থ পাকিস্তানী হাই কমিশনার বার বার প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও সোসাইটি তা অগ্রাহ্য করে।

মুখপাত্রটি বলেন যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কমনওয়েলথের একটি সহযোগী সার্বভৌম রাষ্ট্রকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলার পক্ষে প্রচারণার জন্য উক্ত সোসাইটির প্লাটফর্ম ব্যবহার করতে দেওয়ার বিষয়টিকে খুব কম করে বললেও একটি অবন্ধুসুলভ কার্যক্রম বলতে হবে।

পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে প্রচারণার জন্য সোসাইটির প্লাটফর্ম ব্যবহার করতে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে উদ্দেশ্যমূলক বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটি রাণীর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে। এর ভাইস প্রেসিডেন্টের মধ্যে রয়েছে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মন্ত্রী।

কাজেই সোসাইটির তৎপরতা বৃটিশ সরকারের নীতির দ্বারা সরাসরি প্রভাবান্বিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪১। সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশ	দৈনিক পাকিস্তান	৮ জুলাই, ১৯৭১

সেনাবাহিনীর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশ

রাওয়ালপিন্ডি, ৭ই জুলাই (এপিপি)।- সরকারী বিভাগ ও কলকারখানার যেসব যোগ্য ব্যক্তি সিলেকশন বা ইন্টারভিউর জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস ডাইরেকটরেট থেকে হাজির হওয়ার নির্দেশ পেলে তাদের সে উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেবার জন্যে আজ সেনাবাহিনীর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে সকল সরকারী বিভাগ প্রধান, প্রাইভেট মিলস, ফ্যাক্টরী ও ফার্মকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আন্তঃসার্ভিস জনসংযোগ ডাইরেক্টরেটের এক প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে যে, জাতীয় সার্ভিস প্রদানের উপযুক্ত এমন যে সব ব্যক্তি সরকারী বিভাগ, প্রাইভেট ফার্ম, ফ্যাক্টরী ও মিলে চাকুরী করছে সিলেকশনের উদ্দেশ্যে তাদের হাজির হওয়ার নোটিশ দেওয়া হলে তাদের মালিকগণ তাদের ছাড়ছেন না বলে রাওয়ালপিণ্ডির জেনারেল হেড কোয়ার্টারস্থ ন্যাশনাল সার্ভিস ডাইরেক্টরেট জানতে পেরেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪২। কিসিঞ্জার ও এম এম আহমদ বৈঠকঃ পাক-ভারত পরিস্থিতি ও উদ্বাস্তু সমস্যা আলোচিত হয়েছে	দৈনিক পাকিস্তান	৯ জুলাই, ১৯৭১

কিসিঞ্জার-এম এম আহমদ বৈঠকঃ পাক-ভারত পরিস্থিতি ও উদ্বাস্তু সমস্যা আলোচিত হয়েছে

ইসলামাবাদ, ৩রা জুলাই (এ পি পি)।- প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এম এম আহমেদ ও পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব সুলতান মোহাম্মদ খান আজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ হেনরী কিসিঞ্জারের সাথে ৬২ মিনিট স্থায়ী বৈঠকে মিলিত হন। তারা এই বৈঠকে উপমহাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে।

পাকিস্তানের এই দু'জন উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা আজ বিকেলে রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্টের অতিথিশালায় ডঃ কিসিঞ্জারের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। যুক্তরাষ্ট্রের নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব আগা হিলালী ও মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ জোশেফ এম ফারল্যান্ড আলোচনাকালে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতে যে সব পাকিস্তানী উদ্বাস্তু রয়েছে তাদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থার জন্য পাকিস্তান সরকার নিজে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন বৈঠকে তারা সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বলে জানা গেছে।

সাম্প্রতিক গোলযোগের সময় যারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গেছেন তাদের মধ্যে যে সব প্রকৃত পাকিস্তানী নাগরিক তাদেরকে দেশে ফিরে আসার জন্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গত ২১শে মে থেকে বারবার ব্যক্তিগতভাবে আবেদন জানিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান এরপর সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের ঘোষণা দেন। সীমান্ত বরাবর এলাকায় চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ অনেকগুলো অভ্যর্থনা শিবির স্থাপন করা হয়। উদ্বাস্তুদের নিজ নিজ বাড়ীতে ফেরত যাবার সুযোগ সুবিধা করে দেবার জন্যে যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়। যা হোক ভারত স্বীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মতলবে উদ্বাস্তু সমস্যাকে কাজে লাগাবার জন্যে উদ্বাস্তুদের পাকিস্তানে ফিরে আসতে বাধা দিচ্ছে বলে জানা গেছে। আরো জানা গেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা পূরণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান থেকে দুষ্কৃতিকারী, বিদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের নির্মূল করার পর ক্রমে ক্রমে সেখানকার অর্থনৈতিক জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

ডঃ কিসিঞ্জারের সাথে পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের এই বৈঠকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পরিস্থিতিও আলোচিত হয়েছে।

ডঃ কিসিঞ্জার পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার পর পাকিস্তানের সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন এবং তা প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে জানাতে পারবেন বলে এখানকার পর্যবেক্ষক মহল আশা করছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৩। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রশ্নে পাকিস্তান পররাষ্ট্র সেক্রেটারীর সংগে কেলীর আলোচনা	দৈনিক পাকিস্তান	৩০ জুলাই, ১৯৭১

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রশ্নে পাকিস্তান পররাষ্ট্র সেক্রেটারীর সংগে কেলীর আলোচনা

ইসলামাবাদ, ২৯শে জুলাই।- জাতিসংগের উদ্বাস্তু সম্পর্কিত হাই কমিশনারের বিশেষ প্রতিনিধি, মিঃ ডি আর কেলী আজ পররাষ্ট্র সেক্রেটারীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

তাঁদের এই বৈঠকে গৃহত্যাগীদের দেশে প্রত্যাবর্তন ও তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলী ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় বলে এক সরকারী হ্যাণ্ড আউটে জানানো হয়েছে।

প্রায় এক ঘন্টা স্থায়ী এই বৈঠকে মিঃ কেলীকে জানান হয় যে, গৃহত্যাগী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার তার দায়িত্বটুকু সম্পাদনে অত্যন্ত আগ্রহী। কিন্তু এর বিরাট একটি অংশ নির্ভর করে ভারত সরকারের মনোভাবের উপর। এবং বর্তমানে ভারত সরকার এ ব্যাপারে কোনই সহযোগিতা করছে না।

মিঃ কেলীকে এই মর্মে আশ্বাস দেয়া হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর দায়িত্ব পালনে পাকিস্তান সরকার তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৪। বৃহৎ শক্তির কাছে নতি স্বীকার করব নাঃ ইয়াহিয়া	দৈনিক পাকিস্তান	৩ আগস্ট, ১৯৭১

বৃহৎ শক্তির কাছে নতি স্বীকার করব নাঃ ইয়াহিয়া
শর্তযুক্ত সাহায্য প্রত্যাখ্যান করব

রাওয়ালপিণ্ডি, ২রা আগষ্ট (এ পি পি)।- প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেছেন, কোন দেশ সাহায্যের সঙ্গে শর্ত জুড়ে দিলে তিনি ঐ সাহায্য সাহায্যদাতার মুখের উপর ছুড়ে ফেলবেন।

কায়হান ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি আমীর তাহেরীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সাহায্য সমস্যা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট উক্ত স্পষ্ট উক্তি করেন। জনাব আমীর তাহেরী কিছুদিন আগে পাকিস্তান সফর করেন।

পাকিস্তান সফর সম্পর্কে জনাব আমীর তাহেরী তাঁর পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিখছেন। প্রথম লেখাটি গত ২৭শে জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের 'চাপ' সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে প্রশ্ন করেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি সৈনিক। কোন চাপের কাছে তিনি নতি স্বীকার করবেন না। কোন না কোন বৃহৎ শক্তি আমাকে চাপ দিচ্ছে। এটা অসঙ্গতঃ। যারা এসব কতা বলে তারা আমাকে চিনতে পারেনি। যার গদির প্রতি লোভ আছে সেই চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে পারে। গদির লোভ আমার নেই।

প্রেসিডেন্ট বলেন, সোভিয়েট ও মার্কিন সরকার গোড়া থেকেই পাকিস্তানের ব্যাপারে সঠিক নীতি অনুসরণ করছে। কিন্তু বৃটেনের ক্ষেত্রে এ কথা বলা চলে না। বৃটিশ সরকার প্রকাশ্যে আমাদের ব্যাপারে বৈরী ভূমিকা অনুসরণ করছে। আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা নাক গলানোর চেষ্টা করছে। তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন। কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে আমরা আশা করছিলাম, তারা অন্ততঃ পক্ষে নিরপেক্ষ থাকবে এবং এতটা খোলাখুলিভাবে ভারতকে সমর্থন করবে না।

ভারতের সমালোচনা করে প্রেসিডেন্ট বলেন, উদ্বাস্তু সমস্যার মত মানবিক সমস্যাকে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে।

ভারত উদ্বাস্তুদের পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনে বাধা দিচ্ছে। তারা খোলাখুলি বলছে, উদ্বাস্তুদের তারা 'ইয়াহিয়ার পাকিস্তানে' যেতে দেবেন না, যেতে দেবেন 'মুজিবের বাংলাদেশ'।

তিনি বলেন, ভারত তার ভূখণ্ডে ট্রেনিং শিবির খুলেছে। সেখানে ৩৫ হাজার বিদ্রোহীকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে এবং উদ্বাস্তুদের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চাপ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভারত-পাকিস্তানের বৈঠকের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে প্রেসিডেন্ট বলেন, ভারতীয় নেতাদের সংগে যে কোন স্থানে যে কোন সময় আলোচনা করতে আমি প্রস্তুত। তবে উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নে আমরা আলোচনা করব এবং তা মানবিক প্রশ্ন হিসাবে নয়, রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসাবে।

কিন্তু আলাপ-আলোচনার জন্য আমাদের সকল প্রস্তাব তারা নাকচ করেছে এবং এ ব্যাপারে জাতিসঙ্ঘ প্রচেষ্টাকে তারা নস্যাৎ করে দিয়েছে। তারা পাকিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে চায়। তারা মনে করেছে আমাদের সাথে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই।

ক্ষমতা হস্তান্তর

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ৭৫ মিনিট ব্যাপী সাক্ষাৎকারে ক্ষমতা হস্তান্তর, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে উপনির্বাচন এবং পাকিস্তানে বেসামরিক সরকার গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

প্রেসিডেন্ট বলেন, বেসামরিক সরকার গঠনের সিদ্ধান্তে তিনি অটল রয়েছেন। তিন বলেন, রাষ্ট্র প্রধান থাকার কোন ইচ্ছাই আমার নেই। তিনি সেনাবাহিনীতে ফিরে যেতে আগ্রহী। সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্বকারী পূর্ণরুপে জাতীয় পরিষদ অনুরোধ করলেই শুধুমাত্র তিনি প্রেসিডেন্টের কার্যভার চালিয়ে যাবেন।

আমার ম্যাণ্ডেট স্পষ্ট। তা হচ্ছে দেশকে একত্রিত রাখা এবং বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা।

তাঁবেদার বেসামরিক সরকার গঠনের জন্য তাঁকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে যে, গুজব ছড়িয়েছে তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটা পুরোপুরি ভুল। সৈনিক হিসাবে তিনি গুজবকে অপরাধ মনে করেন। আমি এইরুপ কৌশল অবলম্বন করি না।

পিপলস পার্টিকে নিয়ে সরকার গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, জনাব ভুট্টোর দেশের এক অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। কিন্তু দেশের উভয় অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বেসামরিক সরকার গঠিত হওয়া উচিত। যাই হোক, কয়েক মাসের মধ্যেই বেসামরিক সরকার যখন গঠিত হচ্ছে, তখন রাজনৈতিক দলগুলো আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারে। আমি সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্বকারী পূর্ণাঙ্গ জাতীয় পরিষদ চাই। এইরুপ একটি পরিষদে গঠিত বেসামরিক সরকার গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু তার পূর্বে কোন ব্যক্তি বা দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করব না।

উপনির্বাচন

আওয়ামী লীগের বিজয় এবং নতুন পরিস্থিতিতে উপনির্বাচন সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে কতিপয় প্রশ্ন করা হয়। প্রেসিডেন্ট আওয়ামী লীগের বিজয়কে ভীতি প্রদর্শন, ত্রাস সৃষ্টি ও দুর্নীতির ফল বলে আখ্যায়িত করেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, সেই সময় তিনি আওয়ামী লীগের তৎপরতা সম্পর্কে তিনি সঠিক খবর পাননি। এখন আমরা বুঝতে পারছি প্রত্যেক আসনে জয়ের জন্য মুজিব কি করেছিল। তার অধিকাংশ লোক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে কারণ আওয়ামী লীগকে চ্যালেঞ্জ করতে জনগণ ভীত ছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৫। শেখ মুজিবের বিচার করা হবেঃ ৩ আগষ্ট পাকিস্তান টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে জেনারেল ইয়াহিয়া	দি ডন, করাচী	৫ আগস্ট, ১৯৭১

MUJIB WILL BE PUT ON TRIAL

President Agha Mohammad Yahya Khan has said that Sheikh Mujibur Rahman, leader of the defunct Awami League, would be put on trial.

He said Sheikh Mujib was arrested for committing acts of treason and he would be dealt with under the law of the land.

In a television interview telecast from all stations of Pakistan Television Corporation last night, the President said that being a citizen of Pakistan he should be dealt with according to the law of Pakistan.

The President, who was asked would be the fate of Sheikh Mujibur Rahman, said that the leader of the defunct Awami League and deviated from his electoral campaign in which he demanded autonomy for East Pakistan.

President Yahya said that after Sheikh Mujib got the mandate, he and a coterie of his people deviated from that aim and wanted secession. In other words, he said Sheikh Mujibur Rahman and committed "acts of treason, acts of open rebellion" and incited armed rebellion against the State.

In reply to a question, the President said that Sheikh Mujibur Rahman was not his opponent at all. The President said that he was only a caretaker and had nothing to oppose Sheikh Mujibur Rahman as a Politician.

The President made it clear that he had no political ambitions. He sad as a soldier he was in his temporary duty of restoring the authority of the people.

The President said he was sorry for what Sheikh Mujibur Rahman had done for which he would suffer like any other person committing crimes on the nation would suffer. "How would you treat your criminal", he posed a question to the foreign news media representatives present at the interview.

(The Dawn, Karachi-August 5, 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৬। করাচীতে টিভি সাক্ষাৎকারে জেনারেল ইয়াহিয়া	দৈনিক পাকিস্তান	৫ আগষ্ট, ১৯৭১

তিন থেকে চার মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ

প্রেসিডেন্টের টিভি সাক্ষাৎকারঃ তিন সপ্তাহের মধ্যে অযোগ্য এম এন এ'দের নাম ঘোষণা

করাচী ৪ঠা আগষ্ট (এ পি পি)- প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান তিন থেকে চার মাসের মধ্যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেছেন।

গত ৩০শে জুলাই শুক্রবার করাচীতে আন্তর্জাতিক টেলিভিশন নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক সাক্ষৎকারে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, দু' থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যদের মধ্যেকার আসন থাকবে এবং অপরাধমূলক ও রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার জন্য কোন কোন সদস্যের আসন বাতিল হয়ে যাবে, তাদের নাম ঘোষণা করবেন।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে নেটওয়ার্কের সাক্ষাৎকার নামক ৮৪ মিনিট ব্যাপী সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানটি আজ রাতে পাকিস্তান টেলিভিশন কর্পোরেশনের চারটি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়।

জাতির উদ্দেশ্যে গত ২৮শে জুন প্রদত্ত তাঁর বেতার ভাষনের উল্লেখ করে, প্রেসিডেন্ট বলেন যে, উক্ত ভাষণে তিনি জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তাঁর রাজনৈতিক পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে কি ঘটছে এবং কি ঘটতে পারে তিনি তার সঠিক বিবরণ দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব সরকার পরিচালনার দায়িত্ব জনগণের নিকট হস্তান্তর করতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

তিনি বলেন যে, তার নিজেদের ধারনা অনুসারে তিনি বিষয়টি বিবেচনা করেছেন এবং তাতে তিন থেকে চার মাস সময় লাগবে বলে তিনি মনে করেন।

প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন যে, জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আসন বহাল থাকবে এবং স্বল্পসংখ্যক সদস্য তাদের আসন হারাবেন। তিনি বলেন যে, বাতিল আসনগুলোতে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও আওয়ামী লীগের সদস্যদের মধ্যে যারা জাতীয় পরিষদের আসনে নির্ধারিত হয়েছেন তাদের মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক তৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্যান্যদের আসন বাতিল করা হয়নি।

তিনি বলেন যে, জাতীয় পরিষদে যে সমস্ত সদস্যকে তাদের আসন রাখতে দেওয়া হবে, তিনি তাদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন যে, যাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে গেছে এবং কোনরূপ অপরাধমূলক কাজ

করেননি তাদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক সদস্যকে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং তাদের আসন বহাল রাখতে দেওয়া হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, সীমান্ত এলাকা ব্যতীত পূর্ব-পাকিস্তানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। সীমান্তের অপর পার থেকে উক্ত এলাকাগুলোতে গোলযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন যে, সীমান্তে বরাবর দিনরাত প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে এবং এই সংঘর্ষের পরিণামে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে।

তিনি বলেন যে, সীমান্ত বরাবর গোলযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন। উপ-নির্বাচনের পর অবিলম্বে তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করবেন বলে জানান।

প্রেসিডেন্ট সুস্পষ্ট ভাষায় জানান যে, পাকিস্তান যুদ্ধ চায় না। তিনি বলেন, যুদ্ধ সমস্যাদির সমাধান করতে পারে না। যুদ্ধে কেবল বিপুল ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয় এবং মানুষের জীবনযাত্রা ও যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতি ব্যাহত হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন, তিনি একাধিকবার ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ভারতের সঙ্গে যে কোন পর্যায়ে আলোচনা করতে রাজী আছেন। কিন্তু তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে, ভারত এ ব্যাপারে কোন সাড়া দেয়নি।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন যে, পাকিস্তান ও ভারত যুদ্ধের খুবই কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু তিনি যথেষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করছেন বলে জানান্

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন যে, এর চাইতেও অনেক কম গুরুতর পরিস্থিতি পৃথিবীতে যুদ্ধের কারণ হয়েছে। তিনি বলেন যে, পাক-ভারত উপমহাদেশে এখন যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা অত্যন্ত পরিবর্তনশীল, বিস্ফোরনু্মুখ ও বিপদজ্জনক।

তিনি বলেন, আমার সরকার ও আমি অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছি, মূলতঃ সে কারণে আমরা এখনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়িনি।

প্রেসিডেন্ট এটা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে কোনরুপ তৎপরতার মাধ্যমে যদি পাকিস্তানের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে যুদ্ধ হবে।

বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে ইয়াহিয়া বলেন যে, যাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে গেছে, তাদের বাড়ীঘরে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পাকিস্তান বিশেষভাবে আগ্রহী।

তিনি বলেন যে, বাস্তুত্যাগীদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তাদের ফিরে আসার সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় অনেকগুলো অভ্যর্থনা শিবির খোলা হয়েছে।

তিনি বলেন যে, বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনে জন্য জাতিসংঘের সাহায্যকে পাকিস্তান স্বাগত জানিয়েছে এবং জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বাস্তুচ্যুতদের সাহায্য করার জন্য পাকিস্তান জাতিসঙ্ঘের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাই কমিশনের পর্যবেক্ষকদের গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে, কিন্তু অপর পক্ষের এই প্রস্তাব গ্রহণের উপরই তার বাস্তবায়ন নির্ভর করছে।

প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন করেন যখন সশস্ত্র অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে এবং যখন বাস্তুচ্যুতদের চারপাশে ফিল্ডগান ও মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ চলছে তখন বাস্তুচ্যুতরা কিভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ফিরে আসতে পারে?

এক প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, পাকিস্তানে যাঁরা ফিরে আসছেন, তাদের অধিকাংশই অনুমোদিত পথ দিয়ে আসতে পারছেন না, কারণ ভারত তাদের ফিরতে বাধা দিচ্ছে। তিনি বলেন যে, এ সমস্ত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি অনুমোদিত পথে পাকিস্তানে ফিরে আসছেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, ইতিমধ্যেই লক্ষাধিক বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি পূর্ব পাকিস্তানের তাদের বাড়ীঘরে ফিরে এসেছেন এবং তাদের মধ্যে শতকরা ৩০ থেকে ৪০ জন হচ্ছে হিন্দু। প্রেসিডেন্ট বলেন যে, ভারত বাস্তুচ্যুতদের যে সংখ্যা দাবী করছে তা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি বলেন যে, ভারত সীমান্ত এলাকায় যে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে, তা বাস্তুচ্যুতদের ফিরে আসার ব্যাপারে বাধা স্বরুপ। তিনি বলেন যে, যদি ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে তাহলে বাস্তুচ্যুতদের সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে এবং বাস্তুচ্যুতরা নিরাপদে তাদের বাড়ীঘরে ফিরে আসতে পারবেন। নিরাপত্তার অভাবে জনগণের এখনো পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে যাওয়ার বিষয় প্রেসিডেন্ট সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী সশস্ত্র বিদ্রোহীদের হাত থেকে দেশের পূর্বাঞ্চলের সাত কোটি জনগণকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। তিনি বলেন যে, বে-আইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ এই বিদ্রোহের উস্কানী দিয়েছিল।

তিনি বলেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বন্ধ হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর কোনরুপ গণহত্যা চালানোর খবরকে প্রেসিডেন্ট সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে বর্ণনা করেন। ভারতে পালিয়ে যাওয়া বে-আইনী ঘোষিত আওয়ামী সদস্যগণ কর্তৃক মিথ্যা কাহিনী রটনার ফলে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে মুজিবুর রহমানের কোটারী ও বে-আইনী ঘোষিত আওয়ামী সদস্যরাই তাদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণকারীদের উপর গণহত্যা চালিয়েছে।

তিনি বলেন যে, সীমান্তের ও-পারের বন্ধুদের উস্কানীতে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করেছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, একটি রাজনৈতিক সমাধানের আশায় তিনি ধৈর্য্যের সঙ্গে এ সমস্ত সহ্য করছিলেন। কিন্তু তিনি যখন শেখ মুজিবুর রহমানের একগুয়েমী সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলেন, তখন সশস্ত্র বাহিনীকে সরকারের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার এবং বিপদাপন্ন জনগণের জীবন রক্ষা করার নির্দেশ দিলেন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ পূর্ব পরিকল্পিত থাকার বিষয় প্রেসিডেন্ট অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, যদি এই ব্যবস্থা পূর্ব পরিকল্পিত হতো তাহলে আওয়ামী লীগের এত বেশীসংখ্যক সদস্য ভারতে পালিয়ে যেতে পারতেন না।

পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর নির্যাতন চলার বিষয়ও প্রেসিডেন্ট অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, হিন্দুরা যদি পূর্ব পাকিস্তানে নিরাপত্তার অভাব বোধ করেই থাকে তবে সীমান্তের ওপারের চক্রান্তের ফলেই তারা এরুপ বোধ করছে।

স্বচক্ষে সবকিছু দেখার জন্য প্রেসিডেন্ট বিদেশী সাংবাদিকদের পূর্ব পাকিস্তানে সফরের আমন্ত্রণ জানান।

প্রেসিডেন্ট একজন সাংবাদিককে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে অভ্যুত্থান চলাকালে আড়াই লাখ লোককে হত্যার খবর অত্যন্ত অতিরঞ্জিত।

তিনি বলেন, প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, আওয়ামী লীগ বিদ্রোহীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয় এবং সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, সশস্ত্র বিদ্রোহীরা হতাহত হয়েছে। জাতির প্রতি কর্তব্যবোধের তাগিদে ও জনসংখ্যার বাকী অংশকে রক্ষা করার জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করতে বাধ্য হয়।

তিনি বলেন যে, বাস্তুচ্যুতদের সংখ্যার মত হতাহতের সংখ্যাকেও বিশেষভাবে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট উভয় সংখ্যাকে সম্পূণ ভুল বলে বর্ণনা করেন।

অসমাপ্ত

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৭। অভিযোগ খণ্ডনের সুযোগ দেয়া হবেঃ সরকারী প্রেসনোট	দৈনিক পাকিস্তান	৮ আগষ্ট, ১৯৭১

অন্যান্যদের অভিযোগ খণ্ডনের সুযোগ দেয়া হবেঃ সরকারী প্রেসনোট-বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের ৯৮ জন এম এন এ'র আসন থাকবে

রাওয়ালপিণ্ডি, ৭ই আগষ্ট (এ পি পি)- বে-আইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের ৮৮ জন জাতীয় পরিষদ-সদস্যের আসন বহাল থাকবে এবং অন্যান্যদের তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডনের সুযোগ দেওয়া হয়। আজ এখানে এক সরকারী প্রেসনোটে এ কথা ঘোষণা করা হয়।

প্রেসনোটে বলা হয়ঃ এখানে উল্লেখযোগ্য ১৯৭১ সালের ২৮শে জুন তারিখে প্রেসিডেন্ট তাঁর বেতার ভাষণে বলেন যে, তিনি রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তবে যারা অপরাধমূলক কাজ করেছেন তারা ব্যতীত এ বিলুপ্ত পার্টির নির্বাচিত অপর এম এন ও এম পি এ-গণ ব্যক্তিগতভাবে তাদের আসনে বহাল থাকবেন। সেই হেতু পাকিস্তান সরকার আজ বিলুপ্ত আওয়ামী লীগের যেসব নির্বাচিত এম এন এ জাতীয় পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য হিসাবে তাদের আসনে বহাল থাকবেন তাদের তালিকা ঘোষণা করেছেন। বিলুপ্ত আওয়ামী লীগের অপর সকল এম এন এ যাদের নাম এ তালিকায় উল্লিখিত হয়নি, তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তাদেরকে দণ্ডনীয় অপরাধমূলক কাজ সংক্রান্ত তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিজেদের খণ্ডনের সুযোগ প্রদান করা হবে। নবনির্বাচিত এম পি এদের ব্যাপারে পরে ঘোষণা করা হবে।

বিলুপ্ত আওয়ামী লীগ দলের নিম্নলিখিত নবনির্বাচিত এম এন এ গণ তাদের আসনে বহাল থাকবেনঃ

১।	এন ই ১ রংপুর-১	জনাব মজাহার হোসেন।
২।	এন ই ৩ রংপুর-৩	জনাব সাদাকাত হোসেন।
৩।	এন ই ৪ রংপুর-৪	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান।
৪।	এন ই ৫ রংপুর-৫	শাহ আবদুল হামিদ।
৫।	এন ই ৬ রংপুর-৬	ডঃ মোঃ আবু সোলেমান মন্ডল।
৬।	এন ই ৭ রংপুর-৭	জনাব মোঃ আজিজুর রহমান।
৭।	এন ই ৮ রংপুর-৮	জনাব মোঃ নূরুল হক।
৮।	এন ই ১২ রংপুর-১২	জনাব আফসার আলী আহমদ।
৯।	এন ই ১৮ দিনাজপুর-৬	ডাঃ মোঃ ওয়াকিল উদ্দীন মন্ডল।
১০।	এন ই ২১ বগুড়া-৩	জনাব আকবর আলী খান চৌধুরী।
১১।	এন ই ২২ বগুড়া-৪	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান।
১২।	এন ই ২৩ বগুড়া-৫	ডাঃ মোঃ জাহিদুর রহমান।
১৩।	এন ই ২৫ পাবনা-২	মাওলানা এ, রশিদ তর্কবাগিশ।

১৪।	এন ই ২৭ পাবনা-৪	জনাব সৈয়দ হোসেন মনসুর।
১৫।	এন ই ২৯ পাবনা-৬	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন।
১৬।	এন ই ৩১ রাজশাহী-২	জনাব আজিজুর রহমান।
১৭।	এন ই ৩৪ রাজশাহী-৫	আলহাজ রাইসুদ্দীন আহমদ।
১৮।	এন ই ৩৭ রাজশাহী-৮	জনাব মোঃ নজমুল হক সরকার।
১৯।	এন ই ৩৮ রাজশাহী-৯	ডাঃ মোঃ শেখ মোবারক হোসেন।
২০।	এন ই ৫০ যশোর-৩	জনাব এম মশিহুর রহমান।
২১।	এন ই ৫০ খুলনা-১	জনাব এম, এ খায়ের বি,এ।
২২।	এন ই ৫২ খুলনা-৩	জনাব লুৎফর রহমান।
২৩।	এন ই ৫৫ খুলনা-৬	জনাব সালাডউদ্দীন ইউসুফ।
২৪।	এন ই ৫৬ খুলনা-৭	জনাব মোঃ আবদুল গফফার।
২৫।	এন ই ৫৭ খুলনা-৮	সৈয়দ কামার বখত।
২৬।	এন ই ৫৯ বাকেরগঞ্জ-২	জনাব সালেহ উদ্দীন আহমদ।
২৭।	এন ই ৬১ বাকেরগঞ্জ-৪	জনাব মোঃ আব্দুল বারেক।
২৮।	এন ই ৬৪ বাকেরগঞ্জ-৭	ডাঃ আজহার উদ্দীন আহমদ।
২৯।	এন ই ৬৫ বাকেরগঞ্জ-৮	জনাব এ কে ফয়জুল হক।
৩০।	এন ই ৬৭ বাকেরগঞ্জ কাম	পটুয়াখালী- জনাব এম সামসুল হক।
৩১।	এন ই ৬৮ পটুয়াখালী-১	জনাব গোলাম আহাদ চৌধুরী।
৩২।	এন ই ৬৯ পটুয়াখালী-২	আলহাজ আবদুল তালুকদার।
৩৩।	এন ই ৭০ পটুয়াখালী-৩	জনাব আসমত আলী সিকদার।
৩৪।	এন ই ৭২ টাঙ্গাইল-২	জনাব এম শওকত আলী খান।
৩৫।	এন ই ৭৪ টাঙ্গাইল-৪	জনাব হাতেম আলী তালুকদার।
৩৬।	এন ই ৭৬ ময়মনসিংহ-১	মোঃ এ, সামাদ।
৩৭।	এন ই ৭৭ ময়মনসিংহ-২	জনাব করিমুজ্জামান তালুকদার।
৩৮।	এন ই ৭৯ ময়মনসিংহ-৪	মোঃ আনিসুর রহমান।
৩৯।	এন ই ৮০ ময়মনসিংহ-৫	আবদুল হাকিম সরকার।
৪০।	এন ই ৮১ ময়মনসিংহ-৬	মোশারফ হোসেন আকন্দ।
৪১।	এন ই ৮২ ময়মনসিংহ-৭	জনাব ইব্রাহিম।
৪২।	এন ই ৮৪ ময়মনসিংহ-৯	সৈয়দ আবদুস সুলতান।
৪৩।	এন ই ৮৬ ময়মনসিংহ-১১	মোঃ সামসুল হুদা।
৪৪।	এন ই ৮৭ ময়মনসিংহ-১২	জনাব সাদিরুদ্দীন।
৪৫।	এন ই ৮৯ ময়মনসিংহ-১৪	জনাব জাবেদ আলী।
৪৬।	এন ই ৯০ ময়মনসিংহ-১৫	জনাব আসাদুজ্জামান।

৪৭।	এন ই ৯৪ ফরিদপুর-১	এ বি এম নূরুল ইসলাম।
৪৮।	এন ই ৯৫ ফরিদপুর-২	সৈয়দ কামরুল ইসরাম মোঃ সালেহউদ্দীন।
৪৯।	এন ই ৯৮ ফরিদপুর-৫	জনাব মোঃ আবুল খায়ের।
৫০।	এন ই ১০০ ফরিদপুর-৭	মাওলানা আদেলুদ্দীন আহমদ।
৫১।	এন ই ১০১ ফরিদপুর-৮	জনাব আমজাদ হোসেন খান।
৫২।	এন ই ১০২ ফরিদপুর-৯	জনাব আবিদুর রেজা খান।
৫৩।	এন ই ১০৩ ফরিদপুর-১০	ডাঃ এম এ কাসেম।
৫৪।	এন ই ১০৪ ঢাকা-১	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম।
৫৫।	এন ই ১০৫ ঢাকা-২	জনাব মোসলেম উদ্দীন খান।
৫৬।	এন ই ১০৬ ঢাকা-৩	খন্দকার নূরুল ইসলাম।
৫৭।	এন ই ১০৯ ঢাকা-৬	জনাব আশরাফ আলী চৌধুরী।
৫৮।	এন ই ১১০ ঢাকা-৭	জনাব জহিরুদ্দীন।
৫৯।	এন ই ১১৪ ঢাকা-১১	জনাব আফতাব উদ্দীন ভূইয়া।
৬০।	এন ই ১১৬ ঢাকা-১৩	জনাব মোঃ শাহার আলী মিয়া।
৬১।	এন ই ১১৮ ঢাকা-১৪	জনাব কফিল উদ্দীন চৌধুরী।
৬২।	এন ই ১২৪ সিলেট-৫	জনাব আবদুল মুনতাকিম চৌধুরী।
৬৩।	এন ই ১২৬ সিলেট-৭	জনাব আবদুর রহিম।
৬৪।	এন ই ১২৮ সিলেট-৯	জনাব আবদুল খালেক এডভোকেট।
৬৫।	এন ই ১৩০ সিলেট-১১	ডি এম এইচ, ওবায়েদুর রাজা চৌধুরী।
৬৬।	এন ই ১৩৩ কুমিল্লা-৩	দেওয়ান আবুল আব্বাস।
৬৭।	এন ই ১৩৪ কুমিল্লা-৪	জনাব সিরাজুল হক।
৬৮।	এন ই ১৩৭ কুমিল্লা-৭	এ, এম, আহমদ খালেক।
৬৯।	এন ই ১৩৯ কুমিল্লা-৯	হাজি আবুল হাশেম।
৭০।	এন ই ১৪০ কুমিল্লা-১০	জনাব মোঃ সুজাত আলী।
৭১।	এন ই ১৪১ কুমিল্লা-১১	জনাব আবদুল আওয়াল।
৭২।	এন ই ১৪২ কুমিল্লা-১২	হাফেজ হাবিবুর রহমান।
৭৩।	এন ই ১৪৫ নোয়াখালী-১	জনাব মোঃ ওবায়েদুল্লাহ মজুমদার।
৭৪।	এন ই ১৪৮ নোয়াখালী-৪	আবদুল মালেক উকিল।
৭৫।	এন ই ১৪৯ নোয়াখালী-৫	জনাব দেলওয়ার হোসেন।
৭৬।	এন ই ১৫২ নোয়াখালী-৮	জনাব মোঃ আবদুর রশিদ।
৭৭।	এন ই ১৫৪ চট্টগ্রাম-২	জনাব এম এ, মজিদ।
৭৮।	এন ই ১৫৬ চট্টগ্রাম-৪	সৈয়দ মোঃ ফজলুল হক বিএসসি।
৭৯।	এন ই ১৫৭ চট্টগ্রাম-৫	জনাব মোহাম্মদ খালেদ।

৮০। এন ই ১৫৯ চট্টগ্রাম-৭ জনাব আতাউর রহমান খান।
৮১। এন ই ১৬০ চট্টগ্রাম-৮ জনাব আবু সালেহ।
৮২। এন ই ১৬১ চট্টগ্রাম-৯ জনাব নূর আহমদ।
৮৩। এন ই ১৬৪ ঢাকা বিভাগের
ময়মনসিংহ জেলা ও টাঙ্গাইল জেলা -মিস রাফী আক্তার ডলী।

৮৪। এন ই ১৬৫ চট্টগ্রাম বিভাগের
চট্টগ্রাম জেলা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ও
কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমা -মিসেস সাজেদা চৌধুরী।

৮৫। এন ই ১৬৬ চাঁদপুর মহকুমা বাদে
কুমিল্লা জেলা এবং চট্টগ্রাম
বিভাগের সিলেট জেলা -প্রফেসর মিসেস মমতাজ বেগম।

৮৬। এন ই ১৬৭ কুষ্টিয়া জেলা এবং
যশোর জেলার ঝিনাইদহ,
মাগুরা মহকুমা বাদে খুলনা বিভাগ -মিসেস রাজিয়া বানু।

৮৭। এন ই ১৬৮ রাজশাহী বিভাগের
রংপুর জেলা, দিনাজপুর জেলা
ও বগুড়া জেলা -মিসেস তসলিমা আবিদ।

৮৮। এন ই ১৬৯ রাজশাহী বিভাগের
রাজশাহী জেলা এবং খুলনা বিভাগের
কুষ্টিয়া জেলা ও যশোর জেলার
ঝিনাইদহ ও মাগুরা মহকুমা -মিসেস বদরুন্নেসা আহমদ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৮। ''পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য'' মুজিবের বিচার হবে- সরকারী তথ্য বিবরণী	দি ডন- করাচী	১০ আগষ্ট, ১৯৭১

TRIAL FOR "WAGING WAR AGAINST PAKISTAN"
Official Press Note
August 9, 1971

Sheikh Mujibur Rahman, President of the defunct Awami League, will be tried by a special Military Court for "waging war against Pakistan" and other offences, a Press Note issued by the Headquarters of the Chief Martial law Administrator said to day (August 9).

The trial will commence on August 11 in camera and its proceeding with be secret, the Press Note said.

The accused will be given proper opportunity to prepare his defence and will be provided with all facilities permitted in law including engaging a counsel of his own choice provided such a counsel is a citizen of Pakistan, it added.

Sheikh Mujibur Rahman was arrested from his Dhanmandi residence in the early hours of the morning of March 26 after the Pakistan Army moved in to restore the authority of the Government. Later, he was brought to West Pakistan where he is under detention.

(THE DAWN, Karachi-August 10. 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৯। "জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে পাকিস্তানের প্রতিবাদ	বাংলাদেশ ডক্যুমেন্টস	১০ আগষ্ট, ১৯৭১

TEXT OF PAKISTAN PROTEST NOTE AGAINST U.N. SECRETARY-GENERAL'S STATEMENT AT SHEIKH MUJIB'S TRIAL.

August 10, 1971

The Government of Pakistan appreciates the widespread humanitarian concern evoked by the tragic developments in East Pakistan since March. It warmly responds to any expression of such concern which is not motivated by power politics and which appreciates Pakistan's difficulties. It is publicly known that Government of Pakistan has promptly accepted several suggestions made by the Secretary-General to help the return of people who have been uprooted from their homes in East Pakistan.

This understanding cannot, however, be extended to any attempt to interfere in Pakistan's internal affairs or to dictate to Pakistan the kind of political accommodation it should reach in its Eastern region. The Pakistan delegation regrets that in the statement made on August 10 by a U. N. spokesman on his behalf, the Secretary-General should have chosen to make a comment on the impending trial of Sheikh Mujibur Rahman which exceeds both the bounds of humanitarian concern and the competence of the U. N. as defined in the U. N. Charter.

Our regret is sharpened by the awareness that in numerous cases of trials, even imprisonment without trial and sentences after summary trials of political leaders in various countries, no expression of feelings about their repercussions was ever made on behalf of the U. N.

The Government of Pakistan cannot accept the proposition that any judicial decision on the individual case of Sheikh Mujibur Rahman will have any repercussions outside the borders of Pakistan.

No such repercussions are inevitable unless Pakistan's hostile neighbor, India, is encouraged to make them so.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫০। দিল্লী-মস্কো চুক্তির মর্মার্থ ও যুক্ত বিবৃতি পরীক্ষা করা হচ্ছেঃ সরকারী মুখপাত্রের ঘোষণা	দৈনিক পাকিস্তান	১৩ আগষ্ট, ১৯৭১

দিল্লী-মস্কো চুক্তির মর্মার্থ ও যুক্ত বিবৃতি পরীক্ষা করা হচ্ছে
সরকারী মুখপাত্রের ঘোষণা
ইশতেহারে রাজনৈতিক সমাধানের উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়।
অকারণ উপদেশ

ইসলামাবাদ, ১২ আগষ্ট (এ পি পি)। -পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতর ভারত সোভিয়েট প্রতিরক্ষা চুক্তির মর্মার্থ এবং ভারতীয় নেতাদের সাথে সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী গ্রোমিকোর আলোচনা শেষে প্রকাশিত ইশতেহার পরীক্ষা করে দেখছেন। আজ একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন, আমরা এসব দলিল পরীক্ষা করে দেখছি। ভারত-সোভিয়েট যুক্ত ইশতেহারে পূর্ব পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক সমাধানের যে কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে তার অভিমত জানতে চাওয়া হলে মুখপাত্রটি বলেন, এটা হলো অপ্রয়োজনীয় ও অকারণ উপদেশ। পাকিস্তানের কেউই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যার সামরিক সমাধান চায়নি বা চাচ্ছে না।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এর মধ্যেই একটি রাজনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন যা বাস্তবায়িত হচ্ছে। মুখপাত্র বলেন যে, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ভারতের উৎসাহ এবং সক্রিয় সাহায্য নিয়ে পাকিস্তানকে খণ্ড বিখণ্ড করার পরিকল্পনা করছে পাকিস্তান সরকার তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ সব সময়েই পাকিস্তানের ঐক্য ও অখণ্ডতা চেয়েছে এবং এখনো তাই চাচ্ছে।

তিনি অবশ্য একথা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, ভারতীয় চর ও অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেননা পূর্ব পাকিস্তানে শান্তিপূর্ণ অবস্থার ব্যাঘাত সৃষ্টি করাই তাদের লক্ষ্য। এটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। পাকিস্তান কিভাবে বিদ্রোহীদের দমন করবে কিংবা আইন-শৃংখলা রক্ষা করবে সে ব্যাপারে পাকিস্তানকে উপদেশ দেওয়ার অধিকার কারো নেই।

মুখপাত্রটি বলেন, তার মনমত একটি সমাধান পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য ভারতই সামরিক শক্তি ব্যবহারের চেষ্টা করছে। ভারত সরকার এবং এর নেতারা স্বীকার করছেন যে, পাকিস্তানকে খণ্ডিত করার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। ভারত নানা সুবিধা দিয়ে গেরিলাদের পূর্ব পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের জন্য সাহায্যের নামে ভারত অন্যান্য দেশ থেকে যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে সেই অর্থ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রচার ও সাহায্যে অকাতরে বিলানো হচ্ছে।

মুখপাত্রটি আরো বলেন, কাজেই পূর্ব পাকিস্তান সংকটের সামরিক সমাধান এড়ানোর যে উপদেশ ভারত আমাদের দিচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে ভারতের বেলাতেই প্রযোজ্য।

জাতীয় রাজনৈতিক নেতারা জোরের সাথে ভারত-সোভিয়েট চুক্তির নিন্দা করেছে। পিপলস পার্টি প্রধান ভুট্টো, কাউন্সিল লীগ প্রধান মিয়া মমতাজ দৌলতানা, জামাতে ইসলামীর আমীর মওলানা মওদুদী এই চুক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, এই চুক্তি পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই পরিচালিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫১। এ নির্যাতন কূটনৈতিক ক্ষেত্রে নজীরবিহীনঃ মাসুদ	দৈনিক পাকিস্তান	১৩ আগষ্ট, ১৯৭১

এ নির্যাতন কূটনৈতিক ক্ষেত্রে নজীরবিহীনঃ মাসুদ

রাওয়ালপিণ্ডি, ১২ আগষ্ট (এ পি পি)- অধুনালুপ্ত কলকাতাস্থ পাকিস্তান উপমিশনের ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব মেহেদী মাসুদ আজ এখানে বলেন যে, ভারত সরকার তাকে এবং মিশনের অন্যান্য সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গকে যেভাবে উৎপীড়ন ও হয়রানী করেছেন তার নজির কূটনৈতিক ইতিহাসে নেই।

জনাব মাসুদ ইসলামাবাদ বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করার সময় একথা বলেন।

সুইস মধ্যস্থতায় দু'দেশের সরকারের মধ্যে একই সাথে প্রত্যার্পণের ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একটি ইরানী ৭০৭ বোয়িং বিমান জনাব মাসুদ এবং ১৫০ জন পাকিস্তানী কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারবর্গকে নিয়ে আসে। বিমান বন্দরে পৌঁছলে তাদের স্বাগত জানানো হয়।

জনাব মাসুদ সাংবাদিকদের বলেন যে, তাদের উপর সম্ভাব্য সব রকম পন্থায় সারাদিন মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। তিনি বলেন, এসব নির্যাতন ও হয়রানির মধ্যে কল্পনা করা যায় এমন সব অভিযানই রয়েছে এগুলোর মধ্যে রয়েছে নির্জন কারাবাস, দৈনিক বিক্ষোভ, চার মাস ধরে গৃহে অন্তরীণ রাখা প্রভৃতি। এছাড়া তারা দিল্লীতে আমার পরিবারের সাথে কোন যোগাযোগ করতে দেয়নি, এমনকি আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলতে দিতেও অস্বীকৃতি জানানো হয়। সংবাদপত্র, ঔষধ ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ বিঘ্নিত করা হয়।

জনাব মাসুদ বলেন, আমাদের দৃঢ় সংকল্পের দরুনই আমরা ডেপুটি হাই কমিশনের কর্মচারীদের প্রত্যার্পণের ব্যাপারে পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত অনড় থাকতে সক্ষম হই। বস্তুতঃ আমরা সর্বক্ষণই আমাদের মাথা উঁচু রেখেছি।

তিনি বলেন তাঁকে, মিশনের সর্বক্ষণই আমাদের এবং তাঁদের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের পুরোপুরি অন্তরীণ রাখা হয় এবং তাঁরা কেউ কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেনি।

ভারতীয় মিশন কর্মচারীদের ঢাকা ত্যাগ

ঢাকাস্থ ডেপুটি হাই কমিশনের কর্মচারীদের পরিবারের ২৫৭ সদস্য গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকাস্থ সুইস দূতাবাসের তদারকে ঢাকা ত্যাগ করেছেন বলে পি পি আই এর খবরে প্রকাশ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫২। পূর্ব বাংলায় নির্যাতন সম্পর্কে পাকিস্তানী দূত আগা হিলালীর বক্তব্য	এ,বি,সি, টি,ভি, সাক্ষাৎকার, ওয়াশিংটন উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১৫ আগষ্ট, ১৯৭১

PAKISTANI AMBASSADOR AGHA HILALY ON ATROCITIES IN EAST BENGAL

Extracts from transcript of a Television interview to the
ABC Television network in Washington
August 15, 1971

Mr. Bob Clark: Would you admit that your troops have been guilty of some wanton killing of civilians?

Mr. Agha Hilaly: Very little. Very little, if any.

Mr. Bob Clark: Very little!

Mr. Agha Hilaly: Very little, if any. Because armed action-you see the troops had to face when the federal government had been declared and the federal government had been put up there were about at least a hundred and sixty thousand armed personnel who defected on account of the Awami League propaganda.

The army was asked on the 25th of March to go and deal with these hundred and sixty thousand armed people. Now how do they do it? They had to use force. And in using force they do dill people-the civil population in place of-get into the cross-fire. But the killing of the civil population-some of it did take place-was unwittingly done by the army. The army had not declared war on unarmed mobs.

Mr. Bob Clark: Mr. Ambassador, these reports of massacres that come from a wide variety of sources, from foreign diplomats, from missionaries, from reporters who are on the scene early in the war-wouldn't this tend to lend some credence to many reports form refugees themselves, who have-poured out of Pakistan?

Mr. Agha Hilaly: Foreign diplomats were in Dacca-they did not see people being killed on this scale anywhere.

* * * * *

Mr. Ted Koppel: Well, Mr. Ambassador, with all due respect. I was in Dacca during March and while I was not permitted at that pint once the fighting started to go into the interior we did see evidence during the night of March 25th of very severe repression, of tanks being used against civilians, the university being bombarded. I don't think you would suggest that in all of these instances it was merely the East Bengali Rifles against the West Pakistani Army. There were civilians who were killed and who were killed when they had no opportunity to flight back.

Mr. Agha Hilaly: Yes. I did not say there were no civilian casualties.

Villages haven't been destroyed. Some of the houses have been burned and destroyed…….

Mr. Bob Clark: By reports from the scene the destruction has been very widespread and devastation of entire villages.

Mr. Agha Hilaly: This is-you see we differ on facts. It is not so widespread that it cannot be rebuilt. Certain destruction has taken place. But it is not on the scale that is beyond our capacity to rebuild these houses and rehouse these refugees.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৩। নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যস্থতা কমিটি গঠনের জন্য পাকিস্তানের প্রস্তাব	দৈনিক পাকিস্তান	১৯ আগষ্ট, ১৯৭১

পাকিস্তানের প্রস্তাবঃ নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যস্থতা কমিটি গঠনের আহ্বান

ইসলামাবাদ, ১৭ আগষ্ট (এ পি পি)- ভারত ও পাকিস্তানের উত্তেজনাপূর্ণ এলাকাগুলো সফর করে সেখানকার আশংকাজনক পরিস্থিতি নিরসনের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি মধ্যস্থতা কমিটি গঠনের জন্য পাকিস্তান প্রস্তাব করেছে।

আজ এখানে এক সরকারী বিবৃতিতে জানানো হয় যে, নিরাপত্তা পরিষদের চলতি মাসের প্রেসিডেন্ট ইটালীর রাষ্ট্রদূত মিঃ ভিনসির নিকট গত ১১ই আগষ্ট প্রদত্ত এক চিঠিতে জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব আগা শাহী উপরোক্ত প্রস্তাব করেন।

প্রস্তাবে উক্ত প্রতিনিধিদলের পাকিস্তান ও ভারত বিশেষ করে উভয় দেশের উত্তেজনাপূর্ণ এলাকাগুলো সফরের প্রস্তাব করা হয়।

চিঠিতে বলা হয় যে, পাকিস্তান সরকার তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবে না। তবে ভারত যাতে সৌহার্দ ও শান্তির পথে অগ্রসর হয় তার উদ্দেশ্যে ভারতকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য চিঠিতে পাকিস্তান ও ভারত উভয়ের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আবেদন জানানো হয়।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয় যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট যে কোন স্থানে যে কোন সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু এটা দূর্ভাগ্যজনক যে উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

চিঠিতে আরো বলা হয় যে, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে কতিপয় প্রশ্নে বিরোধ বহুদিন যাবৎ অমীমাংসিত থাকায় উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়ে পড়ে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্পর্কের এতদূর অবনতি হয়েছে যাতে এমন একটি সংঘর্ষের আশংকা দেখা দিয়েছে যা হয়ত এই এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

চিঠিতে বলা হয় যে, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য চেষ্টা চালানো হয়েছে এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের প্রত্যাবর্তনের জন্য সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৪। উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের জন্য আরো ব্যবস্থা গ্রহণ	দৈনিক পাকিস্তান	৩০ আগষ্ট, ১৯৭১

উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের অধিকতর সুবিধার জন্য আরও ব্যবস্থা গ্রহণঃ ভারত সহযোগিতা না দিলে আকাঙ্খিত ফল হবে নাঃ পররাষ্ট্র সেক্রেটারী

করাচী, ২৯শে আগষ্ট (এ পি পি)। -পূর্ব পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আরো সুযোগ-সুবিধা দানের জন্য সরকার যে সকল নবতম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, পাকিস্তান তা জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাই কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিনকে অবহিত করেছেন।

পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব সুলতান মোহাম্মদ খান আজ এখানে এই তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি গত সপ্তাহে জেনেভায় জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাই কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেছেন।

তেহরান ও জেনেভায় পাকিস্তানী দূতদের সঙ্গে আলোচনা করে এখানে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, প্রিন্স সদরুদ্দিনের পাকিস্তান সফরের পরবর্তী ঘটনাবলী ও তিনি তাঁকে অবহিত করেছেন।

পররাষ্ট্র সেক্রেটারী বলেন, তিনি জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাই কমিশনারকে অবহিত করেছেন যে, উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে বহু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি প্রিন্স সদরুদ্দিনকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, উদ্বাস্তুদের গৃহে ফেরার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য সরকারী প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

প্রিন্স সদরুদ্দিনকে তিনি বলেছেন যে, ভারতের সহযোগিতা ছাড়া উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে পাকিস্তানের একতরফা ব্যবস্থা দ্বারা আকাঙ্খিত ফল পাওয়া যাবে না। তিনি প্রিন্স সদরুদ্দিনকে আরো বলেছেন যে, উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে ভারত বাধা দিচ্ছে। ভারত সহযোগিতা না করলে এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের জন্য দীর্ঘদিন লাগতে পারে।

জনাব সুলতান মোহাম্মদ খান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে প্রিন্স সদরুদ্দিনের প্রতিনিধি মিঃ কেলী প্রদেশের সীমান্ত বরাবর বহু-স্থান পরিদর্শন করেছেন এবং এখন কিছুটা যাচাই করতে সক্ষম হয়েছেন।

জনাব খান বলেন যে, প্রয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য তিনি ইসলামাবাদের কয়েকদিনের মধ্যেই কেলীর সঙ্গে আলোচনা করবেন।

বিদেশে অবস্থানকালে সুইজারল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, কলকাতায় পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনের কর্মচারীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করার গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণের জন্য তিনি সুইজারল্যান্ড সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পররাষ্ট্র সেক্রেটারী বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক এ পর্যন্ত গৃহীত রাজনৈতিক কর্মচারী এবং উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাবলীও তিনি সুইজারল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করেছেন।

তিনি বলেন, সুইজারল্যান্ডের সরকার পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে মনে হয়। তারা সম্ভবতঃ আমাদের সমস্যাবলী বুঝতে পারছেন।

ইরান সফর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে পররাষ্ট্র সেক্রেটারী বলেন যে, পাকিস্তান ও ইরানের পারস্পারিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় তিনি আলোচনা করেছেন।

এক পশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ইরানী শাহানশাহের কাছে যে বাণী পাঠিয়েছিলেন সে সম্পর্কে শাহানশাহের জবাব তিনি ইতিমধ্যেই প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেছেন।

আর সি ডি রাষ্ট্র প্রধানদের সম্মেলন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে বৈঠকের পর চুড়ান্ত তারিখ ঠিক করা হবে।

তেহরান ও জেনেভায় পাকিস্তানী দূতদের আঞ্চলিক বৈঠক সম্পর্কে তিনি বলেন, মতামত বিনিময় করাই এই সকল সফরের উদ্দেশ্য।

তেহরানের বৈঠকে মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব আফ্রিকায় নিযুক্ত দূতগণ তেহরান বৈঠকে এবং ইউরোপ, পশ্চিম আফ্রিকা ও আমেরিকায় নিযুক্ত দূতগণ জেনেভা বৈঠকে যোগদান করেন। নয়াদিল্লী ও পিকিংয়ে নিযুক্ত দূতগণ জেনেভা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

ইরাকে নিযুক্ত পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব আবুল ফাতেহ- এর বিরুদ্ধে বহিষ্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন এ ব্যাপারে আমরা ইতিমধ্যেই কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। জনাব আবুল ফাতেহ পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করে বৃটেন চলে গেছেন।

পররাষ্ট্র সেক্রেটারী বলেন যে, জনাব ফাতেহ দূতাবাসের অর্থ আত্মসাত করেছেন। রাজনৈতিক অপেক্ষা আর্থিক কারণই তার পলায়নের উদ্দেশ্য।

নয়াদিল্লীতে নিযুক্ত পাকিস্তানী হাই কমিশনার জনাব সাজ্জাদ হায়দারও পররাষ্ট্র সেক্রেটারীর সঙ্গে এখানে আগমন করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৫। দুই সপ্তাহের মধ্যে মুজিবের বিচার সম্পন্ন হবেঃ নিউ ইয়র্কে পাক রাষ্ট্রদূত আগাশাহীর বিবৃতি	ডেইলি নিউজ	১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

MUJIB'S TRIAL TO BE OVER IN ANOTHER TWO WEEKS

Pakistan Ambassador Agha Shahi's Statement in New York

August 31, 1971

Pakistan Ambassador Agha Shahi yesterday (August 31) informed Secretary-General U Thant about new steps contemplated by the Pakistan Government to build confidence in the country.

He told correspondents in New-York afterwards "as you know, the President of Pakistan has taken many steps to build confidence and further steps are contemplated in this direction."

He said they would take place "within the next two or three weeks".

Questioned about the trial of Sheikh Mujibur Rahman, leader of the Awami League in East Pakistan, Mr. Shahi said his trial started August 11 and should be over in another two weeks.

He said Sheikh Mujib had been charged with waging war against the state and incitement to rebellion and violence.

The Ambassador declined to say where the trial was taking place, but said Sheikh Mujib was being represented y a lawyer of his own choice, Mr. A. K. Brohi, who, he said, was one of the best constitutional lawyers in Pakistan.

(DAILY NEWS, Karachi-September 1, 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৬। বৃটিশ সরকারের নিকট পাকিস্তানের প্রতিবাদ	দৈনিক পাকিস্তান	১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বৃটিশ সরকারের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন
বৃটেনে পাকিস্তান বিরোধী
প্রচারণায় ক্ষোভ

ইসলামাবাদ, ৩১শে আগষ্ট (এ পি পি)। -পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যের ঘাঁটি হিসেবে বৃটেন বৃটিশ উপনিবেশসমূহ ব্যবহারের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের তীব্র ক্ষোভ বৃটিশ সরকারকে জানান হয়েছে। গতকাল বৃটিশ হাই কমিশনারকে পররাষ্ট্র কার্যালয়ে ডেকে আনা হয় এবং এ ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের অসন্তোষের কথা তাঁর সরকারকে অবহিত করার আহ্বান জানান হয়।

বৃটেনে পাকিস্তানী হাই কমিশনার জনাব সলমান আলীকে ইতিপূর্বে লন্ডনে এই একই কথা অবহিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। প্রকাশ, বৃটেনে ও বৃটিশ উপনিবেশ হংকংয়ে বিদ্রোহীদের প্রতি বৃটিশ সরকারের মনোভাবের প্রেক্ষিতে উক্ত কড়া প্রতিবাদ জানানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বৃটেন ও হংকংয়ে বিদ্রোহীরা আশ্রয় লাভ করেছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিদের আনুগত্য ত্যাগের ব্যাপারে বৃটিশ মনোভাব কার্যতঃ উৎসাহ যুগিয়েছে। বৃটিশ সরকার বিদ্রোহীদের তৎপরতা রোধ করার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বিদ্রোহীদের বৃটেনে অবস্থান করতে দেয়া হয়েছে। বিবিসি বেতার ও টেলিভিশনে তাদের সময় ও সুযোগই শুধুমাত্র দেয়া হচ্ছে না, কতিপয় বৃটিশ নাগরিকও পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতার উপর হামলা চালানোর একমাত্র লক্ষ্য ও ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে পাকিস্তানের নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর জন্য অস্ত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীদের সংগে অর্থ যোগাড় করার কাজে হাত মিলিয়েছে।

বস্তুতঃপক্ষে ভারতের বাইরে বৃটেন একমাত্র দেশ যেখানে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এই সকল তৎপরতা কিছুদিন যাবৎ অবাধে চলছে। পাকিস্তানের প্রতি বৈরী ও অবন্ধুসুলভ মনোভাবের বর্তমান পথ থেকে বৃটেনকে নিবৃত করার জন্য পাকিস্তান সরকার এখন কি ব্যবস্থা ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন সরকারী মহল থেকে তা এখনো জানা যায়নি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৭। ভারতের বিরুদ্ধে জেনারেল ইয়াহিয়ার হুঁশিয়ারী	দৈনিক পাকিস্তান	২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার হুঁশিয়ারী
ভারত দেশের কোন অংশ দখলের চেষ্টা করলে
পাকিস্তান পুরোপুরি যুদ্ধ করবে

প্যারিস, ১লা সেপ্টেম্বর (রয়টার)। -আজ এখানে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, ভারত পাকিস্তানী ভূখণ্ডের কোন অংশ দখলের চেষ্টা করলে পাকিস্তান পুরোপুরি যুদ্ধ করবে। দৈনিক লা ফিগারো পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমি বিশ্বকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে, ভারত যদি মনে করে থাকে যে তারা বিনা উস্কানতে আমাদের ভূখণ্ডের কোন অংশ দখল করতে পারবে, তাহলে তারা মারাত্মক ভুল করবে।

এর অর্থ হবে যুদ্ধ, পুর্ণ যুদ্ধ তাকে আমি ঘৃণা করি। কিন্তু আমার দেশকে রক্ষার জন্য আমি তাতে ইতস্ততঃ করব না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সংকটকালে এটা ফাঁস হয়ে গেছে যে, তার দেশের বিরুদ্ধবাদীদের পুরোভাগে রয়েছে বৃটেন। পূর্ব পাকিস্তান সংকটে তিনি ফ্রান্স ও চীনের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

তবে অন্যান্য কতিপয় অজ্ঞাত দেশের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। পুর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতির ব্যাপারে কতিপয় সীমান্ত এলাকা ছাড়া সবকিছু সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

তিনি বলেন আমি বলতে পারি, জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে আমি এখনো দৃঢ়সংকল্প। আমি আওয়ামী লীগ বাতিল করেছি। কিন্তু প্রদেশের প্রতিনিধিদের আসন আমি বাতিল করিনি। আমি দেশদ্রোহীদের বিতাড়িত করেছি। ৮৯ জন ডেপুটি জাতীয় পরিষদের আসন গ্রহণ করবেন। সীমান্তে গোলযোগও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ থেকে আমাকে বিরত করতে পারবে না। সীমান্ত পরিস্থিতি মোটেই শান্ত নয়। ভারতীয়রা সৈন্যদের অনুপ্রবেশ এবং বিদ্রোহে উস্কানী অব্যাহত রেখেছে।

এ জন্যই উদ্বাস্তুরা বাড়ীঘরে ফিরে আসতে পারছেন না। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, ভারতীয়রা উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা জাতিসংঘ থেকে উদ্বাস্তুদের জন্য সাহায্য পাচ্ছে। ভারত অর্থ পাচ্ছে এবং উদ্বাস্তুদের ফিরতে দিচ্ছে না। উদ্বাস্তু সমস্যা ভারতীয় সমস্যা নয়, আমাদের সমস্যা। পূর্ব পাকিস্তানে অভিযান এলাকা থেকে বিদেশী সাংবাদিকদের কেন সরিয়ে রাখা হয়েছিল, তা জিজ্ঞেস করা হলে জেনারেল ইয়াহিয়া তার জবাবে বলেনঃ

আমি তাদেরকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। এই ধরনের সামরিক অভিযান শুরু হলে, তার পরিণাম কি হবে, তা কেউ জানে না। আমি একজন সৈনিক হিসেবেই কাজ করেছি, একজন আয়েশী রাজনীতিবিদ হিসেবে নয়। পরে অবশ্য আমি এজন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। যদি কোন সাংবাদিক আওয়ামী লীগের হাতে নিহত হতেন, সেটা আমার কাছে খুবই কাজে আসত। কারণ আওয়ামী লীগ কর্তৃক পরিচালিত নির্যাতনের কথা অনেকেই বলাবলি করতেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৮। জেনারেল ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা	দৈনিক পাকিস্তান	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক গোলযোগ চলাকালে সকল অপরাধের জন্য প্রেসিডেন্টের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন

রাওয়ালপিন্ডি, ৫ই সেপ্টেম্বর, (এ পি পি)। -১লা মার্চ থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুর্ব পাকিস্তানে গোলযোগ চলাকালে যারা অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট তাদের সকলকেই সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। আজ থেকে এই সাধারণ ক্ষমা কার্যকরী হবে। যাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে, তাদের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনী, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ, মুজাহিদ ও আনসার বাহিনীর সদস্যগণও রয়েছে।

ইশতেহারের পূর্ণ বিবরণ

আজ প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারিয়েট থেকে জারিকৃত এক ইশতেহারে বলা হয়, কতিপয় এম এন এ, এম পি এ ও কতিপয় সীমিতসংখ্যক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাদেরকে আদালতের সম্মুখে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে নিজেদের মুক্ত করার যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হয়েছে।

আজ ১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর রোব্বার প্রেসিডেন্ট ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে পুর্ব পাকিস্তানে যোগযোগ চলাকালে যারা অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তাদের সবাইকে সাধারণ ক্ষমা মঞ্জুর করেছেন।

সেনাবাহিনী, পুর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ, মুজাহিদ, এবং আনসার বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রেও এই ক্ষমা প্রযোজ্য হবে। আশা করা যাচ্ছে যে, জাতীয় প্রশ্নাদির নিষ্পত্তির নীতির অনুসরণে প্রেসিডেন্টের এই সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক গোলযোগ চলাকালে এবং উক্ত গোলযোগের ফলে সৃষ্ট উত্তেজনার পরিণামে যে সমস্ত ব্যক্তি অপরাধ করেছে এবং দেশের বাইরে চলে গেছে অথবা আত্মগোপন করেছে, তাদের মন থেকে সর্বপ্রকার সন্দেহ, ভয় এবং আশংকা দূরীভূত হবে।

ধর্ম সম্প্রদায় অথবা গোত্র নির্বিশেষে এ ধরনের সকল লোক দেশের ভেতরে থাকলে এখন স্বাধীনভাবে বেরিয়ে আসতে পারবেন এবং দেশের বাইরে থাকলে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এবং তাদের পেশাগত অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য এবং এরুপ প্রতিটি ব্যক্তি যাতে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে ও দেশের সংহতি জোরদার করার ব্যাপারে অবদান রাখতে পারে, তার উদ্দেশ্যে আইন মান্যকারী নাগরিক হিসেবে তাদের পুনর্বাসনে সাহায্য করার জন্য পুর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এই সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের ফলে দেশের পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের সংকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ অগ্রগতি সূচিত হলো।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৯। আইন কাঠামো আদেশ সংশোধন	দৈনিক পাকিস্তান	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ইসলামাবাদ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর (এ পি পি)। -আইন কাঠামো আদেশ সংশোধন করে প্রেসিডেন্টের জারীকৃত এক আদেশে জাতীয় অথবা প্রাদেশিক পরিষদের কোন আসন সাময়িকভাবে শূন্য হলে, আসন শুন্য হওয়ার চার মাসের মধ্যে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।

এই আদেশের নাম আইন কাঠামো (দ্বিতীয় সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭১।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে। আইন কাঠামো আদেশের ৭ নম্বর ধারার পরিবর্তে এই আদেশ জারী হয়েছে। উক্ত বাতিল ধারা অনুযায়ী আসন শুন্য হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬০। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা দিবসে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার বাণী	কারেন্ট নিউজ ডঃ হাসান জামান সম্পাদিত সেপ্টে-অক্টোঃ '৭১	৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

PRESIDENT'S DEFENCE DAY MASSAGE

Following is the full text of the message of the President.

The Defense of Pakistan Day is an occasion for the entire nation to commemorate the glorious deeds of velour performed by our valiant Defense Forces during our armed confrontation with India in 1965. for the soldiers, sailors and airmen it is both a day of remembrance of their proud history as well as of re-affirmation of their solemn and sacred pledge to defend the frontier of their country against all threats-foreign aggression and internal subversion.

Our Armed Forces have always proved equal to the task entrusted to them. They have never hesitated to make the supreme sacrifice in the cause of national solidarity, integrity and ideology, out of every crisis that they were called upon to face they emerged ever stronger and tempered as steel.

The role which our Armed Forces have played in quelling the activities of rebels and miscreants in East Pakistan will always be remembered with pride and gratitude by us all. They smashed the designs and strong holds of those who sought to destroy our sacred homeland at the instigation and with the active support of plotters and armed infiltrators from across the border. They are still engaged in clearing the province of mischief mongers.

The sacrifices that our Defense personnel have made to save the country from disintegration deserve our highest praise and gratitude. Their selfless service, spirit of sacrifice and will to fight for the defense of the country are the weapons in our arsenal. They demonstrated this during 65 war and have amply proved it once again by eliminating the many sided threats to our very existence.

We are a peace loving country and have been unwavering in our pursuit of amity and harmony with our neighbors. Nevertheless, we are fully determined and prepared to preserve our solidarity and integrity. We will brook no interference in our internal affairs by any outside power; we are a free proud and self-respecting people and are fully justified in resenting any attempt at interference in our domestic affairs.

On this Day, our thoughts go back irresistible to our brave sons who embraced Shahadat in the defense of the country in 1965. we also proudly remember those who came out of the war safe and sound to become Ghazis and standard-bearers of a long tradition of patriotism and devotion to duty.

The example of these men will serve as a beacon light to the coming generation of Pakistani soldiers, sailors and airmen. Their sacrifices and sufferings in the national cause shall not go in vain. They are bound to convert Pakistan into an impregnable fortress for the posterity.

Pakistan by the grace of Allah, has come to stay and no power on earth can undo it. I should like to recall here the following words of Quaid-i-Azam.

'Those who unwisely think that they can undo Pakistan are sadly mistaken. No power on earth will succeed in disintegrating Pakistan whose foundations are now truly and deeply laid.'

ডশরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬১। নয়াদিল্লীতে ''বাংলাদেশ'' মিশনঃ ভারত সরকারের কাছে পাকিস্তানের তীব্র প্রতিবাদ	দৈনিক পাকিস্তান	৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

নয়াদিল্লীতে ''বাংলাদেশ'' মিশনঃ
ভারত সরকারের কাছে পাকিস্তানের তীব্র প্রতিবাদ

ইসলামাবাদ, ৫ই সেপ্টেম্বর (এ পি পি)। -পাকিস্তান আজ ভারত সরকারের কাছে, নয়াদিল্লীতে তথাকথিত বাংলাদেশ মিশন স্থাপনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। আজ সকালে পাকিস্তানস্থ অস্থায়ী ভারতীয় হাই কমিশনারকে পররাষ্ট্র দফতরে ডেকে এনে একটি প্রতিবাদ লিপি প্রদান করা হয়।

এতে বলা হয় যে, এই কাজের মাধ্যমে ভারত সরকার পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা নাশের ব্যাপারে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে তার প্রকাশ্য যোগসাজশের কথা আর একবার প্রমাণ করেছে। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ভারত সরকার কর্তৃক বিদ্রোহী ও দল ত্যাগীদের ভারতীয় এলাকা থেকে পাকিস্তান বিরোধী কার্যকলাপ পরিচালনার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে পাকিস্তানের গভীর উদ্বেগের কথা জানানো হয়।

তাকে একথাও বলা হয় যে, ভারত সরকারের বিভিন্ন উস্কানীমূলক কাজ এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের পাকিস্তানের সংহতি বিরোধী বিবৃতিসমূহ উপমহাদেশের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবাদ লিপিতে বলা হয় যে, উপমহাদেশের এই বৈরী নীতি অব্যাহত থাকলে যে পরিণতি হবে ভারত সরকার তা অনুধাবন করবেন বলে পাকিস্তান সরকার তা আশা করেন।

প্রতিবাদলিপিতে বলা হয় ভারতীয় সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে যে, গত ৩০শে আগষ্ট নয়াদিল্লীতে আনুষ্ঠানিকভাবে তথাকথিত বাংলাদেশ মিশন খোলা হয়েছে এবং এতে এর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। খবরে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, নয়াদিল্লীস্থ পাকিস্তানের হাই কমিশনের বরখাস্ত কর্মচারীদের এই মিশন পরিচালনার কাজে নিয়োগ করা হবে এবং মিঃ বাবুল কান্তি দাস নামে এক ব্যক্তিকে এই মিশন দেখা-শোনার দায়িত্বভার দেয়া হয়েছে।

পাকিস্তান সরকার বিদ্রোহী ও দলত্যাগীদের ভারতের মাটি থেকে পাকিস্তার বিরোধী কার্যকলাপ চালানোর জন্য সুযোগ-সুবিধা ও অনুমতিদানকে গুরুতর বিষয় বলে মনে করেন। পাকিস্তান সরকার এ খবরেও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণী বিভাগের চেয়ারম্যান মিঃ ডি, পি ধর, কলকাতার তথাকথিত বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের সাথে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।

এছাড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী গত ১লা সেপ্টেম্বর কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশ ভারতের অন্যতম লক্ষ্য। পাকিস্তান সরকার এই বিবৃতির ব্যাখ্যা চাচ্ছেন এবং একে পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতার উপর হামলার শামিল বলে মনে করবেন। এ প্রসঙ্গে প্রতিবাদলিপিতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সীমান্ত লজ্ঘন এবং বিনা উস্কানীতে পাকিস্তানী এলাকায় গোলাগুলি বর্ষণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের প্রতিবাদের ব্যাপারেও ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ডশরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬২। সাধারন পরিষদে পাক প্রতিনিধিদলের নাম ঘোষণা	দৈনিক পাকিস্তান	৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

মাহমুদ আলী নেতা নির্বাচিতঃ সাধারন পরিষদে
পাক প্রতিনিধিদলের নাম ঘোষণা

ইসলামাবাদ, ৮ সেপ্টেম্বর (এ পি পি)। -পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মাহমুদ আলী জাতিসংঘের সাধারন পরিষদের আসন্ন ২৬ তম অধিবেশনে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করবেন। এক সরকারী হ্যান্ড আউটে প্রকাশ, জাতিসংঘে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব আগা শাহী সহকারী নেতা হবেন। এই প্রতিনিধিদলে সরকারী ও বেসরকারী সদস্যরাও থাকবেন। বেসরকারী সদস্যরা হচ্ছেনঃ

বিচারপতি জনাব জাকি উদ্দিন পাশা, জজ, হাইকোর্ট, লাহোর
জনাব শাহ আজিজুর রহমান, এডভোকেট, ঢাকা
জনাব জুলমাত আলী খান, এডভোকেট, ঢাকা
জনাব কামাল ফারুকী, বার-এট-ল, করাচী
ডঃ বেগম ইনায়েত উল্লাহ, পি এইচ ডি
মিসেস রাজিয়া ফয়েজ, সাবেক এম এন এ
ডাঃ ফাতিমা সাদিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব এ টি সাদি, এডভোকেট, হাই কোর্ট, ঢাকা
জনাব খকন বাবর, এডভোকেট, লাহোর

প্রতিনিধিদলে সরকারী সদস্য থাকবেনঃ-
জাতিসংঘে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব আগা শাহী
অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব এম এ আলভি
মরক্কোয় নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব এ এইচ বি তৈয়াজী
যুগোশ্লাভিয়ায় নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব আই এ আখন্দ
পররাষ্ট্র দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল (জাতিসংঘ) জনাব ইউসুফ জে আহমদ ও
ইসলামাবাদে পররাষ্ট্র দফতরের সহকারী আইন উপদেষ্টা জনাব জাহিদ সাঈদ বার-এট-ল।

নিউইয়র্কে ও জাতিসংঘে পাকিস্তানী মিশনের কর্মকর্তা এবং পররাষ্ট্র দফতর ও পার্শ্ববর্তী মিশনসমূহের কূটনৈতিক কর্মকর্তাগণও প্রতিনিধিদলকে সাহায্য করবেন।

উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের সাধারন পরিষদের ২৬তম অধিবেশনে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে ১৯৭১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে।

ডশরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৩। জাতিসংঘ কমিটিতে আগাশাহীঃ পূর্ব পাকিস্তান সংকট সম্পর্কে মেননের অভিযোগ খণ্ডন	দৈনিক পাকিস্তান	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

জাতিসংঘ কমিটিতে আগাশাহী
পূর্ব পাকিস্তান সংকট সম্পর্কে মেননের অভিযোগ খণ্ডন

জাতিসংঘ, ১৫ই সেপ্টেম্বর (এ পি পি)। - পূর্ব পাকিস্তানে ঔপনিবেশিক বিরাজ করছে বলে মিঃ কৃষ্ণ মেননের অভিযোগ পাকিস্তান গতকাল খণ্ডন করেছে। ঔপনিবেশিক দেশ ও জনগণকে স্বাধীনতা দানের ঘোষণা কার্যকরীকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ বিশেষ কমিটির সভায় গত বৃহস্পতিবার উক্ত অভিযোগ করা হয়।

মিঃ কৃষ্ণ মেনন মোজামবিক ও ঔপনিবেশিক শাসনাধীন অন্যান্য এলাকার মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের তুলনা করেন এবং বিশেষ কমিটিকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানান। পাকিস্তানের প্রতিনিধি জনাব আগা শাহী কমিটিকে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং কটাক্ষ করার অর্থ শুধুমাত্র পাকিস্তান নয়, অধিকন্তু ভারতও যে কোন বর্ণগত বা বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা।

তিনি বলেন, সংযুক্ত করে বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে পুর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান হয়নি। যখন কোন পাকিস্তান সরকার ছিল না, কোন পাকিস্তান সেনাবাহিনী ছিল না, তখন পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অংগ হয়েছে। ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ জৈন পাকিস্তানী প্রতিনিধির ভাষণ দানের বিরোধিতা করেছিলেন। পাকিস্তান বিশেষ কমিটির সদস্য নয়। মিঃ জৈন অজুহাত দেখান যে, বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ কৃষ্ণ মেনন একজন আবেদনকারী মাত্র এবং কমিটিতে আবেদনকারীর জবাব দেয়া হয় না।

যাই হোক, সিরীয় প্রতিনিধি কমিটির সভাপতিত্ব করেছিলেন, এবং তিনি পাকিস্তানী প্রতিনিধি জনাব আগাশাহীকে ভাষণ দানের সুযোগ দেন। জনাব আগাশাহী বলেন যে, বিশ্বশান্তি পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ মেনন কমিটির আমন্ত্রণের সুযোগের অবৈধ ব্যবহার করেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৪। বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা প্রণীতব্য শাসনতন্ত্রের সংশোধনী পদ্ধতি সম্পর্কে ইয়াহিয়ার বিবৃতি	'পাকিস্তান': ওয়াশিংটন দূতাবাসের বিশেষ সংবাদ বুলেটিন	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

PRESS RELEASE

RAWALPINDI
September 19, 1971

The following is the statement made by President Yahya Khan in Karachi on Saturday, September 18:

As you are aware my aim has always been to have a Constitution framed by the elected representatives of the people. When, on November 28, 1969, I announced my plan for the transfer of power discussed various alternatives for the framing of the Constitution for our country and I adopted the democratic procedure of having the Constitution framed by the elected representatives of the people.

Unfortunately my original plan received a very serious setback by developments in East Pakistan. I have always maintained that the shock the country received due to the crisis in East Pakistan would not be allowed to jeopardize my aim for transfer of power to the elected representatives of the people.

In my statement of June 28, this year I declared that because of the deadlock created by the crisis in the Eastern wing I had no alternative but to get a Constitution prepared by a committee in consultation with political leaders and constitutional experts. The Constitution will contain a normal amending procedure.

However, after careful thought and detailed consultations with political leaders I have come to the conclusion that the Constitution which will be prepared by a committee of my officials should be presented to the National Assembly. Once the Assembly meets in its full strength that is to say when by elections have been held the assembly shall discuss the Constitution and if any member puts forward any constructive amendment or improvement he should have an opportunity to do so. In order to enable members to bring forward such amendments I have evolved a simpler method for an initial period of three months. An amendment may be passed by the House by a simple majority which must include a consensus of all federating units.

If any amendment is presented to me after having been passed by the National Assembly in the manner specified earlier and if I give my assent to the amendment after full consideration in the national interest it will then be incorporated in the Constitution.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৫। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনে তৎপর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে পাকিস্তানের সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে হাজির হবার নির্দেশ	আবু সাঈদ চৌধুরী	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

SUPREME JUDICIAL COUNCIL OF PAKISTAN NOTICE
SPECIAL REFERENCE NO. 5 OF 1971

The President ... ... Referring Authority

Versus

Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury ... ... Respondent

To
Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury
11 Goring Street
London B. C. 3 (U. K.)

Whereas on the basis of information (Annexure 'A' attached) the President of Pakistan has been pleased to direct that a Reference be made against you to the Supreme Judicial Council of Pakistan for enquiry and report under Article 128 of the Constitution of Pakistan.

And Whereas the Secretary, Ministry of Law and Parliamentary Affairs. Government of Pakistan, Islamabad, has filed the said Reference containing following allegations against you:-

(a) that having been on leave ex-Pakistan from the 27th March to be 16th April, 1971, you have, without any excuse, failed to return to Pakistan to resume the duties of your office as Judge, although you were in a position so to do:

(b) that while remaining abroad as aforesaid, you are actively engaged in bringing the Government of Pakistan into hatred and in propagating the abolition of the sovereignty of Pakistan over a part of its territory comprising the Province of East Pakistan by the creation of an independent State of "Bangla Desh"; these being also criminal offences punishable under sections 121-A 123-A and 124 of the Pakistan Penal Code; and

(c) that by participating in much activity of an anti-State and political nature, you have violated our oath to preserve, protect and defend the Constitution of Pakistan, as well as the Code of Conduct for Judges issued under Article 128 of that Constitution prohibiting political activity for judges-

And Whereas the said Reference has been registered with the Supreme Judicial Council as Special Reference No. 5 of 1971 for enquiry and report as to the allegations above-mentioned;

And Whereas the Council has directed that notice be issued to you to show cause why action should not be taken against you under the law;

Now therefore you are hereby directed to appear before the Supreme Judicial Council of Pakistan on the 15th day of October, 1971, at 9.30 a. m. at Lahore either personally or through a duly constituted lawyer to defend yourself, failing which ex-parte proceedings will be taken against you.

Dated this the twenty-first day of September, 1971.

(ABDUR RAHIM)
Register
Supreme Judicial Council
of Pakistan

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE SUPREME JUDICIAL COUNCIL OF PAKISTAN
(ADVISORY JURISDICTION)
SPECIAL REFERENCE NO.-OF 1971.

The President of Pakistan… … Referring Authority

Versus

Mr. Justice Abu Sayeed Choudhury
Judge of the High Court of Judicature at Dacca. ….. Respondent

FILED BY
(IFTIKHARUDDIN AHMAD)
Advocate-on-Record.
Supreme Court of Pakistan.
LAHORE.

ANNEX 'A'

On a proposal made by the Ministry of Foreign Affairs, the President was pleased to nominate Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury, a Judge in the East Pakistan High Court, also at the time a Vice Chancellor of the Dacca University to represent Pakistan at the twenty seventh Session of the United Nations Commission for Human Rights held at Geneva in Switzerland from the 22nd February to the 26th March 1971.

2. On his request, the Judge was granted by the Governor, East Pakistan, leave ex-Pakistan from the 27th March to the 16th April 1971, which has long expired, but has, without any excuse, not so far returned to Pakistan to resume his duties, although he was in a position so to do.

3. After the conclusion of the proceedings of the Commission, the Judge left for London, apparently to see his son who is a student there. According to a news-story appearing in the Sunday Telegraph of London published on the 18th April 1971, based upon an interview given to a representative of that newspaper, the Judge made statements, attributing barbaric atrocities to the Pakistan Army which went into action on the 25th March 1971 to quill large-scale disturbances in East Pakistan. He is also alleged to have stated that it was impossible for him to go back to the High Court in a country where there was no rule of law. A copy of the news-story appeared in the aforesaid issue of Sunday Telegraph.

4. On June 13, 1971, the Judge also gave an interview over the London Television wherein he held himself out as "a national" and "official representative of Bangle Desh" in that country, which according to him was established in Mujib Nagar and which he hoped would be formally recognized "in the near future". In the course of interview, the Judge referred to the Government of Pakistan as "the Government of murderers" and stated that he subscribed to the view, appearing earlier in the London Times that "Mohammad Ali Jinnah's Pakistan is dead". In answer to another question that he wished India to attack Pakistan because of the situation created in East Pakistan by the "Army Junta of Yahya Khan".

5. The Judge also made statement in similar view in the course of a talk on the 8th June 1971 at the London Headquarters of the Royal Commonwealth Society, the transcript of which appeared in the "Commonwealth Society's Journal" in its issue of August 1971.

6. On June 3, the Judge also addressed a meeting at De-Vera Hotel, Hyde Park Gate, London, W-8, thanking Mr. jay Parkash Narain who was the guest-speaker for his support of "Bangla Desh". In a speech, the Judge again referred to the alleged atrocities perpetrated on the soil of Bangla Desh by the Pakistan Government.

7. The Judge also visited the United States and led demonstration in favor of Bangla Desh in New York on the 12th June, 1971.

8. According to a photograph appearing in the Rawalpindi issue of Daily Jung, dated the 30th July, 1971, the Judge also arranged the printing and exhibition of postage stamps purporting to be of the Republic of Bangladesh.

9. Some of the activities of and statements by the Judge constitute grave offences under the penal law of the land and the Government reserves the right to take active against him at the appropriate time.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৬। উপনির্বাচনের নয়া সময়সুচী ঘোষণা	মর্নিং নিউজ	২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

DATES OF EAST BENGAL BY-ELECTIONS REVISED
Press Note issued by the Pakistan Election Communication
September 21, 1971
PRESS NOTE

The Chief Election Commissioner has reconsidered the election programme for the vacant seats in the National Assembly and the Provincial Assembly from East Pakistan announced on the 20th September, 1971. in order to secure the fullest participation of all political parties and candidates in these by-elections, and having regard to their convenience, he has decided to modify the programme announced on the 20th September, 1971 which has been cancelled.

A fresh programme has been announced in a revised notification issued today. According to the revised schedule for these y-elections, nomination papers for election to the National Assembly and the Provincial Assembly of East Pakistan will be received by the Returning Officers concerned on 20th October and 21st October, 1971, respectively.

The last date for withdrawal of candidature, if any, will be 28th October 1971, in the case of both the Assemblies.

Polls shall be taken for elections to the two Assemblies simultaneously commencing from 12th December, 1971, and will be conducted by 23rd December, 1971.

The polling dates in respect of each of the National Assembly and Provincial Assembly constituencies have been specified in the revised notification issued today.

(MORNING NEWS, Karachi-September 22, 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৭। পাকিস্তান নির্বাচন কমিশন ঘোষিত উপ-নির্বাচনের সংশোধিত সময়সূচী	পাকিস্তান টাইমস	২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

REVISED SCHEDULE OF BY-ELECTIONS ANNOUNCED BY THE PAKISTAN ELECTION COMMISSION

September 21, 1971

By-elections to fill in the vacant National and Provincial Assembly seats in East Pakistan will now be held from December 12 and December 23 next the Election Commission announced here tonight (Islamabad, September 21).

There were earlier scheduled to be held between November 25 and December 9.

The Election Commission cancelled the earlier schedule and announced a fresh one in order to secure the fullest co-operation of all political parties and candidates and having regard to their convenience.

According to the new schedule, nomination papers for the National Assembly and the Provincial Assembly would be received by the Returning Officers concerned on October 20 and 21 respectively and scrutiny will be held on October 22 and 23 respectively.

The last date for withdrawal of candidature for both is October 28.

In the earlier schedule, the dates of nominations were September 29 and 30, and last date for withdrawal was October 8.

Political leaders including Mr. Nurul Amin, Maulana Aul Ala Maudoodi and Khan A. Sabur had demanded extension in the by-election programme announced on September 19.

Following is the new schedule:-

NE-2 Rangpur-II, PE-13 Rangpur-XIII, PE-14 Rangpur-XIV, PE-15 Rangpur-XV

December 12.

NE-9 Rangpur-IX, PE-7 Rangpur-VII, PE-8 Rangpur-VIII December 15.

NE-IO Rangpur-X, PE-11 Rangpur-XI December I, NE-11 Rangpur XI,

PE-1 Rangpur-1, PE-3 Rangpur-III December 21.

NE-13 Dinajpur-1, PE-23 Dinajpur-I, PE-24 Dinajpur-II December 12.

NE-14 Dinajpur-II, PE-25 Dinajpur-III December 15.

NE-15 Dinajpur-II, PE-27 Dinajpur-V, PE-28 Dinajpur-VI December 18.

NE-16 Dinajpur-IV, PE-29 Dinajpur-VII December 21.

NE-17 Dinajpur-V, PE-30 Dinajpur-VIII, PE-31 Dinajpur-IX December 23.

NE-IO Bogra-I, PE-33 Bogra-I December 13.

NE-20 Bogra-II, PE-34 Bogra-II December 16.

NE-24 Pabna-I, PE-59 Pabna-I, PE-60 Pabna-II December 13.

NE-26 Pabna-II December 16.

NE-28 Pabna-V December 19.

NE-70 Pabna-XII December 22.

NE-30 Rajshahi December 14.

NE-32 Rajshahi-III, PE-40 Rajshahi-VIII, PE-50 Rajshahi-IX December 17.

NE-33 Rajshahi-IV, PE-42 Rajshahi-I, PE-45 Rajshahi-IV December 12.

NE-35 Rajshahi-VI, PE-51 Rajshahi-X, PE-52 Rajshahi-XI December 19.

NE-36 Rajshahi-VII, PE-53 Rajshahi-XII, PE-54 Rajshahi-XIII December 22.

NE-39 Kushtia-I, PE-73 Kushtia-III, PE-54 Rajshahi-XIII December 12.

NE-39 Kushtia-I, PE-Kushtia-III, PE-74 Kushtia-IV December 12.

NE-40 Kushtia-II, PE-71 Kushtia-I, PE-72 Kushtia-II December 15.

NE-41 Kushtia-III, PE-75 Kushtia-V December 18.

NE-42 Kushtia-IV, PE-76 Kushtia-VI, PE-77 Kushtia-VII December 21.

NE-43 Jessore-I, PE-78 Jessore-I, PE-79 Jessore-II December 12.

NE-44 Jessore-II, PE-80 Jessore-III December 15.

PE-82 Jessore-V December 16.

NE-46 Jessore-IV, PE-83 jessore-XI PE-84 Jessore-II December 19.

NE-47 Jessore-V PE-85 Jessore-VIII, PE-86 Jessore-IX December 22.

NE-48 Jessore-VI, PE-87 Jessore-XX, PE-88 Jessore-XI December 20.

NE-49 Jessore-VIII, PE-89 Jessore-XII, PE-90 Jessore-XIII December 23.

NE-51 Khulna-II December 13.

NE-53 Khulna-IV December 16.

NE-53 Khulna-V December 19.

NE-58 Bakerganj-I, PE-124 Bakerganj-XIII December 12.

NE-60 Bakerganj-III, PE-119 Bakerganj-VIII, PE-120 Bakerganj-IX, PE-121 Bakerganj-X December 15.

NE-62 Bakerganj-V December 18.

NE-63 Bakerganj-VI December 19.

NE-66 Bakerganj-IX December 21.

NE-71 Tangail-I, PE-134 Tangail-V, PE-136 Tangail-VII December 14.

NE-73 Tangail-II, PE-133 Tangail-IV December 17

NE-75 Tangail-V PE-130 Tangail-1, PE-132 Tangail-III December 20.

NE-78 Mymensingh-II December 12.

NE-85 Mymensingh-X, PE-155 Mymensingh-XVII December 14.

NE-88 Mymensingh-XIII December 16.

NE-91 Mymensingh-XVI December 17.

NE-92 Mymensingh-XVII, PE-167 Mymensingh-XXIX December 23.

NE-93 Mymensingh-XVIII December 20.

NE-96 Faridpur-III, PE-205 Faridpur-V, PE-207 Faridpur-VII December 14.

NE-97, Faridpur-IV December 17.

NE-99 Faridpur-VI, PE-200 Faridpur-X, PE-212 Faridpur-XII December 19.

NE-107 Dacca-IV December 14.

NE-108 Dacca-V, PE-191 Dacca-XXI December 17.

NE-181 Dacca-XI, PE-182 Dacca-XII, PE-183 Dacca-XIII December 20.

NE-184 Dacca-XIV, PE-185 Dacca-XV December 23.

NE-103 Dacca X, PE-192 Dacca-XXII December 13.

NE-115 Dacca-XII, PE-195 Dacca-XXV December 16.

NE-117 Daacca-XIV, PE-199 Dacca December 19.

NE-119 Dacca-XVI, PE-177 Dacca-VII December 12.

NE-120 Sylhet-I December 12.

NE-121 Sylhet-II, PE-239 Sylhet-XX December 15.

NE-122 Sylhet-III, PE-234 Sylhet-XV, PE-236 Sylhet-XVII December 18.

NE-123 Sylhet-IV, PE-233 Sylhet-XIV PE-235 Sylhet-XVI December 21.

NE-125 Sylhet-VI, PE-230 Sylhet-XI December 13.

NE-127 Sylhet-VIII December 16.

NE-129 Sylhet-X, PE-220 Sylhet-I December 23.

NE-131 Comilla I, PE-242 Comilla-II December 12.

NE-132 Comilla-II PE-243 Comilla-III, PE-244 Comilla-IV, PE-245 Comilla-V December 15.

NE-135 Comilla-V, PE-254 Comilla-XIV December 18.

NE-136 Comilla-VI, PE-257 Comilla-XVII, PE-258 Comilla-XVIII December 21.

NE-138 Comilla-VIII, PE-249 Comilla-IX December 17.

NE-143 Comilla-XIII, PE-261 Comilla-XXI, PE-262 Comilla-XXII, PE-266 Comilla-XXVI December 19.

NE-144 Comilla-XIV, PE-265 Comilla-XXV December 23.

NE-146 Noakhali-II PE-268 Noakhali-II, PE-270 Noakhali-III, PE-270 Noakhali-IV December 13.

NE-147 Noakhali-III December 15.

NE-150 Noakhali-VI, PE-275 Noakhali-IX, PE-276 Noakhali-X, PE-277 Noakhali-XI December 18.

NE-151 Noakhali-VII, PE-272 Noakhali-VI December 22.

NE-153 Chittagong-I December 14.

NE-155 Chittagong-III, PE-211 Chittagong-VIII, PE-289 Chittagong-IX December 17.

NE-158 Chittagong-VI, PE-293 Chittagong-XIII December 20.

(PAKISTAN TIMES, Lahore-September 22, 1921)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৮। ফরেন সার্ভিসের ৮ জন বরখাস্ত	দৈনিক পাকিস্তান	২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

হোসেন আলী ও আবুল ফতেহসহ ফরেন সার্ভিসের ৮ জন বরখাস্ত

রাওয়ালপিণ্ডি, ২২শে সেপ্টেম্বর (পি পি আই)। - প্রধান সামরিক শাসনকর্তা পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসের ৮ জন অফিসারকে বরখাস্ত করেছেন। নীচে উল্লেখিত তারিখ থেকে তাদের বরখাস্ত করা হয়েছে। পাকিস্তান গেজেটে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বরখাস্ত ব্যক্তিদের নামঃ-

জনাব এ এফ এম আবুল ফতেহ, ১৯-০৮-১৯৭১ থেকে বরখাস্ত হয়েছেন।

জনাব হোসেন আলী, ১৮-০৪-১৯৭১ থেকে বরখাস্ত হয়েছেন। ০৪-০৮-১৯৭১ থেকে বরখাস্ত হয়েছেন মেসার্স এস এ করিম, এনায়েত করিম, এস এ এম এস কিবরিয়া এবং এস মোয়াজ্জেম আলী। জনাব মহিউদ্দীন আহমদ ০১-০৮-১৯৭১ থেকে বরখাস্ত হয়েছেন। জনাব আনোয়ারুল করিম চৌধুরী ১৭-০৪-১৯৭১ থেকে বরখাস্ত হয়েছেন।

এই আদেশ বলে বরখাস্ত ব্যক্তিরা চাকুরীতে থাকাবস্থায় কোন অপরাধ করে থাকলে তারা যে কোন আইন বলে আনীত অভিযোগ এবং তার শাস্তি থেকে রেহাই পাবেন না। জনাব আবুল ফতেহ ইরাকে পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত ছিলেন। জনাব এম হোসেন আলী কলকাতায় পাকিস্তানের সাবেক ডেপুটি হাই কমিশনার ছিলেন, জনাব এস এ করিম জাতিসংঘে পাকিস্তানের সাবেক সহকারী স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন।

জনাব এনায়েত করিম ওয়াশিংটন সাবেক মিনিস্টার ছিলেন। জনাব কিবরিয়া ওয়াশিংটন সাবেক কাউন্সিলর ছিলেন। জনাব মোয়াজ্জেম আলী ওয়াশিংটনে থার্ড সেক্রেটারী এবং জনাব মহিউদ্দিন আহমদ যুক্তরাজ্যে সাবেক থার্ড সেক্রেটারী ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৯। জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি মাহমুদ আলীর বিবৃতি	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. MAHMUD ALI (PAKISTAN) IN THE U.N. GENERAL ASSEMBLY, SEPTEMBER 27, 1971

My Delegation was compelled this morning to raise a point of order in the course of the statement made by the honorable Foreign Minister of India. The greater portion of his speech was concerned with matters which lie entirely within the domestic jurisdiction of my country. In raising objection to this open intervention in Pakistan's affairs, my Delegation was guided by the principle which is stated in categorical terms in Article 2, operative paragraph 7, of the United Nations Charter, namely that the International Organization will not intervene in the internal affairs of Member states.

This is a principle which is unanimously accepted, and is to be found also in the Charter of the Organization of African Unity and of the Organization of American States, as well as other international forums, such as the Non-Aligned Conference and the Afro-Asian Conference. We ask that this principle be upheld not, as was insinuated, because Pakistan has something to conceal-but because the precedent set this morning by the Representative of India will make it difficult, if not impossible, to conduct international relations in an orderly and effective manner.

India has intervened in the internal affairs of Pakistan, in violation of all norms of international behavior, international law and the Charter of the United Nations. International law places a clear obligation of all States of respect the territorial jurisdiction f other States. In December, 1965, the United Nations General Assembly adopted a resolution, with only one vote against, entitled "Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty".

Operative paragraph I states:

"No State has the right to intervene, directly or indirectly, for any reasons whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic or cultural elements are condemned."

Operative paragraph 2 reads:

"….no State shall organize, assist, foment, finance, incite or tolerate subversive, terrorist or armed activities directed towards the violent overthrow of the regime of another State, or interfere in civil strife in another State".

Finally, operative paragraph 4 states:

"4. The strict observance of these obligations is an essential condition to ensure that nations live together in peace with one another, since the practice of any form of intervention not only violates the spirit and letter of the Charter of the United Nations but also leads to the creation of situations which threaten international peace and security". [Resolution 2131 (XX).]

It is noteworthy that India was a member of the Committee which prepared the December.

I am sure that all the Representatives present here are not unaware of the complexity of the issues to which we are trying to find a solution in Pakistan. The problems of reconciling conflicting economic, political, cultural and regional claims within the… of a country are not unique to Pakistan. They are present in all multilingual, multicultural, and multiracial States. Such problems are endemic in India itself, although the Foreign Minister of India has seen fit to speak of social, political and cultural conditions in my country. I do not propose to speak here of what has been going on in his country, not that there is not much to talk about. We all know, and the world knows, what has been happening to the Mizos and the Nagas in India. We all know the state of turmoil and civil strife in the Indian State of West Bengal, where it has not been possible for a democratic government to function during the last four years. We all know of the demands for recognition of their rights in South India and in the Punjab. But, I have no intention here to delve into these matters, and I certainly do not propose to use the forum of this august Assembly to make propaganda against my neighbor as, unfortunately, the Foreign Minister of India saw fit to do.

The basic factors of the prevailing situation in Pakistan are, I am sure, not unknown to the distinguished representatives here. Although these have been clouded by the storm of propaganda and vituperation of which we heard an example this morning.

The cardinal fact is that general elections were held throughout Pakistan in December last. These elections were held on the basis of adult franchise. What happened thereafter Was that the legitimate aspirations of the people of Pakistan for a democratic and federal type of Constitution, which would have given a full measure of autonomy to the units, were escalated into a move inspired and organized from outside for breaking up the country. Violence was let loose in East Pakistan. Massacres were perpetrated, and the lives and honor not only of those who opposed secession but of ordinary citizens were placed in jeopardy.

The President of Pakistan pursued his search for a negotiated settlement among the political parties concerned until the very last moment, when the refusal of the leader of the political party, which had won the majority of seats in the National Assembly, to participate in the work of the Assembly made it clear that the objective was not to frame a Constitution for Pakistan, but to engineer secession by violent means.

It is in these circumstances that President Yahya Khan, who had held elections in the country, was compelled to order the armed force to do their duty, namely to preserve the

solidarity and integrity of Pakistan. We found that the reaction in India was almost instantaneous. There was at the time no problem of refugees, which the Foreign Minister of India has put forward this morning as an excuse for meddling in Pakistan's internal affairs.

The Indian Parliament adopted a resolution, moved by the Indian Prime minister herself, declaring support for the so-called Bangladesh. A vast and orchestrated campaign was set in motion radiating falsehoods, half-truths and calumnies fabricated in Calcutta and other places in India. Accounts were published of pitched battles in East Pakistan. Tales were told of arbitrary executions and large-scale killings, and so on. It was said that University of Dacca was razed to the ground, that intellectuals had been singled out and put to death before the eyes of their families that the port of Chittagong was in shambles.

Let me quote the opinion of an Indian newspaper on the subject.

The Statesman of Delhi wrote on 4th August 1971, that many of the claims contained a measure of exaggeration, if not outright invention, that must have been clear even when they were made. Subsequent reports have shown that there was march wishful thinking both among those who made those claims and among the fasteners in India who accepted them without reservation.

The curfew was completely lifted in the city of Dacca since less than a week after the army initiated action. The University of Dacca-which had been used by the secessionist elements as an arsenal for strong weapon and explosives received from outside the country, nevertheless stands intact and has been functioning normally. The intellectuals who were reported as killed by Indian publicity media are alive and leading normal lives, as was stated in an advertisement which was published in The New York Times some months ago.

The objective behind the Indian agitation over the events in Pakistan is transparent and, indeed, self-confessed. The Washington Post of 2nd April quoted an Indian officials as saying that had not been reporting, it had been psychological warfare.

A foreign observer, Mr. Bruno D. Hammel, wrote, *in the London Times* of 17th April that the Indian Press:

"-seems to have lost all sense of responsibility. Wanting news, one got instead a mass of hysterical rumours. Statements of fact proved, nine times out of ten, to be unconfirmed and contradictory. Any report of atrocities, so long as it was inflammatory and without evidence, was sure of space".

The Foreign Minister of India spoke of the great burden his country is being hi having to feed the Pakistani refugees. He mentioned the number as being over 9 million. He stated that they are still continuing to cross the borders in the thousands. He asked for some $ 800 million as the cost of their upkeep during the coming six months. This figure is astounding in itself, even if one were not to question the figure of 9 million refugees put forward by India, because, if I am not wrong, the total budget of the Government of India for the current year, for running a country of 500 million people, amounts to $ 4,000 million.

It has become imperative as preliminary to arranging for their return to carry out an impartial and accurate count of the number of people who left their homes in Pakistan and are now living in refugee camps in India. My Government has carried out a careful count, and has found that, as on 1st September, 1971, the number of Pakistanis who had left totaled 2,002.623. We are not asking that our count be taken on trust. On the contrary, we have requested the Secretary-General of the United Nations to nominate any impartial agency to verify this figure. We are prepared to give such an agency every facility for carrying out a cheek on the spot. I should be glad to hear the Foreign Minister of India giving a similar assurance on his Government's behalf. It would also be possible for such an impartial agency to observe for itself whether the movement of displaced persons is continuing at the rate alleged by India, or whether it is continuing at all. In asking for an independent verification of the exact number of refugees, it is by no means my intention to minimize the seriousness of the human problem which a large-scale movement of people involves. It is tragic, but unavoidable, that people residing in those areas which are or may be the scene of a conflict will leave their homes to escape death or the effects of the strife. The numbers of those who are so displaced in consequence of the conflict are determined by the density of the population and by the degree of fear which is generated in the minds of the people. Such fear can be generated only when they are constantly told that they will be the victims of a planned massacre.

Such was the reaction of the Indian Prime Minister, to the appeal which President Yahya Khan made to the refugees to return to their homes, that she said, "I will not allow the refugees to go back to be butchered".

The crux of the situation is this Pakistan is desirous and determined to see that all those who left the country for one reason or another should return as soon as possible to their homes and occupations. Concrete measures have been taken to facilitate their return. In his appeal of 18th June, President Yahya Khan said:

"My appeal was addressed to all Pakistani nationals, irrespective of caste, creed or religion. Members of the minority community should have no hesitation in returning to their homes in East Pakistan. They will be given full protection and every facility. They are equal citizens of Pakistan, and there is no question of any discriminatory treatment. I asked them not to be misled by mischievous propaganda being conducted outside Pakistan. The Government of Pakistan has established twenty-one reception centers along the border to provide relief, supplies and transport to their homes to returning refugees. As a further instance of Pakistan's armistice, a general amnesty was declared for all classed of people, including military deserters, and those who had been detained in Pakistan for involvement in insurgency have been released".

In his address to the nation on 28th June, the President of Pakistan said:

"We shall gladly and gratefully accept any assistance the United Nations can extend in facilitating the move of these displaced persons back to Pakistan".

Consequently, the Government of Pakistan has extended full co-operation to the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Refugees in devising measures in their homes. A special committee has been set up in East Pakistan to co-ordinate the Administration efforts with those of the United Nations and its Agencies.

The Government of Pakistan accepted within twenty-four hours the Secretary-General's proposal of 19th July for the stationing of representatives of the United Nations High Commissioner for Refugees on both sides of the border to facilitate the repatriation of refugees. It should be noted that India pre-emptorily rejected this proposal. The Government of Pakistan has also agreed that a number of United nations personnel should be posted in East Pakistan to assist the Administration in relief and rehabilitation operations.

We have undertaken all these measures for the speedy repatriation of our citizens who are now in India, and it is worth mentioning that to the extent that these measures have become known to the refugees, the refugees are beginning to return to their homes. At the last count, approximately 200,000 had returned. The repatriation of all the refugees would be more speedily accomplished if the necessary cooperation were forthcoming from India.

The Government of Pakistan has invited the competent authorities of the Government of India to a conference where measures could be devised to fulfill this purpose. The President of Pakistan has expressed his willingness to meet the Indian prime Minister at any time and at any place to discuss the question. However, India has so far refused to co-operate, not only with Pakistan, but also with all impartial efforts, to bring about the return of the refugees. As I have said, India has refused the Secretary-General's proposal to station representatives of the United Nations High Commissioner for Refugees on both sides of the border. It has not agreed to Pakistan's suggestion that a good-offices committee of the Security Council should be sent to help in reducing tensions between India and Pakistan. It has refused permission to the members of an Islamic Secretariat delegation to tour refugee camps in West Bengal and bas refused to meet at the conference table with the representatives of my Government.

It is paradoxical that while Indian Representatives come before this forum to obtain the sympathy of Members for the plight of the refugees, India is unwilling to accept any constructive proposal which would enlist the help of this Organization in ending the suffering of these innocent human beings. Why is it that the Government of India found it impossible to accept the presence of United Nations observers on its side of the border, when Pakistan, which has been accused freely of perpetrating all kinds of horrors against its people, did not hesitate to permit the stationing of United Nations observers on its side of the border?

The reason for India's withholding of co-operation is obvious. India wishes to conceal from world opinion the fact that by its actions it has converted that part of the world into an area of armed conflict. Under the pretext of humanitarian assistance, India is providing army, training and assistance to the secessionist forces who have found sanctuary in India. I shall once again cite an Indian source to explain the paradox.

Speaking at a meeting in Delhi on 18th September, 1971, that is about a week ago, no less a person than the Defense Minister of India said that "the refugees could return to their homeland only when it became an independent nation". He went on to say, "that it was not conceivable that Pakistan would grant independence to Bangladesh, but that we would have to work towards a situation in which Pakistan would be left with no alternative".

If there was any doubt about what the Foreign Minister of India meant this morning when he called for a political solution of the Pakistan crisis, this statement of his colleague of the Defense Ministry has supplied the answer.

Let me say on behalf of my country that we have no intention of allowing anyone to put our independence and integrity into jeopardy. What my country has to face today is not merely the sort of invective we heard this morning, but a well-planned military effort to break it asunder. The borders of East Pakistan with West Bengal and Assam are scenes of daily bombardment. On more than one occasion, the regular Indian troops, whose strength in the area was increased even before the crisis broke out and had been augmented to 200,000 since then; the so-called liberation forces have been trained and equipped and paid by the Indian Government.

The New York Times of 29th April, 1971, contained a report which stated.

"The Indian roads leading north from Calcutta to points along the border already look like the supply route. Bengali trucks can be seen heading into Indian town for fresh supplies, carrying empty fuel drums and ammunition boxes. Bengali independence forces have set up camps near the Indian border posts, which probably explains some of the brief shooting incidents recently between Indian and Pakistan troops.

"In Calcutta, capital of the West Bengal State, there are many stories of new instances of Indian military assistance. One report is that Indian ammunition factories are turning out weapons and ammunition without Indian markings. Another is that Indian officers accompanied a large guerrilla force on a raid last week on a Pakistani army garrison."

I do not know whether the Foreign Minister of India will come back to this rostrum to deny these charges. He himself, speaking in the Indian Parliament on 20th July, declared: "India is doing everything possible to support the Liberation Army", yet he came here this morning and stated that India does not interfere in the internal affairs of its neighbors and that its actions are inspired only by the most noble and lofty motives. He portrayed India as an innocent, helpless victim of Pakistan's internal difficulties.

I dare say that this Hall of the United Nations has echoed frequently with such preaching's. Allow me to say that the halo of saintliness with India is trying to hold over our head ill becomes its actual role in the present situation. It is not humanitarian concern for refugees which has sent Indian emissaries and propagandists all over the world in the last four months. The real motive is India's longstanding and unfulfilled wish to isolate, weaken, and, if possible, to put an end to Pakistan as a nation. Mr. K. Subramanyam of the Indian Institute of Defense din not mince matters. He said:

"What India must realize is the fact that the break-up of Pakistan is in our own interest, an opportunity the like of which will never come if Pakistan breaks up, and we ensure friendly relations with Bangladesh, it will solve the problem of security for India."

Another Indian political thinker saw in Pakistan's disintegration the road to Great Power status for India in this region.

The Foreign Minister of India spoke in a plaintive tone of the setback that his country's economy has received on account of the influx of refugees. As for Pakistan let me assure him and the other representatives here that Pakistan is ready, willing, to take everyone of its citizens back. If India wishes to be relieved of the burden and the problem of maintaining them as it ought to-let it give unstinted co-operation to that end.

My Government has said that it is ready to sit down and discuss with India the best manner for bringing the refugees back. My Government has asked the Security Council to assist in the task with a specially designated good offices committee. If the Government of India is unwilling, for whatever reason, to sit across the table from Pakistan, let it accept the good offices of the Security Council.

As I have said before, the Government of Pakistan is doing everything possible to bring about the repatriation of the refugees to their homes in East Pakistan. It is also fully conscious of the need to restore normalcy in the country in order to ensure the well being of the refugees as well as the rest of the people of Pakistan.

The President of Pakistan, in his address to the nation on 28th' June, has himself expressed the view that normalcy would not return without the full participation of the people. He has made substantial progress towards ushering in a government representative of the people. As a first step, a civil administration has been installed in East Pakistan which is headed by a prominent East Pakistan and includes permanent members of the former Awami League. By-elections to those seats, whose incumbents were disqualified for involvement in the insurgency and other crimes, have been scheduled for the month of November. A provisional constitution is being framed which will attempt to satisfy two basic imperatives: Regional autonomy and preservation of the territorial integrity of Pakistan. The National Assembly will have the power to amend the provisional constitution by a relatively simple procedure. The Foreign Minister of India described all this as "eyewash".

If conditions in Pakistan were truly as those described by him, press censorship would not have been removed; foreign observers. United Nations personnel, the International Committee of the Red Cross, would not have been allowed into East Pakistan. If violence is continuing, it is the result of India's action in encouraging, abetting and assisting in sabotage within East Pakistan.

The borders continue to remain tense and Indian shelling and mortaring are daily occurrences.

The preservation of orderly conduct of relations among States is based on the strict observance of the principle of respect for territorial integrity of States and non-

interference in the affairs of each other. India's current actions violate both these principles. Which among the States represented here is willing to condone external interference in its internal affairs? Which State among this Assembly is willing to over-look such interference when its design is the territorial dismemberment of another country? Is India prepared to submit to such interference in its internal affairs? Is it to be said that secession is rebellion at home but self-determination abroad?

Let me make it clear on behalf of my Government that Pakistan will take all measures to ensure the return of its displaces citizens to their homes. We are determined to live as a nation, one, whole and dree, and in peace with other peaceful neighbors. But Pakistan is also determined not to allow anyone to put in question its territorial and national existence.

If a conflict between India and Pakistan is to be avoided, the international community must impress upon India the serious implication of its policies and call upon it to eschew these policies.

Mr. President, in a press conference on 22nd September, you stated:

"This refugee problem is a humanitarian problem. We must solve it. The entire world must help to solve it. But, if you look at it from a political point of view, if you bring it to a debate, then there will be no end. The question is how to solve it quickly. That is why, in this case, I believe, it is much better that we have behind the-scenes discussions. We must persuade Pakistan and India to get together and see how they can limit the political problems".

It should be apparent, from the willingness which my Government has shown to co-operate in finding means to reduce the present tensions between India and Pakistan and to bring about the repatriation of refugees, that we fully share your view.

On behalf of my Government, I wish to express Pakistan's readiness to go along with all such reasonable suggestions to solve the question of refugees.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭০। জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধি আগাশাহীর বিবৃতি পয়েন্ট অব অর্ডার	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

POINTS OF ORDER MADE IN THE U.N. GENERAL ASSEMBLY
September 27, 1971
First Point of Order-Statement by Mr. Agha Shahi (Pakistan)

The Foreign Minister of India has for the last ten minutes been delving into the internal affairs of Pakistan. He has talked of the characteristics of our country. Everyone knows that the two parts of Pakistan are divided by 1,000 miles of Indian territory. He has talked about elections in Pakistan. He has talked about the distribution of resources between parts of Pakistan.

Is it permissible to delve into the internal affairs of States and look into the disparities that exist in every single country-every single Member State-represented here? I want a ruling from you, Mr. President, whether the Foreign Minister of India is in order in going at length into the internal affairs of Pakistan.

Second Point of Order-Statement by Mr. Agha Shahi (Pakistan)

The Foreign Minister of India wanted to know under what Rules of Procedure I had raised the point of order. Let me say quite simply that the Rules of Procedure are subordinate to the rules of the Charter of the Unites Nations, and nothing within the domestic jurisdiction of a State can be discussed in this Assembly. The point of order that I raised was that the Foreign Minister of India was delving into the internal affairs of Pakistan.

It is not the concern of the international community whether one Member State has one kind of social system or another, whether the regime is democratic or autocratic, parliamentary or presidential, whether there is a lack of balance in development between one wing and the other, whether the demands of the six points amounted to secession or regional autonomy. Those are all matters within the internal jurisdiction of Pakistan. Therefore, I again appeal to you. Mr. President, in the interest of a serene and orderly debate, to advise the Foreign Minister of India to confine himself to the international aspects of the situation. He would be in order if he referred to the observations of the Secretary-General in the introduction to his annual report. They concern the international aspects of the situation; they do not concern the matters the Foreign Minister is raising, which are internal affairs exclusively within the domestic jurisdiction of Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭১। জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধি মাহমুদ আলীর বিবৃতি	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Statement by Mr. Mahmud Ali (Pakistan) in the U.N. General Assembly September 29, 1971

It is with the utmost reluctance that I have asked to be allowed to speak again in the Assembly. I sincerely hope that we can put an end to polemics and concentrate instead on practical aspects of the issue, namely, how to bring the refugees back to their homes.

We had expected that in his reply the Honorable Foreign Minister of India would give us the benefit of his Government's views on how best to achieve this end. Instead, he thought it helpful to give the Assembly a lecture on Pakistan’s failings. We all have our short comings, and the history of my country's attempts to fine a lasting and just solution of its constitutional problems is no secret. Our aim has always been to establish a system of government which would be based on the will of the people and would reconcile the various geographical, political, and cultural factors. We are determined to proceed along that road. It I may say so, the benefit to India also lies in the success and not in the failure of our efforts.

The Foreign Minister of India questioned the accuracy of the number of refugees estimated by Pakistan. He thought it strange that two persons had left from one district and 6000 from another. It was precisely because such questions were bound to be raised that my Government has proposed that the Secretary-General of the United Nations might arrange an independent verification of our court. But the Representative of India did not offer to submit his country's meticulous registration of the refugee influx to a similar scrutiny.

Why should the Indian Government expect everyone to accept without question its figure-a figure which is constantly spiraling without reference to reality? I do wish to suggest that while the international community has a moral responsibility to alleviate the suffering of the refugees until their return is effected, it is also its duty to make sure that the aid provided for them is not misused for other purposes.

India objects to the stationing of United Nations observers on its side of the border on two grounds. Firstly, that it is unnecessary because so many individuals have visited the area and have seen the refugee camps. This is a specious argument. On the Pakistan side, too, we have had visitors. Furthermore, there has been for the last two months and more no censorship whatsoever in any part of Pakistan. Nor do restrictions of any kind exist on the movement of press representatives within Pakistan. Nonetheless, Pakistan did not hesitate to accept the stationing of observers. The international community to which India has appealed is entitled to receive a similar token of confidence from India.

It is indeed shocking that the Foreign Minister of India should call the proposal for a good offices committee of the Security Council to bring about a reduction of tension

between India and Pakistan a "gimmick". Is it not true that on 20th July, the Secretary-General addressed a confidential memorandum to the Members of the Security Council bringing to their attention the deteriorating situation between India and Pakistan? Did he not draw their attention to "border clashes, clandestine raids and acts of sabotage the appeared to be becoming more frequent"? Did he not warn that a major conflict on this subcontinent could all too easily expand?

It was in that context that Pakistan expressed its readiness to co-operate with the Security Council to avert the threat to peace in the sub-continent and the danger of wider war. And yet, the Foreign Minister of India sees fit to call the proposal for a good offices committee a "gimmick".

The Foreign Minister of India said that his country did not wish to be "equated" with Pakistan in this matter. Now, what does that mean? The expression is either meaningless or based on the assumption that India in some sense enjoys a status superior to that of Pakistan as a Member Stare of this Organization. That is an untenable argument. The Representative of even so great a power as the Soviet Union reminded this Organization yesterday that all Member States of this Organization enjoy equal status.

I would ask my colleague from India to put aside false Pride and come down to the earth of reality. Surely, no one will think the less of India for accepting that United Nations observers be stationed within its territory.

The Foreign Minister of India was equally cavalier with Pakistan's offer to sit down with representatives of his Government to work out ways of bringing the refugees back. I am quite sure that neither he nor his Government has misunderstood what Pakistan has offered. We have not asked India to help Pakistan in solving its internal political problems. Whether we negotiate with this or that person or that party in Pakistan is the concern of Pakistan alone. The only matter which concerns India is the presence of a large number of Pakistani citizens on its soil and how to send them back home. It is to discuss this problem that, in my Government's view, Representatives of the two countries should meet either by themselves or under some impartial auspices.

The Foreign Minister of India said Pakistan is trying to turn its internal difficulties into an Indo-Pakistan problem. Things have taken this turn only because of the presence of Pakistan refugees on Indian soil and the help and assistance which India is giving to secessionist elements.

I stated the other day that this help included the arming and training of secessionist elements, and also the participation of India’s own forces in operations across the Pakistan borders. This august Assembly must have noted that the Foreign Minister of India passed over this charge in silence. In fact, he said that borders between India and Pakistan cannot be effectively sealed, and I take that as a reaffirmation of the pledge which he gave in the Indian Parliament that his Government would give every possible help to what India describes as "liberation forces". I am not aware of any borders which are closed by the actual raising of barbed-wire fences. Borders are kept peaceful by the policies and the actions of the Governments concerned. I would ask the Foreign Minister

of India to reflect upon the implications of stating that the borders between India and Pakistan are to be heated as an exception to the general rules of international conduct, and whether that is the best way to promote peace and stability between our two countries.

I have not come here to score debating points. The situation in the sub-continent has become tense as a result of happenings on the borders of the eastern part of Pakistan and India. The Secretary-General of the United Nations has drawn attention to the danger to peace if the situation is "not remedied quickly. My Government has given proof of its desire to find a settlement with India, not-let me repeat-over Pakistan's internal problems, but over the only problem which is a concern and a burden to the Indian people, namely, the refugee problem.

Yesterday, there was a call by the Foreign Minister of the U. S. S. R. for proceeding with caution and statesmanship in dealing with the present situation. We welcome that appeal and hope that the Government of India will pay heed to it. Yesterday, also, I heard well intentioned advice from a number of friendly countries on the need to fine a political settlement to the problem. If they will permit me to answer them from this rostrum that is precisely the objective and the goal towards which the President of Pakistan is moving and which he is determined to attain, notwithstanding all obstacles and difficulties.

The Foreign Minister of India himself recounted the steps President Yahya Khan has taken to this end, namely, the holding of general elections, acceptance of basic demands of the people and negotiations with leaders of political parties. The process has been interrupted, but not terminated its culmination will be a free and democratic and united Pakistan, willing to live in peace and friendship with all countries. Peace and stability in the sub-continent would be strengthened and the sufferings of the refugees would be more quickly ended if the Government of India could reconcile itself to this prospect, instead of seeking to create, as the Defence Minister of India said in New Delhi last week, a situation in which Pakistan would have no alternative but to break up.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭২। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের প্রেস নোটঃ কোর্টের রায় সম্পর্কে রটনার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী	ডন	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

PRESS NOTE ISSUED BY CHIEF MARTIAL LAW ADMINISTRATOR
Giving details of trial and warning against contempt of Court
September 28, 1971

It will be recalled that a Special Military Court was convened by the Chief Martial Law Administrator to try Sheikh Mujibur Rahman in camera for waging war against Pakistan and for other charges.

The trial commenced on August 11, 1971. The court, however, adjourned the same day in order to ensure fair trial and justice so that Sheikh Mujibur Rahman could have a defense counsel of his own choice.

On September 8, 1971 the services of Mr. A. K. Brohi and his three assistants, namely, Mr. Ghulam Ali Memon, Mr. Akber Mirza and Mr. Ghulam Hussain were procured, and the examination of the prosecution witnesses started.

The prosecution have so far examined 20 witnesses in support of the charges preferred against Sheikh Mujibur Rahman. The trial is in progress with Mr. A. K. Brohi as the defense counsel.

The public will be informed of the further progress of the case in due course of time.

Meanwhile people should in their own interest refrain from saying or doing anything which may constitute a contempt of court or a breach of secrecy of the trial proceedings, or which may tend to prejudice the case of either the defense or the prosecution.

(THE DAWN, Karachi-September 29, 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৩। এল এফ ও সংশোধনঃ মন্ত্রীরা নির্বাচনে দাঁড়াতে ও পরিষদের সদস্য থাকতে পারবেন।	দৈনিক পাকিস্তান	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ইসলামাবাদ, ২৮শে সেপ্টেম্বর (এ পি পি)। - কোন ব্যক্তি গভর্নর কর্তৃক মন্ত্রীপরিষদের সদস্যপদে নিযুক্ত রয়েছেন বলে তিনি পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য কিংবা, কোন প্রদেশের প্রাদেশিক প্রদেশের সদস্য নির্বাচিত হতে ও সদস্যপদ বহাল রাখতে অযোগ্য ঘোষিত হবেন না।

প্রেসিডেন্ট ২৫শে সেপ্টেম্বর আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধনের মাধ্যমে এই নির্দেশ জারি করেছেন। এই আদেশ ১৯৭১ সালের আইনগত কাঠামো (তৃতীয় সংশোধনী) আদেশ বলে অভিহিত হবে এবং সাথে সাথেই তা বলবৎ হবে ও ১৯৭১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর বলবৎ হয়েছে তাও ধরে নিতে হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৪। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গভর্নর, স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, এস, ইউ দুররানীর বিবৃতি	ইন্টারন্যাশনাল মনিটরী ফাণ্ডঃ প্রেস রিলীজ	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY THE HON. S.U. DURRANT, GOVERNOR, STATE BANK OF PAKISTAN AND GOVERNOR OF THE FUND FOR PAKISTAN.
at the Joint Annual Discussion

We meet in difficult times, as the excellent opening statements of our two chief executives and their Annual Reports so well portray. It is comforting to have in this unsettling environment the wisdom and the leadership of the Bretton Woods institutions. The crisis in world exchange and trade relationships was long in the making. It is perhaps just as well that the dramatic, if somewhat abrupt, actions of the U. S. Government give us an opportunity to look anew at problems that have been accumulating over the years: the erosion of stability in the central economy of the world trading system, the growth of a truly international capital market with no established principles for its regulation, a certain lack of reciprocity in the balance of payments adjustment process, a degree of rigidity in exchange rates which have tended to move out of alignment with relative changes in price levels and in trading power, and, perhaps most importantly, the growing disparity between poor and rich nations in an ever more crowded planet.

We urgently need to make a determined effort to dispel the present uncertainties and to prevent the disruption of world trade and payments. The managing Director of the Fund has clearly pointed to the adverse impact of the present situation on developing countries: these effects are particularly distressing since these countries have not contributed in any manner of the difficulties in the adjustment process between the United States and its principal trading partners. We strongly support the Managing Director's recommendation that we proceed to an agreed solution of certain issues without delay since the dangers of a prolonged interregnum are grave. If trade restrictions of currency discrimination or financial distortions graw, there will be serious disruption of development programs based on assumptions of rising capital inflows and enlarging trade opportunities. The less developed world may have a smaller weight in the global volume of production and trade but as the President of the World Bank observed in his address, it must nevertheless support the predominant weight of the world's people. Their concerns in the satisfactory evolution of orderly arrangements for the operation of the international monetary and commercial system are therefore real and their participation must be active and even intimate. While the developed countries would prefer to work out their differences in more restricted groupings, there is too much at stake for the formulating of any solutions to be left to such exclusive forums. In the Bretton Woods institutions we have a world community and it is much to be desired that the process of looking and finding solutions will be channeled through them.

The crisis that is upon us cannot be overcome by realignment of exchange rates alone, although this will be a crucial ingredient of any settlement. Beyond it there is need for re-thinking the reserve settlement mechanism and for a greater coordination of monetary policies among the developed countries. As for the developing countries what is needed most is the restoration of the primacy of rules of conduct in international economic relations that are generally accepted and effectively enforced. In particular, there is an urgent need for restoring the elements of stability that are basic to the par value system, possibly qualified by permission for temporary deviations from par value obligations. Even a brief floating of rates, however, has dangers and should be permitted only under international supervision through the granting of additional powers of surveillance to the fund. Moreover, once a currency has settled down to a per value, fluctuations around per should remain within specified limits and preferably within the limits prescribed under the Articles of Agreement. There is also an important need for elaborating the reserve creating and reserve settling functions of the Fund, which now exist in an embryonic form in the special drawing rights.

Until solutions along these lines are negotiated, the prospects of development financing are seriously in jeopardy. The 10 per cent cut in U. S. aid a portent which might affect the willingness of other donors until a proper burden-sharing formula is evolved. The progress toward untying aid, which was being pursued under OECD auspices, has reportedly slowed down. The improvement in terms of aid, which is so desperately necessary if debt service problems are to be contained, may receive a setback, it is disturbing to find that, while foreign aid experts emphasize the developing of new relationships among donors and recipients and deciding aid matters on strictly economic criteria, non-economic considerations are increasingly applied. Hence, it is incumbent on us that as we move toward major innovations in the functioning of the international monetary system we also take a closer look at the assumptions and working of the international development financing arrangements which are focused in the World Bank Group.

The assumptions on which the World Bank was established are increasingly called into question by the growing burden of debt. We welcome the bank staff study on the external debt problems of developing countries, as well as the work done in the past year on the experience of countries that have gone through multilateral rescheduling of debt. While we have now a much better knowledge of the complex factors that lead to situations of excessive indebtedness, there is not yet a disposition to act upon the recommendations of the Pearson Commission and other expert groups both in the UN system and outside for realistic longer-term arrangements. In their continuing work on this subject, we expect that our institutions will focus urgently on both the financial and organizational contributions that they can make in this vital area.

The concept of the Bank as a development lender to creditworthy nations is perhaps tending to deviate from the reality as we know and find it. A stage has been reached where some of the largest developing countries are unlikely to be eligible to borrow from the Bank and where the Bank can, at best, stabilize its loan portfolio. Even a stable portfolio must mean a transfer of resources form these countries to the World Bank. This

is clearly an untenable situation and raised the difficult question of how far te bank can show greater flexibility in rearranging amortization schedules for its loans under certain specified conditions.

The Bank and its members have tried to take account of the difficulty of the poorer countries through establishing the IDA as "the soft window" of the World Bank Group. But this has been associated with a new element of instability because every few years IDA must seek its replenishment. This is an exercise beset with many political troubles and resulting in periodic spells of uncertainty in international development finance. We must search for more assured and more enlightened solutions. The idea of a link between special drawing rights and development finance is perhaps one of the most promising initiatives that has been proposed in the postwar period, and could do for international development finance a service as great as the activation of SDRs has done for the international monetary system. We hope that the Fund's studies on this subject will be concluded in good time for consideration before decisions are taken on the second SDR period.

Another problem that comes increasingly to the fore as the World Bank Group grows in importance and prestige is the possibility of conflict between its strictly economic functions and the political implications of its actions. The world is a highly turbulent place and however much we seek to bring a sense of order to it, there are inevitably times and situations in which differences in objectives will arise. In this troubled framework the manner in which the World Bank Group acts, as well as the substance of its actions, must be carefully guarded lest harm be done to relationships of trust. Perhaps the need is for a greater sensitivity to the political consequences of actions by a staff that is expert in its own restricted field of competence, but whose objectivity needs a stronger buttress in procedures and arrangements within the institution itself. A review in depth is necessary in the relationship of the Executive Board as representative of member governments and the management and staff of our institutions.

We have heard with interest in the address of the World Bank President the advocacy of development policies aimed at providing greater employment opportunities. If developing countries have not given to these objectives the attention that they deserve, a primary constraint is the larger claim that such programs make on internal financial resources and on scarce organizing ability. The shortage of domestic savings shows itself acutely in the creation of physical facilities using domestic labor. It is, perhaps, inevitable that developing countries have relied on the use of foreign equipment incorporating a technology not consistent with their own resource endowments simply because foreign saving could be obtained only through project loans. Moreover, because employment creating activities are likely to be widely diffused, involve small enterprises, and give returns that are hard to quantify in financial terms. Such activities are hard to fit into the normal mold of project loans. The Bank has been experimenting with general sector or program lending and its guidelines on local currency financing have also Provided some escape from the difficulties of bank financing for the foreign exchange component of projects. What is now required is a decisive move in the direction of program lending-that would greatly strengthen the feasibility of undertaking

employment-intensive, Investments. I would suggest that the great success achieved in making overall evaluations of the economic situation and prospects by Bank missions gives enough assurance that the total deployment of Bank resources will serve development objectives in the employment field, without regard as to whether these resources are tied to Projects or not.

Also essential is a reformulation of lending criteria and appraisal procedures of the Bank and other external lenders that would reflect the awareness of the importance of employments creating investments and favoring a more egalitarian Pattern of production. We recognize that this border concept of the development process with require time and intensive study before it can be implemented and we look forward to the Bank's leadership in this field as in many others.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৫। ভারতের কাছে কড়া প্রতিবাদঃ পাকিস্তানী জাহাজ হয়রানী	দৈনিক পাকিস্তান	২ অক্টোবর, ১৯৭১

ভারতের কাছে কড়া প্রতিবাদঃ
গভীর সাগরে পাকিস্তানী জাহাজ হয়রানী

ইসলামাবাদ, ১লা অক্টোবর, (এ পি পি)। -গভীর সাগরে ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ কর্তৃক পাকিস্তানী জাহাজ হয়রানী হওয়ার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার ভারত সরকারের কাছে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে। (ক) ১৯৭১ সালের ১৫ই আগষ্ট ১১-১৫ মিনিট থেকে ১২-৫০ মিনিটের মধ্যে পাকিস্তানী বাণিজ্যতরী 'ওসেন এনার্জী' কে দুটো ভারতীয় রণতরী অনুসরণ করেন।

ঐদিন ১২-৫০ মিনিট বাণিজ্যতরীটি ১৬ ডিগ্রি ৩৯ উত্তর ৮৬ ডিগ্রি ০৬ পূর্বে কোর্স ২০৬ ডিগ্রি গতিপথে অগ্রসর হচ্ছিল। জাহাজটির গতিবেগ ছিল ১৯,৫ নট।

(খ) ১৯৭১ সালের ২০শে আগষ্ট সকাল ৯টা তিন মিনিটে পাকিস্তানী বাণিজ্যতরী 'সফিনা-ই আরব' ১৯ ডিগ্রি ৩৩ উত্তর ৫৯ ডিগ্রি ৫৫ পূর্ব গতিপথে অগ্রসর হচ্ছিল। এই সময় ভারতীয় তিন রণতরী জাহাজটি ঘেরাও করে। এগুলোর মধ্যে ভারতীয় নৌবাহিনীর 'বেটনা' জাহাজটি চলে যাওয়ার আগে পাকিস্তানী 'সফিনা-ই আরব' জাহাজের বিপরীত দিক দিয়ে প্রায় দুশো গজের মধ্যে আগমন করেন।

ভারতীয় নৌবাহিনীর এই চরম উস্কানীমূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার ভারত সরকারের কাছে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে। গভীর সাগরে স্বাধীনতা লজ্ঘনের এই তৎপরতা ভবিষ্যতে যাতে আর না ঘটে, অবিলম্বে তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাকিস্তান ভারতের কাছে দাবী জানিয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৬। হিউম-মাহমুদ আলী বৈঠক	দৈনিক পাকিস্তান	৩ অক্টোবর, ১৯৭১

হিউম-মাহমুদ আলী বৈঠক

জাতিসংঘ, ২রা অক্টোবর (এ পি পি)। -জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের নেতা জনাব মাহমুদ আলী শুক্রবার রাতে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউমের সাথে পূর্ব পাকিস্তান প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা করেছেন। এপিপির বিশেষ সংবাদদাতা জনাব ইফতিখার আলী জানাচ্ছেন। সাধারন পরিষদের বিতর্ক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম পূর্ব পাকিস্তান প্রশ্নে নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন।

তিনি ভারতে অবস্থানরত পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে একটি রাজনৈতিক সমাধানের দাবী বাদ দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে গেরিলা তৎপরতার বিপদ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে খাদ্য সরবরাহের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে জাতিসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৭। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের উপনির্বাচনের সময়সূচীঃ পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের প্রেস নোট (৩ অক্টোবর)	মর্নিং নিউজ-করাচী	৪ অক্টোবর, ১৯৭১

PRESS NOTE ISSUED BY THE PAKISTAN
ELECTION COMMISSION
OCTOBER 3, 1971

Polling for by-elections for the 88 seats in the provincial Assembly of East Pakistan which were rendered vacant on account of the disqualifications (including one death) will be held between December 18, 1971, and January 7, 1972, it was officially stated here today (Islamabad, October 3).

Nominations will be received by the Returning officers concerned on November 1, 1971 in their offices during usual working hours, according to a Press Note of the Election Commission.

Scrutiny of nomination papers will be done by them on November 2. Withdrawal of candidature will be allowed up to November 7. Polling for elections for these seats will commence on December 18 and will be concluded on January 7, 1972.

Under the legal Framework Order, 1970, as amended, by-elections in these provincial constituencies should be completed within four months of occurrence of the vacancies, i. e, before January 10, 1972. In view of this legal requirement, these by-elections have to be held between December 18, 1971 and January 10, 1972, in continuation of the by elections from December 12, 1972 to December 23, 1971.

Because of the necessity of staggering the polls, voting in a few constituencies of the second phase has necessarily to be commenced form December 18, 1971, so as to complete the entire process of elections before January 19, 1972.

Following is the schedule:

Number and name of constituency-Date for the poll.

1. PE-4 Rangpur-IV 24-12-1971, 2. PE-5 Rangpur-V, 3. PE-6 Rangpur VI 29-12-1971, 4. PE-12 Rangpur-XII 31-12-1971, 5. PE-16 Rangpur-XVI 3-1-1972, 6. PE-18 Rangpur-XVIII, 7. PE-19 Rangpur-XIX 6-1-1972, 8. PE-22 Rangpur-XXII 7-1-1972, 9. PE-36 Bogra-IV 25-12-1972, 10. PE-37 Bogra-V 11. PE-41 Bogra-IX 19-12-1971, 12. PE-39 Bogra-VII 22-12-1971, 13. PE-44 Rajshahi-III 29-12-1971, 14. PE-48 Rajshahi-VII 1-1-1972, 15. PE-56 Rajshahi-XV, 16. PE-57 Rajshahi-XVI 24-12-1971, 17. PE-61 Pabna-III, 18. PE-62 Pabna-IV 1-1-1972, 19. PE-65 Pabna-VII 29-12-1971, 20. PE-68 Pabna-X 25-12-1971, 21. PE-91 Khulna-I, 22. PE-92 Khulna-II 22-12-1971, 23. PE-95 Khulna-V 1-1-1972, 24. PE-98 Khulna-VIII 25-12-1971, 25. PE-104

Khulna-XIV 29-12-1971, 26. PE-109 Patuakhali-V 23-12-1971, 27. PE-110 Patuakhali-VI, 28. PE-111 Patuakhlai-VII 26-12-1971, 29. PE-118 Bakergunj-VII 29-12-1971, 30. PE-126 Bakerganj-VI 1-1-1972, 31. PE-129 Bakerganj-XVIII 24-12-1971, 32. PE-131 Tangail-II 23-12-1971, 33. PE-137 Tangail-VIII 26-12-1971, 34. PE-139 Mymensingh-I, 35. PE-140 Mymeningh-II, 36. PE-141 Mymensingh-III 7-1-1972, 37. PE-144 Mymensingh-VI, 38. PE-145 Mymensingh-VII, 39. PE-146 Mymensingh-VIII 5-1-1972, 40. PE-147 Mymensingh-IX, 41. PE-148 Mymensingh-X 3-1-1972, 42. PE-149, Mymensingh-XI 1-1-1972, 43. PE-5-152, Mymensingh-XIV, 44. PE-153 Mymensingh-XV 30-12-1971, 45. PE-156 Mymensingh-XVIII, 48. PE-163 MM-Mymensingh-XXV 180-12-1971, 49. PE-164 Mymensingh-XXVI-15-12-1971, 50. PE-173 Dacca-X 4-1-1971, 51. PE-175 Dacca-V, 52. PE-176, Dacca-VI 6-1-1972 53. PE-180 Dacca-X 4-1-1972, 54. PE-188 Dacca-XVIII 29-12-1971, 5. PE-194 Dacca-XXIV, 56. PE-197 Dacca-XXVII, 57. PE-198 Dacca-XXVIII 2-1-1972, 58. PE-201 Faridpur-I 29-12-1971, 59. PE-203 Faridpur-III, 60. PE-204 Faridpur-IV 31-12-1971, 61. P?E-209, Faridpur-IX 7-1-1972, 62. PE-213 Faridpur-XIII, 63. PE-214 Faridpur XIV, 64. PE-219 Faridpur-XIX 3-1-1972, 65. PE-216 Faridpur-XVI, 66. PE-217 Faridpur-XVII, 67. PE-218 Faridpur-XVIII, 5-1-1972, 68. PE-221 Sylhet-II, 69. PE-222 Sylhet-II 25-12-1971, 70. PE-223 Sylhet-IV, 71. PE-224 Sylhet-V 29-12-1971, 72. PE-231 Sylhet-XII, 74. PE-232 Sylhet-XIII, 31-12-1971, 75. PE-246, Comilla-VI, 76. PE-247 Comilla-VII 3-1-1972, 77. PE-250 Comilla-X, 78. PE-5-252 Comilla-XII 30-12-1971, 79. PE-259 Comilla-XIX 26-12-1971, 80. PE-260 Comilla-XX, 81. PE-263 Comilla-XXIII 25-12-1971, 82. PE-274, Noakhali-VII 29-12-1971, 83. PE-278, Noakhali-XII, 84. PE-279 Noakhali-XIII 25-121971, 85. PE-281 Chittagong-I, 86. PE-284 Chittagong-IV 26-12-1971, 87. PE-285 Chittagong-V 23-12-1971.

The Election Commission today have also announced the following schedule for the holding of by-election to Provincial Assembly seat of East Pakistan PE-69 Pabna-XI which fell vacant by reason of the death of the person elected from that constituency.

The nomination of candidates will be on November I, scrutiny of nominations will be on November 2 and te last date for the withdrawal of candidature in November 7 while polling will be held on December 23.

(MORNING NEWS, Karachi-October 4, 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৮। জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে মাহমুদ আলীর আরেকটি বিবৃতি (অংশ)	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	৫ অক্টোবর, ১৯৭১

EXTRACTS FROM STATEMENT OF MR. MAHMUD ALI (PAKISTAN) IN THE U.N. GENERAL ASSEMBLY OCTOBER 5, 1971

At the time of the partition of the sub-continent, we in Pakistan inherited barely one-fifth of the area and were placed at a disadvantage in many other aspects. Nevertheless, we accepted an award delimiting the boundaries of Pakistan and India, even though it was unjust to us. We envisaged the closest co-operation with our neighbor, India. Our independence was not more than two months old when India completely violated the basis of partition-the independence settlement of 1947 and sent its arms to occupy a Muslim-majority area, Jammu and issue with Pakistan, as indeed it negotiate on many other issues; but when such negotiations take place, as in this case, India prevaricates and uses various devices to avoid facing the real issue.

I have mentioned these two major causes of the friction between India and Pakistan. Without this friction, and without the pervasive background of India's constant attempts to weaken and isolate Pakistan, the present India-Pakistan situation involving a threat to the peace would be totally incomprehensible. Had Indian rules not been hostile to Pakistan, would they not find it unnatural and repugnant to try to take advantage of their neighbor's internal difficulties? Would they not scrupulously refrain from interfering in our affairs? What is happening today on the borders of my country and our neighbor India, is not mere border skirmishes, it is armed intervention by one country, a Member of the United Nations, India, into the territory of another Member of the United Nations, Pakistan.

India has been engaged for the past few months, and is engaged now, in a clandestine war on Pakistan. At a time when, regardless of the nature of the military action taken by the Pakistan Government in its own territory India could have no conceivable fear of invasion, it has concentrated a large number of its forces, some 2000,000, and its machines of destruction of the borders of East and West Pakistan. In has been engaging shelling and mortar fire against East Pakistan. It regularly sends its own armed personnel into my country to cause death and destruction. It harbours, trains, finances, equips and encourages-some even forces-the dissidents to undertake acts of sabotage and to cripple te economy of East Pakistan. In short, India is at the moment carrying out acts of war against my country, and the only reason why the situation has not been escalated is that the Government of Pakistan has exercised the utmost restraint.

The resort to shelling, mortar-firing and other warlike actions against Pakistan have become a regular feature of the tension build up by Indian armed forces along our borders.

Let me cite two concrete instances of recent occurrence to give the Assembly an idea of what we are confronted with at present.

Indian artillery fired nearly one thousand shells of five closely-located border villages in Sylhet district on the night of 29th September. The villages battered by Indian shelling were Mantala Kamalpur, Jaipur, Armnagar and Harashpur. Twenty eight villagers, including twelve women and eight children, were killed, while thirteen others were wounded. Among the casualties was a party of Telephone Department employees who were repairing a telecommunication line. Communication lines, it must be mentioned, are particular targets of Indian attacks. After shelling, Indian armed personnel attempted to infiltrate into these areas. The Pakistan Army combed the area and recovered 3 light machine guns, 145 boxes of small arms ammunition, 100 steel helmets, 40 mines, some wireless sets and 387 grenades.

India is also trying to create famine conditions in East Pakistan by aiding and encouraging the destruction of lines of supply for transportation of food-grains into Pakistan. As a result of operations against saboteurs who damaged the American food-ship Lightning at Calna anchorage recently, Pakistan authorities have apprehended frogmen trained in India and launched near Chalna and Chittagong ports for sinking ships bringing food grains to East Pakistan. The frogmen were given limpet mines by India and trained in their use. By indulging in sabotage of food-ships, India is trying to create conditions of famine for 75 million people of East Pakistan to fulfill its own political objectives. If the international community is genuinely concerned about possible food shortage in East Pakistan, it has an obligation to prevent India from indulging in activities shortage in East Pakistan, it has an obligation to prevent India from indulging in activities which, if unchecked, cannot but endanger the sustenance for the people of East Pakistan.

It is now for the world community and for the United Nations in particular, to prevent another conflagration which would be catastrophic for South Asia.

Secretary-General U Thant, on 20th July last, sent a memorandum to the President of the Security Council drawing his attention to the threat to the peace which has arisen in the sub-continent. The Secretary-General inter-alia, emphasized that he had become increasingly apprehensive at the steady deterioration of the situation in the region in almost all its aspects. The Secretary General said:

"In the Present case; there is an additional element of danger, for the crisis is unfolding in the context of the long-standing, and unresolved, differences which gave rise to open warfare only six years ago"

About the actual situation on the border, he said:

"The situation on the borders of East Pakistan is particularly disturbing. Border clashes, clandestine raids and acts of sabotage appear to be becoming more frequent…"

And he recognized the threat to peace, indeed to world peace by stating that:

"No one of us here in the United Nation can afford to forget that a major conflict in the sub-continent could all to easily expand."

In short, U Thant has clearly defined the situation as a threat to the peace and urged the Security Council to consider with the utmost attention and concern the present situation and to reach some agreed conclusions as to measures which might be taken.

As I mentioned in my statement in exercise of the right of reply on 29th September, my Government has expressed its readiness to co-operate with the security Council and has welcomed the proposal for a good offices committee of the Council to help reduce the tension between our two countries. I reiterate that readiness here.

India of course, takes an opposite view. Its Government contends that it is not an India-Pakistan problem. They would believe that everything that has happened has been due to Pakistan's actions only, and that India has been merely a passive victim, burdened with a huge influx of refugees. But what are the facts? The facts about Indian intervention are patent and I have already mentioned them.

The world has heard a lot about East Pakistan in recent months much of what has been said has come from outsiders. Not all of them have to test their statements against realities. Many among them moralize and assume lofty postures. But if I may strike a personal tone, I come from East Pakistan. Unlike the distinguished Foreign Minister of India. I cannot afford the luxury of mis-statements and propaganda. From this Assembly, I will go back to East Pakistan. I have to live and suffer and strive and build among my people there, I do appreciate whatever humane concern, unmixed with sordid political motives, exists anywhere for the people of East Pakistan. At the same time, I deplore that the situation in our homeland has been so distorted in the world's eyes, its causes so misrepresented, the sequence of events so disfigured, that it has been made to appear as if there is a war between East Pakistan and West Pakistan. Let an East Pakistani voice rise from this rostrum reminding the world that the people of East Pakistan and West Pakistan are brethren, joined in an imperishable union, and that when the two undertook together the enterprise of building a federal state, it was an unfettered act of self-determination on the part of each. The people of East Pakistan have not regretted, and do not regret, that choice. True, we have problems relating to regional autonomy, to a distribution of national resources based on justice, to the removal of disparities between the different regions. Which State, which large or multilinguistic or multiracial State, is free from such problems? Let not one such state gloat over the problems of another. We in Pakistan, have undergone a most traumatic experience. We have endured a situation of extremity. We have gone through an ordeal. But through it all, we have realized that the fragmentation and fission of our Statehood, the break-up of our unity is and can be no more a solution for us tan it is for others.

It has been a great misfortune that, in our case, these problems led to a violet upheaval. Why this happened cannot he understood without some basic facts about Pakistan's national existence and its relations with India being kept in mind. But it is fantastic to suppose that the conflict was due to East Pakistan's demand for autonomy being suppressed. Are the people of East Pakistan less than independent in a united Pakistan where they are in a majority, and can dominate the Central Government? A majority has, or can acquire, the power to right wrong and to correct imbalances. It is unthinkable for a majority to want to secede. By definition a demand for secession is a

minority's demand. Since, I repeat, the people of East Pakistan are not a minority or a small ethnic group within Pakistan, it follows that the secessionists among them do not represent the people at large. Being secessionists, they are a self-confessed minority. Their position proclaims their isolation from the people. Such isolation can be due either to a total failure of statesmanship, or to collusion with a foreign power, which wishes the disintegration of the State. In the secessionists in East Pakistan, it was due to both.

The relationship between the upheaval in East Pakistan and India's actions is immediate. For months Indian war material had been steadily passing into East Pakistan from across a border which, traversing river, hills, forests and swamps, could not be fully guarded by the limited number of Pakistani troops. When the crisis approached, India sundered the air communications between East and West Pakistan by banning the over flights of Pakistani aircraft across Indian territory. It did so in reprisal against the hijacking of an Indian plane to Pakistan. But, as has been judicially established, this hijacking was engineered by Indian intelligence itself, wanting to create a pretext for India to ban the over flights. The ban is illegal and contrary to India's international obligations. Yet, even now, despite international efforts at conciliation. India refuses to lift it. When the crisis mounted and Pakistan was passing through its severest test, India massed its troops along our borders, in East and West Pakistan.

Faced with this threat from outside combined with an insurgency in the country, the Government of Pakistan had no choice but to use all means to save the country from anarchy, dismemberment, and inevitable Indian domination. I ask the distinguished Representatives assembled in this hall, faces with similar circumstances, what would any other legal Government do?

Conflicts of the kind which we have suffered in East Pakistan are a supreme tragedy. But world opinion is not yet fully aware of how it has been caused and intensified by foreign interference. Had India's concern with the plight of the displaced persons been purely humanitarian, it would have followed a different line of policy. It would have done its utmost to convey the appeal of the Government of Pakistan to the displaced persons to return to their homes. It would have co-operated with us and with the United Nations in a common effort to accomplish this objective. It would have entered into a neighbor dialogue with Pakistan. Here was a situation where, if no power politics was involved, the interest of both India and Pakistan demand that the displace persons be enabled to return to their homes.

It therefore causes us the profoundest regret that, both by its incessant propaganda and its action, India is inhibiting the return of the refugees. By engineering border conflicts, mortar-fire and shelling, India makes it impossible for our nationals to cross the border. It uses their presence within its borders for recruiting from aiming them the so-called volunteers for secessionist forces.

It is this policy of the Government of India which has so far defeated our efforts to bring back to refugees. The declaration of a general amnesty the repeated appeals of the President of Pakistan, the acceptance of the assistance of the United Nations High Commissioner of Refugees and of the presence of his Representatives in East Pakistan.

the establishment of reception centers and the provision of facilities for the re-settlement of the returning refugees by every feasible means we have demonstrated that we are anxious for our nationals to return. On 19th July, Secretary General U Thant proposed to both India and Pakistan that a limited number of the Representatives of the U.N.H.C.R. be posted on both sides of the border to facilitate the voluntary repatriation of the refugees. We unhesitatingly accepted this proposal, India however, rejected it.

The ostensible reason which India cites for its refusal to allow the return of the displaced persons is that conditions are not secure for their return. In the first place, India itself makes the conditions insecure. Secondly, what India means by "secure conditions", as the distinguished Foreign Minister of India made amply clear before this Assembly, is a political solution which would be in accordance with its dictates. The Prime Minister and other leaders of India have publicly declared that they will agree to the return of the displaced persons only when the so-called "Bangladesh" emerges' in other words, when East Pakistan secedes and passes under Indian tutelage.

Could there be a more blatant interference in the internal affairs of one state by another? Only last year, India joined all of us in voting for the Declaration on the Strengthening of International Security which solemnly affirmed the universal and unconditional validity of the purposes and principles of the Charter of the United Nations, including the principles of non-interference, as the basis of relations among States, irrespective of their size, geographical location, level of development, of political, economic and social systems, and declared that the breach of these principles cannot be justified in any circumstances whatsoever.

The issue that is posed by India's interference is not of concern of Pakistan alone. It concerns all nations that wish to preserve their sovereign status and territorial integrity. If the principle of non-intervention is set aside or compromised, every nation, smaller or weaker than its neighbor will be open to the latter's inroads. I therefore appeal to this Assembly to exercise its powers of persuasion on India to desist from its interventionist course. For our part, we are determined to resist India's encroachments and achieve the political solution which we sorely need for our own survival.

Let not India pretends that it has not also created some other problems in the sub-continent. India engaged in efforts to subjugate the Nagas-a proud, non-Indian people-who have borne untold hardship during their long resistance to Indian rule. In India's own territory, there are situations which are the direct result of the exploitation and suppression of the smaller linguistic and ethnic groups in India, notably the Dravidians, she Sikhs and the Bengalis, but we do not made them a cause for interfering in India's affairs. We only wish that India realized, as we do, that anarchy and fragmentation are a danger as much to itself as to us.

If I may sum up the India-Pakistan situation it is a situation of a patent threat to peace which needs to be removed if the people of the two countries are to resume their struggle to achieve higher standards of life in larger freedom. We do not consider the Indian

people as our enemy. Indeed, we feel that, by its unrelenting hostility towards Pakistan, by perpetuating a climate of tension in our region, the Indian Government is committing treason against its own people. We wish that the Indian Government realized that a strong Pakistan is a guarantee of peace in South Asia. Similarly, we wish all the great powers to recognize that attempts to weaken Pakistan and to isolate it, will undermine the balance of power and stability in the region and will promote a hegemony that will be inimical to peace.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৯। রজার্স-মাহমুদ আলী বৈঠক	দৈনিক পাকিস্তান	৯ অক্টোবর, ১৯৭১

রজার্স-মাহমুদ আলী বৈঠক

ভারতের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ শান্তির পক্ষে হুমকি
ভারতকে নিবৃত্ত করার আহ্বান

জাতিসংঘ, ৮ই অক্টোবর (এ পি পি)। - সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের নেতা জনাব মাহমুদ আলী গতকাল সন্ধ্যায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স-এর সাথে পাক-ভারত উপমহাদেশের বিস্ফোরণোম্মুখ পরিস্থিতি সম্পর্কে ৪৫ মিনিট ধরে আলাপ আলোচনা করেন। পাকিস্তানী সূত্রে প্রকাশ, জনাব মাহমুদ আলী মার্কিন নেতাকে বলেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ শান্তির পক্ষে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ভারতকে ঠেকান না গেলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যেতে পারে।

ভারতকে হস্তক্ষেপের পথ থেকে বিরত করা আন্তর্জাতিক জাতিপুঞ্জের কর্তব্য। পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের প্রধান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক গোলযোগের সময় প্রায় ২০ লাখ লোক পাকিস্তান নাগরিক ভারতে চলে গেছে।

সরকার তাদের ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছুক এবং এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে উদ্বাস্তুদের ফেরার সুযোগ-সুবিধার জন্য জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগে পাকিস্তান রাজী আছে। কিন্তু ভারত রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এতে রাজী হচ্ছে না।

আন্তরিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় জনাব মাহমুদ আলীকে সাহায্য করেন অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব, মমতাজ এ আলভী, জাতিসংঘে পাকিস্তানী দুত জনাব আগাশাহী ও যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত আগা হেলালী।

অপর এক খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান গতকাল সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় কমিটিতে (অর্থনৈতিক ও সামাজিক) বলেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক যোগযোগের সময় ভারতে গমনকারী পাকিস্তান নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে পাকিস্তান ইচ্ছুক। পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য তার সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮০। রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কিত ৯৪ নং সামরিক বিধি জারী	পাকিস্তান টাইমস	১০ অক্টোবর, ১৯৭১

MARTIAL LAW REGULATION 94 REGARDING POLITICAL ACTIVITY
October 9, 1971

1. This Regulation shall come into force on the 10^{th} day of October 1971, and shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

2. In this Regulation, unless there is anything repugnant in the subject or context, "political party" includes a group or combination of persons who are operating for the purpose of propagating any political opinion for indulging in any other political activity.

3. No political party or person shall propagate any opinion or act in a manner prejudicial to the ideology or the integrity or the security of Pakistan or prejudicial to any of the principles enunciated in article 20 of the Legal Framework Order, 1970 (PO, No. 2 of 1970).

4. No political party or any person, in the course of political activity, shall: (a) Use force, violence, intimidation or threats of injury or offer monetary gains in propagating, or for securing support for any views, (b) in any manner cause injury or damage to any person our property, (c) interfere in the operation or the functioning of public services, corporations or institutions set up by or under any law, (d) seduce, or attempt to seduce, from his allegiance or his duty, any public servant or any person serving in any corporation or any other institution set up by or under any law, (e) in any manner interfere with, or cause disruption in, the functioning of educational institutions, (f) subject any unit of the news media, including newspaper offices and pressure of any kind, direct or in the performance of its functions of prevent it from projecting its views, (g) in any manner interfere with the functioning, or transgress the limits of decent and fair criticism of any other political party or its members, or (h) in any manner cause obstruction in or hinder or propagate against the holding of by-elections to the National Assembly or a Provincial Assembly.

5. (a) For the purpose of enabling the Deputy Commissioner or an officer authorized by him in this behalf to take suitable steps for the avoidance of any clash of programmes of, and consequent inconvenience to different parties in the holding of public meetings or taking out of procession of a political nature, every person who intends to hold such a meeting or take out such a procession shall give reasonable notice of his intention in writing to the Deputy Commissioner or the officer so authorized specifying the date on which, and the time and place at which meeting is proposed to be held and the route through which such procession is proposed to be taken out. (b) If the Deputy Commissioner, or the officer authorized as aforesaid, receives notices under sub-paragraph (1) of more than one such meeting or procession to be held or than out in the same place or area on the same date, he shall, after such consultation with the parties

concerned as he deems necessary, so arrange the programme of the several meetings and processions as to avoid any clash of programme of, and consequent inconvenience to, the parties, (c) no public meeting or procession of a political nature shall be held or taken out except after giving a notice under sub-paragraph (1) and, where a programme has been arranged under sub-paragraph (2), except in a according with the programme so arranged.

6. No person shall attend a public meeting or join a procession of a political nature armed with any deadly weapon or instrument which can he used as a weapon of offence or carry any article which can be used for causing injury or damage to any person or property.

7. No person, while speaking at a public meeting shall-(1) (a) use my treasonable matter or expression, or (b) make any statement calculated to produce feelings of enmity or hatred between people or different regions communities, races, castes, seats, tribes or between people professing different religions, or (c) make any statement calculated to excite people to violence (2) no person attending or participating in any public meeting shall carry or display a placard or poster or raise a slogan as referred to in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph 8.

8. No person joining a procession of a political nature or a demonstration shall carry a placard or poster or raise a slogan, (a) which is calculated to create hatred against any religion, community, race, sector, tribe or between people of different regions, or (b) which is calculated to incite the people to violence or to cause carnage to any property.

9. No person shall, in any manner obstruct or disturb or cause to be obstructed or disturbed, a public meeting or a procession of a political nature held or taken out by any person or political party.

10. No person shall be a member or office-bearer of a political or hold a public meeting or take out a procession of a political nature if he (a) has been convicted of an offence, other than an offence of a political nature and sentenced by any court of law to transportation or to imprisonment, unless a period of five years has elapsed since his release, or (b) has been removed or dismissed from the service of Pakistan or service of any corporation set up by or under any law, unless a period of three years has elapsed from the date of his removal or dismissal from such service.

11. Martial law Regulation No. 76, issued by the Chief Martial law Administrator, is hereby cancelled.

12. Whoever contravenes any of the provisions of this regulation shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

(PAKISTAN TIMES, Lahore-October 10, 1971).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮১। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বেতার ও টেলিভিশন বক্তৃতা (অধিবেশন আহ্বান, ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতীয় হামলা)	জাতিসংঘে পাকিস্তান মিশনের তথ্য কেন্দ্রের দলিল	১২ অক্টোবর, ১৯৭১

PAKISTAN NATIONAL ASSEMBLY TO MEET ON 27 DECEMBER, 1971 NEW CENTRAL GOVERNMENT TO BE FORMED IMMEDIATELY AFTERWARDS PRESIDENT YAHYA KHAN CHARGES INDIA WITH MOVING FORWARD ARMY AND AIR FORCE UNITS ALL ROUND EAST PAKISTAN

Islamabad, 12 October 1971: President Aga Mohammad Yahya Khan, in a address to the nation over the radio and television network today said, that Pakistan's new constitution would be published on 20th of December. The 90 day period of amendments to this constitution by the National Assembly by a special easier Procedure would begin after the formation of the Central Government.

President Yahya said that in order to accelerate the process of transfer of power the Central Government would be formed soon after the inaugural session of the National Assembly on 2th December.

Following is the text of the statement:

"I am addressing you today on a matter of grave concern to all of us. As you are aware, the hostile forces which opposed the establishment of Pakistan have never accepted its existence and have constantly been on the look out to weaken us and to ultimately destroy this country. In spite of our sincere endeavors towards amity and friendship over the past 24 years I regret to say that India has never missed any opportunity to bring harm to Pakistan. Her hostile designs toward us have been evident from a number of actions that she has taken and continues to take against us.

"The forcible occupation of Kashmir, the attack on Pakistan in 1965 and the construction of Farraka Barrage despite our persistent efforts to point out the terrible misery that it would cause to the people of East Pakistan, are some of the major examples of India's efforts to weaken us and to harm us in every possible way. There are innumerable instances of their ill-will towards Pakistan.

"India's latest efforts to disintegrate Pakistan are well known to all of you. She has tried to cut away East Pakistan from the rest of the country in collusion with certain secessionists in that wing by assisting the miscreants with arms, ammunition and funds and sending infiltrators to cause damage to life and property of the patriotic East Pakistanis. She has shelled and continues to shell a number of areas in that wing with her artillery and mortars. The world is gradually coming to know that all major sabotage

activities like the blowing up of bridges and disruption of communications in East Pakistan are being conducted by the Indian infiltrators in the name of the secessionists. Frogmen and saboteurs trained and sent by India attempted to damage food-ships in and around our ports in the Eastern wing but have been dealt with by our Armed forces. By such acts India's aim cannot be anything else but to create famine conditions and to starve the people in East Pakistan. So much for their claims of sympathy for the people of our Eastern wing.

"In addition to these hostile activities, India has moved forward army formations of all types including infantry, armour and artillery all round the borders of East Pakistan. Similarly Indian Air Force units have been located in positions from where they can pose a direct threat to that wing. In the West also, a large number of units and formations have been moved out of their peace stations and brought forward towards our borders. It is obvious from these moves and the posture adopted by her armed forces that there is a serious possibility of aggression by India against Pakistan. These feverish military preparations can lead to but one conclusion, namely that she can launch a war of aggression against Pakistan at short notice.

"While there is no reason for undue alarm I have described to you the hostile moves of India as the Nation must know and realize the dangerous situation that the country is facing today.

"However let me assure you that the Government and the armed services are fully alive to the situation and are aware of the imminent danger of aggression against this country by India in both wings. Your valiant armed forces are fully prepared to defend and protect every inch of the sacred soil of Pakistan. With complete faith in the righteousness of their cause and trust in the help of Allah our armed forces will successfully meet the challenge of aggression as they have done in the past.

"But let me remind you that in the event of war or equally grave emergencies it is not enough that only the Government and the armed forces should be ready to meet the challenge. Each one of you has a responsibility and duty to perform. In the present critical situation everyone must work hard with the spirit of a true Mujahid in his own particular sphere with the aggressive forces at our door step we must sink all our differences, eschew parochial and provincial prejudices and eliminate suspicion and mistrust. People in every walk of life must make positive efforts to bring about harmony and promote unity so that the whole nation stands up like a solid rock in defense of the country. I have no doubt that the people will rise to the occasion and join hands with their armed forces to meet the challenge to our security and integrity with patriotism and courage.

"Indian leaders by their bellicose statements have left on doubt in anybody's mind about their intentions. They have been openly talking about unilateral action against Pakistan and some of them have deliberately sought o whip up war frenzy. A number of important Indian leaders have been visiting foreign capitals to vilify and malign Pakistan and to solicit support for the cause of secessionist elements who have crossed over to India. The world, however, can see through the Indian game and cannot be hoodwinked

by her propaganda. All peace-loving countries of the world have understood with sympathy the yeoblem that we are facing and striving to resolve. A number of friendly countries have given us assistance directly and through the United Nations for the relief and rehabilitation of displaced persons and for the reconstruction of East Pakistan's economy. I would like to express my thanks to them.

"We have been gratified by the reassuring attude of a very large number of countries who have fully supported the stand the events in East Pakistan are our internal matter and that no one has any right to tell us how to conduct our affairs.

"Recently, I sent special envoys to call on the leaders of some African and Latin American countries who were most forthright in upholding our action in suppressing internal rebellion and disorder, Heart-warming messages expressing solidarity with our cause have been received from friends in the Muslim world and a number of Asian and African countries.

"We deeply appreciate the friendship and support by the Government of the People's Republic of China in our just stand. The understanding shown by the United States Government in the present situation is an important contribution to the principle that every nation has a right to find a solution its own problems.

"I have noted with interest the keen desire of Premier Kosygin expressed during a recent speech at Moscow for maintenance of peace in the subcontinent and that the Soviet Union would do everything possible to prevent a breach of peace. I welcome this and sincerely hope that the Soviet Union would use its influence to persuade India to refrain from indulging in acts which could lead to an armed conflict. I however, regret that Premier Kosygin made no mention of the various positive steps taken by me to transfer power to the elected representatives of the people as well as to facilitate the return and rehabilitation of displaced persons.

Many proposals of the United Nations like posting of U.N. observers to facilitate the return of displaced persons and defusing the explosive situation on the borders have been welcomed by us but spurned by the Indians. This is not the way towards peace.

As a result of general amnesty granted by the Government and the adequate arrangements for their rehabilitation about two hundred thousand displaced persons have come back to Pakistan but India is still holding back a large proportion although their number is grossly exaggerated by her. In this regard, we would welcome any international agency to assess the correct number of displaced persons. This proposal has also been turned down by the Indians. The obvious conclusion one can draw from this is that the bloated figures as given out by India can only be for one purpose and that is to attract maximum external aid under false pretences. She is forcibly keeping displaced persons in a pitiable state in stinking slum and camps and does not allow them to return. We would be grateful to all friendly countries if they would influence India to regard the issue of displaced persons as a human problem and instead of making political and financial capital out of it, let them return to their homes. International community should also impress upon India the need to desist from interfering in our internal affairs and to

withdraw her forces from our borders. This is the only solution for reducing tension in this are and saving it from a disastrous war which would result in callosal damage to life and property in both countries.

"it is our sincere belief that whether it be for the creation of a climate conducive to the return of the displaced persons of for the normalization of the situation, it is essential that India and Pakistan should work out ways and means to reduce tension and allow normalcy to return at the earliest. Having this in mind we have accepted in the past and will always be prepared to consider any positive initiative from any quarter which would help to realize these objectives.

"Here, I would like to address a word to my countrymen who are living abroad and who were misled by the horrifying tales born in the imagination of Indian propagandists and their foreign protagonists. I am glad that facts are now becoming known to them. I wish it were possible for them to come home to see things for themselves and to discover how the Indian propagandists have distorted the truth.

"I have repeatedly said and I say it again that we are a peace-loving country and want to live in peace with all nations of the world particularly with our neighbors. We have no desire to interfere in the affairs of other people nor shall we allow others to interfere in ours. Undisturbed and lasting peace is essential for the prosperity and well being of our people. We have throughout done our utmost to avoid conflict and exercised every restraint ill the interest of peace. However, unilateral efforts by us alone in such a situation are not enough and there has to be response and reciprocity from India. We know and I hope that our neighbor also realizes that armed conflicts do not solve any problem. In fact such conflicts create more problems and hamper the pace of progress.

"We firmly believe that all outstanding issues between the two countries including those of Kashmir and Farakka Barrage should be setted peacefully in a Just and equitable manner. While desire peace, we are fully prepared to defend and protect, our territorial integrity and sovereignty. Let there be no misunderstanding or miscalculation on that account.

"I would now like to apprise you of the details of my plan of transfer to power which I had announced on the 28th of June this year and which was followed by a statement by me on 18th September. I might mention here that the plan was fully discussed with the political leaders, and they were informed in clear terms of what I was going to announce.

"As you are aware, I have already taken certain steps toward the fulfillment of the plan. Arrangements have been made by the Chief Election Commissioner to hold by-elections to fill in the vacancies in the National Assembly as well as the provincial Assembly in East Pakistan.

"The Constitution will be published by the 20th of December and the National Assembly will be summoned on the 27th of December, 1971.

"You are also aware that the National Assembly will have every opportunity of suggesting amendments in the Constitution and a special easier procedure for facilitating

this task has been evolved for the initial period of 90 days. This procedure would be that the Assembly may propose an amendment to the Constitution by a simple majority of the total number of seats of the Assembly and a consensus of the provinces that is to say by a minimum of 25% of the total seats of each province. For purposes of arriving at these figures, a fraction will be taken as a whole. I might add that this period of 90 days includes the times taken for consideration or reconsideration of proposed amendments by me. I thus visualize that proposed amendments will continue to be submitted to me throughout this period from its commencement. Last amendments, however may be submitted to me by the House not later than 80 days from the commencement of the three months period in order to give me at least 10 days for their consideration or re-consideration. Thus the completion of the whole of this process will not exceed a total period of 90 days.

"The polls for the National Assembly will be completed on the 23rd of December, 1971. The Nation Assembly will be summoned to meet on the 27th of December under the chairmanship of the oldest member of the House will be nominated by me. This will be followed by oath-taking by the members and the election of the Speaker and te Deputy Speaker.

"In order to accelerate the process of transfer of power, the Central Government will be formed soon after the inaugural session of the National Assembly. The 90 days period for submission and consideration of amendments will commence after the Central Government has been formed.

"The Provincial Assemblies in West Pakistan can be summoned at short notice after completing the elections for women's seats in a few by-elections. As regards East Pakistan the election schedule for the by-elections of that Provincial Assembly has already been announced by the Chief Election Commissioner. That is to say by-elections for 105 seats are being held along with the 78 seats of the National Assembly from the 12th to the 23rd of December 1971 and the polls for 88 seats of the provincial Assembly will be held from the 1th of December 1971 to the 7th of January 1972.

The way for the functioning of Provincial Assemblies in the provinces with thus have been cleared and the stage for the formation of governments in the provinces would have been set.

I have explained my plan for the transfer of power in detail. As I said earlier, this plan was made fully known to the political leaders and now I have explained it to the Nation. There should be no longer any cause for speculation. While I would expect all political parties to sincerely devote their attention towards the fulfillment of this plan, I would appeal the leaders and the Nation not to forget the grave danger of the external and internal threats to the solidarity and integrity of our country.

"The stakes are so high and the danger so grave that on no account should we be diverted from our main objectives of the defense of the country and the achievement of the democratic way of life. Any actions or statements by anyone in the country and the achievement of the democratic way of live. Any actions or statements by anyone in the

country which would divert the Nation from these aims cannot be patriotic.

"I would appeal to my Nation, particularly to the national press and political leaders to desist from casing or giving ear to speculation and rumours which, if not curbed, can only seriously hamper the process that I have spelt out earlier and would only gladden the hearts of our enemies.

"Let the Nation stand up as one man and march ahead towards the achievements of our goal. Let us show to the world what stuff we Pakistanis are made of. I have no doubt in my mind that the people of Pakistan whose patriotic fervor is un-matched, whose hearts are pulsating with the love of the Holy Prophet (May peace b upon him) and whose greatest strength is that of their Iman and who rely on the help of Allah will rise to the occasion and meet any challenge from any direction.

"In the end, I would again like to impress you that there is no cause for undue alarm but there certainly is no room for complacency. The situation must be faced in a calm and cool manner. We must be vigilant and make full preparations to meet any threat to our integrity and sovereignty. Let us sink all our differences and once again prove it to those who have designs against us that we are a United Nations firmly resolved to frustrate their plans. No power on earth can cow down a nation of 120 million Mujahids of Islam determined to guard their independence and fulfill their destiny. Let us demonstrate it once again that every single citizen of Pakistan is capable of making supreme sacrifices for the just and noble cause of the defense of their country.

"May Allah help us and grant us success in protecting Pakistan restoring democracy and raising the standard of living of our people. God be with you, God bless you all."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮২। জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে আগা শাহীর বিবৃতি	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১২ অক্টোবর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. AGHA SHAHI (PAKISTAN) IN THE U.N. GENERAL ASSEMBLY
OCTOBER 12, 1971

The Representative of India, while making his statement in exercise of the right of reply, at the 1953rd meeting on 5th October, put forth two propositions with which my Delegation would entirely agree. The first, referring to Pakistan's internal situation, was that India, to use his own words, "cannot come into it and should not come into it". The second was that the problem of the return of displaced persons to their homes in East Pakistan is of such anguish that it is not a matter for polemics of debate.

If the Representative of India had sustained these propositions, we would have seen the beginning of a process whereby the tension in the India-Pakistan subcontinent could be dispelled. This would make a just and durable solution of our own internal problems vastly easier.

Is it not, therefore, extremely unfortunate that, far from sustaining these propositions, the Representative of India proceeded to destroy them at every turn. On the one hand, he said that India does not and should not interfere in Pakistan's internal problems. But straightaway, he asked that the Government of Pakistan should enter into negotiations with the same group that wanted to break the national unity of Pakistan. Is this not clear interference by one States in the affairs of another? Governments of States which wish to maintain normal relations do not even comment on one another's internal problems. But here, one State demands that a certain internal situation of another State be resolved in a certain way.

Then again, on the one hand, Ambassador Sen said that the problem of the return of displaced persons is of extreme anguish. On the other, he did not hold out the slightest promise of India's co-operation towards accomplishing the objective of the return of this mass of unfortunate people to their homes, in full security of life, property and honor.

Let us be clear on this point. Everyone agrees that the only humanitarian solution of the problem caused by this tragic exodus of people is that they should be enabled to return-to their homes. Since they are at present on Indian soil, I ask: how can this be done without India's willing cooperation? Yet, there was nothing in the statement of the Indian Representative which could be construed as an offer co-operate towards this humane and urgently necessary end.

To make the return of the refugees conditional on a political change in Pakistan, is not only to interfere in Pakistan's affairs but also to play with the present plight of this large number of human beings. The Representative of India charged us with callousness.

But how can one described the attitude and the policy on the part of India which is responsible for obstructing the return of the refugees?

In our statements made from this rostrum on 27th and 29th September and 5th October my Delegation has described in detail the various measures taken by the Government of Pakistan to assure the refugees that they have nothing to fear on their return. The Secretary General and the United Nations High Commissioner for Refugees have both offered to help in this endeavor. Is it not time, that India reacted positively to the constructive proposals that have been made?

On its part, Pakistan has succeeded in bringing back about 200,000 of the displaced persons. I am in a position to report to the Assembly that a number of the returning refugees have assured the Representative of United Nations High Commissioner for Refugees, who personally visited many areas in East Pakistan that their properties had been restored to them and that they were living in conditions of the minority community. My Government affords full facilities to the Representative of UNHCR to meet the refugees on their return.

We are not here engaged in a debating exercise, but in trying to see how situations of great peril can be resolved. In our main statement of 5th October we cited concrete instances of the clandestine war at present waged by India against Pakistan. Ambassador Sen dismissed them in a casual and almost light-hearted manner. Then he said that India has made more than 400 Complaints about the violation of its eastern border. Regardless of the basis of these complaints, is this not an evidence of the seriousness of the situation? It is not enough to make complaints; one should be prepared for them to be examined. If India wants this complaint to be examined, is it not necessary that the Security Council should consider the international situation? As we stated, we have expressed our readiness to co-operate with a good offices committee of the Security Council. But it is India which is obstructing the means by which the situation can be defused. Can it be denied that a threat to peace exists today in the India-Pakistan sub-continent? Addressing the nation earlier today, president Agha Mohammad Yahya Khan stated.

"She" – referring to India – "has shelled and continues to shell a number of areas in that wing" – that is, the eastern wing of Pakistan – "with her, artillery and mortars. The world is gradually coming to know that all major sabotage activities like the blowing up of bridges and disruption of communications in East Pakistan are being conducted by the Indian infiltrators in the name of the secessionists. Frogmen and saboteurs trained and sent by India attempted to damage food ships in and around our ports in the eastern wing but have been dealt with by our armed forces. By such acts, India's aim cannot be anything else but to create famine conditions and to starve the people of East Pakistan".

In spite of these clearly war-like acts and the massing of Indian troops on our borders, Pakistan maintains a policy of peace. As the President stated today:

"It is our sincere belief that whether it be for the creation of a climate conductive to the return of the displaced persons or for the normalization of the situation, it is essential

that India and Pakistan should work out ways and means to reduce tension and allow normalcy to return at the earliest".

Certainly it was not in a spirit of responsibility that Ambassador Sen ridiculed the report quoted by us of nearly a thousand shells fired by Indian artillery on border villages of East Pakistan during the night of 29th September. After himself changing "nearly" to "exactly", he put the question, who counted them? But Indian Representative do not pause to put the same question to themselves when they make wild allegations that a million people were killed in East Pakistan.

Ambassador Sen quoted a frivolous remark of the Manchester Guardian, but let me remind him that the same newspaper in its issue of 19th July published a report from its correspondent, Martin Woolacott, to the effect that in regard to:

"the awful arithmetic of the killing in East Bengal, it can be taken as obvious that in every category there has been an exaggeration".

Woolacott's careful estimate was that about 20,000 people were killed by the secessionist elements and about 30,000 casualties resulted, following the army action on 25th March. To quote him:

"The military action itself no doubt killed far fewer than the propagandists from the other side claimed".

In his statement of 5th October, the Chairman of my Delegation alluded to his coming from East Pakistan because he was citing his direct acquaintance with the minds of the people of the eastern wing of our country. I regret that Ambassador Sen should have thought it fit to allude to his own origin also. Surely, as a Representative of India, he cannot by virtue of his birth alone claim direct acquaintance with conditions in any part of Pakistan.

Finally, the Representative of India tried to make light of the issued between India and Pakistan which have prevented the establishment of normal and good neighborly relations between us. He would not like to hear about the problem of Jammu and Kashmir which is problem involving millions of human beings. He said that India is always willing to co-operate with Pakistan in solving all bilateral problems. In the first place, the problem of Jammu and Kashmir is not entirely bilateral; the United Nations is also a party to it. Secondly, even if we disregard that consideration for moment, it is not most extraordinary than India should express its willingness to negotiate a settlement of this problem and, in the next breath, assert that the only thing to negotiate is the withdrawal by Pakistan from azad Kashmir. In other words, they invite us to make a gift to them of even that part of Kashmir which escaped Indian occupation.

To say that we raise these issues in order to divert attention from the problem created by the situation in East Pakistan, is wholly contrary to facts. The latter problem arose only this year and we fervently hope it will be solved soon. The problem of Jammu and Kashmir has been in the forefront of India-Pakistan relations since 1948.

Pakistan, more than any other country, is aware of the urgent necessity of political solution of its problems. Our only plea is that we be allowed to work it our without outside interference. The President of Pakistan, in his address earlier today, announced concrete measures whereby democracy will be restored in the country.

I cannot leave this rostrum without seeking to dispel a certain misunderstanding about the situation in East Pakistan which has appeared in the statements made by one or two delegations during the general debate. This misunderstanding seems to be related to the principle of self-determination. Pakistan, as much as any other country and more than some believes in and steadfastly adheres to this principle. The principle is applicable to all peoples living under colonial ruler or alien subjugation or in territories whose disposition is yet undetermined. It would be a travesty of this principle, however, if it were to be invoked in the case of racial, ethnic or linguistic groups which compose the populations of multi-racial or multi-linguistic States which have already exercised their right of self-determination. Endless fragmentation, especially of newly independent states would then result. In the case of Pakistan, its sovereign Statehood was established by the same act from which India derives its independence. Both States are multi-lingual. Pakistan consists of the Bengalis, the Punjabis, the Sindhis, the Pathans and the Baluchis: these five ethnic and cultural groups are the main components of our nation and not one of them is subordinate or inferior to the other. References which were made to the Pathans and the Baluchis are not in conformity with historical and legal facts. And let me say finally that with our neighbor Afghanistan we desire nothing more ardently than relations of brotherhood and mutual respect.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৩। জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে আগা শাহীর আরেকটি বিবৃতি	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১৩ অক্টোবর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. AGHA SHAHI (PAKISTAN) IN THE U.N. GENERAL ASSEMBLY
OCTOBER 13, 1971

During the general debate, my Delegation has stressed several times that we are not here to match arguments and score debating points. We regard the present India-Pakistan situation as too serious, and the imperative of peace to compelling, to allow us exercises in debate.

The reply just made by the Representative of India to what I said yesterday, contains several misstatements and repetition of old charges which we have already refuted. No one in the Assembly, I am sure, enjoys a series of replies and counter replies which fail to advance the cause of peace, or to bring about a clearer understanding of a situation which involves a threat to peace. Nevertheless, in view of the earlier intervention, of the Representative of India, I am duty bound to my Government to make a reasoned and dispassionate presentation to correct the picture that he has painted.

First of all, the Representative of India seemed to be aggrieved that I exercised my right of reply yesterday, that is seven days after his-the Indian-statement of allegations against us I should like to assure him that we always believe in taking a pause and reflecting on any charges that may be made, so that we do not make impassioned replies, that we do not generate heat, but serve to enlighten this General Assembly. it is for that we thought we should make a considered reply rather than the type of statement that we heard a moment ago from the Representative of India.

I was also greatly surprised when the Representative of India said that the points that had been made by me in the India-Pakistan exchanges were demolished by the Representative of Afghanistan. I am loath to infer from this that there has been any collusion between India and Afghanistan.

We have heard for the umpteenth time that the Government of India does not wish to interfere in the internal affairs of Pakistan, and yet the Representative of India launched into a veritable tirade over the internal development of Pakistan. He quoted certain political leaders of Pakistan about the nature of the Constitution of the political plan that has been put forward by President yahya Khan. Is comment on the internal constitution developments of a country not within the exclusive domestic jurisdiction of a State? While he quotes from the Pakistan press about what the political leaders of Pakistan have to say in exercise of the free expression of opinion which obtains in my country. Yet he does not give credit to my Government that these critical opinions about the

Government-which are not only critical, but very strongly critical-are in fact published. He still derides the situation in my country and states that we do not know that this is all they have said because there is censorship in Pakistan. If there were censorship, these critical comments against the Government by the political leaders of Pakistan would not have seen the light of day.

The Representative of India was good enough to inform this General Assembly about the relationship between me and the Pakistani Ambassador in Washington and to quote from what Ambassador Hilaly state in a television interview as to how the insurgents and the secessionist elements obtained arms. He was speaking of the situation between 1st and 25th March, 1971, when the loyalty of large sections of the East Pakistani police, the para-military forces, and the East Pakistan regiments were subverted. The loyalties of these elements of our armed forces from East Pakistan were subverted and they were incited to loot the armouries and the shops which arms and ammunition, obviously, being para-military forces and members of the regular armed forces of Pakistan and East Pakistan, they were armed with weapons, and when they defected and rose in rebellion against the Government, they used these weapons.

But that is out the end of the story. There has been infiltration of armed Indian elements in to East Pakistan over a long period. The fact that arms and ammunition are being collected and sent by India into Pakistan is a fact of public knowledge. No attempt has been made by the Indian officials over the last few months to deny that they are supplying and arming the guerrillas. Only today, we have has a dispatch in the New York Times from Sydney Schanberg, who is the New York Times correspondent based India, about trainload after trainload of arms going to Calcutta for arming these insurgents so that they can step up their raid into East Pakistan.

I can quote many correspondents from 25th March onwards, correspondents of world famous newspapers-The Time of London, the Daily Telegraph and others-who have sent dispatches to their editors about the extent of the involvement of India arming and training and unleashing of these insurgents, with the support and with the assistance of the Indian armed forces.

We hear a great deal from Indian Representatives about the need strictly to observe the Principles and Purposes of the Charter, the Principles of Strengthening International Security, the Declaration on Principles of Friendly Relations, the Principles on which aggression should be defined and we know that Indian Representatives have themselves taken an active part in formulating definitions of aggression, not definition of international conduct, stating that the arming and inciting of guerrillas arid sending them across international borders to carry out raids and sabotage are acts of aggression. But this is precisely what they are doing in regard to Pakistan; yet they say that they do not wish to interfere in our internal affairs.

It is always most painful to have to enter into any argument as to the awful arithmetic of death or the number of casualties. The Representative of India has persisted in stating that the casualties number "from a quarter of a million to two million". Now, is it responsible to make such a statement-to take the liberty of giving a margin from a

quarter of a million to two million, as if they are just figures or just inanimate units, and not living human beings? If we consider the laws of our own countries, every single death is investigated as the highest crime, and a country is, most concerned and exercised over even a single casualty. But the Representative of India comes here and charges Pakistan with causing by the federal action against secessionist elements the death of between 250,000 and 2,000,000 men, women and children.

What can one say of the requirements of veracity and precision when they make such allegations? Let me say that those figures which are always quoted by India and which have found their way into the world press have all emanated from Indian sources, from the secessionist elements that have spread rumours and tried to defame the image of the Pakistan. Members are all aware of the cyclone that occurred last November. At that time, certain charges were made by political parties in East Pakistan engaged in elections that the Government of Pakistan had not sufficiently mobilized all the resources to bring help to the survivors of that flood. Those political parties which made the charges against the Government did not defect a single worker of their parties for the sake of humanity and relief to their own kith and kin. They were engaged in electioneering, campaigning and taking our processions, and yet they charged the Federal Government of Pakistan with the responsibility; and let me tell the Assembly that they charged the Government of Pakistan with responsibility for genocide.

Apparently, in this war of words, people have lost their sense of reality, words have lost their meaning. Not a single survivor of that cyclone died as a result of neglect. The casualties that took place were due to the flood; they all happened in the cyclone, within twenty four hours and yet the Government of Pakistan was accused by those political parties-which later on betrayed their secessionist colors-of genocide.

Let me also tell the Assembly that between 2nd March and 25th March, the Awami League took a series of actions to set up a parallel government and defy the authority of the established Government. They issued directives to Government employees not to attend offices; they raised the flag of rebellion; they gave directions to commercial housed they gave directives that no taxes should be paid to the Central Government, and it way they, the secessionist elements which started the killing of innocent citizens. Those facts have been documented. When the armed forces, which were sanding as spectators in order not to be accused of interfering in the political process, were at length ordered to suppress the killings, and when, as a result of their action, not more than two or three dozen people were killed, they were accused of genocide. The cry of genocide against the Government of Pakistan started even before 25th March when the army took action to suppress the killing, of innocent people in East Pakistan who were not of the same political persuasion as the secessionist element.

Those are recorded, documented facts, and yet there has been a suppression of information. Those facts have not been allowed to find their way into the world press. Yet the Pakistan Government is accused of censorship and suppression.

However, let me tell you that the figures of death quoted by the Representative of India have all emanated from Indian sources. Those correspondents have been fed with

those stores. I do not wish to dwell upon this further, but if I am challenged I am ready to present further evidence before you. I have already stated that the insurgents and the secessionists apart from those armed element of our armed forces and para-military forces, who stole arms from the armouries and who looted arms and ammunition shops-were supplied and armed by India, and I have drawn the Assembly's attention to an article in The New York Times of today.

In regard to the question that the Representative of India has raised about an alleged death sentence having been passed on Sheikh Mujibur Rahman there is a news item in The new York Times today which states that a diplomatic defector from a Pakistan Mission made this statement on the authority of information that had been given to Pakistan Missions abroad before he defected. Let me here make a categorical statement; neither my Mission nor any such Mission has received any information from my Government about the question of a sentence passed on Sheikh Mujibur Rahman. Therefore, any defector from this Mission, who goes and states to the press that a sentence of death has been exercised due care and caution before he came to fling this charge at us.

I will also tell this Assembly that certain diplomatic defectors have circulated memoranda and letters to the correspondents here saying that Sheikh Mujibur Rahman is dead. What purpose is served by circulating such wrong statements and falsehood is beyond our comprehension, but, at least, we would hope that Representatives of sovereign States would exercise greater responsibility than pamphleteers and propagandists in making charges and innuendoes against other Government.

Let me pass from replies to these charges, which are painful to me as to all of you, to something more constructive. Let me avail myself of this opportunity to renew the offers made by the Government of Pakistan to arrest the deterioration f the present India-Pakistan situation and for the creation of a climate of confidence conductive to the return of the displaces persons.

These are our offers:

Firstly, to have the number of persons, who were displaced from East Pakistan and went to India, ascertained by an impartial international agency, so that the controversy regarding the number of refugees who have left East Pakistan may be finally laid to rest Considering the wide disparity existing between the number calculated by us and that alleged by India, only an impartial agency could arrive at an assessment which would be beyond challenge.

Secondly, we offer to arrange the stationing on both sides of the border between East Pakistan and India of Representatives of the United Nations High Commissioner for Refugees, to facilitate the return and rehabilitation of the displaced persons. That is a proposal which was made by the Secretary-General, and it is clear that a measure of that kind would go a long way in improving the climate and establishing confidence. My Government affords all facilities to Representatives of the United Nations High Comm-

issioner for Refugees to visit areas of East Pakistan where refugees are returning, and to meet them. On the other side of the border, however, a curtain has been drawn which hampers the return of the refuges.

Thirdly, we offer to invite a good offices committee of the Security Council to confer with the Governments of both India and Pakistan regarding how the present tension between the two countries can be dispelled, to bring about the return of the displaced East Pakistanis from India in conditions of full security.

Fourthly, we are ready to work out with India, in bilateral talks at any level, ways and means by which the repatriation of the refugees could lie accomplished and the threat of an armed conflict removed.

Rather than prolong polemics, which merely add to bitterness, we would hope that the Government of India will not reject these offers. I know that it can say "they have been made before and we have turned them down", but we would appeal to it to reconsider its rejections, because these are constructive offers and could bring about a true amelioration of the situation, so that we can contribute to the minimization of the aims demanded by both humanitarianism and peace, and I appeal again to the Representative of India not to belittle these offers.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৪। ইয়াহিয়া-পদগর্নি আলোচনা	দৈনিক পাকিস্তান	১৭ অক্টোবর, ১৯৭১

ইয়াহিয়া-পদগর্নি আলোচনা
পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি অক্ষুণ্ণ
রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ

১৬ই অক্টোবর, (এ পি পি, তাস)। - পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান গতরাত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নির সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিতহন। তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। অপরপক্ষে ভারতের প্রেসিডেন্ট ভি, ভি গিরীও গতকাল সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নির সাথে সাক্ষাৎ করেন।

হৃদ্যতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ এ আলোচনায় সোভিয়েট সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিকোলাই বিরুবীন এবং ভারতের প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারীও অংশগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনা কালে প্রেসিডেন্ট পদগর্নি পাকিস্তানের ঐক্য সংহতি তথা পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে শান্তি রক্ষায় তার দেশের গভীর আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন বলে মনে হয়। তিনি পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক উন্নয়নে সোভিয়েট ইউনিয়নের কথা উল্লেখ করেন।

ইরানী রাজতন্ত্রের আড়াই হাজারতম বার্ষিকী উৎসবে যোগদানার্থে এখানে স্বল্পকালীন অবস্থানকালে প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মাদ জেনারেল ইয়াহিয়া খান পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইরানের শাহানশাহ ও তুরস্কের প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা করেন। রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টসহ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অন্যান্য দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সাথেও সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

প্রেসিডেন্ট ইউনিয়ন, যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়ার রাষ্ট্র প্রধানগণ পাক-ভারত উপমহাদেশের পরিস্থিতি তথা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্ভাব্য সংঘর্ষের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বলে মনে হয়। পাকিস্তান তার একক উদ্যোগে উপমহাদেশের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট গভীরভাবে তা অনুধাবন করেন। প্রেসিডেন্ট পদগর্নির মনোভাবের পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে, উপমহাদেশের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারটা ভারতের মনোভাবের উপরই নির্ভর করছে।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার একান্তভাবেই তার নিজস্ব ব্যাপার, আন্তর্জাতিক আইন ও নৈতিকতার দিক থেকে সীমান্তের অপর পার হতে সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোন যৌক্তিকতা নেই। প্রেসিডেন্ট এই মর্মেও অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারত যে শান্তির কথা বলে তার যথার্থতা প্রমাণ করতে হলে, তাকে পাকিস্তানের সীমান্ত থেকে তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, অনুপ্রবেশ তথা অন্যান্য আক্রমণাত্মক তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। তা হলে পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর বর্তমানের আত্মরক্ষামূলক অবস্থানগুলো থেকে তার সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৫। পাকিস্তান যুদ্ধ চাহে না তবে আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ নিবে-ইয়াহিয়া	দৈনিক ইত্তেফাক	২০ অক্টোবর, ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেনঃ পাকিস্তান যুদ্ধ চাহে না, তবে আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ নিবে

প্যারিস, ১৯শে অক্টোবর, (রয়টার)। - পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক সাক্ষাৎকারে বলিয়াছেন যে, তাঁহার দেশ ভারতের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহে না, তবে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ করিলে উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে। গতকার প্যারিসের 'লিমন্ডে' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উক্ত সাক্ষাৎকারের বিবরণী প্রকাশিত হয়। পত্রিকার করাচীসহ বিশেষ সংবাদদাতার সহিত এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান উপরোক্ত উক্তি করেন।

তিনি পাবসিপোলিসে সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নির সহিত সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকালে ভারত কর্তৃক পাকিস্তানকে হুমকি প্রদানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া জানান। প্রেসিডেন্ট পদগর্নি তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন উপমহাদেশে শান্তি কামনা করে এবং আগষ্ট মাসে সম্পাদিত সোভিয়েত-ভারত চুক্তি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইবার নহে। সোভিয়েত ইউনিয়ত ভারতকে আক্রমণাত্মক উৎসাহ প্রদান করিবে না বলিয়া প্রেসিডেন্ট পদগর্নি জানাইয়াছেন।

ভারত হইতে বাঙ্গালী গেরিলাদের অনুপ্রবেশ অব্যাহত থাকিলে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন কিনা, জিজ্ঞাসিত হইলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেনঃ আমি তা করিব না, কারণ আমি ভারতের সহিত যুদ্ধ চাহি না। আমরা পরম ধৈর্য প্রদর্শন করিতেছি। যুদ্ধ বাধিলে তাহা শুধু উভয় দেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশাই বৃদ্ধি করিবে এবং উহাতে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হইবে না।''

তবে পাকিস্তানী নেতা বলেন, এটা সুস্পষ্ট যে, তাঁহার দেশ উহার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতীয় হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করিবে না। তিনি আরও বলেন যে, উভয় দেশের মধ্যকার বর্তমান সঙ্কটের পরিণাম কি হইবে, তাহা ভারতের মনোভাবের উপরই নির্ভরশীল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আস্থার সহিত বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি অভিযোগ করেন যে, ভারত দুস্কৃতিকারীদের আশ্রয় না দিলে আমাদের এলাকায় বোমা বর্ষণ না করিলে, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের উৎসাহ না দিলে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ও অর্থনীতি পঙ্গু করার জন্য ক্রমাগতভাবে অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ না করিলে এপ্রিল মাস হতেই স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ হইত। সংকট সমাধানের উদ্দেশ্যে কোনরুপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছেন বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন। ভারত যে কখনও পাকিস্তানের অস্তিত্ব মানিয়া নেয় নাই, তাহাই উক্ত মনোভাবের ভিত্তি বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিব প্রসঙ্গে

বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত কোনরুপ আপোষের সম্ভাবনা আছে কিনা জিজ্ঞাসিত হইলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার হইতেছে। পাকিস্তানের সেরা আইনজীবী কর্তৃক তাহার পক্ষ অবলম্বন এবং গোপনে বিচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমি সম্মতি দিয়েছি। দেশের অখণ্ডতা হুমকির সম্মুখীন হইলে সেক্ষেত্রে এ ধরণের গোপনে বিচার অনুষ্ঠান অস্বাভাবিক নহে।

বিচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে এবং পরিস্থিতি অনুকূল হইলে তখন আমি উহার সকল বিবরণী প্রকাশ করিব, তবে অদূর ভবিষ্যতে নহে।

দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাঁহার এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া গুজব শুনা যাইতেছে, তাহা সত্য কিনা জিজ্ঞাসিত হইলে প্রেসিডেন্ট বলেনঃ বিচার অনুষ্ঠানের ভার প্রদত্ত সামরিক আদালতে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত না হইলে আমি একজন বিদ্রোহীর সহিত পুনর্বার আলোচনা করিব না।

সর্বোপরি তিনি যে, জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেন নাই, তাহা উপলব্ধি করাইবার বিষয়টি তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৬। বিনা উস্কানীতে গোলাবর্ষণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের তীব্র প্রতিবাদ	দৈনিক পাকিস্তান	২১ অক্টোবর, ১৯৭১

বিনা উস্কানীতে গোলাবর্ষণের বিরুদ্ধে
পাকিস্তানের তীব্র প্রতিবাদ
পরিণতির জন্য ভারতই দায়ী হবে

ইসলামাবাদ, ২০শে অক্টোবর, (এ পি পি)। - পাকিস্তান আজ ভারতকে জানিয়ে দিয়েছে যে, পাকিস্তানী ভূ-খণ্ডে বিনা উস্কানিতে ভারতের সেনাবাহিনীর কামান ও মর্টারের গোলাবর্ষণের ফলে যে পরিণতির সৃষ্টি হতে পারে সেজন্য ভারত সরকারই এককভাবে দায়ী হবে। গতকাল ভারতীয় হাই কমিশনের কাছে প্রতিবাদলিপিতে পাকিস্তান ভারত সরকারকে অবহিত করেছে যে, বিনা উস্কানিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে।

এই প্রতিবাদ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে জানমালের ক্ষতিপূরণের দাবী করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছে। মঙ্গলবার শেষ রাতের দিকে পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে। সদাসতর্ক পাকিস্তানী সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেখতে পায়। তখনই তাদের আক্রমণ না করে পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের পাকিস্তান এলাকায় বেশ ভিতরে ঢোকার সুযোগ দেয়। যখন তারা হিলির উত্তরে সীমান্তবর্তী গ্রাম আপতাইর-এ পৌঁছে পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের উপর কার্যকরভাবে গুলিবর্ষণ শুরু করে।

স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত অনুপ্রবেশকারীরাও পাল্টা গুলিবর্ষণ করে। কিন্তু শিগগিরই তারা ভারতীয় এলাকার দিকে পশ্চাদপসরণ শুরু করে। তখন তাদের ৯ জন নিহত হয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা সীমান্তের দিকে পলায়নকারী ভারতীয় সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং আরো তিনজনকে হত্যা করে। অনুপ্রবেশকারীরাও একটি হালকা মেশিনগান, ৮টি রাইফেল, ২০টি হাতবোমা এবং প্রচুর কার্তুজ ফেলে পালিয়েছে।

গোলাবর্ষণ

এদিকে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী আজও কুমিল্লা, যশোর, রংপুর এবং ময়মনসিংহ জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামসমূহে কোন রকম উস্কানি ছাড়াই গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখে।

উস্কানি ছাড়াই ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর এরুপ নৃশংস গোলাবর্ষণের ফলে ৩৭ জন নিরপরাধ গ্রামবাসী নিহত এবং ৪৪ জন আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ১২ জন মহিলা ও ১০ টি শিশুও রয়েছে।

আজকের ভারতীয় গোলাবর্ষণে কুমিল্লার ৬টি, যশোরের আটটি, ময়মনসিংহের ২টি এবং রংপুর জেলার ২টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মাঝারি কামান, ফিল্ডগান এবং বিভিন্ন ধরনের মর্টার থেকে পনেরো শ'র বেশী গোলা এইসব গ্রামে বর্ষিত হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৭। জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জেনারেল ইয়াহিয়ার উপর-পত্র	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	২২ অক্টোবর, ১৯৭১

PRESIDENT YAHYA KHAN’S REPLY, DATED OCTOBER 22, 1971, TO U.N. SECRETARY GENERAL’S LETTER OF OCTOBER 20, 1971.

I have today received your message of October 20, 1971, through my Ambassador.

I fully agree with your appreciation of the gravity of situation which is worsening rapidly on Indo-Pakistan borders. I also fully share your concern for preservation of peace and prevention of a disastrous situation developing for both the countries which could only result in suffering for millions of people, already as a result of Shelling of border villages on our side hundreds of men, women and children have been killed and wounded and large numbers rendered homeless.

It is a pity a that a press Conference in New Delhi on October 19, 1971 the Indian Prime Minister has summarily rejected the proposal for withdrawal of forces of both countries from borders. The reason advanced for this in that Pakistan's lines of communications to borders are shorter than those of India. I do not wish to enter onto a controversy on this point and would suggest that withdrawals of man-power along with armour and artillery army take place all along the Indo-Pakistan international frontiers both in east and west, if not to peace time stations, ten at least to a security on both sides. At the same time, armed infiltration and shelling into our borders in East Pakistan should cease.

I further recommend that U.N. observers on both sides of borders should oversee the withdrawal and supervise the maintenance of peace. Only the recognized border security and police forces should then remain at border post which they have traditionally occupied.

I also welcome the offer you have made for making your good offices available and very much hope that you can pay an immediate visit to India and Pakistan to discuss the ways and means of withdrawal of forces. This, I am sure, will have a salutary and desirable effect and further the cause of peace.

In view of the urgency and gravity of the situation, confirmed by Indian leaders on October 19th last, threatening to occupy and hold border cities of Lahor and Sialkot, a public declaration by you of your intention to visit India and Pakistan to seek a settlement of differences would be most desirable.

In conclusion, I assure you of full co-operation on the part of my country in all your efforts directed towards the preservation of peace.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৮। জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনের তথ্যাবলী	দৈনিক পাকিস্তান	২৩ অক্টোবর, ১৯৭১

মনোনয়নপত্র বাছাই সমাপ্ত
১৫ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়
এম এন এ নির্বাচিত

পনেরো জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। গতকাল মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর নির্বাচন কমিশনসূত্রে একথা জানানো হয়েছে বলে এপিপির খবরে প্রকাশ।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে ৫ জন পিডিপির, ৫ জন জামাতে ইসলামীর, ২ জন কনভেনশন মুসলিম লীগের, ২ জন নেজামে ইসলামের ও ১ জন কাইয়ুম লীগের।

নির্বাচিত সদস্যরা হইতেছেনঃ-

পিডিপি

সৈয়দ আজিজুল হক (এন ই ৫৮, বাখরাগঞ্জ ১)
সৈয়দ মুসলেহ উদ্দীন (এন ই ৬২, ময়মনসিংহ ১৭)
জনাব দলিলুর রহমান (এন ই ১৪৩, কুমিল্লা ২)
জনাব মোহাম্মদ নুরুল্লাহ (এন ই ১৫৩, চট্টগ্রাম ১)
জনাব ফজলুল হক (এন ই ১২২, সিলেট ৩)

জামাতে ইসলামী

জনাব সাদ আহমদ (এন ই ৪০, কুষ্টিয়া ২)
জনাব আবদুল মতিন (এন ই ৪১, কুষ্টিয়া ৩)
অধ্যাপক ইউসুফ আলী (এন ই ১০৮, ঢাকা ৫)
জনাব মতিউর রহমান শাহ (এন ই ৬৩, বাখরগঞ্জ ৬)
জনাব জবান উদ্দীন আহমদ (এন ই ১১, রংপুর)

কনভেনশন মুসলিম লীগ

জনাব মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ (এন ই ১১৩, ঢাকা ১০)
জনাব এম, এ, মতিন (এন ই ২৬, পাবনা ৩)

নেজামে ইসলাম

জনাব আশরাফ আলী (এন ই ১৩১, কুমিল্লা ১)
জনাব আবদুল হক (এন ই ১৪৪, কুমিল্লা ১৪)

কাইয়ুম মুসলীম লীগ

জনাব মুজিবর রহমান (এন ই ৯১, ময়মনসিংহ ১৬)

একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। ইনি হচ্ছেন জনাব মাসুদুর রহমান (এই ই ৪৭, যশোর ৫) । ফলে জাতীয় পরিষদের ৭৭টি আসনের উপনির্বাচনে মোট প্রার্থীর সংখ্যা এখন ২০১ জনে দাঁড়িয়েছে। একটি নির্বাচনী এলাকার খবর এখনো পাওয়া যায়নি।

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ হচ্ছে ২৮শে অক্টোবর।

উপনির্বাচন প্রার্থীদের তালিকা
জাতীয় পরিষদ

এন ই ৮৮, ময়মনসিংহ ১৩	মাওলানা মোঃ মনজুরুল হক ও এ কে ফজলুল হক।
এন ই ৪৩, যশোর ১	এম এ রশিদ, পিডিপি ও শেখ শরফ উদ্দীন আহমদ, কনভেনশন।
এন ই ৪৪, যশোর ২	সৈয়দ শামসুর রহমান, কাউন্সিল ও আহমদ রফিউদ্দিন, স্বতন্ত্র।
এন ই ৪৯, যশোর ৭	মৌলভী সোলেমান মোল্লা, জামাত ও আমীর হোসেন, স্বতন্ত্র ।
এন ই ৫৮, বাখরগঞ্জ ১	সৈয়দ আজিজুল হক, পিডিপি।
এন ই ৬২, বাখরগঞ্জ ৫	মৌলভী আবদুর রব, মোঃ ইসমাইল খান, আবদুস সোবহান মৃধা, কাইয়ুম ও মোঃ আবদুল আজিজ।
এন ই ৬০, বাখরগঞ্জ ৩	ব্যারিস্টার আখতার উদ্দীন, কনভেনশন, এম শমসের আলী, শামসুদ্দীন আহমদ, আবদুর রব ও আবুল হোসেন।
এন ই ৬৩, বাখরগঞ্জ ৬	মহিউর রহমান শাহ, জামাত।
এন ই ২, রংপুর ২	আবুল বাশার, কাউন্সিল, সৈয়দ আলী, কাইয়ুম আলহাজ গরির উদ্দীন আহমদ, কনভেনশন, সৈয়দ কামাল হোসেন রিজভী, পিপিপি।
এন ই ১৭, দিনাজপুর ৫	কামরুজ্জামান, মোঃ আবুল কাশেম, আবদুল ওয়াদুদ, স্বতন্ত্র, মোঃ সোহেল, পিপিপি।
এন ই ২৮, পাবনা ৫	মুন্সী আবদুল মজিদ, স্বতন্ত্র, রিয়াজ উদ্দীন মিয়া, স্বতন্ত্র সৈয়দ আসগর হোসেন জায়েদী, কাইয়ুম।
এন ই ২৯, পাবনা ৬	আবদুস সোবহান, জামাত, মোঃ মোতালেব আলী, স্বতন্ত্র

এন ই ১৪, নোয়াখালী ২	আবদুল জব্বার খন্দকার, পিডিপি, খাজা আহমদ মোসলেহ উদ্দীন আহমদ, শামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, কনভেনশন।
এন ই ১৪৭, নোয়াখালী ৩	সাইদুল হক এ্যাডভোকেট, কনভেনশন, মাওলানা মকবুল আহমদ, নেজাম, মোঃ গোলাম মোস্তফা।
এন ই ১৫০, নোয়াখালী ৬	মোঃ হারিস মিয়া, কনভেনশন, মোঃ সফিকুল্লাহ, জামাত।
এন ই ১৫১, নোয়াখালী ৭	আবদুল ওয়াহাব উকিল, পিডিপি, আবু সুফিয়ান, স্বতন্ত্র।
এন ই ১২০, সিলেট ১	নাসির উদ্দিন, পিডিপি, আবদুল বারী, কনভেনশন।
এন ই ১২১, সিলেট ২	সৈয়দ কামরুল আহসান, নেজাম,আবদুর রহমান, জামাত।
এন ই ১২২, সিলেট ৩	ফজলুল হক, পিডিপি।
এন ই ১২৩, সিলেট ৪	সৈয়দ আবুল খায়ের, স্বতন্ত্র, মাহিবুর রহমান, কনভেনশন, মোঃ আবদুস সাত্তার, জামাত, মোঃ মইনুল ইসলাম, জামাত, হাজি হাবিবুর রহমান চৌধুরী, কনভেনশন।
এন ই ১২৯, সিলেট ১০	গোলাম জিলানী চৌধুরী, পিডিপি, মেসবাউদ্দোহা আহমদ, কনভেনশন, আবদুস সাত্তার পীর, জামাত।
এন ই ১৩৫, কুমিল্লা ৫	মোঃ সাজেদুল হক, মোঃ বজলুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মান্নান আবদুল মজিদ।
এন ই ১৩৬, কুমিল্লা ৬	মোঃ ইব্রাহীম মজুমদার, হাশমত উল্লাহ, হাজী মজহারুল হক চৌধুরী, আলী আসগর।
এন ই কুমিল্লা ৮	তমিজ উদ্দিন পিডিপি, আব্দুর রব।
এন ই ১১, রংপুর ১১	জবান উদ্দীন আহমদ, জামাত।
এন ই ৭১, টাঙ্গাইল ২	মৌলবী ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, স্বতন্ত্র ও গোলামা আজম, জামাত।
এন ই ৭৩, টাঙ্গাইল ৩	এম এ মান্নান, কনভেনশন, মওলানা আবদুস সামাদ দেওয়ান, জামাত, মওলানা আবদুল হাই হানাফী (লাহোরী), নেজাম।
এন ই ৭৫, টাঙ্গাইল ৪	অধ্যাপক এ খালেক, জামাত, ডাঃ শওকত আলী ভুঁইয়া, কনভেনশন, হাকিম হাবিবুর রহমান, কনভেনশন।

দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ অক্টোবর (১৯৭১)

আরও ৩ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত

আরও ৩ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা ১৮ জনে দাঁড়িয়েছে। গতকাল শনিবার নির্বাচন কমিশন সূত্রে এ কথা জানানো হয়েছে বলে এপিপির খবরে প্রকাশ।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থী ৩ জন হচ্ছেনঃ কাউন্সিল মুসলিম লীগের জনাব আসমত আলী (এন ই ৪২, কুষ্টিয়া ৪), নেজামে ইসলামের সৈয়দ কামরুল আহসান (এন ই ১২১, সিলেট ২) ও জনাব সাজেদুল হক, এন ই ১৩৫, কুমিল্লা ৫)।

২০১ জন প্রার্থী এখন জাতীয় পরিষদের ৭৮টি নির্বাচনী এলাকায় উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। বাছাইয়ের পর কুষ্টিয়া, যশোর, সিলেট ও কুমিল্লা জেলায় ৮ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।

কিন্তু এগুলো চূড়ান্ত নয়। কারণ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে এগুলোর বিরুদ্ধে আবেদন রয়েছে। নির্বাচন কমিশনসূত্রে জানানো হয় যে, ফরিদপুর জেলার এন ই ৯৯ নির্বাচনী এলাকায় উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ৭ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে। বাছাইয়ের পর যাদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে তারা হচ্ছেনঃ

কাউন্সিল লীগের মিয়া মনসুর আলী (এন ই ৪২), জামাতের মাওলানা হাবিবুর রহমান, কনভেনশন লীগের জনাব আকবর আলী মোল্লা (এন ই ৪৭), স্বতন্ত্র প্রার্থী জনাব মাসুদুর রহমান (এন ই ১২১), জনাব আবদুর রহমান (এন ই ১৩৫), জনাব বজলুর রহমান, জনাব আবদুল মান্নান ও জনাব আবদুল মজিদ।

দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ অক্টোবর (১৯৭১)

আর ১ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এম এন এ নির্বাচিত

আর ১ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা ১৯ জনে উন্নীত হয়েছে। পিপিআই-এর খবরে প্রকাশ, গতকাল রোব্বার জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনের মনোনয়নপত্র বাছাই সম্পর্কে প্রাপ্ত আরো বিস্তারিত খবরে জানা গেছে যে, এন ই ৪৫, যশোর ৩ নির্বাচনী এলাকা থেকে কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রার্থী জনাব আবদুল ওয়াহাব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এম এ এ নির্বাচিত হয়েছেন।

তারা দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী কাউন্সিল মুসলিম লীগের সৈয়দ শামসুর রহমান ও কনভেনশন মুসলিম লীগের জনাব রফিউদ্দিন তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। এর ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীদের দলওয়ারী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে নিম্নরুপঃ

পিডিপি-৫
জামাত-৫
কনভেনশন-৩
নেজাম-৩

কাইয়ুম মুঃ লীগ-১
কাউন্সিল লীগ-১

এন ই ১৩৫ নির্বাচনী এলাকা থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত জনাব সাজেদুল হক কোন দলভূক্ত তা জানা যায়নি।
দৈনিক পাকিস্তান, ২৯ অক্টোবর (১৯৭১)

৩১ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত

পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের উপ-নির্বাচনে ৩১ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে জানা গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিবসে গতকাল প্রদেশের ৭৮টি উপ-নির্বাচনী আসনের মধ্যে ৩৩টির সংবাদ কমিশনের নিকট এসে পৌঁছেছে। এর মধ্যে ৩১ আসনের প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

বাকী দুটি আসনের মধ্যে এন ই ৪৯ যশোর ৭ নির্বাচনী আসনে জামাতের প্রার্থী জনাব সোলেমান আলী মোল্লার সাথে পিপলস পার্টির জনাব আমীর হোসেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এবং এন ই ৪৭ যশোর ৫ নির্বাচনী আসনে পিডিপির জনাব মোশারফ হোসেনের সাথে পিপলস পার্টির জনাব ওয়াহিদ আলী আনসারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কাইয়ুম লীগের সাধারণ সম্পাদন খান আবদুস সবুর, পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম, পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লাগের সভাপতি খাজা খয়ের উদ্দীন, পূর্ব পাকিস্তান পিডিপির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আজিজুল হক এবং প্রাদেশিক রাজস্বমন্ত্রী ও জামাত প্রার্থী মওলানা এ কে এম ইউসুফ। বিনা প্রতিদ্বন্ধিতায় নির্বাচিত ৩১ জনের মধ্যে পাকিস্তান পিপলস পার্টির হচ্ছেন ৩ জন, পিডিপির ৭ জন, কাইয়ুম লীগ ৪ জন, জামাতে ইসলামীল ৮ জন, কনভেনশন মুসলিম লীগ ২ জন, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ২ জন ও নেজামে ইসলামের ৫ জন।

তালিকা

১। এন ই-১১ রংপুর
জবান উদ্দিন আহমদ (জে আই)

২। এন ই-২৬ পাবনা
এম এ মতিন (কনভেনশন লীগ)

৩। এন ই-৪০ কুষ্টিয়া
সাদ আহমদ (জে আই)

৪। এন ই-৪১ কুষ্টিয়া
মোঃ এ মতিন (জে আই)

৫। এন ই-৪২ কুষ্টিয়া
আজমত আলী (সি এম এল)

৬। এন ই-৫৮ বাকেরগঞ্জ
সৈয়দ আজিজুল হক (পিডিপি)

৭। এন ই-৬৩ বাকেরগঞ্জ
শাহ মতিউর রহমান (এন আই)

৮। এন ই-৯১ ময়মনসিংহ
মজিবুর রহমান (কিউ এম এল)

৯। এন ই-৯২ ময়মনসিংহ
মওলানা মোসলেহ উদ্দীন (পিডিপি)

১০। এন ই-১০৮ ঢাকা
অধ্যাপক ইউসুফ আলী (জে আই)

১১। এন ই-১১৩ ঢাকা
মোঃ শহিদুল্লা এস কিউ এ (কনভেনশন লীগ)

১২। এন ই-১২২ সিলেট
ফজলুল হক (পিডিপি)

১৩। এন ই-১২১ সিলেট
সৈয়দ কামরুল্‌আহসান (এন আই)

১৪। এন ই-১৩১ কুমিল্লা
এম আশরাফ আলী (এন আই)

১৫। এন ই-১৪৩ কুমিল্লা
দলিলুর রহমান (পিডিপি)

১৬। এন ই-১৪৪ কুমিল্লা
মৌলভী আবদুল হক (এন আই)

১৭। এন ই- ১৫৩ চট্টগ্রাম
মোঃ নুরুল্লা (পিডিপি)

১৮। এন ই- ৭১ টাঙ্গাইল
গোলাম আজম (জে আই)

১৯। এন ই- ৫৩ খুলনা
আবদুস সবুর খান (কিউ এম এল)

২০। এন ই- ৫১ খুলনা
মওলানা এ কে এম ইউসুফ (জে আই)

২১। এন ই- ৯৯ ফরিদপুর
আলীমুজ্জামান চৌধুরী (পিডিপি)

২২। এন ই- ৪৫ যশোর
আবদুল ওয়াহাব (পিপিপি)

২৩। এন ই- ৪৬ যশোর
খাজা মোঃ শাহ (এন আই)

২৪। এন ই- ১০৭ ঢাকা
আকরাম হোসেন খান (পিপিপি)

২৫। এন ই- ২ রংপুর
সৈয়দ কামাল হোসেন রিজভী (পিপিপি)

২৬। এন ই- ১০ রংপুর
সাইদুর রহমান (কিউ এম এল)

২৭। এন ই- ১৪ দিনাজপুর
মওলানা তমিজউদ্দীন (জে আই)

২৮। এন ই- ৩৯ কুষ্টিয়া
আফিল উদ্দীন (কিউ এম এল)

২৯। এন ই- ১১৭ ঢাকা
এস কে খয়ের উদ্দিন (সি এম এল)

৩০। এন ই- ২০ বগুড়া
মোশহুল ইসলাম (পিডিপি)

৩১। এন ই- ১৯ বগুড়া
জনাব আব্বাস আলী খান (জে আই)

দৈনিক পাকিস্তান, ৩০ অক্টোবর (১৯৭১)

মোট সংখ্যা ৫০-এ দাঁড়াল
জাতীয় পরিষদে আরো ১৯ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শুক্রবার পূর্ব পাকিস্তানের উপ-নির্বাচনে আরও ১৯ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বলে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ তাদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করায় এইসব প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ফলে এ যাবৎ জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০টিতে। গতকাল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ১৯ জন সদস্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন পিডিপির ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মাহমুদ আলী, কাউন্সিল মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি জনাব সফিকুল ইসলাম ও পিডিপির জনাব আবদুল জব্বার খন্দকার। ফলে পিডিপি, জামাতে ইসলামী ও কনভেনশন মুসলিম আরো ৪টি করে আসন লাভ করেছে এবং পিপলস পার্টি ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রত্যেকে আরো ৩টি করে আসন পেয়েছে।

দলওয়ারী নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা হচ্ছেঃ

জামাতে ইসলামী	-১২
পিডিপি	-১১
পিপলস পার্টি	-৬
কনভেনশন মুসলিম লীগ	-৬
নেজামে ইসলাম	-৬
কাউন্সিল মুসলিম লীগ	-৫
কাইয়ুম মুসলিম লীগ	-৪

নির্বাচন কমিশন গতকাল যে ১৯ জন প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করেছেন নিম্নে তাদের নাম দেয়া হলোঃ

১। এন ই- ১৭ দিনাজপুর ৫
জনাব কামরুজ্জামান
পিডিপি।

২। এন ই-৭৮ ময়মনসিংহ- ৩
জনাব মোঃ এস এম ইউসুফ
জামাত।

৩। এন ই-৮৮ ময়মনসিংহ - ১০
মওলানা মনজুরুল হক
নেজামে।

৪। এন ই- ১৪৬ নোয়াখালী ২
জনাব আবদুল জব্বার খন্দকার
নেজাম।

৫। এন ই- ১৪৭ নোয়াখালী ৩
জনাব সাইদুল হক এ্যাডভোকেট
কাউন্সিল লীগ।

৬। এন ই- ১৫০ নোয়াখালী ৬
জনাব সফিউল্লাহ
জামাত।

৭। এন ই- ১৫১ নোয়াখালী ৭
জনাব আবু সুফিয়ান
কনভেনশন লীগ।

৮। এন ই-৭৩ টাঙ্গাইল ৩
জনাব আব্দুল মান্নান
কনভেনশন লীগ।

৯। এন ই-৭৫ টাঙ্গাইল ৫
অধ্যাপক এ খালেক
জামাত।

১০। এন ই-৯, রংপুর ৯
জনাব রইসউদ্দীন আহম্মদ
পিপিপি।

১১।এন ই- ১২৭, সিলেট ৮
জনাব মাহমুদ আলী
পিডিপি।

১২।এন ই-১৩২, কুমিল্লা ২
জনাব এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম
কাউন্সিল লীগ।

১৩।এন ই-১৫, দিনাজপুর ৩
জনাব আব্দুল্লাহ আল কাফি
জামাত।

১৪।এন ই-১২০, সিলেট ১
জনাব নাসির উদ্দিন
পিডিপি।

১৫।এন ই-১২৩, সিলেট ৪
হাজী হাবিবুর রহমান চৌধুরী
কনভেনশন লীগ।

১৬।এন ই-৪৩, যশোর ১
জনাব এম রশীদ
পিডিপি।

১৭।এন ই-৪৪, যশোর ২
সৈয়দ শামসুর রহমান
কাউন্সিল লীগ।

১৮।এন ই-৬০, বাকেরগঞ্জ ৩
জনাব শামস উদ্দীন আহমদ
পিডিপি।

১৯।এন ই-৬২, বাকেরগঞ্জ ৫
মাওলানা আবদুর রব
কনভেনশন লীগ।

দৈনিক পাকিস্তান, ৩১ অক্টোবর (১৯৭১)

এ পর্যন্ত বিনা **প্রতিদ্বন্দ্বিতায়** ৫২ জন নির্বাচিত

জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনে আরো দুজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে গতকাল শনিবার নির্বাচনী কমিশনের এক ঘোষণায় জানানো হয়। এর ফলে মোট জাতীয় পরিষদের ৭৮টি শুন্য আসনের মধ্যে এ পর্যন্ত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ৫২ জনে উন্নীত হলো।

সর্বশেষ যে কয়জন প্রার্থীকে সাময়িকভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে তারা হলেনঃ এন ই- ৯৭, ফরিদপুর ৪ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে কনভেনশন লীগের জনাব আব্দুর রহমান ও এন ই- ৩৫, রাজশাহী ৬ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জামাতে ইসলামীর জনাব আফাজ উদ্দীন আহমদ।

শুক্রবার নির্বাচনী কমিশন ভুলক্রমে ঘোষণা করেছিল যে, এন ই -৩৫ নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। গতকাল পুর্বদিনের ঘোষণা সংশোধন করে আফাজউদ্দিন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে করে। জাতীয় পরিষদের ৪টি আসনে প্রপ্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে এখনও কোন খবর পাওয়া যায়নি।

যশোর হতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় পরিষদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত সদস্য জনাব এম, এ, ওহাব কাইয়ুম লীগে যোগদানের কথা ঘোষণা করেছেন। কাইয়ুম লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর পরিবেশন করা হয়। তিনি এন ই -৪৫ নির্বাচনী কেন্দ্র হতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

দৈনিক পাকিস্তান, ১০ নভেম্বর (১৯৭১)

জাতীয় পরিষদঃ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সদস্য
সংখ্যা ৫৮ জনে উন্নীত
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনে আরও ৬ জন প্রার্থীকে সাময়িকভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে প্রদেশের জাতীয় পরিষদের ৭৮টি শুন্য আসনের মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ৫৮ জনে দাঁড়িয়েছে। বাকী ২০টি জাতীয় পরিষদ আসনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে নির্বাচনী কমিশনসুত্রে জানা গেছে।

বিনা প্রতিদ্বনিদ্ধতায় নির্বাচিত সদস্যদের সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী ৫৮ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের মধ্যে জামাতে ইসলামীর ১৫ জন, পিডিপির ১২ জন, কনভেনশন মুসলিম লীগের ৭ জন, কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগের ৭ জন, নেজামে ইসলামীর ৬ জন, পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের ৬ জন ও বাকী ৬ জন পিপিপির সদস্য।

পিডিপি নেতা জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরীকে (মোহন মিয়া) এন ই-৯৬, ফরিদপুর-২ নির্বাচনী এলাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী জনাব মকিম উদ্দিনের সাথে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

চট্টগ্রামে এন ই-১৫৫, নির্বাচনী এলাকায় পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী ও পিডিপি নেতা জনাব মাহমুদুন নবী চৌধুরীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

এছাড়া জনাব মাহমুদুন নবী চৌধুরী চট্টগ্রামের এন ই-১৫৮ নির্বাচনী এলাকা থেকেও পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের সভাপতি মৌলভী ফরিদ আহমদসহ অপর ৩ জন প্রার্থীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

গতকাল যে ৬ জন প্রার্থীকে জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে তারা হচ্ছেনঃ এন ই-৩২, রাজশাহী-৩ জনাব জসীম উদ্দিন আহমদ (কাইয়ুম লীগ), এন ই-৩৩, রাজশাহী-৪ জনাব মমতাজ উদ্দিন আহমদ (পিডিপি), এন ই-৩৬, রাজশাহী-৭ জনাব আবদুস সাত্তার খান চৌধুরী (কাউন্সিল কাইয়ুম লীগ), এন ই-২৮, পাবনা-৫ সৈয়দ আফজাল হোসেন জাহেদী (কাইয়ুম মুসলিম লীগ), এন ই-২৯, পাবনা-৬ মাওলানা আবদুস সোবহান (জামাতে ইসলামী) ও এন ই-৬৬, বাকেরগঞ্জ-৯ মওলানা আবদুর রহীম (জামাতে ইসলামী)।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৮। জেনারেল ইয়াহিয়ার তিন দফা শান্তি প্রস্তাবঃ জাতিসংঘের মধ্যস্থতা প্রয়াস অভিনন্দিত	দৈনিক পাকিস্তান	২৬ অক্টোবর, ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার তিন দফা শান্তি প্রস্তাব
জাতিসংঘের মধ্যস্থতা প্রয়াস অভিনন্দিত
থান্টকে অবিলম্বে সফরে আসার অনুরোধ
(নিজস্ব প্রতিনিধি)

ইসলামাবাদ, ২৫শে অক্টোবর। -প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান উপমহাদেশে শান্তি রক্ষার জন্য উথান্টের মধ্যস্থতার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং উভয় পক্ষের সৈন্য প্রত্যাহারের উপায় ও পদ্ধতি আলোচনার জন্য তাঁকে অবিলম্বে পাকিস্তান ও ভারত সফরের অনুরোধ করেছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সীমান্তের উভয় পার থেকে পাকিস্তান ও ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে তিন দফা শান্তি প্রস্তাব পেশ করেছেন এবং সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টের প্রতি তা কার্যকর করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

এই তিন দফা প্রস্তাব হচ্ছেঃ প্রথমতঃ উভয় দেশের সেনাবাহিনী পাক-ভারত আন্তর্জাতিক সীমানা থেকে সরে যাবে। দ্বিতীয়তঃ সৈন্য প্রত্যাহারের তদারকের জন্য জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হবে এবং তৃতীয়তঃ সৈন্য প্রত্যাহারের উপায় ও পদ্ধতি আলোচনার জন্য উথান্ট উপমহাদেশ সফর করবেন। উপমহাদেশে বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য উথান্ট মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের কাছে যে চিঠি দিয়েছেন তার জবাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান উক্ত প্রস্তাব দিয়েছেন।

উথান্ট ২০শে অক্টোবর চিঠি দিয়েছেন এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ক্ষিপ্রতার সাথে ২১শে অক্টোবর জবাব দিয়েছেন। কিন্তু ভারতীয় জবাব গতরাত পর্যন্ত জাতিসংঘে পৌঁছায়নি। উথান্টের পত্রের বিষয়বস্তু প্রকাশ করা না হলেও বোঝা যাচ্ছে যে আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি এবং অর্থহীন ও ভয়াবহ যুদ্ধের গুরুতর পরিণতির তিনি একটা বাস্তব বিশ্লেষণ করেছেন।

ব্যক্তিগত মধ্যস্থতার সম্ভাবনা

উথান্টের মধ্যস্থতা প্রস্তাব সুনির্দিষ্ট ভাষায় গৃহীত না হলেও তার অর্থ নিম্নলিখিত দুটোর একটি হতে পারেঃ

তিনি ব্যক্তিগত মধ্যস্থতা করতে পারেন কিংবা, বিকল্প পথ হিসাবে জাতিসংঘ সনদের ৯১ ধারা অনুযায়ী তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কাছে চিঠি দিতে পারেন। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কাছে চিঠি দিলে তিনি হয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকবেন কিংবা অন্ততঃপক্ষে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা হবে।

উথান্টের জুলাই মাসেও নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কাছেও চিঠি দিয়েছিলেন কিন্তু তা ৯১ ধারা অনুযায়ী দেয়া হয়নি। সেটি ছিল গোপন ও ঘরোয়া ধরণের চিঠি। উথান্ট তার পত্রে উল্লেখ করেছেন যে, কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি সীমারেখা বরাবর শান্তি রক্ষা তদারকের জন্য জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রয়েছে কিন্তু পাক-ভারত সীমান্তে জাতিসংঘের অনুরুপ কোন ব্যবস্থা নেই।

এই পর্যবেক্ষণের অর্থ সম্পর্কে কোন আভাস পাওয়া না গেলেও প্রেসিডেন্ট ইঙ্গিত ধরে নিয়ে তার পূর্বের প্রস্তাবের পুনরুল্লেখ করেছেন যে, সৈন্যদের স্বাভাবিক শান্তিকালীন অবস্থানে সরিয়ে নেয়া সম্ভব না হলেও উভয়পক্ষে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির জন্য তাদের অন্ততঃপক্ষে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেয়া প্রয়োজন।

জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক

প্রেসিডেন্ট আরোও প্রস্তাব করেছেন যে, জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকগণ সীমান্তের উভয় পারে সৈন্য অপসারণ তদারক ও শান্তি বজায় রাখবেন। একই সঙ্গে সশস্ত্র অনুপ্রবেশ এবং পাকিস্তান সীমান্তের ভিতরে গোলাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট এর চিঠি ভারতকে বেকায়দায় ফেলেছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে চলতিকালে উথান্টের সফর এবং শান্তির জন্য জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েন এই উভয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ভারতের পক্ষে কঠিন হবে।

প্রেসিডেন্টের চিঠির বিবরণ

আমি আপনার ১৯৭১ সালের ২০শে অক্টোবর বাণী আমার রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে পেয়েছি। পাক-ভারত সীমান্তে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটেছে আপনার এই অভিমতের সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত। উভয় দেশের শান্তি রক্ষা এবং ভয়াবহ পরিস্থিতি এড়ানোর ব্যাপারে আপনার মত আমিও গভীর উদ্বেগ বোধ করছি।

কারণ ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তাতে কোটি কোটি লোকের শুধুমাত্র দুর্ভোগই নেমে আসবে। ইতিমধ্যেই আমাদের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে গোলাবর্ষণের ফলে শত শত নর-নারী ও শিশু হতাহত এবং অসংখ্য লোক গৃহহারা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৭১ সালের ১৯শে অক্টোবর সয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সীমান্ত থেকে উভয় দেশের সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন।

যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, সীমান্তে ভারত অপেক্ষা পাকিস্তানী সৈন্যরা আরো কাছাকাছি অবস্থান করছে। এই প্রশ্নে আমি কোন বিতর্কে না নেমে প্রস্তাব করছি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অঞ্চলের আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর থেকে গোলন্দাজ ও সাঁজোয়া বাহিনীসহ উভয় দেশের সেনাবাহিনীকে শান্তিকালীন অবস্থানে সরিয়ে নেয়া না গেলেও অন্ততপক্ষে উভয় পক্ষের নিরাপত্তা বোধের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য পরস্পরের গ্রহণযোগ্য নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হবে।

একই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের সীমান্ত সশস্ত্র অনুপ্রবেশ ও গোলাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে। আমি আরো সুপারিশ করছি যে, সৈন্য প্রত্যাহার পর্যবেক্ষণ ও শান্তি তদারকের জন্য সীমান্তের উভয় পারে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হোক। সীমান্ত ঘাঁটিগুলোতে শুধুমাত্র স্বীকৃত সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন থাকবে।

আমি আপনার মধ্যস্থতার প্রস্তাবকেও অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং খুবই আশা করছি যে, সৈন্য প্রত্যাহারের উপায় ও পদ্ধতি আলোচনার জন্য আপনি অবিলম্বে পাকিস্তান ও ভারত সফর করবেন। এতে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাবে এবং শান্তির পথ প্রশস্ত হবে বলে আমি সুনিশ্চিত।

পাকিস্তানী সীমান্তবর্তী শহর লাহোর ও শিয়ালকোট দখলের জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের হুমকির ফলে পরিস্থিতির সংকট নিষ্পত্তির জন্য আপনি ভারত ও পাকিস্তান সফরের প্রকাশ্য ঘোষণা করতে তা খুবই অনুকূল হবে।

উপসংহার আমার দেশের পক্ষ থেকে আপনাকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯০। ভারতের আক্রমণাত্মক তৎপরতার বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারী	দৈনিক পাকিস্তান	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১

ভারতের আক্রমণাত্মক তৎপরতার
বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারী
বেপরোয়া গোলাবর্ষণের প্রতিবাদ

ইসলামাবাদ, ২৭শে অক্টোবর (এপিপি)। - পাকিস্তার সরকার সীমান্ত আচরণবিধি লংঘন করে মর্টার ও ভারী ফিল্ডগানের সাহায্যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানী এলাকায় বিনা উস্কানিতে অনবরত গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখার বিরুদ্ধে ভারত সরকারের কাছে আর একটি কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

গত ২৩শে অক্টোবর শনিবার এখানকার ভারতীয় হাইকমিশনের নিকট প্রদত্ত এক প্রতিবাদলিপিতে পাকিস্তান ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক আক্রমনাত্মক তৎপরতা অব্যাহত রাখার পরিণতি সম্পর্কে ভারতকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। ৬ই অক্টোবর থেকে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত বিনা প্ররোচনায় ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বেপরোয়া আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের ২১টি ঘটনা উক্ত প্রতিবাদলিপিতে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবাদ জ্ঞাপনকালে প্রতিবাদলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বেপরোয়া গোলাবর্ষণে পূর্ব পাকিস্তানে জানমালের যে ক্ষয় হয়েছে পাকিস্তান সরকারের সেই ক্ষতিপূরণ দাবীর অধিকার রয়েছে।

প্রতিবাদলিপিতে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলোর তালিকা রয়েছেঃ

১। ৬ই অক্টোবর বেলা ১টার সময় ভারতীয় বাহিনী যশোর জেলার ছুটিপুর এলাকায় ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে ১০ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

২। ৬ই অক্টোবর রাত ১টা থেকে ভারতীয় বাহিনী নোয়াখালী জেলার পরশুরাম এলাকায় ভারী মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে। এই গোলাবর্ষণ দীর্ঘসময় অব্যাহত থাকে এবং এই সময়ে ২০১ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

৩। ৬ই অক্টোবর বিকাল ৫টা ৪০ মিনিটে ভারতীয় বাহিনী দিনাজপুর জেলার ডিঙ্গাপাড়া এলাকায় ফিল্ডগান থেকে ৩০ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

৪। ৬ই অক্টোবর বিকাল ৫টার সময় খুলনা জেলার ভোমরা এলাকায় ভারতীয় সৈন্যরা ফিল্ডগান থেকে ৭ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

৫। ৬ই অক্টোবর রাত ১০টায় খুলনা জেলার কাকডাঙ্গা এলাকায় ভারতীয় বাহিনী ফিল্ডগান থেকে ৮ রাউন্ড ও ৩ ইঞ্চি মর্টার থেকে ১২ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

৬। ৭ই অক্টোবর ভোর সাড়ে ৪ টার দিকে ভারতীয় বাহিনী যশোর জেলার বেনাপোল এলাকায় ফিল্ডগানের সাহায্যে ২৯ রাউন্ড গোলাবর্ষণ করে।

৭। ৭ই অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৫টায় ভারতীয় সেবাবাহিনী বিনা উস্কানিতে কুষ্টিয়া জেলার দর্শনা এলাকায় ২২০ এম এম মর্টারের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করে।

৮। ৮ই অক্টোবর ভোর ৩টা ১৫ মিনিটে কুষ্টিয়া জেলার ইছাখালী সীমান্ত ফাঁড়ির উপর ভারতীয় বাহিনী বিনা উস্কানিতে ফিল্ডগানের সাহায্যে ২ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

৯। ৮ই অক্টোবর বেলা ১২টা ২৫ মিনিটে ভারতীয় সৈন্যরা বিনা প্ররোচনায় কুমিল্লা জেলায় শালদা ও নয়নপুর এলাকায় ভারী মর্টার থেকে ৮ রাউন্ড ও রিকয়েললেস রাইফেল থেকে ৭৫ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করেছে।

১০। একই দিন বেলা ১১টায় ভারতীয় বাহিনী বিনা প্ররোচনায় সিলেট সীমান্ত এলাকায় মর্টারের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করে। এই গোলাবর্ষণে একজন পাকিস্তানী মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে।

১১। ৯ই অক্টোবর বেলা ১২টার সময় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী খুলনা জেলার কাকডাঙ্গা এলাকায় ফিল্ডগান থেকে ৮০ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

১২। ৮ই অক্টোবর বিকাল ৬টায় ভারতীয় বাহিনী যশোর জেলার বেনাপোল এলাকায় ফিল্ডগানের ৫০ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

১৩। ৮ই অক্টোবর সকাল ৭ টায় ভারতীয় বাহিনী বিনা উস্কানিতে খুলনা জেলার ভোমরা এলাকায় ফিল্ডগান থেকে ১৭০ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

১৪। ৮ই অক্টোবর রাত ৩টা ২৫ মিনিটের সময় ভারতীয় বাহিনী বিনা প্ররোচনায় কুষ্টিয়া জেলার ইছাখালী এলাকায় ১২০ এম এম মর্টারের সাহায্যে ৮৭ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

১৫। ৮ই অক্টোবর বিকাল ৩টায় যশোর জেলার বেনাপোল এলাকায় ভারতীয় বাহিনী ফিল্ডগান থেকে ৭০ রাউন্ড গোলাবর্ষণ করে।

১৬। ৯ই অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৬টায় ভারতীয় বাহিনী কুষ্টিয়া জেলার মহেশকান্দী এলাকায় ফিল্ডগান থেকে ৩২ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

১৭। ১০ই অক্টোবর সকাল ৬টায় ভারতীয় বাহিনী বিনা উস্কানিতে যশোর জেলার বেনাপোল এলাকায় ফিল্ডগান থেকে ২৫ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

১৮। ১০ই অক্টোবর বেলা ২টায় ভারতীয় বাহিনী যশোর মসলিয়া ছুটিপুর এলাকায় ৬ ইঞ্চি মর্টার থেকে ২১ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

১৯। ১১ই অক্টোবর রাত ৯টায় ভারতীয় বাহিনী খুলনা জেলার কাকডাঙ্গা এলাকায় ফিল্ডগান থেকে ১৫ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

২০। ১১ই অক্টোবর সকাল ১১টার সময় ভারতীয় বাহিনী কুমিল্লা জেলার রিও এলাকায় ভারী মর্টার থেকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে। এতে ৫ ব্যক্তি নিহত ও ৩৯ জন আহত হয়েছে।

২১। ১২ই অক্টোবর সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে যশোর জেলার মসলিয়া এলাকায় ভারতীয় বাহিনী বিনা উস্কানিতে ফিল্ডগান থেকে ২০ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে। এতে ৩ জন নিরীহ লোক আহত হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯১। ভারতের শিবিরে অবস্থানকারী উদ্বাস্তুদের প্রতি ইয়াহিয়াঃ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে ফেরার আহ্বান	দৈনিক পাকিস্তান	৩১ অক্টোবর, ১৯৭১

ভারতীয় শিবিরে অবস্থানকারী উদ্বাস্তুদের প্রতি প্রেসিডেন্ট
জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে
ফেরার আহ্বান

রাওয়ালপিণ্ডি, ৩০শে অক্টোবর (এপিপি/পিপিআই)। - প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ, এম, ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের সকল বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রকৃত পাকিস্তানী নাগরিকদের প্রত্যাবর্তন যাচাই করার ব্যাপারে আমাদের কাছে যে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্রহণযোগ্য হবে এবং আমরা এ ধরণের সংস্থার সাহায্যকে স্বাগত জানাবো।

প্রেসিডেন্ট পুনরায় ঘোষণা করেন যে, সাম্প্রতিক গোলযোগে যে সমস্ত পাকিস্তানী পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে গেছেন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তাদের সকলের প্রত্যাবর্তনকেই স্বাগত জানানো হবে। তিনি বলেন যে, এ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়ের প্রশ্ন নেই, সকলেই ফিরে এসে স্বাভাবিক পেশাগত কাজ চালিয়ে যান, এটাই কাম্য।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, গত মার্চ মাসের পর বিশ লাখের কিছু বেশী লোক পূর্ব পাকিস্তানে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে গেছে। এই সংখ্যা যে কোন নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক সংস্থা তদন্ত করে দেখতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ভারত বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী বাড়িয়ে বলেছে।

ভারত তার প্রদত্ত সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকলে নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা যাচাই করতে দিতে ভারতের কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। ভারতীয় উদ্বাস্তু শিবিরের দুর্দশাগ্রস্ত পরিবেশে বসবাসকারী এই সমস্ত হতভাগা ব্যক্তিদের তাদের বাড়িঘরে ফিরে আসতে দেওয়া হবে বলে প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন। প্রত্যাবর্তনকারীদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, তাদের মন থেকে সবরকম ভয় ও আশংকা দূর করার জন্যই সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে।

পাকিস্তান বাস্তুচ্যুতদের মধ্যে কেবল মুসলমানদের ফেরত নিতে চাইছে বলে ভারত যে অভিযোগ করছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সরাসরি তার সত্যতা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন, সকল প্রকৃত পাকিস্তানীকে ফিরিয়ে আনাই পাকিস্তানের নীতি।

প্রেসিডেন্টের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ

রাওয়ালপিণ্ডি। -প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান আজ নিম্নলিখিত বিবৃতি দেনঃ

পুর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গোলযোগের পর আমাদের যে সমস্ত নাগরিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে গিয়েছিলেন, আমি বার বার তাদেরকে ঘরবাড়ীতে ফিরে এসে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনরায় শুরু করা আহ্বান

জানিয়েছি। তাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তার এবং প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন-এর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সবরকম সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

এছাড়া সরকারের প্রদর্শিত সাধারণ ক্ষমার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁদের মন থেকে সবরকম ভয় ও আশংকা দূর করা। আমার সরকার বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের কাজকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক সরকারে তাদের একজনকে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিজে এই কাজে ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

কার্যকরীভাবে রিলিফ ও পুনর্বাসনের কাজ চালানোর জন্য প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ দেয়া হয়েছে। পুনর্বাসনে আরো সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বাস্তুচ্যুতদের মধ্যে যাদের প্রয়োজন তাদের সকলকেই নগদ মঞ্জুরী দেয়া হবে। যদি এজন্য অতিরিক্ত সম্পদের প্রয়োজন হয়, তবে তা দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

আমার সরকার আন্তর্জাতিক মহলের বিভিন্ন প্রস্তাবে এমনকি সীমান্তের উভয় দিকে পর্যবেক্ষক মোতায়েন এবং এ ব্যাপারে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ব্যক্তিগত প্রভাবকে কাজে লাগানোর জন্য তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রিলিফ ও পুনর্বাসনের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ও জাতিসংঘের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশনারের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই ঢাকায় এসেছেন। জাতিসংঘের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশনারের প্রতিনিধি পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে সফর করেছেন এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা জানানো এবং তাদের পুনর্বাসনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিজেই লক্ষ্য করেছেন।

এটা দুঃখজনক যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে যারা বাড়ীঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন, সে সমস্ত হতভাগ্য ব্যক্তিদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে পারে এরূপ কোন ব্যবস্থাই ভারত সরকার গ্রহণ করেনি। আমরা যখন আমাদের নাগরিকদের ফিরে পেতে ইচ্ছুক এবং আগ্রহী, ভারত তখন এই মানবিক সমস্যাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে এবং তাদের প্রত্যাবর্তনে বাধা দেয়ার জন্য সবরকম বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। এই উদ্দেশ্যে বারত ইচ্ছাকৃতভাবে সীমান্ত এলাকায় গোলযোগ বজায় রাখছে এবং নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ সৃষ্টি করছে।

জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল সম্প্রতি এই পরিস্থিতির প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে অনুপ্রবেশ এবং কামান ও মর্টারের গোলাবর্ষণের ফলে সীমান্ত এলাকায় যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, তা বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের শীঘ্র পূর্ব পাকিস্তানে ফেরার পথে বাধার সৃষ্টি করছে।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কোন কোন বিদেশী রাষ্ট্র থেকে নৈতিক ও আর্থিক সমর্থন পাওয়ার উদ্দেশ্যে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী বাড়িয়ে বলছে।

যাঁরা স্থানীয় অবস্থানের কথা পুরোপুরিভাবে পরিচিত, তাঁরা ভারতীয় প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হবেন না। কারণ এটা সবার জানা আছে যে পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য স্থানের বাস্তুত্যাগী শিবিরগুলো কলকাতার স্থায়ী ভবঘুরে ও বেকার লোকে ভর্তি। তাছাড়া, উদ্বাস্তু সম্পর্কে ভারতীয় হিসেবে ১৯৪৭ সালে যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে গেছে এবং কোন না কোন কারণে এখন পর্যন্ত পুনর্বাসিত হয়নি, তাদেরকেও ধরা হয়েছে।

একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, দেশ ভাগাভাগির সময় সীমান্তের উভয় দিক থেকে ব্যাপকহারে লোক এক দেশ থেকে অন্যদেশে চলে গেছে। ভারত কিছুতেই এসব লোককে উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করতে পারে না এবং পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক গোলযোগের সময় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের মধ্যেও ধরতে পারে না।

আমরা বিষয়টি পুংখানুপুংখভাবে হিসেব করে দেখেছি এবং তাতে দেখা যায় যে, এ বছরের মার্চ থেকে ২০ লাখের কিছু বেশী লোক তাদের বাড়ীঘর ছেড়ে চলে গেছে। উদ্বাস্তু সংখ্যা সম্পর্কে যে কোন রকমের সন্দেহ

নিরসনের উদ্দেশ্যে জেলাওয়ারীভাবে বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা পূর্বেই প্রকাশ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক উদ্যোগে একটি নিরপেক্ষ সংস্থার মাধ্যমে ভারতীয় উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে একটি জরিপ কার্য চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে যাওয়া প্রকৃত উদ্বাস্তুদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের জন্যও আমরা প্রস্তাব করেছিলাম।

ভারত যদি তার প্রদত্ত হিসাব সম্পর্কে নিশ্চিতই হয়ে থাকে, তবে এই প্রস্তাব গ্রহণে ভারতের পক্ষে কুণ্ঠাবোধ করার কোন কারণ নেই।

ভারত বিশ্বকে আরও বলেছে যে, পাকিস্তান বাস্তুত্যাগী ব্যক্তিদের সংখ্যা যে ২০ লাখ বলে বর্ণনা করেছে, ভারতের মতে তার মধ্যে শুধু মুসলমানের সংখ্যাই ধরা হয়েছে এবং ভারতের বক্তব্য অনুসারেই বলা যায় বাদবাকী যারা ভারতে রয়েছে, তারা অমুসলমান।

এটা ভারতের দুরভিসন্ধিমূলক বিকৃত তথ্য এবং তাতে বাস্তুত্যাগীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পাকিস্তানের নীতি প্রতিফলিত হয় না। আমি এটা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, গত গোলযোগের সময় যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে গেছে তাদের মধ্যে প্রত্যেকটি পাকিস্তানীকে সে মুসলমান, হিন্দু অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়েরই হোক না কেন নিজের বাড়ীঘরে ফিরে আসার পর স্বাভাবিক কাজকর্মে আত্মনিয়োগে স্বাগত জানানো হবে।

এই ধরণের লোকের সংখ্যা যাই হোক না কেন এবং তারা যে ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রেরই হোন না কেন সরকার জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে তাদের পুনর্বাসন ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন পুনর্বাসিত হওয়ার জন্য অর্থ সাহায্যসহ সম্ভাব্য সবরকমের সাহায্য প্রদান করবেন।

প্রত্যাবর্তনকারী প্রকৃত নাগরিকদের যাচাই করার ব্যাপারে যে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করার জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে অবশ্যই স্বাগত জানানো হবে।

আমি আশা করি ভারতীয় উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে বর্তমানে যারা অত্যন্ত করুণ অবস্থায় বসবাস করছে, সেইসব হতভাগা লোকদের এবং তাদের নিজ নিজ বাড়ীঘরে ফিরে আসতে দেয়া হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯২। ৩২ জন অফিসারের খেতাব বাতিল	দৈনিক পাকিস্তান	১ নভেম্বর, ১৯৭১

৩২ জন অফিসারের খেতাব বাতিল

ইসলামাবাদ, ৩১শে অক্টোবর (এপিপি)। - প্রেসিডেন্ট ৩ জন সাবেক কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীসহ ৩২ জন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারের খেতাব প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট থেকে প্রকাশিত এক অতিরিক্ত গেজেট অনুসারে যে সব অফিসারের খেতাব প্রত্যাহার করা হয়েছে নিম্নে তাদের নাম ও নামের পাশে খেতাব উল্লেখসহ তালিকা প্রকাশ করা হলোঃ

১। জনাব ডব্লিউ এ শেখ, সাবেক সি এস পি, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ দফতরের সাবেক সেক্রেটারী (সিতারা-ই-পাকিস্তান, সিতারা-ই-কায়েদে আজম)।

২। জনাব এস, এম জাফরী, সাবেক সি এস পি, সাবেক চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর পাকিস্তান ষ্টিল মিল কর্পোরেশন, ইসলামাবাদ (সিতারা-ই-পাকিস্তান, সিতারা-ই-কায়েদে আজম)।

৩। জনাব আবু নাসার, সাবেক সি এস পি, পশ্চিম পাকিস্তান রাজস্ব বোর্ডের সাবেক সদস্য (সিতারা-ই-পাকিস্তান, সিতারা-ই-কায়েদে আজম)।

৪। জনাব আলতাফ হোসেন গওহর, সাবেক সি এস পি, লাহোরস্থ ফাইনান্স সার্ভিসেস একাডেমীর সাবেক ডিরেক্টর (হিলাল-ই-কায়েদে আজম, সিতারা-ই-পাকিস্তান, সিতারা-ই-কায়েদে আজম, তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

৫। জনাব এম এম শাহ, সাবেক সি এস পি, সাবেক ডিরেক্টর জেনারেল, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা, করাচী (সিতারা-ই-কায়েদে আজম)।

৬। জনাব জি ইয়াজদানী মালিক, সাবেক সি এস পি, সাবেক ম্যানেজিং ডিরেক্টর, পাকিস্তান প্রিন্টিং কর্পোরেশন, ইসলামাবাদ (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

৭। জনাব আনোয়ার আদিল, সাবেক সি এস পি, সাবেক ডিরেক্টর, নিপা, করাচী (সিতারা-ই-কায়েদে আজম)।

৮। দরবার আলী শাহ, সাবেক সি এস পি, পেশোয়ারের সাবেক কমিশনার (সিতারা-ই-কায়েদে আজম)।

৯। জনাব এস মুনীর হোসেন, সাবেক সি এস পি, সাবেক সেনসাস কমিশনার স্বরাষ্ট্র দফতর, ইসলামাবাদ (সিতারা-ই-কায়েদে আজম, তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

১০। মালিক আবদুল লতিফ খান, সাবেক সি এস পি, সাবেক জয়েন্ট সেক্রেটারী, খাদ্য ও কৃষি ডিভিশন, ইসলামাবাদ (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

১১। জনাব এস মোহাম্মদ হোসেন, সাবেক সি এস পি, খায়েরপুরের সাবেক কমিশনার (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

১২। জনাব হেলাল উদ্দীন আহমদ চৌধুরী, সাবেক সি এস পি, সাবেক ডেপুটি সেক্রেটারী, বাণিজ্য দফতর, ইসলামাবাদ (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

১৩। জনাব শাহ করিমুর রহিম, সাবেক সি এস পি, সাবেক কাষ্টমস কালেক্টর, করাচী (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

১৪। এস মুস্তাফা হোসেন এ জায়েদী, সাবেক সি এস পি, মৃত, পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের মৌলিক গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত বিভাগের সাবেক সেক্রেটারী (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

১৫। জনাব মোঃ পিয়ার আলী নাজির, সাবেক সি এস পি, সাবেক চেয়ারম্যান, ডিআইটি (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

১৬। জনাব এস ডি কোরেশী, সাবেক সি এস পি, পশ্চিম পাকিস্তান সড়ক পরিবহন সংস্থার সাবেক চেয়ারম্যান (সিতারা-ই-কায়েদে আজম, তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

১৭। জনাব খলিলুর রহমান খান, সাবেক সি এস পি, সাবেক ডিআইজি অব পুলিশ, বাহাওয়ালপুর (সিতারা-ই-খিদমত)

১৮। জনাব আবদুল হক, সাবেক সিএসপি, সাবেক চেয়ারম্যান, ইপিআর টিসি, পূর্ব পাকিস্তান, ঢাকা (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

১৯। জনাব মোঃ আলী, সাবেক সি এস পি, সাবেক ডিআইজি অব পুলিশ, রেলওয়ে চট্টগ্রাম (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

২০। জনাব মোঃ ইদ্রিস, সাবেক সি এস পি, সাবেক আইজি অব পুলিশ এস্টাবলিসমেন্ট (সিতারা-ই-কায়েদে আজম)।

২১। জনাব আফিস মজিদ, সাবেক সি এস পি, সাবেক ডিআইজি অব পুলিশ, (সিতারা-ই-খিদমত)।

২২। আলহাজ কফিলউদ্দীন আহমদ, সাবেক চীফ ইঞ্জিনিয়ার, পাক পিডব্লিউডি, করাচী (সিতারা-ই-কায়েদে আজম)।

২৩। সৈয়দ নাসির হোসেন, সাবেক সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার সেন্ট্রাল ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সার্কেল্স, করাচী (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

২৪। জনাব মীর মোঃ হোসেন, সাবেক ডিরেক্টর জেনারেল, টি এন্ড টি বিভাগ, করাচী (সিতারা-ই-খিদমত)।

২৫। জনাব বি এন নাজির, সাবেক চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ষ্টাফ এন্ড এস্টাবলিসমেন্ট উইং, টি এন্ড টি বিভাগ, করাচী (সিতারা-ই-খিদমত)।

২৬। জনাব ইয়ামীন কোরেশী, সাবেক জয়েন্ট সেক্রেটারী, কৃষি দফতর, ইসলামাবাদ (সিতারা-ই-খিদমত)।

২৭। জনাব এস আই হক, সাবেক পি আর এস, সাবেক চীফ কন্ট্রোলারাব ষ্টোর্স, পি ডব্লিউ আর, লাহোর (সিতারা-ই-খিদমত)।

২৮। জনাব ডব্লিউ এ শেখ, সাবেক পি আর এস, সাবেক চেয়ারম্যান, রেলওয়ে বোর্ড (সিতারা-ই-পাকিস্তান)।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৩। জেনারেল ইয়াহিয়ার বিবৃতি	দৈনিক পাকিস্তান	২ নভেম্বর, ১৯৭১

সীমান্তের ওপার থেকে প্রত্যেক দিন গোলাবর্ষণ করা হচ্ছেঃ ইয়াহিয়া ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আসন্ন

লন্ডন, ১লা নভেম্বর (এএফপি)। - পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠেছে। আজ ডেইলী মেইল পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট জেঃ ইয়াহিয়া খান এ কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ভারত ইতিমধ্যেই আমাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। কোন সার্বিক সংঘর্ষ হচ্ছে না, কারণ আমরা পাল্টা আঘাত হানছি না। ভারত পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের ওপারে প্রতিদিন দেড়শ থেকে তিন হাজার গোলাবর্ষণ করে চলেছে। প্রেসিডেন্ট বলেন, চীন পাকিস্তানের ওপর আক্রমণ সহ্য করবে না।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে তিনি বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) কায়েম হলে শুধু পাকিস্তানই খণ্ডিত হবে না, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভাঙ্গনও শুরু হবে, মহিলা এ কথাটি বুঝবেন, আল্লাহর কাছে এই কামনাই করি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৪। খেয়ালবশে মুজিবকে মুক্তি দেওয়া যায় নাঃ জেনারেল ইয়াহিয়া	দৈনিক পাকিস্তান	৩ নভেম্বর, ১৯৭১

খেয়ালবশে মুজিবকে মুক্তি দেওয়া যায় নাঃ ইয়াহিয়া

নিউইয়র্ক, ২রা নভেম্বর (এএফপি)। - প্রেসিডেন্ট জেঃ এ এম ইয়াহিয়া খান বলেছেন, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন এবং চীন তার (পাকিস্তানের) সশস্ত্র বাহিনীকে সবরকম অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করবে। তিনি বলেছেন, জাতি তার মুক্তি দাবী করলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেবেন।

নিউজউইক ম্যাগাজিনের প্রতিনিধির সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট এসব কথা বলেছেন। ইয়াহিয়া বলেন, যুদ্ধ (ভারতের সাথে) যে আসন্ন আপনাকে এ কথা না বলার কোন কারণ নেই। কেননা তা আসন্ন। ভারতীয়রা আমাদের সাথে যুদ্ধ শুরুই করে দিয়েছে। সার্বিক মোকাবিলা হচ্ছে না, কারণ আমরা পাল্টা আঘাত হানছি না।

তিনি বলেন, উত্তপ্ত পরিস্থিতির আরো সম্প্রসারণ ঘটুক তা তিনি চান না। তবে একটা এলাকা দখল করে সেখানে ক্রীড়ানক বাংলাদেশ সরকারকে বসানোর জন্য ভারত যদি উত্তেজনার প্রসার ঘটায় সেটা হবে যুদ্ধ। আর অবস্থা যদি তাই দাঁড়ায় চীন পাকিস্তানের উপর আক্রমণ সহ্য করবে না। প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া আমরা প্রয়োজনীয় সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পাবো।

পূর্ব পাকিস্তানের দাবী প্রসংগে প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের যে সময় নষ্ট হয়েছে- তা পূরণ করার চেষ্টা করছি। ২০শে ডিসেম্বর শাসনতন্ত্র জারী করা হবে। আর এটা খুবই স্বাভাবিক যে পূর্ব পাকিস্তান প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও কর ধার্যের বিষয় ছাড়া আর সব ক্ষেত্রে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে।

শেষ মুজিব প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন, মুজিব যদি এখন পুর্ব পাকিস্তানে ফিরে যান, তার লোকেরাই তাকে মেরে ফেলবে। কেননা, তারা তাদের সকল দুর্ভোগের জন্য তাকেই দায়ী করছে। খেয়ালের বশে আমি তাকে মুক্তি দিতে পারি না। তবে জাতি যদি তার মুক্তি চায়- আমি তাকে মুক্তি দেবো।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৫। পিকিংএ উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল	দৈনিক পাকিস্তান	৬ নভেম্বর, ১৯৭১

পিকিং-এ উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল

প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি হিসেবে ভুট্টো নেতৃত্ব করছেন
উপমহাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে

(সালামত আলী প্রেরিত)

ইসলামাবাদ, ৫ই নভেম্বর। - জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে আট সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল আজ সকালে একটি বিশেষ বিমানযোগে এখান থেকে চীন রওয়ানা হয়ে গেছেন। দু'দেশের মধ্যে অব্যাহত আলোচনার অংশ হিসেবে গণচীনের আমন্ত্রণক্রমে এই প্রতিনিধিদল চীনে গেছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব ভুট্টো দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

কয়েকদিনব্যাপী চীনে অবস্থানকালে প্রতিনিধিদলটি প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ও অন্যান্য নেতা ও মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবেন বলে জানা গেছে। পিপিপির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ছাড়াও প্রতিনিধিদলে রয়েছেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি এয়ার মার্শাল এ রহিম খান, পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব সুলতান মোহাম্মদ খান, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ লেঃ জেনারেল গুল হাসান খান, পাকিস্তান নৌবাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ রিয়ার এডমিরাল রশীদ, পররাষ্ট্র দফতরের দুজন ডিরেক্টর জেনারেল জনাব আফতাব আহমদ খান ও জনাব তবারক হোসেন এবং পররাষ্ট্র দফতরের ডিরেক্টর জনাব আহমদ কামাল। অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব এম এ আলভী এখানে সংবাদিকদের উক্ত প্রতিনিধিদলের চীন রওয়ানা হওয়ার বিষয়টি জানান।

জনাব আলভী প্রতিনিধিদলটিকে অত্যন্ত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, পাকিস্তান ও গণচীনের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ব্যবস্থা রয়েছে এবং এই অব্যাহত রীতির ভিত্তিতেই প্রতিনিধিদলটি পিকিং রওয়ানা হয়েছেন। তিনি বলেন যে, প্রতিনিধিদলটির সঙ্গে চীনের নেতাদের উভয় দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় এবং উপমহাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে ।

প্রতিনিধি দলটি যেভাবে গঠন করা হয়েছে তাতে অস্ত্র আনার জন্য সেটি যাচ্ছে এরুপ আভাস রয়েছে কিনা এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, চীন থেকে অস্ত্র সরবরাহ করাটা কোন নতুন কিছু হবে না । তিনি বলেন, যে ধরনের সহযোগিতা রয়েছে তা আপনাদের ভালই জানা আছে।

এই প্রতিনিধিদলের চীন যাত্রা একাধিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ ।

প্রথমতঃ সম্প্রতি ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি রয়েছে এবং ভারত ইতিমধ্যেই রাশিয়া থেকে আরো অস্ত্র ও সমর্থন আদায়ের জন্য চুক্তিটি কাজে লাগিয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ দু'মাসেরও বেশি সময় যাবৎ পাকিস্তান ও ভারতের সশস্ত্র বাহিনীগুলোর প্রায় সমস্ত শক্তি সীমান্ত বরাবর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং যে কোন মুহূর্তে সার্বিক যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার মারাত্মক আশংকা রয়েছে।

তৃতীয়তঃ যদিও চীন সর্বদাই পাকিস্তানের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছে তবুও সাম্প্রতিক সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশেষভাবে ভারত ঘেঁষা বিবৃতিগুলোর সঙ্গে তুলনীয় কোন কিছু এ যাবৎ পাওয়া যায়নি।

চতুর্থতঃ বর্তমানে ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য গণচীন কুটনৈতিক পর্যায়ে তৎপরতা চালানোর ক্ষমতা নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। কিছুদিন যাবৎ পাকিস্তান পাক-ভারত বিরোধ নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপনের যথার্থতা বিবেচনা করছে এবং এ ব্যাপারে বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আলোচনা করছে।

অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সেক্রেটারী অবশ্য জানান যে, অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদে পাক-ভারত বিরোধের প্রশ্ন উত্থাপনের কোন বিকল্প নেই। যাহোক চীন যেহেতু শীঘ্রই নিরাপত্তা পরিষদে বসবে এবং যেহেতু কোন না কোন বৃহৎ শক্তি অথবা সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে পাক-ভারত উপমহাদেশের পরিস্থিতির বিষয়টি উত্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে।

কাজেই প্রতিনিধিদলটি পিকিং-এ অবস্থানকালে স্বাভাবিকভাবেই এ ব্যাপারে আলোচনা করবে। প্রতিনিধিদলটির গঠন প্রকৃতি এই মর্মে আভাস বহন করছে যে, পাক-ভারত বিরোধের সামরিক ও কুটনৈতিক দিকসহ সকল বিষয়ে পুর্ণাঙ্গ আলোচনার ইচ্ছা রয়েছে।

ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তার তিনটি সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করায় প্রতিনিধিদলে পাকিস্তানের তিনটি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ পর্যায়ের কমান্ডারদের অন্তর্ভুক্তি তাৎপর্যপুর্ণ বলে গণ্য হচ্ছে। এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয়েছে, প্রতিনিধিদলটি চীনা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গুরুত্বপুর্ণ আলোচনা করবেন। পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র জানান যে, প্রতিনিধিদলটি চীনে কয়েকদিন অবস্থান করবেন।

প্রতিনিধি দলটিকে যেরুপ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন করে গঠন করা হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেটির প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ও চীনের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নেতা ও মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের কর্মসুচী রয়েছে। মুখপাত্রটি বলেন, গণচীন সাধারণতন্ত্রের আমন্ত্রণক্রমে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট একটি প্রতিনিধিদলকে পিকিং-এ প্রেরণ করেছেন।

পিকিং থেকে এএফপি পরিবেশিত খবরে বলা হয়, পর্যবেক্ষকরা মনে করেন যে, প্রতিনিধি দলটির এই আকস্মিক পিকিং সফর পাক-ভারত সীমান্তের উত্তেজনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এক বছর আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পিকিং সফরের পর এটাই গণচীন সফরকারী বৃহত্তম পাকিস্তানী প্রতিনিধি দল।

উক্ত খবরে আরো বলা হয় যে, পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বর্তমানে রাজনৈতিক নেতা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো মন্ত্রী থাকাকালে কয়েকবার পিকিং সফর করেছেন। ৬ বছর আগে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রাক্কালে তিনি শেষবারের মতো পিকিং সফর করেন।

এতে উল্লেখ করা হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ পিপল্‌স পার্টির নেতা জনাব ভুট্টো বর্তমানে কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত নেই। এখানে পর্যবেক্ষকরা বলেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিরোধ এবং পুর্ব পাকিস্তানে তথাকথিত বাংলাদেশ বিদ্রোহের প্রতি জনাব ভুট্টো কঠোর মনোভাবাপন্ন মহলের সমর্থক বলে মনে হয়।

উক্ত খবরে বলা হয় জনাব ভুট্টো এমনি এক সময়ে পিকিং সফর করছেন, যখন ১৯৬২ সালের সীমান্ত সংঘর্ষের পর থেকে তিক্ত চীন-ভারত সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য উন্নতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তবে চীন অথবা ভারত কোন পক্ষই সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

গত সপ্তাহে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী চীনের জাতিসংঘভুক্তিতে অভিনন্দন জানিয়ে চীনের প্রধানমন্ত্রী ও অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর অভিনব কুটনৈতিক অস্ত্র টেবিল টেনিসকেও চীন-ভারত সম্পর্কোন্নয়নে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় টেবিল টেনিস দল পিকিং-এ আফ্রো-এশীয় বন্ধুত্বমুলক টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে অংশ গ্রহণ করছে।

চীনের বন্ধুরাষ্ট্রের খেলোয়াড় দলকে সাধারণতঃ যেরুপ অভ্যর্থনা জানানো হয় ভারতীয় টেবিল টেনিস দলকেও সেরুপ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। পর্যবেক্ষক মহলের অবশ্য এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তানের প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী ও পাকিস্তানের বহু কারিগরি ও শিল্প প্রকল্পে সহযোগিতাকারী চীন প্রয়োজনে একনিষ্ঠতম বন্ধু হিসেবে পাকিস্তানের পাশে থাকবে।

তবে যুদ্ধ বাধলে পাকিস্তানীদের সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করার জন্য চীনা সৈন্য পাঠানোর সম্ভাবনা নেই বলে তারা মনে করেন।

পিকিং উপস্থিতি

পিকিং থেকে রয়টার ও এএফপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, প্রতিনিধিদলটি এখানে এসে পৌঁছেছেন। বিমানবন্দরে চীনের অস্থায়ী সহকারী প্রধানমন্ত্রী মিঃ চী পেং ফি প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন।

জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিহিত প্রায় ২ হাজার চীনা তরুণ তরুণী প্রতিনিধিদলটিকে স্বাগত জানায়। বিমানবন্দরে ব্যানারে লেখা ছিল পাকিস্তানের বিশিষ্ট মেহমানদের স্বাগত জানাচ্ছি।

এছাড়া তারা আফ্রো-এশীয় জনগণের সংহতি প্রকাশ করে ও বিদেশী আক্রমণ ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে শ্লোগান দেয়।

জনাব ভুট্টো পরে মিঃ চী পেং ফি-এর সঙ্গে পিকিং-এর রাষ্ট্রীয় মেহমানদের বাসভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৬। আমার কোন বিকল্প ছিল নাঃ নিউজউইক ম্যাগাজিনের সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া	নিউজউইক ম্যাগাজিন	৮ নভেম্বর, ১৯৭১

A TALK WITH PAKISTAN’S PRESIDENT YAHYA KHAN

With his country in the midst of one crisis-the guerrilla rebellion in East Pakistan-and on the verge of another War with India-Pakistan President Mohammad Yahya Khan gave an interview last week to Newsweek Senior Editor Amaud de Borchgrave. In their conversation, President Yahya spelled out his position on some of the crucial issues facing his country and India. Below, excerpts from Yahya's remarks:

On the Likelihood of war

I have no reason to tell you war is not imminent because it is. The Indians are already at war with us, and the only reason there is no general confrontation is that we are not hitting back. We are still exercising maximum restraint despite growing provocation. The Indians are lobbing from 140 to 3,000 artillery and mortar shells across East Pakistan borders every 24 hours … [The East Pakistan guerrillas] are destroying bridges, electric pylons, even a food ship the other day. The Indians have set up 23 guerrilla training camps … Civilian populations have been evacuated from their border areas, their Defence Minister is threatening us every day … if the Indians escalate with a view to capturing territory and installing a puppet Bangladesh regime, that will be war.

On India's Military Advantages

How can [our] army fight and win against [Indian] army that is five times its size? It would be military lunacy for me to take them on. But if we're attacked we'll fight back … [Te Indians] have a big war machine that is self-sufficient in many respects. If they can lob over 3,000 shells in a day, that means they have plenty of ammunition on hand. It's a luxury our army cannot afford.

On Chinese aid to Pakistan

The Chinese will not tolerate an attack on Pakistan we will get all the weapons and ammunition we need, [every assistance] short of physical intervention. We get some things free and pay for others. But Chinese terms are so easy-25 year credit interest-free. Last year when I was in Peking I negotiated $200 million worth of economic and for our five-year-plan with no interest.

On the Future of Bangladesh

No one ever treated the Bengalis fairly. We too have made mistakes and by "we" I also mean East Pakistanis who have been our Presidents and Premiers since independence. East Pakistan was down and out, and we did not pay sufficient attention to its development.

We are now trying to make up for lost time. The new constitution will be promulgated December 20. They are 1,000 miles away so it is only normal that they enjoy maximum autonomy and handle their own affairs. That means everything except defense, foreign affairs and taxation.

On Sheikh Mujibur Rahman

Many people might not believe me, but I think if he [Mujib, the Bengali leader currently on trial for treason] went back (to East Pakistan) he would be killed by his own people who hold him responsible for all the suffering. In any case, it is an academic question. He had been discussing internal autonomy with me for two years and went back on his word. He organized and led an armed rebellion against the state … There was no alternative but to suppress the rebellion. Any other Government would have done the same thing.. How can I now call that man back and negotiate with him? He is charged with waging war against the state and subverting the loyalty of the army. He is being defended by A.K. Brohi, who is the best and most respected lawyer in the country, Brohi would not have taken the case if he thought there was going to be any hanky-panky in the military court. I did not shoot Mujib first and try him later as some governments are prone to do. What we do after sentence has been passed is the prerogative of the head of state. I cannot release him on a whim. It's one hell of a responsibility. But if the nation demands his release, I will do it.

On and Independent Bangladesh

The worst losers will be the Indians themselves. West Bengal and Assam will soon join in, and that will be the beginning of the breakup of the Indian Union itself. I hope to God this woman (Mrs. Gandhi) understands.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৭। পাক প্রতিনিধিদলের চীন সফরের ফলাফল বর্ণনা	দৈনিক পাকিস্তান	৯ নভেম্বর, ১৯৭১

'অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় চীনের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন' আলোচনার ফল সন্তোষজনকঃ চৌ

পিকিং, ৮ই নভেম্বর (এপিপি)। - প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই গতরাতে বলেন যে, চীনের নেতৃবৃন্দ ও বন্ধুত্বমুলক সফরের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক চীনে প্রেরিত পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের মধ্যে আলোচনায় সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেছে।

চীন থেকে ফিরে আসার আগে চীনা নেতাদের সম্মানে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের নেতা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো এক ভোজসভার আয়োজন করেন।

ভোজসভায় এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই উক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এই আলোচনার সাফল্যে দু দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ বন্ধুত্বেও পুরোপুরি পরিচয় রয়েছে।

তিনি বলেন, অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী চী পেং ফেই তার ভাষণে চীনের ভূমিকা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সরকার ও জনগণের কাছে চীনা সরকার এবং জনগণের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানানোর জন্য পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলকে অনুরোধ জানান।

হংকং থেকে রয়টার পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, চৌ এন লাই ও ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত জনাব ভুট্টো তাঁদের আলোচনায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলে সিনহুয়ার খবরে বলা হয়েছে। গতরাতে জনাব ভুট্টো প্রদত্ত ভোজসভায় তাঁরা ভাষণ দেন।

মিঃ চৌ এন লাই বলেন, ইয়াহিয়ার কাছ থেকে দায়িত্ব নিয়ে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদল চীনে বন্ধুত্বমূলক সফরে এসেছেন এবং সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চীন সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁদের আলোচনায় সাফল্যজনক ফল পাওয়া গেছে।

গত শুক্রবার পিকিং আগমনের পর মিঃ চৌ এন লাই ও অন্য চীনা নেতাদের সঙ্গে ভুট্টোর প্রতিনিধিদলের আলোচনা হয়েছে বলে যে খবর বেরিয়েছে সে সম্পর্কে সিনহুয়া কোন বিস্তারিত বিবরণ দেয়নি।

যাই হোক, ভুট্টো গতরাতে পিকিং-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, আলোচনার ফল এশিয়ার হামলা প্রতিরোধ করবে। চীনের অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী চী পেং ফেই পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের জন্য প্রদত্ত ভোজসভায় অভিযোগ করেছেন যে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত হস্তক্ষেপ করছে।

জনাব ভুট্টো গতরাতে চীনা নেতাদের সম্মানে প্রদত্ত ভোজসভায় বলেন যে, চীনা নেতাদের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা করে তাঁর প্রতিনিধিদল দেশে ফিরছে।

এশিয়ায় পাকিস্তানের ভূমিকা হচ্ছে শান্তি, বন্ধুত্ব, অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা ও মানবজাতির অগ্রগতি। পাকিস্তান ও চীনের জনগণ এই সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৮। অঘোষিত যুদ্ধ হচ্ছেঃ ইয়াহিয়া	দৈনিক পাকিস্তান	৯ নভেম্বর, ১৯৭১

অঘোষিত যুদ্ধ হচ্ছেঃ ইয়াহিয়া
ভারত হামলা করলে চীন হস্তক্ষেপ করবে

করাচী, ৮ই নভেম্বর (পিপিআই)। - ভারত পাকিস্তানের উপর আক্রমণ চালালে গণচীন যেভাবে পারে পাকিস্তানকে সাহায্য করবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গত শুক্রবার লাহোরে কলম্বিয়া ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনের প্রতিনিধি টমাস ফেন্টনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ভারত পাকিস্তানে আক্রমণ চালালে অবশ্যই চীন হস্তক্ষেপ করবে।

পাকিস্তান ও ভারত কি যুদ্ধের কাছাকাছি এসেছে এ প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, এর মধ্যেই একটা অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, পাকিস্তান ভারতের প্রতি অসাধারণ সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছে। কিন্তু ভারত আমাদের সীমান্তে অব্যাহতভাবে গোলাবর্ষণ করে চলেছে। বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেন্ট বলেন, বিচার চলছে।

প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, শেখ মুজিবের ভাগ্যে কি ঘটবে না ঘটবে সে সিদ্ধান্ত আদালতই গ্রহণ করবে। তবে বিচার সমাপ্ত হলেই মামলার বিবরণ প্রকাশ করা হবে। পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধান প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি আগেই জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি পরিকল্পনা দিয়েছেন এবং তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন।

পূর্ব পাকিস্তানের একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছাড়া কিভাবে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এর জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, নির্বাচন শেষে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অভ্যুদয় ঘটবে এবং তার কাছেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে।

উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যারা সত্যিকারভাবে তাদের ঘরবাড়ী ফেলে ভারতে চলে গেছেন সেইসব উদ্বাস্তুকে ফিরিয়ে নিতে পাকিস্তান রাজী আছে। এ ব্যাপারে আমরা জাতিসংঘের প্রস্তাব গ্রহণ করেছি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৯। দন্ডবিধি সংশোধন আইন জারী	পাকিস্তান অবজারভার	১২ নভেম্বর, ১৯৭১

CRIMINAL LAW AMENDMENT ORDER ISSUED

Islamabad, November 11-The President has issued an order which provides for the setting up of a Special Court for the trial of persons accused of an offence punishable under Section 120 B (criminal conspiracy) 342 (wrongful confinement) or 435 (Mischief by fire or explosive substance with intent to cause damage) of the Pakistan Penal Code of Section 3 of the Official Secrets Act. 1923 (spying) or Section 3 of the Enemy Agents Ordinance 1943 (aiding the enemy) reports APP.

The special court to be set up by the central Government will consist of a Judge of the Supreme Court of Pakistan as its chairman and a Judge of a high court as member. The order called the Criminal Law Amendment (Special court) order 1971 (President's order No. 13 of 1971) was made by the President on November 8, 1971 and released here yesterday by the Ministry of Law and Parliamentary Affairs (Law division) for general information.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০০। বন-এ পররাষ্ট্র সেক্রেটারী সীমান্ত পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে	দৈনিক পাকিস্তান	২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

বন-এ পররাষ্ট্র সেক্রেটারী

সীমান্ত পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে

বন, ২৩শে নভেম্বর (রয়টার)। - পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব সুলতান মোহাম্মদ খান গত রাতে বলেন যে, পাক-ভারত বিরোধের গতকালকের খবরে সীমান্ত এলাকায় পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতিরই আভাস পাওয়া যায়।

পাকিস্তান পররাষ্ট্র দফতরের শীর্ষস্থানীয় কর্মচারী জনাব খান সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণদানকালে জনৈক সাংবাদিক পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বাত্মক হামলার পাকিস্তানী খবর তাঁকে অবহিত করেন।

পরিস্থিতি পূর্বাপেক্ষা আরও অধিকতর জটিল ও বিপজ্জনক মনে হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। যেহেতু পকিস্তানী ভূখণ্ডেই আক্রমণ হচ্ছে তা থেকেই পরিস্কার হয়ে ওঠে কোথা থেকে হামলাটা হচ্ছে। জনাব খান আরও বলেন যে, যুদ্ধের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার কোন সমস্যারই সমাধান হবে না বরং তাতে উদ্বাস্তুদের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাবে এবং উভয় দেশই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

ভারতীয় আক্রমণের পর পাকিস্তান ভারতীয় ভূখণ্ডে পাল্টা আক্রমণ হানবে কি না জিজ্ঞাসা করা হলে জনাব খান যে কোন দেশের আত্মরক্ষা করার মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন-তথা জাতিসংঘ সনদের উল্লেখ করেন।

জনাব খান আরও বলেন যে, ভারতের হামলার ফলে উভয় পক্ষেই বিপুল প্রাণহানি ঘটবে এবং শুধুমাত্র দু দেশের জন্যই নয় বরং সমগ্র এশিয়ার জন্যই তা আরও বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করবে।

ওয়াশিংটন, অটোয়া, প্যারিস, বন প্রভৃতি স্থান সফর শেষে জনাব খানের আজ পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনের কথা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০১। উপমহাদেশের পরিস্থিতিতে পাকিস্তান যে কোন বৃহৎ শক্তির উদ্যোগকে স্বাগত জানাবে	দৈনিক পাকিস্তান	২৬ নভেম্বর, ১৯৭১

উপমহাদেশের পরিস্থিতিতে পাকিস্তান যে কোন বৃহৎশক্তির উদ্যোগকে স্বাগত জানাবে

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৪শে নভেম্বর (এপিপি)। - পাকিস্তান উপমহাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও ভারতের হামলা বন্ধ করার ক্ষেত্রে যেকোন বৃহৎশক্তির উদ্যোগকে স্বাগত জানাবে।

আজ সন্ধ্যায় একজন সরকারী মুখপাত্র এ কথা বলেছেন। মুখপাত্রটি বলেন, আজ সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুসারে উপমহাদেশের বর্তমান সংকট পরিসমাপ্তির জন্য যদি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগ গ্রহণ করে তবে আমরা এ বিষয়ে অত্যন্ত খুশী হবো।

তিনি বলেন, কিন্তু পাকিস্তান বর্তমান পর্যায়ে এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে অনুরোধ জানাতে পারে না। কারণ পাকিস্তান ভারত কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী সব বৃহৎশক্তিরই উচিত ভারতকে বলে তার আক্রমণ থামানো।

যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয়ে পরস্পরের সংস্পর্শে রয়েছে এবং এই উপমহাদেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে ওয়াশিংটনে প্রকাশিত একটি সংবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হয়েছিল।

বর্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ সম্পর্কে পাকিস্তানের মনোভাব কি হবে মুখপাত্রকে একজন সাংবাদিক এ প্রশ্নও করেন। মুখপাত্রটি বলেন, এই সমস্যা সমাধানে বিদেশী শক্তির সাহায্যকে পাকিস্তান পছন্দ করবে। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির একমাত্র সমস্যা হলো উদ্বাস্তু ব্যক্তিদের প্রত্যাবর্তন।

এ জন্য পাকিস্তান জাতিসংঘের সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানকে স্বাগত জানিয়েছে। তিনি বলেন, পাকিস্তান বাস্তুত্যাগী ব্যক্তিদের তাদের বাড়ীঘরে ফিরিয়ে আনার জন্যে নিজেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, পাকিস্তান আক্রান্ত হয়েছে এবং আমরা আক্রমণকারী নই। সংঘর্ষ বন্ধ করার ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক বিদেশী শক্তির উদ্যোগে আমরা খুশী হবো।

প্রশ্ন:- আপনি বলেছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত সোভিয়েট দুরপাল্লার কামান ব্যবহার করছে। এ জন্যে পাকিস্তানকে মস্কোর কোন উদ্যোগ মেনে নেয়ার সম্ভাবনাকে আপনি কি বাতিল করে দেবেন।

উত্তর:- সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে যদি কোন গঠনমূলক ও শান্তিপূর্ণ উদ্যোগ আসে আমরা তা পছন্দ করবো। ভারতই বিভিন্ন দেশকে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার জন্য চাপ দিচ্ছে। যেসব দেশ ভারতকে সামরিক সাহায্য দিচ্ছে তাদের দেখা উচিত ভারত কি ভাবে এই অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০২। ন্যাপের সকল গ্রুপ নিষিদ্ধ ঘোষণা	দৈনিক পাকিস্তান	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

ন্যাপের সকল গ্রুপ নিষিদ্ধ ঘোষণা
কতিপয় নেতাকে আটকের আদেশ
দলের পরিষদ সদস্যদের আসন থাকবে- প্রেসিডেন্ট

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৬শে নভেম্বর (এপিপি)। - প্রেসিডেন্ট আজ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সকল উপদল ও গ্রুপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আজ এখানে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, তিনি ইতিমধ্যে ন্যাপের কতিপয় নেতাকে আটক করার আদেশ দিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, তবে ন্যাপের টিকিটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত ব্যক্তিদের আসন বহাল থাকবে। বিবৃতিতে বলা হয়, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দীর্ঘদিন যাবৎ পাকিস্তানের স্বার্থ ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কাজ করছিল। এর কতিপয় নেতা এই দেশ সৃষ্টির বিরুদ্ধে জোর তৎপরতা চালিয়েছিল এবং এর অস্তিত্ব মেনে নিতে পারেনি।

তারা এর ক্ষতি করার কোন সুযোগই নষ্ট করেননি। এখন যখন তার পূর্ব অংশে অভ্যন্তরীণ নাশকতামূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং যখন ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের এলাকা আক্রমণ করেছে এবং যখন তার (ভারতের) নেতৃবৃন্দ আমাদের এলাকা দখল ও তা নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা বলছেন, তখন উক্ত দলের কতিপয় নেতা এ দেশের শত্রুদের সঙ্গে যোগসাজশে পাকিস্তানকে খণ্ডবিখণ্ড ও ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করছেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এখন দেশের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যারা প্রথমেই পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা দাবী করেছিলেন মওলানা ভাসানী তাদের অন্যতম, এবং এখন তিনি আমাদের শত্রুদের মধ্যে বসবাস করছেন।

এছাড়া সবচেয়ে ঘোরতর পাকিস্তানবিরোধী আব্দুল গাফফার খান এই দেশের প্রতি শত্রুতায় কখনো ক্ষান্ত হননি এবং এখন তিনি এর শত্রুদের সঙ্গে প্রকাশ্যে যোগসাজশে কাজ করে যাচ্ছেন। এই দলের অন্যান্য কতিপয় নেতা পাকিস্তানের কোন কোন অংশে বিদ্রোহ শুরু করার ষড়যন্ত্র করছেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর বিবৃতিতে বলেন, আমি ধৈর্যের সঙ্গে আশা করেছিলাম যে, এই সংকটপূর্ণ সময়ে আমরা আমাদের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করছি। তখন শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং এই দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এখনো যারা পাকিস্তানে আছেন তারা এক সাধারণ শত্রুর মোকাবিলায় আমাদের সঙ্গে শরীক হবেন অথবা কমপক্ষে সক্রিয় শত্রুতা থেকে বিরত থাকবেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, কিন্তু যখন বৈদেশিক হামলা হয়েছে তখন আমরা আমাদের শত্রুদের অনুরূপ লক্ষ্যসম্পন্ন ও তাদের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষাকারী এবং উক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে তাদের (আমাদের শত্রুদের) সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়নকারী একটি রাজনৈতিক দলের অব্যাহত অস্তিত্ব থাকতে দিতে পারি না। কাজেই দেশের অভ্যন্তর থেকে এই হুমকি দূর করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন, কাজেই আমি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সকল গ্রুপ ও উপদল নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমি ইতিমধ্যেই এই দলের কিছু সংখ্যক নেতাকে আটক করার আদেশ দিয়েছি। তিনি বলেন, তবে দলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা সত্ত্বেও এই দলের টিকেটে যারা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলোতে নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের আসন বহাল থাকবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, আশা করা যাচ্ছে যে, তারা এবং রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রভাবমুক্ত দলের অন্যান্য সদস্যরা প্রতিরক্ষায় এবং দেশের উন্নতির জন্য পুরোপুরিভাবে এবং অকপটে তাদের ভূমিকা পালন করবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৩। উপনির্বাচনঃ ভোট গ্রহণের তারিখ ঘোষণা	দৈনিক পাকিস্তান	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

উপনির্বাচনঃ
ভোট গ্রহণের তারিখ ঘোষণা

ইসলামাবাদ, ২৬শে নভেম্বর, (এপিপি)। -প্রধান নির্বাচন কমিশনার পুর্ব পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণের তারিখ ঘোষণা করেছে। জাতীয় পরিষদের ২০টি ও প্রাদেশিক পরিষদের ৭১টি আসনে এই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় ৭ই ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভোট গ্রহণের তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৪। বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠিত	দৈনিক পাকিস্তান	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠিত
ষড়যন্ত্র , গুপ্তচরবৃত্তি ও শত্রুকে সাহায্য

ইসলামাবাদ, ২৬শে নভেম্বর, (এপিপি)। -কেন্দ্রীয় সরকার আজ ষড়যন্ত্র, গুপ্তচরবৃত্তি ও শত্রুদের সাহায্য করার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের জন্য দু'সদস্যের একটি বিশেষ আদালত গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন।

সম্প্রতি জারীকৃত ফৌজদারী আইন সংশোধন (বিশেষ আদালত) আদেশ মোতাবেক এই আদালত গঠন করা হয়েছে। এই আদালতের বিচারপতিদ্বয় হচ্ছেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী (চেয়ারম্যান) এবং সিন্ধু ও বেলুচিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব আবদুল কাদির শেখ।

১৯৭১ সালের ফৌজদারী আইন সংশোধন (বিশেষ আদালত) নির্দেশটি (১৯৭১ সালের প্রেসিডেন্টের নির্দেশ নম্বর ১৩) ১৯৭১ সালের ১১ই নভেম্বর জারী করা হয়।

এই নির্দেশের তৃতীয় ধারায় পাকিস্তান ফৌজদারী দন্ড বিধির ১২০ (ষড়যন্ত্র), ৩৪২ (বেআইনীভাবে আটক রাখা) অথবা ৪৩৫ (ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরকদ্রব্য ব্যবহার) অথবা ১৯২৩ সালের সরকারী গোপনীয়তা আইনের গুপ্তচরবৃত্তির তৃতীয় ধারা অথবা ১৯৪৩ সালের শত্রুর চর (শত্রুকে সাহায্য করা) অর্ডিন্যান্সের তৃতীয় ধারা মোতাবেক শাস্তি পাবার যোগ্য অপরাধীদে বিচারের জন্য দু'সদস্যের একটি বিশেষ আদালত গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৫। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনঃ সদস্যদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে	দৈনিক পাকিস্তান	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

জাতীয় পরিষদের অধিবেশনঃ সদস্যদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে

ইসলামাবাদ, ২৭শে নভেম্বর, (এপিপি)। -প্রেসিডেন্ট কর্তৃক পরিষদ অধিবেশনের তারিখ ২৭শে ডিসেম্বর নির্বাচিত হয়েছে। এ খবর জানিয়ে জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সেক্রেটারিয়েট নির্বাচিত পরিষদ সদস্যের নিকট পত্র পাঠিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট যখন পরিষদের অধিবেশন ডাকবেন তখন সদস্যদের নিকট আনুষ্ঠানিক নোটিশ ও আলোচ্যসূচী পাঠানো হবে।

পরিষদ ও অধিবেশনের স্থান এখনো ঠিক হয়নি। তবে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন ইসলামাবাদে বসতে পারে। এখানকার স্টেট ব্যাংক ভবনে তার ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৬। ভারতে সোভিয়েট অস্ত্রঃ সরকারী মুখপাত্রের তথ্য প্রকাশ	দৈনিক পাকিস্তান	২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

সরকারী মুখপাত্রের তথ্য প্রকাশ
ভারতে সোভিয়েট অস্ত্রঃ
পাকিস্তান সকলকে অবহিত করেছে

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৭শে নভেম্বর, (এপিপি)। পাকিস্তান 'সকল উপযুক্ত মহলে' ভারতে সোভিয়েট ইউনিয়নের অব্যহত সামরিক সাহায্যের বিষয়টি গোচরীভূত করেছে। আজ সন্ধ্যায় একজন মুখপাত্র এ কথা জানিয়েছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন কয়েক বছর ধরে ভারতকে অস্ত্র সরবরাহ করছে।

এসব সরবরাহ এখন ভারতের কাছে দ্রুত গতিতে পৌঁছাচ্ছে। এগুলো পুরনো অথবা নতুন চুক্তি অনুযায়ী ভারতে আসছে কিনা তা বলা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, আমরা সমস্ত বৃহৎ শক্তি ও অন্যান্য দেশকে বলছি, পাকিস্তান অস্ত্রশস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। পক্ষান্তরে ভরত বিভিন্ন উৎস থেকে সামরিক সরঞ্জাম পাচ্ছে।

এমনকি পাকিস্তানে পাশ্চাত্যের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের পরও ভারত তা পাচ্ছে। 'আমরা আমাদের চাহিদা পূরণের জন্য যা করা সম্ভব সবই করছি। তিনি বলেন, পাকিস্তান সকল বৃহৎ ও বন্ধু দেশকে আরো জানিয়ে দিয়েছে যে, ভারতের প্রতি সোভয়েটের সামরিক সাহায্য নয়াদিল্লীকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শত্রুতা করার উৎসাহ যোগাচ্ছে, তার মনোভাব কঠোর করেছে এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাকে গভীরভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। তিনি বলেন, মস্কোর পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব জামসেদ মার্কার এখন ইসলামাবাদে আছেন। তিনি পররাষ্ট্র দফতরের সাথে এই উপমহাদেশে সোভিয়েট নীতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এসেছেন।

সোভিয়েটের পত্র

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দুই দিন আগে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত প্রেসিডেন্টের কাছে একটি চিঠি দিয়েছেন। সংক্ষিপ্তভাবে এতে সোভিয়েটের আগের চিঠির বক্তব্যই বলা হয়েছে, তবে ভাষায় খানিকটা বিভিন্নতা থাকতে পারে। 'এর দ্বারা আমাদের অবস্থানের পরিবর্তন বোঝায় না। সাজ্জাদ হায়দার-শরণ শিং বৈঠক সম্পর্কে মুখপাত্র বলেন, নয়াদিল্লী যে ধারণাই দিক বর্তমান উত্তপ্ত পরিস্থিতি প্রশমনের সমস্যা সমাধানের কোন গঠনমূলক প্রস্তাব দেয়া হয়নি।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আগে উত্তেজনা হ্রাসের সুস্পষ্ট প্রস্তাবে সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের কথা বলেছেন।

প্রশ্নঃ ভারতীয় আক্রমণের বিষয়টি পাকিস্তান কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করার বাধা কোথায়?

মুখপাত্রঃ কোন বাধা নেই। তবে এটা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

কতগুলো অবস্থার আলোকে এবং বৃহৎশক্তিগুলোর মতামতের ভিত্তিতে নিরাপত্তা পরিষদ বিষয়টি বিবেচনা করবে। এসব শক্তি সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

বক্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেন, 'গণচীন পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।' যখন সোভিয়েট অস্ত্র সমানে ভারতে আসছে তখন মস্কো-দিল্লী চুক্তি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয়- সোভিয়েটের এই অভিমত পাকিস্তান কি করে বিশ্বাস করবে।

জবাবে মুখপাত্র বলেন, 'আমাদের আগের ধারণা' পরিস্থিতি আমাদের বিশ্লেষণভিত্তিক ছিল। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখছি চুক্তিটি ভারতকে উৎসাহ যোগাচ্ছে, তার শত্রুতা বাড়িয়েছে, তার মনোভাব কঠোরতর করছে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হীথ পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে মধ্যস্থতার কোন প্রস্তাব করেছেন কিনা তার জবাবে মুখপাত্র বলেন, এরকম প্রস্তাবের কথা আমি জানি না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৭। জরুরী অবস্থা ও পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন জারী	মর্নিং নিউজ	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

DEFENCE OF PAKISTAN RULES NOTIFIED

Rawalpindi, November 28, (APP). The Defense of Pakistan Rules made by the Central government under the Defense of Pakistan Ordinance promulgated by the President have been notified along with the ordinance in the gazette of Pakistan extraordinary made available here yesterday .

The rules meant to meet the present situation of emergency in the country are 213 in total.

The gazette notification is dated November 23. 1971 when emergency was proclaimed in the country due to the threat of external aggression.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT REGARDING DECLARATION OF EMERGENCY, BY THE PRESIDENT OF PAKISTAN

November 23, 1971

Whereas the president is satisfied that a grave emergency exists in which Pakistan is threatened by external aggression.

Now, therefore, in pursuance of the proclamation of the 25th day of March, 1969, read with the Provisional Constitution Order, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the president is pleased hereby to issue this proclamation of emergency.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৮। ভারতীয় 'অনুপ্রবেশ' সম্পর্কে সরকারী মুখপাত্রের বিবরণ	দৈনিক পাকিস্তান	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

সরকারী মুখপাত্রের বিবরণ
পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতীয় অনুপ্রবেশ চেষ্টা ব্যর্থ

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৮শে নভেম্বর, (এপিপি)। -আজ এখানে একজন সরকারী মুখাপাত্র বলেন যে, কুমিল্লা-নোয়াখালী সেক্টরে পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে বিভিন্ন সংঘর্ষে আরো ৩০ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় এসব ভারতীয় সৈন্য মারা যায়।

কুমিল্লা-নোয়াখালী সেক্টরের গুলবানিয়ায় ভারতীয়রা নতুন করে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় সেখানে তাদের ১০ জন সৈন্য নিহত এবং তাদের দুটি হালকা মেশিনগান ও ৭টি রাইফেল আটক করা হয়েছে। ময়মনসিংহ সেক্টরে আরো ২০ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে।

ভারতের নিয়মিত সৈন্য ও তাদের চরেরা এই সেক্টরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের হাতে তারা প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

মুখপাত্রটি আরো বলেন যে, ভারতীয়রা দিনাজপুর জেলার পচাগড়ে প্রচন্ড গোলাবর্ষণ করে। কিন্তু পরে তাদের প্রতিহত করা হয়। এই সংঘর্ষের বিস্তারিত বিবরণ এখনো পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, ভারতীয়রা সারা সীমান্তে উত্তেজনা বজায় রাখে এবং ময়মনসিংহ জেলার বরমারী, আকিপাড়া ও কমলপুর, দক্ষিণ সিলেট এলাকার কেরামত নগর ও ফুলতলা, কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায় কায়েমপুর ও যশোরের হিরণ, জীবনন্যার ও বাকশায় গোলাবর্ষণ করে। মুখপাত্রটির মতে ভারতীয় সৈন্যরা গত ২৪ ঘন্টায় পুর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর উপর আক্রমণ ও প্রচন্ড গোলাবর্ষণ করে। ভারতীয়দের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল পুর্ব পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্ত যশোর। সেখানে দুই কোম্পানী ভারতীয় সৈন্য ট্যাংকের সাহায্যে চৌগাছা এলাকায় বুইন্দার দিকে আরো এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। একই সেক্টরে ভারতীয়রা দুই কোম্পানী সৈন্য ও ট্যাংকের সাহায্যে শিমুলিয়া ও নবগ্রামে আক্রমণ চালালে আমাদের সৈন্যদের সক্রিয় ও সময় মতো কামানের গোলাবর্ষণে ভারতীয়রা পিছু হটতে বাধ্য হয়। মুখপাত্রটি বলেন, দুটি ভারতীয় কোম্পানী কুমিল্লা এলাকার চাঁদগাজীপুরে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদেরকে প্রতিহত করে।

প্রশ্নঃ -ভারতীয়রা কোন বিমান অবতরণ কেন্দ্রে অথবা বিমান বন্দরে আক্রমণ করেছে কি?

উত্তরঃ- গত ২২শে নভেম্বর যশোরে প্রথম আক্রমণ শুরু হওয়ার পর ভারতীয় প্রচেষ্টা প্রতিহত করা হচ্ছে। কিন্তু সংঘর্ষের সাধারণ ধরন একই রুপ ছিল। সীমান্ত সংঘর্ষের তীব্রতাও একই রুপ। সীমান্ত এলাকা থেকে এই সংঘর্ষ অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েনি। ভারতীয়দের পুর্ব পাকিস্তানের গভীর অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ অথবা তাদেরকে নতুন কোন এলাকা দখল করতে দেয়া হয়নি।

যশোর সেক্টরের চৌগাছা এখনো ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

দৈনিক ১২ লাখ টাকার গোলাবর্ষণ

প্রশ্নঃ -ভারতীয় গোলার তীব্রতাটা কি?

উত্তরঃ -ভারত পাকিস্তানী এলাকায় প্রতিদিন ৬ হাজারেরও বেশি গোলাবর্ষণ করছে। আর প্রতিদিন বর্ষিত এই গোলার দাম হচ্ছে প্রায় ১২ লাখ টাকা।

প্রশ্নঃ -দু'সপ্তাহের আগের তুলনায় বর্তমান সংর্ঘষের মাত্রা কি?

উত্তরঃ -গোলাবর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। পাকিস্তানের উপর ভারতীয়দের নিয়মিত আক্রমণের আগে তারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিদিন ১ হাজার থেকে ৪ হাজার পর্যন্ত গোলাবর্ষণ করতো।

প্রশ্নঃ -পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তি ও চরদের তৎপরতার অবস্থাটা কি?

উত্তরঃ -বিদ্রহদদের কিছুটা তৎপরতা রয়েছে, বিক্ষিপ্ত দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং এতে বেসামরিক নাগরিকদের কষ্ট হচ্ছে। তবে এটা কোন মতেই বলা যায় না যে, সেখানে একটি বিদ্রোহ ঘটেছে। তিনি বলেন, মুক্তিবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের সমর্থন পাচ্ছেনা।

পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ ও আনসার, বাহিনীর দলত্যাগীদের নিয়েই মুক্তিবাহিনী গঠিত। তারা ভারত সরকার ও নিয়মিত ভারতীয় সৈন্যদের সক্রিয় সমর্থনে কোন কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। তারা একাকী কোন জায়গাতেই কোন আক্রমণ চালাতে পারেনি।

প্রশ্নঃ -মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা কত?

উত্তরঃ -পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন বাহিনীর দল ত্যাগীদের নিয়েই এই বাহিনী গঠিত। ভারতে গেরিলাদের ট্রেনিং দেবার জন্য ৪৮টি শিবির প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের কতজনকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে অথবা কতদিন পর পর ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে তা অনুমান করা সম্ভব নয়।

প্রশ্নঃ -পুর্ব পাকিস্তানের কাছে কোন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করেছে?

উত্তরঃ -হ্যাঁ। কয়েকজন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করেছে এবং আরো করছে।

প্রশ্নঃ -ভারত দাবী করছে, পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা সীমান্ত পার হয়ে এখনো চলে যাচ্ছে একথা ঠিক?

উত্তরঃ -না। এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেউ ভারতে যাচ্ছে না।

প্রশ্নঃ -ভারতীয় বেতার দাবী করেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের যশোর এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শিয়ালকোট থেকে বেসামরিক নাগরিকদের অপসারণ করা হয়েছে এটা কি সত্য?

উত্তরঃ -এসব এলাকা থেকে লোকজন অপসারণ করা হয়নি। বেসামরিক লোকদের এলাকা ছেড়ে চলে যাবার জন্য সরকারী নির্দেশ দেয়া হয়নি। তবে কোন লোক ব্যক্তিগতভাবে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে পারে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৯। পরিস্থিতির দ্রুত ক্রমাবনতির প্রতি উ থান্টের দৃষ্টি আকর্ষণ	দৈনিক পাকিস্তান	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পরিস্থিতির দ্রুত ক্রমাবনতির প্রতি উথান্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন

পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব

ইসলামাবাদ, ২৯শে নভেম্বর (এপিপি)। পাকিস্তানী এলাকায় বিনা উস্কানিতে ভারতীয় বাহিনীর ব্যাপক হামলার ফলে উপমহাদেশের পরিস্থিতির দ্রুত ক্রমাবনতির প্রতি উ থান্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ এম ইয়াহিয়া খান তাঁর কাছে একটি লিপি পাঠিয়েছেন।

গতকাল উ থান্টের নিকট প্রেরিত লিপিতে প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানী এলাকার সীমানা লংঘন পর্যবেক্ষণ করা ও সে সম্পর্কে রিপোর্ট দানের জন্য পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের পাকিস্তানী এলাকায় জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব করেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১০। স্বস্তি পরিষদের বৈঠক প্রশ্নে সরকারী মুখপাত্র	দৈনিক পাকিস্তান	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

সরকারী মুখপাত্রঃ স্বস্তি পরিষদের বৈঠক প্রশ্নে এখনও পাকিস্তান চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি।

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৯শে নভেম্বর (এপিপি)। -আজ এখানে একজন সরকারী মুখপাত্র সাংবাদিকদের বলেন যে, সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় হামলা বিবেচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানের আহ্বান জানানোর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো নেয়নি।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্রটি বলেন যে, পাকিস্তান এ ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা করছে এবং তাদের মনোভাব লক্ষ্য করছে। সরকার নিরাপত্তা পরিষদের বিতর্ক পাকিস্তানের পক্ষে আরো ক্ষতিকর হবে বলে মনে করেন কিনা, জানতে চাওয়া হরে মুখপাত্রটি বলেন যে আমরা এভাবে চিন্তা করছি না।

আমরা যা চিন্তা করছি, তাহলো নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সুনির্দিষ্ট কোন ফল পাওয়া যাবে কিনা। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি, জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল, যে কোন বৃহৎ শক্তি, যে কোন সদস্য রাষ্ট্র অথবা, বিরোধ সংশ্লিষ্ট দেশের যে কেউ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানের আহ্বান করতে পারে।

মুখপাত্রটি আরো বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় হামলার পর পাকিস্তান এর মধ্যে কতকগুলো কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছে। প্রেসিডেন্ট বৃহৎ শক্তিবর্গের রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে চিঠি লিখেছেন এবং বিভিন্ন দেশে পাকিস্তানের প্রতিনিধিগন প্রতিদিনের ঘটনাবলী রাখছেন।

প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে সম্ভবপর সব উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১১। প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্স ও প্রতিরক্ষা আইন বলবৎ	দৈনিক ইত্তেফাক	১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সমগ্র দেশে
প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্স ও প্রতিরক্ষা আইন
একযোগে বলবৎ

রাওয়ালপিণ্ডি, ৩০শে নভেম্বর (পিপিআই)। -সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সাথে সাথে ১৯৭১ সালের পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্স এবং পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন একযোগে বলবৎ করা হইয়াছে। উক্ত আইনের বলে জনসাধাণের নিরাপত্তার এবং দেশের প্রতিরক্ষার তাগিদে বিশেষ অপরাধের জন্য শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা থাকিবে। উপরোক্ত আইনের আওতাভুক্ত মূল বিষয়গুলো নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

(ক) সশস্ত্র বাহিনীর নিরাপত্তা এবং সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা থাকিবে। (খ) সশস্ত্র বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত লোকজনদের শিক্ষা অথবা স্বাস্থ্য এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। (গ) স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান সার্ভিসে নিযুক্ত অথবা এই সার্ভিসে যোগদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের রাষ্ট্রানুগত্যের প্রতি বিরোধিতা করা চলিবে না। (ঘ) শত্রুদের সাহায্য করা চলিবে না, অথবা সামরিক তৎপরতা বা যুদ্ধ পরিচালনায় কোন অসুবিধা সৃষ্টি করা চলিবে না।

(ঙ) মালিকানা, ব্যবস্থাপনা বা দলীয় স্বত্ব, শত্রু সম্পত্তির বাজেয়াপ্তির পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ বা হস্তান্তর করা চলিবে না। (চ) গুজব অথবা কর্তৃপক্ষীয় সূত্রের বরাত ছাড়া যে কোন অসন্তোষ বা ভীতির সৃষ্টি করিতে পারে যে, যেগুলো বিদেশের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ঘটাইতে পারে, যেগুলো পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, জনগণের নিরাপত্তা অথবা সুযোগ-সুবিধা বিঘ্নিত করিতে পারে সে সকল গুজব এবং সংবাদ প্রচার করা নিষিদ্ধ থাকিবে।

(ছ) যে সকল অঞ্চলে প্রয়োজন মনে করা হইবে সরকার সেই সকল অঞ্চলের জনগণের কর্তব্যকর্ম নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(জ) জল-স্থল পথ অথবা বিমান পথের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেমন বন্দর, ডকইয়ার্ড, বিমান বন্দর, রেল পথ ও নৌ পথ এবং অন্য সকল প্রকার যানবাহনের চলাচলের পথ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(ঝ) ডাক ও তার বিভাগ সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

(ঞ) এই আইনের বলে অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে সকল লোক বিদেশের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ঘটাইবে, জনগণের নিরাপত্তা এবং সুখ সুবিধা বিঘ্নিত করিবে, দেশের কোন অংশে নিরাপত্তার প্রতি সন্দেহভাজন হইবে অথবা যাহারা দেশের অভ্যন্তরীণ চাকুরী বা যোগাযোগ ব্যবস্থার বিঘ্ন ঘটাইবে সেই সকল ব্যক্তিকে আটক করিতে পারিবেন।

(চ) পাকিস্তানে প্রত্যাগত বা পাকিস্তান হইতে বিদেশ গমনকারী সকল ব্যক্তি এবং যে সকল বিদেশী পাকিস্তানে বসবাস করেন অথবা পাকিস্তানে ছিলেন তাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হইবে।

(ছ) খবর ও তথ্য পরিবেশন সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

(জ) সরকার ইচ্ছানুযায়ী ডাক, তার ও বেতার যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করিবে। উক্ত আইনের বলে বিভিন্ন অপরাধের জন্য ৫ বৎসর কারাদণ্ড হইতে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া অর্থদণ্ড অথবা একই সঙ্গে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড দুই-ই দেওয়া যাইতে পারে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১২। ভারতীয় বিমানের আকাশ সীমা লংঘন ও চৌগাছার বিমান যুদ্ধ সম্পর্কে সরকারী মুখপাত্র	দৈনিক পাকিস্তান	২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ভারতীয় বিমানের আকাশ সীমা লজ্ঘন ও চৌগাছার বিমান যুদ্ধ সম্পর্কে সরকারী মুখপাত্র

রাওয়ালপিণ্ডি, ১লা ডিসেম্বর (এপিপি)। -গত মঙ্গলবার ভারতীয় বিমান বাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানের আকাশ সীমা লজ্ঘন সম্পর্কে জনৈক সরকারী মুখপাত্র আজ নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছেন।

গতকাল বেলা সাড়ে ১১টা হইতে ১২-২ মিনিটের মধ্যে ৪টি ভারতীয় জঙ্গী বিমান ও একটি আলোকচিত্র গ্রহণকারী সন্ধানী বিমান শিয়ালকোর্ট এলাকায় পাকিস্তানের আকাশ সীমা লজ্ঘন করে। তাহাদের গতিরোধের জন্য পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ফাইটার ইন্টার সেক্টর বিমান দেখামাত্র ভারতীয় বিমানগুলো দ্রুত নিজেদের আকাশ সীমায় সরিয়া পড়ে।

চৌগাছায় 'স্যাবর' বিমান ধ্বংস প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের ভিত্তিতে এক্ষণে একথা উল্লেখ করা যায় যে, আক্রমণকারী ভারতীয় 'ন্যাট' জঙ্গী বিমানের গুলীতে ভূপাতিত হইয়া নয় বরং শত্রুর গ্রাউণ্ড ফায়ারেই পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ২টি স্যাবর গত ২২শে নভেম্বর চৌগাছায় ধ্বংশ হয়।

এই ঘটনা সম্পর্কে ভারতীয় পত্রিকার পরস্পরবিরোধী খবরেও ইহার সত্যতা সমর্থিত হইয়াছে। গত ২৩শে নভেম্বর ভারতীয় পত্রিকাগুলি দাবী করে যে, পাকিস্তানী 'স্যাবর' বিমানসমূহ তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কোনটাই ভারতীয় 'ন্যাটের' গুলিতে ভূপাতিত হয় নাই।

কিন্তু দুই দিন পর ভারতীয়রা যখন দেখিল ২ জন পাকিস্তানী পাইলট ভারতীয় বাহিনীর হাতে ধরা পড়িয়াছে, তখন ভারতীয় স্টেট মন্ত্রী দাবী করেন যে, ভারতীয় 'ন্যাট' স্যাবর গুলিকে গুলী করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, ঐ বিমান যুদ্ধের নীট ফল হইলঃ পাকিস্তান বিমান বাহিনীর 'স্যাবর' বিমান একটি ন্যাটকে (যথারতি যাচাই করা হইয়াছে) গুলী করিয়া ভূপাতিত করে। পক্ষান্তরে আমাদের 'স্যাবর' বিমান সমূহের ২টি গ্রাউণ্ড ফায়ারে ধবংস হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৩। যুদ্ধ পরিহার সম্পর্কে সরকারী মুখপাত্র	দৈনিক ইত্তেফাক	২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সরকারী মুখপাত্র বলেন- পাকিস্তান এখনও পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ পরিহারের পক্ষপাতী

রাওয়ালপিণ্ডি, ১লা ডিসেম্বর। অদ্য অপরাহ্নে জনৈক সরকারী মুখপাত্র বলেন যে, পাকিস্তান একান্তভাবেই পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ পরিহারের পক্ষপাতী এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ইহার অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকিবে পাকিস্তান ততক্ষণ এই নীতিতে অবিচল থাকিবে।

মুখপাত্র বলেন, আমরা এখনও আশা করি যে, কূটনেতিক প্রচেষ্টা, জাতিসংঘের উদ্যোগ এবং আমাদের বহুমুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে সংঘর্ষের অবসান এবং একটা যুদ্ধ বিরতির আয়োজন করা যাইতে পারে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বারতীয় আক্রমণ বন্ধ করার কোন আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে কিনা এবং গত মঙ্গলবার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর প্রদত্ত বিবৃতিতে সরকারী প্রতিক্রিয়া কি সাংবাদিকদের এই জাতীয় প্রশ্নের তিনি উত্তর দান করিতেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, গত মঙ্গলবারের বিবৃতিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হইতে সৈন্য প্রত্যাহারপূর্বক প্রদেশটিকে বাংলাদেশ বিদ্রোহীদের হাতে ছাড়িয়া যাওয়ার আহ্বান জানান।

মুখপাত্র প্রশ্ন করেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ধীর প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান উপমহাদেশে শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক উদ্যোগের জন্য আর কতকাল অপেক্ষা করিতে থাকিবে।

তিনি বলেন, ভারত সংঘর্ষ তীব্রতর করায় আমরা এক ব্যাপক যুদ্ধের দিকে ধাবিত হইতেছি। অবশ্য এই বিপদ পরিহারের জন্য আমরা সকল কূটনৈতিক পদ্ধতি ও রীতিনীতির অনুসরণ করিয়া যাইতেছি। কিন্তু দেশকে পূর্ণ রূপে রক্ষা করার সময় উপস্থিত হইলে আমরা তাহা করিব বলিয়া তিনি দৃঢ় মত প্রকাশ করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৪। নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধি আগাশাহীর বিবৃতি	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. AGHA SHAHI, REPRESENTATIVE OF PAKISTAN

December 4, 1971

I thank you. Mr. President and the Members of the Security Council, for inviting the Pakistan Delegation to this Council meeting to be heard.

This meeting of the Security Council is being held in one of the most extraordinary situations in the history of the United Nation. A Member State of the United Nations, India. has not only launched aggression on the territory of another Member State, Pakistan, but has openly demanded that Pakistan dismember itself and give up that part of its territory contains the majority of its population.

This is not just an allegation that I am making before the Council. The world knows about the statement of the Prime Minister of India, made on 1st December, that Pakistan should withdraw its troops from its eastern part. The world also knows that Indian troops entered the territory of Pakistan and have been there since at least 21st November. The two facts are undeniable and are acknowledged by India.

These are the two cardinal facts of the situation which its consideration by the Security Council has to be based. Nothing like this has happened before in the contemporary age.

There is no other example of a Member State of the United Nations which has recognized and had normal diplomatic relations with another Member State demanding that the latter withdraw its troops from its own territory and thus yield possession and control over it. India has not only made the demand but, in pursuance of it, has escalated its aggressive activities to bring about the disintegration of Pakistan. A challenge was thus hurled at Pakistan and Pakistan has decided to meet it resolutely.

From this point of view, the situation that has been brought before the Security Council is not one which involves Pakistan alone. It involves every State that believes in the principle of territorial integrity of States, which is fundamental to the Charter of the United Nations. It concerns all who are in danger of being overrun by larger, more powerful and predatory neighbors.

As far as Pakistan is concerned, I can pledge that we will not surrender. Whatever tomorrow may bring, it will not be capitulation by Pakistan. Our freedom is too precious for us to bargain it away. Our stake in our national integrity is so great that we cannot possibly falter or fail. However, should the Security Council temporize with the situation, should it equivocate, should it become paralyzed, should it fail to suppress the aggression, one thing will certainly happen. The Charter of the United Nations will have been

shattered. The basic understanding behind the very functioning of the United Nations will have been demolished. A damage will have been done to the international order symbolized by the United Nations which can never be repaired.

Since it is India which, after having resorted to large-scale use of force against the territorial integrity and political independence of Pakistan in total violation of the United Nations Charter, is now talking of defending itself against Pakistan's full-scale attack, the sequence of events of the past two weeks, since 21st November, needs to be kept clearly in mind.

Pakistan's eastern province has been under a massive attack, since 21st November, by India's regular troops, tanks and aircraft. The attack was launched simultaneously at half a dozen points along three sides of India's land frontier around East Pakistan.

The Indian attack was unprovoked; it was on a large scale; it was coordinated; it was preceded by heavy artillery fire; and it was made under air cover. It was definitely not, as the Indians initially tried to maintain, only a stepping up of activity by the secessionist guerrillas. In the engagements that have taken place between the Pakistan and Indian armed forces, several of the Indian army units have been identified through Indian soldiers killed or captured.

On 21st November, the Indian armed forces launched the following attacks. On the south-eastern sector of East Pakistan, an Indian army brigade group. Supported by armed helicopters, entered the Chittagong Hill Tracts district of East Pakistan. Overran our border outposts and penetrated approximately 10 miles into our territory. To the north of this sector, another brigade group of the 23rd Indian Division supported by the rest of the Division launched an attack in the Belonia salient of the Noakhali district of East Pakistan, pushing eight miles deep into Pakistan territory. In the Brahmanbaria sub division, to the north-west of Belonia, attacks were launched by a battalion each from the 57th Indian Division against two of our border posts at tiukandpur and Saldanadi which were overrun. Further north, on the eastern front of East Pakistan, the Indians made repeated attacks against our border outposts at Karitola in Mymensingh-also known as Mominshahi district. These attacks were repulsed. In the northeast corner of East Pakistan, two Indian battalion groups attacked and overran our border outposts at Dhalai, Atgram and Zakigang in the Maulavi Bazar sub-division of the Sylhet district. These Indian forces included two companies of Gurkhas. In the north-western area of East Pakistan, the Indians launched another attack in the Rangpur district. This was in the Bhurangamari salient, where an Indian brigade group penetrated 15 miles into Pakistan territory up to Nageshwari. In the south-east sector completing the three-sided front in the Jessore district, a major offensive was launched by a brigade group of the 9th Indian division supported by armour and air cover, opposite Chougacha. Indian tanks penetrated about eight miles into Pakistan territory. An Indian air attack was challenged by the Pakistan Air Force. One Indian aircraft was destroyed, and we lost two over Pakistan territory. Six Indian tanks were destroyed in the engagement, and eight of ours were disabled. The Jessore air field was shelled by Indian artillery. All these attacks were - synchronized and launched at widely separated parts of the frontier on 21st November last.

As many as 12 Indian divisions were reported on 21st November to have been deployed around East Pakistan. In addition there were 38 battalions of the Indian Border Security Force. The 2nd and 5th Indian Mountain Division, which were previously stationed in India's North-East Frontier Agency, were also moved towards East Pakistan. The 8th Mountain Division, consisting of six brigades, was brought to the East Pakistan border towards Sylhet from Nagaland, where only one brigade was left. Twelve squadrons of the Indian Air Force were placed around East Pakistan. A sizable Indian naval force comprising an aircraft carrier frigate, landing ships and two submarines was standing by near Vizagapatam, in the Bay of Bengal, posing an amphibious threat to Chittagong and Chalna ports. The approaches to Chalna port were mined by the Indian forces. As a result, two merchant ships, chartered for carrying foodgrains and other essential supplies, were damaged, seriously disrupting food supplies to East Pakistan.

That was the position on 21st November. Since then, the Indian, armed forces have continued their aggressive actions against Pakistan including the crossing of our international borders and hostile action on our soil. In the past two weeks, the Pakistan armed forces have continued to resist Indian aggression in all the sectors.

To understand the nature of the present hostilities, it is necessary to bear in mind the details of the fighting that preceded and culminated in the full-scale war on 3rd December.

I shall refer first to the Jessore section. On this south-western front of East Pakistan, since 21st November, the Indians have used tanks and heavy artillery fire. Some of the attacks were in brigade strength. The Indians had some successes against thinly-held Pakistani positions and captured Chaugacha, six miles inside our territory, and also Jiban Nagar. Their attacks were blunted in the Buinda, Simulia, Krishanpur, Jamalpur and Nabagram areas. Indian casualties in the Jessore section were estimated at about 150 killed and over 500 wounded. Several Indian tanks were destroyed. Units of the Indian armed forces identified in the Jessore sector, included these belonging to the 14th Punjab Regiment and the lst Jammu and Kashmir Battalion of the 350th Brigade of the 9th Indian Infantry Division.

In the Dinajpur-Rangpur sector, Indian pressure on this north-eastern front was concentrated for several days in the Hilli area of Dinajpur district. Other areas in which fighting took place were Panchagarh, Nageshwari, Badtara and Mirzapur.

Indian tanks and aircraft were used in these attacks. Units of the Indian armed forces identified in the Dinajpur-Rangpur sector included the 165th Mountain Brigade of the 10th Indian Mountain Division, 4th Rajput Regiment, the 7th Marhatta Light Infantry and the 9th Indian ~Mountain Division.

The Sylhet sector, which is in the north-east, was subjected to heavy Indian pressure from the very first day of the attack against East Pakistan. Heavy fighting continued near Atgram, two miles inside Pakistan, and at Zakiganj, Radhanagar, Kanairghat, Gauripur, Chanderpur, Lakshmipur, Latumura and Shamsher Nagar. Indian casualties were estimated at over 225 dead and a hundred wounded. Indian units identified in the Sylhet

sector, included the 4th Kumaon of the 81st Mountain Brigade and the 85th Indian Border Security Force.

In the Comilla sector, the Indians in this part of East Pakistan exerted pressure on Kasba, Akhaura, Angadar Bazar, Phataba Nagar, Gazipur, Chauddagram and Morachale. In one battle alone 197 Indian soldiers, belonging to the 19th Punjab Battalion of the 57th Indian Mountain Division, were killed. Other Indian army units identified in the Comilla sector included a Dogra battalion, raised in Jammu. Elements of a new Indian division have been moving into this sector in the last few days.

In the Mymensingh district, also known as Mominshahi, on the eastern front of East Pakistan, Indian forces, including a battalion of the 13th Guards, fought in the Kamalpur area. Fresh Indian troops arrived in this sector on 2nd December.

In the Chittagong Hill Tracts, which is the south-eastern segment of the East Pakistan front, the fighting has been mainly in the Chota Harina area. The 9th Gurkha Battalion was identified as being in action in this area.

That is a brief record of direct Indian aggression, in the last two weeks, against the eastern part of Pakistan, and of the continued presence of Indian armed forces inside our borders on that front. Thus, the fact is established beyond denial or dispute that the Indian army, backed by its air force has been committing aggression against Pakistan from at least 21st November. Governments which have their own independent means of information about developments in the India-Pakistan sub-continent have been aware of these unprovoked large-scale armed attacks.

On the afternoon of 3rd December, India opened new fronts, this time against the western part of Pakistan. This action was launched by India's ground forces operating under air cover, and followed four days of aggressive aerial reconnaissance by the Indian air force over West Pakistan. Early in the afternoon, the Indian army moved towards border posts manned by the Pakistan Rangers. On being challenged, the Indians opened fire with small arms, wounding our men. The Rangers fired back on the Indians in self-defense. Incidents took place simultaneously in the Shakargarh Salient, Kasur, Hussainiwala, and Rahim Yar Khan, opposite the Rajasthan province of India.

Indians also mounted a military action in the Poonch area in the disputed State of Jammu and Kashmir. Two hours later, the Indians began major attacks with massive artillery support. Those major attacks were directed towards Chhamb in the disputed State of Jammu and Kashmir, and across the international frontier iii the Sialkot area, also in an area between Jassar Bridge and Lahore, and on the Rajasthan front opposite Rahim Yar Khan. The Indian army attack was supported by the Indian air force.

In the face of this obviously pre-planned and large-scale offensive along a 500 miles front, the armed forces of Pakistan could not but fight back. The air force, therefore, struck the forward airfields, close to the Pakistan border, at Srinagar and Avantipur in Indian-occupied Kashmir and at Pathankot and Amritsar.

The perfidious nature of the Indian aggression is clear from the outright and irresponsible falsehood which was perpetrated by India. The falsehood lay in India's denial that its forces were involved in the serious fighting which began is the territory of Pakistan on 21st November. On 22nd November a spokesman for the Defense Ministry of the Government of India: Stated `Our troops are under strict instructions not to cross the border'

That statement was made when those troops had already crossed the border, and when fighting was taking place inside the territory of Pakistan. On 24'" November, how- ever, a Reuters dispatch reported as follows:

"An Indian Government spokesman admitted today that Indian tanks had crossed the border into East Pakistan last Sunday (that is, 21" November), when they destroyed 13 Pakistani tanks. The spokesman said that the Indian forces had acted under modified instructions which allowed them to cross the frontiers in self-defense. He confirmed that .our (that is Indian) tanks have been in action in self-defense on Sunday'. Asked whether they had gone into East Pakistan, he replied, "Naturally, they had to cross the border".

I would appeal to you, Mr. President, and to the Members of the Security Council to keep this square contradiction between a denial and an admission of the same fact on the part of India clearly in view

When it had to admit that it was directly participating in the fighting in Pakistan territory. India cited the right of self-defense. But since when is it Permissible under the Charter of the 'United Nations for a Member State which is not attacked to enter the territory of another Member State in the name of self-defense?

It would be fantastic to allege that Pakistan, which is one-fourth India's size, whose armed forces are vastly outnumbered by India's in both manpower and equipment, and which at present is grappling with a severe internal crisis, launched or even contemplated an armed attack on India in November. The territory of Pakistan in the east is surrounded on three sides by India and separated by the whole width of northern India from 01.11territory in the west. The direct air link between the two parts of Pakistan was severed in February this year by the Indian Government through an illegal act banning the over flight of Pakistan's aircraft. Moreover, only a small part of our army is stationed in the east. In the face of these facts, what could be more mythical than a plan of armed attack on India by Pakistan in November? Indeed, hardly any situation is conceivable where the plea of self-defense would be more grotesque

It was of course, to be expected that India should have contrived an excuse for launching an armed attack on Pakistan by alleging that Pakistan's forces intruded into Indian territory at a certain time and place. When listening to these allegations, regardless of their falsehood, the Security Council has to bear in mind the principle that a State which is the victim in its own territory of subversive and or terrorist ac's by irregular, volunteer or armed bands organized by another State, is entitled to take all reasonable and adequate steps to safeguard its existence and its institutions. This principle, recognized in international law, has been well stated by Member States of different continents and

political alignments in their proposed definitions of aggression. Pakistan by no means exceeded this right in suppressing armed and terrorist bands which aimed to bring about a dismemberment of the State.

The facts of the situation prior to 3rd December which are beyond controversy are:

Firstly by, Pakistan has been the victim of acts of sabotage, subversion and terrorism committed by armed bands organized by India.

Secondly by, these acts have involved incursions into Pakistan by those bands operating from Indian territory and having their bases in India.

Thirdly by, even the most elementary considerations of internal security for Pakistan demanded the capture or expulsion of those bands from Pakistan.

I can state with a full sense of responsibility that at no time and place did the armed forces of Pakistan stationed in the east take any steps beyond those which were adequate to safeguard the borders of the State and to maintain internal security in Pakistan.

Even if it may be assumed, contrary to the facts, that some excess in the form of a local encroachment across the border might have occurred somewhere, there was no warrant for India's claim that the invasion of Pakistan was Justified by recourse to the right of self-defense.

No less frivolous and unwarranted was the Indian claim that Indian attacks on Pakistan were justified because they were in support of insurgent forces in Pakistan. Even if these insurgent forces were not stationed in Indian territory and were not operating from it, the acknowledgement by India that it was giving them arms and other support would amount to an admission not only of interference in the affairs of Pakistan but also of indirect aggression. Since the incontrovertible fact is that these forces are trained, organized, financed, given arms and equipment and furnished bases by India, and that their operations are directed by India, they are nothing but irregular Indian forces. Their continuing sabotage and incursions accompanied and supported by the military activity of the regular Indian armed forces constitute aggression by India as much as does an assault by an unmixed regular Indian force.

I need hardly cite any evidence here of the fact that the insurgent forces are organized, supported and directed by India. The fact is self-admitted. On 20th July, the Foreign Minister of India stated in the Indian parliament that

"India is doing everything possible"-I repeat "everything possible"-"to support the liberation army".

The situation which has been brought before the Security Council is as I submitted at the outset, one of a breach of the peace. This is but a culmination of a series of menacing acts of interference in Pakistan's internal affairs committed by India. The nature of Pakistan's internal crisis is outside the Security Council's concern. I shall not walk into the trap laid by the New Delhi Government, which seeks to justify its interference and aggression by dwelling on Pakistan's internal crisis. I hope and trust that the Security

Council will similarly guard against the debate ranging over areas outside the jurisdiction of the United Nations. The Security Council is concerned with international peace, not with the internal peace and political life of a Member State. Whatever be the private evaluations of the happenings inside Pakistan, whatever judgment may be made by individuals and groups of the rights and wrongs of the situation in Pakistan, there can be no valid ground for India's interference in it.

One principle is basic to the maintenance of a peaceful world order, and it is that no political, economic, strategical, social or ideological considerations may be invoked by one State to justify its interference in the internal affairs of another State any more then they can be cited as a ground for aggression, direct or indirect. We all know the many Declarations of the General Assembly which have affirmed this principle. I shall not refer to all of them here because recognition of this principle and its incorporation into the law of the United Nations is not dependent on those declarations. It is enough to refer to the Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the protection of their Independence and Sovereignty adopted by the General Assembly in 1965. (General Assembly Resolution 2131(XX))

Operative paragraph 1 of that Declaration states:

“No State has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic and cultural elements are condemned."

Operative paragraph 2 states:

"...the State shall organize, assist, foment, finance, incite or tolerate subversive, terrorist or armed activities directed towards the violent overthrow of the regime of another State. or interfere in civil strife in another State."

Operative paragraph 4 states:

“...the practice of any form of intervention not only violates the spirit and letter of the Charter of the United Nations but also leads to the creation of situations which threaten "international peace and security."

I may recall here that India was a Member of the Committee which prepared that Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States. It is well known that India has been prominent at the United Nations for its advocacy of the principle of non-interference. What has motivated this advocacy is ill concealed, and we in Pakistan know it very well. Oblivious of the fact that Jammu and Kashmir is not, and I cannot, be recognized as part of India unless an impartial plebiscite in that State returns a verdict in favor of its accession to India. India has vainly sought to close all avenues for Pakistan giving moral and political support to the people of Jammu in their struggle for self-determination. But I shall leave that aside for the moment. What is interesting is that India's motivation has been strong enough to prevail over its relations even with those powers with whom it professes to be friendly. Speaking at the 144 1st meeting of the

Security Council on 21st August, 1968 which had developments in Czechoslovakia on its agenda the Indian Representative read the statement made that day by the Prime Minister of India. Here is part of that statement:

"Non-interference by one country in the internal affairs of another constitutes the very basis of peaceful co-existence. We have always believed that international relations should be governed by respect for the sovereignty and independence of nations, big and small. We have always stood for the right of every country to develop its personality according to its own traditions, aptitudes and genius. India has always raised her voice whenever these principles have been violated."

That was the statement of the Prime Minister e: interference in the internal affairs of other States.

In startling contrast to those pronouncements, India's interventionist role in Pakistan's affairs has been blatant from the beginning of this year this role has preceded and caused Pakistan's internal crisis. The object has been nothing else than to ensure that the outcome of political and constitutional developments in Pakistan should be the dismemberment of Pakistan.

To avoid undue length, I shall only briefly list these major acts of interference in the internal affairs of Pakistan by India:

Firstly, even before elections were held in Pakistan in December, 1970, a pipeline for the supply of arms and ammunition by India, to certain elements which were plotting the disintegration of Pakistan had been set up.

Secondly, in February, 1971, India engineered the hijacking to Pakistan of one of its aircraft flying from Jammu and Kashmir. The hijackers were Indian intelligence agents. From this incident, India obtained a pretext to ban the over flights of Pakistani aircraft from West Pakistan to East Pakistan over Indian territory. This ban was totally illegal, but it cut the direct air link between the two parts of Pakistan. Indian official sources even said that the restoration of the air link would be viewed with deep misgivings by the people of East Pakistan.

Thirdly, immediately after the negotiations towards a political consensus in Pakistan with regard to the future constitution of the country broke down, the Indian Parliament adopted a resolution pledging support to one of the parties. I put it to the members of the Security Council here; would any of your Governments ever think of such action in relation to an internal crisis in a neighboring country?

Fourthly, the upheaval in East Pakistan was accompanied by, and gained in malignancy from, the propaganda barrage unleashed by India. It was the vastly exaggerated and sensationalized reports published by the Indian press and picked up by foreign news media which produced the panic in East Pakistan that resulted in a large scale exodus.

Fifthly, India exploited the refugee problem for military, political and diplomatic purposes. Militarily, it created from among the displaced persons an irregular army.

Politically, India cultivated the belief among the displaced persons that they would go back not to Pakistan as constituted but to a new sovereignty in East Pakistan. There are on record numerous statements to this effect made by Minister of the Indian Central Government. Diplomatically, India made use of the refugee situation for its campaign to secure the stoppage of all economic assistance to Pakistan.

Sixthly, whatever the nature of the crisis in Pakistan, it posed on military threat to India. But India immediately massed a force of over five divisions on or near the borders of East Pakistan soon after the internal crisis broke out. What other motive than that of intimidating Pakistan and encouraging saboteurs and subversionists could have moved India to make this demonstration of its military might at the time that the garrisons in East Pakistan were hard pressed in overcoming armed insurgency?

This is a mere summary of India's interference in Pakistan's internal affairs, which has now culminated in aggression on Pakistan territory. i here is only one result of the internal crisis in Pakistan which is truly international in its nature and we readily acknowledge it to be so. That is the problem of a large number of people who left East Pakistan and are at present on Indian soil. But this problem, while international in nature, is not political. It would have been a political problem if Pakistan were to deny the right of these uprooted people to return to their homes, to be restored their properties and to live in their own country in perfect security of life and honor. Since, far from envying their right. Pakistan is most anxious to receive them back, since Pakistan has welcomed the assistance of the United Nations in facilitating their voluntary repatriation, since Pakistan is anxious to arrange this rehabilitation as speedily as possible; the problem is purely a humanitarian one. It is a problem which can be solved with compassion and understanding. It is a problem whose solution demands co-operation between India and Pakistan and of both countries with the United Nations. Of all problems it is the one with which playing politics is totally indefensible.

But that is what India did. In fact, by blocking the return of the displaced persons to Pakistan as constituted, India tried to link the fate of this mass of human beings with the dismemberment of Pakistan.

It is being said that a climate of confidence is necessary for the return of the displaced persons. The statement is unexceptionable, if the phrase "a climate of confidence" is understood in its normal sense. The Government of Pakistan has done its utmost to restore such a climate. Would these efforts not have been much more effective if India also had co-operated? Would India's co-operation with the United Nations not have greatly strengthened the Organization and its presence in East Pakistan? Would this not have furnished another element of reassurance and thus itself contributed to restoring the climate conducive to the repatriation of the refugees? I leave it to the Members of the Security Council to judge how vastly different the present situation would have been but for India's intransigence.

In short, the present situation, now gravely threatening international peace and security, is nothing but an outcome of India's sustained hostility to Pakistan. This hostility did not begin with Pakistan's internal crisis. It merely found in that crisis a

potent means for the execution of its designs, an occasion and opportunity unlike any that had been presented before. The Head of the Indian Institute for Defense Studies Analyses and stated:

"What India must realize in the fact that the break-up of Pakistan is in our own interests, an opportunity the like of which will never come".

An Indian political publicist, Mr. S. Swamy, wrote in 'Motherland' New Delhi, of 15th June:

"The break-up of Pakistan is not only in our external security interests but also in our internal security interests. India should emerge as a super-power internationally and we have to nationally integrate our citizens for this role. For this, the dismemberment of Pakistan is an essential precondition".

Yet another publicist, Mr. J. A. Naik, saw in Pakistan's disintegration the road to great power status for India in the region. The consensus at a political symposium held in New Delhi, as reported in the Hindustan Times of lst April-that is, immediately after the outbreak of the internal crisis in Pakistan-was that India must "make best of what was described as the opportunity of the century".

Lest it be thought that these are merely the pipedreams of political theoreticians, let me quote here some official pronouncements made from India. Addressing the Rotary Club in New Delhi on 11th August, as reported in `The Statesman' of New Delhi the next day, Mr. Jagjivan Ram, the Defense Minister of India, said:

"Bangladesh has got to become a reality and it will become so, otherwise there would be an imminent danger to India". This clearly means that India considers the preservation of Pakistan's territorial integrity as an "imminent danger" to it. In fact, the Prime Minister of India said on 1st December that the presence of Pakistan troops in East Pakistan-that is, in Pakistan territory-constituted a threat to India's security.

On 18th September, as reported in 'The Statesman' of 19th September, the Defense Minister of India further said:

"It was inconceivable that Pakistan would grand independence to Bangladesh, but we would have to work towards a situation in which Pakistan will be left with no alternative."

With that situation would be was spelled out by the Indian Institute of Defense Studies and Analysis, to which I referred a moment ago. Its Head, writing in the `Illustrated Weekly of India' of. 15th August under the heading "Must we go to war?" stated, "A war with Pakistan would be a brief affair". In the event of such a brief war, the sequence was visualized as follows by the Indian Institute for Defense Studies and I am sure the quotation will be interesting to the Members of the Security Council:

"There is no doubt that the Security Council would meet to call upon both nations to end the fight. Whether the fight should be ended immediately or continued for a period of time is a matter for India to consider. At this stage, it should be India's endeavor to get

Bangladesh as one of the recognized parties to the dispute. In fact, that is the appropriate way so win international recognition for Bangladesh. It should be made clear that the ceasefire cannot be signed in the Bengal sector unless the Bangladesh Commander is recognized as an independent sector commander for the purposes of ceasefire, and the Bangladesh Government is recognized as a party to the dispute as a whole."

The paper from which that quotation was an excerpt was fully reported in 'The Times' of London on 13th July. Again, there is no room for doubt that this thinking was consistent with official policy.

In October, Mr. Jagjivan Ram, the Indian Defense Minister and I apologize for quoting him and again and again, but though his volubility furnishes some useful material it cannot be supposed that he does not express the thinking of the Government of which he is a prominent member-stated that any war with Pakistan would be fought on its soil and India would not vacate the territory occupied during the conflict. He added, "We shall go right up to Lahore and Sialkot and shall not come back whatever be the consequences".

It is thus clear that it was India's belligerence which gave a dimension to Pakistan's internal crisis that it would never have had otherwise. To say this is not to make light of our domestic situation. The crisis we have faced this year has been a supreme tragedy for our country. But may I not ask this: have not other nations-nations which are models of cohesion now-gone through similar traumatic experiences in the past? One difference is that they escaped the distortions of international publicity to which Pakistan has been a victim. Another and much greater difference is that they did not have a hostile and bigger neighbor that had first fomented their civil strife and exacerbated it and then committed aggression, as India has done in our case.

The Secretary-General rightly pointed out in his memorandum of 20th July, to the President of the Security Council that

"...the crisis is unfolding in the context of the long-standing and unresolved differences between India and Pakistan-differences which gave rise to open warfare only six year ago".

The India-Pakistan question has been on the agenda of the Security Council since 1948. The outstanding dispute between the two countries relating to the disposition on the state of Jammu and Kashmir is one which has been discussed at more than a hundred meetings of the Security Council and has been the subject of as many as 22 resolutions and two statements of consensus of the Security Council. Let me make it clear that there will never be real peace between India and Pakistan-and I use the word 'peace' in the sense of something more than an absence of fighting-unless this dispute is resolved in accordance not with India's or Pakistan's wishes, nor with the interests of any foreign power or group of powers, but with the Will of the people of Jammu and Kashmir. An international agreement exists-concluded under the auspices of the United Nations-that the disposition of the State should be determined by an impartial plebiscite under the auspices of the United Nations. India has persistently refused to implement that

agreement. The strain thus caused in relations between India and Pakistan has never been relaxed during the last 23 years for the simple reason while the rest of the world may at times forget the Kashmir dispute, neither the people of Kashmir themselves nor their brethren the people of Pakistan can never be oblivious to it, even if the dispute is nothing but a manifestation of India's chauvinism and its refusal to arrive at an equitable settlement with Pakistan that would establish good neighborly relations between the two countries on a lasting basis.

The root cause of the hostilities between India and Pakistan is therefore not the occurrences of this year, but the policy so far pursued by Indian rulers-the policy of denying Pakistan's international rights and refusing to resolve outstanding issues between the two countries according to the recognized means of pacific settlement. Normalcy in relations between the two neighbors in South Asia will come not by waving a magic wand, nor with declarations, nor with No-War pacts but with the readiness of both parties to resolve situations of friction and to settle disputes in the only way that can be done-namely, employing the means listed 33 of the Charter of the United Nations.

How anxious Pakistan has been to avert the eruption of hostilities is amply borne out by the fact that the Government of Pakistan responded affirmatively to every proposal that would bring about the peaceful resolution of the present India-Pakistan situation. The President of Pakistan some months ago declared his readiness to meet with the Prime Minister of India anywhere anytime. The response from India was totally negative. On 20th November, the President of Pakistan extended his hand of friendship to India. India's answer was the major armed attack on Pakistan launched the next day.

Lastly, the Security Council is aware that on 20th October, the Secretary General addressed a letter to the President of Pakistan and the Prime Minister of India in which he said:

"In this potentially very dangerous situation, I feel that it is my duty as Secretary-General to do all that I can to assist the Government immediately concerned in avoiding any development which might lead to disaster. I wish Your Excellency to know, that my good offices are entirely at your disposal if you believe that they could be helpful at any time.

The President of Pakistan promptly welcomed the offer, and invited the Secretary-General to visit India and Pakistan to discuss ways and means for the withdrawal of forces of both sides from their borders. But what was India's response? The Prime Minister of India answered the Secretary-General's letter on 10th November, 27 days later in a situation of daily increasing tension, and in her letter made the allegation that Pakistan was "seriously preparing to launch a large-scale conflict with India".

Now, if that allegation were correct it would have been all the more reason for India to invite the Secretary-General to visit the subcontinent and help to defuse the situation. But the Prime Minister of India such conditions on the exercise of his good offices by the

Secretary-General as would make him far exceeds his competence. She demanded, politely but unmistakably, that the Secretary-General "view the problem in perspective", and that he interfere in Pakistan's affairs by making "efforts to bring about a political settlement in East Pakistan". Needless to say, the message was that the Secretary-General is welcome if he execute India's political designs; otherwise, not.

For some weeks, the refrain in Indian pronouncements was that Pakistan was planning a large-scale conflict with India. But in October, the President of Pakistan suggested a mutual pull-back of the forces of both countries from their borders. If the Indian leaders believed in their own propaganda, they would have welcomed the offer. But the Prime Minister of India summarily rejected it on the grounds that Pakistan's lines of communication to the borders were shorter than those of India.

Wishing to avoid controversy, the President of Pakistan modified his earlier suggestion and said that if withdrawal to peace-time stations was not possible then at least the troops, along with armour and artillery, could be pulled back to a mutually agreed safe distance on either side of the border to provide a sense of security to both sides.

Could anything be more fair? Could any guarantee better prove Pakistan's desire to avoid war with India? In brief, the present situation confronting the Security Council" is one in which one Member State resorted to every means, including the classical form of aggression, namely, an armed attack, to break up another Member State. Since India's aggression could have succeeded unless it was opposed, Pakistan could not abdicate its right to take appropriate counter-measures. It is now for the Security Council to find the means to make India desist from its war of aggression. Only those means devised by the Security Council which are consistent with our independence, sovereignty and territorial integrity, and with the principle of non-intervention in the domestic affairs of Member States, will command my Government's support and co-operation.

Before I end, I feel compelled to make a few observations on the debate which arose in this Council from the proposal of the Representative of the Soviet Union to invite the representatives of a so-called entity. The Representative of India was out of order when he intervened on this question because only Members of this Security Council can participate in a procedural debate. Rule 39 of the rules of procedure was quoted in favor of extending the invitation. But let me remind the Security Council that the rules of procedure must be subordinate and subservient to the Articles of the Charter of the United Nations, and one of the fundamental principles of the Charter is that of the territorial integrity of Member States. Any move under rule 39 of the Council's rules of procedure which runs counter to this fundamental principle of the Charter is outside the competence of the United Nations and of Security Council, because the Security Council must interpret its rules in consistence with the fundamental provisions of the Charter.

The proposal to invite the so-called delegation in question is only seemingly innocent. We have been told that the Council would benefit from the information that may be given in regard to the deteriorating situation leading to the armed clashes between India and Pakistan.

But with regard to such information, all Members of the Security Council and those of the General Assembly and of the Non-Governmental organizations have been deluged with material submitted by the so-called representatives of a particular entity, and so much has appeared in the press that no further purpose could be served by giving it official recognition and circulating its documents to the Members of the Security Council.

I said that this proposal is only seemingly innocent, because fundamentally it would mean that at one stroke, by seating such so-called representatives, the Security Council would have struck at the territorial integrity of a Member State, and sought to dismember Pakistan by according this kind of recognition.

What is this entity on behalf of which the Representative of India has circulated a document, and which it now demands be seated at this Council table and be given a hearing? It is a group of men contrived, organized, and established by India, a country which has carried out subversion, has aided secession and rebellion against Pakistan. And these groups of men have their seat in Calcutta. We know that right here in New York, there are a number of organizations and entities which claim to speak in the names of certain legitimate Governments, or so-called legitimate Governments, and they deluge us with material and request us to have it circulated as official documents of various organs of the United Nations. Should we begin to adopt this practice of complying with their request in contravention of the principles of the Charter?

It has been contended that the letter of the nine Delegations asking for a meeting of the Security Council refers to "... the recent deteriorating situation which has led to armed clashes between India and Pakistan" (S/10411). What is the situation which occasioned the request for this meeting by the nine Delegations? The situation in Pakistan was brought to the attention of the Members of the Security Council b} Secretary-General in his memorandum of 20th July, and again in November, the Members of the Security Council refused to meet on the basis of the information that was supplied by the Secretary General when he was in fact, though not explicitly, exercising his functions under Article 99 of the Charter. For, there is no other provision of the Charter under which the Secretary-General can bring a situation affecting peace and security to the knowledge and attention of the Members of the Security Council. The situation, which occasioned the letter from the nine Delegations, is that which erupted yesterday because of full scale hostilities between India and Pakistan. I would submit that the Security Council should interpret this document strictly, and not with retrospective effect, because it had not thought it fit to meet to consider the situation when certain aspects were brought before the Members of the Security Council by the Secretary-General.

Finally, we believe that the refugee problem is a humanitarian one. We are ready to do anything that the international community requests us to do on the basis of a humanitarian approach to ensure the repatriation of this refugee in condition of honor, security of life and restoration of property. And to say now that in a situation in the subcontinent, when the flames of war threaten to envelop 700 million people, the refugees

who are in India should be accorded a kind of representation in and before the Security Council, is something which is so unprecedented that the Security Council would have to ponder deeply the consequences of its actions. I would make an appeal that the Security Council acts with every sense of responsibility and respect for the fundamental principles of the Charter. And should a dangerous precedent be set, then Pakistan would have to reappraise seriously its co-operation with the Security Council and the United Nations

----

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৫। জেনারেল ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণঃ ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা	ডন- করাচী (৫ ডিসেম্বর)	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

PRESIDENT YAHYA KHAN'S BROADCAST TO THE NATION

December 4, 1971

Our enemy has once again challenged us. The Indian armed forces have launched a full-scale attack on several fronts of Pakistan. India's enmity and hatred for Pakistan is known all the world over. It has always been her endeavor to weaken and destroy Pakistan. India's latest and serious aggression against us is her biggest and final onslaught on us. We have displayed enough restraint. The time has now come for us to inflict crushing blow on the enemy. On twelve crore Mujahids of Pakistan, you enjoy the support and help of Allah. Your hearts glow with the love of the Holy Prophet. The enemy has once again challenged our self-respect. Rise like one man for your survival and honor and stand like an iron-wall against the enemy. You are on the side of righteousness and justice. Strike the forces of falsehood like Godly curse, inspired by the spirit of faith and firm determination.

Tell the enemy that every Pakistani is prepared to die for defense of his motherland. Displaying unprecedented courage and bravery, our gallant and daring jawans have halted the advance of the enemy. Undaunted by the numerical superiority of the enemy our jawans are fighting resolutely, like the exemplary Ghazis of Islam, on every front. They know that victory depends not only on material and number, but on the power of faith, with ideals and the will of God.

Our troops are determined not only to beat the enemy off, but to pursue and annihilate them in the enemy territory. God willing, our lion hearted jawans have torn the enemy to pieces by attacking it in the 1965 war. This time, God willing, we shall strike the enemy harder than before.

We are at war with a cunning and cruel enemy. We will defend our country at any price and at every sacrifice. We are confident that in this war for the integrity of our country, we will have the sympathy and help of all our friends and nations who are on the side of justice and peace. They will undoubtedly severely condemn Indian aggression and support our right to defend the country.

My dear countrymen, my dear Mujahids of the Army, Navy and Air Force, in such moments of trial, nations shine like the holy stars of their destiny and with the power of faith and the strength of character surmount all difficulties to attain their goal.

You should remain completely calm, everyone of you will have to work for the defense of the country. Maintain national unity and remember Allah's promise that He will bestow shining victory upon you if you persevere.

March Forward. Give the hardest blow of Allah Ho Akbar to the enemy. God is with us. Pakistan Paindabad

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৬। নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধি আগাশাহীর বিবৃতি	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. AGHA SHAHI, REPRESENTATIVE OF PAKISTAN

December 5, 1971

In making my present remarks, I am concerned only with clarifying certain issues which were regrettably confused or distorted in the statements of the Representatives of the Soviet Union and India.

Yesterday, the Representative of the Soviet Union, Ambassador Malik, read from document S/10412, which contains a report by the Secretary General on the situation along the cease-fire line in Kashmir. It must be pointed out that report relates to the State of Jammu and Kashmir, which is disputed territory. It must also be pointed out that this report could not have been filed except for the provisions of resolutions of the United Nations Commission for India and Pakistan of 13th August, 1948, and 5th January, 1949, adopted under the auspices of the Security Council.

The Soviet Representative will recall that the India-Pakistan question has been on the agenda of the Security Council for the last twenty-three years and has engaged the Council's attention at more than 100 meetings. He will also recall that it was his Delegation which vetoed three proposals in the Security Council which would have facilitated a settlement of the Jammu and Kashmir dispute. Let me quote from the same document (S/10412), paragraph 2, in rebuttal of the charge he made against Pakistan concerning the alleged violation of the ceasefire line in Jammu and Kashmir:

'... (c) The Indian military authorities had admitted that, since 20th October, 1971, they had strengthened their forces in Jammu and Kashmir by a considerable number, thus exceeding the authorized level of troops in Jammu and Kashmir under the Karachi Agreement and that they would continue to do so as considered necessary for the security of Indian territory.

"(d) The Chief Military Observer found that Pakistan had also introduced additional forces on its side of the cease fire" ....but "without... exceeding the permissible level."

It may be noted that the dates when India violated the Karachi agreement, 20th October, and when Pakistan moved additional forces, but within the permissible limit, 29th November, are forty days apart. It was only after forty days of violation, of the Karachi Agreement that Pakistan moved to restore the balance, and even then it took care to remain within the magnitude of forces permitted under that Agreement.

As regards the particular so-called violations cited by the Representative of the Soviet Union-about the alleged crossing of the cease-fire line-let me inform the Council

that such violations are being committed by India almost every day, the UNMOGIP has been sending these reports of violations and they can be made available by the Office of the Secretary-General. So, to single out one small alleged incident of a border crossing as denoting Pakistan's intention of attacking India is, I regret to say, not evidence of a sense of proportion.

The Representative of the Soviet Union ranged far and wide in his many interventions on the internal affairs of Pakistan, and he also spoke about certain aspects of Pakistan's external relations. In speaking of the problems of the refugees he stated that India was justified in massing its forces on Pakistan borders because, to quote Ambassador Malik, what self-respecting State which cares for its security is not going to displace part of its armed forces to the territory where there was this rush of 10 million refugees? If that was justified, we should like to ask was it also justified for India to have established bases for armed guerrillas, to have equipped, trained and unleashed them for carrying out acts of sabotage and destruction in East Pakistan? Is that also justified because there are 10 million refugees in India? And was it also justified when finally Indian armed forces attacked Pakistan on 21st November on a large-scale at many points of the border-which has been admitted by the Representative of India?

We regret that the Soviet Representative did not take into account those other aspects of the situation. But in one respect I welcome his statement. Since April of this year, we have heard repeated charges from India of genocide that Pakistan armed forces had killed hundreds of thousands of men, women and children in East Pakistan that they have carried out all kinds of untold atrocities.

We are glad to note the sobriety and responsibility, in the statement of the Representative of the Soviet Union and in his Government's statements whenever they have spoken about the situation, they have referred to thousands killed in the disturbances-although they have talked of 10 million refugees.

I should like to inform the Council that I have no desire to enter into an exchange with the Representative of India in regard to this tragic situation. Impartial observers, such as the correspondents of the London Guardian and even some correspondents of The New York Times, did report on the massacres carried out by the anti-State and secessionist elements in East Pakistan before 25th March. And. if the Representative of India has chosen to disregard the other side of the picture we can only say that his submissions here in the Security Council cannot be considered balanced or fair. I would be glad to draw his attention to the reports that have appeared in the world press, in the most responsible and respected organs of public opinion, in this regard.

The Representative of the Soviet Union drew a very graphic picture when he said that 10 million refugees constitute a larger population than that of some 88 Member states of the United Nations. Undoubtedly, this is an enormous figure. Without entering into a controversy as to the actual number of refugees that have left, let me also point out that in the Third Committee debates on the question of humanitarian assistance to Pakistani refugees, the Representative of Uganda stated that his country had given asylum to 188,000 refugees from neighboring African countries. And, at the same time the

Representative of Uganda maintained that his Government had taken strict precautions to see that none of those refugees were armed and sent to carry out depredations against the neighbors of Uganda.

In terms of percentage of the population of India, the refugees, as was pointed out by the Representative of Greece in the Economic and Social Council debate at its fifty-first session, constitute 2 per cent of the population of India. But we agree that it is a very large number, which we are most anxious to take back under conditions of safety and security which can be certified by the United Nations, if the international community is genuinely interested in seeking a humanitarian solution to this problem and not exploiting it as a weapon to bring about the dismemberment of the territorial integrity of a Member State.

I could say much about displacement of populations elsewhere about mass transfers of human beings, about the denial of the right to return to their homes even after a generation, but I do not think that much purpose would be served by entering into such exchanges, and therefore I say no more on this subject.

We have heard, also, a great deal about the need for a political settlement in East Pakistan. Of course, we know that this is vital to the survival, not only of East Pakistan but also of West Pakistan, but we have been told about the human rights of citizens, about national liberation movements and about democracy. We know that many Member States of the United Nations are not homogeneous States. In fact, many of them claim to be pluralistic societies or multi-national State, but the question arises when Pakistan is told that it should not suppress autonomy, that it should respect the aspirations of the people of East Pakistan-we ask to what extent the right to autonomy demands respect does? Many Representatives of States who tell us this know that in their own countries there is no autonomy; they are unitary States even though ostensibly they are federal in form. Even as federations they are highly centralized States and leave only local powers for the constituent units of a federation.

We in Pakistan would have been able to settle this problem if the demand had not escalated to a break-up of Pakistan, from a federation in to a confederation. We would hope that those who are objective and who truly try to understand the problems of pluralistic societies where there is a diversity of peoples, where society is dichotomous, that they would try to be helpful and to understand and find a solution to this dilemma of reconciliation of the need for preserving the territorial integrity and national unity of a State with the demand for autonomy which is undoubtedly genuine. But, instead we have been pilloried by propaganda and by those who, for reasons of alliance, of politics, wish to take sides and demand that Pakistan should concede the ultimatums that are put forward by elected representatives of the people, not for autonomy but for dismemberment.

We in Pakistan are formulating a political settlement, but regrettably it is not a political settlement that would be to the liking of India which seeks the dismemberment of Pakistan. About this there can be no doubt with the statement of the Prime Minister of India and with the statements of responsible leaders in the Indian Government which

Ambassador Malik has totally chosen to disregard. He thinks that Pakistan is the guilty party and that it should be punished for its crimes by being made to submit to its disintegration by force. However, I should like to state that we have a Will to survival and we will resist all attempts from any quarter to destroy our territorial integrity.

One of the reasons why India has chosen this time to launch an aggression against us is to disrupt the time-table laid down by President Yahva Khan to induct a representative government in Pakistan for which the date had been fixed between the 20th and 27th of this month. History is full of dangerous pitfalls emanating from the desire of big and powerful States which tried to impose a political settlement on relatively small and weak neighbors, Munich is a classical example We know that India considers the existence of Pakistan as a threat to its security, but now that the Soviet Union has articulated a new security doctrine for South-East Asia, perhaps all of us should seriously think of what it may portend.

The Representative of the Soviet Union spoke about the Tashkent spirit, but that spirit prevailed much before the signing of the Indo-Soviet Treaty, of what is euphemistically called a treaty of friendship and co-operation. In content and effect, it is nothing less than a military alliance. Events have conclusively proved it to be so, Actions speak louder than words, and guns even louder. What are these actions? Immediately after this Treaty was singed, a series of feverish military consultations started in Moscow and New Delhi under Article IX of the Treaty, which pledges the parties to consultations with a view to taking what in diplomatic language, has been described as effective measures to remove any threat to peace. We have sufficient experience of military pacts to know that similar clauses exist in those instruments, and world opinion and the parties themselves construe such language to be sufficient to constitute a military pact. Supplies of sophisticated armaments, such as MIG-23s, tanks and other military equipment, were dispatched post-haste to Calcutta and other Indian ports.

Having thus upset the balance of power in the sub-continent, the Indo-Soviet Treaty emboldened the Indians to opt for a military invasion of Pakistan under the pretext of self-defense. I said in the First Committee in October, and in the plenary meeting last month, that this Treaty must be judged by its results, whether it will act in restraint of war' or will precipitate war. We now have the answer; we have it in India's aggression and the Soviet veto last night of the proposal for a cease-fire and withdrawal.

A double pretension surrounds the Indo-Soviet Treaty. One party makes it possible for the other to launch subversion and aggression against a third country and yet invokes the Tashkent spirit. The other party closely binds itself to a military alliance and yet claims to be non-aligned. Who is so naive as not to see through these pretensions? If any further evidence were necessary, it has been provided by the Soviet statement circulated by the Tass news agency this morning. The statement in effect says that Pakistan was following a dangerous course in defending itself and resisting a military occupation and implied that Pakistan action even posed a threat to the Soviet Union's security interests. I submit, how can we believe any more in the existence of the Tashkent spirit?

The Representative of the Soviet Union, in his statement a few moments ago, referred to what he called an attack by Pakistan on 3rd December. He did not refer at all to the

large-scale attacks on East Pakistan from all sides, which commenced on 21st November and, in the words of the Defense Minister of India, left Pakistan no other alternative but to break up or choose to go to war.

It needs to be stressed again and again that the Council is concerned not with an ordinary situation or dispute; but with a situation of war. Can there be any possibility of a return of the refugees unless and until international peace is secured? Let me make it very clear beyond any shadow of doubt that no proposal for a settlement of the conflict will have any effect if it does not assure the cessation of Indian infiltration and indirect aggression to the same degree and with the same force, as it calls for the cessation of hostilities.

In asking for such a decision by the Security Council, we are not asking for any partisan support or sympathy from any Member of the Council. And I should like to tell my good friend. Mr. Jamil Baroody, to take good note of what I have to say. We are not asking for partisan support from Members of the Security Council; we are invoking the law of the United Nations. We issue solemn declarations of principle-the Declaration on Non-intervention, the Declaration on the Strengthening of International Security, the Declaration on the Promotion of the Principles of Friendly Relations among States-but when the time comes to apply those principles, we tend to put them aside. Is it not fundamental to the maintenance of the norms of international relations that no State should foment civil strife on the territory of another, that no State should aid and abet subversion and sabotage in another? Does it not follow logically that it should be condemned for such acts? The word "condemns" is used in the Declaration on Nonintervention in the Internal Affairs of States. If the Security Council does not wish to condemn, should it not at least ask India to desist from armed intervention in Pakistan's affairs?

It was because the draft resolution which was voted upon last night was deficient in this respect-and I must be frank-that we had serious misgivings about its effectiveness. It did not condemn aggression. It is not, I repeat, enough to ask the parties to cease hostilities. Hostilities are but the second stage of the process which began with Indian armed interference and Indian infiltration into Pakistan. Unless interference and infiltration are stopped peace will not be restored.

The United States draft resolution, as I said before, failed to condemn India for its aggression, as India should have been condemned. It did not explicitly call upon India to desist from its attempts to bring about the disintegration of Pakistan, as the Security Council should demand. None the less we were willing to co-operate with the Security Council on the basis of that draft resolution, because it carried the support of as many as 11 members of the Council. That is Pakistan's attitude.

Let the Council members compare that attitude with India's. There is no question of a cease-fire, says India. The Representative of India warned the Security Council yesterday that India would persist in the course of its aggression against Pakistan. Whether or not this meeting of the Council will be able to take a positive decision, that message from India should be ringing in the ears of Members of the Council

Turning now to certain remarks of the Representative of India, I would draw attention to his statement that:

"...we went into Pakistan territory after 21st November. We did; I do not deny it'.

And yet, the United States draft resolution did not take into account the evidence submitted by my Delegation about the facts of Indian aggression and: the admission by India. What further proof was needed?

The Representative of India gave as the explanation for the Pakistan territory that the Pakistan Army had "started shelling our civilian villages". - What was the remedy left to us?" he asked. And, he said, the remedy was to invade Pakistan.

You will recall, Mr. President, that Pakistan accepted a proposal that the armed forces of India and Pakistan should pull back from the frontiers to their, peace-time stations. The proposal was rejected by India. Then, Pakistan accepted a proposal that they should pull back to agreed safe distances from the frontier if not to peace-time stations. That proposal was rejected by India. Did India not have this option, so that shelling from the Pakistan side which he has charged, could have been prevented and stopped. India had the option of peace put chose war.

Finally, I heard a Representative say earlier in this meeting that the problem of Bangladesh had been discussed in the United Nations. Let me state categorically that this so-called problem has not been discussed in the United Nations or if any such discussion ever took place, the Delegation of Pakistan had no knowledge of it and could never have agreed to participate in it.

Let me recall that only two problems pertaining to Pakistan have so far been discussed in the United Nations. One is the humanitarian problem of the refugees, and that was discussed in the Economic and Social Council and in the Third Committee of the General Assembly. The other is the situation between India and Pakistan which is being discussed by the Security Council at this very moment. Neither of those problems can be considered to be the problem of Bangladesh.

In addition to the reasons that have been so eloquently adduced by the Representative of Argentina the proposal that was discussed earlier in this meeting, let me again remind the Security Council of the fact that in this seemingly innocuous proposal lurks a sinister design to promote the disintegration of Pakistan. Yesterday, I quoted from a paper of the Indian Institute for Defense Studies and Analysis about how India should proceed to deal politically in the United Nations with the East Pakistan situation. I should like to quote that passage again:

"There is no doubt that the Security Council would meet to call upon both nations to end the fight. Whether the fight should be ended immediately or continued for a period of time is a matter for India to consider.

At this stage it should be India endeavor to get Bangladesh as one of the recognized parties to the dispute. In fact, that is toe appropriate way to win international recognition

for Bangladesh. It should be made clear that the cease-fire cannot be signed in the Bangladesh sector unless the Bangladesh commander is recognized as an independent sector commander for the purposes of cease-fire, and the Bangladesh Government is recognized as a party to the dispute as a whole."

The Representative of India dismissed this quotation as the utterings of theoreticians and academicians, but the pattern of action that is being unfolded before your very eyes in this debate confirms every word and letter of this statement. This is the pattern that is being followed, beginning with the sponsorship by the Representative of India of a request for giving a particular individual for a hearing-and if you examine the request of that individual for a hearing, you see that he claims to speak in the name of the people and Government of Bangladesh.

We would like to ask our distinguished colleagues who are formulating draft resolutions. Are you formulating those draft resolutions to camouflage designs to promote secessionist forces and their designs against Pakistan? Will your calls for cessation of hostilities and withdrawal of forces allow for loopholes to achieve the desi2ns that have been so clearly stated in this analysis by the India Institute of Defense Studies.

I should like to advise the sponsors of all draft resolutions that my Delegation will look carefully in to such formulations so that ambigupties may not be taken advantage of in order to promote ends in violation of the Charter of the United Nations.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৭। নিরাপত্তা পরিষদে আগাশাহীর বিবৃতি	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. AGHA SHAIII REPRESENTATIVE OF PAKISTAN
December 6, 1971

Only yesterday, I quoted, for the second time to the Security Council excerpts from an important paper, which has been given the most serious consideration by Government circles in India, about India's plan to bring about the dismemberment of Pakistan, and to use the Security Council as an instrument to legitimize the creation of the secessionist Bangladesh State. I am sure that what I quoted must be fresh in the minds of tile Members of the Council and I shall refrain from quoting it again.

Only yesterday and the day before, the Representative of India stated that these were the views of theoreticians and academicians in India, but now it is finally clear that the plan has been followed with meticulous exactitude and the Government of India has announced recognition of Bangladesh.

The Representative of India quoted in extenso from Mrs. Gandhi's statement of yesterday giving the reasons for this act of war against Pakistan. She said that it was a valiant struggle which had opened a new chapter in the history of the freedom movement. And let it be noted that this new chapter was inaugurated by subversion and aggression.

If the President of Pakistan did designate Sheikh Mujibur Rahman, as the Leader of the majority party in the National Assembly, as the Prime Minister and, if because of the disagreement of political factions within my country his plan for the transfer of power to Sheikh Mujibur Rahman could not materialize, did it justify a neighboring State's fomenting armed civil strife and launching an aimed attack against Pakistan? If a commission is given in a country to the leader of a political party, even a majority party, to form a Government and it is not executed for one reason or another, however right or wrong it may be, does another country embark on aggression and subversion to promote freedom in that country?

Now, we are told that the Security Council must make an assessment of the realities, and the Representative of India talked of the success of the Mukti Bahini. What is tile reality The Mukti Bahini is a mere auxiliary of the 120,000 Indian armed forces which have unleashed armed attacks on Pakistan. It can play only a subsidiary role. It is under the occupation army of India that this Mukti Bahini will function. And it is to that Government set up by the occupying authority, that this Security Council is expected to extend some kind of acknowledgement if not recognition.

We have been told about the high-sounding proclamations of democracy, secularism, freedoms, and what not. We know that words are not tantamount to actions. In how many

constitutions, in how many pronouncements and proclamations in every country in the world are these words not used? Are we to be guided just by rhetoric and eloquence? In India itself, democracy does not function in several of its provinces: they are under direct Presidential rule. And secularism is honoured more in the breach than in the observance. Militant groups let loose murder and slaughter against religious minorities-and we are asked to take the word for the deed.

We were also told about foreign relations of Bangladesh and Its policy of non-alignment. The mentor of that government has set the example of non-alignment by concluding the Indo-Soviet military alliance.

The Representative of India talks of freedom of Bangladesh. 'In 1905, that same East Pakistan, which was part of Bengal Province, achieved its emancipation from the economic -exploitation and domination of the capitalists and caste Hindus of Calcutta and became a separate province within India-that was done by the British Government in 1905. But those same capitalists, industrialists, the caste Hindus of India, carried on a ceaseless agitation of murder, assassination and terror, and forced the British Government to annul the partition. So the separation of East Pakistan-which took place in 1905, because it had been exploited for two centuries, both under British rule and subsequently by the privileged classes in India-was annulled and East Pakistan. Was again made a part of Bengal, so that the rule of the privileged classes was reimposed. It is only the Pakistani people and their strength that stand between that kind of reimposition of domination and the development of the people of East Pakistan in freedom and as the dominant partners and the dominant elements in the political life of Pakistan,

Then the Representative of India went into the history of the movement for autonomy, talked of the six points and quoted from Sheikh Mujibur Rahman. Well, let me tell you something about the six points.

On 23rd March-two days before the Federal Army had to take action to suppress the massacres of non-Bengali elements that were being perpetrated by the secessionist elements-the leaders of the secessionist movement, or the leaders of the Awami League, presented a draft proclarnation to President Yahya Khan stating that it was their last word and that the President of Pakistan could take it or leave it; in it they also said that Pakistan shall be a confederation-from a federal state, it was to transform itself into a confederation. The other political parties believe that confederation is an association, of two sovereign states and not a union of provinces or states into one single whole. Surely, this was a legitimate point of view with which one may agree, or not agree, but how does this become the concern of India? In other words, the Pakistan Government Was asked to accept an ultimatum to transform Pakistan into a confederation of two sovereign States. And yet, we have a lecture from the Representative of India about how we should conduct ourselves in regard to the ordering of our constitutional and political life. Let him first study his own Constitution and see how much autonomy is given to the provinces. How much autonomy does West Bengal, his own province have in the Indian federation? To what extent are the resources of Bengal and Assam spent within those provinces?

Then again, in every form the Indian Representatives repeat the hundreds of thousands of people murdered by the Pakistan armed forces. It is a matter of the deepest

regret that the shows no human feeling in regard to those murdered by the secessionist elements. There were people here in the so-called Delegation of Bangladesh who set up slaughter houses in which thousands of people were massacred before 25th March when the army had to intervene and afterwards. And these people come here to represent Bangladesh. There is living proof of these atrocities, and if Members of the Security Council want to turn away from propaganda and what the columnists write, and want to find out for themselves, we shall provide them the means of doing so.

The Representative of India talked the other day about films shown by his Delegation. We have these films but we have spared your feelings. But, you are welcome to come and see them if you so desire. I can understand his relish that Pakistan is dead and buried. Let me tell him, it lives and will survive in spite of Indian aggression.

Then, he quotes something from The New York Times. This is an article by the columnist Anthony Lewis. I have read many of his articles before. But, that is the opinion of one individual. Did he go to Pakistan to find out the other side of the picture? Did he take care to inform of the real facts before he printed his Column in this newspaper which is read by half a million people in the United States? Did he compare notes with other correspondents of equally respectable papers like the Manchester Guardian who have given a different assessment? This is the kind of propaganda to which the Representative of India resorts to divert the attention of the council from Indian aggression and occupation of our territory. If we begin quoting correspondents, where are we going to end? All right, if you want to quote correspondents I shall quote James Reston who said in yesterday's New York Times:

"For Prime Minister Gandhi to talk about the Wanton and unprovoked aggression of Pakistan, when her own Government's troops have been constantly inside East Pakistan and her colleagues have made no secret of their aid to the East Pakistani insurgents or their desire to see East Pakistan separated from West Pakistan, is really an affront to the intelligence of the world.

And the Representative of India considers the intelligence of this distinguished and august gathering so low that he persists in his misrepresentations. I continue the quotation:

"Mrs. Gandhi didn't even consider allowing U. N. observers to see what was going on along the India-Pakistani borders, which is interesting, since she is now defending the war as a moral crusade against the Pakistani aggressors".

The Representative of India cannot resist referring to the Government of Pakistan as a military junta. Several Member States are ruled-and these are not my words, but his words-by military juntas, and he went on to say:

"President Yahya Khan decided to wipe out the results of election by force".

If President Yahya Khan did not wish to promote or restore democracy in Pakistan in the first place, why would he have held elections and why should they have been held in

an atmosphere of freedom which he himself hailed afterwards? Was it not far easier for him to crush the aspirations of the Bengali people before the elections, which would not have caused a whimper in the world? Yet, good and honest intentions, if they are prevented from being realized, are denounced and the most vicious motives are ascribed. And, from whom do they come? From India. We know that we can expect nothing better from India than permanent hostility.

As regards what Senator Church may have said: I regret that Senator Church had nothing to say about subversion and aggression. He expressed himself on a certain aspect of the Pakistan situation, but he chose to remain silent on the very issues which we are now considering here in the Security Council.

Finally, in reply to the Representative of India, he alleged that Pakistan shouted about aggression and did not ask for a meeting of the Security Council. Ambassador Vinci was the President of the Security Council in August and he knows of the efforts made by me under the instructions of my Government to activate the Security Council to exercise a moderating influence, and to promote a reduction of tension. But why was no Security Council meeting called? Because of the opposition of India and the allies of India. And we know now when we come finally before the Security Council what is the result-a veto, So therefore let us not talk about coming before the Security Council.

Turning now from the Representative of India to what the Representative of the Soviet Union said yesterday and a little earlier today. I shall, of course, not comment on his amendments, because I believe they are no longer before us, for the draft resolution to which they were submitted as amendments have been withdrawn. We thank the sponsors of that draft resolution for having withdrawn their proposal. But here, with reference to what Ambassador Malik said in explaining his amendments, I cannot allow this opportunity to pass without commenting on one or two points. The Representative of the Soviet Union said that action by the Security Council must be in accordance with the real situation in the Hindustan sub-continent. The real situation in the Hindustan subcontinent now is that brought about by India's subversion, support to armed secession, armed intervention and aggression. In other words, is the Security Council going to legitimize this so-called reality, perpetuate occupation and guarantee the fruits of aggression and the illegal use of force?

The Representative of the Soviet Union said that the cessation of hostilities must be organically linked to a political settlement. In other words, the Soviet amendments, as explained by the Representative of the Soviet Union, mean that Pakistan must immediately agree to the secession of East Pakistan's and to Pakistan dismemberment and that war and military occupation must continue until it does so.

I am also constrained to remark that in the statements of the Soviet Representative there is a persistent pre-occupation with the political situation in Pakistan to the exclusion of every other aspect of the situation prevailing today in the sub-continent, and which prevailed in the weeks and months before. And we are most concerned that in addition to the security doctrine to, which I referred yesterday, the pronouncements of Soviet Representative seem to stake a claim to be the arbiter in the internal political and constitutional life of my country.

I shall comment on the draft resolutions later, but I feel I must place on record certain facts. I refrained from doing so yesterday, because I did not wish to prolong the time taken by the Council, to get to a vote on the draft resolutions before it. First, I should like to draw the attention of the Security Council to a mis-statement of fact by India as contained in the Secretary-General's report (S/10410/Add.1). According to a message from the Prime Minister of India, which was orally delivered to the Secretary General, it is claimed therein that Pakistan aircraft attacked the military bases of India at Pathankot and Srinagar-in the disputed territory of Jammu and Kashmir-and at Amritsar on the afternoon of 2nd December. That is totally false. I waited until now to contradict that claim because 1 was checking the correct fact. On the instructions of my Government, I am now to state that Pakistan aircraft took counter-action against these airfields on 3rd December, and only after India six or seven hours earlier, had launched armed attacks against Pakistan along a 500-mile long front in the west.

I should like also to state on this occasion that I would request Ambassador Malik, when he refers to any remarks I make, kindly to quote them in context only wish to say that it is regrettable that he again made a statement yesterday which I had corrected, the day before. That was in regard to what I said about the existence of an internal crisis in Pakistan. In the political life of States, internal crises are not a fare phenomenon, but it is up to the people of those countries to overcome the crises and not for foreign powers to exacerbate internal divisions, promote secession and armed rebellion and, finally, launch armed attacks and use an internal crisis as justification for interventionist doctrines in the political life of other States.

Further, I should like to bring to the attention of this Council a roost deplorable action by India yesterday. On 4th December, the Secretary General, in an urgent telephonic message to me expressed his concern for the safety of United Nations personnel in East Pakistan and conveyed his decision to evacuate them to Bangkok. He requested that the Pakistan Government be approached to, see if a cease-fire could be arranged in Dacca from 10 a m. to 6 p.m. East Pakistan Time on 5th December to enable a transport plane to land at the airport and evacuate United Nations personnel to safety. The Secretary General also intimated that he was making a similar request to the Permanent Representative of India the Secretary-General's request was conveyed to the Government of Pakistan with all, due urgency. It was followed up by the Pakistan Mission with telephonic messages to Islamabad. It is understood that both the Governments of Pakistan and India agreed to a cease-fire in Dacca for 3 certain length of time to allow for the evacuation of United Nations personnel and foreign diplomats. However, the world now knows that the Indian air force chose precisely moment of evacuation of United Nations personnel to attack the civilian airport at Dacca. The perfidious nature of this attack needs to be condemned in the strongest, possible terms. It shows better then we can say what kind of attitude governs India at present. India's air force launches an attack on the territory of Pakistan at the time when it knows that the valiant forces of Pakistan are committed to observing a cease-fire. The innocent victims in this case are the international civil servants and diplomats, and it is a fortunate accident that no lives were lost.

Finally, I should like to state that in regard to the question of extending an invitation to a particular entity to come here, have pointed out that it would be not only a violation of rule 39 of the provisional rules of procedure of the Security Council, but also a violation of the Charter. That has been brought out with sufficient force by the Representative of Argentina among others. Whatever may have been India's actions yesterday that in no wise alter the force of the arguments that have been urged before the Council, and should the Council act in an unlawful manner; we should have to consider that to be an unfriendly act towards the Government of Pakistan.

In order not to take the floor another time, I should like briefly to give my views on the draft resolution proposed by the Representative of France with his characteristic eloquence, precision and lucidity.

We are conscious of the concern of his Delegation and the British Delegation that the Council should achieve some result and not be completely paralysed by vetoes. Therefore, while we appreciate thee laudable motives, and the concern for peace that have prompted him to put forward a proposal, we are constrained to observe that nothing has been said about the proven fact of aggression and the fact that India has admitted this aggression. Nothing has been said about the cessation of interference in the internal affairs of Pakistan and subversion and the fomentation of armed rebellion by India. Furthermore, the draft resolution does not provide for withdrawal of armed personnel and forces. In other words, occupation would continue and then, by the time the Security Council were to consider the situation further; Pakistan would be called upon to acquiesce in its own dismemberment.

We note that the draft resolution contemplates that the Council should meet again to consider what further steps within the framework of the Charter could be taken on the issues which rise to the hostilities, but we know very well that any proposal for the withdrawal of occupation forces is likely to attract a veto, and the Security Council would not be in a position to deal with the question of withdrawal of forces. By not dealing simultaneously with the question of withdrawal together with that of cease-fire, the Council would legitimize military occupation and perpetuate it.

For these reasons, we would hope that the Council would ponder the considerations. I have urged and also be conscious of the fact that while it has a responsibility for peace and security, the United Nations as a whole cannot absolve itself from that responsibility just because a veto power is being arbitrarily exercised.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৮। নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধি আগাশাহীর বিবৃতি	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. AGHA SHAHI, REPRESENTATIVE OF PAKISTAN
December 6, 1971

It was not my intention to take the floor again, but the Ambassador of the Soviet Union addressed a direct question to me which arises out of the draft resolution contained in document S/10428, which he has circulated. This question was, why you afraid of the expression of the Will of the people of East Pakistan? I believe that he is entitled to an answer and I shall give him an honest answer, but before I do that I should like to make a comment or two on his draft resolution as explained by him.

Therefore, the principle that there can be no political solution to any problem while a country is under invasion and occupation is a fundamental one and We regret to find that principle-a United Nations principle-is ignored in the Soviet draft proposal.

Further, I should like to point out that in all the draft resolutions that the- United Nations has considered, it is a sacrosant practice to couple cease-fire with withdrawal, and we have admired the position of principle of the Soviet Union, until now, that it has always maintained the organic link between withdrawal and cease-fire. But, unfortunately, we do not find a consistent approach by the Soviet Union on the present occasion.

As I have said, East Pakistan is a part of Pakistan recognized as such by all Member States. The armed attacks and invasion of East Pakistan from 21st November constituted an armed attack-an aggression-on all Pakistan.

The Representative of the Soviet Union made the charge ths: Pakistan started this on 3rd December. But we must go back before that date. I should like to point out that the aggression started on 21st November against Pakistan, which is one single State.

Then, in regard to my remarks, let me make clear what I said about our internal crisis. We do have an internal crisis, which is a political crisis. That political crisis is our internal affair. The international aspects of this crisis are the following: there is the humanitarian aspect-the purely humanitarian aspect-and there is the other international aspect created by Indian subversion, promotion of armed rebellion and secession within East Pakistan, and, finally, the invasion of East Pakistan. I should like to make clear once and for all what are the internal aspects of our crisis and what are the international aspects, so that there will be no misapprehension whatsoever.

Now, coming to the question whether we are afraid of the expression of the Will of the people of East Pakistan. No; it is a great tragedy that Will could not be given political expression in the meeting of the National Assembly, in which differences between political parties could perhaps have been resolved. But, as a result of a postponement for a short time, the secessionist elements in East Pakistan launched a rebellion involving the

non-payment of taxes to the Government, defiance of the authority of the Government, and the release of 18,000 criminals from goals, who were armed let loose in an orgy of massacre.

That is the truth. If evidence is required, one need only consult the newspapers published in East Pakistan from the time of the crisis-from January and February and on 25th March. That was a notorious fact, which is known not only to Members of the United Nations. Those armed criminal elements-thousands of them-were armed and let loose to go and commit massacres, and, regrettably, some of the elected representatives were involved in those crimes. No member of the Assembly has been disqualified for political dissent or for his political views.

There is evidence of the organization of slaughter house-I do not wish to go into these details-and those responsible were requested to come and clear themselves of the charges. Now, in this situation, which an amnesty extends to political offenders; can the international community demand that it should also be extended to those who have organized murder?

Therefore, I should like to point out in regard to the Soviet draft resolution m the internal contradiction that the armed secessionist elements are being made a party to certain directives and actions of the Council, and then there is a demand about recognition of the Will of the population of East Pakistan if the secessionist elements were to repudiate secessionist aims and abide by the Will of the people of East Pakistan as expressed in those elections, we might perhaps emerge from this dark night and from the gloom which surrounds us That is a Pertinent question which every Member of the Security Council must ask him-self before he exercises his vote on the Soviet draft resolution.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৯। পূর্ব পাকিস্তানে উপনির্বাচন স্থগিত	দৈনিক ইত্তেফাক	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানে উপনির্বাচন স্থগিত

ইসলামাবাদ, ৬ই ডিসেম্বর (এপিপি)। -নির্বাচনী কমিশন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আজ পূর্ব পাকিস্তানের উপনির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করিয়াছেন।

নির্বাচনী কমিশনের উক্ত ঘোষণায় বলা হয় যে, যুদ্ধের দরুন নির্বাচনী কমিশন পূর্ব পাকিস্তানের সকল প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচন স্থগিত রাখিয়াছেন।

উক্ত নির্বাচন ৭ই হইতে ২০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। পরিবর্তিত তারিখ যথাসময়ে ঘোষণা করা হইবে বলিয়া উহাতে বলা হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২০। পাক-ভারত কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন	দৈনিক ইত্তেফাক	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পাক-ভারত কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন

ইসলামাবাদ, ৬ই ডিসেম্বর (এপিপি)। -আজ পাকিস্তান সরকার ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। আজ অপরাহ্নে প্রকাশিত এক সরকারী হ্যাণ্ড আউটে বলা হয় যে, ভারত সরকার তথাকথিত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান করায় সম্পর্ক ছিন্ন করা হইয়াছে।

ভারতে নিযুক্ত সুইচ দূতকে ভারত-পাকিস্তানের বিষয়াদি দেখার দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

মার্কিন কর্মকর্তা কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সমালোচনা

ওয়াশিংটন হইতে রয়টারের খবরে বলা হয়, মার্কিন সরকারী কর্মকর্তারা আজ ভোরে এখানে বলেন যে, ভারত কর্তৃক 'বাংলাদেশ' সরকারকে স্বীকৃতি দানের ফলে উপমহাদেশের অবনতিশীল পরিস্থিতি সুস্পষ্টভাবে আরও একধাপ খারাপ হইয়া উঠিবে। জনৈক কর্মকর্তা বলেন, তাঁহারা অবশ্য ভারতের এই উদ্যোগকে কোন গুরুতর নয়া পর্যায় বলিয়া মনে করেন না। কেননা পাক-ভারত সম্পর্ক গত কয়েকদিন যাবৎই অত্যন্ত খারাপ।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের জনৈক কর্মকর্তা বলেন যে, মার্কিন সরকার সরকারীভাবে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক 'বাংলাদেশ' সরকারকে স্বীকৃতি দানের ঘোষণা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে অপারগ।

ভারতীয় কুটনীতিকরা সকল সুবিধা ভোগ করিতেছে

রাওয়ালপিণ্ডি, ৬ই ডিসেম্বর (এপিপি)। -জনৈক সরকারী মুখপাত্র আজ এখানে বলেন যে, ভারতীয় কুটনীতিকদের সাতটি বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত ব্যবস্থা তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী করা হইয়াছে। সাবেক হাইকমিশনার জেনারেল কে অটলের অধিকারে যে ভবনটি ছিল তিনি সেখানেই বাস করিতেছেন- ভারতীয় কুটনীতিকদেরকে তিনটি ভবনে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া ভারতীয় বেতারে যে উক্তি করা হয় উক্ত মুখপাত্র তাহা অস্বীকার করেন।

পাকিস্তান সরকার তাহাদের নিরাপত্তা এবং দেখাশোনার কাজ করিতেছেন। সাবেক ভারতীয় হাই কমিশনার কর্মচারীদের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ এবং মেডিক্যালের সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে। সাবেক হাই কমিশনার নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহারা কোনরুপ শারীরিক কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করিতেছেন না। উক্ত মুখপাত্র বলেন, নয়াদিল্লীস্থ পাকিস্তানী কূটনীতিকদের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

১৬ জন ভারতীয় অফিসার ইসলামাবাদ কূটনৈতিক মর্যাদা ভোগ করিতেছেন। করাচীতে তাহাদের কতজন কর্মচারী রহিয়াছে, তাহা জানা নাই। তিনি বলেন যে, ভারতীয় কর্মচারীদের সংবাদাদি পাওয়া সহজ। যেহেতু বৃটিশ হাইকমিশনার ভারতীয় কর্মচারীদেরকে দেখাশোনা করিতেছে। সেইহেতু উক্ত মিথ্যা সংবাদের জন্য বৃটিশ হাই কমিশন দায়ী কি না এই মর্মে এক প্রশ্নের উত্তরে উক্ত মুখপাত্র বলেন যে, এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য নাই। পাকিস্তানস্থ ভারতীয় কর্মচারীদের দেখাশোনার জন্য ভারত সরকার বৃটিশ হাইকমিশনকে অনুরোধ করিয়াছে বলিয়া কথিত সংবাদ উক্ত মুখপাত্র সমর্থন বা অস্বীকার করা হইতে বিরত থাকেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২১। কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকারঃ নুরুল আমীন প্রধানমন্ত্রী, ভুট্টো ভাইস-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী	পাকিস্তান অবজারভার	৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

AMIN, BHUTTO ASKED TO FORM COALITION

Rawalpindi, December 7-The president has called upon Mr. Nurul Amin and Mr. Z.A. Bhutto to form a coalition Government at the centre reports APP.

Mr. Nurul Amin will be the prime minister and Mr. Bhutto the vice prime minister and foreign minister.

Following is the statement of the President:

"I have called upon Mr. Nurul Amin and Z. A. Bhutto to form a coalition Government at the centre with Mr. Nurul Amin as the prime minister and Mr. Bhutto as the vice-prime minister and foreign minister" says a PID handout.

"In view of the war and consequent difficulties in communications between the two wings of the country, I have decided to set up the Government at the centre now , which was to be formed after the 27'" of December. The members of the central Government will be drawn from the selected representatives of the two wings as decided upon by the leaders of the coalition Government."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২২। সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের বক্তব্য পেশের জন্য ভুট্টোর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল প্রেরণ	দৈনিক ইত্তেফাক	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের বক্তব্য পেশের জন্য ভুট্টোর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল প্রেরণ

রাওয়ালপিণ্ডি, ৮ই ডিসেম্বর (এপিপি)। -পাক-ভারত যুদ্ধের ব্যাপারে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের বক্তব্য পেশ করার উদ্দেশ্যে ৭ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে পাকিস্তানের ভাবী সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও জনাব জে, এ ভুট্টো আজ সকালে নিউইয়র্ক যাত্রা করিয়াছেন।

প্রতিনিধিদলের সহকারী সদস্যগণ হইতেছেনঃ রাবাতে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব এ, এইচ, বি তাইয়েবজী। বেলগ্রেডে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব আই, এ আখুন্দ, জেনেভায় নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত এবং তথায় জাতিসংঘ পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব নিয়াজ আহমদ নায়েক এবং ওয়াশিংটনে পাকিস্তানী দূতাবাসের মিনিস্টার জনাব আকরম জাকি।

বেসরকারী সদস্যগণ হইতেছেনঃ পুর্ব পাকিস্তানের নবনির্বাচিত এম, এন, এ জনাব মুজিবুর রহমান (কাইয়ুম গ্রুপ), নবনির্বাচিত এম, এন, এ জনাব মুজাফফর উদ্দীন আহমদ (পিপিপি) এবং জনাব রফি রাজা (পিপিপি)।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২২। জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধির চিঠি	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতি: বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

LETTER FROM THE PERMANENT REPRESENTATIVE OF PAKISTAN' TO THE U.N., TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE U.N. A/8567 S/10440, DECEMBER 9, 1971

Under instructions of my Government, I have the honor to state that even though resolution 2790 (XXVI) adopted by the Assembly on 7th December. 1971, fails to take note of Indian aggression against Pakistan (which has been admitted by India), the Government of Pakistan has decided to accept the call for an immediate cease-fire and withdrawal of troops contained in that resolution. Inasmuch as the resolution provides for an immediate withdrawal of the troops of each party to its own side of the border, and thus to stop bloodshed, Pakistan is willing to overlook its inadequacies at this time. The Government of Pakistan attaches due importance to the fifth and sixth preambular paragraphs of the resolution, which, besides reaffirming the provisions of the Charter, in particular of Article 2, paragraph 4, recall paragraph 4, 5 and 6 of the Declaration on the Strengthening of International Security which read:

THE GENERAL ASSEMBLY,

4 SOLEMNLY REAFFIRMS that States must fully respect the sovereignty of other States and the right of peoples to determine their own destinies, free of external intervention, coercion or constraint, especially involving the threat or use of force, overt or covert, and refrain from any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of any other State or country;

5. SOLEMNLY REAFFIRMS that every State has the duty to refrain from the threat or, use of force against the territorial integrity and political independence of any other State, and that the territory of a State shall not be the object of military occupation resulting from the use of force in contravention of the provisions of the Charter, that the territory of a State shall not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use of force, that no territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognized as legal and that every State has the duty to refrain from organizing instigating, assisting or participating in acts of civil strife or terrorist acts in another State; "

6. URGES Member States to make full use and seek improved implementation of the means and methods provided for in the Charter for the exclusively peaceful settlement of any dispute or any situation, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security including negotiation, inquiry mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resort to regional agencies or arrangements, good offices including those of the Secretary-General, or other peaceful means of their

own choice, it being understood that the Security Council in dealing with such disputes or situations should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.

It is the hope of the Government of Pakistan that strengthened by a pronouncement unmistakably supported by the overwhelming majority of its membership, the United Nations will now decide upon concrete and binding measures to secure and maintain the cessation of hostilities with immediate effect, the withdrawal of all armed personnel and the stationing of United Nations observers on both sides of the border to supervise the cease-fire and to oversee the withdrawal of forces.

I shall be grateful if this letter is immediately circulated as a document of both the General Assembly and the Security Council.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৪। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সংঘবদ্ধভাবে ভারতীয় হামলা মোকাবিলার আহ্বান	দৈনিক ইত্তেফাক	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সংঘবদ্ধভাবে ভারতীয় হামলা মোকাবিলার আহ্বান

পাকিস্তানের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরল আমীন গত বৃহস্পতিবার রাত্রে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ভাষণে সংঘবদ্ধভাবে জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষা ও ভারতীয় মোকাবিলায় আগাইয়া আসার জন্য জনগনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, আসুন আমরা সম্মুখপানে অগ্রসর হই এবং সেনাবাহিনীর সহিত কাধেঁ কাধঁ মিলাইয়া কাজ করি। জনাব নূরুল আমীন বলেন, ভারত পাকিসত্মানকে ধবংস করার চেষ্টা চালাইতেছে। ভারতীয়দের হামলায় পূর্ব পাকিস্তানীরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা আমাদের নিরীহ জনগনের উপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করিতেছে।

বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পাকিস্তানের আজাদী সংগ্রামে কায়েদে আজমের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির এই আজাদীকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া আসিতে হইবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৫। পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের জাতিসংঘ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে	দৈনিক ইত্তেফাক	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের জাতিসংঘ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে

জাতিসংঘ,(নিউইয়র্ক),১০ই ডিসেম্বর(এপিপি)।-পাকিস্তান সাধারণ পরিষদের আশু যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া গতকাল এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে উল্লেখ করা হয়। এপিপির বিশেষ সংবাদদাতা চৌধুরী ইফতেখারের তারবার্তায় এ কথা জানা গিয়াছে। জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব আগা শাহী গতকাল বিকালে সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সরকার কর্তৃক এই প্রস্তাব গ্রহণের কথা তাঁহাকে অবহিত করেন। গত মঙ্গলবার সাধারণ পরিষদে অবিলম্বে পাক-ভারত যুদ্ধবিরতি এবং সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাবটি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৬। ইউনেস্কোর নিকট পাকিস্তানের তারঃ গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক স্থানসমূহ রক্ষার আবেদন	দৈনিক ইত্তেফাক	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ইউনেস্কোর নিকট পাকিস্তানের তার
গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক স্থানসমূহ
রক্ষার আবেদন

ইসলামাবাদ, ৯ই ডিসেম্বর (এপিপি)।-পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব সুলতান মোহাম্মদ খান ইউনেস্কোর ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর জেনারেলের নিকট প্রেরিত এক তারবার্তায় বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর ভারতীয় বিমান ও গোলন্দাজ বাহিনীর বেপরোয়া বোমা এবং গোলাবর্ষণের ফলে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির যে ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আজ প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দফতর প্রেরিত তারবার্তায় তিনি বলেনঃ বিগত ১৯৫৪ সালে হেগ শহরে সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় সাংস্কৃতিক স্থানসমূহ রক্ষার জন্য যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে সে সম্পর্কেত গত ৭ই ডিসেম্বর তারবার্তার জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পাকিস্তান সরকার আপনার মতই এই সকল সাংস্কৃতিক স্থান রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন। আমরা হেগ সম্মেলনের নীতি মানিয়া চলার জন্য ইতিপূর্বেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বন করিয়াছি।

এই ব্যাপারে একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। ভারতীয় বিমান বাহিনীর বেপরোয়া বোমা বর্ষণ এবং গোলন্দাজ বাহিনীর গোলা নিক্ষেপের ফলে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক স্থানসমূহ এক বিরাট ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে। পাকিস্তানের এই সম্পত্তি ধ্বংস করা হইতে বিরত থাকার জন্য ভারতীয় কতৃপক্ষকে আহ্বান জানাইলে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিব।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৭। যুক্ত বাহিনীর কাছে পাক সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল এবং আত্মসমর্পণের ঘটনাবলীর ওপর একটি প্রবন্ধ	উইটনেস টু সারেন্ডারঃ সিদ্দিক সালিক	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

TEXT OF INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLADESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLADESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all paramilitary forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been singed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with the dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and paramilitary forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

JAGJIT SINGH AUROR
Lieutenant-General
Zone B and Commander
Eastern Command
16 December 1971

AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Martial Law Administrator
Indian and Bangladesh Forces in
the Eastern Theatre
(Pakistan)
16 December 1971

SURRENDER

Major-General Rahim, who sustained minor injuries while fleeing from Chandpur, was convalescing at General Farman's residence after initial medical treatment. He lay in a secluded part of the house. Farman was with him. It was 12 December, the ninth day of all-out war. Their minds naturally turned to the most crucial subject of the day: Is Dacca defensible? They had a frank exchange of opinion. Rahim was convinced that cease-fire alone was the answer. Farman was surprised to hear this suggestion from

Rahim, who had always advocated a prolonged and decisive war against India. He said with a tinge of irony. 'Bus daney nioock gaey-itni jaldi'(Have you lost your nerve-so soon!) Rahim insisted that it was already too late.

During the discussion, Lieutenant- General Niazi and Major- General Jamshed entered the room to see the 'wounded General'. Rahim repeated the suggestion to Niazi, who showed no reaction. Till then the exceptation of foreign help had not finally been extinguished. Avoiding the subject, Farman slipped into the adjoining room.

After spending some time with Rahim, General Niazi walked into Farman's room and said. Then send the signal to Rawalpindi. It appeared that he had accepted General Rahim's advice, as he had always done in peace-time. General Niazi wanted Government House to send the cease go from Headquarters, Eastern Command but General Niazi insisted, ' No, it makes little difference whether the signal goes from here or from there. I have, in fact, some important work elsewhere, you send it from here. Before Farman could Say 'no' again ,Chief Secretary Muzaffar Husain Entered the room and, overhearing the conversation, said Niazi, You are right. The signal can be sent from here. 'That resolved the ,said to Niazi, you,'You are right. The signal can be sent from here. ' That resolved the conflict.

What General Farman opposed was not the cease-fire proposal itself, but the authority to sponsor it. His earlier signal on the same subject had been rejected by Rawalpindi-once bitten, twice shy. General Niazi disappeared to attend to his 'urgent work' while Muzaffar Husain drafted the Historic note. It was seen by Farman and submitted to the Governor who approved the idea and sent it to the President the same evening (12 December). The note urged Yadya Khan to the everything possibleto save innocent lives'.

Next day the Governor and his principal aides waited for orders from Rawalpindi, but the president seemed too busy too busy to take a decision. The following day (14 December) for which a high level meeting was fixed, three Indian MIGs attacked Government House at 11-15.a.m.and ripped the missive roof of the main hall. The Governor rushed to the air-raid shelter and scribbled out his resignation. Almost all the inmates of this seat of power survived the raid, except for some fishes in a decorative glass case. They restlessly tossed on the hot rubble and berated their last.

The Governor, his cabinet and West Pakistani civil servants moved, on 14 December to the Hotel Intercontinental which had been converted into a 'Neutral Zone' by the international Red Cross. The West Pakistani V.I.P.s included the Chief Secretary, the inspector-General of Police, the Commissioner, Dacca Division, Provincial Secretaries and a few others. They 'dissociated' themselves in writing from the Government of Pakistan in order to the gain admittance to neutral Zone, because anybody belonging to a belligerent state was not entitled to Red Cross protection.

14 December was the last day of the East Pakistan Government. The debris of the Government and Government House were scattered. The enemy had only to neutralize

General Niazi and his disorganized forces to complete the Caesarian birth of Bangladesh. By now General Niazi, too, had lost all hope of foreign help. He slumped back into his earlier mood of despondency and hardly came out of his fortified cabin. He rode the chariot of time without controlling its speed or direction.

He therefore conveyed the factual position to the President (who was also Commander-in-Chief) and keenly waited for instructions. In my presence he rang up General Hamid at night (13/14 December) and said, 'Sir, I have sent certain proposals to the President. Could you kindly see that some action is taken on them soon.'

The President of Pakistan and Chief Martial Law Administrator found time from his multifarious engagements and ordered the Governor and General Niazi on the following day to take all necessary measures to stop the fighting and preserve lives.' His unclassified signal to General Niazi said:

Governor's flash message to me refers. You have fought a heroic battle against overwhelming odds. The nation is proud of you and the world full of admiration. I have done all that is humanly possible to find an acceptable solution to the problem. You have now reached a stage where further resistance is no longer humanly possible nor will it serve any useful purpose. It will only lead to further loss of lives and destruction. You should now take all necessary measures to stop the fighting and preserve the lives of armed forces personnel, all those from West Pakistan, and all loyal elements. Meanwhile I have moved U.N. to urge India to stop hostilities in East Pakistan forthwith and to guarantee the safety of armed forces and all other people who may be the likely target of miscreants.

This important telegram originated from Rawalpindi at 1330 hours on 14 December and arrived in Dacca at 1530 hours (East Pakistan Standard Time).

What did the Presidential telegram signify? Did it mean `surrender orders' for General Niazi, or could he continue fighting if he so desired? I leave it to the reader to construe the above telegram for himself and draw his own conclusion.

General Niazi, the same evening, decided to initiate the necessary steps to obtain a cease-fire. As an intermediary, he first thought of Soviet and Chinese diplomats but finally chose Mr. Spivack, the U. S. Consul-General in Dacca. General Niazi asked Major-General Farman Ali to accompany him to Mr. Spivack because he, as Adviser to the Governor had been dealing with foreign diplomats. When they reached Mr. Spivack's office Farman waited in the ante-room while Niazi went in. Farman could overhear General Niazi's loud unsubtle overtures to win Spivack's sympathies. When he thought that the `friendship' had been established, he asked the American Consul to negotiate cease-fire terms with the Indians for him. Mr. Spivack, spurning all sentimentality, said in a matter of fact fashion, `I cannot negotiate a cease fire on your behalf. I can only send a message if you like'.

General Farman was called in to draft the message to the Indian Chief of Staff (Army), General Sam Manekshaw. He dictated a full-page note calling for an immediate cease-fire, provided the following were guaranteed: the safety of Pakistan Armed Forces

and of paramilitary forces; the protection of the loyal civilian population against reprisals by Mukti Bahini, and the safety and medical care of the sick and wounded.

As soon as the draft was finalized, Mr. Spivack said, It will be transmitted in twenty minutes; General Niazi and Farman returned to Eastern Command leaving Captain Niazi, the aide-de-camp to wait for the reply. He sat there till 10 p. m. but nothing happened. He was asked to check later, before going to bed. No reply was received during the night.

In fact, Mr. Spivack did not transmit the message to General (later Field-Marshal) Manekshaw. He sent it to Washington, where the U. S. Government tried to consult Yahya Khan before taking any action. But Yahya Khan was not available. He was drowning his sorrows somewhere. I learnt later that he had lost interest in the war as early as 3 December and never came to his office. His military secretary usually carried to him a map marked with the latest war situation. He, at times, looked at it and once commented; `What can I do for East Pakistan?'

Manekshaw replied to the note on 15 December saying that the cease fire would be acceptable and the safety of the personnel mentioned in the note would be guaranteed provided the Pakistan Army surrenders to my advancing troops'. He also gave the radio frequency on which Calcutta, the seat of Indian Eastern Command, could be contacted for co-ordination of details.

Manekshaw's message was sent to Rawalpindi. The Chief of Staff of the Pakistan Army replied by the evening of 15 December saying, inter alia. Suggest you accept the cease-fire on these terms as they meet your requirements. However, it will be a local arrangement between two commanders. If it conflicts with the solution being sought at the United Nations, it will be held null and void.'

The temporary cease-fire was agreed from 5 p.m. on 15 December till 9 a, m. the following day. It was later extended on 3 p. m. 16 December to allow more time to finalize cease fire arrangements. While General Hamid suggested to Niazi that he accept the cease-fire terms, the latter took it as `approval' and asked his Chief of Staff, Brigadier Baqar, to issue the necessary orders to the formations. A full-page signal commended the `heroic fight' by the troops and asked the local commanders to contact their Indian counter-parts to arrange the cease fire. It did not say `surrender' except in the following sentence, `Unfortunately, it also involves the laying down of arms.'

It was already midnight (15/16 December) when the signal was sent, out. About the same time, Lieutenant-Colonel Liaquat Bokhari, Officer Commanding, 4 Aviation Squadron, was summoned for his last briefing. He was told to fly out eight West Pakistani nurses and twenty-eight families, the same night, to Akyab (Burma) across the Chittagong Hill Tracts. Lieutenant Colonel Liaquat received the orders with his usual calm, so often seen during the war. His helicopters, throughout the twelve days of all-out war, were the only means available to Eastern Command for the transport of men, ammunition and weapons to the worst hit areas. Their odyssey of valour is so inspiring that it cannot be summed up here.

Two helicopters left in the small hours of 16 December while the third flew in broad daylight. They carried Major-General Rahim Khan and a few others, but the nurses were left behind because they 'could not be collected in time' from their hostel. All the helicopters landed safely in Burma and the passengers eventually reached Karachi.

Back in Dacca, the fateful hour drew closer. When the enemy advancing from the Tangail side came near Tongi, he was received by our tank fire. Presuming that the Tongi-Dacca road was well defended, the Indians side-stepped to a neglected route towards Manikganj from where Colonel Fazle Hamid had retreated in 'haste as he had from Khulna on 6 December. The absence of Fazle Hamid's troops allowed the enemy free access to Dacca city from the north-west.

Brigadier Bashir, who was responsible for the defense of the Provincial Capital (excluding the cantonment), learnt on the evening of 15 December that the Manikganj Dacca road was totally unprotected. He spent first half of the night in gathering scattered elements of E. P. C. A. F., about a company strength, and pushed them under Major Salamat to Mirpur bridge, just outside the city. The commando troops of the Indian Army. Who were told by the Mukti Bahini that the bridge was unguarded, drove to the city in the small hours of 16 December. By then Major Salamat's boys were in position and they blindly fired towards the approaching column. They claimed to have killed a few enemy troops and captured two Indian jeeps.

Major-General Nagra of 101 Communication Zone, who was following the advance commando troops, held back on the far side of the bridge and wrote a chit to Lieutenant General Amir Abdullah Khan Niazi It said: Dear Abdullah, I am at Mirpur Bridge. Send your representative.'

Major-General Jamshed, Major-General Farman and Rear-Admiral Shariff were with General Niazi when he received the note at about 9 a.m. Farman, who still stuck to the message for 'cease-fire negotiations', said is he (Nagra) the negotiating team?' General Niazi did not comment. The obvious question was whether he was to be received or resisted. He was already on the threshold of Dacca.

Major-General Farman asked General Niazi, 'Have you any reserves? Niazi again said nothing. Rear-Admiral Shariff, translating it in Punjabi, said; 'Kuj Palley hai'? (Have you anything in the kitty?) Niazi looked to Jamshed, the defender of Dacca, who shook his head sideways to signify 'nothing'. If that is the case, then go and do what he (Nagra) asks,' Farman and Shariff said almost simultaneously.

General Niazi sent Major-General Jamshed to receive Nagra. He asked our troops at Mirpur Bridge to respect the cease-fire and allow Nagra a peaceful passage. The Indian General entered Dacca with a handful of soldiers and a lot of pride. That was the virtual fall of Dacca. It fell quietly like a heart patient. Neither were its limbs chopped nor its body hacked. It just ceased to exist as an independent city. Stories about the fall of Singapore, Paris or Berlin were not repeated here.

Meanwhile, Tactical Headquarters of Eastern Command was wound up. All operational maps were removed. The main head-quarters were dusted to receive the

Indians because, as Brigadier Baqar said, ‘It is better furnished.' The adjoining officers' mess was warned in advance to prepare additional food for the 'guests'. Baqar was very good at administration.

Slightly after midday, Brigadier Baqar went to the airport to receive his Indian counterpart, Major-General Jacob. Meanwhile Niazi entertained Nagra with his jokes. I apologize for not recording them here but none of them is printable!

Major-General Jacob brought the 'surrender deed' which General Niazi and his Chief of Staff preferred to call the 'draft cease-fire agreement'; Jacob handed over the papers to Baqar, who placed them before' Major-General Farman. General Farman objected to the clause pertaining to the 'Joint Command of India and Bangladesh.' Jacob said, 'But this is how it has come from Delhi.' Colonel Khera of Indian military intelligence,' who was standing on the side added, ‘Oh, which is an internal matter between India and Bangladesh. You are surrendering to the Indian Army only.' The document was passed on to Niazi who glanced through it without any comment and pushed it back, across the table, to Farman. Farman said, ‘It is for the Commander to accept or reject it.' Niazi said nothing. This was taken to imply his acceptance.

In the early afternoon, General Niazi drove to Dacca airport to receive LieutenantGeneral Jagjit Singh Aurora, Commander of Indian Eastern Command. He arrived with his wife by helicopter. A sizeable crowd of Bengalis rushed forward to garland their liberator' and his wife. Niazi gave him a military salute and shook hands. It was a touching sight. The victor and the vanquished stood in full view of the Bengalis, who made no secret of their extreme sentiments of love and hatred for Aurora and Niazi respectively.

Amidst shouts and slogans, they drove to Ramna Race Course (Suhrawardy Ground) where the stage was set for the surrender ceremony. The vast ground' bubbled with emotional Bengali crowds. They were all keen to witness the public humiliation of a West Pakistani General. The occasion was also to formalize the birth of Bangladesh.

A small contingent of the Pakistan Army was arrived to present a guard of honor to the victor while a detachment of Indian soldiers guarded the vanquished. The surrender deed was signed by Lieutenant-General Aurora and Lieutenant-General Niazi in full view of nearly one million Bengalis and scores of foreign media men. Then they both stood up. General Niazi took out his revolver and handed it over to Aurora to mark the capitulation of Dacca. With that, he handed over East Pakistan.

The Dacca garrison was allowed to retain their personal weapons for self-protection against the Mukti Bahini till Indian troops were available, in sufficient numbers, to take over control. The garrison Surrendered formally on 19 December at 11 a.m. at the golf course in the cantonment. The troops, outside Dacca laid down their arms between 16 and 22 December on suitable dates arranged by the local commanders.

All India Radio had started broadcasting the news of impending surrender as early as 14 December. It panicked the non-Bengali population in Dacca and elsewhere. Most of them left their homes and moved to the cantonments to share the fate of Pakistani

soldiers. Thousands of them were overtaken by the Mukti Bahini and put to death. I heard hair-raising stories of these atrocities. They were enough to chill the blood and are far too numerous to be catalogued here.

The Indians had no time to protect these innocent lives. They were busy removing the plunder of their victory to India. Large convoys of trains and trucks moved military hardware, foodstuffs, industrial produce and household goods, including refrigerators, carpets and television sets. The blood of Bangladesh was sucked so thoroughly that only a skeleton remained to greet the dawn of `independence' One year later; this realization dawned on the Bengalis as well.

When the Indians had transferred what they could of Bangladesh's wealth to their own territory, they started transferring Pakistani prisoners of war to Indian P. O. W. camps. The process continued till the end of January 1972. The V. I. Ps, including Lieutenant-General Niazi, Major-General Farman, Rear-Admiral Shariff and Air Commodore Inam-ul-Haq were, however, flown to Calcutta on 20 December. I accompanied them....

Soon after our arrival at Fort William, Calcutta, I took the opportunity of discussing the war, in retrospect, with General Niazi, before he had the time, or the need to reconstruct his war account for the enquiry commission in Pakistan. He talked frankly and bitterly. He showed no regrets or qualms of conscience. He refused to accept responsibility for the dismemberment of Pakistan and squarely blamed General Yahya Khan for it. Here are a few extracts from our conversation: Did you' ever tell Yahya Khan or Hamid that the resources given to you were not adequate to fulfill the allotted mission,' I asked. `Are they civilians? Don't they know whether three infantry divisions are enough to defend East Pakistan against internal as well as external dangers? 'Whatever the case, your inability to defend Dacca will remain a red mark against you as a theatre commander. Even if fortress defense was the only concept feasible under the circumstances, you' did not develop Dacca as a fortress. It had no troops.' Rawalpindi is to blame. They promised me eight infantry battalions in mid-November but sent me only five. The remaining three had yet to arrive when the West Pakistan front was opened without any prior notice to me. I wanted to keep the remaining three battalions in' Dacca.' 'But when you knew on 3 December that nothing more could come from West Pakistan, why didn't you create reserves from your own resources?' 'Because all sectors had come under pressure simultaneously. Troops everywhere were committed. Nothing could be spared.' 'With what little you had in Dacca you could have prolonged the war for a few days more,' I suggested. 'What for?' he replied. 'That would have resulted in further death and destruction. Dacca drains would have choked. Corpses' would have piled up in the streets. Civic facilities would have, collapsed plague and other diseases would have spread. Yet the end would have been the same. I will take 90,000 prisoners of war to West Pakistan rather than face 90,000 widows and half a million orphans there. The sacrifice was not worth it.' 'The end would have been the same. But the history of the Pakistan Army would have been different. It would have written an inspiring chapter in the annals of military operations'. General Niazi did not reply.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৮। আত্মসমর্পণ ঢাকায় পাক সামরিক শক্তির একটি তালিকা	'পাকিসস্তান'স ক্রাইসিস ইন লিডারশিপ' ফজল মুকিম খান	ডিসেম্বর, ১৯৭১

TROOPS IN DACCA AT THE TIME OF SURRENDER

1. Headquarters

a. Headquarters Eastern Command

b. Rear Headquarters 14 Division

c. Headquarters 36 (ad hoc) Division originally EP CAF

d. Headquarters East Pakistan Logistic Area.

e. Station Headquarters.

f. Headquarters of Flag Officer Commanding, East Pakistan

g. Headquarters of Air Officer Commanding, East Pakistan

h. West Pakistan Police Headquarters.

j. Headquarters Director General, Razakars.

2. Troops-Regular and Para

Armoured Corps (ad hoc tanks troop)	50
Artillery (6 LAA Regiment, HQ Arty. reinforcements	700
Engineers (Rear parties of various units. HQ Engrs)	500
Signals (3 Battalions and various static units)	2000
Infantry (Remnants of 93 Brigade who reached Dacca on 13	4500
Services (Ordnance and Supply installation, workshops	1000
Navy	500
PAF	500
EP CAF	4000
Mujahids	1500
Razakars	7000
West Pakistan Police	2500
Industrial Security Force	1500
	Total :26,250

3. The above excludes sick and wounded and hospital staff.

4. Weapons.

Tanks	3
Anti Aircraft guns	49

Heavy Mortars	4
6 Pounder Guns	4
3-inch Mortars	20
Recoilless rifles	25
Rocket Launchers, 2 inch. Mortars and machine guns	Sufficient numbers
Small arms	Sufficient Numbers
River Boats	10

(The figures given in this appendix are based on the information provided by a staff officer who escaped from Dacca after surrender.)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৯। স্বাধিনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের সৈন্যক্ষয়ের একটি হিসাব	পাকিস্তান ক্রাইসিস ইন লিডারশিপ' ফজল মুকিম খান	ডিসেম্বর, ১৯৭১

SUMMARY OF CASUALTIES

West Pakistan-(3 to 17 December, 1971)

	Offrs	JCOs	OR	Total
Killed in Action (Shaheed)	62	52	1291	1405
Wounded	133	123	2822	3078
Missing	4	2	120	126
Missing believed killed	-	5	129	134
Missing believed POW's	3	7	205	215
Total	202	189	4567	4958

East Pakistan-(March 1971 to December 1971)

	Offrs	JCOs	OR	Total
Killed in Action (Shaheed)	90	41	1162	1293
Wounded	132	80	2327	2539
Missing	9	1	25	35
Missing believed killed	3	7	330	340
Missing believed POW's before	14	1	3	18
Total	248	130	3847	4225

2. **The ratio of officers/JCO casualties to OR:**

West Pakistan	1	:	12
East Pakistan	1	:	10

The ratio of Officer / JCO killed (Shaheed) in action to OR :

West Pakistan	1	:	11
East Pakistan	1	:	9

The ratio of Offr /JCO wounded to OR:

West Pakistan	1	:	17
East Pakistan	1	:	11

3. The officer casualty figures include one General killed (Shaheed) and two wounded, and ten Lieutenant Colonels killed (Shaheed) and eleven wounded. The officer-jawan casualty ratio is as expected because they always fight shoulder to shoulder.

4. There may be more casualties in East Pakistan as some casualties may not have been reported during the last days of the war.

5. Indian casualties in the meantime are estimated to be 30,000 killed and wounded.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩০। জাতির উদ্দেশে জেনারেল ইয়াহিয়ার অপ্রচারিত ভাষণ	দি এণ্ড, এ্যান্ড দি বেগিনিং হার্বার্ড ফিল্ডম্যান	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

GENERAL YAHYA KHAN'S UNDELIVERED ADDRESS TO THE NATION

December 1971

Rawalpindi, 17 December, 1971

The following is the text of President General Agha Mohammad Yahya Khan's statement issued here today:

As you may recall, in my address to the nation of 12th October, I had apprised you of the details of my plan of transfer of power and had stated that the new Constitution will be published by the 20th of December. In spite of treacherous aggression by India which she had hoped would completely disrupt my plan and despite certain serious set-backs that we have suffered, I am determined to keep to my programme of transfer of power. For its implementation I have already invited the leaders of the major parties representing both wings to form a coalition Government. The Government of the elected representative of the people will assume the responsibility to guide the nation through this hour of crisis. The Constitution which I will briefly outline now will be released shortly, and will provide the framework for the representative Government to discharge its responsibilities to the people.

It is a matter of some sorrow for me that the process which I had initiated for the Constitution to be prepared by the elected representatives of the people was upset for reasons which are known. This unfortunate development has not deterred me in my resolve not to delay the transfer of power and it is this compulsion which has prompted me to present the Constitution to the people of Pakistan. At the same time, I have no wish to impose a Constitution. The Constitution, therefore, provides for the association and the participation of the elected representatives of the people through an easy amendment procedure in the first 90 days involving a simple majority and a consensus of 25 per cent of the representatives from the federating units.

I have been in constant touch with political leaders in the country and have taken into account numerous concrete suggestions which emanated from various sources. The object was that the Constitution should reflect the consensus and should meet the expectations of the people and the needs of the country.

I find that in the public debate on the subject general consensus exists on the following four broad elements which the Constitution reflects:

1. It should preserve and promote the ideology of the Islamic Republic of Pakistan.
2. The country needs a federal parliamentary system of Government enshrining fundamental rights of the people.

3. There should be maximum provincial autonomy within the concept of one country.
4. It should be an effective instrument for translating the new expectations of the people in the social and economic fields into a concrete reality.

The Constitution provides a parliamentary form of representative Government both at the Centre and in the Provinces. The President will appoint as Prime Minister a person who can command majority support in the National Assembly. The other Ministers will be members of the National Assembly, although a person who is not a member may be a Minister for a maximum period of six months. All will be responsible, as a Cabinet, to the National Assembly. The Prime Minister may be removed on only one ground, namely, that he has ceased to command the confidence of a majority in the National Assembly.

The Prime Minister will be assisted by a Vice-Prime Minister, who should belong to the other wing from that to which the Prime Minister belongs. The President is required to act in accordance with the advice of his Council of Ministers, except where such advice involves violation of his oath of office or interferes with the organisation of the defense forces of the country or their maintenance in a high state of efficiency.

The fundamental rights in this Constitution go beyond the provisions contained in previous constitutions. The directive principles of state policy have been reworded and strengthened in many respects. The state is to give special attention to improvement of the living and working conditions of the worker and the peasants.

Another major departure from earlier constitutions is the provision of a Vice-president. It has been provided that the Vice-President should belong to the other wing from that to which the President belongs and that his headquarters should be at Dacca. His principal function will be to be the Chairman of the Senate and this new House of Parliament forms the next major departure from the previous constitutions. A second House is a necessary feature of a federal state, and it has been missing from our constitutions for too long. Ordinarily, the function of a second House is to provide equal representation to the units constituting the federation and the Constitution provides that each of the Provinces shall have elected representatives in the Senate. In addition, to secure representation from among persons eminent in public and professional life, I have provided for nomination of fifteen such persons, of whom ten shall be from East Pakistan and the remaining five from the West Wing. The Vice-President of Pakistan, besides being the Chairman of the Senate, may have other functions conferred upon him by law and other duties may also be assigned to him by the President. The president and the Vice-President are to be elected normally by an electoral college composed of the senate, the National Assembly and all the Provincial Assemblies by the method of the alternative vote.

The Parliament of Pakistan will thus consist of two House, but the principal law-making body will be the National Assembly. The Senate has not been provided with a veto on legislation by the National Assembly, but may, nevertheless, propose

amendments to any bill passed by the National Assembly which shall be transmitted to the latter Assembly through the President, who will have his ordinary powers of making suggestions for amendments himself. Thereafter, the power of putting the law into final shape is placed in the hands of the National Assembly. There will be joint sittings of the Houses for legislative purposes only when the Senate has disagreed with the National Assembly regarding amendment of the Constitution. In that case, there will be a joint sitting and besides a majority of two-thirds of the total membership of the two Houses of Parliament, there will be required a consensus of not less than twenty-five per cent of the total number of representatives from the constituent units to pass such an amendment. Among other occasions on which the two Houses will sit together will be when there is a motion for impeachment of the President or the Vice-President.

As I have spoken of the amendment of the Constitution, I may mention here that for the protection of the large measure of autonomy, which the new Constitution has given to the Provinces, it has been provided that any bill to amend certain specified provisions of the Constitution conferring such autonomy, when passed by the National Assembly, shall be forwarded not only to the Senate, but also to the Assembly of each of the provinces for their consideration and recommendations. The views of the Provinces will be placed before the Senate which will thereafter formulate its own proposals for amendment and these will be passed back to the National Assembly by the President. In the event of disagreement between the two Houses of Parliament, there will be a joint sitting for resolution of the matter. A further safeguard for provincial autonomy has been provided by giving power to the President to withhold his assent if in his opinion any objection raised by a Provincial Assembly has not been substantially met.

Before I mention the matters in which provincial autonomy has been extended I would like to give a brief survey of the major features in relation to the Provincial Governments. An Assembly for each of the provinces has already been elected. The Constitution provides that each Governor shall have a Council of Ministers and shall act in accordance with the advice which he receives from his Council. The leader of the majority in the Provincial Assembly is to be summoned to form a Ministry, and shall hold office subject to only one condition, namely, that he may be removed if he ceased to command the confidence of the majority in the Provincial Assembly.

Elaborate provisions have been made in that part of the Constitution which deals with relations between the Centre and the Provinces, which have the effect of transferring a large number of subjects from the central field to that provincial field. In relation to a few subjects such as post offices, stock exchanges and futures markets and insurance, where indeed central control is essential, it has been provided in the Constitution, in appreciation of the special position of East Pakistan, which at the request of that Province the Central Government shall transfer its executive functions to the Government of that Province. The powers of the Central Legislature have been expressly confined to matters which are provided for in this particular part of the Constitution. The provisions in the 1962 Constitution empowering the Central Legislature to make laws on provincial subjects under certain contingencies have been withdrawn. These purposes can now be served by the Central Legislature only upon request made by a Province or Provinces. In the financial field, very substantial powers of taxation have been transferred to the

provinces, but with this and with certain other matters such as the treatment of the subject of foreign trade and foreign aid, the making of grants to Provinces, inter-provincial trode. etc., I shall deal separately a little later.

The West Pakistan Dissolution Order 1970 provides that six autonomous bodies in the West Wing shall be managed by the President on behalf of the four Provinces, In the light of their operations during the course of the year it has been found that it should be possible to dissolve three of these corporations and their functions transferred to the four Provinces. These autonomous bodies are-the Agricultural Development Corporation, the Small Industries Corporation, and the Associated Cement Company. The arrangements envisaged in the Dissolution Order will now be restricted to the West Pakistan Railway, West Pakistan Power and Development Authority, and the West Pakistan Industrial Development Corporation with a restricted role confined to such important and basic industries which are of common interest to the four Provinces in the West Wing.

By the Constitution the Centre will assume responsibility for protecting each Province from external aggression and internal disturbance, and for ensuring that its operations are conducted in accordance with the Constitution. For the implementation of this responsibility, two special provisions have been found necessary. One is that whenever the Central Government is satisfied that the Government of a Province cannot be conducted in accordance with the provisions of the Constitution, it may authorise the Governor of the Province to assume to himself all the functions of the Provincial Government. Such a condition will not be permitted to last beyond one year. A provision has also been made for the Central Government to exercise measure of control over a Province when it is afflicted with financial stability. As you are aware such provisions exist in many constitutions.

The subject which has most agitated the minds of the people concerns the relations between the Centre and the Provinces and the extent of provincial power consistent with the integrity and unity of the country. Consequently, it provides the Centre with responsibility in specified fields while all the residuary powers are with the Provinces.

Financial autonomy is an essential element in any scheme of provincial autonomy. Provinces should have command over their financial resources. The present position where the elastic sources of revenue were mostly with the Centre giving little scope to the Provinces to mobilise resource for their development has been radically changed under the new Constitution. The extremists, have, no doubt, advocated that the Centre should have no authority to levy any tax. This position is obviously unacceptable because if financial independence is essential for the Provinces, it is equally essential for the Centre to enable it to discharge its obligations under the Constitution. The new arrangement in the Constitution, therefore, provides for the complete transfer of the following sources of taxation to the Provinces in addition to the existing provincial sources of taxation:

1. Sales Tax.
2 All Excise Duties other than those on petroleum and tobacco manufacture.
3. Estate and Succession Tax.
4. Gift Tax.

Besides the complete transfer of the above mentioned central sources of taxation in favour of the Provinces, the Constitution also provides that the following three taxes will be collected by the Centre for the purposes of convenience but will be passed on in their entirety to the Provinces:-

1. Export Duties.

2. Excise on un-manufactured tobacco.

3. Tax on natural gas and crude mineral oil.

In other words, the Centre will retain only the following sources of taxation:

1. Income, Corporation, and Wealth Tax.

2. Excise duties only on two items, viz, petroleum products and tobacco manufacturers.

3. Custom duties excluding export duties.

In addition to the transfer of these major sources of taxation to the Provinces, the Constitution provides for special grants from the Centre to the less developed Provinces. These grants will be not less than Rs 70 crores a year, of which Rs. 60 crores or the entire amount of custom duties collected in East Pakistan whichever is higher, will be earmarked for East Pakistan. The NWFP and Baluchistan Province will get grants in aid of not less than Rs. 5 crores each.

The large special grant in favor of East Pakistan has been made to assist the development of that Province. The Central Government is on average collecting roughly Rs. 130 crores per annum from East Pakistan through central taxes. The arrangements made in the Constitution will give East Pakistan over Rs. 100 crores out of Rs. 130 crores which are collected from East Pakistan through central taxes. This will mean that East Pakistan's contribution to the central expenditure will be around Rs. 30 crores a year or about 5 per cent of the Centre's Current total expenditure. This is indicative of the extent of the financial support which the Constitution provides to the resources of East Pakistan.

The allocation of these resources to the Provinces is now covered by constitutional provisions. The necessity for the establishment of a finance commission for periodic review will, therefore, not arise.

It has also been provided in the Constitution that Provincial Governments will be able to borrow internally within broad limits laid down by the Centre. This will obviate reference to the Centre every time a loan has to be raised. Fast Pakistan has been given a constitutional guarantee that it will be authorized to raise at least 54 per cent of the total public borrowings in the provinces.

In the field of external aid, which is an adjunct of the country's foreign policy, the Centre's role is restricted to the negotiation of the overall aid for the country. Here again the Province of East Pakistan has been assured the minimum allocation of 54 per cent of the total aid negotiated in any one year. Within such allocations the Provinces will be free to negotiate directly specific projects and programmes.

The foreign exchange earnings of the country provide backing to the currency and, therefore, must be retained as a central responsibility. The Constitution, however, provides a system by which both East and West wings would use their own foreign exchange earnings after meeting the common liabilities.

The Provincial Governments would have powers to frame their own export promotion programmes and would be entitled to frame import policies in line with the availability of foreign exchange to their credit after meeting common needs and foreign aid allocated to them. These arrangements for West Pakistan will obviously be managed on a regional basis. Since, however, foreign trade is an inseparable part of the overall foreign policy, the Central Government would retain powers to legislate and to lay down the framework within which the trade policies have to be implemented by the Provincial Governments. The necessary institutional and administrative changes to implement this constitutional provision would be made by transfer of institutions like the Jute Board to East Pakistan and the setting up of a Trade Board for coordinating trade policies in West Pakistan. In the case of East Pakistan there is also a provision for appointment of trade representatives abroad with the approval of the Central Government.

Inter-wing trade would be guided and regulated by a specially constituted inter-wing trade board. It would be composed of representatives of all Provinces, half of which would be from East Pakistan. The board would examine any questions referred to it on the initiative of the Provinces Thus, the Provinces would be able to ensure that interregional trade is carried on in a fair and mutually advantageous basis.

The currency has obviously remain a central responsibility under the State Bank of Pakistan but for the decentralization of other central banking functions the Constitution provides for the establishment of two regional Reserve Banks, one in each wing. The Provincial Governments will be fully represented on these regional reserve banks which will control commercial and cooperative banks in their respective areas and will manage credit policies within the overall ceiling laid down by the State Bank of Pakistan.

In the field of planning, there will be decentralization permitting Provinces to prepare their own development plans on the basis of external and internal resources on which they will have full control. The Centre will consolidate provincial plans for the preparation of a national plan for any period specified by it. The decentralization in planning will involve the disbandment of the Central Development Working Party for the provinces and of the Executive Committee of the National Economic Council as well as the National Economic Council. The Provincial Governments will, therefore, have full authority to formulate and approve their plans without any moneytary limits.

As regards the system of election, I might say that all the Assemblies are to be those which have been elected by adult franchise under the Legal Framework Order, and the same system of election is to continue under the Constitution. The Senate however will be elected by the provincial Assemblies by the method of the single transferable vote, thus ensuring a wider representation than could be achieved by the single vote under the party system.

I may mention too in relation to elections that provisions have been made in the Constitution to discourage multiplicity of political parties or their growth on narrow regional basis. I consider this reform necessary for the healthy growth of the parliamentary system and for the encouragement and growth of national outlook. These provisions would naturally apply to these elections.

The Islamic institutions which existed under previous constitution are being maintained and it is also provided that branches of the Islamic Research Institution may be established in each province if requested by the Provincial Government. In the principles of policy, at many places, the Islamic provisions have been strengthened.

At the end, I may mention that the Constitution provides that the Republic shall have two capitals at Islamabad and Dacca. The description 'Second Capital' in respect of Dacca has been abolished, and it has been provided that an adequate establishment shall be maintained at each capital for the discharge of the functions of the Central Government. The principal seat of parliament will be located at Dacca.

These are the main features of the Constitution, and its printed copies will be available on the 20th. I have attempted to synthesize the demands for maximum provincial autonomy with the imperatives of national unity. I have given fullest weight to the desire for decentralization of functions and have accommodated this genuine desire up to the point beyond which I feared that the system would become unworkable. Decentralization is required and has been provided but it obviously cannot be carried beyond a point which would become the starting point of disintegration I feel that this Constitution is a bold measure in advance of almost any other constitution. But then our problems are unique and we have to find unique and bold solutions for the problems which this country faces. I earnestly hope and pray that this Constitution will help remove mistrust and bitterness which led us to the brink of a precipice and will herald a new era strengthening the unifying forces currently lying dormant in the national life.

Pakistan paindabad

পরিশিষ্ঠ
সরকারী প্রচারণা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩১। একাত্তুরের মার্চ মাসের ঘটনাবলী সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের ভাষ্য	প্রচার পুস্তিকাঃ পাকিস্তান দূতাবাস, ওয়াশিংটন	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

FEDERAL INTERVENTION IN PAKISTAN: CHRONOLOGY

INTRODUCTION

On March 25, 1971, in the face of rising disorders-looting, arson and killings by extremist groups-Pakistan's federal army moved swiftly to restore law and order. In the following pages, a chronology provides a review of the events in March which led to this federal counter-action.

In perspective, these events had their origins on December 7, 1970, when 53 million Pakistanis went to the polls to elect a Constituent Assembly. The balloting was secret, based on universal suffrage and founded on the principle of "one man, one vote." The elections were set in motion by President Yahya Khan to make good on his pledge "to restore democratic institutions in the country." This pledge was set out on March 30, 1970, in the Legal Framework Order (LFO), which laid down the ground rules for the election and the machinery for carrying out the balloting.

1,570 candidates contested for the 313 seats to the Constituent Assembly. 25 different political parties in the country's five provinces, plus 319 independents withouts party affiliation, campaigned for seats under the terms of the LFO. All candidates subscribed to the LFO's fundamental principle that the new Constitution would not impair the nation's "independence, territorial integrity and national solidarity" in any manner. With this basic understanding in mind, the people went to the polls.

The election was a brilliant success. Election day took on a festive air. The balloting was free and peaceful. 11 different political parties and 15 independents emerged with seats in the Constituent Assembly. The Pakistan Awami League, headed by Sheikh Mujibur Rahman, won handsomely with 167 seats: next to it the Pakistan People's Party, led by Zulfikar Ali Bhutto, scored impressively with 81 seats.

The Constituent Assembly was scheduled by the President to meet on March 3. In the interim period, various political party leaders, in particular Sheikh Mujib and Mr. Bhutto, conferred with a view to arriving at a reasonable understanding on the question of constitution-making and its many modalities before the Assembly met (for example, the question whether the various clauses of the new Constitution would be passed by a

simple majority or by a larger one, etc.). The mandate of the Assembly under the LFO was to secure a new Constitution within 120 days. By the end of February, however, as negotiations deadlocked, Mr. Bhutto appealed for additional time for joint consultations before the Assembly met to resolve the constitutional making issues.

At this point, the chronology of events in March begins

MARCH 1, 1971

President Yahya Khan announced postponement of the inaugural session of the National Assembly scheduled for March 3 to a later date in order to give more time to political leaders to hold discussions and arrive at a reasonable compromise on the modalities of constitution-making. In a nationwide statement, the President recounted the steps that he had taken to hold elections to the national and provincial assemblies in order to transfer power to the peoples elected representatives-a promise that he made to the nation when he became President on March 25, 1969. He reiterated his determination to keep his promise.

MARCH 2

The President of the Awami League, Mujibur Rahman criticized the postponement of the National Assembly's inaugural session, and called for a general strike in East Pakistan to protest against the postponement. A complete strike was observed in the provincial capitality of Dacca in response to his call. Cases of looting, arson and violence were reported from Dacca and some other places in the province. Shops owned by non-Bengali traders were looted* There was a complete shutdown of transportation, business, and industry and air services in East Pakistan. Mujibur Rahman reiterated that he would launch a mass civil disobedience or non-cooperation movement against the federal government in view of the National Assembly session's postponement. He called for a province-wide general strike on March 3 and announced that he would unfold his action programme in a public meeting on March 7. Steel helmeted riot police patrolled Dacca city as violence erupted in some parts, in the afternoon and later in the evening. Curfew was imposed in Dacca in the night owing to violence and looting by Mujibur Rahman's followers.

MARCH 3

President Yahya Khan today issued personal invitations to 12 elected leaders of all the parliamentary groups in the National Assembly to meet him in Dacca on March 10 for talks for resolving the impasse on constitution making. He said that he expected that the National Assembly would convene soon after the proposed round-table-conference of parliamentary leaders called by him in run on Dacca. Most other political leaders invited to the conference accepted the invitation but Mujibur Rahman, the Awami League chief, rejected President Yahya's invitation to attend the Dacca round-table-conference.

In East Pakistan, a general strike was observed in Dacca and Narayanganj in response to the province-wide strike call given by Mujibur Rahman. Many cases of arson and looting were reported. Commercial establishments owned by non-Bengalis continued to

---

Biharis and others who form a minority of more than 5,000,000 people in East Pakistan

be looted and burned by rioting mobs. The civil administration was prevented from working by Awami League cadres enforcing the strike.

Mujibur Rahman announced that he had called for the launching of a Satyagraha (civil disobedience movement) for the realization of the rights of the people of "Bangladesh" (East Pakistan).

MARCH 4

The general strike was observed in East Pakistan in response to the Awami League's call for non-cooperation with the Government of Pakistan.

Reports from the interior of the province confirmed that widespread violence was taking place.

MARCH 5

The strike continued in East Pakistan. The civil administration remained paralysed. Telecommunication between eastern and western Pakistan remained suspended owing to the Awami League's strike movement. In Dacca city, army units deployed two days earlier to control violence were withdrawn to barracks. Curfew was imposed in the populous towns of Rajshahi and Rangpur after outbreaks of extensive violence and lawlessness. Non-Bengali owned commercial establishments were looted by Bengali mobs. The whole of East Pakistan was cut off from the outside world by Awami League's call to communications employees to stop sending and receiving messages to and from abroad.

MARCH 6

In a broadcast to the nation, President Yahya Khan announced that the first session of the constitution-making National assembly would be held on March 25. He expressed regret over the unreasonable reaction of the Awami League leadership to the postponement of the March 3 session of the National Assembly. He also regretted the fact that the Awami League leader Mujibur Rahman had rejected his invitation for attending the round-table conference of parliamentary leaders called for March 10 in Dacca. The President enumerated the steps that he had taken to bring about the peaceful transfer of power to the people's elected representatives. He, however, stressed that under the Legal Framework Order, in accordance with which the elections had been held, he was pledged to preserving the absolute national integrity of Pakistan.

The strike ordered by Awami League continued in East Pakistan. The administration remained paralyzed, normal banking was interrupted by Awami League's interference. More reports of growing lawlessness, arson, violence are received from the interior. Commercial establishments and private houses are looted. Industrial activity came to a standstill. In Dacca, 325 prisoners from the Dacca Central Jail escaped from the prison by over-powering the guards. Seven prisoners were killed in firing on the escaping prisoners by jail guards. Later, the escaped prisoners marched through the streets of Dacca and the local police were afraid to take action against them.

The Awami Leaguers set up a parallel administration.

MARCH 7

Mujibur Rahman, president of the Awami League, while addressing a public meeting in Racecourse Maiden, Dacca, today announced that he would not attend the rescheduled March 25 session of the National Assembly, unless four conditions set by him were met beforehand:- (a) ending of martial law; (b) sending the army back to barracks; (c) inquiry into cases of killing in army shootings and (d) immediate transfer of power to the people's elected representatives. He also announced further measures for the continuance of his civil disobedience movement. In order to pressure the federal government to accept his demands, Mujibur Rahman asked the people of East Pakistan not to pay taxes to Government; administrative and judicial offices were ordered by the Awami League not to function. Educational institutions were asked to remain closed. Black protest flags were to be flown atop all Government and private buildings. Press reports showed that the civil disobedience movement and consequent shut-down of trade and industry had caused an economic loss running into millions of dollars.

MARCH 8

The civil disobedience movement of the Awami League continued. An announcement by the Martial Law Administration in Dacca said that 172 persons had died and 358 were injured in the six-day disturbances in the province. The announcement said that the casualties due to army action were 23 dead and 26 injured.

Foreign Press reports from East Pakistan said that widespread mob violence, arson, looting and murder had mushroomed in the wake of the Awami League's protest strike call of March 2.

Constitutional experts opined that the Awami League's demand for immediate withdrawal of Martial Law and transfer of power to the people's elected representatives without the framing of the constitution by the National Assembly was unreasonable because it militated against the provisions of the Legal Framework Order promulgated by President Yahya Khan in March 1970 on the basis of which the December polls were held.

MARCH 9

The Awami League-sponsored strike continued all over East Pakistan with Awami League cadres trying to run the parallel administration. Multiplying reports of violence and arson were received from many parts of East Pakistan. The economic situation was deteriorating rapidly. Trade and industry had been crippled. Non-Bengali-speaking persons, terrorized by extremist’s mobs, started leaving East Pakistan. All banking transactions between eastern and western Pakistan were suspended because of the Awami League's general strike.

MARCH 10-14

The Awami League's civil disobedience movement continued. The civil administration remained paralyzed; courts did not function; out of fear, persons owing federal taxes stopped paying them in East Pakistan in response to the Awami League's

call to default such payments. Long queues of terrorized non-Bengali speaking persons were seen at the Dacca airport demanding passages on PIA's overcrowded flights to eastern Pakistan. The telecommunications link between the eastern and four provinces in western Pakistan stopped functioning owing to the Awami League's civil disobedience movement. Emboldened extremists began to loot commercial establishments and traders at many places on an ever widening scale. Foreign nationals and United Nations personnel started an exodus from East Pakistan owing to mushrooming lawlessness. Troops avoided clashes with mobs and remained in their cantonments responding to the federal Government's instructions for utmost restraint. The Awami League's clamps on banking and commercial transactions between the eastern and the four western provinces and absence of inter-wing telecommunications paralyzed trade and industry. More reports of violence against non-Bengalis and spreading lawlessness were received from all over East Pakistan. Prisoners escaped from jails at more places.

MARCH 15-20

President Yahya Khan flew to Dacca on March 15 for talks with Mujibur Rahman in order to persuade him to attend the National Assembly session and end the civil disobedience movement. President Yahya Khan held talks with him in the President's House in Dacca. Later, a team of advisers to the President, including a former Chief Justice of Pakistan (Justice A. R. Cornelius), was designated to conduct talks with a team of negotiators appointed by Mujibur Rahman, continued to insist that his four pre-conditions Mujibur Rahman for attending the National Assembly session should be accepted. He also repeated his demand for full regional autonomy for East Pakistan under his six point programme. After talks with him, President Yahya Khan appointed a high-powered Commission of Inquiry, which included representatives of the Armed Forces, the East Pakistan civil administration and the Awami League to inquire into allegation of army and police shootings. But Mujibur Rahman announced that he was not satisfied with the inquiry commission and that he would not cooperate with it. In the meantime, talks between the President and Mujibur Rahman and their respective teams of advisers continued. More reports of violence and mob action from various parts of East Pakistan were confirmed. Troops remained in barracks and came and came out only when large scale violence erupted. The extremist Student Action Group announced that the "Bengali" and not the Pakistani flag would be flown above schools, colleges, public buildings and stores from next Tuesday. Looting, lawlessness and terrorism continued to spread in many parts of East Pakistan and the civil administration continued to be blocked from functioning by the Awami League.

Trade and industry continued in disarray, the economy continued to suffer heavy losses. President Yahya Khan invited leaders of parliamentary groups from West Pakistan to come to Dacca for consultations with him in the light of his talks with the Awami League leaders and the constitutional formula proposed by the Awami League.

Reports of looting of guns from arms stores and the police armoury were received.

MARCH 21-22

Political leaders from West Pakistan, including Zulfikar Ali Bhutto, chairman of the Pakistan People's Party, assembled in Dacca to have talks with the President. President Yahya Khan had a joint meeting in the President's House with Mujibur Rahman and Z. A. Bhutto.

Sheikh Mujibur Rahman's proposal that the National Assembly should divide into two separate committees, one for East Pakistan and the other for the from Provinces of West Pakistan, was rejected by Mr. Bhutto. Press reports, indicated that a compromise formula was being evolved.

MARCH 23

Although March 23 is Pakistan Day in observance of the anniversary of the adoption of the Pakistan Resolution by the Muslim League leaders of the sub-continent in March, 1940, Sheikh Mujibur Rahman ordered that this day should be obsered as "Resistance Day".

Protest rallies were organized by Awami Leaguers all over East Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman attended a mass rally in Dacca where the green-gold-and-red flag of "Bangla Desh"' was unfurled. He announced that sacrifices still will be made for achieving "Bangladesh". Awami League cadres and their student militants pulled down the Pakistan flag and hoisted "Bangladesh" flags at some foreign consulate in Dacca, including those of Soviet and British missions. Pictures of Quaid-i-Azam Mohammed Ali Jinnah, founder father of Pakistan, were trampled underfoot by Awami League militants para-military extremists with staves and, shot guns, looted from armouries and gun shops, paraded and pledged to achieve "Bangladesh".

MARCH 24

Z. A Bhutto sought direct talks with Sheikh Mujibur Rahm.rn, but the Sheikh did not agree.

A team of Awami League leaders nominated by Sheikh Mujibur Rahman had a final meeting with the President's advisers. The team's chief. Mr. Tajuddin announced at 11 p.m. that no further talks would be held.

More reports of violence and lawlessness were received. Troops fired on a riotous crowd which tried to attack the Ordnance factory near Dacca In the evening meeting between Presidential Advisers and Sheikh Mujibur Rahman's aides, Awami League's attitude hardened. The Constitutional talks appeared to be collapsing owing to the uncompromising attitude of the Awami League.

MARCH 25

The Awami League leaders issued a fresh strike call for March 27. The law and order situation deterion deteriorated. The Awami League, leaders refused to make any concessions. Their insistence is on the issuance of a "proclamation" for the withdrawal of

martial law and immediation of an Awami League government in East Pakistan. In these circumstances the President flew back to Karachi in the evening.

Late in the night, troops went into action against the Awami League extremists. Shortly after midnight Sheikh Mujibur Rahman was arrested at his residence in Dacca.

MARCH 26

President Yahya khan broadcast to the nation in the evening. He gave a resume of the steps that he took in Dacca to bring about a compromise with Sheikh Mujibur Rahman in order to facilitate the transfer of power to the people's elected representatives. He described the Awami League insurgency as an act of treason. The armed forces, he said, have been ordered to do their duty to protect the integrity of Pakistan. Military action was mounted to end the Awami League defiance. All political activity was banned, but the National and Provincial assemblies were not disbanded. The President stressed that his goal continued to be to take steps, as soon as the situation returned to normal, to transfer power to the people's elected representatives.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩২। পূর্ব পাকিস্তান সংকট সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের বক্তব্য	পাকিস্তান সরকারের প্রচার পুস্তিকা	৫ মে, ১৯৭১

THE PRESENT CRISIS IN EAST PAKISTAN

The sovereign State of Pakistan came into being on August 14, 1947, as the culminating expression of the united will of the Muslims of the subcontinent, after decades of relentless struggle.

The Muslims of East Bengal spearheaded the movement for Pakistan as they had suffered most at the hands of Hindu imperialism, over the centuries, as a hinterland producing raw material for the industrial complex of Calcutta. This was their second bid to escape Hindu hegemony; they first broke away from West Bengal a good 42 years before Pakistan was born. Appalled by the plight of Muslim Bengal, the British Viceroy of India, Lord Curzon, set up a separate province of East Bengal in 1905. The partition of Bengal was, however, undone within 6 years by the relentless agitation of the Bengali Hindu who desperately wanted to regain his industrial and agrarian hold on the whole of Bengal.

The root cause of the Indo-Pakistan trouble is that India has never really accepted the fact of Pakistan, even its responsible top ranking leaders like Vallabbhai Patel are on record as desiring the re-unification of Bharat, the "Hindu motherland". In a bid to fulfill this desire, India has spared no effort to undermine Pakistan. She abruptly stopped the flow of canal waters to Pakistan's Parched lands; and she sought to overwhelm her economy by pushing millions of Muslim refugees into Pakistan. She seized Junagadh on the ground that its population was Hindu and Kashmir on the ground that its ruler was Hindu. In 1965, she struck at Pakistan with outright invasion of the Western wing across the international frontier. Now, through subversion of East Pakistan, she again seeks to undermine Pakistan's integrity. India's designs were eloquently articulated the other day by Mr. Subramaniam, Director of the Indian Institute of Defense Studies, in an address to the Institute of International Affairs, when he said: "What India must realize is the fact that the break-up of Pakistan is in our interest, an opportunity the like of which will never come again".

Seizing the opportunity, India not only concentrated 100,000 troops on East Pakistan's frontiers, but also sent armed infiltrators across the border into East Pakistan. The foreign Press has carried the news that secessionists in East Pakistan have been supplied arms, over a long period, from India, and that the Ministers of the so-called "Bangladesh" Government are staying in a government hostel in Calcutta. There is clear and growing evidence that Indian soil is being used as a base for operations against East Pakistan.

This is not to deny that India has found a good many dupes and collaborators within East Pakistan. Nor is this to deny the existence of a feeling of economic disparity among

* A statement by An official Spokesman of the Government of Pakistan, May 5, 1971

the people of East Pakistan. There is genuine grief and sympathy at this among the people of West Pakistan and a keen determination to set things right. But the neglect of centuries cannot be undone in two decades; there is no instant constitutional or economic panacea for this problem. The area was kept in such a state of backwardness by Hindu industrialists and landed interests during the British Raj that though producing the bulk of the jute, Dacca was not allowed even to cave pucca baling presses. At partition East Pakistan started literally from scratch. Today it has thousands of industrial units ranging from the world's largest jute industry to Pakistan's largest fertilizer and her first Steel Plant. This is not being stated with any sense of complacency, but merely to show that East Pakistan had to start with such a primitive base that it took time even to reach the level which West Pakistan, by and large, already enjoyed at independence-and this in spite of the fact that Pakistan was ruled for many years by Heads of State and Prime Ministers hailing from East Pakistan.

Also, East Pakistan is subject to the cruel Population pressure of 1400 persons per square mile, the highest density in the world. Its biggest scourge is the havoc caused by recurring floods and cyclones, which man has still not been able to tame completely.

Here too Pakistan's task has been made formidably difficult by India's intransigence. She is rapidly building a barrage upstream at Farakka on the Ganges, in complete violation of Pakistan's rights as the lower riparian State under international law. This by itself is an excellent expose of India's much-vaunted concern for the welfare of East Pakistan. The completion of the barrage will render barren hundreds of thousands of acres of land in East Pakistan, and threaten millions of human-beings with starvation.

These facts are being mentioned not to cloud the fact of discontent in East Pakistan but to point out how the Awami League tore the situation out of its historical perspective and fanned economic discontent into a full-fledged hate campaign against West Pakistan, as it evolved and continuously amplified a six-point politico-economic plank for electioneering.

As originally claimed, the six points were no more than a mechanism for providing the largest possible measure of autonomy to East Pakistan within the framework of a single country. Furthermore, throughout the electioneering campaign, which lasted nearly a year the Awami League leadership took pains to emphasize that their six points were not the "word of God" that "they were open to negotiation", and that it was "mischievous" on the part of the critics even to suggest that the six points, visualized anything outside the framework of Pakistan. This remained the Awami League's position right up to the polls, and accordingly it evoked statements from West Pakistan leaders expressing their readiness to work out accommodation with Sheikh Mujibur Rahman, both to evolve a Constitution under Legal Framework Order and to set up a government.

It may be pointed on that the Legal Framework Order under which the Awami League and all other political parties fought the elections clearly and unequivocally, provided that the unity, solidarity and integrity of Pakistan were to be built into any constitutional arrangement.

However, as soon as Sheikh Mujibur Rahman had secured the electorate's verdict in favor of autonomy, he started elaborating and interpreting the six points in a manner the electorate had not bargained for, and adopted a deliberate posture of rigidity that left no room for negotiations. His attitude now was; "take it or leave it" One political leader after another, including the leader of the largest political party of West Pakistan, flew to Dacca to negotiate a settlement with him. The President of Pakistan paid several visits, but to no avail. Publicly described as would be Prime Minister Sheikh Mujib showed no interest in the all-Pakistan role which the nation was willing-even eager-for him to assume. He refused even to visit West Pakistan. And he seized on it temporary adjournment of the National Assembly, announced with the object of facilitating talks among party leaders to pave the way for an agreed approach to Constitution-making within the House, to launch a massive defiance of law and order.

What followed is well-known. All hell broke loose: mobs took to the streets and indulged in arson, murder, rape and loot. According to a pre-arranged signal, as it were, workers walked out of factories, business houses closed down and Government servants began absenting themselves from offices. Those who failed to cooperate voluntarily were made to comply through strong arm tactics reminiscent of Nazi storm troopers. So great was the reign of terror that all normal life came to a standstill. Instead of the legally constituted Government running the administration, the Awami League headquarters issued edicts stopping the payment of taxes or transferring payments from the Central head to the provincial account, and depositing Government revenues in private banks rather than Government treasury. From March 1st to 25th the Civil Administration of the province was paralyzed. Reports poured in of murder, arson, rape and looting from towns across the province - Dacca, Chittagong, Khulna, Rajshahi, Sylhet and many other areas were subjected to a wave of fascist hysteria. The army although agonized and infuriated at the news and suffering the sight of the national flag being burnt and the Quaid-iAzam's portraits being trampled underfoot, maintained a posture of complete non-intervention under strict orders from the top, to give a chance to political leaders to work out a settlement through negotiations.

Not content with his own Six points, Sheikh Mujibur Rahman now added another four, including the demand for immediate lifting of Martial Law and immediate transfer of power through a Presidential Proclamation. Reversing his original stand that transfer of power could only take place through the National Assembly, he now declared that he would not even go to the National Assembly until power had been transferred-and this in spite of the fact that he enjoyed an absolute majority in the National Assembly which had been elected on the basis of universal adult franchise and one-man-one-vote.

Understandably, other political parties insisted that transfer of power emanaate from the National Assembly which should meet, pass an interim Constitution and present it to the President for assent. They maintained that the proposed proclamation would have no legal sanction: it would neither have the cover of Martial Law nor would it be based on the will of the people, a vacuum would be created, and chaos would ensue.

Once again, the President flew to Dacca and in ten days of negotiation, attempts were

made to hammer out a compromise, preserve democratic process, and facilitate the transfer of power. During the negotiations, Sheikh Mujibur Rahman initially escalated his mandate for provincial autonomy into a demand for Confederation. This meant that after the issue of the proposed proclamation, extinguishing Martial Law and transferring power, the five provinces of Pakistan would be cut adrift and national sovereignty would be virtually extinct.

Sheikh Mujibur Rahman further demanded that the National Assembly must ab initio sit in two committees: one composed of members from East Pakistan, the other from West Pakistan. Later he developed this into a demand for two Constitutional conventions drawing up separate Constitution.

The intention was now unmistakably clear. The Awami League hardcore leadership had realized that neither the President nor other political parties would agree to a "Constitutional scuttling" of Pakistan, and these extremists without the knowledge or approval of their rank and file had long been making secret preparations for achievement of their goal by conspiracy and force. The conspiracy originally uncovered by the Agartala case was now fully under way. Volunteers were under training in every district in the garb of Sangram Parishads. Arms and ammunition from India had been smuggled in and stocked at strategic points all over the province, including the Jagannath Hall of Dacca University. An idea of how well-planned and well organized the Awami League move was can be gathered from the mortar fire which came from Jagannath Hall on the night of 25th-26th March and the appearance within 3 hours of innumerable barricades all over the city of Dacca on the night of the 25th March.

Though the Awami League failed to win over by persuasion, it sought to line up through Nazi-style tactics. A reign of terror was unleashed and unmentionable atrocities committed. The true dimensions of the killings directed and carried out by fascist elements of the Awami League are now becoming clear.

All evidence goes to show that the small hours of 26th March had been set as the zero hour for an armed uprising, and for the formal launching of "The Independent Republic of Bangladesh". The plan was to seize Dacca and Chittagong, lying astride the Army's air sea lifelines to West Pakistan. The Army at that time consisted of a Division of 18 battalions including 12 from West Pakistan, spread thinly over cantonments in the interior and deployed along the border with India. Arrayed against them were infiltrators from India and deserters from the East Pakistan Rifles, the East Bengal Regiment and other auxiliary forces equipped with mortars, recoilless rifles and heavy machine-guns, and according to, subsequent evidence, liberally supplied from across the Indian border.

The Awami League's bid for secession was now under way. Having already exhausted all avenues of peaceful transfer of power, the President now called upon the Armed Forces to do their duty, and fully restore the authority of the Government".

The call came none too soon. Barely a few hours before the Awami League's zero hour for action, the Armed Forces made a series of preemptive strikes around midnight of March 25-26, seized the initiative and saved the country.

What of the future? The President's address to the Nation on March 26 points the way clearly:

"Let me assure you that my main aim remains the same, namely, transfer of power to the elected representatives of the people. As soon as situation permits I will take fresh steps towards the achievement of this objective."

Produced by the Department of Films and

Publications, Government of Pakistan,

Karachi.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৩। 'পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রাস'	সরকারী প্রচার পুস্তিকা	মে, ১৯৭১

EAST PAKISTAN DOCUMENTATION SERIES

TERROR
IN
EAST PAKISTAN

FOREIGN PRESS REPORTS
ON

ATROCITIES COMMITTED BY AWAMI LEAGUE
AND ITS COLLABORATORS

TERROR IN EAST PAKISTAN

Daily Mail, London, 3 April 1971:

Brian Rimmer:

The doomed men were 14 Punjabi merchants from West Pakistan living in the eastern city of Jessore.

The merchants-pictured here by a BBC Panorama team which reached Jessore-were rounded up, roped together and marched off by militia men.

Shortly after, western reporters came across their bodies.

They had been battered and stabbed. One man still writhed in his death agony.

Sunday Times London, 4 April 1971:

Nicholas Tomalin:

I was there with Alan Hart of BBC Panorama and a Bengali-speaking photographer, mohammed Amin.

We thought the troops and local citizens were about to attack but they then got other ideas.

Among each contingent arriving at HQ were tall, usually bearded Punjabis. Their hands were tied and they were being brutally pushed along by rifle-butts.

We thought the West Pakistani soldiers were attacking and scattered similarly, only to discover on a grass patch beside the road men freshly stabbed and bludgeoned, lying in still flowing pools of blood.

Four of them were still just alive rolling over and waving their legs and arms. But none of them made any noise.

At this moment our Awami League guide became hysterical and tried to rush us back. He said it was not safe, the West Pakistan is were attacking. He tugged us away from the bodies.

But suddenly Alan Hart, myself and Mohammad realized who these dead and dying men were. They were not Bengali, they were-we are convinced-the Punjabi prisoners we had seen bound and under guard an hour before.

The victims could not have been killed by anyone but local Bengali irregulars as these were the only people in central Jessore that day.

The terror and behavior of the Awami politician and the crowd is circumstantial evidence and our photographer, Amin, who knows his Pakistani types, is certain the victims were Punjabis.

Even as the locals began to threaten us and we were forced to drive away, we saw another 40 Punjabi `spies' being marched towards that same grass plot with their hands above their hands.

Hindustan Standard, Calcutta, 4 April 1971:

Tushar Patranavis:

About 500 non-Bengali workers of the sugar factory at Darshana were now in a concentration camp.

Statesman, New Delhi, 4 April 1971:

Peter Hazlehurst:

The millions of non-Bengali Muslims now trapped in the Eastern Wing have always felt the repercussions of the East-West tensions, and it is now feared that the Bengalis have turned on this vast minority community to take their revenge.

The Times, London, 6 April 1971:

Thousands of helpless Muslim refugees who settled in Bengal at the time of partition are reported to have been massacred by angry Bengalis in East Pakistan during the past week.

The facts about the massacres were confirmed by Bihari Muslim refugees who crossed the border into India this week and by a young British technician who crossed the Indo-Pakistan frontier at Hili today.

The technician, who does not want to be identified because he has to return to Bengal, was trapped in the northern region of Bengal after the civil war erupted.

He said that hundreds of non-Bengali Muslims must have died in the north-western town of Dinajpur alone.

"After the soldiers left, the mobs set upon the non-Bengali Muslims from Bihar. I don't know how many died, but I could here the screams throughout the night."

Daily Telegraph, London, 7 April, 1971:

Staff Correspondent:

He (a native of Dundee) described how, after President Yahya's broadcast on March 25, a mob came to the factory.

"The goondas (thugs) went on the rampage. They looted the factory and offices, killed all the animals they could find and then started killing people."

"They went to the houses of my four directors, all West Pakistanis, set fire to the houses and burnt them alive, including families totaling 30. They killed the few who ran out".

Northern Echo, Darlington, Durham, 7 April, 1971:

Passengers on a British ship which docked in Calcutta yesterday told of mass executions, burning and looting in the East Pakistan port of Chittagong.

Leon Lumsden, an American engineer on a U.S. aid project, said that for two weeks before the Army moved last week, Chittagong's predominantly Bengali population had been butchering West Pakistanis in the port.

Daily Record Glasgow, 9 April 1971:

Staff Reporter:

A Scot, who was the sole survivor of an East Pakistan massacre, told last night how he saw all his workers battered to death by a mob.

"The workers in my mill were killed-not by troops, but what we call miscreants who have been running wild."

"They beat my men to death with iron bars. Suddenly I was the only person left in the mill.

News-Letter, Belfast, 9 April 1971;

R. Abernethy:

I would be pleased if you would be good enough to permit me, through your newspaper, to draw the attention of the public generally and the Scar-man Tribunal in particular to the BBC news at 9 p.m. on Friday, April 2, 1971.

Briefly, the news on TV showed riotous mobs roaming the town of Jessore in East Pakistan. The mobs had complete freedom of the town and a large number of West Pakistan citizens, apparently innocent victims, were rounded up by the mobs and subsequently hacked to pieces in front of the camera crews, who incidentally did nothing to prevent this atrocity other than turn their cameras.

Sinar Harapan, Djakarta, 24 April 1971:

Jopie Lasut:

The worst sufferers are the Biharis. Their number is estimated to be around 8 million and they are Muslims of belief. These people quit India on the day of partition. Now their lives are in danger because East Bengalis are regarding them as spies.

East Bengalis are anxious to take revenge but they do not have much opportunity to kill many West Pakistan army men because the army men are more better armed. And the easiest way to be undertaken is to pursue civilian Punjabis and Biharis. Even Persians, too, became their target.

I once met a Persian family on the border area. They were fleeing to Benapole, the Indian immigration checkpoint. They were pursued and would be murdered by East Bengalis.

Far Eastern Economic Review, Hong Kong, 24 April 1971:

T.I. S. George

When the EPR (East Pakistan Rifles) mutinied, their first reaction was to wipe out the non- Bengalis in their own ranks.

Some 40 per cent of the 10,000 to 15,000 strong EPR consisted of West Pakistanis including most of the officers.

One cart-load of bodies was dumped by EPR men one night across the border by the Indian checkpoint town of Haridaspur.

Numbering a few million; the Biharis, being non-Bengali, have been taken as supporters of the West Pakistan Government and therefore spies.

Many of them have been murdered by the Bengalis. Many others have been put in detention camps perhaps as hostages for the Bengalis still left in West Pakistan.

New York Times. New York, 28 April 1971:

Eric Pace:

Estimates widely reyeated in West Pakistan are that the Bengali troops, policemen, and militant civilians killed 35,300 Biharis and several thousand Pathans and other non Bengali ethnic groups. .

Most of these were killed before March 25.

Daily Telegraph, London, 29 April 1971:

Diplomatic Staff Correspondent

Supporters of the Bangla Desh independence movement have butchered many fellow East Pakistanis in Chittagong.

At least 26 workers from a jute mill were shot in a compound in one incident, and wives and children of some West Pakistani Army officer's serviny in the area were reported to have been "executed"

Financial Times, London, 7 May 1971:

Harvey Stockwin:

On the run into Dacca airport several small burnt out houses and destroyed mini-settlements could be seen. The area was a Bihari housing area and the damage was indicative of the communal violence.

Ottawa Journal and Toronto Daily Star, 8 May 1971:

APA report.

Responsible Government and other sources estimated at least thirty thousand were killed in the communal violence since March 1 across East Pakistan.

Associated Press report from Jessore published by Washington Newspapers,

8 May; 1971:

In Khulna, the newsmen on a tour saw today what a non-Bengali resident described as a human slaughter-house, sheds which he said to have been used by East Pakistan's dominant Bengalis in mass killings of Bihari immigrants from India, West Pakistanis and other non-Bengalis during March and early April.

Newsmen were shown a wooden frame with chains affixed on top where women and children were reported beheaded with knives.

Bodies were said to have been thrown over a low wall into the river along-side.

New York Times, New York, 9 May 1971:

Malcolm W. Browne:

When the violence erupted, the Bengalis were pitte, against the small number of West Pakistanis in East Pakistan.

Government authorities and persons produced for interview have told of thousands of non Bengali residents, including women and children having been slain by the separatists, often after having been tortured.

At Khulna, newsmen were shown facilities where frames were said to have been set pp to hold prisoners for decapitation. Fragments of bloody clothing and tresses of women's hair were strewn about. The place was said to have been used by Bengali insurgents for the execution of thousands of non-Bengali residents.

New York Times, New York, 10 May 1971:

Malcolm W. Browne

The impression, based on the testimony of hundreds of witnesses, is that when it seemed that the Awami League was about to come to power, Bengalis in some communities looted and burned Bihari houses and slaughtered their occupants.

Sun, Singapore. 9 May 1971:

Maurice Quantance

When the Army moved in Mymensingh aided by information from the informers it found 1,500 widows and orphans sheltering in a local mosque.

A man identified as the Assistant postmaster of Mymensingh showed scars on his neck and what he said was a bayonet mark on his body.

The man said he lived in a colony Known as Shanti. Of 5.000 non-Bengalis, only 25 survived the massacre on April 17. The interview ended abruptly when the Assistant Postmaster mentioned the killing and mutilation of his family and burst into tears.

The General Commanding in Mymensingh District said the killings began in the latter half of March and was carried out by the Awami League volunteers the armed wing of Sheikh Mujibur Rahman's secessionist Awami party.

East Bengali Rifles and Regimens troops who defected to the secessionist cause were also involved.

Non-Bengali people and people with technical skills were consistently butchered, he said.

Bangkok World, Bangkok, 10 May 1971:

In Khulna, East Pakistan's second major port and third largest city, reporters saw what a local non-Bengali resident described as a slaughter house for humans.

The house, slaughter sheds and torture devices were said to have been used by Bengalis in massive killings of Bihari immigrants from India, West Pakistanis and other non-Bengalis during March and early April.

Newsmen were shown a wooden frame with chains affixed on top where women and children were reportedly beheaded with knives.

There was a form of garrotte attached to a tree where the resident said victims were chocked to death. Cords attached to one tree were described as hanging nooses.

Bodies were said to have been thrown over a low wall into the river running alongside.

A large amount of human hair found in a tree beside the wall, bloody clothes and babies' shoes were scattered about the yard.

Guardian, London, 10 May 1971:

A Correspondent:

One hears of the must horrifying stories. Murder, rape, destruction looting on a massive scale-there is so much of it that one finds oneself absorbing these terrifying tales

without turning a hair. Inevitably, the central figure in this bloody drama is the Poor Bihari.

But the real tragedy which has engulfed the Bihari community does not lie in the number of people killed but in the gruesome variety of methods of killing. Ten thousand people wiped out in two nights of horror in one town is a story which will last a week

Eye witnesses are prepared to testify to the correctness of the story that Biharis were dragged or enticed from their homes and taken to the slaughter house where they were butchered slowly with a knife

In Mymensingh, an East Pakistani army officer had a delightful breakfast with the family of a brother officer from West Pakistan before shooting dead its members

Men were hacked to pieces beginning from the feet. A pregnant woman, a West Pakistani, was grabbed by hooligans and dragged into the street. Her belly was cut and the child was bayoneted. She is alive but is now bereft of the will to live

A woman was killed but her three-month-old child was allowed to live-but not before they had cut off one of its hands

A doctor drained the blood out of people with a syringe and let them die.

In a refugee camp for Biharis from Mymensingh a man burst into tears while narrating his experience. An army officer who is now in charge of the camp was so moved that he turned his face away to hide his tears

Later, this officer, one of the first to reach Mymensing, took me aside and said in a whisper: "What he has told you is not a hundredth of what I have seen in Mymensingh".

New York Times, New York, 11 May 1971:

Malcolm Brown:

Before the army came, when Chittagong was still governed by the secisseonist Awami League and its allies the Bengali workers, apparently resentful of the relative prosperity of the Bihari immigrants' from India are said to have killed the Biharis in large number

At the Chittagong Jute Manufacturing Company Chittagong's largest mill, officials told of a massacre of Bihari overseers and their families by the Bengali workers.' Newsmen were shown graves where 152 victims were said to have been buried.

The European manager of a local bank said: "It was fortunate for every European living here that the Army arrived when it did, otherwise, I would not have lived to tell the tale."

Washington Post, Washington, 12 May 1971:

Associated Press report:

Newsmen visiting this key port yesterday said there were massive shell and fire damage and evidence of sweeping massacre of civilians by rebels

At the jute mills owned by the influential Ispahani family, newsmen saw the mass graves of 152 non-Bengali women and children reportedly executed last month by secessionist rebels in the mills' recreational club.

Bloody clothing and toys were still on the floor of the bullet-pocked. Responsible sources said thousands of West Pakistanis and Indian migrants were put to death in Chittagong between March 25 when the East Pakistan rebellion began to seek independence from the Western Wing and April 11 when the Army recaptured the city.

Residents point to one burned-out apartment building where they said Bengalis burned to death three hundred and fifty Pathans from West Pakistan.

Washington, Evening Star, Washington, 12 May 1971:

Mort Rosertblunt

In the port city of Chittagong, a blood-spattered doll lies in a heap of clothing and excrement in a jute mill recreation club where Bengalis butchered one hundred and eighty women and children.

Bengalis killed some West Pakistanis in flurries of chauvinism

Bengali civilians and liberation troops began mass slaughter of Mohajirs (Indian migrants) from the Indian State of Bihar and raced through market places and settlements stabbing, shooting and burning, sometimes stopping to rape and loot.

Indonesian, Observer, Djakarta, 12 May 1971:

Associated Press Report:

Reporters later visited a refugee camp in Dacca where 3,000 homeless from Mymensingh lodged

Doctors were treating 25 men and 15 women, all non-Bengalis, for what they said were bullet knife and axe wounds inflicted by Bengalis during the past weeks.

One seven year old boy sat dully on a single hospital bed with his four year old brother and doctors said that only their 13 year-old brother was left in the family.

One women had severe knife cuts and another had her hand almost chopped off by an axe.

Both said they had been carried off wounded by Bengali youths.

One nineteen year-old Bihari student, shot through the stomach, sad Bengali toughs had ordered all the men from his part of shanti outside and opened fire with automatic weapons

He was hit three times and fell unconscious, he said, but survived because the rebels thought him dead

A number of other men bore bullet wounds

Washington Post, Washington, 13 May 1971:

Associated Press report:

Bengalis bent on a separate East Pakistani nation slaughtered many of the region's 6 million non-Bengalis

The Times, London, 15 May 1971:

Peter Hazlehurst:

It is equally evident that most of the killings came in the form of reprisols for communal riots last month, when Bengalis systematically marssacred the non-Bengali Muslim immigrants (Biharis) in East Pakistan

"There are no Bihari refugees," a Bengali social worker told me confidently. "Fourteen of them tried to come into West Bengal two days ago, and the Bengalis beat them to death with spears and stones".

Ceylon, Daily News, Colombo, 15 May 1971:

Maurice Quaintance:

There is evidence that non Bengalis, largely immigrants from India who sought refuge after the 1947 partition, were attacked, hacked to death and burnt in their homes by mobs

Eye witnesses told stories of 1,500 widows and orphans fleeing to a mosque at Mymensingh, in the north as armed men identified as secessionists slaughtered their husbands and fathers;.

A mill manager showed journalists a mass grave where he said well over 100 women and children were buried

Scene of the killing just before the Army moved in-was the mill recreation hall and it stank of death the day journalists saw it this week. Human hair and blood-strins lay about the building

The Assistant Postmaster at Mymensingh showed journalists a neck scar and bayonet wounds.

Choking back tears, he said he was one of 25 survivors out of 5,000 non-Bengalis attacked by Awami League supporters and army deserters

There can be little doubt that some atrocities were committed by groups can of separatists. Generally, such killings were bone by Bengali workers nurturing grudges against shop foremen and administrators in the Jute mills, Many of the foremen are Biharis: Moslem immigrants from India, who have done well in East Pakistan and whose success is resented by the less successful Bengalis

Major Osman Choudhury, the Commander of the South; West Division of the Liberation Front in East Pakistan, admitted this after-noon that East Pakisian Rifles and

Bengali volunteers were raiding and killing the minority community of Bihari Muslims "because they are spies and have sided with West Pakistan"

Major Choudhury, of the East Pakistan Rifles, met Journalists here on the Indo-Pakistan border. He said that Bihari Muslims, who are identified linguistically and ethnically with the West Pakistanis, had helped president Yahya's soldiers to massacre Bengalis. The Bengali officer was being questioned in the light of news reports and fears that a great number of the non-Bengali minority communities, five million strong have been killed in a wave of reprisals

There was no question of a Bihari joining the Liberation Front, he said "If we get a Bihari, we kill him: We are also raiding their house and killing them"

New York Times, New York 20 May 1971:

Homer A. Jack

Those massacred in the East Wing were Biharis-Moslems originally from Bihar and other Indian States who migrated to East Pakistan after partition but had not yet been absorbed into the Bengali culture

All in Karachi are deeply upset about the massacre of the Biharis not by the army, but by some members of the autonomy-cum secessionist Awami League however almost all deny any massacre of the Bengalis by the army

Before and after this army action, some elements in East Pakistan apparently indulged in their own massacre in this seldom non-violent sub-continent;

The Financial Times, London, 21 May 1971:

Hervey Stockwin:

The Bengali ideal of regional liberation ended in tragedy and in the idiocy of communal savagery against the non-Bengali

These feelings based on the long-standing reality of Bengali exclusiveness and chauvinism were important element in the highly charged emotional atmosphere in the East prior to March 25-They also help to explain the descent into Bengali-Bihari fratricide, which formed an essential but little-noticed part of the catastrophe

It needs stressing that these were the West Pakistani Army reactions. Bengali troops went the other way, doing-a great deal of the subsequent killing of Mahajirs and other non-Bengali immigrants in the East.

All of which is the background to what can now be seen, not simply as a communal outrage, nor even as a civil war, but as the latest installment of the 1947 partition riots. Hence, the diversion of the secessionist effort, if such it was into communal blood-lust, sometimes in retaliation for the West Pakistani take-over in Dacca, sometimes from frustration in the face of defeat

The precise chain of cause and effect varies from place to place. Broadly, there is little doubt that, outside Dacca, Bengalis generally started the killing

The rebels, on the other hand, overestimated their own strength-and in consequence made the fatal mistake of taking on the Army and the civilian minorities of East Pakistan at the same time

The Sunday Times, London, 2 May 1971:

Anthony Mascarenhas:

The 176,000 armed and trained men of rebellious Bengali Army Units, Para-military forces and police supported by Armed Awami League members and students attempted to give terrible practicality to Sheikh Mujibur Rahman's Awami League rallying cry: "Bangla Desh Khali Khurrow, Punjabi Marow. " (Clear Bangladesh, Kill the Punjabs).

Eyewitnesses in more than 80 interviews tell horrifying stories of rape, torture, eye-gouging, public-flogging, of men and women, women's breasts being torn out and amputations before victims were shot or bayoneted to death.

Punjabi Army personnel and civil servants and their families seem to have been singled out for special brutality.

In Chittagoag, the Colonel commanding the military academy was killed while his wife, eight month pregnant, was raped and bayoneted in the abdomen.

In another part of Chittagong, an East Pakistan Rifles Officer was flayed alive. His two sons were beheaded and his wife was bayoneted, in the abdomen and left to die with her son's head placed on her maked body.

The bodies of many young girls have been found with Bangladesh flagsticks protruding from their wombs.

The worst-affected towns were Chittagong and Khulna, where the West Pakistanis were concentrated. The official toll for Chittagong is 9,000 with a similar figure for Khulna.

But massacres have been reported in other places. About 3,000 women and children were found slaughtered in Thakurgaon near Dinajpur; 2,000 in Ishurdi near Jessore: 500 at Bhairab Bazar, north-east of Dacca: and 253 in a jute mill shed in Kalurghattro area:

At Brahmanbaria, across the border from the Indian state of Tripura, I found the bodies of 82 children who had been lined up and shot. About 300 other non-Bengali bodies were scattered around the jail where they had been housed after Bengali convicts had been freed. They had been shot dead by the rebels before the rebels fled in front of the West Pakistani advance.

Pakistan Publications
P. O. Box 183
Karachi

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৪। ’পুর্ব পাকিস্তানের সংকটে ভারতের ভূমিকা’	সরকারী প্রচার পুস্তিকা	জুন ১৯৭১

INDIA'S ROLE IN EAST PAKISTAN CRISIS

An analysis of legal and political aspects

KEMAL A. FARUKI*

A talk delivered at the Pakistan Institute of International Affairs, Karachi on Friday, May 7, 1971.

* Kemal A. Faruki is a graduate in social studies from the University of Southern California, a Barrister-at Law from the middle Temple, London, and an M.A from the American University of Beirut (Lebanon) in Middle Eastern Studies. He is a practicing lawyer at the Karachi Bar, Adviser on Law to the Islamic Research Institute and a Professor at The .M. Law College, Karachi. He served as first Chairman of the Muslim Committee for Algeria formed in England during the Algerian War of independence, and has written numerous articles mainly on Islamic subjects for various periodicals. He has written four books on Islamic Legal and Constitutional questions: "Islamic Constitution" (1952); "Ijma and the Gate of Ijtihad" (1954); "Islamic Jurisprudence" (1962) and "The Evolution of Islamic Constitutional Theory and Practice" (1971)

I. ESSENTIAL BACKGROUND

Both from the point of view of International Law and for a fuller appreciation of the nature of Indo-Pakistan relations, India's attitude and actions with respect to the recent crisis in Pakistan are of considerable significance.

But before taking up consideration of this matter from these two aspects it is worth recapitulating the essential background. I will not give here a detailed account of the background but nevertheless it is desirable to remind the reader of the fact that the unusual nature of Pakistan's geographical make up stems precisely from the fact that Pakistan is that rare exception amongst the countries of the world: a country which not only came into existence on the basis of a democratic referendum, but whose very boundaries were determined by the same democratic reference to the wishes of the people concerned.

To cast doubt upon the desirability or acceptability of its geographical make-up is, in effect, to make the wishes of the people (which is a hall mark of democracy) take second place to somewhat naive ideas of what would look tidier on the political map of the world, or to place preconceived prejudices of how a state should be constituted, above the realities of what the people concerned actually wanted and achieved.

However, there is no denying the fact that in the first two decades of its independence, Pakistan encountered continuous difficulties in the task of constitution making which centered around giving legal and practical expression to the ideals on which it was founded, and finding an enduring consensus on the relationship between central and provincial interests.

These were real and genuine difficulties, whose bona fide nature should not be obscured by the selfish desire of some individuals during the last twenty years to hang on to power, whatever the cost.

It is against this background that the present Government, soon after coming to power in early 1969, pledged itself to resuming the difficult constitution-making process leading to the introduction of civilian and democratic government as soon as possible.

After accomplishing numerous essential preliminary steps, a historic milestone was reached in the holding, in December, 1970 for the first time in Pakistan's history, of nation-wide elections on the basis of direct and universal adult franchise. The fairness of these elections was universally recognized.

It was a misfortune that was not foreseen, that the elections led to the emergence of two parties, in particular, each of whose sources of strength were purely confined to only one of the two wings of the country.

It was soon apparent that the task of constitution-making was not going to be easy, notwithstanding the fact that all parties had voluntarily pledged and dedicated themselves, before the electorate, to preserving the ideology of Pakistan and the integrity of the State. Indeed it was on this basis that they had received the votes of the citizens,

however, much some voters may have been in favor of considerable decentralization.

Two courses were open, as a result of this polarization into essentially regional parties.

Either the constitution-making body was to be rapidly installed with no guarantee that its debates might be able to reconcile the different and highly polarized P9ints of view, or preliminary negotiations were to be carried out, with the assistance of the Government, so that when the Assembly met it would do so on the basis of a very broad consensus on the most sensitive issues at stake

Pressure Tactics

The latter course was taken and might have led to the desired results if party discipline had been able to keep control at the street level

But in actual fact, by March 1971, particularly in the Eastern Wing, pressure tactics of extremists had degenerated into mob-rule, which the caretaker administration was reluctant to deal with in a headlong confrontation, no doubt for fear of jeopardizing the delicate negotiations which were taking place

Errors of judgment there may have been on all sides in this but it is extremely unlikely that these were sufficient to explain the uncompromising fanaticism with which a small activist pressure group in the East Wing suddenly emerged and threw away its pretence of loyalty to the State and respect for its founder, and thus deliberately went out of its way to first wound and then provoke the patriotic sentiments of those majorities in East Wing who had voted for Pakistan twenty years previously.

In describing this anti-State group as small, I must make clear that it was small in terms of the Muslim population of East Pakistan, but in absolute numbers the anti-State group was much larger

Prelude to "Reunion"

The reason for this is, of course, the fact that about 15 per cent of East Bengal is Hindu amounting to over ten million persons. They never voted for or supported the Pakistan movement prior to 1947, and I think it would be reasonable to assert that a very substantial number of these Hindus welcomed enthusiastically the idea of secession as a prelude to either reunion with their co-religionists in Hindu India, or the establishment of a united republic composed of both West and East Bengal in which, once more, the Hindu element would be dominant

Clearly this was more likely to be successful by working behind the critical moment. Even thereafter during the mob-rule of March, 1971, it was more to their interest to incite and then join in acts against non-Bengalis at the street-level, to try to create hostility between Bengali and non-Bengali which would be beyond hope of repair

By March 23rd, namely Republic Day, which should have been an occasion for an affirmation of common loyalty to common ideals, mob-rule manipulated by a small

minority chose to use the occasion for the very opposite, and it was clear that the language of force could only be met by force and that unless this was done even elementary law and order and security of life and honor could not be restored.

The sudden change which took place in March, 1971, in East Pakistan surprised not merely the caretaker administration and people in other parts of the country, but also those in East Pakistan who had voted in the elections on the understanding that the candidates and parties they were voting for were pledge to maintain the integrity and ideology of Pakistan.

The complete surprise of all these elements when the Pakistan flag was dishonored is an eloquent comment on the secrecy with which the anti State minority element had concealed its true aims, and how it had deceived people who had never imagined that their desire for decentralization would be utilized to throw them into the clutches of the very people they had liberated themselves from in 1947.

This then is the background to a consideration of the role of Pakistan's neighbor, India, in this internal crisis in Pakistan. In" order to place India's role in its proper perspective let us recall the obligations placed upon states within the International community; by International Law: by the United Nations: and by the common commitments existing in various regional groupings of countries.

II INTERNATIONAL LAW ON INTERVENTION

With regard to International Law there is a clear obligation on all states to respect the territorial jurisdiction of other states. In the 1927 Lotus Case, the Permanent Court of International Justice described this obligation that a state refrain from exercising its power "in any form" in the territory 'of another state as "the first and foremost restriction imposed by International Law upon states."

Closely connected with this obligation is the obligation placed upon every state to prevent injurious use of its territory. Here again there are cases of long standing which have affirmed and re-affirmed this principle

For example in the 1949 Corfu Channel Case the International Court of Justice repeated the well-recognized principle establishing "every state's obligation not to allow knowingly its territory to be used for acts contrary to the rights of other states"

So firmly established is this principle to the effect that each state has a legal duty to prevent the organisation within its territory of activities calculated to foment strife in the territory of any other state that many states have enacted legislation declaring such acts criminal

Then again, the Commission of Investigation (established by the United Nations Security Council regarding border violations by Greece's neighbor during the Greek Civil War) concluded that "the existence of disturbed conditions in Greece in no way relieves the three northern neighbors of their duty under International Law to prevent and suppress subversive activity on their territory, aimed against another government, nor does it relieve them of direct responsibility for their support of the Greek guerrillas."

Civil strife

"This obligation has also been given effect to in a number of treaties-some of them of long standing such as for example, the Convention on Duties and Rights of States in the Event of Civil Strife adopted at Havana in 1928 which obligated the signatory states "to use all means at their disposal to prevent the inhabitants of their territory, nationals or aliens, from participating in, gathering elements crossing the boundary, or sailing from their territory for the purpose of starting or promoting civil strife."

The same prohibition has been the subject of conventions going back to 1936 regarding the use of broadcasting for inciting the population of any territory to acts incompatible with the internal order or the security of the territory.

The same concern for preventing intervention finds expression in Article 2(7) of the 1945 Charter of the United Nations which says "nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state.

It is clear that intervention of the kind sought to be prevented maintained above are to be strongly and effectively condemned by the world community of nations.

One can do no better than quote the British in this, after their own abortive intervention in the 1956 Suez affair, when two years later the types of intervention were described by the British Foreign Secretary in the House of Commons in July, 1958, in the course of discussing outside intervention in a civil war in the Middle East as follows:

"The House must face up to the problems involved in this question of indirect aggression...

"What happens? A foreign Government determines to use a dissident element within another State to overthrow the legitimate Government by force. The technique is the smuggling of arms and explosives, the infiltration of agents, a virulent propaganda campaign, incitement to insurrection and finally, the plot against the lives of the constitutional leaders. That is the technique and that is the problem.

"We have to admit that no answer has yet been found to it. I believe that unless an answer is found, the independence and integrity of one small independent State after another is bound to be undermined and finally destroyed.

"...On the general points of principle affecting indirect aggression. I believe that a country has the right to ask for help from other countries when it feels itself to be in danger. I believe that a country has the right to ask for help against aggression, whether direct or indirect. I believe, too, that another Government has the right to respond to such requests, and that such response is in accordance with the spirit of the Charter.

"I believe that this is in accordance with the established rules of international law. Unless countries are prepared to respond to such appeals for help we shall see one country after another go down before this form of aggression, and all the steps which we

have taken under various Governments here which have furthered self-Government, and which have created independent countries with full sovereignty over their affairs will prove to have been in vain...

In the course of the same debate, the British Prime Minister said:

"...A legitimate Government has, it seems to me, the right to ask for help in its difficulties from another friendly Government. Whether that help should be forthcoming or not is, of course, a matter of judgment, but I do not think that there is anything legally improper for a nation faced with aggression from outsider with internal disturbances supported from outside, to ask for help. I think that this is commonly recognized.

Intervention

One might describe the 1950s and early 60s as a time of interventions because inspite of the established rules of international law and conduct set out earlier there were numerous attempts, notably in Africa, by states to intervene in the internal affairs of other states.

Ghana, under Nkrumah, attempted intervention by providing finance, training and bases of operations for dissidents against (at one time or another) the Cameroon, Niger, Upper Volta, Ivory Coast, Nigeria, Congo and Togo. Togo in its turn attempted it against Ghana in retaliation: Tanzania against Malawi; Mali against Senegal: Bmrrundi against Rwanda, Zambia, Tanzania, Ivory Coast and Gabon against Nigeria during the Biafra uprising; and no less than nine African states against Congo during Tshombe's regime. But one of the major reasons in Africa was the fact that state frontiers were arbitrary and, originally at any rate, entirely artificial.

They bore no relation to the religious, ethnic or cultural affinities of the inhabitants and merely constituted the lines of demarcation agreed to at conferences in various European cities by imperialist powers carving out their colonial possessions. Nevertheless, despite the artificiality of these frontiers, over the years of independence, African states have tended to become increasingly hostile to the idea of intervention, above all when was aimed at challenging the integrity of state frontiers.

As Immanuel Wallerstein neatly put it in his book Africa: *The Politics of Independence*, "Every African nation...has its Katanga. Once the logic of secession is admitted, there is on end except in anarchy."

Of course, Africa is not alone in this. Asia has its fair share of plural societies and even Europe can show examples of States where religion, language, nationality and cultural affinities do not coincide.

The Balkans, of course, is littered with such examples and in Western Europe; there are the Bangques, Catalans, and Walloons apart from Northern Ireland. Indeed the Anglo-Irish question has shown itself to be very much alive recently two hundred and eighty years after the Battle of the Boyne) with religion, race, nationality and language

involved in a conflict which makes some of the editorial sermons from that area delivered of Pakistan nonsensical, ludicrous and even dishonest.

All these problems-these potential Katangas and Biafras-have led to a growing concern against intervention with increasingly vocal attempts to prevent these types of threats to peace. In December, 1965, the UN General Assembly adopted by resolution unanimously, baring one dissenting vote, *a Declaration on the Inadmissibility of' Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty*

Its recitals described "armed intervention and other direct or indirect forms of interference threatening the sovereignty and political independence of states" as an "increasing threat to universal peace."

The recitals also reaffirmed the principle of non-intervention proclaimed in the Charters of the Organisation of American States, the League-of Arab States and the Organisation of African Unity... as well as in the decisions of the Asian-African Conference at Bandung and the conference of heads of non-aligned states at Belgrade and Cairo and in the Declaration on Subversion adopted by the African States at Accra

The 1965 UN Declaration then states in its First Clause:

"No State has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic and cultural elements, are condemned."

The Second Clause of the Declaration states, *inter alia*:

"...No State shall organise, assist, foment, finance, incite or tolerate subversive, terrorist or armed activities directed towards the violent of the regime of another State or interfere in civil strife in another State."

Finally, the Fourth Clause lays down:

"The strict observance of these obligations is an essential condition to ensure that nations live together in peace with one another, since the practice of any form of intervention not only violates the spirit and letter of the Charter of the United Nations but also leads to the creation of situations which threaten international peace and security."

It is worth mentioning here that India was a member of the Committee, which prepared this Declaration.

III. INDIA'S ACTIONS DURING CRISIS

These, then, are the unmistakable provisions of International Law and standards of civilized conduct required of States against which India's role towards Pakistan in the East Pakistan crisis has to be judged. It will probably clear matters if one begins by dividing India's actions into those the truth of which is not disputed and those on which facts at issue may be contested by one side.

The indisputable facts are that on March 13th, March 20th, March 24th and March 27th the Government of Pakistan lodged protest notes with the Government of India against India's deliberate and blatant interference in Pakistan's internal affairs. Another note on March 30th reiterated the substance of previous protests and the "dangerous precedent" being established.

Also indisputable as a fact is the speech of the Indian Prime Minister, Mrs. Gandhi on March 29th, when agreeing to move a resolution in the Indian Parliament offering unanimous support to what was described as the "freedom struggle" of the people of East Pakistan and asserting that India would time her decisions (that is to say, her actions) in this matter before events overtook them. The following day the State Assemblies of Bihar and Assam unanimously adopted resolutions urging the Indian Government to recognize the provincial government of the "Republic of Bangladesh" and the same sentiments were expressed by the Chief Ministers of Tamilnadu and Madhya Pradesh. The very next day, that is to say, March 31st, both houses of the Indian Parliament unanimously assured secessionists in East Pakistan of their "wholehearted support". It was the India Prime Minister who moved this resolution which stated inter alia that; "Situated as India is and bound as the people of the subcontinent are by centuries-old ties of history, culture and tradition, Parliament cannot remain indifferent to happenings so close to the Indian border."

Again on April 4th, the Indian Prime Minister speaking at a session of the All-India Congress Committee asserted that it was neither "proper nor possible" for India to keep quiet.

As for the provisional government of the "Republic of Bangladesh" this came into existence, according to reports in the world press, on some date in late March in a mango grove half a mile from the Indian border with Indian military personnel constituting the formal honor guard.

Also generally admitted is the fact that this so-called government (after its symbolic proclamation on the very edge of Pakistani soil) immediately thereafter adjourned to Calcutta as non-paying tenants of the Indian authorities at a State Guest House where an Indian Government official was assigned to assists them and, no doubt, keep an eye on what they were up to.

The Prime Minister of this "Government" euphemistically described his regime as "mobile" according to a report in the French paper Combat, of 19th April. However, the London Times on the 23rd April put the matter more directly in describing the head of this state as a "President without a country".

When we turn to evaluating Pakistan's assertions about India's intervention, direct and indirect, by means of armed infiltrators, armed "volunteers", by providing a Place of refuge for secessionists, by arming rebels and by stirring up civil strife in Pakistan, the question of any Indian denials hardly arises in the context of the utterances of India's Prime Minister herself, the resolutions of the Indian Parliament and of Indian regional assemblies and of the ruling Congress Party.

Any subsequent hesitation, by the Indian authorities in continuing to openly support the secessionists and openly stir up civil strife--any such hesitations appear to be the result of their realizing how much India had overestimated the strength of the secessionist group in spite of the massive Hindu support it had received.

The violations of International Law continued and still continue, but in a relatively more discreet manner. But if the Central Government in India is making a belated effort to pretend to return to more acceptable outward forms of international conduct, no such scruples restrict Indian regional authorities.

On 24th April, the Economist of London reported the Deputy Chief Minister of West Bengal, Mr. Bijoy Sing Naher, as declaring; "We in West Bengal recognize Bangladesh although the Central Government has not done so yet".

One can only hope that this is not an attempt to add a bizarre twist to the principles governing recognition of states which would enable for example. Texas to insist on only recognizing Formosa while the rest of the United States recognized the peoples' Republic of China, or the Ukraine adopting one policy with regard to Berlin and the German question while the rest of the Soviet Union adopted another. or the province of Yunnan adopting one policy in south-east Asia while the rest of the people's Republic of China adopted another.

The Salient Point

The salient point emerges about India's role in the East Pakistan crisis that India, officially and unofficially, openly and secretly, at central and regional level, has shown a complete disregard for the laws and rules governing peaceful relations between states at precisely that stage in world history when intervention in whatever form has shown itself to be a Frankenstein that once unleashed is not easily controlled and has for this reason, become the subject of increasing concern and anxiety. Virtually every one of the rules established by the international cases, charters and declarations cited earlier can be shown to have been violated by India during these past months.

If it can be said the nevertheless Indian's conduct falls within the category of hostile actions "short of war" this is entirely because of the restraint exercised by Pakistan.

Serious Setback to International Law

Precisely for this reason, world silence about Indian intervention is a serious setback to the cause of international law, order and peace because India's ability to have acted as she has, without incurring world censure or sanctions, can only encourage other governments to attempt the same methods in disputes with their neighbors, or when their neighbors are engaged in internal problems, or when the moment appears propitious for satisfying territorial claims against one's neighbor.

It bears repeating that many states have their Katangas and not all states exposed to this type of indirect aggression will exercise the restraint shown by Pakistan, in the face of the impetuous and unrestrained Indian intervention.

In the case of Biafra it was nearly a year before any state recognized the secessionists who had under their control by that time and for a lengthy continuous period, a clearly definable territory. Even Hitler and Mussolini, never renowned as upholders of International Law waited until over one-third of Spain was under Nationalist control before beginning to supply arms on the 26th July, 1936.

All this is unfortunate enough for the world community as a whole but the supreme irony is that India itself, polyglot and heterogeneous as it is, may well prove to be one of the biggest sufferers from any breakdown of international law in this matter.

Given all this and the rapidity with which the potential Katanga in East Pakistan has been controlled, the question arises as to why the Indian leadership should have rushed in, throwing caution to the winds and ignoring the consequences of its actions in International Law and for the cause of International peace as well as of course its own internal Indian stability.

IV. POLITICAL IMPLICATIONS OF INDIA'S ACTIONS

This brings us to the political implications of India's role in the recent Pakistan crisis.

One of the major points of difference between Pakistan and India since 1947 has centered around Pakistan's repeated assertion that India has never reconciled itself to the 1947 partition of the subcontinent.

The Indian reply to this (which unfortunately has found some gullible listeners in different parts of the world) is that India has accepted as final the reality of Pakistan and that Pakistan's accusations to the contrary are the more product of a persecution complex.

But the events of the last few months have shown once again the truth of Pakistan's accusations and revealed more clearly than ever India's objectives with regard to Pakistan. Apart from the reference to supposed ties of tradition and culture which "bind" (mark the world ‘bind’) the people of the subcontinent, contained in India's Parliamentary resolution of March 31st quoted earlier India's attitude to Pakistan's internal crisis is well illustrated by the speech before the Indian Council of World Affairs in Delhi delivered at about the same time by Mr. Subramanian, Director of the Indian Institute for Defense Studies, an organisation whose object is to advise the Indian military authorities in their long range planning.

Mr. Subramanian stated. "What India must realize is the fact that the break-up of Pakistan is in our interest and we have an opportunity the like of which will never come again."

Anyone wishing to be accurately and objectively informed about India's policies towards Pakistan has to take these factors into account in unraveling the tangled story of Indo-Pakistan relations from the beginning of the Kashmir dispute down to today.

India's conduct in the recent crisis in East Pakistan provide dramatic and conclusive evidence about Indian's incurable obsession to destroy Pakistan and establish a greater Hindu India-Akhand Bharat-in which the first stage was to be the encouraging and assisting of a puppet secessionist regime in East Pakistan, to be absorbed by India at its convenience

A great deal of long-range planning had gone into this by such people as Mr. Subrarnaniam and in the early week of 1971, the process moved from planning to execution. A propaganda barrage and the encouraging of subversion brought forth the series of protest notes of the Pakistan Government in early March.

Indian Calculations

The breakdown of lawful authority and the emergence of mob-rule in the streets was followed by the pronouncement of India's leaders and parties-all calculated to disrupt communications and make it impossible normal government to be restored: to create bad blood between Bengali and non-Bengali; to intimidate into acquiescence the silent majority of Jaw abiding Pakistani citizens of the East Wing

The Indian leadership appears to have calculated that success was within their grasp and that the last minute decision of the Pakistan army to restore normal authority was bound to fail. As a result the crescendo of India's efforts continued to rise in late March and well into April. The Indian Radio and Press contained long accounts of the victorious Exploits of the secessionist military forces, of the rout of Pakistan forces and hair-raising accounts of what was going on.

In this, it is a matter of the deepest regrets that there were foreign newspapers quick to accept as gospel truth the Indian version of events.

Meantime, Pakistan's efforts were concentrated on restoring conditions of normalcy as early as possible, ensuring that the economic life of the province was not brought to a suicidal standstill, and in thwarting the attempts of the retreating secessionists and interventionists to leave behind them a"scorched earth" and desolation.

By late April, it must have become clear to the Indian authorities that the attempt to undo Pakistan had failed, because their radio and press took on a new line. The gloating accounts of how the West Pakistan "imperialists and, colonialists and oppressors" had been utterly routed and humbled were now replaced by tearful accounts of the sufferings of refugees and of starvation.

There can be no doubt that there has been human suffering during the last few months in East Pakistan.

The question to be answered, however, is how did this take place and who caused it, and there can be little doubt that it is a direct result of India's continuing interventionist

role in encouraging, assisting initiation and at times executing acts of rebellion and sabotage which have amongst other things made the movement of food-grains from places of storage in East Pakistan to places where it is needed so filled with obstacles and - difficulties.

This food shortage in itself would have been sufficient to cause movements of people seeking to escape starvation, but panic-stricken flight was also the result of Indian radio accounts of what was going on against which the efforts of the Pakistan radio were only partly successful in reassuring all citizens, Muslim and Hindu, of East Pakistan that normal conditions were returning and that the authorities were sparing no effort in this regard.

It might be held by an impartial outside observer that the truth about the responsibility for the refugees is next to impossible to ascertain. But sometimes the truth of facts can be deduced with almost near-certainty by a study of the motives and past conduct of the parties.

Clearly the Pakistan authorities have everything to gain by the restoration of normal, peaceful life in East Pakistan as possible. On the other hand, the past conduct of India during the last few months shows once again that India considers that a breakdown of central authority in East Pakistan suits her long range objectives.

V. INDIAS ACTIONS-A THREAT TO
SOUTH ASIAN STABILITY

Indeed, it is precisely India's long-range objectives that threaten the stability of the re south Asian region (and perhaps of much else).

The delusion that Pakistan's creation can be undone continues to dominate all long-range Indian planning, whether it concerns the Kashmir dispute, the construction of the Farakka Barrage. the periodical pogroms of Muslims in India, the attempt to isolate the two wings by banning over-flights; the endless succession of pin-pricks and provocations, large and small and now the intervention in East Pakistan regardless of all canons of international law and conduct, and its repercussions.

Is it too much to hope that India can be made to realize that Pakistan has come to stay?-that it is only by the two countries living as neighbors, on terms of independent equality and mutual respect, that an enduring peace can be found?

The only convincing evidence of this will be a new approach by India to the long standing disputes between the two countries-no longer looking at these problems as weapons in the struggle to eventually undo Pakistan and reabsorb it stage by stage and piece by piece, but instead looking at these problems as problems that must be equitably solved on a permanent basis in the best interests of both countries and recognizing these

problems for what they really are namely intolerable obstacles to understanding and peace and, of course, to stability.

For it is in the threat to stability that the greatest danger lies-for India as much as for anyone else.

Produced by

The Department of Film & publications

Government of Pakistan

June. 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৫। পুর্ব পাকিস্তানের সংকটে ভারতের ভূমিকা	সরকারী প্রচার পুস্তিকা	জুন, ১৯৭১

EAST PAKISTAN DOCUMENTATION SERIES
INDIAN'S ROLE
IN EAST PAKISTAN CRISIS

Sheikh Mujibur Rahman was fighting India's war: this frank and forthright admission came from the General Secretary of the West Bengal unit of the All India Congress Committee in New Delhi on 4 April 1971, when the fact could on longer be concealed that India was directly involved in the armed rebellion by secessionist elements in the eastern province of Pakistan in March-April 1971.

The rebellion was quickly put to an end by the fast-moving Pakistan Army units within a few days. And now that life is fast returning to normal in the cities as well as in the villages of East Pakistan, it is possible to discern the nature of this rebellion, its principal instruments and their modus operandi'.

For one thing it is evident that the 'war' for which the Indian leader so brazen facedly claimed public credit, was unmistakably India's own. It was not only Indian armaments and armed infiltrators which were at that back of it, but also it was the Indian news media, led by the State-controlled All India Radio, which waged the War even before the rebels knew about it, and which continued to fight imaginary battles in imaginary lands long after the rebellion had been put down and the secessionists had either surrendered or retreated across the border, to their Indian sanctuaries.

How deep and long-term have been India's plans for subversion in Pakistan is by now well-known. As the British daily 'Yorkshire post' noted on 1 April 1971: "India's attempts at subversion in Pakistan, of sponsoring a fifth column in East Pakistan, and her machinations to undo Pakistan itself have a longer history behind them. They started from the very day in 1947 when Pakistan was created. Since that day Indians have, never reconciled themselves to the fact of Pakistan, and have employed every device to cripple this state

"India can see only good in the dismemberment or enfeeblement of its chief antagonist," wrote David Loshak in the London Daily Telegraph, adding that "It is this rather than concern for the fact of innocent people, that lies behind Indian's propaganda war on behalf of Bangladesh." Another noted British commentator on contemporary Asian Affairs, Michael Edwards, in a discussion broadcast by BBC on I April 1971, in its "World Today" programme, said that: "Enthusiasm among political parties and groups in West Bengal to outbid each other in issuing statements and organizing demonstrations in support of the trouble makers in East Pakistan should be viewed in this context. The

move in West Bengal for its unification with East Pakistan was thus motivated by political and economic considerations. By undoing the partition, the West Bengal leaders hoped to impose their dominance over East Pakistan and restore the source of raw material for its factories."

Analyzing India's motives one of the leading Papers of East Pakistan the Pakistan Observer, noted that Apart from India's political desire to see Pakistan weak and eventually disrupted, she was also economically motivated to try to capture East Pakistan. In the world's jute market, she has been facing tough competition from the jute industry of East Pakistan. Many of the jute mills in Calcutta which were established with the income of jute of East Pakistan and were being fed on East Pakistan's jute, had to close down after the creation of Pakistan because of the loss of the jute of this province East Pakistan, before partition served as the hinterland for Calcutta port. Since the partition, East Pakistan has come to have its own jute industry. Indian's eyes are on the jute of East Pakistan. This economic motive, plus her political hostility towards Pakistan went into her planning, to separate the East Wing from Pakistan. In pursuance of this plan, she began sending arms and men into East Pakistan for an armed uprising. It is now clear that she had been conspiring for quite some time with certain anti-state elements in East Pakistan, supplying the latter with necessary arms and money to set up a clandestine organisation to take over East Pakistan by force."

Mujib's Involvement with Agartala Conspiracy

Indeed direct evidence of India's collusion with anti-state elements came to light when the Agartala Conspiracy was unearthed in 1967 and several witnesses testified to Mujib's involvement with this Conspiracy as early as September 1964. It was then that the conspirators' group was joined by Sheikh Mujibur Rahman at a meeting convene in Karachi "to form a revolutionary organisation for separating East Pakistan from the rest of the country".

The main plan of action of Agartala Conspiracy was to capture the armories of military units so as to paralyze them. The action was to be carried out on commando style and surprise was to compensate for the lack of manpower. In pursuance of these objectives, a meeting was arranged between the representatives of the secessionist conspirators who had to conduct the operations in Pakistan with the representatives of India who were to supply arms and ammunition. This meeting took place at Agartala in India on 12 July 1967.

When the conspirators were actually arrested in December 1967, one of them revealed that, apart from arms and financial aid promised by India for organizing an armed revolt in East Pakistan, India had told them that on the "D-Day" the Government of India will block the air and sea routes linking East Pakistan with West Pakistan.

Threat Followed By Big Arms Build-up

That was four years ago. But India did carry out threat in February 1971, when the obviously pre-planned hijacking and blowing up of an Indian aircraft on the soil of Pakistan by two hijackers from Indian-held Kashmir was made an excuse for banning

over-flights of Pakistani civil aircraft across the Indian territory between West and East Pakistan.

It was about this time (February 1971) that a sizeable strength of the Indian Army was concentrated in the province of West Bengal ostensible for internal security duties in connection with the elections. Instead of normalizing the position after the elections were over; additional army formations were moved by India towards the East Pakistan borders in the latter half of March 1971, supported by mountain and Para brigades, fighter bombers and air transport units.

Simultaneously, in order to support anti-state elements in East Pakistan, Indian troops in civilian clothes were moved closer to the East Pakistan frontiers from many directions. Jet fighters and transport aircraft were moved to airfields in the border areas and six of these nearest to West Pakistan were put on war alert.

Not content with massing a force of over five divisions in West Bengal, the India authorities also moved additional battalions of the Border Security Force besides those already deployed around East Pakistan, thus concentrating about twenty five battalions in the border areas. To enable these battalions to infiltrate into East Pakistan to assist the rebels and secessionist elements, BSF markings had been removed and jeeps and other vehicles had been re-painted in civilian colors. Later, additional Border Security troops were flown from Delhi all BSF courses were cancelled, and the leave of police personnel was held in abeyance.

To make a stronger impact of their action in canceling over-flights of all Pakistani aircrafts over Indian Territory, Indian adventurism extended its tentacles to the high seas also in their effort to interrupt transportation and supplies to East Pakistan. On 2 April 71, Indian warships harassed Pakistani vessel Ocean Endurance. They encountered it 70 miles west of the Indian naval base of Dwarka. The vessel had to return to Karachi to avoid its pursuers. Three days later, they also harassed the Safina-i-Arab which was heading for Chittagong. A new unit of ground-to air missiles operating on India's southern tip began practice firing to as far as 123 miles from the Indian coast, thus forcing Pakistan's civilian aircraft to fly even further south.

The Indian Air Force, too, showed signs of definite activity indicating preparations for possible operations. Besides Hunter fighters and additional transport aircraft deployed on the eastern side of East Pakistan operational bases of the Indian Air Force along the western ad northern borders of East Pakistan were put on a higher state of combat readiness. Some maritime 'recce' aircraft were positioned at Barrackpore (near Calcutta) for surveillance of Pakistan's ship movements in the Bay of Bengal. Extensive photo 'recce' was carried out in border areas of East Pakistan.

Infiltration of BSF Personnel into East Pakistan

With the active backing of the Indian Army, BSF personnel started making frantic efforts to infiltrate into East Pakistan. To facilitate their operations, improvement of communication and transportation system leading into East Pakistan received the attention of the Indian authorities. They also started sending arms and ammunition by

clandestine means to the secessionists. A large number of rifles bearing the marking of the Rifle Factory Ishapur have been captured, besides stocks of ammunition having Kirkee Factory markings.

It has been established that Nos. 76, 81, 83,101, 103, and 104 Border Security Force battalions had been engaged in operations in East Pakistan. Later information showed that two more battalions were pushed into action; 73 BSF battalion in Mokhilganj area (Conch Bihar), No. 77 BSF battalion in area west of Dinajpur and 18 BSF in Bangaon, west of Jessore. Senior Army commanders were directing the operations. One of them was the commander of 61 Mountain Bridge and has recently been positioned at Dimagiri, 25 miles north-east of Rangamati. East Pakistan.

The establishment of several "refugee camps" near the East Pakistan borders has been a clever move by the Indians to operate under cover of providing relief to the so-called "refugees from East Bengal." A number of these camps are being used as bases for launching infiltrators and for dispatching arms and supplies to anti-state element in East Pakistan. It may be added in this context that on the pretext of maintaining these refugee camps funds are being collected at several places in India besides stores end supplies, and military training is being imparted at these camps.

Documentary Evidence

"If any proof, documentary or otherwise, of the Indian interference in Pakistan's internal affairs is to be required, Rajshahi has it in abandon)" reported an APP correspondent, Yawar Altaf, giving first-hand account of what he saw in Rajshahi. Here are extracts from his dispatch published in several papers.

"The army has a heap of captured Indian arms and ammunition. A noteworthy weapon which was shown by the local army commander to me was a heavy machine gun with Czech markings. Czech arms are in use by the Indian Army and Pakistan Army never had any. It was captured from in infiltrator in Nawabganj area".

"I also saw a document in possession of the Army officers which proves more than the armed Indian intervention in Pakistan's internal affairs. It is a document which also proves that the Indians were in league with certain sections of the separatist Awami League in fulfilling their unholy machinations vis-a-vis Pakistan. The document is a secret letter addressed to an anti-State person by a local:

Awami League leader for a meeting with an Indian across the border to discuss supply of heavy arms. It is handwritten by one Dr. Bachachu, of Rajshahi town, to one Kasem Sahib, living in Nawabganj, which is about 13 miles across the Indian border, in Murshidahad district.

"Reading the contents of the letter, a person with even a modicum of intelligence can tell that India had its men in the ranks of the Awami League."

"The contents, which would serve as an eye-opener to the foreign world, are as follows".

'Urgent... Kasem Sahib... One representative from other part (non-official) came here and informed that somebody will meet with you or Captain Sahib with us for urgent discussions regarding supply of heavy arms. I have given him time that you and myself will reach Mohodipur at 12 a. m. tomorrow. This is non-official arms help to us. So please reach here by night'.

Dr. Bachachu

N.B. Dr Mantu today again went to other part,

"The letter was recovered from the house of the addressee, one Mr. Kasem. Dated 8 April, 1971, it is written on printed writing pad of "Purbo Pak Awami League, Nawab Ganj, District Rajshahi On its left flank is printed the names of President and General Secretary of the Nawabganj Awami League. President's name is given as Alhaj Raisuddin. Ahmed MNA, and Secretarys as Dr. A.M. Misbah-ul-Haque, MPA.

"Included among the civilians who testify to armed Indian infiltration are: Mr. Akhtar Ahad, a politician who advocates separate province for North Bengal, Mr. Marghub Murshed, Additional Deputy Commissioner and son of former Chief Justice of East Pakistan, Mrs. Husan Ara Rashid, wife of Deputy Commissioner, Rajshahi, and Mr. Mohammad Saifullah, Regional Director, Rajshahi Station of Radio Pakistan. I met all these persons individually, plus many more in the area".

Firing Squad Men spoke Central Indian Dialect

"Mr. Akhtar Ahad would not have been alive today but for the -are shrewdness he managed to pluck in a deadly situation. He and four others were hounded out by Awami Leaguers and handed over to army men whose uniform; Mr. Akhtar said, was unmistakably Indian.They carried Tommy guns and wore camouflage steel helmets.

"The Indian army-men who spoke Central Indian dialect formed themselves into a firing squad and made the five victims sit in an open plot near the New Market".

"The five were asked to bow their heads. Akhtar Ahad said he knew death was knocking but could not help it. Suddenly, he heard the Indians fire tommy-gun shots and he along with four others fell flat".

"Mr. Akhtar instantly felt he was alive but pretended to be dead. Then the firing squad men were heard saying their time had run out and left the place after about seven minutes, leaving them there. When they had gone he saw that his en tire jaw and right were profusely bleeding. When I went to see him at one of his friend's house, I found him sitting in a chair with bandaged jaw and thigh. He told me he was out of danger but was extremely worried about one of his sisters in Kushtia, whose whereabouts were not known to him.

Troops in Olive Green Uniforms

"Mr. Marghub Murshed and Mrs. Rashid gave me almost identical eye witness accounts because when the Indian army men came to the D. C's house they were in the same house, since Mr. Rashidul Hasan was out of town on an official assignment, and

Mrs. Rashid had given refuge to a number of persons. When they twice raided the house, both Mr. Marghub and Mrs. Rashid saw two Indian soldiers in olive green uniform (which is Indian army's official uniform) backing them up. On her part Mrs. Hasan showed tremendous courage by refusing to surrender innocent people to armed miscreants who wanted to kill them".

"The miscreants also disclosed to her that her husband had been abducted by them and that if she parted with the 16 persons to whom she was giving shelter her husband would be set free".

"But she said if they wanted to take the 16 persons to shoot them they better kill her first".

Three Radio Engineers Brought from India

"Mr. Saifullah told me that when the radio transmitter went dead, the Indian Army brought three radio engineers from India to set it right in preparation for use on possible take-over of the town. The engineers located the defect which was due to absence of crystal, an essential part of transmitter".

"The Indian engineers brought their own crystal from Calcutta but it did not fit in, and as they were trying another replacement the Pakistan Army secured the town, forcing them to flee. Mr. Saifullah said that during an unguarded moment. One of the engineers gave his name as Shakti Dev of the AIR".

"During my visit to The Rajshahi railway station, three Watch and Ward officials showed me some places which according to them, the Sikh soldiers of the Indian Army had occupied for sometime in a bid to take over the station".

"Some officers of the district administration told me that the Indian Army troops had even brought with them some medical doctors one of them being a lady doctor"

"From the accounts gathered from different responsible quarters I worked out that in all between 4,000 and 5,000 armed Indian infiltrator had visited Rajshahi to help the rebels and secessionists."

Rebels Establish link With Calcutta

Concrete evidence of India's role from the very beginning of the East Pakistan crisis is now available through Indian as well as foreign news media.

In fact as early as 29 March 1971, an Indian correspondent confirmed in a report from Calcutta that the rebels (the so- called 'Liberation forces) had established links with India. The correspondent, according to the daily Indian Express Bombay, "quoted the commander of Sheikh Mujibur Rahman's Liberation force in Kushtia as saying that immediately after the two units of the alien Army were either killed or withdrawn from Kushtia, bordering Nadia district, the local commander, who preferred to remain unnamed, established a telephone link with Calcutta. He first spoke to Mr. Ajoy Mukherjee, who will be heading the new West Bengal Government later in the week, and

then to some of the press correspondents. The commander conveyed the greetings of Bangladesh to the people of India and urged Mr. Mukherjee to send medical relief".

The very next day (30 March) the State Finance Minister of the Indian Punjab, Mr. Balwant Singh, in open disregard of India's own laws which prohibit the advocacy of secession in any manner, lent public support to secessionists in Pakistan and called for the recognition of the non-existent government of "Bangladesh." The Chief Minister of the Indian State of Kerala, Mr. Achutta Menon expressed similar sentiments, followed by formal resolutions in support of Bangladesh' passed by several Indian State Assemblies, including those of Tamil Nadu, Bihar West Bengal, Assam, Kerala, Rajsthan, Uttar Pradesh. Gujrat and Tripura. The Deputy Chief Minister of West Bengal went so far as to announce recognition of Bangladesh' in anticipation of Indian Central Government's decision.

Meanwhile a resolution was moved by the Indian Prime Minister herself on the situation in East Pakistan and passed by both Houses of Indian Parliament, which was openly an outrageous and hostile act against Pakistan. The resolution expressed "profound sympathy and solidarity with people of East Bengal" as she preferred to called East Pakistan and assured them (the secessionists) that their struggle will receive the whole hearted sympathies and support of the people of India.

Speaking on the resolution, Indian Foreign Minister Swaran Singh rejected Pakistan's stand that the crisis in East Pakistan was an internal affair of Pakistan. This statement *belied their own previous stand* which they took on President Yahya's earlier speech of 1 March. Indian reaction to the President's speech was reported by All India Radio on 2 March in these words: "An official spokesman of the External Affairs Ministry said in New Delhi that India regards the developments in Pakistan as purely an internal affair of that country. We have no desire to interfere or got involved in their domestic affairs". This myth of India's neutrality was soon exploded, and India came out in her true colors.

The same day when the Indian Prime Minister's resolution was adopted by the Indian Parliament. Reuter reported that "the people of West Bengal observed' a total strike to express 'solidarity' with East Bengalis (East Pakistanis). The most prominent slogan heard in Calcutta was *;9ipar Bangla, Opar Bangla, Dooye Miley Soonar Bangla'* (This side Bengal. That side Bengal, Both together golden Bengal)".

Supply of Arms to Rebels by India

In response to the Indian Prime Minister's appeal of 4 April for raising funds to help Mujib, Government-backed committees were soon set up all over India. They started collecting contributions for providing financial and material assistance to secessionists in East Pakistan. In Bihar State, Chief Minister Karpuri Thakur announced that his government would contribute Rs. 25 lakhs (Rs. 2.5 million) towards this fund, and several organizations started collecting funds. On 6 April 1971, the *Indian Nation,* Bombay, quoted Chief Minister Thakur as reaffirming "his determination to lend best possible help including supply of arms and ammunition to the liberation forces of Bangladesh". Mr. Thakur added: "Whatever the consequences may follow, I am firm on

the point of supply of arms and ammunition to the Bangladesh."

These funds were raised to purchase arms for the 'liberation forces' of Mujib and to send armed infiltrators into East Pakistan. A number of Indian newspapers including the *Statesman* reported that the Indian Prime Minister, when asked whether there was any machinery to carry these supplies to East Pakistan, said on 5 April that "She could not say anything about it publicly as it was a very serious matter. However, she supported the drive for raising funds". The same day, the Chief Secretary of Tripura was reported to have told the press that "11 entry points and 9 camps on the borders" had been opened for receiving "refugees" from East Pakistan.

In many cases these camps have served as cover to organise infiltration of personnel and smuggling of arms into East Pakistan. This has been testified to by a number of foreign correspondents based in India.

Foreign Correspondents' Testimony

The flow of Indian arms to rebel elements in East Pakistan has also been reported extensively by several foreign reporters. Columbia Broadcasting Service correspondent, Earnest Weather all, reported from New Delhi on March 31: "All indications are that Mujib and his outlawed Awami League had carefully advance-planned military campaign. The first target of this 'liberation' army was to be Chittagong, East Pakistan's only deep water port. Once the port was destroyed, President (Yahya Khan) would have difficulty in supplying his troops in East Pakistan. The next stage was the capture of Dacca and to prevent its use as the main base for Pakistan Army operations. It is believed that Mujib received supplies from outside sources for long period and these were hidden till the crunch came from Yahya (on March 26, 1971). Many Western diplomats in New Delhi feel these weapons could only have come from India".

It was against such armed insurgents infiltrators that the Pakistan Army had moved, and not against what the Indian Press and Radio wants the world to believe as being "innocent unarmed civilians".

On 3 April 1971, Donald Seaman, correspondent of the Daily Express London, reported from Calcutta that "flow of arms goes on in secret". The Times and the Guardian made similar revelations. Reporting from the 24-Parganas district of West Bengal, the London Times correspondent, Peter Hazelhurst, reported in a frontpage despatch that bombs and guns "poured across the frontier" into East Pakistan and West Bengal guerillas were in evidence "near Benapole border post in East Bengal". In a report sent from the Indian border near Jessore, correspondent Martin Woollacott of the Guardian disclosed that he met a West Bengal lawyer and a businessman who had "taken orders for petrol, dynamite bombs and guns".

Radio Australia also referred to the flow of arms in East Pakistan. Quoting its New Delhi correspondent on 17 April, the Radio said that "in some areas of Indian territory, Western correspondents had seen supplies of various types including arms and weapons moving into East Pakistan". Referring to the capture by the Pakistan Armed Forces of two Indian Border Security Forces who had confessed that they were engaged in

subversive activities in East Pakistan, the Radio confirmed that "in the circumstances it was inevitable that Indian troops might have fallen into the hands of the Pakistan Army".

The French news agency, AFP, reported on 18 April from the Indo-Pakistan border that a French TV team had actually filmed Indian ammunition which arrived at the "new headquarters of East Bengal liberation army near Meherpur. Members of this TV team also secretly filmed Bengali troops at Indian camp just 100 yards from the frontier".

When it became clear that all pockets of insurgency had been eliminated in East Pakistan, the Indian Army began preparing the rebels for launching a 'counter attack'. This was reported by AFP correspondent Brian May who said in a dispatch on 21 April that the soldiers of the 'liberation army at Batai were loading arms and ammunition under the supervision of the Indian officers "who stopped me from going near, but I saw at least a dozen machine guns lined up. The demoralized insurgents who sought refuge in Indian territory were examining their armament with great joy. The Indian Officers refused to give any information but it is clear that the Indian Army is giving all aid to the insurgents for launching a counter attack."

A week later, on 27 April, the British daily Scotsman quoted an Associated Press Correspondent as reporting that during his visit to the border he "encountered a truck loaded with at least 50,000 rifles, together with light and heavy machine guns". The correspondent also reported that an Indian agent traveling with the truck told him that the load formed part of a secret consignment of rifles, grenades, and ammunition supplied by India to aid the rebels in East Pakistan, and that an Indian Army Major was instructing the rebels in the use of these weapons supplied by India. About the same time, AFP confirmed in a New Delhi dispatch of 28 April that" 10,000 ex-servicemen are being organized to fight in East Pakistan",

Bangladesh Government in Calcutta

Foreign correspondents reporting from India also gave a lie to the Indian propaganda about the installation of the so-called Provisional Government of Bangladesh somewhere in East Pakistan. In a dispatch from Calcutta published by the *Guardian*, London, on 14 April 1971, its correspondent Martin Woollcott described as 'fiction'. Indian Press reports that the members of the Provisional Government were some where in Bangladesh', and confirmed that all of them were in Calcutta where they had been housed in the State Guest House. The correspondent said that the Indians had helped these people in "stage-managing" what he called "the proclamation of independence last Friday by providing chairs and other furniture, and also the Indian troops in civilian clothes to police the ceremony."

On 15 April 1971, *The Times*, London reported that "The days of the Republic of Bangladesh in the form it has existed for the last three weeks are numbered. The rebel Government of which Mr. Tajuddin Ahmed is named as Prime Minister supposedly has its headquarters at Chuadanga in Kushtia district close to Indian border. There is no evidence however, that any members of the new Government are actually in Chuadanga". The very next day, on 16 April, Columbia Broadcasting Corporation of New York

confirmed that "The rebel resistance in East Pakistan is almost over and the leaders of the Provisional Government were now in India".

Two days later, on 18 April 1971, the *New York Times* carried an Associated Press dispatch from Indian town of Baidya Nath Tala which said that "the Indian authorities played a major part in the ceremony of the formal proclamation of Bangladesh, half a mile from the Indian border and on 20 April the French daily *Le Monde*, Paris testified that "The Provisional Government of Bangladesh was proclaimed under a mango tree one mile from the Indian border, but this was done for the benefit of the foreign press to emphasize that it existed on East Pakistan's territory, although the Government was formed in Calcutta".

Recruitment and Training Camps for Insurgents

India is also continuing its game of recruiting and training insurgents for creating trouble in East Pakistan. This was reported on 18 June 1971 by the correspondent of *The Times*, London, who visited one of the recruiting centres. He said that the officer in charge claimed all the training centers of the so-called "Bangladesh" army were located "somewhere in Bangladesh", but when the correspondent wanted to know the exact location of these camps inside East Pakistan he was brushed off with the reply "It is a military secret". The correspondent added: "There were probably about 100 such sites in Indian West Bengal". The correspondent also reported that the recruiting office was set up in a premise which "outwardly was supposed to be an office for the registration of refugees", and added, "people who were brought in for recruitment were also warned that once they had joined the Mukti Fouj' (liberation army), they could not leave. If they tried to defect, they would be shot".

Earlier, the *Gurdian,* London had carried a despatch from its correspondent confirming that the Indians were openly sheltering "groups of armed insurgents consisting of deserters of East Pakistan Rifles, militiamen and irregulars who crossed over the borders in recent days". The correspondent said he saw at one border-crossing point "armed riflemen in a tented camp around the Indian Border Security Forces' position".

On 14 May, the *Nigerian Tribune*, Lagos said that "India had set up six "relief posts' along the East Pakistan-India borders where Indian infiltrators and ammunitions were being passed into East Pakistan to be used against the Pakistan Armed forces. I-Jia then began to mount publicity campaign to give the disturbances in Pakistan an international outlook".

India Poised for Armed Conflict

On 20 May, *The Times,* London published despatch from its correspondent Mr. Peter Hazelhurst, reporting substantial Indian troop movements along the Pakistan border. "Most of the troops have been billeted at the large Army centre at Barrackpore, 15 miles north of Calcutta, and about 30 miles from the border ", said the correspondent and added: "There are also signs that a large detachment of Indian Army troops have been stationed in Agartala, on the eastern border of East Pakistan".

Four days later, on 24 May, *The Times* correspondent confirmed in a despatch from Calcutta that "A full battery of anti-aircraft was moved on to the eastern perimeter of the airport yesterday morning. The gunners were soon aligning their radar sets and setting guns in an easterly direction. This would indicate that the Indian Government is preparing itself for something more than a limiied border conflict". The correspondent further reported that "At least three regiment- from northern India, the Punjab Regiment, the Rajputs, and the Maratha Light Infantry, are in the vanguard on the Jessore front. Recoilless anti-tank guns, mounted on jeeps have moved up to within 50 yards of the border, and Sikhs and Rajputs were seen within hundred yards of the frontier constructing fortifications dugouts along the disused railway line connecting India and East Bengal".

Violation of Pakistan's Borders

Having plotted armed subversion through secessionist elements in East Pakistan and failed, India is now poised for resorting to a military solution. As early as May 1971, foreign press correspondents started reporting violation by India of the five-mile border zone. "It seems as if the situation on the border is moving ineluctably towards a confrontation", reported the London Tinies on 2 May 1971. Reports have since been received that India has actually violated Pakistan's border at several points during the last few weeks, the latest incident being on 19 June 1971, when Indian soldiers trespassed into Sylhet district of East Pakistan. A Pakistan patrol party, while on a normal patrolling mission encountered the Indian soldiers in green uniform in the Lathitilla area. Simultaneously, the Pakistani patrol party was subjected to intense mortar fire from across this border in support of the Indian soldiers.

The same day (19 June) an Indian Border Security Force patrol also intruded into Pakistan territory in Manikpur area, in Jessore district and opened fire. When the Pakistan troops returned the fire, Indians withdrew hurriedly across the border.

The Indians have also been continuing unprovoked firing into East Pakistan from across the border. On June 19, they fired three-inch mortar shells on the Pakistani border outpost at Baikari, in Khulna, district. Similarly Pakistan's border outposts at Katlamari and Jaipur, in Sylhet district were subjected to light machine-gun and small arms fire, the same day. Earlier, on June 18, the Pakistani border outpost at Benapole, in Jessore district was shelled by the Indians with heavy mortars.

Pakistan has drawn the attention of the Big Powers to India's growing military involvement in East Pakistan which is posing a grave threat to peace in the subcontinent. This followed the intensification of Indian military actions against East Pakistan in recent weeks. Almost every day, Indian guns and small arms have been firing across the border and Indian forces have been infiltrating into Pakistan territory. What is more, Indian leaders and the ruling Congress have now openly started advocating the use of force in support of "Bangladesh".

Pakistan has, of course, been sending protest notes to India and two were lodged on 21 and 22 June, 1971 listing the following incidents:

(i) On June 16, Indian armed personnel machine-gunned and shelled with 3-inch

mortars, Pakistani areas (QT 7542) and (QT 7642) near Benapole in district Jessore without any provocation.

(ii) On June 17, Indian BSF personnel unlawfully trespassed into Pakistan territory and killed two civilians of village Phudimari (RF 6898) in district Mymensingh.

(iii) On June 17, BOP Kamalpur (QE 8512) in district Mymensingh was subjected to unprovoked firing by small arms and mortars from 0530 hours to 0600 hours and again from 1140 hours to 1200 hours. Due to this incident 2 persons were killed and four wounded.

(iv) On June 17, a Pakistan patrol party was fired upon near Benapole in district Jessore.

(v) On the night between the 17th and 18th June BOP Kamalpur (QE 8512) in Mymensingh district was once again subjected to unprovoked heavy mortar shelling and small arms fire by the Indian army.

(vi) On June 18, (RR 3499) in Comilla district was fired upon by mortars and small arms fire by the Indian armed personnel. As a result of this incident four persons received serious wounds.

(vii) On June 18, Saldanadi area (RM 2818) in district Comilla, Benapole and Maslia area (QT 8665) in district Jessore and Chatalpur area (RH 1703) in Sylhet district, East Pakistan, were subjected, to shelling by field artillery, mortars and small arms fire by the Indian army without any provocation.

(viii) On June 18, Indian armed personnel also fired 100 rounds of 3-inch mortars on BOP Kishoriganj (QD 3158) in Dinajpur district. India has, however, paid no heed and has gone on with its blatant intervention in Pakistan's internal affairs and territory.

India’s Real Aim’

What is India's real aim? On 2 April 1971, an Indian paper Free Press Journal said "Our (India's) actions must be consciously and intelligently directed to weakening Pakistan", adding that: "A Grateful East Bengal might also be willing permanently to recognise Indian sovereignty over Kashmir". Two days earlier, on 30 March 1971, the Bombay daily Indian Express had openly advocated India's armed interfernce in East Pakistan in these words: "It is a truly historic moment, and the time to act is now". And on 7 April 1971, the Director of the Indian Institute for Defence Studies, Mr. Subramaniam, in a reference to the India-backed armed rebellion in East Pakistan, had said that" *What India must realise is the ,fact that the breakup of Pakistan is in our interest and we have an opportunity he like of which will never come again".*

In a recent article published in the Indian daily Motherland on 15 June 1971, another Indian commentator, Subramaniam Swamy, argued that "the territorial integrity of Pakistan is none of our business. That is Pakistan's worry. All we should concern ourselves with is two questions: Is the break-up of Pakistan in our long term national

interest? If so, can we do something about it ?" And the commentator concluded that "the break-up of Pakistan is not only in our external security interests but also in our internal security interests. India should emerge as a super-power internationally and we have to nationally integrate our citizens for this role. *For this the dismemberment of Pakistan is an essential pre-condition ".*

Produced by Pakistan Publications

P.O. Box 183, Karachi, June, 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৬। শরণার্থী সমস্যার পাকিস্তানী ব্যাখ্যা	প্রচার পুস্তিকা-পকিস্তান দূতাবাস, ওয়াশিংটন	জুন,১৯৭১

FEDERAL INTERVENTION
IN PAKISTAN
THE REFUGEE PROBLEN

-Background report V

INTRODUCTION

India is threatening war with Pakistan. She is indulging in cynical exploitation of the refugee problem to impose on Pakistan a political settlement of her choice. She is dissuading and deterring the refugees from returning in order to claim a part of East Pakistan's territory on the pretext that it is required for resettling them as they will not return to East Pakistan unless a government under the secessionist leader; Sheikh Mujibur Rahman, is formed in that province. India is also threatening the international community with the consequences of not associating themselves her in making the above demand on President Yahya Khan.

Pakistan does not want war. President Yahya Khan has made several appeals to welcome the refugees back to Pakistan. His Government is making sincere efforts to rehabilitate them when they return, in cooperation with the U.N. Secretary - General and all the U.N. agencies, such as UNICEF, U.N, Refugee Organization, F.A.O., and so forth. President Yahya Khan is also working for an early political settlement of the problem in East Pakistan and announced once more on June 28 that he is preparing to transfer power to the elected representatives of the people within three or four months, or even sooner if the Commission appointed to frame an interim constitution completes its task.

The world community has an obligation to restrain India and to prevent the outbreak of war which, as the British Foreign Secretary recently said, may convert "a tragedy into a catastrophe."

I

REFUGEES: WHAT PAKISTAN HAS DONE

The Government of Pakistan is making intensive efforts to encourage the return of Pakistan citizens who left their country due to disturbed conditions. The Government has taken the following important steps in this direction:

- On May 21, the President of Pakistan appealed to all bonafide citizens to return to their homes.

-On May 24, the President renewed this appeal and offered to grant amnesty to those who were genuinely misled. He also held out an assurance that all returning refugees will be provided with relief, rehabilitation and full protection.

-On June 1, the establishment of 20 relief and rehabilitation centers on main routes from India was announced. These relief camps are providing aid and rehabilitation facilities to all purpose who are returning and full protection.

-On June 10, a general amnesty was declared by the Governor of East Pakistan who said that the amnesty was extended to all classes of people-students, laborers, businessmen, industrialists, civil servants, members of the armed forces and other law enforcement agencies, such as the police, who had defected, as well as political leaders and political workers.

-The United Nations High Commissioner for Refugees Prince Sadruddin Aga Khan, and a Special Representative of the U.N. Secretary General, Mr. Ismat Kitani, both visited Pakistan and were assured the fullest cooperation of the Government of Pakistan to organize the return and resettlement of the refugees.

-A representative of the U.N. Secretary General has reached East Pakistan and is operating from Dacca to coordinate the international relief effort in East Pakistan.

-On June 19, the President of Pakistan issued a fresh appeal, recalling his earlier appeals of May 21 and May 24, and specially asked members of the minority communities (Hindus) who had left to return to their homes and property. He assured them that they would be given full protection and every facility as they were equal citizens of Pakistan and there was no question of any discriminatory treatment based on race or religion. He appealed to members of the minority not to be misled by mischievous propaganda being conducted from outside Pakistan.

-On June 28, the President of Pakistan announced his plan to restore a civilian government under a new constitution within four months. The President indicated that the federal constitution will guarantee maximum provincial autonomy consistent with the national and territorial integrity of Pakistan as laid down in the Legal Frame Work Order under which the elections were held.

II.

INDIA EXPLOITS THE ISSUE

While Pakistan is making sincere efforts to welcome the refugees back and is fully cooperating with the representative of the U.N. Secretary General and the U.N. High Commissioner for Refugees, India is issuing repeated threats of war and is indulging in cynical exploitation of the refugee problem in an attempt to impose a political settlement of her own choice. She is even raising obstacles to prevent the return of the refugees, thus using these unfortunate human beings as pawns in her game of power politics.

According to a Reuters report from New Delhi on June 16, Mrs. Indira Gandhi, Prime Minister of India, was reported to have said in the Parliament that "India was concerned

with more than just the lives and welfare of the refugees." She dismissed any suggestion that President Yahya Khan could figure in an eventual East Pakistan settlement. Any political 'settlement must be arrived at with those people who are today being suppressed." she said, India would not acquiesce in a settlement that would mean the death of "Bangladesh" and the ending of democracy and of the people who are fighting for their rights.

The Prime Minister also said "we are not going to let the international community get away without bearing consequences of what is happening in "Bangladesh," whether they help in finding a settlement of the problem or not they will suffer from the consequences of event." She further said "we have no intention of allowing the refugees to settle down in India nor to let them go back to Bangladesh to be butchered."

On the same date, June 16, the U.N. High Commissioner for Refugees, Prince Sadruddin, who visited several refugee camps, told reporters that he found an improvement in the situation in East Pakistan and that he did not see %~-hy the refugees should not return.

While the U.N. High Commissioner for Refugees said he satisfied that the refugees in India could now return to East Pakistan, the Indian Prime Minister asserted that she would not allow the refugees to return till a political settlement of her choice was imposed in East Pakistan. She proclaimed that she would "not accept any settlement which means the death of "Bangladesh" and threatened the international community with "consequences." It is not understood under what rules of international law or practice the Prime Minister of India claims any such right.

India's Foreign Minister Sardar Swaran Singh declared at the National Press Club in Washington on June 17, "the basic problem is a political one," thus clarifying Mrs. Gandhi's remark that" India was concerned with more than just the lives and welfare of the refugees." He said that the six million refugees "do not trust the Pakistan Government's declaration of amnesty," and revealed the plan that" an area in Pakistan may have to be set aside for these temporary camps to be administered by refugees themselves under international supervision." Mr. Singh also advocated that the international community should suspend all aid to Pakistan and press for a political settlement with Sheikh Mujibur Rahman and warned that "we cannot sit idly by."

What India could not achieve through subversion she now wants to achieve through international pressure by threatening war.

The Indian leaders were disappointed, no doubt, at the failure of the secessionist revolt in East Pakistan to which they had given their full support including arms, ammunition and sending of infiltrators and saboteurs. After the collapse of the rebellion they helped the secessionists to set up the so called" Government of Bangladesh" in their Calcutta guest house on April 20, thus creating the fiction of a government without territory. Now they are engaged in trying to secure some territory for that so-called *government.*

A beginning has been made by giving military training to secessionist gueril las, provoking border incidents and imposing restriction on Pakistani diplomats in India. These measures have raised tension between the two countries. Next, stories are being circulated of impending guerilla warfare and fabricated charges of brutalities. No wonder that a sense of insecurity has been created among innocent people of the border districts. Thus began the exodus from East Pakistan.

India magnifies the problem to claim territory

It is interesting that on May 15, when it was announced that India had sent a protest note to Pakistan on the question of refugees, an Indian spokesman was reported by Reuters News Agency to have said in Calcutta that between *five to six million* would soon have crossed into India from Pakistan.

The Reuters News Agency report from both Calcutta and New Delhi quoted "informed sources as having said that the note might be a first step towards a claim by India that Pakistan should cede some territory to house he refugees." In other words, when India raised the refugee issue, they set the target of six million refugees to provide a pretext for claiming a slice of Pakistani territory to settle the projected "six million" refugees. By June 16, the official figure was raised to the projected six million, irrespective of the facts or reality.

According to the Reuters News Agency reports during the 12-day period preceding June 16, the flow of refugees was reduced to "a little more than a trickle," but the Indian figures were constantly mounting. On May 18, the figure given by the Indian Prime Minister *was over one million*. On May 24, he raised the figure to 3.5 million, but the daily inflow was stated to be 60,000 a day. It is difficult to understand how it could increase from one million to 3.5 million between May 18 and May 24 at the rate of 60,000 per day. On June 7, the Indian figure was raised to 4.7 million. On June 11, it was 5.5 million and on June 16 it reached the target of 6 million set on May 15.

On June 17. Sardar Swaran Singh publicly declared in Washington that "an area in Pakistan may have to be set aside for the refugee camps." The reason for wanting this Pakistani territory was disclosed by him in a statement before Parliament on May 25, when he said that the "government would not hesitate to recognize "Bangladesh," and that certain factors had to be taken into consideration, such as the "extent of territory controlled."

A press report from New Delhi by Mr. Daniel Peiris, published in the *Christian Science Monitor* on May 28, said that India was considering the following three courses of action:

"1. To recognise the Bangladesh provisional government in East Pakistan and send in trained refugee guerillas.

"2. To order the Indian Army to wage a 'limited war' to clear a 50-mile deep strip in East Bengal for the 3,500,000 refugees who have streamed into India.

"3. To give all-out military support to Bangladesh and help the provisional government to clear out the Pakistani army from the whole of East Bengal."

There are several other reports from different sources which confirm that India is pursuing all these courses of action in one form or another. She is giving military training to dissident elements now in India. She is staking a claim to a part of Pakistani territory, and she is repeatedly threatening war.

During the last few days fresh reports of Indian armed infiltration and repeated border firing have been received which give an indication that India is trying to provoke a limited or a total war in accordance with the threats being made by the Indian Prime Minister from time to time.

CONCLUSION

Pakistan does not want war.

On May 24, when asked by a correspondent whether after the threats of Mrs. Gandhi there was any possibility of war between India and Pakistan, the President of Pakistan replied: "I am not threatening her, I have not held out any threats; we have been telling them that war is not an answer and it does not solve anything. We have repeatedly told the world community that we do not want to fight a war with India."

Pakistan is working for a political settlement.

The President of Pakistan remains committed to his promise of transferring power to the elected representatives of the people. Even on March 25 when he ordered the armed forces to take action against secessionist elements, he gave a categorical assurance to the above effect. On May 24, he renewed his pledge that power will be transferred to the elected representatives of the people. The press has been reporting that the President has been holding consultations with East Pakistan leaders and that several members elected on the ticket of the defunct Awami League have disassociated themselves from the policy of the extremist and the secessionist sections of the League and are cooperating with the martial law administration in East Pakistan for the restoration of a constitutional government to the province.

India threatens war to prevent a political settlement.

The President made a major announcement on June 28 about his plans for transferring power to the elected representatives of the people. India is, therefore, disturbed and is trying to create obstacles to frustrate the President's plan. She has already rejected the President's June 28 promise and is preventing the return of refugees with a view to keeping their dream of a client state of "Bangladesh" alive. She is playing a cynical political game in total disregard of humanitarian considerations, which can only prolong the agony of the refugees and bring untold suffering to them.

The obligation of the world community.

To restrain India from its Adventist policy of interfering in the internal affairs of Pakistan and thus to prevent the outbreak of war, which, as the British Foreign Secretary has said, may convert what is now "a tragedy into a catastrophe."

APPENDIX

REFUGEE FIGURES GIVEN BY INDIA

April 26, 1971-Reuters/Calcutta

According to the State Commissioner for Refugees Mr. B.B. Mondal, 523,000 refugees had crossed into India

May 15,1971-Reuters/New Delhi

India today accused Pakistan of deliberately forcing two million Pakistanis to flee to India and said the solution could lead to a threat to peace in South Asia, A diplomatic note to that effect was reported to, have been given to Pakistan. The same report later says "informed sources said this might be a first step to a claim by India that Pakistan should cede some territory to house the refugees."

May 15, 1971-Reuters/Calcutta-report by Fred Bridgland

An Indian spokesman said here today that between five to six million would soon have crossed into India from Pakistan. This report also referred to an Indian note to Pakistan and quoted informed sources as having said "the note might be a first step towards a claim by India that Pakistan should cede some territory to house the refugees."

May 18, 1971-Reuters/Washington-(advance for release at 8:30 p.m.)

The Indian Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, today accused Pakistan of jeopardizing peace by its handling of the situation in East Pakistan. Mrs. Gandhi added, "we already have over a million refugees." She was also reported to have said that" India was fully prepared to fight."

May 21, 1971

The President of Pakistan made an appeal to all bonafide citizens to return to Pakistan.

May 24,1971-Reuters/New Delhi-report by **Gerald Ratzin**

Mrs. Indira Gandhi was quoted as having said "3.5 million people had fled from East Pakistan into India in the last two months and that 60,000 a day were still coming. She was also quoted as having said that a political solution must be brought about by those who have the power to do so, and added that the great powers have a special responsibility"...

"If the rest of the world did not act to ensure the return of the refugees in conditions of guaranteed safety, India would have to take measures to ensure its security and preservation and development of social and economic life," she said.

NOTE: The refugee figure by Mrs. Gandhi on May 18 was over one million and on May 24 it was 3.5 million, while the daily rate of inflow was given at 60,000.

May 25,1971-Reuters/New Delhi

Indian Foreign Minister Sardar Swaran Singh was quoted as having "assured Parliament that the government would not hesitate to recognise `Bangladesh', if it felt it was in the national interest." But he was reported to have warned that "certain factors had to be taken into consideration, such as the extent of territory controlled by East Pakistanis as well as India's relations with West Pakistan."

May 25,1971-Reuters/New Delhi

"Prime Minister Indira Gandhi today called on the great powers to intervene in East Pakistan as her Foreign Minister said Indian border troops are pushing back Pakistani soldiers whenever they cross the frontier"

June 7,1971-Reuters/New Delhi

Health Minister Umashankar Dixit today told the Lok Sabha , the Lower House of Parliament, that by Friday, June 4, 738,054 refugees had crossed from East Pakistan

June 11, 1971-Reuters/New Delhi-report by Ram Suresh

The Central Government announced that the influx of refugees from East Pakistan since March 25 had topped 5.5 million and that even this figur4 %~ as outdated.

June 16,1971-Reuters/New Delhi

"A bitter dispute loomed today over the repatriation of nearly six million East Pakistani refugees after Indian Prime Minister Indira Gandhi and top U.N. officials gave contrasting assessment of the conditions in East Pakistan."

June 16, 1971-Boyra Bazar: On the Indo-Pakistan border

A fresh wave of refugees is pouring into India from the Jessore district of East Pakistan "ending a twelve day Period in which the flow was reduced to a little more than a trickle".

NOTE: It is interesting that, according to Reuters News Agency, during the twelve day period proceeding June 16 the flow of refugees was reduced to a little more than a trickle. But, the Indian figures were consistently mounting. On May 18, the figure given by the Indian Prime Minister was over a million, on May 24 3.5 million; on June 7 it was 4.7 million; on June 11, 5.5 million; on June 16, 6 million which was the figure given by the Indian Prime Minister at Delhi and the Indian Foreign Minister during his speech to the National Press Club in Washington on June 17, 1971.

Can Pakistan be blamed for saying that figures given by India are highly exaggerated?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৭। পুর্ব পাকিস্তানের সংকটের উপর কিছু প্রশ্ন ও পাকিস্তান সরকারের জবাব	সরকারী প্রচার পুস্তিকা	জুন, ১৯৭১

EAST PAKISTAN CRISIS:

ANSWERS TO QUESTIONS

[Recent developments in East Pakistan have been the subject of a number of questions put by various newspaper correspondents at home and abroad. These questions have been answered by spokesmen of the Pakistan Government. The more important of these questions and answers are summarised here.]

Question 1: Why was the National Assembly not called into session immediately after the completion of the general elections on January 17, 1971?

Sheikh Mujibur Rahman had publicly complained that the date (March 3) had been fixed to suit the convenience of West Pakistani parties and he, as the leader of the majority party, had not even been consulted about it.

Answer: On the eve of the elections, the President in his address to the nation (3rd December, 1970) had suggested to the leaders of all the political parties that it would be useful for them to exchange views with one another and arrived at a consensus on the main provisions of the future constitution. Since these exchanges were of great significance for constitution making, enough time had to be allowed for this. It was in this context that the 3rd of March was fixed as the date for the National Assembly meeting

Q.2: Why was it necessary to postpone the National Assembly session scheduled for March 3? Is it true that Mr. Bhutto's threat to boycott the National Assembly session had something to do with it?

Answer: To save it from disintegration because the two major parties emerging victorious in the elections were not all-Pakistan parties and both had taken irreconcilable position on vital constitutional issues. The Awami League members had taken a vow publicly that they would not budge an inch from the Six Points while the People's Party insisted that they would not go to the Assembly merely to ditto a decision without even a chance of being heard.

The decision to postpone the National Assembly session became inevitable from the practical point of view. In the absence of a prior understanding between the parties and with so many representatives of the people of West Pakistan keeping away from the House, if the inaugural session was held on March 3, as scheduled, the Assembly itself could have disintegrated and the entire effort made for the smooth transfer of power wasted. It was imperative to give more time for passions to cool down and let political leaders arrive at a reasonable understanding on the issues of constitution making.

Q. 3: Why was an understanding outside the National Assembly considered necessary for convening the National Assembly which had been brought into being specifically for the purpose of framing a constitution?

Answer: Because in the absence of such an understanding, the holding of the Assembly session would have become an exercise in futility a stalemate inside the House would have led to the dissolution of the Assembly itself.

Q. 4: The Chairman of the People's Party, Mr. Bhutto had confronted the Government with two alternatives-(1) postpone the National Assembly session or (2) relax the 120-day deadline for completing the constitution. Why was the first alternative chosen and not the second?

Answer: The problem before the Government was not to satisfy one political leader or another but to help create a congenial atmosphere for the framing of a constitution. Expansion in time limit in the absence of some prior understanding would have prolonged the feuding inside the House and not produced a constitution.

Q. 5: The Awami League fought the elections on the basis of the Six Points. If these points posed a threat to the integration of Pakistan, why was the A%~ami League not barred from contesting elections on the basis of the Six Points?

Answer: The Six Points, as originally claimed, were no more than a mechanism for providing the largest possible measure of autonomy to East Pakistan within the framework of a single country. Furthermore, throughout the electioneering campaign which lasted nearly a year, the Awami League leadership took pains to emphasize that their Six points were not the "word of God", that "they were open to negotiations" and that it was "mischievous" on the part of critics event to suggest that Six Point visualised anything outside the framework of Pakistan. This remained the Awami League's position right up to the polls. And accordingly it evoked statements from the West Pakistani leaders expressing their readiness to work out a formula to accommodate Sheikh Mujibur Rahman, both to evolve a constitution under the Legal Framework Order and to set up a Government.

The Legal Framework Order under which the Awami League and other political parties fought the elections clearly and unequivocally provide that the unity solidarity and integrity of Pakistan were to be built into a constitutional arrangement.

Q. 6: Mujib's Six Points were meant to end economic exploitation; if so, how would the Government remove it ?

Answer: The region called East Pakistan, had served for centuries as hinterland to Calcutta and was exploited both by the British Colonialists and the Calcutta Marwari businessmen. The backwardness of two centuries could not be undone in two decades. Even then East Pakistan, which at Independence did not have even a pucca jute baling press, now has the world's largest jute industry. Pakistan's first steel mill and the country's largest fertilizer factory and a lot more is on the way. Elaborate plans are under way to accelerate the economic development of East Pakistan

Q. 7: If the Six Points did not violate the LFO then why was the Awami League's legal right not conceded to see the Six Points through in the Constitution, by virtue of its absolute majority in the National Assembly.

Answer: A constitution is the product of consensus. It is not an ordinary bill what can be rammed through by a simple majority representing just one region of the country. The President showed his gesture of goodwill and confidence by changing parity to oneman-one-vote; in return he expected that the regional majority will be rationally used to work out a constitution acceptable to all parts of the country.

But unfortunately that stage was never reached. Inspite of its majority in the National Assembly to Awami League refused to come to it, unless power was first transferred to it whereas the commitment to the nation was that a constitution will be framed first to determine the pattern of transfer of power and then the actual transfer of power will take place.

Q. 8: It is believed in certain quarters that the President's efforts for a settlement with Sheikh, Mujibur Rahman were designed as a ruse to gain time for the transportation of men and material from West Pakistan for deployment in East Pakistan for the eventual takeover of the Province by the Army. How far is this belief justified?

Answer: The belief is completely unjustified unless one regards the first ever general elections in the country as an elaborate ruse lasting more than a year; unless one regards the replacement of parity by one-man-one vote a ruse too; and speed-up in the recruitment of East Pakistan in the Army as yet another ruse.

Q. 9: The President in his broadcast of 26th March said that his talks with Sheikh Mujibur Rahman showed some progress and that he (President)' in his anxiety for a peaceful transfer of power was prepared to agree in principle, despite some serious flaws in it, to Sheikh Mujib's proposal for lifting the Martial Law through a proclamation provided all other political parties agreed to it. How could the proposal to which the President agreed in principle be termed as aiming at disintegration?

Answer: There was no talk of a confederation in the early stages. Nor was there any talk of two formal "constitution at conventions".

Despite some serious flaws in the scheme in its legal as well as other aspects, the President was prepared to agree in principle to this plan in the interest of peaceful transfer of power but on one condition. The condition clearly explained to Sheikh Mujibur Rahman, was that the President must have prior and unequivocal agreement of all the political parties.

Accordingly the proposal was discussed with other political 1P-ders. They were unanimous in their view that the proposed proclamation by the President would have no legal sanction. It would neither have the cover of Martial Law nor could it claim to be based on the will of the people. Thus a vacuum would be created and chaotic condition

will ensue. They also thought that the splitting of the National Assembly into two parts through a proclamation would encourage divisive tendencies which might exist. They, therefore, expressed the opinion that if the intention was to lift Martial Law and transfer to the elected representatives in the interim period, the National Assembly should meet, pass an appropriate interim constitution bill and present it for the President's assent.

The President agreed with their view entirely and asked them to tell Sheikh Mujibur Rahman to take a reasonable attitude on that issue. He also told the leaders to explain their views to him that a scheme whereby on the one hand, you extinguish all sources of power, namely, Martial Law and on the other fail to replace it by the will of the people expressed through an appropriate session of the National Assembly, would merely result in chaos. They agreed to meet the Slriekh, explain the position to him and try to obtain r, his agreement to the interim arrangements for transfer of power to emanate from, the National Assembly.

The political leaders were also very much perturbed over Sheikh Mujibur Rahman's idea of dividing the National Assembly into two part right from the start. Such a move, they felt, would be totally against the interest of Pakistan's integrity.

The Chairman of the PakisL-an People's Party during his meeting with the President and Sheikh Mujibur Rahman also expressed similar views to the Sheikh. On the evening of 23rd March, the political leaders who had gone to take to the Sheikh on this subject called on the President and informed him that he (Sheikh) was not agreeable to any changes in the scheme. All he wanted was for the President to make a proclamation withdrawing Martial Law and transferring power to him.

Q. 10: Is it true that agreement was reached between. the President and Sheikh Mujibur Rahrnan on the following four points:

(i) Lifting of Martial Law and transfer of power to a civilian Government by a Presidential proclamation.

(ii) Transfer of power in the provinces to majority parties.

(iii) The President to remain as President and in control of the Central Government.

(iv) Separate sittings of the National Assembly members from East and West Pakistan preparatory to joint session of the House to finalize the Constitution.

Answer: The basic point is transfer of power and there has beer. agreement on this from the Government side ever since the President announced his decision to do so. There was thus no question of reaching any fresh agreement with the President: his agreement to transfer power was there when he ordered the elections. What was required was agreement among the parties on the future scheme of things both at the Centre and in the Provinces. There is no validity to a Proclamation that neither has the umbrella of Martial Law nor the endorsement of the National Assembly. Either you have to have Martial Law or a Constitution-full-fledged or interim power must flow from either of them.

Q. 11: Is it true that the proposal for separate sittings of the National Assembly was made by the President to accommodate the Chairman, Pakistan People's Party, Mr. Z. A. Bhutto? The latter is reported to have said that while the Six-points provided a viable blueprint to regulate relations between East Pakistan and the Centre, its application would raise serious difficulties in the Wes' Wing. For this reason West Wing MNAs must be permitted to get together to work out a new pattern of relationships in the context of a Six-point Constitution and the dissolution of One Unit.

Answer: The President did not make such a proposal.

Q. 12: Is it true that, once the basic agreement had been reached, "it was again jointly agreed that the distribution of power should, as far the as possible, be approximate to the final Constitution approved by National Assembly which, it was expected, would be based on Six Points".

Answer: Any distribution of powers worked out mutually by the Parties was acceptable to the President, subject only to the LFO, to which the Parties too were committed.

Q. 13: Is it correct to say that "at no stage was there any indication by the President or his team that they had a final position which could not be abandoned"?

Answer: The only final position the President would or could not abandon was the integrity of the State.

Q. 14: Is it correct to say that the President and his team had agreed that power could be transferred by presidential proclamation in line with the Indian Independence Act of 1947?"

Answer: The President was willing to transfer power by an Act of the National Assembly. The Indian Independence Act of 1947 was not a proclamation but an Act of Parliament.

Q. 15: Is it correct to say that the question of legal cover for the transfer of power was subsequently raised by Mr. Bhutto and endorsed by the President and was "merely another belated fabrication" having earlier never been the subject of contention between the President and Sheikh Mujib?

Answer: The need for a legal cover was always there.

Q. 16: It is alleged that the talks were arbitrarily broken off when there was nothing to prevent the holding of a final drafting session to finalise the interim Constitution. Is this correct? If not, what are the actual facts.

Answer: There was nothing to prevent the holding of the final session save the intransigence of the Awami League leaders who, as reported to the President by other party leaders, refused even to negotiate, not to speak of compromise on the rigid posture they had adopted.

Q. 17: The Awami Leaguers said that it was not indicated to them that a meeting of the National Assembly was essential to transfer power. Is this the factual position? It is claimed that this had not been communicated to the Awami League, and that they "would not have broken the talks on such a minor legal technicality".

Answer: They were fully aware of the position but they were not willing to go to the National Assembly until their conditions were fulfilled. Fulfilling the demands would have created a vacuum and this was not acceptable either to the President or to the other party leaders.

Q. 18: Sheikh Mujibur Rahman had categorically refuted the charge that he was seeking secession. "How could a majority seek secession"? he had asked. The President himself had been calling him to assume Prime Ministership of the country as the leader of the majority party in the Assembly. How could, then, he be dubbed as a secessionist and a traitor all of a sudden?

Answer: The majority can not seek secession: in fact it does not. But a coterie can and it did try. The Awami League leadership won the elections on the mandate of autonomy within a united Pakistan and as a logical corollary he was described as the future Prime Minister of Pakistan. But Sheikh Mujibur Rahman refused to play an all Pakistan role, he refused even to visit West Pakistan. Further, he declined to form a Government in the Centre during the interim period, and suggested that President should run the Central Government through advisers. He preferred, instead, to become the satellite of a foreign country. Pakistan's enemy No.1, to return the compliment. Anyone seeking armed assistance from such a neighbour, anyone instigating mutiny within his own country's armed forces, anyone setting up a parallel Government, cannot but be dubbed as a secessionist.

(On 24th March his chief spokesman Tajuddin went so far as to issue an ultimatum that the situation would worsen if there was any delay in the announcement of the decision. Sheikh Mujibur Rahman called for a strike on 27th and called upon the people to remain prepared for the supreme sacrifice if we have to did again for our rights, this will be the last time.")

Q. 19: Why was immediate action not taken against Sheikh Mujibur Rahman's mischievous act of defying the authority for over three weeks? Didn't his unchallenged defacto rule over the Province erode people's faith in lawful authority?

Answer: The Government could have taken action against Sheikh Mujibur Rahman and his collaborators straight away but the utmost care was taken to handle the situation in such a manner as not to jeopardize plans for the transfer of power. It was because of this that the Government kept on tolerating one illegal act after another while every possible avenue for arriving at some reasonable solution was being explored.

Q. 20: If the Government were so keen to transfer power that even defiance of authority was tolerated, what, then, caused the final break between the Government and the Awami League?

Answer: Not content with his own Six Points, Sheikh Mujibur Rahman added another four including the demand for the immediate lifting of Marital Law and the immediate transfer of power through a Presidential proclamation. Reversing his original stand that the transfer of power could only take place through the National Assembly, he now declared that he would not even go to the National Assembly until power had been transferred-and this was in spite of the fact that he enjoyed an absolute majority in the National Assembly, on the basis of universal adult franchise and one-man-one-vote.

Understandably, other political parties insisted that transfer of power emanates from the National Assembly which should meet, pass an interim constitution, and present it to the President for assent. They maintained that the proposed proclamation would have no legal sanction; it would neither have the cover of Martial Law nor would it be based on the will of the people, a vacuum would be created and chaos would follow.

The President flew to Dacca again, and in 10 days of negotiation attempts were made to hammer out a compromise to preserve democratic Processes and to facilitate the transfer of power. During the negotiations Sheikh Mujibur Rahman escalated his initial mandate for autonomy into a demand for confederation. This meant that after the issue of proposed proclamation extinguishing Martial Law and transferring power, the five provinces of Pakistan would be cut adrift and national sovereignty would be virtually extinct.

Sheikh Mujibur Rahman further demanded that the National Assembly must 'ab initio' sit in two committees: one composed of members from East Pakistan the other from West Pakistan. Later he developed this into a demand for two constitutional conventions drawing up separate constitutions.

Q. 21: "Inspite of the lack of any formal authority, Awami League volunteers in cooperation with the police maintained a level of law and order which was a considerable improvement on normal times," any comments?

Answer: Yes, save for murder, loot and arson, all was well.

Q. 22: "It now becomes clear that contingency plans for such a crisis had already begun well in advance of the crisis. Shortly before first of March, tanks which had been sent to Rangpur to defend the borders were brought back to Dacca". Is this a fact?

Answer: No, one may perhaps give greater credit to the thoroughness of Awami League planning then to that of the Government of Pakistan.

Q. 23: Why resort to force to solve a constitutional issue or meet a political demand?

Answer: The Government had to resort to force in East Pakistan because the Awami League's intention was by now unmistakably clear. The Awami League's hard core leadership had realized that neither the President nor the other political parties would agree to a constitutional "scuttling" of Pakistan, and these extremists, without the knowledge and approval of their rank and file had long been making secret preparations for the achievement of their goal by conspiracy originally uncovered by the Agartala Case was

now fully under way. Volunteers were under training in every district in the garb of "Sangram Parishads". Arms and ammunition from India had been, smuggled in and stocked at strategic points all over the Province including the Jagannath Hall of Dacca University. An idea of how well-planned and well organized the Awami League move was can be gathered from the mortar fire which came from Jagannath Hall on the night between 25th and 26th March and the appearance within 3-hours of innumerable barricades all over the city of Dacca on the same night.

What the Awami League failed to win by persuasion, it sought to grab through Nazi style tactics. A reign of terror was unleashed and unmentionable atrocities committee. The true dimensions of the killing directed and carried out by Fascist of the Awami League, are now becoming clear.

All evidence goes to show that the small hours of March 26 had been fixed as the zero hour for an armed uprising and the formal launching of the "Independent Republic of Bangladesh." The plan was to seize Dacca and Chittagong lying astride army's air and sea lifelines to West Pakistan. The army at that time consisted of a division of 16 battalions including 12 from West Pakistan, spread thinly over cantonments in the interior and deployed along the border with Indian Arrayed against them were infiltrators from India Are deserters from the East Pakistan Rifles, the East Bengal Regiment and other auxiliary force equipped with mortars, recoilless rifles and heavy and light machine guns, and according to subsequent evidence, liberal supplies from across the Indian border. The Awami Leagues' bid for secession was now under way. Having exhausted all avenues of peaceful transfer of power, the President called upon the Armed Forces to "do their duty and fully restore the authority of their Government."

Q. 24: Is it correct to say that by using force, the Government is trying to undo the verdict of people expressed in a free poll?

Answer: The people of East Pakistan had voted for autonomy within the framework of a single Pakistan. The Awami League's public statements of its leaders, all underline a commitment to a united Pakistan. The military action was forced upon the Government when it saw, much to its dismay that the Awami League extremists were bent upon flouting the verdict of the people in favour of provincial autonomy and seeking instead unilateral declaration of independence. The people had never voted for the break-up of the country.

Q. 25: Is it correct to say that as a result of force, the concept of a united Pakistan has been rent beyond repair. Isn't the military action in East Pakistan a conquest of the majority (living in East Pakistan) by a minority (living in West Pakistan) controlling the military machine?

Answer: No, this is not correct-nor is the assumption that the majority of the people of East Pakistan were behind the secessionists. If they were, no Army could have brought the situation under control in such a short time. This became possible only because the Armed Forces have the full support of the overwhelming majority of the people of East Pakistan

The Army went into action not against the people but against the enemy, both within and without, the secessionist and Indian infiltrators East Pakistan is as much a part of . Pakistan as any other part or region and it is the duty of the national army to defend every inch of it.

The patriotic people of East Pakistan who had been terrorized into most silence by the Nazi-style gangsterism of Awami League arc now asserting themselves. It is with their active cooperation that the Army has been able to eliminate infiltrators and anti-state elements.

Q.26: "The cold-blooded firing on unarmed demonstrators on March 2 and 3 had already led to over a thousand casualties." Is this a fact?

Answer: No, the Army did not fire on demonstrators but only on rowdy elements indulging in loot, arson and murder.

Q. 27. It is alleged that by the time the first Martial Law proclamations issued by Lt. General Tikka Khan were broadcast the next (26th) morning, many men, women and children had been butchered. What are the facts ?

Answer: The Army did no more than strike pre-emptive blows at separatist's conspiracy for a break-away move scheduled for 3 o'clock that morning. The conspirators who offered armed resistance were not women and children but deserters from EPR and EBR as well armed and equipped as the rest of the army. They suffered casualties but the figures ha~ e been grossly exaggerated.

Q. 28: One of the Awami League leaders has said "The objective is genocide and scorched earth, before the troops are either driven out or perish. In this time, the Government of Pakistan hopes to liquidate the political leaders, intelligentsia and administration, to destroy our industries 'and public amenities and as a final act, to raze our cities to the ground. Already the occupation army has made substantial progress towards this objective". What is the correct position?

Answer: Apart from the absurdity of anyone trying to wipe off 70 million people, all evidence so far shows that, if anything, genocide has been attempted by the Awami League storm-troopers, who also tried to sabotage the country's communication system..

Q. 29: There was a sudden decision to unload the ammunition ship, MV Swat, berthed at Chittagong Port. Preparatory to this decision, Brig. Mazumdar, a Bengali officer commanding a garrison in Chittagong had been suddenly relieved of his command and replaced by a West Pakistani. Any comments?

Answer: There is no question of a sudden decision to unload ammunition ship. Every army needs a steady flow of ammunition and other supplies to be able to defend its frontiers. So does ours.

Q. 30: The Army, which is dominated by the Punjabis is reported to have resorted to indiscriminate killing of unarmed civilians, particularly intellectuals among them, professors, teachers students, lawyers' etc. so much so that many intellectual in other

countries have drawn the attention of the UN to this "slaughter." How can this be reconciled with the concept of brotherhood of East and West Pakistan or of democratic principles of Government?

Answer: It was neither indiscriminate killing nor slaughter of unarmed civilians. Deserters of East Pakistan Rifles and East Bengal Regiment were fully trained soldier equipped with recoilless rifles, machine guns and mortars. They mutinied and the mutiny was put down with the requisite measure of force. In so far as the "slaughter of intellectuals is concerned, many of them have just appeared on TV from Dacca and many / others are having a good time in foreign lands at India's expense after being "slaughtered." Still others have issued statements describing the reports of their killing as "highly exaggerated."

Q. 31: Is it correct to say that more than one Division, with complementary support, was already stationed in East Pakistan before March 25, 1971 ?

Answer: With 100,000 Indian troops concentrated on our border in addition to the Indian Border Security Force personnel, necessary steps were taken for the defense of our country.

Q. 32: It is alleged that a SSG Commando group specially trained for (under cover) operations in sabotage and assassination was distributed in key centers of East Pakistan and they were probably responsible for the attacks on Bengalis in Dacca and Saidpur in the two days before March 25 to provoke clashes between locals and non-locals so as to provide a cover for military intervention. How far is this correct'

Answer: A sovereign state's defense forces do not need subterfuges to maintain law and order in their own country.

Q. 33: Is it contemplated that East Pakistanis should continue to be recruited to the Army in future and if so on the same scale as in the past or on a higher scale?

Answer: All citizens have the right to offer themselves to defend their country. East Pakistanis will have to play a full part in the defense of the country.

Q. 34: With an eye on logistics and difficulties of transportation, how long will the Army sustain its operations effectively in the event of a prolonged civil war or guerrilla warfare?

Answer: There is no civil war, a few battalions were misled into mutinying and they have been quashed. The popular support required for guerrilla warfare is not there. Actually the people are bitter against those who have betrayed their confidence.

Q. 35: How big is the problem of defection of civil, military, diplomatic personnel and East Pakistani politicians?

Answer: Large elements of EPR, EBR and auxiliary forces like the Ansars have defected but civilian and diplomatic defections are few and far between. Just a handful.

Q. 36: Can disintegration or separation of the two Wings be averted through military force?

Answer: Once the infiltrators and miscreants have been removed by military force, the parties of the common people will restart itself, as it has begun to.

Q. 37: By eliminating nationalistic, right-wing forces of the Awami League, has not the Government cleared the ground for the left wing forces particularly Naxalities?

Answer: We have only eliminated secessions is and traitors and are left with the present mass or patriotic people.

Q. 38. Can the East-west differences, rendered still more deep and acute by the present upheaval, be bridged in a lasting manner?

Answer: The ideological affinities that brought them together still run strong.

Q.39. If things were going as well as claimed, why was it necessary to expel foreign correspondents from East Pakistan?

Answer: For their own security; the situation was critical for 48 hours.

Q.40: What do you think of the present crisis in East Pakistan leading, sooner or laer, to the formation of a Greater Bengal?

Answer : Twice the people of East Bengal have given their verdict on this point-first in 1905 when they forced Lord Curzon to partition Bengal to escape the exploitation of Bengali Hindu and finally in 1947 when they decided through their elected representatives to break away from West Bengal to become part of Pakistan.

Q.41: It is being increasingly surmised that the president has some plan for the future as soon as situation eases. Is that a fact?

Answer: Definitely. We pick up the threads where we left them and resume the process for return to democracy.

Q.42: What is the future mechanics of constitution making? Whether an interim constitution would be promulgated by the President.

Answer: In pursuance of the President's determination to transfer power of the people as early a possible, the government is vigorously exploring all avenues for absolution to the constitutional problem.

Q.43: Pending the settlement of East Pakistan political impasse, would popular Government be ushered in West Pakistan?

Answer: The entire issue is under examination.

Q.44: The idea of zonal federation looks like one unit under a different grab. What does it actually mean?

Answer: Whatever it means, there is no intention to impose anything on anybody. The people will decide for themselves.

Q. 45: Would any arrangement emerge to accommodate the demand for autonomous regions-a federal structure. If not, what will be the formula and extent of autonomy for the provinces-a confederal structure?

Answer: The basic principles are clearly prescribed in LFO. We are committed to a federal parliamentary form of Government, with the maximum of autonomy for the federating units, consistent with a strong Pakistan.

Q. 46: In East Pakistan, will separate electorates be considered in view of the ideological nature of the State?

Answer: The people will decide for themselves the type they wish to adopt.

Q. 47: The Awami League having been outlawed, the Pakistan People's Party automatically becomes the major political force in the country. As the majority party they should form the Government at the Centre. Is there any imminent shift towards the Socialist Bloc?

Answer: The emergence of two strong political parties was a welcome development but unfortunately neither of them emerged as an all-Pakistan Party-and that is the root cause of our trouble. We cannot ignore the situation in the East Wing and go ahead as though nothing had happened. As far as the impact on external relations is concerned, Pakistan is following an independent foreign policy and as such no one foresees any major departure from it, no matter what party comes to power.

Q. 48: Is it the Government's intention to restore political activity in all provinces including East Pakistan? If so, by what approximate date?

Answer: Yes. The intention is to revive the process of transfer of power to the people as expeditiously as practicable.

Q. 49: Does the Government propose to legalize all political parties again or all except the outlawed Awami League?

Answer: No political patty is outlawed except the Awami League.

Q. 50: What kind of a future constitution is being envisaged for the country now?

Answer: The same as the President is committed to under LFO-federal parliamentary with the largest possible measure of regional autonomy consistent with a strong Pakistan.

Q; 51: Is it probable that the 'Six Points will be accepted with modifications for East Pakistan?

Answer: It is not for the Government to accept or reject any party's programme. When 'the members of the National Assembly get together there will be a lot of 'give and take' and some compromise solution will emerge combining autonomy with integrity

Q. 52: The President, in his broadcast on the 26th March, assured his countrymen

that, his aim remain the same, namely, transfer of power to the elected representatives of the people. But replying to the Soviet President he said that the intends to start talks with rational representative elements in East Pakistan" at the earliest opportunity. Does it mark a shift in Government's policy"? Does it mean that the Government intends quashing the recent general elections and holding fresh ones? Does it not mean that the Government wishes to by pass the elected representatives of the people? Is there any hope that the President's talks with elements, not enjoying the confidence of the people, will lead to a satisfactory political solution?

Answer: There is not real contradiction in this. The President does intend to transfer power and has already started talks with some important leaders of East Pakistan. There is no intention to bypass the elected representatives except those who have committed criminal acts. There is already a great change in the East Pakistan scene. People were dazed at the Awami League's extremist plan to secede. The President has to keep in touch with all the sensible and patriotic politicians of East Pakistan.

Q. 53: How does one get the accredited representatives of the people in East Pakistan to deal with the Central Government for discussing steps for restoration of the civil Government since practically all elected representative in East Pakistan belong to the outlawed party?

Answer: The process of disillusionment is well under way: a number of MNAs have publicly dissociated themselves from the betrayal of the electorate's mandate by the hard core Awami League Leadership.

Q.54: Does the Government propose to hold fresh elections for setting up provincial or central governments? If so, when?

Answer: No. There is no point I, or necessity of, holding fresh elections.

Q.55: With the banning of the Awami League, a cacuum has been created in the political life of East Paakistan. How is it proposed to fill up this vacuum? Will a new type of leadership be inspired?

Answer: All vacuums get filled up, so will this. New leadership will emerge automatically. It does not have to be inspired.

Q.56: How does the Government plan to resolve the twin crisis of seeking a political reconciliation between East Pakistan and West Pakistan and averting an economic catastrophe that faces the country today?

Answer: Hope lies in the fact that the treat mass of people in both the Wings are simple, patriotic, God fearing Muslims who came together, in 1947, of their own violation, to form the State of Pakistan and they are united in their determination not to fall under Hindu India domination ever again.

There is a marked similarity in the fundamentals of party platforms in both the Wings-on the unity and integrity of the Sate, on Kashmir and Farakka, on the

Parliamentary form of Government and social justice in economic dispensation. To win the votes, the Awami League had to reassure the electorate that it wanted autonomy within the framework of a single Pakistan and that the Six points were negotiable. There, was consensus even on the desirability of the federating units enjoying the maximum possible measure of autonomy consistent with a strong Pakistan. The difference of opinion was over determination of the exact quantum of autonomy that the units can have without jeopardizing the viability of the Centre. This was under negotiation, and to facilitate the negotiation, the President ordered a short postponement in the National Assembly session, which the Awami League extremists seized upon to launch their secessionist holocaust. The people of East Pakistan had not bargained for this, and they are just beginning to emerge from the shock they suffered by the Awami League bid to deliver them back into Hindu-India slavery.

The people of West Pakistan too have been shaken by what has happened in East Pakistan, inducing greater understanding of the problem peculiar to their brethren in the Eastern Wing.

These two factors between them have set off fresh thinking and psychological processes that are likely to lead to reconciliation in the near future. These will be facilitated no doubt by the President's determination to transfer power as early as possible.

There is no basis for the view that Pakistan is faced today with an economic catastrophe. No doubt Pakistan is having some difficulties, but so are a number of other developing countries. Against this we can set off the very solid progress we have so far made in the economic field and we are confident that we shall soon be able to overcome the temporary setback to our economy. With the restoration of law and order in East Pakistan life is returning to normal and resumption of economic activity is well under way.

Q. 57: What are the plans for meeting the financial cost of the damage caused by the present upheaval in East Pakistan? Will an appeal be made to the international community to specifically earmark aid for this purpose?

Answer: Pakistan's first demand logically must be on her own people but consistent with the country's national sovereignty, any assistance without strings will be gratefully accepted.

Q. 58: The Indian Prime Minister has said that unless Pakistan stops the ever swelling influx of refugees from East Pakistan into India straining her economy to breaking point, she would be prepared to fight it out. Is Pakistan willing to take back her own citizens both on humanitarian grounds and to stave off war with India?

Answer: India has seen that we are never cowed down by threats. She has tried aggression several times and each time she was beaten back. So it is not in the context of Indian threats that we have announced our policy in respect of the return of those who left their homes due to disturbed conditions in East Pakistan. The President has declared in

unequivocal terms: "There is no question of withholding permission to the return of law-abiding citizens of Pakistan to their respective homes." In pursuance of this, reception centers have been set up at all key places. Pakistan would welcome back its own citizens but she certainly has no intention of letting India pass on to her either any fifth columnists or any of West Bengal's own multitudes of homeless, jobless, shelter less people.

Q. 59: It has been alleged that the Pakistan Army plans to vanquish the dissident elements in East Pakistan by using starvation as an instrument of cold-blooded policy. Doesn't Pakistan's refusal or reluctance to accept foreign relief assistance lend support to such charges?

Answer: The allegation is completely false. The dissident elements have already been vanquished and there is no starvation anywhere around. On the contrary huge stocks of food-grains are available and in spite of the disruption of communications caused by Indian infiltrators and their collaborators, steps are under way to carry food-grains to all parts of the Province

Nor is there any refusal on reluctance to accept foreign relief assistance.

Pakistan has told the UN Secretary General precisely what she wants, namely, more food-grains after three or four months and more coasters and bergs to distribute them. Details have already been worked out and relief is on its way.

Q. 60: There is a strong pressure on the US Government from powerful elements for stopping all kinds of aid-military as well as economic to Pakistanis. If this happens, will it be possible for the Pakistan Government to withstand.

Answer: The will of a determined people can withstand anything.

Q. 61: Pakistan objects to foreign supervision of foreign relief assistance. Two questions on that: Why should a Swiss or a Swede or an American contribute his hard-earned money unless he is sure that it is being properly used for the purpose he gave it for. And two why should Pakistan be quibbling on these legal technicalities when 70 million people are facing a crisis of life and death?

Answer: There is understanding for the keenness of some donors to ensure proper distribution of relief supplies. Pakistan really has no objection to some UN body satisfying itself that the assistance is being rightly utilized. But the country cannot have a whole lot of foreign observers watching over her shoulders or getting into her way or getting involved in her internal affairs.

Q. 62: Is Sheikh Mujibur Rahman going to be tried and if so under Martial Law or ordinary Criminal Law?

Answer: The country is still under Martial Law.

Q. 63: What are the whereabouts and the fate of Mujib's accomplices?

Answer: Most of them are having a good time in Calcutta. They will be treated no

better and no worse than people elsewhere in the world, guilty of similar offences.

Q. 64: What is the likelihood of the trial of Mujib's West Pakistani collaborators?

Answer: There is going to be no witch-hunt, here or there People will face the consequences of their action under the law of the land.

Produced by

The Department of Film & Publications

Government of Pakistan

June. 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৮। 'প্রত্যাবর্তনকারী নাগরিকদর প্রতি পাকিস্তানের স্বাগতম'	সরকারী প্রচার পুস্তিকা	জুলাই, ১৯৭১

PAKISTAN WELCOMES RETURNING CITIZENS

Ever since the partition of the Subcontinent, there has been considerable movement of people between the: newly independent states of India and Pakistan. For instance, nearly 10 million Muslim refugees were pushed into Pakistan by India in 1947 in a bid to smother the young State in its very infancy. In the reverse traffic, about 7 million none, Muslims too went into India and this inflow and outflow has continued ever since: East Pakistan has received more than a million and a half persons from West Bengal, Assam and Tripura. Every time a communal riot breaks out India (according to Indian papers, there have been 3,477 communal riots in India since 1951 with 7,476 persons dead and 32.44 injured) thousands of Muslims are forced to take refuge in Pakistan, mostly through unguarded unofficial routes to get round the Pakistan Government's general ban on entry of refugees from India.

As communal riots are a frequent occurrence in India-there were 519 of these during, the year 1970-71 alone, according to a statement in the Indian Parliament itself the influx of refugees from India is more or less a continuing process. The larger the magnitude of the carnage-of which the most recent instances were those at Ahmedabad, Maharashtrathe greater the flooding in of refugees from India.

India's Policy of Encouraging Exodus

In sharp contrast to Pakistan's policy of discouraging inflow of refugees, the Government of India has followed a deliberate policy of inviting Hindus from East Pakistan. The temptations offered have included promise of lump sum payments, land and industrial units.

Economic experts believe that the smuggling of gold and other movable property by members of the minority community has resulted in large scale transfer of resources from East Pakistan to India and became one of the major factors retarding the economic growth of East Pakistan. Actually during the last election campaign, many East Pakistan political Parties regretted the fact that while Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League criticized what it called the transfer of resources from East Pakistan to West Pakistan, they remained suspiciously silent on the much larger flow of national wealth across the border into West Bengal.

This process touched its peak in the earlier part of this year when Awami League rebels and their collaborators carried away to West Bengal not only massive stores of food-grains and other essential supplies, but a very large number of trucks, buses, jeeps

and other vehicles. They even restored the railway line between East Pakistan and West Bengal un-used since partition, to remove locomotives and rolling stock.

This is the context in which the current refugee problem, exploited by India all over the world, needs to be viewed.

Arbitrary Figures

There is no denying the fact that a very large number of Pakistani citizens left the country during March and April 1971. It is not possible to give the exact number as no machinery existed on either side of the border to keep account

Recently when a Member of the Canadian Parliament mentioned a figure of 5 or 6 million, the wife of the famous British author, Professor Rushbrook Williams, asked him sharply, "How do you know, did you count? "She had an equally pertinent question to ask in respect of the stories related by some of these displaced persons. "Did you understand their language", she asked. "If not, who provided the interpreters? The Indians? Didn't they?", she asked; and the MP had to concede that they had to depend on interpreters provided by the Indian authorities

Whatever the precise number, it is well worthwhile determining the reasons which brought about this movement across the border.

India's Bid to Break Up Pakistan

The reasons may be traced back to India's designs to break up Pakistan through external pressure and internal subversion. Her objective was clearly spelled out by Mr. Subramanyam, Director of the Indian Institute of Defense Studies, in an address to the Institute of International Affairs on 7 April 1971, when he said: "What India must realize is the fact that the break-up of Pakistan is in our interest, an opportunity the like of which will never come again".

The method used to achieve this objective was stated just as bluntly by Mr. K. K. Shukla, General Secretary of the West Bengal Unit of the All India Congress Committee who, addressing that Committee on 4 April 1971 declared that "Sheikh Mujibur Rahman was fighting India's war".

Apart from India's direct involvement with secessionists in East Pakistan and her incessant racist propaganda instigating the people of East Pakistan in the name of 'Bengali' race, language, and culture, and enticing them with offers of safe transit and warm welcome to Indian sanctuaries across the border, there were certain other factors which also contributed. Beginning 1 March 1971, there was widespread looting, burning and killing of racial minorities and political "nonconformists" by the India-backed Awami League and its collaborators. A general break down of law and order ensued as a result of the massive civil disobedience movement launched by the Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman

Jail Breaks and Massacres by Awami Leaguers

The entire administration having been paralyzed, there were a number of jail breaks throughout East Pakistan resulting in the release of confirmed criminals including murderers, thugs and goondas who roamed the country side at will, murdering, robbing and raping.

The massacres carried out by the India-oriented Awami League storm troopers throughout the province during March-April 1971, also forced a large number of people to run across the border to escape slaughter.

During the period after 25 March 1971, there were clashes between the Army and the armed rebels and deserters. This made certain areas insecure for ordinary citizens. The armed rebels themselves, numbering nearly 200,000, lost the fight and fled across the border into India to escape retribution

Besides the armed rebels, other Awami League leaders and workers, who were too far committed to secessionist designs, also made good their escape

All the while, there was a tirade of vicious and persistent Indian propaganda from Calcutta Radio. This propaganda succeeded in spreading panic particularly among the Hindu minority, and added substantially to the exodus which was encouraged by repeated Indian announcements that the border was being kept open.

The Indian aims in encouraging a massive movement of people were partly to disrupt the economy of East Pakistan, and partly to discredit the Government of Pakistan by showing that large numbers of people were unwilling to live under the conditions prevailing in the province. Even as India brought about the formation of secessionist regime in exile, it appeared to be in. her interest to magnify the extent of human displacement to attract both international attention and sympathy.

Pakistan's Attitude

The Pakistan authorities were initially preoccupied with the restoration of law and order, and the rehabilitation of the administrative machinery that had been paralyzed by the armed rebellion. Only after re-establishing their authority throughout the province where they able to initiate measures to attract the citizens who had left, back to their homes. Among these measures were appeals to the citizens to return, along with an amnesty to restore a feeling of confidence among them.

On 21 May 1971, the President of Pakistan made a fervent appeal urging the bona fide Pakistani Citizens, who had left due to disturbed conditions in East Pakistan, to come back home. In a statement broadcast by all stations of Radio Pakistan, and also carried by a number of foreign news media, the President said that law and order had been restored in East Pakistan, and life was fast returning to normal. He urged the people not to be misled by the false propaganda mounted by anti-state elements, and to return to carry on their normal functions. He gave a categorical assurance that "there is no question of withholding permission to the return of law-abiding citizens of Pakistan to their respective homes".

It was unfortunate that the Government of India had gone on circulating a highly exaggerated and distorted account of the events which led to these border crossings. The number of persons who crossed into India from East Pakistan had been inflated by adding to these the figures of the unemployed and the homeless of West Bengal where, in Calcutta alone, the number of those who live and sleep on the pavements exceeds two million. It was obvious that India was deliberately playing up the question of refugees not only to threaten Pakistan, but also to justify her own continuing interference in Pakistan's internal affairs. "It is most regrettable", as the Pakistan President put it, "that instead of treating the question of genuine refugees on humanitarian basis, a callous campaign has been launched by India to exploit this issue for political purposes".

The President reiterated this at his press conference in Karachi three days later, on 24 May 1971 and assured the displaced persons that necessary assistance would be provided to them for their return and resettlement.

On 29 May 1971, an official spokesman reiterated the Pakistan President's offer and said that all genuine Pakistanis, who were forced to leave Pakistan under threat or duress, or were forcibly driven away from their homes by rebels and miscreants were completely free to re-enter Pakistan, subject of course to routine checks simple to ensure their Pakistani nationality.

Reception Centers Set Up in East Pakistan

Simultaneously with these announcements, Reception Centres for the returning Pakistani citizens were set up at a number of places on important routes from India into Pakistan, with full arrangements for the reception relief and return of the people to their homes.

Initially, these Centers were established at Satkhira in Khulna, Benapole in Jessore, Chudanga and Meherpur in Kushtia, Godagari, Rohanpur and Dhamoirhat in Rajshahi, Khanpur, Thakurpur and Kaliganj in Rangpur, Nalitabari and Durgapur in Mymensingh, Jaintiapur, Kulaura and Chunarughat in Sylhet, Akhaura and Bibirbazar in Comilla, Feni in Noakhali, and Teknaf in Chittagong. Additional centers were set up later on to suit the convenience of returning Pakistanis.

Deserters Allowed to Join Their Families

On 4 June 1971, in an official announcement made from Dacca, Pakistan held out an assurance that the deserters from the armed forces and police could join their families if they surrendered voluntarily. The announcement explained that a number of serving personnel, including some from East Bengal Regiment. East Pakistan Relief and the Police were misguided by the extremists and disloyal leaders and made to desert from the units, border outposts and thanas for participation in anti-state activities during the disturbances in March-April 1971

The majority of such persons, as borne out by their service records, were loyal and patriotic but the circumstances created by a few ambitious, greedy and self-seeking elements had forced them to take a wrong path, and they were separated from their

families. Understanding the circumstances under which such elements were made to deviate, an opportunity is provided to them voluntarily to surrender to the nearest military authorities or police stations with or without their weapons, they can rest assured that for such voluntary surrender, their cases will be considered compassionately. They should remember that this would help them to join their families in their homes and to live as free citizens of the State", the announcement added.

Pakistani Citizens Start Returning to their Homes

These positive pronouncements and actions had a salutary effect and Pakistan nationals started returning to their homes in large numbers. On 6 June 1971, about 1,000 East Pakistanis crossed over into Pakistan territory near Meherpur in the Kushtia district and immediate arrangements were taken in hand for their speedy rehabilitation. On 8 June 1971, another 70 families returned to their homes in East Pakistan in the Phulbari area of Dinajpur district. On 9 June 1971, about 4,000 persons arrived in Dinajpur, followed by 150 at the Godagari Reception Centre in Nawabganj sub-division of Rajshahi, and 200 at Meherpur and Chuadanga sub-divisions of Kushtia district. On 10 June 1971, the Pakistan Observer, Dacca, reported that "more people have started trickling into western districts of East Pakistan from across the border. One hundred and fifty persons reported at Rajshahi, 500 at Dinajpur, and 120 at Satkhira".

With experience gained from the physical requirements as well as psychological needs of those returning after such traumatic events, the arrangements and facilities at the Reception. Centers were reviewed and suitably altered and improved. It was decided that each Reception Centre should provide covered accommodation for approximately two to three thousand people, catering for a daily inflow of between 500 and 1000 people with adequate arrangements to provide food, accommodation and medical cover to those returning. They were also to be provided transport to take them to their houses. Receiving time at the border was from 8,00 a.m. to 4,00 p.m. daily, and all bonafide Pakistanis were advised to take recognized routes while re-entering Pakistan, so as to avoid unnecessary hardship.

General Amnesty Announced

On 10 June 1971, the Governor of East Pakistan, General Tikka Khan announced general amnesty to all people who had gone away from their home under the influence of false and malicious propaganda and urged them to return to their homes.

The amnesty covered all classes of people, such as students, labors, businessmen, industrialists, civil servants, armed forces and other law enforcing agencies (EBR, EPR, police, Mujahids and Ansars etc). as well as political workers and leaders who were all welcome to join their families and resume their normal vocations in life. "It is appreciated", the general amnesty announcement said, "that they are, without necessity, undergoing the risk of malnutrition and disease. They should return and come forward to participate in national reconstruction as equal partners with their countrymen"

2000 Services Personnel Surrender

The offer by the Pakistan Government to the deserters of East Bengal Regiment and East Pakistan Rifles to surrender themselves with or without their weapons, met with good response and about 2000 personnel of different categories surrendered themselves in various parts of East Pakistan. These included 26 officers. 29 Junior Commissioned Officers and over 1800 other ranks.

By the middle of June 1971, all the Reception Centers were effectively operating in East Pakistan for the returning Pakistani citizens. Apart from about 10,000 returning Pakistani citizens who had reported at these Reception Centers. Another 400-5000 had come through unrecognized routes, as by now India had started initiating measures to prevent the return of these Pakistani citizens back to their country.

UN High Commissioner Visits Reception Centers

On 9 June 1971, the United Nations High Commissioner for Refugees, Prince Sadruddin Aga Khan arrived in Dacca. He visited a number of Reception Centers in East Pakistan and saw for himself the arrangements made for the returning Pakistani citizens. He also talked to the inmates of some of these Centers.

On 14 June 1971, in a statement issued simultaneously from Geneva and Islamabad, it was announced that the UN High Commissioner for . Refugees "Ns-as assured of the full cooperation of the Government of Pakistan and visited some Reception Centers which the Provincial Government in Dacca had set up following the statement issued by the President of Pakistan on May 21 urging the persons who had left East Pal:ist3n to return to their homes".

The statement also announced that the UN High Commissioner for Refugees would provide assistance to Pakistan in arranging the return and rehabilitation of displaced persons returning to East Pakistan. The Government of Pakistan agreed that a representative of the UN High Commissioner for Refugees said that he should be stationed in Dacca to maintain contact with the local authorities in East Pakistan.

On 20 June 1971, the United Nations High Commissioner for Refugees said that he would visit Pakistan again in due course to see the rehabilitation work of displaced persons in East Pakistan. In a press interview before leaving Pakistan for Geneva, he said. that he would shortly appoint a representative for the rehabilitation of the displaced persons in East Pakistan after consultation with the Pakistan Government. He also said that the displaced persons have to decide themselves whether they want to go back to East Pakistan or not, and remarked: "I think that all the displaced persons want to return to their homes in the East Wing".

The approval of the Government of Pakistan to the appointment of Mr. John Kelly. formerly Representative of the UN High Commissioner for Refugees in London, as the UNHCR Representative in East Pakistan was announced subsequently, on 14 June 1971.

Following these arrangements a member of countries have started providing bilateral assistance in cash and kind to Pakistan for the relief of the displaced persons in East –

Pakistan. In addition to aid from the United Nations this assistance is in response to the appeal made by the UN Secretary General U Thant, for the displaced persons in East Pakistan. The office of the UN High Commissioner for Refugees has been designated by the Secretary General to work as the focal point for coordination of assistance from the organizations of the UN family.

Routine Checks to Establish DP's Nationality

Meanwhile Pakistan Government started working out a proposal seeking India's cooperation to facilitate the return and rehabilitation of displaced persons in East Pakistan. The proposal envisaged a request to India to give facilities to Pakistani social workers to visit camps also the East Pakistan-West Bengal border to collect data regarding the number and particulars of persons wishing to return home, and prepare the ground for their rehabilitation. They would also be able to check upon mounting reports that India is forcibly preventing the return of Pakistani citizens to their homes. 'Their very presence in the camps, it was hoped, will reassure returning citizens.

The BBC. in a commentary broadcast on 18 June 1971 referred to this Pakistani proposal for settling the refugee problem by joint Indo Pakistan action" and said "At the beginning of June (1971), the Pakistan Government confirmed President Yahya's assurance that all genuine Pakistanis will be welcome home. It added that routine checks to establish nationality would be required. The latest plan goes further. Under it, Pakistan aid officials would enter refugee camps in India. They would collect data of those who want to return, draw up lists of bonafide citizens and prepare the ground at receiving centres in Pakistan in order to speedy rehabilitation. Such a plan, if offered, could embarrass the Indians seriously. It implies that many of the refugees may not be allowed to return. It will be difficult for India to accept such a proposal, since it would not seem to guarantee absolutely the position of the refugees once they return. But it is a plan which many countries might endorse". In view of India's prevailing attitude this proposal could not be pursued further.

Indian Brutalities Cited

The returning Pakistani citizens had their own stories of Indian brutalities to tell. At one of the Reception Centers in Jikargacha, near Jessore, over a dozen Pakistani nationals were interviewed by a correspondent of APP on 16 June 1971 and they corroborated what was already being reported in the foreign press on the basis of information trickling out of the refugee camps on the Indian side of the border. They narrated the tales of atrocities. intimidation coercion, looting, molestation and beating by volunteers and local inmates of the camps whenever anyone attempted to leave the camp to return to Pakistan.

Some of those returning victims of hoodlums, showed fresh marks of injuries persons while talking to the newsmen, and testified that around the-clock vigil was being kept on Pakistani nationals in `refugee camps' in India to prevent them from returning to Pakistan.

Earlier, according to reports reaching Dacca on 6 June 1971, an Indian army patrol had apprehended 16 Pakistan nationals from the area opposite Comilla and seized all their belongings. The Pakistan nationals were returning to their homes in East Pakistan.

On 10 June 1971, the Indian authorities were reported to have arrested the Sub Divisional Food Controller of Dinajpur, Choudhury Motiur Rahman, and prevented him, from returning to East Pakistan Mr. Rahman had crossed the border during the recent disturbances, and wanted to return to his homeland along with a number of his countrymen. But Indian authorities did not allow them to do so.

On 14 June 1971, some of those returning reported that the Indians were torturing a number of East Pakistani officials, including Dr Farooq. Director of the Swedish Institute at Kaptai, East Pakistan who was misled by Indian propaganda into crossing over to India and was arrested by the Indian police.

On 15 June 1971 the Dacca correspondent of APP reported,: "I watched for two hours at the reception centre in Meherpur the caravans of disillusioned men, women and children trekking through the meandering routes amidst paddy fields. The returnees wore a look which spoke for itself 'of how the Pakistani nationals, particularly Muslims were treated in the Indian camps for whom the India Government have by now amassed nearly twenty crore (200 million) rupees from the world community in the name of humanity by exploiting to the maximum her propaganda machinery.

"Maltreatment, Torture. Molestation"

"Scores of returnees interviewed by me narrated woeful tales of maltreatment, torture, and molestation suffered at the hands of 'volunteers' and Hindus, mostly from the border areas of India sheltered in the so-called `refugee camp'. Mir Ayezuddin, a middleaged resident of Meherpur Town, said that he had gone to India with 10 members of his family. He was influenced by false and mischievous propaganda. 'But to my utter dismay', he said with tears in his eyes 'those camps are a hell for the Pakistani Muslims',

Another returnee was Zillur Rahman of the same area, (Meherpur), who said the Betai Camp in Tehatta police station was abode for two months. He was very sore about the fact that whatever money and belongings he could carry to India were looted by the local and the 'volunteers'. He said that he and his family members were on starvation. He said that no clothes were given to them, "nor were they provided medical care".

A 26 year old school teacher of village Sranpur under Monirunpur police Station in Jessore District, Mr. A. Rahim, said in an interview on 16 June 1971, that his two months stay in Mama Bhanc camp unfolded to him how India had been bluffing the world, giving highly exaggerated figures of Pakistani displaced persons and the economic burden caused to her. He said that during his meetings with the camp inmates he found at least 50 percent Indian national from the slum area of Calcutta and the unemployed population from the border areas.

Mr. Ram Boiragee, a Hindu young man of village Solok, under Uzirpur Police Station in Barisal district, also confirmed these stories. He said that he had to leave Jessore town, where he was staying in sheer panic. He was taken to Bangaon camp in India where several hundred persons were huddled together in the worst sanitary conditions-Cholera broke out soon and a number of people fell a prey to the deadly

disease. He was living almost half starved, and he decided to return home. While he was leaving the camp, his personal assets, which he had carried with him, were snatched away by one of the volunteers and a dirty dhuti 'which' he was wearing was all that he could carry back with him.

Meanwhile, foreign press correspondents quoting Indian sources, reported that the exodus of refugees from East Pakistan had stopped. On 14 June 1971, the correspondent of the London Times said: "A senior (Indian)' officer, who extensively toured areas of the southern regions of West Bengal, told me today (13 June 1971) that the exodus had ended in this section almost as suddenly as it had begun." He added: "Officials from border towns to the north also claim that the exodus has decreased dramatically".

As the inflow of Pakistani citizens from across the border increased in response to general amnesty and the return-home call by Pakistan, the Government of Pakistan initially sanctioned a cash grant of Rs. 3.9 million as gratuitous relief, and Rs. 1.1 million as house-building grant to the persons affected by the disturbances in East Pakistan. Besides. 80.000 mounds of wheat were distributed free among these people. More substantial grants have since been made as the tempo the movement back home has picked up.

President Reassures All, In Particular Minorities

On 18 June 1971, the President of Pakistan, in a statement released in Rawalpindi, referred to the fact that on 21 May, 1971, he had issued a personal message to all Pakistani nationals who had, due to various reasons gone to India, to return to their homes in East Pakistan and resume their normal activities. "It is gratifying to note" he said, "that despite hindrances put by the interested parties, many Pakistanis have returned and arc now on the way to their respective homes. I am certain that many more will follow them. As I said before, there is no question of with holding permission to the return of our own citizens. In fact, East Pakistan Government had made adequate arrangements to receive them and to extend full assistance in their rehabilitation".

The President specially mentioned the minority community and said: "My appeal was addressed to all Pakistan nationals irrespective of caste, creed, or religion. Members of minority community should have no hesitation in returning to their homes in East Pakistan. They are equal citizens of Pakistan and there is no question of any discriminatory treatment. I urge them not to be misled by mischievous propaganda being conducted outside Pakistan".

Apart from cooperating fully with the United Nations, the Government of Pakistan took additional steps to demonstrate the importance attached by them to this problem.

On 14 July, 1971, the President of Pakistan appointed a distinguished East Pakistani, Dr. A.M.Malik, as his Special Assistant for displaced persons and relief and rehabilitation operations in East Pakistan. In his capacity as Special Assistant. Dr. Malik has the status of a Cabinet Minister, and would report directly to the President on the progress and implementation of relief operations.

Indian Subterfuge

Unfortunately, however, India's attitude, unhelpful at the best of times, was not only grievously antagonistic to Pakistan but also downright hypocritical on the strictly humanitarian question concerning the return of Pakistan citizens.

For one thing, Indians gave out fantastic figures of the displaced persons from East Pakistan. They took advantage of the presence of foreign correspondents and diplomats, who were taken to some of these camps for "sample" check, and the word was made to believe that one group saw at one place could be automatically multiplied by factors on up to one thousand to arrive at what India gave out as the actual figure of such displaced persons! There has so far been no actual census of these DP's under international auspices, and in the absence of such a census. India's unilateral figures are to say the least arbitrary. A good example of this was provided when three British MP's admitted at a Press Conference at the London airport on 5 July 1971 that they had prejudged the situation and their opinions were based on talks they had with the 'refugees' in West Bengal through Indian Government interpreters.

Secondly, the Indian authorities while making a great deal of noise about the displaced persons from East Pakistan. left no one in doubt about their real intention not to let the DP's return to their homes in Pakistan. As early as 3 June 1971, India's Defense Minister Jagjivan Ram said in a speech in Asansole: "We will not send these evacuees to Yahya Khan's Pakistan but will only allo-w them to return to Sheikh Mujibur Rahman's Bangladesh". This Indian design was given further credence when the Indian Prime Minister herself said at Handwara, near Srinagar, on 20 June 1971 that her Government wanted "not to allow them to become victims of the Pakistan Army". "We shall not push them out to be mowed down", she said, which war sheer political euphemism, meaning that she would not let the Pakistanis return to their homes"

Thirdly, India started shifting more and more of East Pakistani DP's into the interior as far away as Madhya Pradesh. Observers note that since more foreign correspondents and diplomats were visiting these refugee camps, India was finding it difficult to show the refugees in such fantastic figures as claimed by Indian propagandists. That is why the refugees were being taken away to different states on the pretext of better accommodation. In the process, bonafide Pakistani citizens were removed from the border areas to faraway places, thus making their return almost impossible. No wonder that, as reported by Reuter News Agency from New Delhi on 10 June 1971, "the West Bengal Health Minister said the State Government was taking a serious view of the fact that some of the refugees were unwilling to move from the borders and some were jumping off the trains along the route after boarding them."

Inflow of DP's Hindered

Finally, on the ground, India is making it more and more difficult for Pakistanis to return. According to reports received in Dacca from the border areas, all sorts of hindrances are being put to stop the displaced Pakistanis from returning to their homes in East Pakistan. A Dinajpur report on 22 June said that 250 displaced Pakistanis who had

attempted to cross the Pakistan border in the afternoon of 17 June 1971, were stopped by Indian BSF and taken back to an Indian camp in Hili. An Advocate from Comilla, who returned from Agartala, revealed in a statement to the press on 22 June 1971, that East Pakistani refugees in India were being screened and those who wanted to return were stopped from doing so and even threatened to be killed.

In an interview at Dacca on 14 July 1971, a visiting Member of Australian Parliament, Mr. Leonard Stanley Reid, said that he had seen the situation on the border from both sides and the responsibility lies with India to remove tension which is preventing the return of the Pakistani national who had gone across the border to India. Mr. Reid added that he had visited a number of Reception Centers set up by the East

Pakistan Government and he found that adequate facilities for accommodation and medical care were being made available to the returning people and every effort was being made for their quick rehabilitation.

Home-Coming Progressing Steadily

Despite hindrances put by various interested parties across the border, displaced Pakistanis-both Muslims and Hindus-are returning to East Pakistan in increasing numbers through recognized and unrecognized routes. But many of them are preferring unrecognized routes and travel during night to avoid obstruction by the Indians and their agents. This explains the discrepancy in the number of people actually registered at the Reception Centers, and those announced in Government statements as having returned to East Pakistan.

In the last week of June 1971, 1650 more displaced Pakistanis returned to their homes from across the border. Of these persons 100 re-entered Sylhet district through Katalamora BOP, 360 arrived in Dinajpur district and the rest reported at different Reception Centres. Among those who crossed over into Satkhira there were as many as 238 members of the minority community. In Rangpur, 80 per cent of the displaced Pakistanis from the district have already returned to their homes.

In other sectors too, the return of DP's continued. 700 such returnees crossed over into Chuadanga sub-division of Kushtia district. 900 more displaced persons returned, including 670 at Khanpur, Thakurgaon and Panchgar in Dinajpur district, 175 at Jhikargacha, and the rest at Satkhira and Chagachi. Among the displaced Pakistanis who reported at these Centers there were a substantial number of men, women and children of the minority community.

Indian Motives in Obstructing Return

What is India's motivation in preventing the return of these Pakistani citizens? It must be remembered that India has already received a sum of Rs. 120 million in foreign currency on the pretext of feeding these displaced persons from East Pakistan. This amount is part of Rs. 200 million in foreign exchange India is expecting to get overtly on humanitarian grounds but covertly to make good her foreign exchange deficits. Foreign news media have already reported that India is swelling the number of people in the

refugee camps, by putting in there her own unemployed population from West Bengal and other neighboring states. This was confirmed by the London Daily Telegraph correspondent. Peter Gill, who disclosed in dispatch published in the paper on 6 July 1971, that "West Bengal destitute in Calcutta were dumped in these refugee, camps. The correspondent quoted Major S.K. Deba retired Indian army Officer in charge of a group of camps in Salt Lake area of Calcutta's suburbs, as testifying that "penniless Indians, living and sleeping in their thousands on unwholesome streets of Calcutta, are seeking admission to the East Pakistani refugee camps on the outskirts of the city". The correspondent added: "What attracts them to refugee camps is the lure of free food, as each adult refugee is entitled, on production of a slip, to 400 grammes of rice per day as well as 100 grammes of vegetables and 300 grammes of pulses. This represents a diet far more varied and generous than enjoyed by many of Calcutta's inhabitants".

India thus sees both economic and political advantages in keeping the 'refugee' bogey alive and in obstructing and sabotaging Pakistan's persistent efforts to ensure their speedy return to their homes in East Pakistan. The Indian game apparently is not to let the issue be resolved, in order to build more and more pressure on Pakistan. This, in their assessment, will make up for the failure of their earlier efforts to break Pakistan through an India-backed armed rebellion in March-April 1971.

Pakistan's Resolve

While taking all measures necessary to facilitate the return of its citizens, with the full cooperation and participation of the U.N., the Government of Pakistan cannot countenance interference in its internal affairs. It is necessary to appreciate that a humanitarian problem is being used by India to justify political intervention to the point of trying to dictate the future set-up of Pakistan. The Government of Pakistan is anxious to see all its citizens back in their homes, and attaches the highest priority to their return and rehabilitation. However, the Government can never permit the problem of displaced persons, which assumed its present proportions due to India's own policies and propaganda, to be turned into an instrument of political blackmail.

Produced by

The Department of Films & Publications

Government of Pakistan

July, 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৯। 'পূর্ব পাকিস্তানে' সামরিক হস্তক্ষেপের পটভূমিকার ওপর পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র	পাকিস্তান সরকারের প্রচার পুস্তিকা	৫ আগস্ট, ১৯৭১

পাকিস্তান সরকার

পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কট সম্পর্কে

শ্বেতপত্র

৫ই আগস্ট, ১৯৭১

ভূমিকা

এই শ্বেতপত্র পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সঙ্কটের ঘটনাবলীর সর্বপ্রথম পূর্ণ বিবরণ। আওয়ামী লীগ নেতাদের মনোভাবের দরুন নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা একটি ফেডারেল শাসনতন্ত্রের মূল বিষয়সমূহের ব্যাপারে একটা মতৈক্যে পৌঁছুতে ব্যর্থ হলে এই সঙ্কটের উদ্ভব হয়। আওয়ামী লীগ নেতারা স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জনগণের রায়কে একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে পরিবর্তিত করার প্রয়াস পান।

এ-সব ঘটনার প্রতি বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। অবশ্য, এ-পর্যন্ত বিশ্বকে অসম্পূর্ণ এবং পক্ষপাতদুষ্ট তথ্যই সরবরাহ করা হয়েছে। এই শ্বেতপত্রে সেইসব ঘটনাবলীর বিস্তারিত পটভূমিকা দেওয়া হয়েছে বা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড করার উদ্দেশ্যে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের রুপ নেয়।

পূর্ব পাকিস্তান সঙ্কট হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অপরিহার্য মূল বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

(১) ১৯৭০ সালের আইনকাঠামো আদেশের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের সাম্প্রতিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দলই এই আইন-কাঠামো গ্রহণ করেছিলেন। এই আদেশ থেকে সন্দেহাতীতভাবে বোঝা যায় যে, পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা হচ্ছে যে কোন ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক পূর্ব-শর্ত।

(২) ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ ফেডারেল সরকার যে ব্যবস্থা শুরু করেন তার লক্ষ্য ছিলো আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, কারণ আওয়ামী লীগের ''অহিংস-অসহযোগ' আন্দোলনের সময় আইন-শৃংখলার কাঠামো সম্পূর্ণরুপে ভেঙ্গে পড়েছিলো। এই সময়ে যে গোলযোগ এবং নৃশংস কার্যকলাপ চালানো হয় এই শ্বেতপত্রে তা বিবৃত করা হয়েছে।

(৩) হিন্দুস্তান হস্তক্ষেপ না করলে এবং প্ররোচনা না যোগালে পরিস্থিতি বেশ শিগগিরই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতো।

প্রথম অধ্যায়

সংঘর্ষ অভিমুখে

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিণতিতে জাতি এক মারাত্মক সঙ্কটের সম্মুখীন হয় যার ফলে ১৯৬৯ সালের ২৬শে মার্চ সামরিক আইন জারী করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জাতির উদ্দেশে তাঁর সর্বপ্রথম ভাষণে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এ, এম, ইয়াহিয়া খান বলেন, "আমি আপনাদের কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, একটি শাসনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা ছাড়া আমার অন্য কোন উচ্চাকাঙ্খা নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সুস্থ ও গঠনমূলক রাজনৈতিক জীবন এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধে ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত গণ প্রতিনিধিদের কাছে নির্বিঘ্নে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য অপরিহার্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে একটি সুষ্ঠু, নিষ্কলঙ্ক এবং সৎ সরকার। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ হবে দেশকে একটি ব্যবহারযোগ্য শাসনতন্ত্র দেয়া এবং যে-সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা গণমনকে আলোড়িত করছে তার একটা সমাধান বের করা।"

এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর অনুমতি দেয়া হয় এবং প্রেসিডেন্ট সব রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, "আমার সরকার আপনাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ অব্যাহত রাখবেন।" তিনি অবশ্য জোর দিয়ে বলেন, "কোন ব্যক্তি, দল কিংবা গোষ্ঠী যারাই ইসলামের মূলনীতিসমূহ এবং পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতি বিরোধী প্রচারণা চালাবে কিংবা আমাদের জনগণের ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করবে, তারাই জনগণ ও তাদের সশস্ত্র বাহিনীর ক্রোধভাজন হবে।"

এরপর কয়েকমাস ধরে প্রেসিডেন্ট সারাদেশে রাজনীতিবিদ এবং জনমতের প্রতিনিধিত্বকারী নেতাদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা-পরামর্শ চালান। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ২৮শে নভেম্বর তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে, রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতীয় রাষ্ট্রনেতার মতো শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নটির সমাধানের জন্য তাঁর জরুরী আবেদন সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কোন রকম মতৈক্য দেখা যাচ্ছে না।

তিনি দুটি গুরুত্বপুর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন। প্রথমটি হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল করে দেয়া এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভবিষ্যৎ জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের জন্য "একজন লোক- একটি ভোট"- এই নীতি গ্রহণ। এর ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে Parity বা সমতার যে নীতি আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দলই মেনে নিয়েছিলেন এবং যা ১৯৫৬ এবং ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রেও গৃহীত হয়েছিলো তা পরিত্যক্ত হলো। প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের ফলে এই প্রথম বারের মত জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থায়ীভাবে কায়েম হলো। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এবং জনগণের সুস্পষ্ট ইচ্ছে অনুসারে প্রেসিডেন্ট কতকগুলো বিষয়কে স্থিরীকৃত বলে ঘোষণা করেন। এসব বিষয় হচ্ছেঃ

(১)ফেডারেল পার্লামেন্টারী ধরনের সরকার।

(২)প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন

(৩)নাগরিকদের মৌলিক অধিকার দান এবং আইন-আদালতের মাধ্যমে এই অধিকার-রক্ষার নিশ্চয়তাবিধানের ব্যবস্থা।

(৪) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং তাকে শাসনতন্ত্র-রক্ষকের ভূমিকা নেয়া।

(৫)যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একটি ইসলামী ভাবাদর্শভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন।

প্রেসিডেন্ট আরো প্রকাশ করেন যে, ১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চ নাগাদ একটি আইন কাঠামো এবং জুন মাস নাগাদ ভোটার তালিকা তৈরী করে ১৯৭৩ সালের ৫ই অক্টোবর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে। জাতীয় পরিষদকে তার প্রথম অধিবেশন থেকে শুরু করে ১২০ দিনে মধ্যে একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, তাঁরা যদি এই কাজ সম্পন্ন করেন তাহলেও আমি সুখী হবো। কিন্তু তাঁরা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হন, তাহলে পরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং আবার নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমি আশা করি এবং কামনা করি যেনো তা না ঘটে এবং এ জন্যই আমি ভবিষ্যৎ গণপ্রতিনিধিদের পূর্ণ দায়িত্ববোধ এবং দেশপ্রেমের সঙ্গে এই কাজ হাতে নেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

১৯৭০ সালের পয়লা জুন সারাদেশে সাধারণ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী অভিযান শুরু হয়। এই সময় প্রেসিডেন্ট সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত ও স্থানীয় বিবেচনার উর্ধ্বে ওঠার জন্য সব দলের প্রতি আবেদন জানান। সংবাদপত্র, রেডিও টেলিভিশনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়। সব সরকারী কর্মচারীকেই পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখার কড়া নির্দেশ দেয়া হয়। ১৯৭০ সালের ২৮শে মার্চ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেন, "আমি আরেকবার আপনাদের আশ্বাস দিতে চাই যে, যতদূর পর্যন্ত নির্বাচনী অভিযানের সম্পর্ক রয়েছে, বর্তমান সরকার আগেও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। সরকার অবশ্য আশা করেন যে, কোন রাজনৈতিক দল কিংবা ব্যক্তি পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতি বিরোধী প্রচারণা কিংবা কার্যকলাপ চালাবেন না।"

একই ভাষণে প্রেসিডেন্ট আইনকাঠামো আদেশ (১৯৭০)-এর মুল ধারাগুলো ঘোষণা করেন। এই আদেশের ভিত্তিতেই সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নেন। এই "আইনকাঠামো আদেশ"-এর উপক্রমণিকায় বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে "এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরী করা।" আদেশের ১৪ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়, "জাতীয় পরিষদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়ার পর পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরীর কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট তাঁর বিবেচনা মতো উপযুক্ত তারিখ, সময় ও স্থানে পরিষদের অধিবেশন ডাকবেন।" আরো ঠিক করা হয় যে, জাতীয় পরিষদ তার প্রথম অধিবেশনের ১২০ দিনের মধ্যে "শাসনতন্ত্র বিল" নামে একটি বিলের আকারে শাসনতন্ত্র তৈরী করবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হলে পরিষদ ভেঙ্গে যাবে। জাতীয় পরিষদের পাশ করা শাসনতন্ত্র-বিল প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ না করা পর্যন্ত জাতীয় পরিষদ ফেডারেশনের প্রথম আইন পরিষদ হিসেবে তার কাজ শুরু করতে পারবেন না এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলোর অধিবেশনও ডাকা হবে না।

ফেডারেল শাসনতন্ত্র তৈরীর একটা ঐতিহাসিক রীতি এই যে, শাসনতন্ত্রের পেছনে হয় ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর সর্বসম্মত সমর্থন কিংবা ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর বেশীর ভাগের সম্মতি থাকতে হবে। এটাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছিলো প্রেসিডেন্টের নিম্নোক্ত মন্তব্যে। "শাসনতন্ত্র হচ্ছে একটা পবিত্র দলিল এবং একত্রে বসবাসের মৌলিক চুক্তি। কোন সাধারণ আইনের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে না।"

আইন-কাঠামো আদেশে শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভূক্ত করার কতকগুলো মূলনীতি দেয়া হয়। এসব মূলনীতির মধ্যে ছিলঃ

(১) "জনসংখ্যা এবং প্রাপ্ত-বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর পর ফেডারেল ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের অবাধ প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ অনুসরণের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।"

(২) "নাগরিকদের অধিকার বিধিবদ্ধ করা হবে এবং এই অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।"

(৩) "মামলা-মকদ্দমার বিচার এবং মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে বিচার-বিভাগকে স্বাধীনতা দেয়া হবে।"

(৪) "আইন-তৈরী সংক্রান্ত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতাসহ সব রকম ক্ষমতাই ফেডারেল সরকার এবং প্রদেশগুলোর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা হবে যে, প্রদেশগুলো সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ সর্বাধিক পরিমাণ আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা ভোগ করবেন কিন্তু একইসঙ্গে ফেডারেল সরকারও বাইরের ও অভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে তার দায়িত্ব পালন এবং দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পর্যাপ্ত আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা ও আর্থিক ক্ষমতা পাবেন।"

(৫) "নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যেনোঃ

(ক) পাকিস্তানের সব এলাকার জনগণ সব রকম জাতীয় প্রচেষ্টায় পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এবং

(খ) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইন করে এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এবং প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক এবং অন্য সব রকম বৈষম্য দূর করা হয়।

(৬) "শাসনতন্ত্রের উপক্রমণিকায় এইমর্মে ঘোষণা থাকতে হবে যে-

(ক) পাকিস্তানের মুসলমানরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে, পবিত্র কোরান ও সুন্না মোতাবেক ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের জীবন গড়ে তুলতে পারবেন। এবং

(খ) সংখ্যালঘুরা অবাধে তাদের ধর্ম-পালন এবং পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে সব রকম অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং নিরাপত্তা ভোগ করতে পারবেন।"

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, এই আদেশে বলে দেয়া হয়, "পাকিস্তানে বর্তমানে যে সব প্রদেশ ও এলাকা রয়েছে কিংবা পরে যে সব প্রদেশ ও এলাকা অন্তর্ভূক্ত হতে পারে তারা সবাই একটি ফেডারেশনের অধীনে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে যেনো পাকিস্তানের স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং জাতীয় সংহতি নিশ্চিত হয় এবং ফেডারেশনের সংহতি কোন রকমেই ব্যাহত না হয়।"

প্রেসিডেন্ট তাঁর ২৮শে মার্চের ভাষণে বলেন, আমাদের জনগণ গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। সুতরাং তারা পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কোন কাজ ছাড়া প্রায় সব জিনিসই বরদাশত করবে। যদি কেউ মনে করে যে, সে দেশ কিংবা জনগণের স্বার্থবিরোধী কাজ করতে পারবে কিংবা কেউ যদি আমাদের জনগণের মৌলিক ঐক্য নষ্ট করতে পারবে মনে করে, তবে সে বড় ভুল করবে। জনগণ এটা কোন প্রকারেই বরদাশত করবে না। ...দেশের শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান দেয়ার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের জনগণের সংহতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এমন কোন সমাধান দেয়ার অধিকার কারুরই নেই। কেউই তা বরদাশত করবে না।"

আওয়ামী লীগ তাদের ৬-দফা যেভাবে জনগণের কাছে পেশ করেন তাতে পাকিস্তানের সার্বভৌম মর্যাদায় কোন রকম পরিবর্তন সাধনের দাবী ছিল না। প্রথম দফায় বলা হয়, "সরকারের ধরণ হবে ফেডারেল ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতির।" শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতাসমূহে বার বার জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছেন, দেশকে ভাগ করা কিংবা তার ইসলামী আদর্শকে দুর্বল করা তাঁর লক্ষ্য নয়। ১৯৭০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, "৬-দফা কার্যক্রম বাস্তবায়িত করা

হবে এবং তাতে পাকিস্তানের সংহতি কিংবা ইসলাম বিপন্ন হবে না।” ১৯৭০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি নির্বাচনকে “প্রদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে এশটি গণভোট” বলে অভিহিত করেন। ৬ই নভেম্বর ১৯৭০ সিলেটে আরেক ভাষণে তিনি বলেন, “আওয়ামী লীগের ৬-দফা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রে পূর্ববঙ্গের স্বার্থরক্ষার নিশ্চয়তাবিধান করা।” আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতারাও একই ধরনের কথা বলেন। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৭০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বও নারায়ণগঞ্জে বলেন যে, “৬-দফা আদায়ের প্রশ্নটি অখণ্ডতা ও সংহতির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত”।

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লাহোরে এক জনসভায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড করা তাঁর দলের উদ্দেশ্য নয়। এর আগে ১৯৭০ সালের ২১শে জুন রাজশাহীতে এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে তিনি বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খন্দকার মুশতাক আহমদ ১৯৭০ সালের ২০শে মার্চ ফেনীতে এক জনসভায় বলেন, আওয়ামী লীগের লক্ষ্য হচ্ছে একটি শক্তিশালী পাকিস্তান গঠন করা। তিনি বলেন, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন একটি শক্তিশালী জাতি গঠন সহায়ক হবে।

যাহোক, শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহযোগীদের এসব বক্তৃতার মধ্যে এমন সব কথা ছিল বা অত্যন্ত আবেগপ্রসূত এবং তথ্যের দিক দিয়ে ক্রটিপূর্ণ যার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে তাদের পশ্চিম পাকিস্তান ভাইদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা। ১৯৭০ সালের ১১ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের হাজারীবাগ পার্কে এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান নওয়ারজাদা নসরুল্লাহ খান, মওলানা মওদুদী, খান আবদুল কাইয়ুম খান প্রমুখের কাছে জানতে চান যে তাঁরা তাঁদের প্রভুদের মাধ্যমে বাংলার যে সম্পদ লুণ্ঠন করেছেন তা ফিরিয়ে দিতে আর কত সময় নিবেন।

তিনি বাঙালীদেরকে এই মাহেন্দ্রক্ষণে ওার এবং বাংলার পবিত্র মাটি থেকে রাজনৈতিক মীরজাফর এবং পরগাছাদের নির্মূল করার আহ্বান জানান। ১৯৭০ সালের ১০ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ ঢাকায় এক জনসভায় বলেন, “বিগত বৎসরগুলোতে শোষক এবং ডাকাতরা বাঙালীদের রক্ত মাংস চিবিয়ে খেয়েছে। আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক গগন থেকে তাদেরকে বিদায় করতে হবে।”

পরদিন ঢাকা জেলার কাপাসিয়ায় কালালেশ্বর হাই স্কুলে আরেক জনসভায় তিনি বলেন “পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর শোষণকারী পূর্ব বাংলাকে গত ২৩ বছর ধরে শোষণ করেছে। পাকিস্তানের ইতিহাস একটি ষড়যন্ত্রের ইতিহাস, অব্যাহত নির্যাতন ও শোষণের ইতিহাস।”

এরপর পূর্ব পাকিস্তানে যে নির্বাচনী অভিযান শুরু হয় তাতে আওয়ামী লীগ এমন অসংযমের পরিচয় দেয় যে তার বিরুদ্ধে অন্যান্য সব দল অভিযোগমুখর হয়ে উঠে।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অভিযানের বিরুদ্ধে যারা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানান তাঁদের মধ্যে রয়েছেনঃ

(১) জনাব নূরুল আমীন-পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সভাপতি এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্য উজীর।

(২) জনাব আবদুস সালাম-পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি ।

(৩) জনাব মাহমুদ আলী- পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শাখার সহ-সভাপতি।

(৪) প্রফেসর গোলাম আযম- পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর।

(৫) সৈয়দ আলতাফ হোসেন- পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ওয়ালী গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক।

(৬) পীর মহসিনউদ্দিন- পূর্ব পাকিস্তান জমিয়াতে উলেমায়ে ইসলামের সভাপতি; এবং

(৭) মিসেস আমেনা বেগম- পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের উর্ধ্বতন সহ-সভানেত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী।

১৯৭০ সালে এঁরা এবং অন্যান্য নেতারা জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁদের বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের জবরদস্তি মূলক পদ্ধতি, জনসভা পণ্ড করে দেওয়া, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর দৈহিক আক্রমণ এবং পার্টির দফতর লুট ও বিনষ্ট করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই সমালোচনা দিন দিন বাড়তেই থাকে। কিন্তু পাছে নির্বাচন অভিযানে সরকার হস্তক্ষেপ করেছেন বলে মনে করা হয়, এ জন্য সরকার এ ব্যাপারে কিছু বলেননি।

ঢাকার পুরানা পল্টন ময়দানে ১৯৭০ সালের ১৮ই জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য একটি দলের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভা জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ফলে, একজন লোক নিহত এবং পাঁচ শতাধিক লোক আহত হয়। জামাত-ই-ইসলামী এই সভার আয়োজন করেছিলো। জামাত-ই-ইসলামী প্রমাণ করেছিলো যে, ''ময়দানে ঢুকে যারা শ্রোতাদের উপর হামলা চালিয়েছিলো, তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগ কর্মীরা ছিলো এবং গুণ্ডাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র এবং হাতবোমা ছিলো।''

ঢাকার দৈনিক পত্রিকা পাকিস্তান অবজারভার এ ঘটনাকে নিন্দা করে ১৯৭০ সালের ২০শে জানুয়ারী প্রকা করে যে, ''সন্ধ্যার পর ঘঁটনাস্থলে দলে দলে লোকের পুনরাগমন, সভা পণ্ড করা, মঞ্চ পুড়িয়ে ফেলা এবং কয়েক হাজার শ্রোতাকে তাড়িয়ে দেওয়ার ঘঁটনাটা প্রমাণ করে যে, এটা একটা সুপরিকল্পিত এবং সংকল্পবদ্ধ প্রচেষ্টা। তা না হলে এতো অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু বিনষ্ট করা সম্ভব হতো না।''

যারা হিংসাত্মক কার্যকলাপের আশ্রয় নেয় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তাদের নিন্দা করেন এবং সতর্ক করে দিয়ে বলেনঃ- রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি কেউ হিংসাত্মক কার্যকলাপের সাহায্য নেয়, তাহলে মনে করা হবে যে সে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করছে। সুতরাং তাকে জনমতের সামনে জবাবদিহি করতে হবে।'' তিনি আরো বলেনঃ যারা হিংসাত্মক কার্যকলাপ দিয়ে তর্কের মীমাংসায় পৌঁছুতে চায়, তারা যে শুধু তাদের দাবীর প্রতি বিশ্বাসের অভাব প্রমাণ করে তাই নয়, গণতন্ত্রের প্রতিও তাদের আস্থার অভাব প্রমাণ করে- একথা তারা যতোই অস্বীকার করুক না কেনো।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পর পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নামে আর একটি দলের একটা জনসভায় মারপিট হয়। ১৭ জন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যুক্ত এশতেহারে এর নিন্দা করে বলেন, ''কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী এবং গুণ্ডারা সুসংবদ্ধভাবে ১৯৭০ সালের ২১শে জানুয়ারী নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত জনসভা পণ্ড করে দেবার চেষ্টা করে।'' সেই একই দিন (২১শে জানুয়ারী ১৯৭০) পৃথক একটি যুক্ত বিবৃতিতে এই নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগকে গুণ্ডামী এবং সন্ত্রাসনীতি অবলম্বন করার জন্য বিশেষভাবে দোষারোপ করেন।

১৯৭০ সালের ২২শে জানুয়ারী ঢাকায় জামাত-ই-ইসলামীর দফতরে হামলা করা হয়। পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, আমাদের দফতরে হামলা চালানোকালে আওয়ামী লীগ কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত গুণ্ডারা দরজা ভেঙ্গে ঢুকে আসবাবপত্রাদি ভেঙ্গে তছনছ করে, সাইনবোর্ড সরিয়ে ফেলে এবং পার্টির কাগজপত্র, দলিল, এবং পতাকায় আগুন ধরিয়ে দেয়।''

১৯৭০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী ঢাকায় পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এক জনসভায়ও আওয়ামী লীগ কর্মীরা গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করে। তারা 'জয় বাংলা' স্লোগান দেয়। গোলযোগের মধ্যে নিজাম-ই-ইসলাম পার্টির নেতা, মৌলবী ফরিদ আহমদ প্রমুখসহ কিছু লোক আহত হন। পিডিপির প্রেসিডেন্ট মিঃ নূরুল আমীন এক বিবৃতিতে বলেনঃ আওয়ামী লীগের এসব কার্যকলাপের নিন্দা করার মতো

ভাষাও আমার নেই। পরিষ্কার মনে হচ্ছে- আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি অনুসারে তাদের নিজেদের পরিকল্পনা অন্যের উপর চাপানোর সংকল্প করেছে। আওয়ামী লীগ এই প্রথমবার নীতি অনুসরণ করেনি।"

১৯৭০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী, চট্রগ্রামে, দৈনিক "বুনিয়াদ" এবং দৈনিক "সংগ্রাম" পত্রিকার দফতর দুটির উপর হামলা করা হয়। এই দুটি পত্রিকার আওয়ামী লীগ বিরোধী বলে পরিচিত ছিলো। পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ মাহমুদ আলী এই হামলা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেনঃ "সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হীন একটা হামলা।" তিনি আরও বলেন, "যদি 'বুনিয়াদ' ও সংগ্রামে'র সঙ্গে আওয়ামী লীগের আদর্শের মিল না হয়, তাহলেই কি তাকে ধ্বংস করতে হবে? এই কি পাকিস্তানের জনগণের কাছে আওয়ামী লীগের প্রদত্ত গণতন্ত্রের নমুনা।

১৯৭০ সালের ৩১শে জুলাই ঢাকার পাকিস্তান অবজারভারসহ কয়েকটি পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় যে, "আওয়ামী লীগের পাঁচ শতাধিক সশস্ত্র কর্মীরা হালি শহর হাউসিং এস্টেটের অধিবাসীদের আক্রমণ করে। এর ফলে ২২ জন আহত হয়। তার মধ্যে ৭ জনের অবস্থা গুরুতর। খবরে জানা যায় যে আওয়ামী কর্মীরা চেয়েছিলেন যে উল্লেখিত লোকেরা ধর্মঘট পালন করুক। কিন্তু সে এলাকার অধিবাসীরা তা করতে অস্বীকার করে।"

১৯৭০ সালের ৭ই আগস্ট দৈনিক "পূর্বদেশ" এর খবর প্রকাশ- "২রা আগস্ট ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ টাউন ময়দানে পিডিপির এক জনসভা হয়। সে সভায় আওয়ামী লীগের একটি দল এবং ছাত্রলীগ কর্মীরা গোলযোগ বাধাবার চেষ্টা করে। খবরে প্রকাশ, সভাস্থানের সন্নিকটে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপালগঞ্জ বাসভবন থেকে, সভায় গোলযোগ সৃষ্টিকারী আওয়ামী লীগ কর্মীদের বের হয়ে আসতে দেখা যায়।

১৯৭০ সালের ২৩শে আগস্ট দৈনিক "সংগ্রাম" পত্রিকার খবরে জানা যায় যে "চট্রগ্রামের দৈনিক 'আজান' পত্রিকার দফতর এর পূর্বদিন ছাত্র বলে পরিচিত একদল যুবক কর্তৃক আক্তান্ত হয়। দুষ্কৃতিকারীরা ৬ দফার সমর্থনে এবং "জয়-বাংলার'র স্লোগান দিচ্ছিলো। 'আজান' কর্তৃপক্ষকে তারা ৬ দফা সমর্থন করে তাদের পত্রিকায় লেখার হুকুম করে। পত্রিকার একজন কর্মচারী হামলার সময় আহত হন।"

ঈশ্বরদীর ইসলামী ছাত্র সংঘের জেনারেল সেক্রেটারীকে ১৯৭০ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ কর্মীরা আক্রমণ করে। চাঁদপুর শহরের কাছে বাহুরীবাজারে ১৯৭০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ কর্মীরা নিজাম-ই-ইসলামের অফিসে হামলা করে এবং অফিসের আসবাবাদি বিনষ্ট করে বলে খবর পাওয়া যায়।

ঢাকার দৈনিক পত্রিকা "সংবাদ" এর ১৯৭০ সালের ২০শে অক্টোবর খবরে প্রকাশ যে- "১৯৭০ সালের ১৮ই অক্টোবর ঢাকার হাজারীবাগ এলাকার ১৩নং রাস্তার বাচ্চু মিয়ার বাসভবন আওয়ামী লীগের একদল দুষ্কৃতিকারী আক্রমণ করে। দুষ্কৃতিকারীরা বাড়ীর উপর পাথর নিক্ষেপ করে, বাড়ীর মেয়েদের গালিগালাজ করে এবং দুটি নাবালক ছেলের উপর দৈহিক নির্যাতন চালায়।

১৯৭০ সালের ৫ই নভেম্বর, পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আওয়ামী লীগের এক প্রাক্তন অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট মিসেস আমেনা বেগম, এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দ্বারা তাঁর মাতুয়াইলস্থ নির্বাচন দফতর আক্রমণের নিন্দা করেন। এক সপ্তাহ পরে (১৯৭০ সালের ১০ই নভেম্বর) "পূর্বদেশে'র এক খবরে প্রকাশ যে- ঢাকার অন্তর্গত জিঞ্জিরার কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রার্থী খাজা খয়েরউদ্দিনের সমর্থকগণ বিরাট এক মিছিল বের করেন। গত রাতে আরামবাগ গ্রামে আওয়ামী লীগ কর্মীরা মিছিলের উপর হামলা চালায়। ফলে ৫ ব্যক্তি আহত হয়।"

জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। সেপ্টেম্বর মাসে প্রবল বন্যায় পূর্ব পাকিস্তান ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়। বন্যার

জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ভোটারদের যাতে ভোটদানে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়, সে জন্য জনসাধারণ নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবী জানায়। সে দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঠিক করলেন ১৯৭০ সালে ৭ই ডিসেম্বর। আর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হলো ১৭ই ডিসেম্বর। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর ঘূর্ণিঝড়-দুর্যোগের কবলে পড়ে। বর্তমানে যুগের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে অভিহিত এই ঘূর্ণিঝড় পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় বাঁধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সকল নেতাগণ সাহায্য এবং পুনর্বাসনের কাজে মনোযোগ দেয়ার জন্য নির্বাচন আরো পিছিয়ে দেবার জন্য আবেদন জানান। নির্বাচন অভিযান স্থগিত করার নানা অসুবিধা থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ নির্বাচন স্থগিত করায় তাদের সম্মতি প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান কিছুকাল একেবারে নীরব থাকার পর, প্রস্তাবিত স্থগিতের বিরুদ্ধে শুধু যে প্রতিবাদ জানালেন তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে বললেন- পূর্ব পাকিস্তান জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তব রূপায়ণের জন্য আরো লক্ষ লক্ষ জীবন উৎসর্গ করা হবে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন স্থগিত করলেন না। ১৯৭০ সালের ৩রা ডিসেম্বর এক ভাষণে তিনি বলেন- "এই সরকারের উদ্দেশ্য ও আন্তরিকতা নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য আর সে লক্ষ্যে আমরা অটল থাকবো।"

সেই একই ভাষণে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে তিনি বরাবরই বলে এসেছেন যে শাসনতন্ত্র একটা সাধারণ আইন নয় বরং "একসঙ্গে বসবাস করা একটা চুক্তি"। আর সেইজন্যই শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে মতৈক্য বিশেষ প্রয়োজন। তিনি বলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে আমি এ কথাই বলতে চাই যে তারা তাদের নির্বাচন ও জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের অন্তর্বর্তী সময় বেশ কাজে লাগাতে পারেন। তারা সকলে একত্রিত হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের প্রধান বিধানগুলোর ব্যাপারে একমত হতে পারেন। এজন্য কিছুটা আদান-প্রদান দরকার, দরকার পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার বিষয় উপলব্ধি করাও দরকার।"

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে* জাতীয় পরিষদের ভোটে দুটি রাজনৈতিক দল প্রধান হয়ে দেখা দেয়। তাদের একটি হচ্ছে আওয়ামী লীগ, যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। অন্যটি হচ্ছে পাকিস্তান পিপলস পার্টি, যে ৮৫টি আসন লাভ করে। দুটি দলই সংগঠনের দিক থেকে আঞ্চলিক। আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা সবাই পূর্ব পাকিস্তানী এবং পিপিপি'র সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানী।

নির্বাচনের শেষে আশা করা হয়েছিলো যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই আইনগত কাঠামো আদেশে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতায় এসে পৌঁছুবেন। আওয়ামী লীগ জোর দিয়ে একথাটাই বোঝাতে চাইছিলো যে এক পাকিস্তান কাঠামোর বাইরে ৬ দফায় কোন কিছুর পরিকল্পনা করা হয়নি। প্রেসিডেন্টকেও তারা এই ধারণা দিয়েছিলো। ১৯৭১ সালে ২৮শে জুনের বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেনঃ "আমাদের আলাপ আলোচনা চলাকালে আমি যখন মুজিবুর রহমানকে আওয়ামী লীগের ৬ দফা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম তিনি আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে সেগুলোর রদবদল সম্ভব। তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন যে শাসনতন্ত্রের প্রধান প্রধান বিধানগুলো পরিষদের বাইরে ছোট ছোট বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো মীমাংসা করবেন।" পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নেতা মিঃ ভুট্টো সমেত, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান প্রধান রাজনৈতিকদলের নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছুনোর জন্য ঢাকায় যান। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ফলপ্রসূ শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার জন্যই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টও বেশ কয়েকবার পূর্ব পাকিস্তান সফরে যান। তিনি শেখ

জাতীয় পরিষদের ৯ টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২১ টি ঘূর্ণি উপদ্রুত নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন এক মাস পর অর্থাৎ ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভবিষৎ প্রধানমন্ত্রী বলে প্রকাশ্য ভাবে উল্লেখ করেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে পশ্চিম পাকিস্তান সফর করার জন্য কয়েকবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। তিনি ৬ দফা সম্বন্ধেও আলাপ-আলোচনা করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে ৬ দফা এখন জনসাধারণের সম্পত্তি এবং তার রদবদল করা সম্ভব নয়।

নির্বাচন শেষ হওয়ার পরই আওয়ামী লীগের ভোল সম্পূর্ণরূপে পাল্টে গেলো। ১৯৮১ সালের ৭ই জানুযারীর প্রকাশিত "অটোয়া, গ্লোব ও মেল" পত্রিকার খবরে প্রকাশঃ "মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছেন যে প্রয়োজন হলে আমি বিপ্লবের আহ্বান জানাবো।" ১৯৭১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী, "ব্যাঙ্কক পোষ্ট"-এর এক খবরে জানা যায় "আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন যে ৩১৩টি আসনবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদের মধ্যে তাঁর দলটির স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তান তার দলের ৬ দফা কার্যসূচী পুরোপুরি মেনে না নেয়, তাহলে তিনি একাই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন।

১৯৭১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এতে বলা হয় যে আগামী ৩রা মার্চ ঢাকায় অধিবেশন শুরু হবে। ১৯৭১ সালের ১৪ই ফ্রেব্রুয়ারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন যে "সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছ থেকে কিছুটা পারস্পরিক আদান-প্রদানের" আশ্বাস না পেলে, তাঁর দল অধিবেশনে যোগদান করবে না।

তিনি আরো বলেনঃ "আমার মনে হয় আমরা এমন কিছু করতে পারি যা আমাদের উভয়কেই খুশী করবে। কিন্তু যে শাসনতন্ত্র ইতিমধ্যেই আওয়ামী লীগ প্রণয়ন করে ফেলেছে এবং যে শাসনতন্ত্রের কোথাও এক চুল পরিমাণ কোন অদলবদল করা চলবে না, সেই শাসনতন্ত্রকে শুধু মেনে নেওয়ার জন্যই যদি আমাদের ঢাকায় যেতে বলা হয়, তাহলে আপনারা আমাদের ঢাকায় দেখবেন না।" ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন- "আমাদের ভূমিকা অত্যন্ত পরিষ্কার। ৬ দফা ভিত্তি করেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে।"

পাঁচটি ফেডারেটিং ইউনিট সমন্বিত পাকিস্তান ফেডারেশনের জন্য জাতীয় পরিষদ একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। কোন ইউনিট এককভাবে তার ইচ্ছে অন্য চারটি ইউনিটের উপর চাপাতে পারবে না। ফেডারেশনের অন্য সব ইউনিটের পক্ষে শাসনতন্ত্রটি গ্রহণযোগ্য করতে হলে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল নীতিগুলোর ব্যাপারে সব ইউনিটের মধ্যে মতৈক্যের একটা ব্যাপক ভিত্তি থাকা দরকার।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ার ফলে, এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে রাজনৈতিক দলগুলো যদি কোন সমাঝোতায় না আসেন, তাহলে জাতীয় পরিষদের পক্ষে কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না এবং জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। আর তাহলে ভোটদাতাদের আশা-আকাঙ্খা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের সুপরিকল্পিত কার্যসূচী উভয়ই নিস্ফল হয়ে যাবে।

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট একটি বিবৃতি দেন। সে বিবৃতিতে তিনি বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক মোকাবিলা সারাদেশের উপর একটা বিষাদের ছায়া ফেলেছে। তিনি আরো বলেন যে- "সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা এই যে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান দলটি এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালে ৩রা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ইচ্ছে নেই বলে ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে আবার হিন্দুস্তান যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তা গোটা ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে তুলেছে। সে জন্য আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

"আমি বার বার বলেছি যে শাসনতন্ত্র একটা সাধারণ আইন নয় বরং এক সঙ্গে বসবাস করার একটা চুক্তি। সুতরাং সুষ্ঠু ও প্রয়োগযোগ্য একটি শাসনতন্ত্রের জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে- শাসনতন্ত্র প্রণয়নে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যথাযথ পরিমাণে অংশগ্রহণের উপলব্ধি।"

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার সাথে পরিষ্কারভাবে আশ্বাসও দেওয়া হলো যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য পূর্ব উল্লেখিত পরিস্থিতি অনুকূল হলেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরই আমাদের চরম লক্ষ্য- আর তা সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

শেখ মুজিবুর রহমান এর জবাব দিলেন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চের বিবৃতিতে তিনি বলেন- ‘‘এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সরকারী কর্মচারীসহ, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালীর পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে- গণবিরোধী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা না করা। অধিকন্তু তাদের উচিত সবটুকু শক্তি দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়া।’’

আওয়ামী লীগের ধর্মঘটের আহ্বান ও ভীতি প্রদর্শনের অভিযান সারা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাভাবিক জীবনকে পঙ্গু করে দিলো। আইন ও শৃঙ্খলার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগলো। (এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই শ্বেতপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যাবে)।

শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের সমাধান করার উদ্দেশ্যে, ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ- প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারী গ্রুপের ১২ জন নির্বাচিত সদস্যকে ১৯৭১ সালের ১০ই মার্চ ঢাকায় মিলিত হবার আমন্ত্রণ জানালেন। সে সম্মেলনে যে সব নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো তাঁরা হচ্ছেনঃ

১. শেখ মুজিবুর রহমান (আওয়ামী লীগ)।
২. জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো (পাকিস্তান পিপলস পার্টি) ।
৩. খান আবদুল কাইয়ুম খান (পাকিস্তান মুসলিম লীগ)।
৪. জনাব নূরুল আমীন (পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি)।
৫. মিয়া মমতাজ দৌলতানা (কাউন্সিল মুসলিম লীগ)।
৬. খান আবদুল ওয়ালী খান (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি)।
৭. মওলানা মুফতী মাহমদ (জামিয়াত-উল-উলামা-ইসলাম)।
৮. মওলানা শাহ আহমদ নুরানী (জামিয়াত-উল-উলামা-ই-পাকিস্তান)।
৯. জনাব আবদুল গফুর আহমদ (জামাত-ই-ইসলামী)।
১০. জনাব মোহাম্মদ জামাল কোরেজা (পাকিস্তান মুসলিম লীগ- কনভেনশন)।
১১. মেজর জেনারেল জামাল দার সীমান্ত এলাকার।
১২. মালিক জাহাঙ্গীর খান প্রতিনিধি।

প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে ঘোষণায় আরো বলা হয়- ‘‘সম্মেলনের পর সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বসা কেন যে সম্ভব হবে না প্রেসিডেন্ট তার কারণ দেখছেন না।’’

শেখ মুজিবুর রহমান একই দিন সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের কথা ঘোষণা করেন।

সারা পূর্ব পাকিস্তানে অরাজকতা বৃদ্ধি এবং জান-মালের বিপুল ক্ষতি সাধিত হতে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমান ‘‘সহিংস অসহযোগ আন্দোলন’’ সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে বিভিন্ন নির্দেশ জারী করা শুরু করেন। তিনি খাজনা-বন্ধ অভিযানের কথাও ঘোষণা করেন।

১৯৭১ সালের ৬ই মার্চ তারিখে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন যে, জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চে অনুষ্ঠিত হবে। ব্যাপক ঐকমত্য ছাড়া পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে তার কর্মক্ষমতা সম্পর্কে যারা সন্দেহ পোষণ করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট বলেন, ''আমি এ কথা পরিষ্কার বলে দিতে চাই যে, পর কি ঘটবে তাতে কিছু যায় আসে না কিন্তু পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী যতদিন আমার কমান্ডে আছে এবং যতদিন আমি রাষ্ট্রপ্রধান আছি ততদিন আমি পাকিস্তানের পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এ দেশ রক্ষা করার দায়িত্ব আমার রয়েছে। দেশবাসী আমার কাছ থেকে তা আশা করে এবং আমি তাদের নিরাশা করবো না।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকায় এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর চার দফা দাবী পেশ করেন এবং তা আওয়ামী লীগ কর্তৃক ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের প্রশ্ন বিবেচনার পূর্বশর্ত হিসেবে আরোপ করেন।

বিদেশী পত্র-পত্রিকায় ১৯৭১ সালের ফ্রেব্রুয়ারী মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে যে সব খবর বেরিয়েছে তাতে তার একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। ২৩ শে ফ্রেব্রুয়ারীতে ''লন্ডন টাইমস'' লিখেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বিবৃতিতে 'পূর্ব পাকিস্তানে'র পরিবর্তে 'বাঙালী' জাতির কথা উল্লেখ করেন। 'লিভারপুল ডেইলী পোস্ট' ১৯৭১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় লিখেছেন, ''হোয়াইট হলে এখন আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান নিজেকে স্বাধীন বাঙালী মুসলিম প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করবে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি লাভ করে এখন আর পূর্ব পাকিস্তানের কথা বলছেন না, বলছেন বাঙালা প্রজাতন্ত্রের কথা। হোয়াইট হলে এটা অনুধাবন করা হচ্ছে যে, ব্রিটিশ সরকার একটি কমনওয়েলথভুক্ত দেশবিভক্তির মারাত্মক সম্ভাবনার মুখোমুখি হচ্ছেন।''

''ওয়াশিংটন পোস্ট'' ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের ২রা মার্চের সাংবাদিক সম্মেলনের খবর প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি তাতে লিখেছেন, ''আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় তাড়াহুড়ো করে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলেন, আওয়ামী লীগ মার্চ মাসের ৭ তারিখে একটি জনসভা অনুষ্ঠান করবে এবং এই সভায় তিনি বাংলার জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচী প্রদান করবেন। তিনি স্বাধীনতা দাবী করবেন কিনা একথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ''অপেক্ষা করুন।'' এমন কি এর আগেও ১৯৭০ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ''স্বাধীনতা, না এক্ষুনি নয়।''

লন্ডনের ''ডেইলী টেলিগ্রাফ'' ১৯৭১ সালের ৯ই মার্চ সংখ্যায় লিখলেন, ''শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা এক রকম ঘোষণাই করেছেন, ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রদত্ত ৪ দফা দাবীর মধ্যেই এ কথা লুক্কায়িত রয়েছে, কাজে কাজেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পারেন না এসব দাবী পূরণ করতে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব তাঁর আন্দোলনকে ''স্বাধীনতার আন্দোলন' বলে অভিহিত করে জাতীয় পরিষদে সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন শর্ত আরোপ করেন যা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মেনে নিতে পারেন না।'' একইদিনে 'ডেইলী টেলিগ্রাফ'' এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন, ''আমরা ইতিমধ্যেই পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের সম্ভাব্য নামকরণ শুনছি যা 'বাংলাদেশ' কিংবা 'বঙ্গভূমি' হতে পারে। এর পতাকাও বানানো হয়ে গেছে।

১৯৭১ সালের ১৩ই মার্চে ''লন্ডন ইকোনমিস্ট'' লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ২৫শে মার্চ তারিখে গণপরিষদের অধিবেশন আহবানের জবাবে তিনি (শেখ মুজিব) চারটি শর্ত আরোপ করেন যা তাঁর এবং আওয়ামী

লীগের অধিবেশনে যোগদানের পূর্বেই পূরণ করতে হবে। এর মধ্যে দুটি শর্ত যেমন, 'অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার' এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর' কার্যত প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মেনে নেয়া অসম্ভব। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এর পরিস্থিতির একটা নিষ্পত্তি করা উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হবার জন্যে (যেটা হয়তো তাঁর শেষ বৈঠকও হতে পারে) খুব শিগগিরই ঢাকা যাচ্ছেন।"

১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ অর্থাৎ যেদিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে আরো আলাপ-আলোচনার জন্যে ঢাকা গমন করলেন সেদিন "টাইম" সাময়িকী নিউইয়র্ক থেকে লিখলেন, আসন্ন বিভক্তির (পাকিস্তানকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণতকরণ) পশ্চাতে যে মানবটি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান (মুজিব)। গত সপ্তাহে ঢাকায় শেখ মুজিব "টাইম" এর সংবাদদাতা ডন কগিনকে বলেন, বর্তমানে পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে, সমঝোতার আর কোন আশা নেই। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে পৃথক পৃথক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কথা বলেন এবং জানান যে তার অনুগামীরা কেন্দ্রীয় সরকারের কর দিতে অস্বীকার করেছে যা কিনা পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। মনে হচ্ছে তিনি তাঁর ভাষায় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন।

এর দু'দিন আগে পূর্ব পাকিস্তানের এই নেতা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সম্পর্কে বলেন, "আমি তাদেরকে পঙ্গু করে দেব এবং তাদেরকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করবো।" এর ধরনের একটি বিবৃতির পর সোজাসুজি স্বাধীনতা ঘোষণা আর অতি নাটকীয় কিছু নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংকট ঘনীভূত হলো

১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা ছিলো এইঃ

(১) আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কার্যকলাপের দরুন আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে বিশৃংখল হয়ে পড়েছিলো।
(২) ব্যাপক অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট ছাড়াও, আওয়ামী লীগের হিংসাত্মক কার্যকলাপ আরও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ালো। ভিন্নমত পোষণকারীদের তারা আক্রমণ করলো। ৩রা মার্চ চট্রগ্রামে ও ৫ই মার্চ খুলনায় আক্রমণের ফলে শত শত লোক হতাহত হলো।
(৩) শেখ মুজিবুর রহমান কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারকে প্রকাশ্যভাবে চ্যালেঞ্জ করে, একের পর এক এমন কতকগুলো নির্দেশ জারী করলেন, যার ফলে প্রশাসন, যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হলো।
(৪) পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সীমান্তে হিন্দুস্তানী সৈন্য সমাবেশ বৃদ্ধি পেলো।

এই শ্বেতপত্রের পরবর্তী অধ্যায়ে এই ঘঁটনাবলীর বিশদ বিবরণ দেওয়া হলো। শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ৪ দফা দাবী তার বিচ্ছিন্নতার স্পষ্ট অভিপ্রায়কে আরও স্পষ্টতর করলো। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আর একদফা শাসনতান্ত্রিক আলোচনা জন্যে ১৫ই মার্চ ঢাকা গেলেন।

শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ৪ দফা দাবী ছিলো এইঃ
(১) অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা;
(২) অবিলম্বে সব সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া;
(৩) প্রাণহানি সম্পর্কে তদন্ত, এবং
(৪) জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর (জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই)।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে আওয়ামী লীগ নেতা কিন্তু এমন কোন আশ্বাস দেননি যে এই দাবীগুলো মেনে নিলেই তিনি ২৫শে মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আহূত জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দেবেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেনঃ এই শর্তগুলো গ্রহণ করা হলে, তখন আমরা বিবেচনা করে দেখবো যে আমরা অধিবেশনে যোগ দেবো কিনা।”

১৬ই মার্চ ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্টের সংগে সাক্ষাৎ করলেন এবং তার ৪ দফা দাবী পেশ করলেন। এরপর তিনি আওয়ামী লীগ “হাই কমান্ড”-এর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। সেইদিনই তিনি একটি বিবৃতি দিলেন। তাতে “পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি গৃহকে এক একটি দুর্গে পরিণত করার জন্য” পুনরায় আহ্বান জানানো হলো।

১৭ই মার্চ, ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে দ্বিতীয় দফা বৈঠকে মিলিত হলেন। প্রেসিডেন্ট বললেন, যথাসম্ভব শীঘ্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মত তিনি সর্বদাই পোষণ করে আসছেন।

সেইদিন সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের একটি টীম প্রেসিডেন্টের সাহায্যকারীদের সংগে সাক্ষাৎ করলেন। আওয়ামী লীগের এই টীমে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও ডক্টর কামাল হোসেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি এই বৈঠকে আলোচিত হলো। এতে একটি সামরিক আইন বিধির খসড়া প্রস্তুত করা হলো। এই আইন বিধিতে ব্যবস্থা করা হলো যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে সদস্য বাছাই করে একটি উজীর-সভা গঠিত হবে। এই উজীর-সভা প্রাদেশিক গভর্নরকে তাঁর কর্তব্যপালনে সাহায্য করবেন এবং পরামর্শ দেবেন। এই সামরিক আইন বিধিতে এমন ব্যবস্থাও রাখা হলো যে সামরিক আইন কার্যকারী থাকবে অন্তরাল থেকে।

এই সময়ে 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক একটি আদেশ জারী করলেন। এই আদেশ বলে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হলো। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ তারিখে কোন পরিস্থিতিতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্যের জন্য সৈন্যবাহিনী তলব করা হয়েছিলো- সে সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য এই কমিশন নিয়োগ করা হলো। শেখ মুজিবের ৪ দফা দাবীর অন্তর্গত তৃতীয় দফার পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো।

সামরিক আইন বিধিতে ব্যবস্থা করা হলো যে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত একজন বিচারপতি এই কমিশনের প্রধান হবেন। এতে ৪ জন সদস্য থাকবেন। এই ৪ জন সদস্য নেওয়া হবে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিস, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনী থেকে।

১৮ই মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিব তদন্ত কমিশন প্রত্যাখ্যান করে একটি বিবৃতি দিলেন। এই তদন্ত কমিশন ছিলো তাঁর ৭ই মার্চের ৪ দফা দাবীর তৃতীয় দফা। শেখ মুজিব বললেনঃ "আমরা এ ধরনের একটি কমিশনকে গ্রহণ করতে পারি না। বাংলাদেশের লোকেরা এমন একটি কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না এবং এর সদস্যও হবে না।" তিনি আরও বললেনঃ "একটি সামরিক আইনবিধির অধীনে এই কমিশনের নিয়োগ, এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট কমিশনের রিপোর্ট পেশ করার বিধান- দুটোই আপত্তিজনক।"

১৯শে মার্চ. ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমান বেলা ১১টায় প্রেসিডেন্টের সংগে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি পীড়াপীড়ি করলেন যে খসড়া সামরিক আইন বিধি চালু থাকাকালীন অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকতে হবে এবং কেন্দ্র ও প্রদেশে থাকবে এক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার। তিনি সামরিক আইন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করারও দাবী জানালেন।

সেইদিন সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ও শেখ মুজিবুর রহমানের সহকারীদের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। আওয়ামী লীগ টীমকে জানানো হলো যে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের সামরিক আইন ঘোষণা যতি বাতিল করা হয় তাহলে যে দলিলের বলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার কোন আইনগত বৈধতা থাকবে না। সুতরাং দেশে সৃষ্টি হবে একটি শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা। একথাও ব্যাখ্যা করা হলো যে জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান প্রধান সামরিক শাসনকর্তার অধিকার বলেই প্রেসিডেন্টের পদেও অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বললেন যে এগুলো রাজনৈতিক বিষয় এবং "রাজনৈতিক পদ্ধতিতেই" এগুলোর সামাধান হওয়া উচিত। ডক্টর কামাল হোসেন প্রস্তাব দিলেন যে জেনারেল এ এম, ইয়াহিয়া খান প্রধান সামরিক শাসনকর্তার ক্ষমতাবলী ত্যাগ করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পদবী ও ক্ষমতাবলী গ্রহণ করতে পারেন।

এই বৈঠকের পর, আওয়ামী লীগের দাবী আইনগতভাবে যথাসম্ভব পূরণের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের টীম অন্য একটি সামরিক আইন বিধির খসড়া প্রণয়ন করলেন। এই সামরিক আইন বিধিতে নিম্নলিখিত বিধানগুলো ছিলোঃ

(১) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উজীর-সভা গঠন।
(২) জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহকে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের অধীনে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দান।
(৩) সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও সামরিক বিচারালয় ইত্যাদির বিলোপ সাধন।

কিন্তু আইনগত শূন্যতা যাতে ঘটতে না পারে, সে জন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ বহাল থাকবে। শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দূরীকরণের প্রচেষ্টায় প্রেসিডেন্ট ও শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে সাক্ষাতের জন্য তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা সেইদিন ঢাকা পৌঁছলেন। এই নেতৃবৃন্দ হচ্ছেন- কাউন্সিল মুসলিম লীগের মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা ও সর্দার শওকত হায়াত খান এবং জমিয়তে উলেমায়ে ইসলামের মওলানা মুফতী মাহমুদ।

২০শে মার্চ, ১৯৭১

আওয়ামী লীগ জয়দেবপুর সামরিক সরবরাহ বহনকারী একটি কনভয়কে বাধা দিয়ে এবং চট্টগ্রামে পাকিস্তানী জাহাজ "এম ভি, সোয়াভ' এর চলাচল ব্যাহত করে যে সাংঘাতিক উস্কানীকে প্রশ্রয় দিলো- তা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট তাঁদের সংগে রাজনৈতিক আলোচনা অব্যাহত রাখলেন। বেলা ১০টায় প্রেসিডেন্টের সংগে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। প্রেসিডেন্টের সংগে ছিলেন তাঁর উপদেষ্টাবৃন্দ। শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মুশতাক আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান ও ডক্টর কামাল হোসেন।

প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে স্পষ্টভাবে জানালেন যে শামিত্মপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কোন পরিকল্পনা নীতিগতভাবে গৃহীত হওয়ার পূর্বে সে বিষয়ে সকল রাজনৈতিক নেতার দ্ব্যর্থহীন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহলেই তিনি কোন পরিকল্পনার ব্যাপারে নীতিগতভাবে সম্মত হওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টারা মত প্রকাশ করলেন যে, কোন দলিলের বলে সামরিক আইনের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধান করে জেনারেল এ,এম, ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পদবী ও ক্ষমতাবলী গ্রহণ করলে- সে দলিলটির কোন আইনগত বৈধতা থাকবে না। প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব ও তাঁর সহকারীদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন যে, প্রস্তাবিত ঘোষণাটির পেছনে কোন আইনগত বৈধতা থাকবে কিনা তা আইন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। আওয়ামী লীগ তাদের মতের সমর্থনে একজন শাসনতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞকে (জনাব এ কে ব্রোহী) পেশ করার ভার নিলেন। প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাবৃন্দ ও শেখ মুজিবের সহকারীদের মধ্যে পরবর্তী আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলো গৃহীত হলোঃ

১. সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে।
২. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উজীর-সভা গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. পূর্ব ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও থাকতে হবে।
৪.পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।
৫. এই সব ব্যবস্থার বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আরও আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

একথা উল্লেখ করা হলো যে, যে দলিলটির দ্বারা এইসব ব্যবস্থার বাস্তবায়ন কার্যকরী করা হবে, সে দলিলটি জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ রাখতে হবে। এটা আইনগত প্রয়োজন। শেখ মুজিবুর রহমান এতে সম্মত হলেন না।

সেইদিন প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে জারী করার উদ্দেশ্যে একটি ঘোষণার খসড়া প্রস্তুত করা হলো। প্রস্তাবিত দলিলটি যাতে একটি সামরিক আইনবিধির আকারে জারী না করা হয়, এটা আওয়ামী লীগের দাবী ছিলো। আওয়ামী লীগের এই দাবী পূরণের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের ঘোষণার খসড়া প্রস্তুত করা হলো। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধানের জন্যও খসড়া ঘোষণাটিকে একটি মৌখিক দলিল হিসেবে গণ্য করা হবে বলে সাব্যস্ত করা হলো। এই ধরনের একটি ঘোষণার কোন আইনগত বৈধতা থাকবে কিনা, এই মূল প্রশ্নটি আওয়ামী লীগের শাসনতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞের সংগে আলোচনার পর নির্ধারণ করা হবে বলে স্থির করা হলো।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বৈধতাসূচক প্রশ্নটির সমাধানসাপেক্ষ, খসড়া ঘোষণার অন্তর্ভূক্ত প্রধান বিষয়গুলো ছিলোঃ

(১) প্রাদেশিক উজীর-সভার সদস্য যেদিন শপথ গ্রহণ করবেন, সেইদিন থেকে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের সামরিক আইন ঘোষণা বাতিল বলে গণ্য হবে।

(২) ঘোষণার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর, ১৯৬৯ সালের ৪ঠা এপ্রিলের অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ অর্ন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য পাকিস্তানের শাসনতন্ত্ররূপে গণ্য হবে।

(৩) ঘোষণা জারী হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে যিনি প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন, অন্তর্বতীকালীন সময়েও তিনিই প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

(৪) প্রেসিডেন্ট হবেন রাষ্ট্রের প্রশাসনিক প্রধান। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশের বিধানসমূহের আওতায় তিনি প্রেসিডেন্টের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন ও কর্তব্য পালন করবেন। ১৯৬২-এর শাসনতন্ত্রকে এরপর 'প্রাক্তন শাসনতন্ত্র' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৫) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ থেকে সদস্য বাছাই করে একটি কেন্দ্রীয় উজীর-সভা গঠন করা হবে।

(৬) প্রাক্তন শাসনতন্ত্রের অধীনে জাতীয় পরিষদের দায়িত্বসমূহ, আইন কাঠামো আদেশে উল্লিখিত জাতীয় পরিষদ কর্তৃক পালিত হবে।

(৭) প্রাক্তন শাসনতন্ত্রে সন্নিবিষ্ট তৃতীয় তফশীলে উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের নিরংকুশ ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের হাতে। তবে এ ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম থাকবে। এ সম্পর্কে সীমারেখা ও পরিবর্তন স্থির করা হবে। তৃতীয় তফশীলে আইন প্রণয়নে কেন্দ্রের নিরংকুশ ক্ষমতা ও কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহের তালিকা আছে।

(৮) প্রাক্তন শাসনতন্ত্রের অধীনে প্রাদেশিক পরিষদের দায়িত্বসমূহ, আইন কাঠামো আদেশের অধীনে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণ কর্তৃক পালিত হবে ও পরে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিষদ কর্তৃক আইন প্রণয়নের ব্যাপারে যে ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই অনুসারে, যেসব বিষয়ে আইন প্রণয়নে জাতীয় পরিষদের ওপর সীমারেখা আরোপ করা হবে সেই সব বিষয়ে আইন প্রণয়নের অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকবে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের হাতে।

(৯) প্রেসিডেন্ট প্রদেশের পার্লামেন্টারী গ্রুপসমূহের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত করবেন। প্রেসিডেন্ট যতদিন গভর্নরের প্রতি তুষ্ট থাকবেন, ততোদিন পর্যন্ত গভর্ণর তাঁর পদে বহাল থাকবেন।

(১০) প্রত্যেক প্রদেশে গভর্নরকে তাঁর কর্তব্য পালনে সাহায্য করার জন্য একটি উজীর সভা থাকবে এবং মুখ্য-উজীর এই উজীর সভার প্রধান থাকবেন। অবশ্য প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য কিংবা জাতীয় পরিষদের সদস্য কিংবা জাতীয় পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচিত কোন ব্যক্তি ছাড়া কাউকেই উজীর নিযুক্ত করা যাবে না।

(১১) ঘোষণা প্রচারের ৭ দিনের মধ্যে ঢাকা ও ইসলামাবাদে একটি করে দুটি কমিটি গঠন করা হবে। কমিটি দুটো পাকিস্তানের প্রত্যেক প্রদেশের জন্য যেসব বিশেষ ধারার প্রয়োজন রয়েছে তা তৈরী করবেন এবং এসব ধারা পরে জাতীয় পরিষদের তৈরী করা শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

(১২) উপরোক্ত কমিটি দুটোর রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র তৈরীর উদ্দেশ্য তাঁর বিবেচনামত উপযুক্ত তারিখ সময় ও স্থানে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকবেন।

(১৩) কোন প্রদেশের গভর্নরের রিপোর্টের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন উপায়ে যখনই প্রেসিডেন্টের মনে হবে যে, এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে সেই প্রদেশের সরকারকে দিয়ে কাজ চালানো যাচ্ছে না প্রেসিডেন্ট এক ঘোষণার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের কার্যনির্বাহী সরকারের সব কিংবা যে কোন ক্ষমতা নিজে গ্রহণ করতে পারবেন।

একই দিন (২০শে মার্চ, ১৯৭১) কাউন্সিল মুসলিম লীগ এবং জমিয়তে উলামার নেতারা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন।

২১শে মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমান জনাব তাজুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এক অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হন। তিনি উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্রীয় উজীর সভা গঠিত হোক এটা তিনি এখন আর চান না। উদ্দেশ্য ও বক্তব্য পেশের এই পরিবর্তন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আওয়ামী লীগ তাদের খসড়া ঘোষণার আইনগত বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞ আনার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাও কার্যকরী করতে ব্যর্থ হন।

প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে পাকিস্তানে পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর সহকারীদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় এলেন।

২২শে মার্চ, ১৯৭১

যদিও শেখ মুজিবুর রহমান ভুট্টোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য মিলিত হতে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকৃতি ঘোষণা করেন তবুও প্রেসিডেন্ট তাঁর সঙ্গে একটি যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য উভয় নেতার উপর তাঁর প্রভাব খাটান। বৈঠক শেষে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধ ১৯৭১ সালের২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন শুরু করার যে আদেশ প্রেসিডেন্ট দিয়েছিলেন তা বাতিল করা হয়। এটা সাব্যস্ত হয় যে, প্রস্তাবিত ঘোষণাকে আইনগত দিক থেকে বৈধ করার জন্য ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা যেতে পারে। কিন্তু আওয়ামী লীগ তা গ্রহণ করেননি।

একই দিন সন্ধ্যায় বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করেন যে, সারা পাকিস্তানে ২৩শে মার্চ তারিখে যে পাকিস্তান দিবস পালন করা হয় তা এবার পূর্ব পাকিস্তানের ‘প্রতিরোধ দিবস’ হিসেবে পালিত হবে।

প্রেসিডেন্ট মিয়া মমতাজ মুহম্মদ খান দৌলতানা, সরদার শওকত হায়াৎ, মওলানা মুফতি মাহমুদ, খান আবদুল ওয়ালী খান এবং মীর গৌস বক্স বিজেঞ্জোর সঙ্গেও মিলিত হন। তিনি তাঁদেরকে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করার জন্যে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে বলেন।

এদিকে সংশোধিত খসড়া ঘোষণাটির বিভিন্ন বিষয় বিবেচনার কাজকে সহজতর করার উদ্দেশ্য ঘোষণাটি পূর্বাহ্নেই জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং জনাব তাজুদ্দীনের হাতে দেয়া হয়। বিকেল ৬টায় জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর সহকারী জনাব মাহমুদ আলী কাসুরী, জনাব জে এ রহিম, ডক্টর মোবাশির হাসান, জনাব হাফিজ পীরজাদা এবং জনাব রফি রাজাকে নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাহায্যকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পিপিপি প্রতিনিধিরা নিম্নোক্ত যুক্তিসমূহ পেশ করেনঃ

(১) সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর জাতীয় পরিষদের অনুমোদন না থাকলে প্রস্তাবিত ঘোষণার পেছনে কোন আইনগত সমর্থন থাকবে না। সুতরাং তাঁরা প্রস্তাব করেন যে, হয় ঘোষণাটিকে জাতীয় পরিষদকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেয়া হোক কিংবা ঘোষণাটি প্রকাশ করা হোক কিন্তু জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর তা কার্যকরী করা হবে। অথবা বিকল্প-মূলক ব্যবস্থা হিসেবে, জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদনের আগ পর্যন্ত ঘোষণাটিকে প্রয়োজনীয় আইনগত বৈধতা দেয়ার জন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা হোক।

(২) পিপিপি মত প্রকাশ করেন যে, প্রয়োজনীয় আইনগত বৈধতা ছাড়া এই ঘোষণার কোন মূল্যই থাকবে না। এবং আওয়ামী লীগ একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চাইলে এই ঘোষণা তার পরে একটি আইনগত বাধাও হবে না।

(৩) অবশেষে যখন জাতীয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন হবে তখন আওয়ামী লীগ কর্তৃক বেপরোয়াভাবে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োগের সম্ভাবনা এড়ানোর উদ্দেশ্য পিপিপি প্রতিনিধিরা প্রস্তাব করেন যে, ঘোষণার এই ব্যবস্থা থাকতে হবে যে, আলাদা আলাদাভাবে দেশের দুই অংশের জাতীয় পরিষদ সদস্যদের বেশির ভাগ সদস্যের অনুমোদন ছাড়া কোন আইন কিংবা শাসনতন্ত্র জাতীয় পরিষদে পেশ করা যাবে না।

(৪) তাঁরা মনে করেন যে, ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের তৃতীয় তালিকা পরিবর্তনের ক্ষমতা কেবল তালিকাটি সংশোধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত এবং তালিকার প্রতিটি বিষয়ই পরিবর্তনের ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। দেশ রক্ষার মতো যে সব বিষয় কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে মতৈক্য হয়েছে সে সব বিষয়ে রদবদল করার ক্ষমতা থাকা উচিত নয়।

(৫) প্রাদেশিক গভর্নরদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের “সঙ্গে পরামর্শ করে নয়” বরং কেবল তাদের “সুপারিশ অনুসারে” নিযুক্ত করতে হবে। কতিপয় ক্ষেত্রে প্রাদেশিক গভর্নর নিজ বিবেচনা অনুসারে কাজ করতে পারবেন এই মর্মে যে ধারাটি রয়েছে তা সংশোধন করতে হবে কেননা তা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ধারণার পরিপন্থী।

(৬) পিপিপি জানতে চান ঘোষণা জারী করার পর LFO-র মর্যাদা কী হবে? এই জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ছিল LFO-কে টিকিয়ে রাখা হবে কিনা তা জানা।

(৭) পরিশেষে, পিপিপি মনে করেন যে, প্রথমে একক পরিষদ হিসেবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং পরে দুটি কমিটি গঠিত হওয়া উচিত।

২৩শে মার্চ, ১৯৭১

২৩শে মার্চ তারিখে বিভিন্ন সশস্ত্র সমাবেশ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে বাংলাদেশ পতাকা উড়ানোসহ এই দিনের ঘটনাবলী অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে।

বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটের সময় প্রেসিডেন্টের সহকারীবৃন্দ এবং আওয়ামী লীগ টিমের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর কামাল হোসেন আওয়ামী লীগের পক্ষে তাঁর তৈরী করা একটি খসড়া ঘোষণাপত্র পেশ করেন। আওয়ামী লীগ টীমকে বলা হয় যে, বর্ধিত উত্তেজনা এবং পরিস্থিতির চাপের পরিপ্রেক্ষিতে এবং পিপিপি ও জাতীয় পরিষদের অন্যান্য দলের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন বিধায় আগের খসড়া ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতেই আলোচনার অগ্রগতি হওয়া উচিত। কিন্তু আওয়ামী লীগ টীম এ কথা মানতে অস্বীকার করেন। আওয়ামী লীগ টীমকে বলা হয় যে, তাঁরা ইচ্ছে করলে মূল খসড়াটিতে আরো কিছু যোগ করা কিংবা তাতে রদবদলের প্রস্তাব করতে পারেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ এ কথাও মেনে নেননি।

এই পরিস্থিতে আওয়ামী লীগের খসড়াটি পরীক্ষা করে দেখা শুরু করা হলো এবং সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আলোচনা স্থগিত করা হলো। তারপর একটি সান্ধ্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে নিচে বর্ণিত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হলোঃ

(১) আইনগত বাধ্যবাধকতা হচ্ছে যে, এই ধরনের যে কোনো ঘোষণা সামরিক আইন প্রত্যাহারের আগে জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া উচিত।

(২) আওয়ামী লীগের খসড়ায় বলা হয় যে,একটি প্রদেশে গভর্নরের শপথ গ্রহণের তারিখেই সেই প্রদেশ থেকে সামরিক আইন উঠে যাবে এবং ঘোষণার তারিখের পর ৭ দিন পার হলে সারা পাকিস্তান থেকে সামরিক আইন উঠে যাবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, গভর্নরকে বরখাস্ত করা যাবে না। আওয়ামী লীগকে বলা হয় যে, এতে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং সামরিক আইন যদি প্রত্যাহার করতে হয় তাহলে যে তারিখে সব প্রদেশের প্রাদেশিক উজীররা শপথ নেবেন সে তারিখে সামরিক আইন প্রত্যাহার করাটাই সঙ্গত হবে।

(৩) দেশের দুই অংশের জাতীয় পরিষদ সদস্যদের পৃথক পৃথক কমিটি গঠন-সংক্রান্ত যে ধারণাটি আগের ঘোষণার ছিল তা আওয়ামী লীগের নতুন খসড়ায় সংশোধন করে বলা হয়, ''বাংলাদেশ রাজ্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যসমূহ থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যরা শপথ নেবেন এবং ''বাংলাদেশ'' রাজ্য ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যসমূহের জন্য শাসনতন্ত্র তৈরীর উদ্দেশ্য তাদেরকে নিয়ে পৃথক পৃথক শাসনতান্ত্রিক কনভেনশন গঠন করা হবে।'' আওয়ামী লীগ টীমকে বলা হয় যে, এর অর্থ হচ্ছে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদকে পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এই দুই জাতীয় পরিষদে ভাগ করা এবং ফলতঃ তা বিচ্ছিন্নতার এক শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

(৪) আওয়ামী লীগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদ সদস্যদের যে শপথ নেয়ার কথা ছিল তাঁরা তাও বদলেছেন। আইন কাঠামো আদেশ যার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং যার অধীনে পরিষদের অধিবেশন ডাকার কথা তার ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে একটি শপথ দিয়ে দেয়া হয়েছে। শপথটি এইঃ

''আমি সর্বান্তকরণে শপথ করছি (বা, ঘোষণা করছি) যে, আমি পাকিস্তানের প্রতি সত্যিকারভাবে বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকবো এবং যেসব কর্তব্য সম্পাদনের ভার আমি নিতে যাচ্ছি তা আইন কাঠামো আদেশ, ১৯৭০-এর ধারাসমূহ ও এই আদেশে বর্ণিত পরিষদের আইন-কানুন অনুসারে এবং সব সময়ই পাকিস্তানের অখণ্ডতা সংহতি কল্যাণ ও সমৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে সততা, আমার সর্বোত্তম যোগ্যতা এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করবো।''

আওয়ামী লীগের খসড়ার ১৭ (৫) অনুচ্ছেদে যে শপথ দেয়া হয় তা এই ''আমি সর্বান্তঃকরণে শপথ (ঘোষণা) করছি যে আমি আইন বলে গঠিত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত ও সত্যিকারভাবে অনুগত থাকবো।''

(১) প্রেসিডেন্টের টীম আওয়ামী লীগ টীমের সঙ্গে তাদের খসড়ার একটি ধারার মারাত্মক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন। এই ধারায় বলা হয় যে, পরিষদ ''পাকিস্তান কনফেডারেশন''-এর জন্য একটি শাসনতন্ত্র তৈরি করবেন। আওয়ামী লীগ টীমকে স্পষ্ট করে বলা হয় যে, কনফেডারেশনের মানে হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের একটি জোট এবং এই কনফেডারেশনের ধারণা 'আইন কাঠামো আদেশ' এবং আওয়ামী লীগের নিজেরাই ''৬ দফা''-র বিরোধী কারণ, ''আইন কাঠামো আদেশ'' এবং ৬ দফা দুটোতেই সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্র হবে।

(২) আওয়ামী লীগের খসড়ার ১৭ (৭) অনুচ্ছেদে বলা হয়, ''প্রেসিডেন্টের কাছে শাসনতন্ত্র বিলটি পেশ করা হলে তিনি তা অনুমোদন করবেন এবং যেকোন অবস্থায় বিলটি পেশের তারিখের পর ৭ দিন অতিক্রান্ত হলেই মনে করা হবে যে প্রেসিডেন্ট তা অনুমোদন করেছেন।'' আওয়ামী লীগ টীমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয় যে এই ধারাটি আইন কাঠামো আদেশের পরিপন্থী এবং এতে করে LFO-তে যে ৫টি শাসনতান্ত্রিক মূলনীতির কথা বলা হয়েছে তার পরিপন্থী একটা শাসনতন্ত্র তৈরীর সম্ভাবনা দেখা দেবে।

আওয়ামী লীগের খসড়ার আর্থিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়েও আলোচনা করা হয়। আলোচিত প্রধান বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

(০১) আওয়ামী লীগ খসড়ায় ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের তৃতীয় তালিকার ৪৯টি বিষয়ের পরিবর্তে ১২টি বিষয়ের নাম ছিল। এর অর্থ এই ছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই ১২টি বিষয়ই হবে কেন্দ্রীয় বিষয় এবং বাদবাকী সব বিষয়ই হবে প্রাদেশিক বিষয়।

(০২) এমন কি তৃতীয় তালিকার এই ১২টি বিষয়ের ব্যাপারেও আওয়ামী লীগ গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের প্রস্তাব করেন যে, আওয়ামী লীগ খসড়ায় তৃতীয় তালিকার প্রথম নম্বরে শুধু লেখা ছিল ''পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা''। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে এই বিষয়ের অধীনে ৫টি উপ-বিষয় ছিল। আওয়ামী লীগ টীমকে বলা হয় যে এই বিষয়ের অধীনে রয়েছে সামরিক, নৌ ও বিমানবাহিনীর কারখানাসমূহ, প্রতিরক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহ, অস্ত্র উৎপাদন, ক্যান্টনমেন্ট এলাকাসমূহের কর্তৃত্ব প্রভৃতি।

(০৩) বৈদেশিক বিষয়াদি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের ব্যবস্থা ছিল, ''বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য বাদ দিয়ে বৈদেশিক বিষয়াদি।'' এক্ষেত্রেও আওয়ামী লীগ খসড়ায় ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের ৭টি উপ-বিষয় বাদ দেয়া হয়।

আওয়ামী লীগ টীমকে বলা হয় যে তাঁরা বৈদেশিক বিষয়াদির সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের প্রকাশ্যে ভাবে ঘোষিত নীতিকে পরিবর্তন করেছেন। আওয়ামী লীগ টীম বিদেশে আলাদা আলাদা বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগেরও প্রস্তাব করেন।

আওয়ামী লীগ খসড়ার ১৪ (১) অনুচ্ছেদে কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহের বিবেচনা ছিল। এতে বহু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বাদ দেয়া হয়েছিল। বাদ দেয়া জিনিসগুলোর মধ্যে ছিলঃ

(১) এতে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কিংবা কেন্দ্রের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চাকরিসমূহ বা পদসমূহের কোন উল্লেখ ছিল না।

(২) খসড়ায় জাতীয় আদমশুমারি অনুষ্ঠানের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ ছিল না। (''একজন লোক একটি ভোট''- এই নীতি চালু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই জিনিসটির বাদ পড়া তাৎপর্যপূর্ণ)।

(৩) দেশের দু'অংশের মধ্যেকার পরিবহন এবং দু'অংশের মধ্যেকার ডাক-সার্ভিস, আন্তর্জাতিক ডাক সার্ভিসের কোন উল্লেখ ছিল না।

এসব বিষয়ে আওয়ামী লীগ টীম তাদের মনোভাব পরিবর্তনের অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

কর ব্যবস্থা সম্পর্কে আওয়ামী লীগ খসড়ায় কেন্দ্র কর্তৃক কর আদায়ের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এমন কি তাদের নিজের খসড়ায় উল্লেখ করা কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্যও কেন্দ্র কর্তৃক কর আদায়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না। আওয়ামী লীগ আরো দুটি ধারাও যোগ করেছিলেন। ধারা দুটি হচ্ছেঃ

(১) প্রস্তাব করা হয় যে, ১৯৭০-৭১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের বরাদ্দ এবং প্রদেশের সম্পদের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে কেন্দ্রকে তা পূরণ করতে হবে। যদিও কেন্দ্র পূর্ব পাকিস্তানে কর আদায় করবেন না।

(২) আওয়ামী লীগ টীম আরো বলেন যে, অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদ যদি ১৯৭১ সালের ৩০শে জুনের বাইরে যায় তাহলে প্রদেশসমূহ কর্তৃক নির্দিষ্ট শতকরা হারে কেন্দ্রকে অর্থ সরবরাহের নীতিও মেনে নেয়া হবে না।

প্রেসিডেন্টের টীম বলেন যে, স্বীকৃত ফেডারেল পদ্ধতি এই যে, কেন্দ্রের শাসনতান্ত্রিক দায়ত্বসমূহ পালনের জন্য যতটা প্রয়োজন ততটা কর বসানোর ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকা উচিত।

আওয়ামী লীগ খসড়ায় আরো বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে এবং **তা** প্রদেশিক আইন পরিষদের তৈরী আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে। ফেডারেল স্টেট ব্যাংকর হাতে মাত্র কতকগুলো নির্দিষ্ট কর্তব্য রাখার প্রস্তাব করা হয়। এসব কর্তব্য হচ্ছেঃ

(১) টাকার বৈদেশিক বিনিময় হার সুপারিশ করা।
(২) পূর্ব পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের অনুরোধক্রমে নোট ইস্যু করা।
(৩) টাঁকশাল এবং সিকিউরিটি ছাপাখানা সম্পর্কে ব্যবস্থা করা এবং এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা।
(৪) আন্তর্জাতিক অর্থ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফেডারেল স্টেট ব্যাংক সেই সব কর্তব্য পালন করবেন যা সচরাচর করা হয়ে থাকে- এই শর্তে যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্টেট ব্যাংকের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এ সব কর্তব্য পালন করা হবে।
(৫) আওয়ামী লীগ খসড়ার অনুচ্ছেদ ১৬ এবং অনুচ্ছেদ ১৭ (১) একত্রে পাঠ করলে বোঝা যাচ্ছে যে তাঁরা ৯ই এপ্রিল নাগাদ অর্থাৎ মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

আওয়ামী লীগ এই প্রস্তাবের কোন রকম সংশোধন বিবেচনা করতে রাজি ছিলেন না।

আওয়ামী লীগের ঘোষণায় ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের ১৪টি অনুচ্ছেদ বাদ দেয়ার প্রস্তাব ছিল। অনুচ্ছেদগুলো হচ্ছে ৯৯, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২ এবং ১৩১-এর ২ নম্বর ধারা। এতে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ নম্বর ৬৭, ৬৮, ৭০, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৪,

৮৬ এবং ২৯২ সংশোধন করা হয় এবং ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা আরো দুর্বল উদ্দেশ্যে ৯০-ক থেকে ৯০-চ পর্যন্ত নতুন কতকগুলো অনুচ্ছেদ যোগ করা হয়।

১৩১ নম্বর অনুচ্ছেদের ২ নম্বর ধারাটির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এতে এই ব্যবস্থা ছিল যে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ কতকগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক বিষয়েও আইন পাস করতে পারবেন। এসব ক্ষেত্র হচ্ছেঃ

(ক) যখন পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতাসহ পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে।

(খ) পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন।

(গ) যে কোন ব্যাপারে পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমতা অর্জনের প্রয়োজন।

এমন কি উপরোক্ত ‘‘ক’’ ক্ষেত্রের বেলায়ও তাদের মত পরিবর্তন করতে আওয়ামী লীগ সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি জানান।

প্রেসিডেন্টের টীম উল্লেখ করেন যে ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র হিসেবে কাজ করা। আওয়ামী লীগের সব দাবীই এতে মেনে নেয়া হয়নি। এর উপর জনাব তাজুদ্দীন আহমদ বলেন, সময় চলে যাচ্ছে, তাই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ঘোষণা প্রকাশ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, এই সময়ের শেষে ঘোষণা প্রকাশ করা হলে তা হবে অতি বিলম্বিত। তাঁকে জানানো হয় যে, আওয়ামী লীগের প্রস্তাবসমূহের ব্যাপারে অন্যান্য ফেডারেটিং ইউনিটের বিভিন্ন পার্লামেন্টারী দলের সঙ্গে পরামর্শ হওয়া উচিত। বস্তুতঃ প্রেসিডেন্ট ১৯৭১ সালেল ২০শে মার্চ আওয়ামী লীগ নেতাদের বলেন যে, সব রাজনৈতিক নেতার মতৈক্য অত্যাবশ্যক।

একই দিনে খান আবদুল কাইয়ুম খান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সন্ধ্যায় জনাব মমতাজ মুহম্মদ খান দৌলতানা, জনাব সরদার শওকত হায়াৎ, জনাব মুফতি মাহমুদ, খান আবদুল ওয়ালী খান এবং শাহ আহমদ নূরানীও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা শেখ মুজিবুর রহমানকে যুক্তিতে আনার ব্যাপারে তাঁদের ব্যর্থতার কথা প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন এবং বলেন যে, তিনি (শেখ মুজিব) আওয়ামী লীগের স্কীমের কোন পরিবর্তন মেনে নিতে পারবেন না।

এর আগে সকালের দিকে শেখ মুজিবুর রহমান সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকদের মার্চপাস্টে বাংলাদেশের পতাকা উড়ান এবং বলেন, ‘‘আমাদের সংগ্রাম মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম।’’

২৪শে মার্চ, ১৯৭১

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণার যথার্থতা এবং বৈধতার ব্যাপারে আলোচনার জন্যে আবার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও কর্তব্য গ্রহণ করার কথা ছিল।

আওয়ামী লীগের সহকারীরা সন্ধ্যা ছ'টায় প্রেসিডেন্টের টীমের সঙ্গে আবার বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকের পর জনাব তাজুদ্দীন আহমদ সাংবাদিকদের কাছে এক বিবৃতিতে বলেন, ‘‘বৈঠকে আমাদের যা বক্তব্য তা আমরা সবই বলেছি।’’ তিনি আরো বলেন, ‘‘আমাদের দিক থেকে আর কোন বৈঠকের প্রয়োজন নেই।’’ (দি পিপল’ ঢাকা ২৫শে মার্চ, ১৯৭১)।

২৫শে মার্চ , ১৯৭১

আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা আর বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আগ্রহী নন। তাঁরা যে খসড়া ঘোষণা পেশ করেন তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, শেখ মুজিবুর রহমান কেন্দ্র কিংবা পাকিস্তান

ফেডারেশন সংক্রান্ত কোন বন্দোবস্তের ব্যাপারে উৎসাহী নন। এর অর্থ হচ্ছে, এই খসড়া ঘোষণাটি ফেডারেশনের পরিবর্তে একটি কনফেডারেশনের তৈরী করে কেন্দ্রীয় কর্তৃক বিলোপ করবে, শেখ মুজিব পয়লা মার্চ থেকে যে প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার চালাচ্ছিলেন এই ঘোষণা তাকে আইনগত বৈধতা প্রদান করবে এবং আইনসিদ্ধ কোন বৈধতা ছাড়াই ঘোষণাটি জারী করে শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা সৃষ্টি করবে।

প্রেসিডেন্ট নিম্নোক্ত কথায় বিষয়টির সংক্ষিপ্ততসার প্রকাশ করেনঃ

"এটা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর উপদেষ্টারা এক পাকিস্তানের ভিত্তিতে কোন সমঝোতায় আসবেন না বরং কোনক্রমে আমার কাছ থেকে এমন একটা ঘোষণা প্রকাশ করিয়ে নিতে চান যা কার্যতঃ জাতীয় পরিষদকে দুইটি পৃথক গণপরিষদে পরিণত করবে, ফেডারেশনের পরিবর্তে একটি কনফেডারেশনের জন্ম দিবে এবং সামরিক আইনের ক্ষমতা বিলোপ করে দেশে একটা অরাজকতার সৃষ্টি করবে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা পৃথক 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। বলাবাহুল্য, তার অর্থই হচ্ছে জাতির পিতা যে অর্থে পাকিস্তান তৈরী করেছিলেন তার সমাপ্তি টানা।"

এই সময়ে আওয়ামী লীগ কর্তৃক ২৬শে মার্চ ভোরে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ করার পরিকল্পনার কথা জানা গেলো।

তৃতীয় অধ্যায়
পূর্ব পাকিস্তান সন্ত্রাস

রাজনৈতিক কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ কর্মীরা তাদের প্রস্তুতিও সমাপ্তির পথে নিয়ে যাচ্ছিল। যা তারা শাসনতান্ত্রিক পন্থায় পেতে ব্যর্থ হতে পারে, তাকে জোর করে আদায় করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

নির্বাচনে সন্ত্রাসবাদীদের কলাকৌশলের সাফল্য শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দলের সাহস বাড়িয়ে দিলো। তারা বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থাকে বানচাল, ছাত্রসমাজকে উত্তেজিত এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বাঙালীদের দলভুক্ত করার জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। বিভিন্ন শহরে ‘‘সংগ্রাম পরিষদ’’ গড়ে উঠলো এবং কলেজের প্রাঙ্গণসমূহ সন্ত্রাসীবাদীদের শিক্ষা শিবিরে পরিণত হলো। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী এবং সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন এবং আন্দোলন শুরু করা হলো। বহু পূর্ব থেকেই অর্থাৎ ১৯৭০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকার আওয়ামী লীগ সমর্থক দৈনিক “দি পিপল’’ রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্টের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, তিনি প্রকাশ্যেভাবেই মুক্ত ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী।

এইভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সব প্রস্তুতি নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদের বৈঠক সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণাকে ছুতো হিসেবে ব্যবহার করে আরম্ভ করলেন এক অরাজকতার আন্দোলন। এরপর অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের নামে আওয়ামী লীগ শুরু করলো এক সন্ত্রাসের রাজত্ব।

১লা মার্চ, ১৯৭১

এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এক ধর্মঘট আহ্বান করলেন। তাঁর ধর্মঘট আহ্বানের পর পরই আওয়ামী লীগের চরমপন্থীরা শহরের বিভিন্ন এলাকা লুটতাজ, অগ্নিসংযোগ এবং অন্যান্য বর্বরোচিত কার্যকলাপে মেতে উঠলো। তারা নারায়ণগঞ্জে রাইফেল ক্লাব আক্রমণ করে সব অস্ত্রশস্ত্র লুট করে নিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলে সশস্ত্র দল গড়ে উঠলো- তাদের কাজ ছিল শহরে ছড়িয়ে পড়ে অস্ত্রশস্ত্র, গাড়ী এবং অর্থ সংগ্রহ করা। ১লা মার্চ তারিখের রাত্রে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের সর্বত্র হিংসাত্মক কার্যকলাপের তীব্রতা ও সংখ্যা বেড়ে গেলো।

২রা মার্চ, ১৯৭১

বায়তুল মোকাররমে দুটি এবং নিউ মার্কেটে একটি অস্ত্রের দোকান লুট করা হলো। লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্রলো তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। আগেই সেখানে একটি “গুলী চালানোর অনুশীলন কেন্দ্র’’ খোলা হয়েছিল, সেখান থেকে সারা দিন গুলী ছোড়ার আওয়াজ শোন যেতো। রাস্তায় জনতা পাকিস্তানবিরোধী শ্লোগান দিয়ে হাতে বন্দুক, লোহার ডাণ্ডা, এবং লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। জিন্নাহ এভিন্যুর ও বায়তুল মোকাররমের কয়েকটি দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শালিমার হোটেল এবং গুলিস্তান সিনেমা হল আক্রান্ত হলো। চালু রিক্সার উপর ইটপাটকেল ছোড়া হয়। নারায়ণগঞ্জে একটি পাটকল এবং ঢাকার ফার্মগেট এলাকায় বেসরকারী আবাসিক গৃহে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।

৩রা মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান আর একটি সাংবাদিক সম্মেলন সারা প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানান। তাঁর সাংবাদিক সম্মেলন চলাকালীনই আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার অবমাননা করে এবং পুড়িয়ে দেয়। এ ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জবাব দেন ‘‘ আমার কোন মন্তব্য নেই’’। তিনি আবার জোর দিয়ে বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে

তিনি এক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবেন। তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন যে, ৭ই মার্চের জনসভায় তিনি তার কার্য পরিকল্পনা প্রকাশ করবেন।

ইতিমধ্যেই হিংসাত্মক কার্যকলাপ বাড়তেই থাকলো। বেসরকারী আইন রক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শহরের ব্যাপক গোলযোগ আয়ত্তে আনতে ব্যর্থ হলো। তাদের অনুরোধেই ব্যারাকে অবস্থিত সেনাবাহিনীকে ডাকা হলো এবং রাতে কারফিউ জারী করা হয়।

ব্যাপকভাবে এই কারফিউ অমান্য করা হয়েছিল। সদরঘাটে একটা সেনা ইউনিটের উপর জনতার আক্রমণের ফলে ৬ জন নিহত হয়। সেনাবাহিনী যখন স্থানীয় টেলিভিশন স্টেশনটিকে এক বিক্ষুব্ধ জনতার কবল থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে তখন একজন লোক নিহত হয়।

৩রা মার্চ, ১৯৭১

ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী এবং নবাবপুরসহ ঢাকার কয়েকটি এলাকায় অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ার দরুন বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে ৫ জন লোক নিহত এবং ৬২ জন লোক আহত হয়। বেশকিছুসংখ্যক দোকানাপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং আবাসিক গৃহে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া কিছু শহরবাসীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। জিন্নাহ এভিন্যুয়ের উপর একটা জেনারেল স্টোর ও একটি ঘড়ির দোকান আক্রমণ করা হয়। অস্ত্রের দোকানগুলো থেকে আরও অস্ত্রশস্ত্র লুট করা হয়। গোটা পঞ্চাশেক ঘরে আগুনও ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

ইতিমধ্যে প্রদেশের অন্যান্য অংশে জনতার আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়েছে। যশোরে লাঠিসোঁটা বর্শায় সজ্জিত হয়ে জনতা স্থানীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণ করে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের রক্ষীরা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলী ছুড়লে দুজন লোক নিহত এবং ৯ জন আহত হয়।

সকল ভৈরব থেকে লাকসামগামী একটা স্থানীয় ট্রেন কুমিল্লায় থামিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়।

লাকসামের কাছে দৌলতগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জও হামলাকারীদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কুমিল্লা টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে প্রদেশের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। আখাউড়া, সিলেট, হবিগঞ্জ এবং বিয়ানীবাজার এক্সচেঞ্জগুলোকেও জোর করে বন্ধ করে দেয়া হয়।

আওয়ামী লীগের নির্দেশ মতো ঢাকার রেডিও এবং টেলিভিশন নতুন এক বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত প্রচার করতে শুরু করে।

শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের অধিকার আদায়ের নামে সারা প্রদেশব্যাপী এক অসহযোগ আন্দোলনে চালাবার কথা ঘোষণা করেন।

৪ঠা মার্চ, ১৯৭১

১৯৭১ সালের ৩রা ও ৪ঠা মার্চ রাতে চট্রগ্রাম ও খুলনায় গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ে। চট্রগ্রাম আওয়ামী লীগের অতর্কিত আক্রমণকারীদের দ্বারা পরিচালিত বিক্ষুব্ধ জনতা Wireless colony এবং শহরের অন্যান্য এলাকা আক্রমণ করে যথেচ্ছা লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা এবং ধর্ষণ করেছিল। ফিরোজশাহ কলোনীতে ৭০০ ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সেখানকার অধিবাসী পুরুষ, মেয়ে ও শিশুদের পুড়িয়ে মারা হয়। যারা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলো তাদের হত্যা কিংবা গুরুতররূপে আহত করা হয়। ৩রা ও ৪ঠা মার্চে যারা জীবন্ত দগ্ধ হয়েছিল এবং যাদের ভস্মীভূত দেহ পরে পাওয়া যায়, তারা ছাড়াও ৩শ'র বেশি লোক হত্যা ও আহত হয়।

যশোর খুলনা হতে আগত একটি ট্রেনকে লাইনচ্যুত করে যাত্রীদের টেনে বের করে হত্যা করা হয়েছিল। যশোরে ডেপুটি কমিশনারের অফিসে জনতা পাকিস্তানের পতাকার অবমাননা করে এবং পুড়িয়ে দেয় এবং একটা হাতবোমা নিক্ষেপ করে।

খুলনায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণ করে কিছুসংখ্যক কর্মচারীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

ঢাকার ধানমন্ডি ও নবাবপুর রোড থেকে বেশকিছু লুটতরাজের খবর পাওয়া যায়। একটা অস্ত্রের দোকান আক্রমণ করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়া হয়।

৫ই মার্চ, ১৯৭১

চট্রগ্রাম থেকে হত্যা এবং বাড়িঘর পুড়িয়ে দেবার খবর পাওয়া যায়। খুলনার খালিশপুর ও দৌলতপুর এলাকায় ৭ জন লোককে হাতবোমা, দা এবং বর্শা দিয়ে হত্যা করা হয়। তাদের মৃতদেহ খণ্ড-বিখণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায়। খুলনা শহরে লাঠি ও বন্দুক নিয়ে জনতা একটি হোটেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

প্রদেশের অভ্যন্তরের অন্যান্য এলাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, ব্যাপক গোলযোগ ছড়িয়ে পড়েছে ও সারা প্রদেশের বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়েছে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্য টেলিযোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, টেলিফোন ও টেলিগ্রাম বিভাগের কর্মচারীরা বার্তা গ্রহণ ও প্রেরণ বন্ধ করে পূর্ব পাকিস্তানকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

৬ই মার্চ, ১৯৭১

১৯৭১ সালের ৫ ও ৬ই মার্চের রাতে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্ররা বৃটিশ কাউন্সিল ভবনে ঢুকে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সময় মতো সেনাবাহিনী পৌঁছায় এবং গুলী ছুড়ে অবস্থা আয়ত্তে আনে।

ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙ্গে ৩৪১ জন কয়েদী পালিয়ে যায়। পুলিশ গুলী ছোড়ার ফলে ৭ জন কয়েদী নিহত হয়। ১ জন পুলিশ সার্জেন্ট এবং ৬ জন ওয়ার্ডার আহত হয়। পরে পলায়নকারী কয়েদীরা আওয়ামী লীগ উগ্রপন্থী এবং ছাত্রদলের সহযোগিতায় মারাত্মক শ্লোগান দিতে দিতে ঢাকার রাস্তাগুলো প্রদক্ষিণ করে।

আওয়ামী লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কর্মীরা এসিড এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করার জন্য বিজ্ঞান গবেষণারগারগুলো লুট করা শুরু করে। ঢাকায় সরকারী বিজ্ঞান গবেষণাগার থেকে সব বিস্ফোরক রাসায়নিক লুট করে নেয়া হয়।

এই একই উদ্দেশ্য পলিটেকিনক ইনস্টিটিউটও আক্রমণ করা হয়। যখন গুলী ছোড়া হয়, তখন গুণ্ডারা পালিয়ে যায়। কুমিল্লা ও যশোরসহ পূর্ব পাকিস্তানের সব প্রধান প্রধান শহর থেকে বোমা বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়। ফরিদপুরের ‘রাজেন্দ্র কলেজ ট্রেনিং কোর’-এ ১০টা রাইফেল এবং ১৫ টি বেয়নেট চুরি হয়।

চট্রগ্রামে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ চলতেই থাকে। দুটো দালান এবং কিছুসংখ্যাক কুঁড়েঘর পোড়ানো হয়। আড়াল থেকে অতর্কিতভাবে গুলী ছোড়ার ঘটনাও বেশ কয়েক জায়গায় ঘটে।

রাজশাহীতে সদর ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে আগুন লাগানো হয়। খুলনায় জাতি এবং রাষ্ট্রবিরোধী শ্লোগান দিতে দিতে বিক্ষুব্ধ মিছিলসমূহ অস্ত্রের দোকানগুলো লুট করার চেষ্টা করে। দোকানের মালিক গুলী ছোড়ার ফলে ১ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়।

৭ই মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমান একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার চালাবার কথা ঘোষণা করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কয়েকটি নির্দেশ জারী করেন। অহিংস এবং অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য তিনি সপ্তাহব্যাপী এক কার্যসূচী প্রকাশ করেন। (যেটা ২রা মার্চ শুরু হয়েছিলো।) কার্যসূচির অন্তর্ভূক্ত ছিলো (১) কর না দেওয়া আন্দোলন (২) সারা ‘‘বাংলাদেশের’’ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, সরকারী ও আধা সরকারী অফিসগুলো, হাইকোর্ট এবং অন্যান্য কোর্ট বন্ধ করে দেওয়া। রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রসমূহকে আওয়ামী লীগের কর্মপন্থা অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া হলো এবং এও জানানো হলো যে, এ নির্দেশ অমান্য করলে মনে করা হবে যে এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত বাঙালীরা সহযোগিতা করছে না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে টেলিযোগাযোগ বন্ধ করা হলো। এক নির্দেশে বলা হলো ‘‘স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে ব্যাংক পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা-পয়সা পাঠাতে পারবে না।’’ আর এক নির্দেশে বিশেষ করে উল্লেখ করা হলো যে প্রত্যেক ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা এবং জেলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ইউনিটের নেতৃত্বে একটা করে সংগ্রাম পরিষদ সংগঠন করা হবে।

ঢাকায় রেডিও পাকিস্তান ভবনের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করা হয়।

শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে খবর পাওয়া যায় যে আওয়ামী লীগ ছাত্রদলরা জোর করে জীপ, পিকআপ এবং মাইক্রোবাস নিয়ে যাচ্ছে।

যশোর জেলায় বারগানায় পাকিস্তান জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে ফেলা হয়।

৮ই মার্চ, ১৯৭১

ঢাকায় যাদের লাইসেন্স রয়েছে তাদের কাছ থেকে জোর-জবরদস্তি করে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবীরা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলী সংগ্রহ করতে লাগলো। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য শহর থেকেও অনুরূপ ঘটনার খবর পাওয়া যায়।

আওয়ামী লীগ সারা প্রদেশ জুড়ে মিটিং এবং উন্মুক্ত মিছিলের ব্যবস্থা করলো জাতীয়বাদ এবং পাকিস্তানবিরোধী শ্লোগান ছিলো তাদের মুখে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব তাজুদ্দীন আহমদ ‘‘শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশের কতকগুলি ব্যতিক্রম ব্যাখ্যা ও ঘোষণা করলেন। এর মধ্যে ছিল ‘‘স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোনভাবে বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না।’’

৯ই মার্চ, ১৯৭১

বাংলাদেশের বাইরে যাতে ধনসম্পদ না যায়, সে জন্য আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবীরা এবং ছাত্রদল ঢাকার বিভিন্ন অংশে তল্লাশী ফাঁড়ি বসালো। তল্লাশী করার অজুহাতে এসব স্বেচ্ছাসেবীরা যাদের তল্লশী করলো তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বাংলাদেশের নামে হস্তগত করলো।

রংপুরের লালমনিরহাটে এক উন্মুক্ত জনতা একটি ট্রেন থামিয়ে তার অনেক ক্ষতি করে। জাতিগত এবং রাজনৈতিক কারণে ট্রেনের কিছু যাত্রীদের হয়রানি এবং মারপিট করে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় অধিবাসীদের আওয়ামী লীগ কর্মীরা আক্রমণও করেছিলো।

রাজশাহীতে নিটি টাউন হলে একটা ‘স্বাধীনতা পতাকা’ উত্তোলন করা হয়।

লন্ডন ‘ডেলী টেলিগ্রাফ’ পত্রিকার সাংবাদিক কেলিথ ক্লার্ক-এর পাঠানো একটি বিবরণ ১৯৭১ সালের ৯ই মার্চ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন, ‘খবরে প্রকাশ যে রোব্বার ৭ই মার্চ রাতে যখন শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশকে বিচ্ছিন্নতাবাদের শেষ প্রান্তে এনে ফেলেছিলেন তখন ঢাকা সম্পূর্ণভাবে অরাজকতার কবলে গিয়ে পড়েছিলো।’ উক্ত পত্রিকায় আরও বলা হয়, ‘আওয়ামী লীগ নেতা শেখ তাঁর আন্দোলনকে ‘স্বাধীনতা আন্দোলন’ বলে নাম দিয়েছিলেন। তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সহযোগিতা করার জন্য এমন সব শর্ত আরোপ করেন, যা প্রেসিডেন্ট খানের পক্ষে মেনে নিওয়া সম্ভব ছিলো না। এ পত্রিকায় শেখ মুজিবুর রহমানের আর একটি নির্দেশেরও উল্লেখ ছিলো। নির্দেশটি ছিলো- গ্রামে গ্রামে আওয়ামী লীগ নেতাদের নেতৃত্বে মুক্তি কমিটি গঠন করা।’’

১০ই মার্চ, ১৯৭১

আওয়ামী লীগ ঘোষণা করলো যে ‘‘ব্যাংকের লকারগুলোর কাজ বন্ধ থাকবে’’ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশের বাইরে বন্দর কর্তৃপক্ষ কোনো সহযোগিতা করবেন না। কুমিল্লার চা বাগানে গোলযোগ ও সন্ত্রাসের খবর পাওয়া গেলো।

১২ই মার্চ, ১৯৭১

১১ই-১২ই মার্চ রাতে বরিশালের জেল ভেঙ্গে কিছু কয়েদী পালিয়ে যায়। বগুড়ার জেল ভেঙ্গে ৭ জন কয়েদী পালিয়ে যাবার খবরও পাওয়া যায়। কুমিল্লায় ৩০০ কয়েদী পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। পুলিশ গুলী চালায়। পুলিশের গুলিতে ২ জন কয়েদী নিহত ও ১৮ জন কয়েদী আহত হয়।

‘মুক্তি ফ্রন্ট’ এবং আধা সামরিক সংস্থাগুলি প্রদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ‘মুক্তি ফ্রন্ট’ এর পক্ষ থেকে ‘সাইক্লোস্টাইলড’ এবং হাতে লেখা প্রচারপত্র গোপনে গোপনে বিলি করা হলো। এ সবেরই উদ্দেশ্য ছিল জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপে উস্কানিদান।

৫টি সামরিক ট্রাকের একটি দল রেশন নেবার জন্য কুমিল্লা থেকে সিলেট যাওয়ার পথে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সশস্ত্র জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়।

১৩ই মার্চ, ১৯৭১

ঢাকার রেল স্টেশনে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবীরা যাত্রীদের ঘেরাও করে পশ্চিম ’পাকিস্তানের’ দালাল বলে অভিযুক্ত করে জেরা করতো। কাকরাইলের কাছে এক সরকারী অফিসে দুই বোতল এসিড নিক্ষেপ করা হয়। ফলে সে অফিসে আগুন ধরে যায়।

যশোরে ডেপুটি কমিশনারের অফিসে পাকিস্তান জাতীয় পতাকার জায়গায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

কুমিল্লায় আওয়ামী লীগ নেতারা দুজন কয়েদীর মুক্তির জন্য জেল ভাঙ্গার হুমকি দেয়। উল্লেখিত কয়েদী দুজনকে জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে ফেলার জন্য শমসের নগরে গ্রেফতার করা হয়।

১৪ই মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বের সব নির্দেশগুলো বাতিল করে দেন ’এবং’ ১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ থেকে নতুন নির্দেশ সম্বলিত এক কার্যক্রম ঘোষণা করেন। এর একটি নির্দেশে বলা হয় যে, ডেপুটি কমিশনার এবং মহকুমা হাকিমগণ তাদের নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে স্ব স্ব পর্যায়ে আওয়মী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবেন এবং সহযোগিতা করে কাজ করবেন।

আর একটি নির্দেশে বলা হয় যে, ''কাস্টম বিভাগ তার দায়িত্ব পালন করে যাবে এবং যে পরিমাণ কর ধার্য করা হয়েছে তা পুরো জমা দেয়া হলে মাল বের করতে অনুমতি দেবে। এই উদ্দেশ্য ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড এবং ইস্টার্ন মার্কেনটাইল ব্যাংক লিমিটেড (বেসরকারী ব্যাংক) এ কাস্টমস কালেক্টর দ্বারা পরিচালিত বিশেষ একাউন্ট খুলতে হবে। কাস্টমস কালেক্টরগণ আওয়ামী লীগের মাঝে মাঝে প্রকাশিত নির্দেশ অনুযায়ী এই একাউন্টগুলো পরিচালনা করবেন। এইভাবে যে কর আদায় হবে সেগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের একাউন্টে জমা করা হবে না।

১৫ই মার্চ, ১৯৭১

এক যুক্ত বিবৃতিতে 'স্বাধীন বাংলাদেশ' কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ৪ জন সদস্য স্বীকার করেন যে, 'গাড়ী নিয়ে কিছু দুষ্কৃতিকারীরা বিভিন্ন বাড়ীঘর এখনও লুটপাট করছে এবং সংগ্রাম পরিষদের নামে জোরজবরদস্তি করে টাকা আদায় করছে।' কিছু সংখ্যক এলাকা থেকে খবর আসছিলো যে, ঢাকার বিভিন্ন আওয়ামী লীগ তল্লাশী ফাঁড়ি জাতিগত এবং রাজনৈতিক কারণে যে তল্লাশী চালাচ্ছে তাতে জনসাধারণ বর্বরোচিত ব্যবহারের শিকারে পরিণত হয়েছে।

কুমিল্লায় এক সশস্ত্র জনতা ফেনীর একটি আর্মি ফিল্ড ইউনিট ঘেরাও করে আক্রমণ চালায়।

১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চে লন্ডন-এর বিবিসির খবরে বলা হয়ঃ আজ কাজে যোগ দেবার জন্য যে সামরিক হুকুম আজী হয়েছে, তা অমান্য করার জন্য বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মীদের অনুরোধ জানিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান একটি বিবৃতি দেন। শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন চান। তিনি প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তিরিশেরও বেশী নির্দেশ জারী করেছেন। এই নির্দেশগুলোর অন্তর্ভূক্ত একটি আদেশ হচ্ছে যে, কর কেন্দ্রীয় সরকারকে না দিয়ে তার সরকারকেই দিতে হবে।

১৬ই মার্চ, ১৯৭১

রাজশাহীতে নাটোরের মহারাজ হাইস্কুল থেকে রাসায়নিক দ্রব্য এবং এসিড চুরি হয়।

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা একটি অস্ত্রশস্ত্রের দোকান লুট করে।

১৯৭১ সালের ১৬ই মার্চ লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় সংবাদদাতা মার্টিন এডেনির পাঠানো এক রিপোর্টে আওয়ামী লীগের একটি সংগ্রাম কমিটির বৈঠকের বর্ণনা দেয়া হয়, সারা প্রদেশে গঠিত এ ধরণের অন্যান্য কমিটির মতো এই কমিটিরও আলোচনার বিষয় ছিলঃ তাদের বিবেচনায় ইতিমধ্যেই স্বাধীন হয়ে যাওয়া পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ 'বাংলাদেশে' তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে। ৫৮টি গ্রাম থেকে প্রায় শ তিনেক লোক এই সংগ্রাম কমিটিতে একত্রিত হয়েছে। তারা প্রয়োজনবোধে সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করতে প্রস্তুত এবং এ জন্য তারা এমন একজন গ্রামবাসীর কাছে ট্রেনিং নিচ্ছে, যুদ্ধবিদ্যা যার একমাত্র অধিকার, সে রাজকীয় ভারতীয় সেনাবাহিনী সার্ভিস কোরে একজন ল্যান্স কর্পোরাল ছিলো।

হিন্দুস্তানের দৈনিক পত্রিকা স্টেটসম্যান (১৯৭১ সালের ১৬ই মার্চ সংখ্যা) আওয়ামী লীগের ১৪ই মার্চ তারিখে জারী করা নির্দেশসমূহের খবর দিয়ে বলেন, ''মিস্টার মুজিবুর রহমান, এসব নির্দেশ জারী করে বলেছেন যে, তিনি 'বাংলাদেশ'-এর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছেন।'' পত্রিকা আরো জানায়, "শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, প্রেসিডেন্ট আমাদের অতিথি হবেন। ঢাকায় পর্যবেক্ষকরা এর এই অর্থ নিয়েছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান নিজেকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে স্বতন্ত্র একটি এলাকা বলে মনে করে।''

১৭ ই মার্চ, ১৯৭১

১৬ ও ১৭ই মার্চের মধ্যবর্তী রাতে ঢাকার আজিমপুরায় একটি সরকারী অফিসের উপর দুইটি এসিড বোতল নিক্ষেপ করা হয়।

ঢাকায় মতিঝিল কেন্দ্রীয় সরকারী হাইস্কুলের উপর হামলা চালানো হয় এবং এসিড ও রাসায়নিক দ্রব্য লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৮ ই মার্চ, ১৯৭১

যশোরে সেনাবাহিনীর একটি শিবিরে দুজন সামরিক কর্মচারীর উপর এসিডের বোতল নিক্ষেপ করা হয়।

১৯ ই মার্চ, ১৯৭১

ঢাকায় একটি লেভেল ক্রসিংয়ের উপর ময়মনসিংহ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী একটি সামরিক যানের উপর এক জনতা অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রমণকারীরা অস্ত্রশস্ত্রসহ ৬ জন লোককে নিয়ে পালিয়ে যায়।

যশোরে বিজলী কেন্দ্রের ক্ষতিসাধন করে বিজলী সরবরাহ ব্যাহত করে দেয়া হয়। যশোর-খুলনা সড়কের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়। খুলনায় ৫ই মার্চের হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যাওয়া প্রায় ৩শ লোকের উপর নতুন করে হামলা চালানোর হুমকি দেয়া হয়।

রংপুরে ছাত্ররা কালিগঞ্জ থানার লালিবাড়ী গ্রামে ১২টি বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। ঢাকা থেকে ২২ মাইল দূরে জয়দেবপুর বাজারে লেভেল ক্রসিংয়ের উপর একটি ট্রেন রেখে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হলে জনতা এবং সেনাবাহিনীর লোকদের মধ্যে গোলাগুলি বিনিময় হয়। এরপর সেখানে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। সৈন্যরা ট্রেনটি একদিকে সরিয়ে দিয়ে তাদের যাওয়ার পথ করার চেষ্টা করলে জনতা তাদের উপর গুলি চালায়। এতে তিনজন সৈন্য মারাত্মকভাবে জখম হয়। সৈন্যরা পাল্টা গুলি চালালে দুজন লোক নিহত এবং অন্য ৫ জন আহত হয়। জয়দেবপুর চৌমাথায় উন্মুক্ত জনতা আবার সৈন্যদের উপর গুলি বর্ষণ করলে একজন সৈন্য নিহত হয়। ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে আরো আধাডজন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়।

২০ ও ২১শে মার্চ, ১৯৭১

যশোরে, হিন্দুস্তান থেকে সাতক্ষীরা হয়ে বিপুল পরিমাণ হিন্দুস্তানী অস্ত্রশস্ত্র চোরাপথে সীমান্তের এপারে আসে বলে খবর পাওয়া যায়। চোরাপথে আনীত অস্ত্রশস্ত্র চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা পাঠানো হয় বলেও খবর পাওয়া যায়।

হংকং-এর দি ফার ইস্টার্ন রিভিউ ২০শে মার্চ (১৯৭১ সাল) সংখ্যায় লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর পরবর্তী উদ্বেগের কথা ভাবছিলেন, তখন শেখ মুজিবুর রহমান তার ঢাকার বাড়ীতে আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, 'এটাই শেষ দফা।' শেখ মুজিবুরের বাসভবন বাংলাদেশের পতাকা এবং বিভিন্ন প্রতীক দিয়ে সুসজ্জিত ছিল। এ কথার অর্থ কি তা জিজ্ঞাসা করায় তিনি সেই শ্লোগানটি দিয়ে তার জবাব দিলেন, যা তিনি হাজার বার জনতার সামনে উচ্চারণ করেছেন- ''জয় স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন বাংলা দীর্ঘজীবী হোক।''

২২শে মার্চ, ১৯৭১

দিনাজপুরে আওয়ামী লীগের কর্মীরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার একটি কুশপুত্তলিকাসহ এক উন্মুক্ত মিছিল বের। কুশপুত্তলিকাটির বুকে তীর বসানো ছিল। সিলেটের কয়েকটি চা বাগানে হিন্দুস্তানী অস্ত্রশস্ত্র এনে রাখা হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়।

২৩শে মার্চ, ১৯৭১

'পাকিস্তান দিবসের' নাম পরিবর্তন করে 'প্রতিরোধ দিবস' করা হয়। ঢাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য শহরে বিভিন্ন সরকারী ভবনের চূড়ায় পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার পরিবর্তে 'বাংলাদেশের' নয়া পতাকা উড়তে দেখা যায়। মুক্তিফ্রন্টের আধা সামরিক বাহিনী এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারীদের মার্চ পাস্ট এবং কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের নির্দেশ অনুসারে ঢাকা টেলিভিশন এই দিন পাকিস্তানী পতাকা প্রদর্শন করেনি। মিরপুর এবং অন্যান্য কয়েকটি এলাকার অধিবাসীরা নয়া বাংলাদেশ পতাকা উড়াতে অস্বীকার করে। পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা করলে এসব জায়গায় তাদের উপর হামলা চালানো হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান তার বাসভবনে সশস্ত্র মার্চ পাস্টে সালাম গ্রহণ করেন। এখানেও আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

বিভিন্ন ছাত্রদল পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের অপহরণ করে এবং মুক্তিপণ দাবী করে। সশস্ত্র জনতা ঢাকা বিমানবন্দরের কাছে বহির্গামী যাত্রীদের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে এবং তাদেরকে হয়রানী করে।

২৪শে মার্চ, ১৯৭১

যুদ্ধংদেহী ছাত্র এবং শ্রমিকরা জনগণকে হিংসাত্মক কাজের উস্কানি দিয়ে প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় হাতে লেখা এবং সাইক্লোস্টাইল করা প্রচারপত্র বিলি করা শুরু করে। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের জেলা কমিটি ঐ ধরণের একটি প্রচারপত্র বিলি করে, যাতে লেখা ছিলঃ

"পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এগিয়ে চলছে। এই দাবানলকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিন। দেশপ্রেমিক বিপ্লবী জনগণ। হাতিয়ার তুলে নিন। শত্রুসৈন্যকে বাধা দিন এবং তাদেরকে নির্মূল করুন। সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে মুক্ত এলাকাগুলো রক্ষা করুন।"

"দেশবাসী বন্ধুগণ! হাতের কাছে যে অস্ত্র পানা তাই হাতে তুলে নিন এবং শত্রুদের অগ্রগতি বন্ধ করুন। যে সব জায়গা শত্রুদের নিয়ন্ত্রণে নেই, সেসব জায়গার সড়ক, সেতু রেলযোগাযোগ প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন করে দিন। ঘরে ঘরে হাত বোমা ও মলোটোভ বোমা (Monoltov Cocktail) প্রস্তুত রাখুন। যদি আমাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে হয় কিংবা আমরা শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হয়ে পড়ি তাহলে আমাদেরকে রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করতে হবে।

"মনে রাখবেন, পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি কেবল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে, যার জন্য দীর্ঘ সময়ও প্রয়োজন হতে পারে। কাজেই গেরিলা যুদ্ধ কৌশল ছাড়া আমরা শত্রুদের প্রতিহত করতে সক্ষম হবো না, যে কোনো মূল্যে মুক্ত এলাকাগুলো রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

পূর্ব বাংলার দীর্ঘ সংগ্রাম শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়নি, বরং এটাই কেবল শুরু। আমাদেরকে দূর্বল করার জন্য শত্রুরা অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করতে পারে। পূর্ব বাংলার জয় অবশ্যম্ভাবী। আমরা পাকিস্তানী উপনিবেশের জিঞ্জির ছিঁড়ে ফেলবো। স্বাধীন পূর্ব বাংলা জিন্দাবাদ।"

রংপুরে উত্তর সৈয়দপুরের গোলাহাট থেকে অগ্নিসংযোগের খবর পাওয়া যায়। লাঠি, সড়কি অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ৮ হাজার লোকের এক উন্মুক্ত জনতা সৈয়দপুর অভিমুখে যাত্রা করে সেখানকার অধিবাসীদের উপর আক্রমন করার জন্য ৫০টি বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১

ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলে ব্যাপকভাবে এসিড বোমা তৈরীর খবর পাওয়া যায়। ঢাকা শহরের সর্বত্র ব্যারিকেড এবং বিভিন্ন রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়।

লন্ডনের টাইমস পত্রিকার ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত পাল মার্টিন-এর পাঠানো এক বার্তায় বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে বিভিন্ন বিপ্লবীবাদী দল ছাত্রদেরকে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং দেয়া শুরু করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের বহু গ্রামে একটি গণবাহিনীর সূচনা হিসেবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়েছে। এই গণবাহিনীর ভবিষ্যৎ কাজ হবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করা। ইতিমধ্যেই গত কয়েক সপ্তাহে বিভিন্ন ল্যাবরেটরী থেকে চুরি করা রাসায়নিক দ্রব্য থেকে তৈরী করা পেট্রোল বোমা ও অন্যান্য হাতে তৈরী বোমা পূর্বাঞ্চলীয় রাজধানী ঢাকায় প্রথমবারের মতো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

সৈয়দপুরে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে রাইফেল, গাদাবন্দুক, দা, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত জনতার চারটি দল সৈয়দপুর অভিমুখে যাত্রা করে এবং স্থানীয় এলাকা কোলাহাটের উপর আক্রমণ চালায়। এতে তিনজন লোক নিহত ও ১৭ (সতের) জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে দুজন বুলেট আঘাতপ্রাপ্ত এবং অন্য ৭ জন বন্দুকের গুলিতে আঘাত পায়। বাকী কয়জন আহত হয় লাঠিসোঁটার আঘাতে। ৫০টি বাড়ীও জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সৈন্যবাহিনী গুলি ছুড়তে বাধ্য হয়। ফলে তিনজন লোক জখম হয়। পরে আরেক উন্মুক্ত জনতা সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের উপর আক্রমণ চালায়। তারা সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে বন্দুকের গুলি ছোড়ে। সৈন্যরা পাল্টা গুলি চালালে ৫ জন লোক আহত হয়।

অপরদিকে আরেক জনতা সৈয়দপুর-দিনাজপুর সড়কে ডাক বিভাগের একটি গাড়ির উপর হামলা চালায়। তারা ড্রাইভার এবং কন্ডাক্টরকে গাড়ী থেকে টেনে নামায়। কন্ডাক্টরকে ঘটনাস্থলেই পিটিয়ে হত্যা করা হয়, আর ড্রাইভারটি মারাত্মকভাবে আহত হয়।

চট্টগ্রামে ক্যান্টনমেন্টের সামরিক বাহিনীর লোকদের যাতায়াত এবং অস্ত্রশস্ত্র আনা-নেয়া বন্ধ করার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আগ্রাবাদগামী রাস্তায় অসংখ্য ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়। প্রধান সড়কে কয়েকটি ট্রেঞ্চ খনন করা হয় এবং যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য রাস্তার উপর ট্রাক ও লরি, পিচের ড্রাম, ডাস্টবিন ও ইটপাটকেল ফেলে রাখা হয়।

আওয়ামী লীগের ব্যাপক সশস্ত্র প্রস্তুতি আরেক ধাপ এগিয়ে যায়। শেখ মুজিবুর রহমান সাবেক কর্নেল ওসমানীকে 'বিপ্লবী বাহিনীর অধিনায়ক' নিযুক্ত করেন এবং তিনি সরাসরিভাবে শেখ মুজিবের কর্তৃত্বাধীনে থাকবেন। শেখ মুজিবুর রহমান প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদেরকে নিজ পক্ষে তালিকাভূক্ত করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মজিদ এবং অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জমকে নিয়োগ করেন। তালিকা সুষ্ঠুভাবে প্রণয়ন করা হয় এবং তা আওয়ামী লীগের সদর দফতরে রাখা হয়। অন্যদিকে তাদের হাতে অস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আর এ জন্য ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা এবং যশোরের অস্ত্র দোকানগুলো লুট করা হয় এবং তা বিদ্রোহীদের ব্যবহারের জন্য সব বড় বড় শহরে মওজুত করা হয়। একমাত্র ঢাকা পুলিশ স্টেশনেই গুলিভর্তি ১৫ হাজার রাইফেল জমা করা হয়।

বিভিন্ন ইপিআর এবং ইবিআর বহিঃফাঁড়ির মধ্যে অয়্যারলেস ট্রান্সমিটারের সাহায্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এক ইউনিট থেকে দ্রুত অন্য ইউনিটে নির্দেশ পাঠানো হয়। বৃহত্তম পরিচালন সদর দফতর ছিলো চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারে।

পরিচালনা কার্যক্রম অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে তৈরী করা হয় এবং এমন ব্যবস্থা রাখা হয় যে, ঢাকার আওয়ামী লীগ সদর দফতর থেকে নির্দেশ পাওয়া মাত্রই সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাবে। যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয় সেগুলো হচ্ছেঃ

(ক) আকাশ কিংবা সমুদ্রপথে পাকিস্তানী সৈন্যের আগমন রোধ করার জন্য ইবিআর বাহিনী ঢাকা এবং চট্টগ্রাম দখল করবে।

(খ) ইপিআর, পুলিশ এবং সশস্ত্র রাজাকারদের সাহায্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবশিষ্ট সৈন্যরা বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট এবং ফাঁড়িতে সশস্ত্র সৈন্যদের নির্মূল করবে।

(গ) ইপিআর সীমান্তের সব গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলো দখল করবে এবং তা বহির্সাহায্যের জন্যে খোলা থাকবে।

(ঘ) অবশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করা হবে হিন্দুস্তান থেকে।

(ঙ) আওয়ামী লীগ বিদ্রোহী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলো দখল এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করার প্রথম পর্যায়ে সাফল্য লাভ করা মাত্রই হিন্দুস্তানী সৈন্যরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

শুক্রবার দিন খুব ভোরে এই বিদ্রোহ শুরু হবে বলে সময় ধার্য করা হয়। ২৫শে মার্চ দিনগত রাতে আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা অনুযায়ী সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠন এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের অভ্যুত্থান বাস্তবায়িত করার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে প্রেসিডেন্ট পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে তাদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানান। সেনাবাহিনী তৎপর হয়ে ওঠে এবং তারা হিন্দুস্তানের সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহী লোকদের মাধ্যমে আওয়ামী লীদের পূর্ব পাকিস্তান দখলের সশস্ত্র পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্রোহীদের দমন এবং হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারীদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য হিন্দুস্তান সংলগ্ন সীমান্ত বরাবর পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করা হয়। এই সময়ে যেসব এলাকা সাময়িকভাবে বিদ্রোহী এবং হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ন্ত্রণে আসে সেসব জায়গায় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসের রাজত্ব যা পহেলা মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল তা অব্যাহতবাবে চলতে থাকে। এর ফলে এক লাখেরও বেশী পুরুষ, মহিলা ও শিশুর জীবননাশ হয়। তা ছাড়া বিপুলসংখ্যক সরকারী ও বেসরকারী ভবন, শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিনষ্ট এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধিত হয়।

আওয়ামী লীগের যুদ্ধবাজ কর্মী এবং ইপিআর ও ও ইবিআর-এর বিদ্রোহীরা নরঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অশুভ ইচ্ছার যারা বিরোধীতা করে তারাই তাদের হত্যার শিকারে পরিণত হয়। অবর্ণনীয় বর্বরোচিত কাজ সংঘটিত হয়। বগুড়া জেলার শান্তাহারের একটি এলাকায় ১৫ হাজারেরও বেশী লোককে ঘেরাও করা হয় এবং তাদেরকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। মহিলাদেরকে উলঙ্গ করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হয় এবং মাকে তার নিজ সন্তানের রক্ত পান করতে বাধ্য করা হয়। চট্রগ্রামে ১০ হাজারেরও বেশী লোককে হত্যা করা হয়। সিরাজগঞ্জে সাড়ে তিন শ মহিলা ও শিশুকে একটি হলঘরে তালাবদ্ধ করে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে তারা জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। ময়মনসিংহে সানকিপাড়া এলাকায় ২ হাজার পরিবারের একটি কলোনীকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা হয়। পুরুষদেরকে ঘর থেকে টেনে বের করে গুলি করে মারা হয় এবং মহিলাদের দিয়ে কবর খোঁড়ানো হয় ও তাদেরকে ধর্ষণ করা হয়। তারপর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদেরকে হত্যা করা হয়। ঐ ধরণের বর্বরোচিত ও অমানুষিক কয়েকটি ঘটনার কথা বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার কয়েকটির অংশবিশেষ নিচে উদ্ধৃত করা হলোঃ

‘বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানে বসবসরত লক্ষ লক্ষ অবাঙ্গালী মুসলমান প্রতি মুহূর্তে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তনের মধ্যেকার উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার কথা অনুধাবন করছে এবং আশংকা করা যাচ্ছে যে, বাঙ্গালীরা এই বিরাট সংখ্যক সংখ্যালঘুদের উপর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে তাদের উপর চড়াও হয়েছে।’

'স্টেটসম্যান’, নয়াদিল্লী,
৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭১
পিটার হাজেলহার্ষ্ট

“দেশ বিভাগের সময় যেসব হাজার হাজার অসহায় মুসলিম উদ্বাস্তু পূর্ব বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তাদেরকে গত কয়েক সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানের ক্রুদ্ধ বাঙালীরা হত্যা করেছে।”

এ সপ্তাহে যেসব বিহারী মুসলমান উদ্বাস্তু সীমান্ত অতিক্রম করে হিন্দুস্তানে চলে আসে তারা এই হত্যার কথা জানিয়েছে। আজ একজন তরুণ বৃটিশ টেকনিশিয়ান হিলিতে হিন্দুস্তান পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে। তিনি এই হত্যাকাণ্ডের সত্যতা প্রকাশ করেন।

‘দি টাইমস’ লন্ডন, ৬ই এপ্রিল, ১৯৭১।

‘গতকাল কোলকাতায় যে বৃটিশ জাহাজ নোঙর করা হয় তার যাত্রীরা পূর্ব পাকিস্তানের বন্দরনগরী চট্টগ্রামে ব্যাপক নরহত্যা এবং অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনার কথা জানিয়েছেন।’

লেয়ন লামসডেন নামে মার্কিন সাহায্য পরিকল্পনার একজন ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, প্রধানত বাঙালী অধ্যুষিত চট্টগ্রাম শহরে গত সপ্তাহে সেনাবাহিনীর লোক আসার আগে একটানা দুই সপ্তাহ ধরে বাঙালীরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালায়।

’নর্দান ইকো’ ডারলিংটন, ডারহাম, ৬ই এপ্রিল, ১৯৭১।

“যখন ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) বিদ্রোহ করলো তখন তারা প্রথম যে কাজে হাতে দিলো তা হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাংকে অবাঙলীদের উৎখাত করা।”

“১০ থেকে ১৫ হাজার লোক নিয়ে গঠিত ইপিআর-এর শতকরা ৪০ জন হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী। তাদের বেশীর ভাগই অফিসার।”

“ইপিআর-এর লোকেরা হিন্দুস্তানের সীমান্ত তল্লাশী শহর হরিদাসপুরের কাছে সীমান্ত বরাবর এক গরুর গাড়ী বোঝাই লাশ খালাস করে।”

“ফার ইস্টার্ন ইকনোমিক রিভিউ”, হংকং, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৭১। টি আই এস জর্জ।

“শত শত প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে যে বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে ধারণা করা যায় যে, আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তখন কিছু কিছু বাঙালী বিহারীদের ঘরবাড়ী লুট করে এবং তাদেরকে হত্যা করে।”

‘নিউইয়র্ক টাইমস’, নিউইয়র্ক ১০ই মে, ১৯৭১ (ম্যালকম ডব্লিউ ব্রাউন)

“স্থানীয় একটি ব্যাংকের ইউরোপীয় ম্যানেজার বলেন, অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে সেনাবাহিনীর সময় মতো উপস্থিতির জন্য প্রতিটি ইউরোপীয় জীবিত আছেন, না হলে এ কাহিনী বলার জন্য আমি বেঁচে থাকতাম না।”

‘নিউইয়র্ক টাইমস’, নিউইয়র্ক ১১ই মে, ১৯৭১ (ম্যালকম ব্রাউন)

“এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, উন্মুক্ত জনতা অবাঙালীদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করে এবং তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। এসব অবাঙালীদের অধিকাংশই ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় হিন্দুস্তান থেকে পাকিস্তানে আসে। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেড় হাজার বিধবা ও এতিম শিশুর নিদারুণ কাহিনীর কথা উল্লেখ করেন। ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলের একটি মসজিদে আশ্রয় নিতে যাওয়ার সময় বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে শনাক্তকৃত সশস্ত্র লোকেরা তাদের স্বামী ও পিতাদের হত্যা করে। ”

’সিলোন ডেইলী নিউজ’, কলম্বো ১৫ই মে, ১৯৭১ (মরিস কুয়েনট্যান্স)

“গতকাল এই গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরীতে সফরকারী সাংবাদিকরা বলেছেন, গোলাগুলির ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং বিদ্রোহীরা যে বেসামরিক লোককে বিপুল সংখ্যায় হত্যা করেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ”

“সাংবাদিকরা ইস্পাহানী পরিবারের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির মালিকানাধীন পাটকলে একটি বিরাট কবর দেখতে পান, যেখানে ১৫২ জন অবাঙালী মহিলা ও শিশুকে একযোগে সমাহিত করা হয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীরা তাদেরকে গত মাসে কারখানার চিত্তবিনোদন কেন্দ্রে হত্যা করে। ”

“বুলেট ঝাঁঝরা এই ক্লাব কক্ষের মেঝেতে এখনো রক্তমাখা জামা-কাপড় ও বাচ্চাদের খেলনা ছড়িয়ে আছে। দায়িত্বশীল মহল বলেন, চট্টগ্রামে হাজার হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী এবং ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আগত হিন্দুস্তানী মুসলমানদেরকে ২৫শে মার্চ অর্থাৎ যেদিন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলন শুরু হয় সেদিন থেকে ১১ই এপ্রিল সেনাবাহিনী কর্তৃক শহর পুনর্দখল করার দিন পর্যন্ত পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়। ”

“স্থানীয় বাসিন্দা সাংবাদিকদের একটি অগ্নিদগ্ধ ভবন দেখায়। তারা জানায়, বাঙালীরা এখানে পশ্চিম পাকিস্তানের সাড়ে তিন শ পাঠানকে পুড়িয়ে মেরেছে।”

‘ওয়াশিংটন পোস্ট’, ওয়াশিংটন, ১২ই মে, ১৯৭১

‘(এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস রিপোর্ট)

‘বন্দর শহর চট্টগ্রামে একটি পাটকলের চিত্তবিনোদন ক্লাবে রক্ত মাখানো খেলার পুতুল এবং মলমূত্র দেখতে পাওয়া যায়। বাঙালীরা এখানে ৮০ জন মহিলা ও শিশুকে হত্যা করে। উগ্র স্বদেশিকতার উন্মাদনায় বাঙালীরা কিছুসংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানীকে খুন করে।”

বাঙালী বেসামরিক লোক এবং মুক্তি সৈন্যরা হিন্দুস্তানের বিহার রাজ্য থেকে আগত মোহাজিরদের পাইকারী হারে হত্যা করা শুরু করে এবং বাজার ও অন্যান্য এলাকায় ব্যাপকভাবে ছুরি মারা, গুলি চালনা এবং আগুন লাগানো প্রভৃতি হিংসাত্মক কাজ চালায় আর নারী ধর্ষণ ও লুটতরাজ করে।

চতুর্থ অধ্যায়
হিন্দুস্তানের ভূমিকা

পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রবিরোধী ব্যাক্তিদের সঙ্গে হিন্দুস্তানী যোগসাজশের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া গেলো ১৯৬৭-তে যখন আগরতলায় ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হলো। কয়েকজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলেন যে শেখ মুজিবুর রহমান এই ষড়যন্ত্রের সংগে জড়িত ছিলেন ১৯৬৪-র সেপ্টেম্বর থেকেই যখন দেশের অবশিষ্ট অংশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠিত হয়েছিলো। আগরতলা ষড়যন্ত্রের কর্মপরিকল্পনার প্রধান বিষয় ছিলো সামরিক ইউনিটগুলোর অস্ত্রাগারগুলো দখল করে সেগুলোকে অচল করে দেওয়া। পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে এ কাজ করা হবে কমান্ডো কায়দায় এবং দলের লোকসংখ্যা কম বলে আক্রমণ করা হবে অতর্কিতভাবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে হিন্দুস্তানের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। হিন্দুস্তানের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করার কথা ছিলো ১৯৬৭ সালের ১২ই জুলাই তারিখে হিন্দুস্তানের আগরতলায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৬৭-র ডিসেম্বরে ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের একজন প্রকাশ করে যে, হিন্দস্তান পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র বিপ্লব গড়ে তোলার জন্য অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তা ছাড়াও হিন্দুস্তান বলেছে যে হিন্দুস্তান সরকার ‘চূড়ান্ত দিনে’ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগকারী আকাশপথ ও সমুদ্রপথ বন্ধ করে ফেলবে।

হিন্দুস্তান এই পরিকল্পনা কার্যকরী করলো ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। হিন্দুস্তান বিমান লাইনের একটি ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমানের গতি জোর করে পরিবর্তন করে তাকে লাহোরে নিয়ে যাওয়া হলো। গতি পরিবর্তনকারীরা পরে বিমানটি ধ্বংস করে ফেললো। এই ঘটনাকে ছুতো হিসেবে অবলম্বন করে হিন্দুস্তান সরকার তার এলাকার উপর দিয়ে পাকিস্তানী বেসামরিক বিমানের চলাচল বন্ধ করে দিল। এতে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো।

সংশ্লিষ্ট বিমানের যাত্রীদের নিরাপত্তা ও হিন্দুস্তান তাদের আশু প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য পাকিস্তান সরকার সম্ভব সব ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। পুরো ঘটনাটি তদন্ত করে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হলো। তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে উদঘাটিত হলো যে, এ ঘটনাটি হিন্দুস্তানী এজেন্টরা ইচ্ছা করেই ঘটিয়েছে। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুস্তানী সীমানার উপর দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিমান চলাচল বন্ধ করার জন্য একটা ছুতো বের করা এবং পাস্তিানের দুই অংশের মধ্যে অসুবিধা ও উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তোলা। এ জন্য তারা এক সময়ের অপেক্ষায় ছিলো যা ছিলো পকিস্তানের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক আলোচনার সংকটকাল।

‘গার্ডিয়ান’ পত্রিকার ১৭১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় প্রকাশিত হলোঃ ‘তিনি (মুজিব) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও তার জেনারেলদের বলছেনঃ জনসাধারণ আমাকে ভালোবাসে, সুতরাং আমাকে স্পর্শ করবেন না। তিনি এ কথা বলছেন, কারণ তিনি জানেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সৈন্য এতো কম যে, তারা বড় রকমের কিছু করার সাহস পাবে না। আর যেহেতু হিন্দুস্তানের ওপর দিয়ে বিমান চলাচল বন্ধ, কাজেই সৈন্য সংখ্যা বাড়ানোও অসম্ভব।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হিন্দুস্তানের হস্তক্ষেপের কারণ বহু। আর এই সমস্যার মূল নিহিত রয়েছে অতীত ইতিহাসে। হিন্দুস্তান পাকিস্তানের সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে এই যে হিন্দুস্তান কখনো পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে সত্যি সত্যি মেনে নেয়নি। এমনকি বল্লভভাই প্যাটেলের হতো শীর্ষস্থানীয় দায়িত্বশীল নেতারাও আশা পোষণ করতেন যে, হিন্দু মাতৃভূমিরুপে ভারত পুনরায় যুক্ত হবে। এই আশা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তান

পাকিস্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রূটি করেনি। সে হঠাৎ পাকিস্তানের জমিতে পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিলো পাকিস্তানের অর্থনীতিকে ব্যাহত করার জন্য লাখ লাখ মুসলমানকে ঘরছাড়া করে পাকিস্তানে ঠেলে দিলো । সে জুনাগড় দখল করে নিলো এই অজুহাত দেখিয়ে যে তার অধিবাসীরা হিন্দু আবার কাশ্মীর দখল করার পেছনে সে অজুহাত দেখালো যে তার শাসনকর্তা হিন্দু। ১৯৬৫ সালে সে পশ্চিম পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমানায় সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানকে আঘাত হানলো। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের সমাপ্তি ত্বরান্বিত করে সে পূর্ব পাকিস্তানের ২ কোটি ৩০ লাখ লোকের জীবনযাত্রা এবং সারা দেশের অর্থনীতিকে বিপদাপন্ন করে তুললো। এখন পূর্ব পাকিস্তানের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্যমে সে আবার পাকিস্তানের সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করতে চায়।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে হিন্দুস্তানী সেনাবহিনীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে পশ্চিমবঙ্গে মোতায়েন করা হলো। আপাতদৃষ্টিতে উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনের সময় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করা। নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পর সৈন্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষার্ধে অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশ করা হলো পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে। এদের সাহায্যের জন্য নিয়োগ করা হলো মাউন্টেন ব্রিগেড, প্যারাসুট ব্রিগেড, জঙ্গী বোমারু বিমান এবং বিমান পরিবহন ইউনিট।

সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রবিরোধীদের সাহায্যের জন্যে হিন্দুস্তান সেনাবহিনীর বহু সৈন্যকে বিভিন্ন দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হলো। জেট জঙ্গী বিমান এবং পরিবহন বিমানও সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন বিমান ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হলো ।

পশ্চিম বাংলায় পাঁচ ডিভিশনের ওপর সৈন্য সমাবেশ ছাড়াও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কয়েকটি অতিরিক্ত ব্যাটেলিয়ানও মোতায়েন করা হলো। এর আগেই কয়েকটি ব্যাটেলিয়ান পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে মোতায়েন করা হয়েছিল। এই ভাবে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে সমাবিষ্ট হলো প্রায় পঁচিশটি হিন্দুস্তানী ব্যাটেলিয়ান। এইসব ব্যাটেলিয়ান যাতে বিদ্রোহী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকতে পারে সে জন্য B.S.F এর (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) চিহ্ন সরিয়ে ফেলা হলো। জীপ এবং অন্যান্য যানবাহনের রং বদলে দেওয়া হলো। দিল্লী থেকে বিমানযোগে আরো B.S.F সৈন্য আনানো হলো সব B.S.F কোর্স বাতিল করে দেয়া হলো, পুলিশ বিভাগে ছুটি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

হিন্দুস্তানী এলাকার ওপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল বন্ধ করেও হিন্দুস্তান ক্ষান্ত হলো না। সে পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্র পথেও বাধা সৃষ্টি করতে চাইলো। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের দুই তারিখে হিন্দুস্তানী নৌঘাঁটি দেয়ারকার ৭০ মাইল পশ্চিমে যুদ্ধ জাহাজ The ocean Endurance নামক একটি পাকিস্তানী সওদাগরী জাহাজকে হয়রান করলো। হয়রানির থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জাহাজটিকে করাচী ফিরতে হলো। তিন দিন পর হিন্দুস্তানী যুদ্ধজাহাজ আর একটি পাকিস্তানী জাহাজে হয়রান করলো। এটি ছিল সফিনায়ে আরব। জাহাজটি হাজীদের নিয়ে চট্টগ্রাম যাচ্ছিল। হিন্দুস্তানের দক্ষিণ সীমান্তে কার্যরত আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপকারী একটি নতুন ইউনিট অনুশীলন চালাতে গিয়ে উপকূল থেকে ১২৩ মাইল দূর পর্যন্ত ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়তে থাকে । এইভবে তারা পাকিস্তানী বেসামরিক বিমানকে আরও দক্ষিণ দিক দিয়ে যেতে বাধ্য করে।

হিন্দুস্তানী বিমানাবাহিনীও এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে, যা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তারা একটি সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব সীমান্তে শিকারী জঙ্গীবিমান ও অতিরিক্ত পরিবহন বিমান মোতায়েন করা হলো পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিম ও উত্তর সীমান্তসংলগ্ন ঘাঁটিগুলোতে প্রস্তুতি আরও জোরদার করা হলো। বঙ্গোপসাগরে পাকিস্তানী জাহাজগুলোর চলাচল পর্যবেক্ষণ করার জন্য কোলকাতার কাছে ব্যারাকপুরে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ বিমান মোতায়েন করা হলো। পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা জুড়ে ব্যাপকভাবে ফটো গ্রহণের কাজ চালানো হয়।

হিন্দুস্তানী সীমান্ত বাহিনীর লোকেরা স্থলপথে পূর্ব পাকিস্তানের ঢুকতে শুরু করলো এবং এই উদ্দেশ্য যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা হলো। হিন্দুস্তান বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে লাগলো। এমন বহুসংখ্যাক রাইফেল হস্তগত করা হয়, যাতে হিন্দুস্তানী রাইফেল ফ্যাক্টরি ইসাপুরের ছাপ রয়েছে। গোলাবারুদে পাওয়া গেছে হিন্দুস্তানের ফিরকী ফ্যাক্টরীর ছাপ।

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, হিন্দুস্তানের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ৭৬, ৮১, ৮৩, ১০১, ১০৩ ও ১০৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ানকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষের দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানে কাজে লাগানো হয়েছিলো। পরবর্তী তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এছাড়া আরও দুটি ব্যাটেলিয়নকে কাজে লাগানো হয়েছিলো। ৭৩ নম্বর B.S.F ব্যাটেলিয়ানকে কুচবিহারের মোখিলগঞ্জ এলাকায়, ৭৭ নম্বর B.S.F ব্যাটেলিয়ানকে দিনাজপুরের পশ্চিমাঞ্চলে এবং ১৮ নম্বর B.S.F ব্যাটেলিয়ানকে যশোরের পশ্চিম বনগাঁও নিযুক্ত করা হয়েছিল। হিন্দুস্তান সেনাবাহিনীর সিনিয়র কমান্ডাররা যুদ্ধকার্য পরিচালনা করতো। এদের মধ্যে একজন ছিল ৬১ নম্বর মাউন্টেন ব্রিগেডের কমান্ডার। সম্প্রতি এই ব্রিগেডটিকে পূর্ব পাকিস্তানের রাঙামাটির ২৫ মাইল উত্তর-পূর্বে ডিমগিরিতে মোতায়েন করা হয়েছে।

হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশ শুরু হওয়ার পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বহু পরিমাণ হিন্দুস্তানী অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেছে। নওয়াবগঞ্জ এলাকায় সেনাবাহিনী একটি গোপন পত্র পেয়েছে। পত্রটি 'ভারী অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ' সম্পর্কে সীমান্তের ওপারে হিন্দুস্তানী এজেন্টের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকের বিষয়ে লিখিত। লেখক আওয়ামী লীগের একজন নেতা।

পূর্ব পাকিস্তান সংকটের একেবারে গোড়া থেকেই যে হিন্দুস্তান এর সঙ্গে জড়িত ছিল, তার প্রমাণ এখন হিন্দুস্তান ও অন্যান্য বিদেশী তথ্য মাধ্যমের পরিবেশিত সংবাদ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। একজন হিন্দুস্তানী সাংবাদিক ১১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ২৯ তারিখে কোলকাতা থেকে প্রেরিত এক রিপোর্টে বলেন যে, বিদ্রোহীরা (তথাকথিত মুক্তিবাহিনী) হিন্দুস্তানের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছিলো। বোম্বইর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস প্রকাশিত খবরে সাংবাদিক কুষ্টিয়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কমান্ডার তার নাম প্রকাশ করতে চায়নি। কমান্ডার বলেছে, নদীয়ার সীমান্তবর্তী কুষ্টিয়ায় বিদেশী সৈন্যদের দুটি ইউনিট নিহত হওয়ার পর অথবা কুষ্টিয়া থেকে তাদের অপসারণের পর কমান্ডার সঙ্গে সঙ্গে কোলকাতায় টেলিফোন করে। সে প্রথমে কথা বলে মিঃ অজয় মুখার্জীর সঙ্গে সেই সপ্তাহেরই শেষের দিকে যার পশ্চিম বাংলার নতুন মুখ্য উজীর হওয়ার কথা। এরপর কমান্ডার কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলে।

'বাংলাদেশ'-এর প্রতি সমর্থন জানিয়ে হিন্দুস্তানের কয়েকটি প্রাদেশিক পরিষদে সরকারীভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। এই প্রদেশগুলোর মধ্যে রয়েছে তামিলনাড়ু, পশ্চিবঙ্গ, আসাম, কেরালা, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট ও ত্রিপুরা। পশ্চিম বাংলার ডেপুটি মুখ্য উজীর বললেন, যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এখনো বাংলাদেশের প্রতি স্বীকৃতি জানায়নি কিন্তু পশ্চিম বাংলায় আমরা বাংলাদেশের প্রতি এখন থেকেই স্বীকৃতি জানাচ্ছি।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি সম্পর্কে হিন্দুস্তানী প্রধান উজীর নিজেই একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করলেন। ১৯৭১ সালের ৩০ শে মার্চ তারিখে হিন্দুস্তানী পার্লামেন্টের উভয় পরিষদেই প্রস্তাবটি গৃহীত হলো। এই প্রস্তাবে 'পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সংহতি প্রকাশ করা হয় এবং তাদের (বিচ্ছিন্নতাবাদীদের) আশ্বাস দেওয়া হয় যে, 'হিন্দুস্তানের জনগণ তাদের সংগ্রাম সর্বান্তঃকরণে সহানুভূতি জানাবে ও সমর্থন যোগাবে'।

হিন্দুস্তানের পার্লামেন্টে গৃহীত 'বাংলাদেশ' সম্পর্কিত প্রস্তাবটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কর্তৃক 'সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত' হয়। এই প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির

পশ্চিম বাংলা ইউনিটের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ কে, কে, শুকলা বললেন 'শেখ মুজিবুর রহমান যে যুদ্ধ করছেন সেটা হিন্দুস্তানেরই যুদ্ধ।'

হিন্দুস্তানী প্রধান উজীর শেখ মুজিবুর রহমানের সাহায্যের জন্য তহবিল সংগ্রহের আবেদন জানালেন হিন্দুস্তানের সর্বত্র সরকারী সমর্থনপুষ্ট কমিটি গঠিত হলো। পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্যের জন্য তারা চাঁদা তুলতে শুরু করলো। বিহার প্রদেশের মুখ্য উজীর কর্পুরী ঠাকুর ঘোষণা করলেন যে, তার সরকার এই তহবিলে ২৫ লাখ টাকা দান করবে। মুখ্য উজীর ঠাকুরের উদ্ধৃতি দিয়ে বোম্বাই 'ইন্ডিয়ান নেশন' পত্রিকার ১৯৭১ সালের ৬ই এপ্রিলের সংখ্যায় একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবর অনুসারে ''বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর প্রতি অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহসহ সম্ভব সর্বপ্রকার সাহায্যদানের দৃঢ় সংকল্পের কথা ঠাকুর মহাশয় পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, পরিণতি যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের প্রতি অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে আমি অটল। ''

শেখ মুজিবের মুক্তিবাহিনীর জন্য অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠানোর জন্য এই সব অর্থ সংগ্রহ করা হলো।

এপ্রিল মাসের ৫ তারিখে সাংবাদিকরা হিন্দুস্তানী প্রধান উজীরকে প্রশ্ন করেছিলেন যে এসব অস্ত্রশস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানোর জন্য কোনো ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না। এর জবাবে তিনি বলেছিলেন : ''তিনি এ ব্যাপারে প্রকাশ্যভাবে কিছু বলতে পারেন না। কারণ এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্টেটসম্যান এবং অন্যান্য কয়েকটি হিন্দুস্তানী সংবাদপত্রে এ খবর প্রকাশিত হয়েছিলো।

পূর্ব পাকিস্তানের গোলযোগ সৃষ্টির জন্য হিন্দুস্তানী এখনো বিদ্রোহীদের নিযুক্ত করে যাচ্ছে এবং তাদের ট্রেনিং দিয়ে চলেছে। লন্ডন টাইমস এর একজন প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে এই ধরনের একটি রিক্রুটিং সেন্টার পরিদর্শন করেছেন।

১৯৭১ সালের ১৮ ই জুন তারিখে প্রেরিত এক খবরে তিনি বলেন যে, শিক্ষা কেন্দ্রের অফিসার ইন চার্জ দাবী করেন যে তথাকথিত 'বাংলাদেশ' বাহিনীর সবগুলো ট্রেনিং কেন্দ্রেই বাংলাদেশের কোথাও অবস্থিত। কিন্তু লন্ডন টাইমস-এর প্রতিনিধি যখন জানতে চান যে, এটা একটা সামরিক গোপনীয় তথ্য। লন্ডন টাইমস এর প্রতিনিধি আরও জানান, হিন্দুস্তানের পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে এরকমের প্রায় শ'খানেক কেন্দ্র রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, রিক্রুটিং সেন্টারগুলোর এমন সব জায়গায় অবস্থিত, যেগুলো বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় যে এগুলো উদ্বাস্তুদের রেজিস্ট্রেশন অফিস। লন্ডন টাইমস-এর প্রতিনিধি খবর অনুসারে যাদের রিক্রুটিং সেন্টারে নিয়োগের নেই। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাদের গুলি করে মারা হবে। লন্ডন বৃটিশ দৈনিক গার্ডিয়ানে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেসব সশস্ত্র বিদ্রোহীরা সম্প্রতি সীমান্তের ঐ পারে চলে গেছে হিন্দুস্তানীরা প্রকাশ্যভাবে তাদের আশ্রয় দিচ্ছে। 'এইসব বিদ্রোহীদের মধ্যে রয়েছে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর লোক, সামরিক বাহিনীর লোক এবং অন্যান্যরা। 'গার্ডিয়ান প্রতিনিধি একটি বর্ডার ক্রসিং পয়েন্টে হিন্দুস্তানী সীমান্তবর্তী বাহিনীর অবস্থানের পাশে তাঁবু খাটানো একটি শিবিরে রাইফেলধারী সশস্ত্র ব্যক্তিদের স্বচক্ষে দেখেছেন।

লাগোসের নাইজেরিয়ান ট্রিবিউন নামক পত্রকার মে মাসের ১৪ তারিখের সংখ্যায় বলা হয়েছে, ''হিন্দুস্তান পূর্ব পাকিস্তান-হিন্দুস্তান সীমান্ত বরাবর ছ'টি রিলিফ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও অনুপ্রবেশকারীদের এই সব কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়।''

কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের প্রতিনিধি আর্নেস্ট ওয়েদাবল ১৯৭১ সালের ৩১ শে মার্চ তারিখে নয়াদিল্লী থেকে প্রেরিত এক রিপোর্টে জানালেনঃ ‘‘মুজিব ও তার বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ যে আগে থেকে সতর্কতার সঙ্গে সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তার সব রকম আভাসই পাওয়া যাচ্ছে। এই মুক্তিবাহিনীর প্রথম লক্ষ্য ছিল চট্রগ্রাম বা পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র গভীর সামুদ্রিক বন্দর। এই বন্দরটি একবার ধ্বংস হয়ে গেলেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য সরবরাহের ব্যাপারে মুশকিলে পড়তেন। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল ঢাকা অধিকার করা। যাতে তা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মূল ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত না হতে পারে।

মুজিব বহু দিন যাবৎ বাইরে থেকে সরবরাহ পেয়ে আসছিলেন বলে বিশ্বাস এবং ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ তারিখ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এসব লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। নয়াদিল্লীতে অবস্থিত বহু বিদেশী কুটনীতিবিদ মনে করেন যে, এসব অস্ত্রশস্ত্র একমাত্র হিন্দুস্তান থেকেই আসা সম্ভব ছিলো।

লন্ডন টাইমস-এর প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা থেকে প্রেরিত এক রিপোর্টে বলেছেন যে, বোমা ও বন্দুক সীমান্ত দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সরবরাহ করা হচ্ছে এবং পূর্ব বাংলায় বেনাপোল সীমান্ত ফাঁড়ির কাছে পশ্চিম বাংলার গেরিলাদের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে।

২৮শে এপ্রিল তারিখে নয়াদিল্লী থেকে প্রেরিত এএফপির খবরে বলা হয়েছে-‘পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ করার জন্য ১০ হাজার প্রাক্তন সৈনিককে সংঘবদ্ধ করা হচ্ছে।’

লন্ডন টাইমস ১৯৭১ সালের জুন মাসের ২ তারিখের সংখ্যায় বলা হয়েছে। ‘‘হিন্দুস্তান সরকারই প্রায় সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মতবাদটিকে জিইয়ে রাখছে।’’ পত্রিকাটির কোলকাতা প্রতিনিধি বলেন যে, ‘‘সীমান্তের কাছাকাছি প্রায় ২০ টি শিবিরে হিন্দুস্তানী ইনসট্রাকটাররা প্রায় ৩০ হাজার রিক্রুটকে ট্রেনিং দিচ্ছে। ’’ তিনি আরও বলেন যে, তথাকথিত ‘স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার’ হিন্দুস্তানী এলাকায় অবস্থিত। তিনি বলেন, ‘কয়েক সপ্তাহের নীরবতার পর আজ আবার ‘স্বাধীন বাংলা বেতার’-এর কণ্ঠ শোনা গেলো। বেতার থেকে ঘোষণা করা হলো যে কয়েকটি এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা হয়েছে। আজ সকালে আমি একটি বেতার দিকনির্দেশকযন্ত্রের সাহায্য ‘স্বাধীন বাংলা বেতার’ কোন দিকে অবস্থিত তা পরীক্ষা করার চেষ্টা করলাম। আশ্চর্যের বিষয়, দিকনির্দেশকযন্ত্রে ধরা পড়লো যে, স্বাধীন বাংলা বেতারের শক্তিশালী ও স্পষ্ট ধ্বনি যেদিকে বাংলাদেশ অবস্থিত সেই পূর্ব দিক থেকে আসছে না বরং তা আসছে উত্তর দিক থেকে, যেদিক থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিওর ধ্বনি আসে। শহরের অন্য কয়েকটি জায়গা থেকেও আমি অনুরূপ পরীক্ষা চালালাম। প্রতিবারই নির্ভুলভাবে ধরা পড়লো উত্তর দিক। উত্তরে চিনশুরা ও মাগুরার কাছে যেখানে অল ইন্ডিয়া রেডিওর ট্রান্সমিটার অবস্থিত সেই দিক থেকেই আসছে স্বাধীন বাংলা বেতার এর ধ্বনি।’’

১৯৭১ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় কোলকাতা প্রতিনিধি মার্টিন উলাকটের প্রেরিত একটি খবর প্রকাশিত হয়। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সদস্যরা বাংলাদেশের কোথাও রয়েছেন বলে হিন্দুস্তানী সংবাদপত্রগুলোতে যে খবর প্রকাশিত হয়, মার্টিন উলাকট তাকে কাল্পনিক বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাদের সবাই কলকাতাতেই রয়েছেন আর তাদের রাখা হয়েছে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে। প্রতিনিধি আরও বলেন, যে গত শুক্রবার তথাকথিত স্বাধীনতা ঘোষণার যে অনুষ্ঠান হলো, তাতে চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র দিয়ে হিন্দুস্তানীরা এইসব ব্যক্তিদের সাহায্য করেছে। হিন্দুস্তানী সেনাবাহিনীর লোক সাদা পোশাকে সেখানে পাহারায় নিযুক্ত ছিলো।

প্যারিসে লে মণ্ডি নামক ফরাসী দৈনিক পত্রিকার ২০শে এপ্রিলের সংখ্যায় বলা হয়েছে, ‘‘অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করা হয়েছে হিন্দুস্তান সীমান্ত থেকে এক মাইল দূরে একটি গাছের নিচে। আসলে যদিও এই সরকার গঠিত হয়েছিল কলকাতায় তবুও এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল বিদেশী সাংবাদিকদের

দেখানোর জন্য। এই সরকার যে পূর্ব পাকিস্তানী এলাকার মধ্যেই রয়েছে- এ কথা প্রমাণ করাই ছিল এ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।”

পূর্ব পাকিস্তানের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে সাহায্য করা এবং সেখানে অনুপ্রবেশকারী পাঠানো ছাড়াও, হিন্দুস্তান, পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর সর্বত্র উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে। পাকিস্তান এ ব্যাপারে হিন্দুস্তানের কাছে কয়েকটি প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছে। ১৯৭১ সালের জুন মাসের ২১ ও ২২ তারিখে দুটি প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হয়। এগুলোতে নিমণলিখিত ঘটনাগুলির উল্লেখ করা হয়।

(১) ১৬ই জুন তারিখে সশস্ত্র হিন্দুস্তানীরা কোনরকম উস্কানী ছাড়াই যশোর জেলার বেনাপোলের কাছে পাকিস্তানী এলাকায় (QT 7542) ও (QT 7642) মেশিনগান ও ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহার্য্যে গোলাবর্ষণ করে।

(২) ১৭ই জুন তারিখে হিন্দুস্তানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সৈন্যরা বেআইনী ভাবে পাকিস্তানী এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করে ময়মনসিংহ জেলার একটি গ্রামের (RF 6898) দুজন লোককে হত্যা করে।

(৩) ১৭ই জুন তারিখে ময়মনসিংহের অন্তর্গত কমলাপুর (QE 8512) সীমান্ত ফাঁড়িতে কোন উস্কানী ছাড়াই একবার সকাল সাড়ে ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত এবং আবার বেলা ১১টা ৪০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ছোটখাটো অস্ত্র ও মর্টারের সাহায্যে গুলি চালানো হয়। এতে ২ জন লোক নিহত ও ৩ জন আহত হন।

(৪) ১৭ই জুন তারিখে যশোর জেলার বেনাপোলের কাছে একটি পাকিস্তানী টহলদার দলের ওপর গুলি চালানো হয়।

(৫) জুন মাসের ১৭ ও ১৮ তারিখের মধ্যবর্তী রাত্রে হিন্দুস্তানী বাহিনী কোন উস্কানী ছাড়াই ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কমলাপুর (QE 8512) সমিান্তে ফাঁড়িতে আবার ভারী মর্টার ও ছোটখাট অস্ত্রের সাহায্যে গুলি বর্ষণ করে।

(৬) ১৮ই জুন তারিখে সশস্ত্র হিন্দুস্তানীরা কুমিল্লা (RR 3499) জেলায় মর্টার ও ছোটখাট অস্ত্রের সাহায্যে গোলাগুলি বর্ষণ করে। এতে ৪ জন লোক গুরুতরভাবে আহত হয়।

(৭) ১৮ই জুন তারিখে হিন্দুস্তান সেনাবাহিনী কোন রকম উস্কানী ছাড়াই পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লা জেলার সালদানদী এলাকা (RM 2818) যশোর জেলার বেনাপোল ও মসলিয়া এলাকা (QT 8665) এবং সিলেট জেলার চাতালপুর এলাকায় (RH 1703) মর্টার ও ছোটখাটো অস্ত্রের সাহায্যে গোলা গুলি বর্ষণ করে।

(৮) ১৮ই জুন হিন্দুস্তানের সশস্ত্র লোকজন দিনাজপুর জেলার কিশোরগঞ্জ সীমান্ত ফাঁড়ির (QD 3158) উপর ১ রাউন্ড ৩ ইঞ্চি মর্টার গোলা বর্ষণ করে।

১৯৭১ সালের ৩রা জুলাই, হিন্দুস্তান বিমান বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর জেলার অমরখানার উপর হামলা চালায়, সেই তারিখে বেলা সাড়ে বারোটার সময় হিন্দুস্তান বিমান বাহিনীর চারটি জঙ্গী বিমান এবং একটি সশস্ত্র হেলিকপ্টার বেআইনীভাবে পাকিস্তানী আকাশসীমার ৬ মাইল অভ্যন্তরে চলে আসে এবং মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করে। পরে বিকেলের দিকে (৩রা জুলাই) হিন্দুস্তানী এলাকা থেকে ১২০ মিলিমিটার মর্টারের সাহায্যে অমরখানার উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

হিন্দুস্তানের প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিষ্কার, ১৯৭১ সালের পয়লা এপ্রিল ‘‘Yorkshire Post” পত্রিকা বলেন, ‘‘পাকিস্তানে হিন্দুস্তানের উচ্ছেদমূলক তৎপরতা, পূর্ব পাকিস্তানে একটি বাহিনী গড়ে তোলার প্রয়াস এবং গোটা পাকিস্তানকেই ধ্বংস করার তার চক্রান্ত এ সবের পেছনে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মতারিখ থেকেই এ সবের সূচনা। সেদিন থেকেই হিন্দুস্তান কখনো পাকিস্তানের সৃষ্টিকে মেনে নেয়নি এবং সেই রাষ্ট্রকে পঙ্গু করার জন্য সে সব রকম কৌশলই খাটিয়েছে। লন্ডনের “Daily Telegraph” এ David Loshak বলেন, হিন্দুস্তান তার প্রধান প্রতিপক্ষের খণ্ডবিখণ্ড কিংবা দুর্বল হওয়ার মধ্যে তার নিজের মঙ্গল ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না।

তিনি আরো বলেন, ‘‘নিরীহ জনগণের দুর্ভাগ্যের জন্য কোন উদ্বেগ নয় বরং তার এই চিন্তাধারাই বাংলাদেশ এর পক্ষে হিন্দুস্তানের প্রচারণা যুদ্ধের পেছনে রয়েছে। সমসাময়িক এশীয় বিষয়াদির উপর আরেকজন প্রখ্যাত বৃটিশ ভাষ্যকার Michael Edwards, ১৯৭১ সালের পয়লা এপ্রিল BBC-র ‘আজকের বিশ্ব” অনুষ্ঠানে প্রচারিত এক আলোচনায় বলেন, ‘‘পূর্ব পাকিস্তানের গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের সমর্থনে বিবৃতি দেয়া এবং বিক্ষোভ সংগঠনের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে তাকে এই পটভূমিকায়ই বিচার করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রীকরণের যে উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গে দেখা গিয়েছে তার পেছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। বাংলা বিভাগকে বানচাল করে দিয়ে পশ্চিম বঙ্গীয় নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের উপর তাদের প্রাধান্য চাপানো এবং তাদের কলকারখানার কাঁচামালের উৎস পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা পোষণ করছেন।

হিন্দুস্তানের নিজের লেখক ও ভাষ্যকাররা পাকিস্তানের ব্যাপারে হিন্দুস্তানের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেননি।

১৯৭১ সালের দোসরা এপ্রিল, হিন্দুস্তানী পত্রিকা “Free press Journal” বলেন “আমাদের হিন্দুস্তানের কার্যকলাপকে সচেতনভাবে এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পাকিস্তানকে দুর্বল করার লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে হবে। ”

পত্রিকাটি আরো বলেন, “কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ পূর্ববঙ্গ হয়তো কাশ্মীরের উপর হিন্দুস্তানের সার্বভৌমত্বকে স্থায়ীভাবে স্বীকৃতি দিতে রাজী হবে। এর দুদিন আগে ১৯৭১ সালের ৩০শে মার্চ বোম্বাই এর দৈনিক সংবাদপত্র “The Indian Express” পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুস্তানের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের খোলাখুলিভাবে সমর্থ না করে বলেন, এটা একটা সত্যিকারের ঐতিহাসিক ক্ষণ এবং ঠিক এই মুহূর্তই হচ্ছে কাজ করার লগ্ন।’’ ১৯৭১ সালের ৭ই এপ্রিল হিন্দুস্তানের প্রতিরক্ষা গবেষণা ইনষ্টিটউটের ডিরেক্টর Mr. Subramaniam পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুস্তানের সমর্থনপুষ্ট বিদ্রোহের প্রসঙ্গে বলেনঃ

‘‘হিন্দুস্তানকে যে জিনিসটি অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করতে হবে তা এই যে পাকিস্তানের খণ্ডবিখণ্ড হওয়া আমাদের স্বার্থের অনুকূল এবং আজ আমাদের সামনে এমন একটি সুযোগ এসেছে যার মতো সুযোগ আর কখনো আসবে না।’’

১৯৭১ সালের ১৫ই জুন হিন্দুস্তানী দৈনিক পত্রিকা ‘‘Motherlan□”-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আরেকজন হিন্দুস্তানী ভাষ্যকার Subramaniam Swamy যুক্তি পেশ করেন যে, ‘‘পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতার দিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের কাজ নয়। সেটা পাকিস্তানের মাথাব্যথা। আমাদের শুধু দুটো প্রশ্ন বিবেচনা করতে হবে। পাকিস্তানের খণ্ডবিখণ্ড হওয়া কি আমাদের দীর্ঘমেয়াদী অনুকূলে? আর যদি তা সত্যিই আমাদের স্বার্থের অনুকূল

হয় তাহলে আমাদের এ ব্যাপারে কি কিছু করার রয়েছে? ভাষ্যকার এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, পাকিস্তানের খণ্ডবিখণ্ড কেবল আমাদের বাইরে নিরাপত্তার জন্যই অনুকূল নয়, তা আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তারও অনুকূলে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হিন্দুস্তানের একটি মহাশক্তি রুপে গড়ে উঠা উচিত এবং এই ভূমিকা পালনের জন্য আমাদেরকে জাতীয় পর্যায়ে আমাদের নাগরিকদেরকে সু-সংবদ্ধ করতে হবে । আর এজন্য অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে পাকিস্তানকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা ।''

সর্বোপরি, ১৯৭১ সালের ১৫ই জুন হিন্দুস্তানের প্রধান উজীর স্বয়ং ঘোষণা করেন, ''বাংলাদেশ এর অবসান ঘটিয়ে দেয় এমন একটি রাজনৈতিক মীমাংসা হিন্দুস্তান এক মুহূর্তের জন্যও মেনে নেবে না ।''

□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর আলোকে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক মর্মান্তিক ঘটনাবলীকে তার যথার্থ পটভূমিকায় দেখতে পারি। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের আগে আওয়ামী লীগ উগ্রপন্থীরা যে সব নৃশংস ও অরাজকতামূলক কার্যকলাপ চালিয়েছে প্রতিশোধমূলক প্রতিক্রিয়া এড়ানোর উদ্দেশ্যে তা প্রচার করা হয়নি। কিন্তু এর ফলে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, ফেডারেল সরকারের ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল একটি গণআন্দোলনকে দাবিয়ে দেয়া। এখন অবশ্য বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, সশস্ত্রবাহিনী আইন-শৃংখলা এবং সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই গিয়েছিলেন। কারণ আওয়ামী লীগের ২৫ দিনব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইন-শৃংখলা এবং সরকারের কর্তৃত্ব মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো।

আবেগমুক্ত মন নিয়ে এই শ্বেতপত্রে দেয়া তথ্যপ্রমাণাদি বিচার করলে পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, প্রেসিডেন্ট তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়েছিলেন নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দলের মধ্যে একটি মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করতে। কারণ এ ধরনের মতৈক্য ছাড়া একটা সত্যিকারের ফেডারেল ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব নয়। তিনি ধৈর্যসহকারে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যান এবং সরকারের সর্বোপরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে এতটা বিলম্বিত করেন যে কেউ কেউ এখন মনে করছেন যে পরিস্থিতি বিষাদের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো। শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতারা অবশ্য ক্রমেই তাদের দাবী বাড়িয়ে যেতে থাকেন। তাঁরা সম্পূর্ণ ভুলে যান যে, আওয়ামী লীগের ৬ দফা অনুসারেও জনগণ তাদের যে রায় দিয়েছেন তা ছিলো একটি ফেডারেশনের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের জন্য। আলোচনার শেষের দিকে তাদের খসড়া ঘোষণাপত্রে একটি "কনফেডারেশনের" কথা বলা হয়। কনফেডারেশন হচ্ছে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের একটি জোট। এছাড়াও এই ঘোষণাপত্রে তাদের এই দেশকে ভাগ করার সংকল্পের সুস্পষ্ট আভাস ছিলো। এটা এক দিকে অন্য ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর নেতা ও দলগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলো না। অন্য দিকে, পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার মৌলিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রেসিডেন্ট যে আইনকাঠামো আদেশ জারী করেন এবং যার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেই আইনকাঠামো আদেশের শর্তাবলীরও এটা ছিলো সুস্পষ্ট লংঘন।

আওয়ামী লীগের নেতারা তাদের সাফল্যের জন্য কতগুলো জিনিসের উপর নির্ভর করছিলেন। তারা মনে করছিলেন যে, আলোচনার মাধ্যমে তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবী দাওয়া মেনে নেয়া না হলে একদিকে তাঁরা বেসামরিক প্রশাসনকে অচল করে দেবেন এবং অন্যদিকে সশস্ত্রবাহিনীর অনেকগুলো ইউনিটের আনুগত্য নষ্ট করে হিন্দুস্তানের যোগসাজশে এমন একটা বেকায়দা পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন যে তখন তাঁদের দাবী মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

প্রেসিডেন্ট আপোষ-মীমাংসার জন্য সবরকম চেষ্টা চালান। কিন্তু তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটা রাজনীতিজ্ঞসুলভ কিংবা একটা আপোষমূলক মনোভাবও দেখতে পাননি। কাজেই প্রেসিডেন্ট যে বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে প্রয়োজন হলে তিনি দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেবেন, শেষ পর্যন্ত তার কোন উপায় না দেখে তিনি অতীব দুঃখের সঙ্গে সেই সিদ্ধান্তই নিতে বাধ্য হন।

পরিশিষ্ট ‘ঙ’*

আওয়ামী লীগের খসড়া ঘোষণাপত্র

ঢাকা, মার্চ ১৯৭১

যেহেতু, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ সামরিক আইন ঘোষণার মাধ্যমে আমি, জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়হিয়া খান, এইচ, পিকে, এইচ,জে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার হিসেবে সব ক্ষমতা আমার হাতে নিয়েছি এবং এর ফলে আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি;

যেহেতু, জনগণের নির্বচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে;

যেহেতু, পাকিস্তানের জন্যে অবিলম্বে একটি শাসনতন্ত্র তৈরীর সহায়ক যথাযথ পরিবেশ দেশে সৃষ্টি করার জন্যে এভাবে নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা আবশ্যক;

এবং যেহেতু সামরিক আইন তৎপরতা প্রত্যাহার করা যেতে পারে;

অতএব, আমি জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান,এইচ, পিকে, এইচ, জে, ঘোষণা করছি যে, পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে এবং ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের ঘোষণা একটি প্রদেশে সে দিন থেকে বাতিল করে যেদিন প্রাদেশিক গভর্নর তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণের শপথ নেবেন, এবং যে কোন অবস্থায় এই ঘোষণার ৭ দিন পর পাকিস্তানের সর্বত্র তা বাতিল হয়ে যাবে।

১। এই ঘোষণা এবং এর অধীনে জারী করা অন্য কোন আদেশ আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের কোন কিছুর বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও তা কার্যকরী থাকবে।

২। এই ঘোষণার উদ্দেশ্য কিংবা বিষয়বস্তুর পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে -

(ক) ‘‘কেন্দ্রের’’ মানে হচ্ছে প্রজাতন্ত্র;

(খ) ‘‘কেন্দ্রীয় সরকার’’ মানে প্রজাতন্ত্রের কার্যনির্বাহক সরকার;

(গ) কেন্দ্র প্রশাসিত’’ এলাকার মানে হচ্ছে -১৯৭০ সালের পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ (ভংগ) আইন বর্ণিত এলাকাসমূহ;

(ঘ) ‘‘প্রারম্ভিক দিন’’ মানে যেদিন থেকে এই আদেশ কার্যকরী হয়;

(ঙ) ‘‘অন্তবর্তীকালীন সময়’’ শুরু হবে জাতীয় পরিষদে যেদিন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন শুরু সেদিন থেকে এবং শেষ হবে যে দিন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন শেষ হয়ে যাবে।

---

*পাকিস্তান সরকারের এই শ্বেতপত্রে আরো কয়েকটি পরিশিষ্ট রয়েছেঃ

পরিশিষ্ট- ক প্রেসিডেন্টের নীতি-নির্ধারণী ভাষণ সমূহের অংশবিশেষ

পরিশিষ্ট- খ আইন কাঠমো আদেশ, ১৯৭০

পরিশিষ্ট- গ আওয়ামী লীগের ছয় দফা,

পরিশিষ্ট- ঘ আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলী, মার্চ,১৯৭১

পরিশিষ্ট- ঙ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্র, ১৯৬২।

উল্লেখ্য যে, এই পরিশিষ্টসমূহের বিষয়বস্তু ‘দলিলপত্রঃ দ্বিতীয় খণ্ড’ এবং এই খণ্ডের অন্যত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে এখানে মুদ্রিত করা হয়নি।

(চ) ''ইসলামাবাদ রাজধানী এলাকার'' মানে হচ্ছে ১৯৭০ সালের পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ (ভংগ) আদেশ বর্ণিত এলাকা;

(ছ) ''বিগত শাসনতন্ত্র'' মানে ১৯৬২ সালের পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্র।

(জ) ''সামরিক আইন'' মানে ১৯৬৯ সালের ২ শে মার্চের ঘোষণার দ্বারা জারীকৃত সামরিক আইন।

(ঝ) ''সামরিক আইন কর্তৃপক্ষে'' রয়েছেন- কোন সামরিক আইন বিধি বা সামরিক আইন আদেশের দ্বারা বা অধীনে এ ধরনের বিধি বা আদেশের অধীনে কোন কাজ করার জন্যে বা ক্ষমতা প্রয়োগের জন্যে অনুমোদিত কোন ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তির সংস্থা কিংবা কোন আদালত;

(ঞ) ''সামরিক আইন মেয়াদের'' মানে হচ্ছে- ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ থেকে শুরু করে প্রারম্ভিক দিনের ঠিক আগের দিন পর্যন্ত।

(ট) ''জাতীয় পরিষদের'' মানে হচ্ছে প্রেসিডেন্টের ১৯৭০ সালের দু'নম্বর আদেশের অধীনে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ;

(ঠ) ''প্রেসিডেন্ট'' মানে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট;

(ড) ''প্রজাতন্ত্র'' মানে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র;

(ঢ) ''সময়সূচী'' মানে এই ঘোষণার সময়সূচী;

(ণ) ''বাংলা দেশ রাজ্য'' মানে প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ নামে পরিচিত অঞ্চল;

(ত) ''পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যসমূহ'' মানে প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান প্রদেশ নামে পরিচিত এলাকাসমূহ;

(থ) ''রাজ্য পরিষদ'' মানে কোন রাজ্যের পরিষদ;

(দ) ''রাজ্য সরকার'' মানে কোন রাজ্যের কার্যনির্বাহক সরকার;

(ধ) "রাজ্য আইন পরিষদ'' মানে একটা রাজ্যের আইন পরিষদ;

৩। ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের সামরিক আইন ঘোষণা বাতিল হয়ে যাওয়ার ফলে এই ঘোষণা থেকে কিংবা ঘোষণার অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সব লোক ও আদালতসহ সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ বাতিল হয়ে যায়।

৪। (ক) সব সামরিক আইন বিধি ও সামরিক আইন আদেশ এবং অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ এতদ্বারা বাতিল হয়ে যাবে।

(খ) এই ঘোষণাপত্র সাপেক্ষে সব চলতি আইন উপযুক্ত আইন পরিষদ কর্তৃক সংশোধন বা বাতিল না করা পর্যন্ত যতটা প্রযোজ্য এবং প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ বলবৎ থাকবে।

(গ) চলতি কোন আইনের ব্যবস্থাকে এই ঘোষনাপত্রের ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় আইন ক্ষেত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট এবং রাজ্য আইন ক্ষেত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের গর্ভনর আদেশক্রমে তা উপযোগী করে নিতে পারে। এই উপযোগীকরণ সংশোধন, সংযোজন বা বর্জনের আকারে হতে পারে -এর মধ্য যেটা তিনি প্রয়োজনীয় বা

সুবিধাজনক মনে করেন। এভাবে তৈরি কোন আদেশ অন্য কোন রকম ব্যবস্থা না থাকলে তা 'প্রারম্ভিক দিন' থেকে কার্যকরী হবে কিংবা কার্যকরী বলে মনে করা হবে।

(ঘ) চলতি কোন আইন বলবৎ করার জন্যে প্রয়োজনীয় বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ (গ) উপ-অনুচ্ছেদের অধীনে তৈরী কোন আদেশ দ্বারা এধরনের আইনের সত্যিকার কোন উপযোগীকরণ না হওয়া সত্ত্বেও এই ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যে আনার জন্যে এ ধরনের প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ আইনের ব্যাখ্যা করবেন।

(ঙ) এই নিবন্ধে "চলতি আইন" মানে আইন, অর্ডিন্যান্স, আদেশ, নিয়ম, বিধি, উপবিধি, বিজ্ঞপ্তি বা অন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা বা প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে পাকিস্তান বা পাকিস্তানের কোন অংশে আইনের শক্তি ছিল বা অঞ্চল বহির্ভূত বৈধতা ছিল।

৫। (ক) প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে কোন সামরিক আদালত কিংবা সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে অমীমাংসিত প্রত্যেকটি মামলা প্রারম্ভিক দিনে ফৌজদারী আদালতে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে এবং এই আদালত সাধারণ আইন অনুযায়ী অপরাধের বিচার করতে পারবেন।

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ (ক) এর অধীনে কোন ফৌজদারী আদালতে স্থানান্তরিত কোন মামলার বেলায় এধরনের কোন মামলার বিচারে প্রযোজ্য পদ্ধতি অনুসারে সাধারণ আইনের ব্যবস্থা অনুযায়ী বিচার করা হবে।

(গ) প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে কোন সামরিক আদালত কর্তৃক মীমাংসা করা হয়েছে ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে অথচ অনুমোদন বাকী রয়েছে এমন সব মামলা এবং এই দিন পর্যন্ত বাকী রয়েছে পর্যালোচনা আবেদন ও দরখাস্ত যদি পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলোর সংশ্লিষ্ট হয় তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান এবং বাংলাদেশ রাজ্যের সংশ্লিষ্ট হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের জি,ও সি, প্রারম্ভিক দিনের পরে সেগুলো দেখবেন এবং মীমাংসা করবেন।

(ঘ) যদি কোন ব্যক্তি সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের কোন রায় বা দণ্ডে যদি মনে করেন যে, তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে তবে তিনি এধরনের রায় বা দণ্ডের বিরুদ্ধে কোন আবেদনপত্র পেশ না করে থাকলে তা পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলোর সংশ্লিষ্ট হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের জি, ও, সির কাছে পাঠানো যেতে পারে। এধরনের কোন আবেদনের বেলায় উল্লেখিত কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে কোন রকম শর্তসহ কিংবা শর্ত ছাড়া কোন দণ্ডের ক্ষমা মঞ্জুর কিংবা মার্জনা, হ্রাস, লঘুদণ্ডদান কিংবা দণ্ড বাতিল করে দিতে পারে।

(ঙ) এই ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থা সাপেক্ষে সামরিক আইন মেয়াদের সময় কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের দেয়া কোন দণ্ড আইনগতভাবে দেয়া হয়েছে বলে মনে করা হবে এবং তাদের দণ্ড মেয়াদ অনুযায়ী কার্যকরী হতে থাকবে।

(চ) সামরিক আইন চলাকালে কোন সামরিক কর্তৃপক্ষের দেয়া কারাদণ্ড যদি সামরিক আইন মেয়াদে কার্যকরী করা না হয়ে থাকে তবে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যে জেলায় পাওয়া যাবে সে জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পরওয়ানায় তা কার্যকরী করা যেতে পারে।

(ছ) সামরিক আইন চলাকালে কোন সারিক আইন কর্তৃপক্ষের দেয়া জরিমানা দণ্ড যদি কার্যকরী না করা হয়ে থাকে তবে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে জেলায় থাকে সে জেলার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট তা কার্যকরী করতে পারেন, যেন এটা ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী বিধির (১৮৯৮ সালের ৫ নম্বর আইন) অধীনে তারই দেয়া জরিমানা দণ্ড। তবে উল্লেখিত আইনের ২৯ নম্বর পরিচ্ছেদের ব্যবস্থাবলী এধরনের কোন দণ্ডের বেলায় প্রযোজ্য হবে না।

(জ) এই ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষ সামরিক আইন চলাকালে কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ কিংবা কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোন লোক সামরিক আইন প্রশাসনের ব্যাপারে যদি কিছু করে থাকেন কিংবা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন কিংবা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন তবে তার বৈধতা বা যথার্থতার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তুলতে পারবেন না।

(ঝ) সামরিক আইন চলাকালে কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ কিংবা কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের পক্ষে কার্য সম্পাদনকারী কোন লোক সামরিক আইন প্রশাসনের ব্যাপারে যদি কিছু করে থাকেন বা করেছেন বলে বুঝানো হয়ে থাকে তবে তার বিরুদ্ধে কোনা আদালত বা কর্তৃপক্ষ কোন রকম মামলা গ্রহন করবে না।

৬। অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ (প্রেসিডেন্টের ১৯৬৯ সালের ২ নম্বর আদেশ) বাতিল হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদে ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থাসাপেক্ষে, এবং ঘোষণাপত্র ও সময়সূচীর দ্বারা যে সব বর্জন, সংযোজন, উপযোগীকরণ ও সংশোধন করা হবে সেগুলো সাপেক্ষে যতদূর সম্ভব পাকিস্তান বিগত শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা অনুযায়ী শাসিত হবে।

৭। প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে যিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত থাবেন প্রারম্ভিক দিন থেকেও তিনি প্রেসিডেন্ট, পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান এবং পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব হাতে রাখবেন যতদিন পর্যন্ত না পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ দ্বারা প্রণীত একটা শাসনতন্ত্র অনুসারে একজন রাষ্ট্র প্রধান দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আর তিনি যে নামেই পরিচিত হন না কেন।

৮। (১) অন্তর্বর্তীকালীন সময়েঃ

(ক) প্রেসিডেন্ট হবেন রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক প্রধান এবং ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থাসাপেক্ষে তিনি সব ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন প্রেসিডেন্ট বিগত শাসনতন্ত্রের দ্বারা কিংবা অধীনে কিংবা আপাতত বলবৎ কোন আইনের দ্বারা কিংবা অধীনে প্রেসিডেন্টের যে ক্ষমতা রয়েছে তা তিনি কার্যকরী করতে পারবেন। প্রেসিডেন্ট এসব কাজ-কর্ম পরিচালনার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেয়ার জন্যে যতজন উপদেষ্টা নিয়োগের প্রয়োজন মনে করেন ততজন তিনি নিয়োগ করতে পারবেন।

(খ) প্রেসিডেন্ট এই ঘোষণাপত্র সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

(২) জাতীয় পরিষদ কিংবা কোন রাজ্য পরিষদ বাতিল বা ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের থাকবে না।

(৩) অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদে প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারের আইনগত যোগ্যতার আওতার মধ্যে অর্ডিন্যান্স জারী করে কোন বিষয়ে আইন তৈরী করতে পারেন।

৯। (১) প্রারম্ভিক দিন থেকে প্রেসিডেন্টের ১৯৭০ সালের ২ নম্বর আদেশের অধীনে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদগুলো রাজ্যপরিষদ হিসেবে কাজ করবে।

(২) অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদে এই ঘোষণাপত্র অনুসারে একটি রাজ্য সরকার ও একটি রাজ্য আইন পরিষদ কাজ করবে।

১০। (১) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ তফশীলে উল্লিখিত কোন কিছুর ব্যাপারে সমগ্র পাকিস্তান কিংবা পাকিস্তানের যে কোন অংশের জন্যে আইন (অঞ্চলে-বহির্ভূত বিষয়ের আইনসহ) তৈরি করার একচেটিয়া ক্ষমতা থাকবে, এবং ঘোষণাপত্রের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কোন বিষয়ে পশ্চিম রাজ্যের কোন রাজ্যের সর্বত্র কিংবা রাজ্যের যে-কোন অংশের জন্যে আইন তৈরী করার ক্ষমতাও থাকবে।

(২) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ বিগত শাসনতন্ত্রের তৃতীয় তফশীল কিংবা এই ঘোষণাপত্রের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নেই এমন কোন বিষয়ে ইসলামাবাদ ও ঢাকার রাজধানী এলাকার জন্যে আইন (তবে একচেটিয়া নয়) তৈরী করতে পারবেন।

১১। বাংলাদেশ রাজ্য আইন পরিষদ এই ঘোষণাপত্রের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে সমগ্র রাজ্যের বা রাজ্যের যে কোন অংশের জন্যে আইন তৈরী করতে পারবেন, পশ্চিম পাকিস্তানের কোন রাজ্যের রাজ্য আইন পরিষদ বিগত শাসনতন্ত্রে তৃতীয় তফশীলে উল্লিখিত কোন বিষয় ছাড়া অন্য যে-কোন বিষয়ে সমগ্র রাজ্যের যে-কোন অংশের জন্যে আইন তৈরী করতে পারবেন।

১২। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্লামেন্টারী দলের নেতার পরামর্শে প্রেসিডেন্ট একজন রাজ্য গভর্নর নিযুক্ত করবেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাবেন।

১৩। (১) বাংলাদেশ রাজ্যের বেলায় কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কেবলমাত্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে আইন তৈরী করার একচেটিয়া ক্ষমতা থাকবেঃ-

(ক) পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা;

(খ) বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য ছাড়া বৈদেশিক বিষয়;

(গ) পাকিস্তান থেকে কোন লোকের গমন এবং কোন লোকের পাকিস্তানে প্রবেশসহ নাগরিকত্ব দেশীয়করণ ও বিদেশীদের অন্যান্য বিষয়;

(ঘ) ঘোষণাপত্রের ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে মুদ্রা, বৈধ নোট ও ষ্টেট ব্যাংক;

(ঙ) কেন্দ্রের সরকারী ঋণ;

(চ) মান এবং ওজন ও পরিমাপ;

(ছ) কেন্দ্রের সম্পত্তির রাজস্ব তা যেখানেই অবস্থিত হোক না কেন;

(জ) আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সমন্বয়;

(ঝ) প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার; স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার ও জাতীয় পরিষদের অন্যান্য ভাতা; জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা, অধিকার, বাধ্যবাধকতা;

(ঞ) সুপ্রীমকোর্ট অব পাকিস্তান;

(ট) মোকদ্দমা ও বিচার ইত্যাদি যে প্রদেশের বা রাজ্যের হবে তার বাইরে সার্ভিস ও দণ্ড বিধান;

(ঠ) উপরে উল্লিখিত যে-কোন বিষয়ের ব্যাপারে আইন বিরোধী অপরাধ।

(২) পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলোর বেলায় বিগত শাসনতন্ত্রের তিন নম্বর তফশীলে উল্লিখিত নির্দিষ্ট বিষয়গুলোর ব্যাপারে আইন তৈরী করাও একচেটিয়া ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইন সভার থাকবে। পশ্চিম পাকিস্তান আইন সম্মেলনের সদস্যদের মধ্য সম্পাদিত এ ধরনের চুক্তি অনুযায়ী এই ব্যবস্থা পরিবর্তনসাপেক্ষ। ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই আইন সম্মেলন গঠন করা হবে।

১৪। (১) প্রারম্ভিক দিনের আগে কেন্দ্রীয় আইন সভার দ্বারা কিংবা এর অধীনে বাংলাদেশ রাজ্যের মধ্যে যে সব শুল্ক ও কর ধার্য ও আদায় করা হত তা বাংলাদেশ সরকার আদায় করবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭০-৭১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে যেমন ব্যবস্থা রেখেছেন তেমনি বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক বরাদ্দ ও

খরচের হিসেবপত্রের পর যে অর্থ অবশিষ্ট থাকবে বাংলাদেশ সরকার তা কেন্দ্রীয় সরকারকে ফেরৎ দেবেন। এধরনের হিসেবে বাংলাদেশ সরকার যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থ পাওনা হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকার সে পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ সরকারকে ফেরৎ দেবেন।

(২) বাংলাদেশ রাজ্যের সব বৈদেশিক মুদ্রা আর বাংলাদেশ রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রনে একটি পৃথক একাউন্টে থাকবে এবং রিজার্ভ ব্যাংক তা বিতরণ করবে।

(৩) প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলাপ -আলোচনার পর ব্যবস্থা তৈরী করবেন যার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭০-৭১ অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ের জন্যে কেন্দ্রীয় বাজেটের বৈদেশিক মুদ্রা চাহিদায় অর্থ দেবেন।

১৫। (১) ঢাকার ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের নাম পরিবর্তন করে রিজার্ভ ব্যাংক অব বাংলাদেশ রাখা হবে এবং বাংলদেশ ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের সব শাখা হবে রিজার্ভ ব্যাংক অব বাংলাদেশের শাখা।

(২) রিজার্ভ ব্যাংক অব বাংলাদেশ এবং এর শাখাসমুহ বাংলাদেশ আইন পরিষদের আইনগত নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

(৩) বাংলাদেশ রিজার্ভ ব্যাংক 'ধারা (৪) এ বর্ণিত ক্ষমতাসাপেক্ষে বাংলাদেশ রাজ্যের ব্যাপারে এমন সব ক্ষমতা, কাজ ও কর্তব্য প্রয়োগ করবেন যেগুলো প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান সমগ্র পাকিস্তানের বেলায় প্রয়োগ করতেন। ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান 'ধারা (৪) এ' বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকবেন।

(৪) বাংলাদেশ রাজ্যের বেলায় ষ্টেট ব্যাংক নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলো প্রয়োগ করবেন-

(ক) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকার বৈদেশিক বিনিময় হার সুপারিশ করবেন।

(খ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চালু করার জন্যে রিজার্ভ ব্যাংক অব বাংলাদেশের অনুরোধে রিজার্ভ ব্যাংকের দেয়া সম্পদের বিনিময়ে নোট ও মুদ্রা ইস্যু করা;

(গ) টাকশাল ও সিকিউরিটি প্রেসের রক্ষণাবেক্ষন ও নিয়ন্ত্রনঃ

(ঘ) আন্তর্জাতিক অর্থ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্কে এমন সব কাজ করা যা স্বাভাবিকভাবে ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান করে থাকেন। তবে এ ধরনের কাজ বাংলাদেশের রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে।

১৬। (১) ১৯৭১ সালের ৯ই এপ্রিল

(ক) বাংলাদেশ রাজ্য থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যরা বিকেল ৪টায় ঢাকায় পরিষদ ভবনে এক আইন সম্মেলনে বসবেন এবং সম্মেলনে বসার দিন থেকে ৪৫ দিনের মধ্য বাংলাদেশ রাজ্যের জন্যে একটা শাসনতন্ত্র তৈরীর জন্যে কাজ চালিয়ে যাবেন;

(খ) পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলো থেকে নির্বচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যরা ১৯৭১ সালের ৯ই এপ্রিল বিকেল ৪টায় ইসলামাবাদে ষ্টেট ব্যাংক ভবনে একটি আইন সম্মেলনে বসবেন এবং বসার দিন থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলোর জন্যে একটি শাসনতন্ত্র তৈরীর কাজ চালিয়ে যাবেন।

(২) প্রত্যেক আইন সম্মেলন একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন। তিনি বৈঠকের তারিখ ও সময় এবং সম্মেলনের অধিবেশন পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে চেয়ারম্যানের নির্বাচনসহ অন্য সব সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা নেয়া হবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে বাংলাদেশ রাজ্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলোর শাসনতন্ত্র তৈরী হয়ে যাওয়ার পর এবং নিজ নিজ চেয়ারম্যান যখন প্রেসিডেন্ট লিখিতভাবে জানান যে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর শাসনতন্ত্র তৈরী করা হয়েছে তখন প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের এক অধিবেশন ডাকবেন যাতে সব সদস্য পাকিস্তান কনফেডারেশনের জন্যে একটি শাসনতন্ত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে একটি সার্বভৌম সংস্থা হিসেবে অধিবেশনে মিলিত হবে।

(৪) এই ঘোষণাপত্রের দ্বারা প্রেসিডেন্টের ১৯৭০ সালের ২ নম্বর আদেশ সংশোধনসাপেক্ষে এই আদেশে যে পদ্ধতির ব্যবস্থা রয়েছে উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীনে সমগ্র পাকিস্তানের জন্যে একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করার কাজে সে পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

(৫) প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা তাঁর দ্বারা নিয়োজিত কোন ব্যক্তির সামনে উপযুক্ত আইন সম্মেলনের প্রথম বৈঠকে নিম্নোক্ত ধরনের শপথ নিয়ে বা প্রতিজ্ঞা করে জাতীয় পরিষদের সদস্যরা প্রেসিডেন্টের ১৯৭০ সালের ২ নম্বর আদেশে ১২ নম্বর অনুচ্ছেদের ব্যবস্থাগুলো মেনে নিয়েছেন বলে মনে করা হবে। শপথ নিম্নরুপ ‘‘আমি ‘ক, খ’ শপথ নিচ্ছি/প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসী হব এবং সত্যিকারের আনুগত্য পোষণ করব।

(৬) এই অনুচ্ছেদের ‘উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এ বর্ণিত শপথ গ্রহণ বা প্রতিজ্ঞা করার পর জাতীয় পরিষদের কোন সদস্য সব অধিকার, সুযোগ-সুবিধে, ভাতা ইত্যাদি পাওয়ার যোগ্য হবেন যা আইন অনুসারে জাতীয় পরিষদের একজন সদস্য পেতে পারেন।

(৭) প্রেসিডেন্টের ১৯৭০ সালের ২ নম্বর আদেশের ‘২৫ নম্বর অনুচ্ছেদের’ পরিবর্তে হবে-

‘‘২৫, জাতীয় পরিষদে পাশ করা শাসনতন্ত্র বিল স্বাক্ষরের জন্যে প্রসিডেন্টের কাছে পেশ করা হবে। এই বিল পেশ করার পর প্রেসিডেন্ট তাতে স্বাক্ষর করবেন এবং কোনক্রমে শাসনতন্ত্র তাঁর কাছে পেশ করার দিন থেকে ৭ দিন শেষ হয়ে গেলে তা স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে মনে করা হবে।’’

১৭। (১) ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থাবলী কার্যকরীভাবে চালু করার জন্যে প্রেসিডেন্ট আদেশক্রমে এমন সব ব্যবস্থা তৈরী করতে পারবেন যা তার কাছে প্রয়োজনী বা উপযোগী বলে মনে হয়।

(২) পূর্বে উল্লিখিত ক্ষমতার সাধারণত্বের প্রতি পূর্ব ধারণা না করে বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের জন্য ব্যবস্থা রাখা যেতে পাবে-

(ক) এই ঘোষণাপত্রের দ্বারা অস্তিত্বে আনা নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলী কার্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলোর মধ্যে আবশ্যকীয় ক্ষমতা, অধিকার, সম্পদ, কর্তব্য ও দায়িত্ব, ন্যায্যভাবে বণ্টন।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব, সম্পদ, অধিকারের অনুগমন ও হস্তান্তর এবং রাজ্যগুলোর মধ্যে এ ধরনের অধিকার ন্যায্যভাবে বণ্টন।

(ঘ) কোন রাজ্য এবং তার ক্ষমতা ও কাজের উদ্দেশ্যে অফিসার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ নিয়োগ ও বদলী এবং রাজ্যগুলোর কাজকর্মের ব্যাপারে কোন সার্ভিসের লোক বরাদ্দ এবং রাজ্যসমূহ ও কেন্দ্রের জন্যে সার্ভিসের গঠনতন্ত্র।

(ঙ) শাসনতান্ত্রিক অবস্থা থেকে এই ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থাবলীতে স্থানান্তর সম্পর্কিত কোন অসুবিধা দূর করা- যেগুলো এই ঘোষণার প্রারম্ভের আগে পরিলক্ষিত হয়েছিল।

(৩) প্রেসিডেন্ট 'উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই ঘোষণাপত্র কার্যকরী চালু করার জন্যে প্রয়োজনীয় অন্য সবকিছু করার জন্যে ১১ সদস্যের একটি 'বাস্তাবয়ন পরিষদ' গঠন করবেন। এই পরিষদের ৬ জন সদস্য বাংলাদেশ সরকার, ২ জন পাঞ্জাব সরকার এবং সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান সরকার একজন করে সদস্য মনোনয়ন করবেন।

তফশীল

১। বিগত শাসনতন্ত্রের ৬৭ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়ে তা নিম্নরুপ হবে- "৬৭। কোন ব্যক্তি কোন রাজ্যের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হবেন না যদি তিনি জাতীয় পরিষদের একজন সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য না হন।"

২। বিগত শাসনতন্ত্রের ৬৮ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরুপ হবে-

"৬৮। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে বংলাদেশ সরকারের গভর্নর বাংলাদেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচাপতির সামনে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রত্যেকটি রাজ্যের গভর্ণর সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সামনে প্রথম তফশীলে উল্লিখিত এমন ধরনের শপথ গ্রহন করবেন যা তাঁর পদের জন্যে প্রযোজ্য হয়।"

৩। বিগত শাসনতন্ত্রের ৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরুপ হবে-"৭০। বাংলাদেশ রাজ্যের জন্যে একটি আইনসভা থাকবে এবং তা বাংলাদেশ রাজ্য আইন পরিষদ নামে পরিচিত হবে। অনুরুপভাবে পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান রাজ্যের প্রত্যেকটির জন্যে একটি করে আইন পরিষদ থাকবে এবং তা নিজ নিজ রাজ্যের রাজ্য পরিষদ নামে পরিচিত হবে।

৪। বিগত শাসনতন্ত্রের ৮০ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরুপ হবে-"৮০। (১) রাজ্য সরকার একটি উজির সভা নিয়ে গঠিত হবে এবং এই উজিরসভার প্রধান হিসেবে থাকবেন মুখ্য উজির; এ ছাড়া থাকবেন ডেপুটি উজিররা। এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিতে তাদের সবাইকে নিযুক্ত করা হবে।

(২) শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাপেক্ষে কোন রাজ্যের কার্যনির্বাহী ক্ষমতাকে রাজ্য সরকারের কর্তৃপক্ষের দ্বারা কিংবা অধীনে প্রয়োগ করা হবে। এই ধরনের ক্ষমতা শাসনতন্ত্র ও আইন অনুসারে সরাসরি কিংবা সংশ্লিষ্ট সরকারের অধীনস্থ অফিসার কর্তৃক প্রয়োগ করা হবে।

(৩) একটি রাজ্য উজিরসভা রাজ্য আইন পরিষদের কাছে সমবেতভাবে জবাদিহি থাববে।

(৪) (ক) গভর্নর রাজ্য আইনসভার একজন সদস্যকে মুখ্য উজির হিসেবে নিয়োগ করবেন যার প্রতি রাজ্য পরিষদের আস্থা রয়েছে।

(খ) মুখ্য উজির নিয়োগের সময় রাজ্যআইন পরিষদের অধিবেশন না বসলে এবং বাতিল না হয়ে থাকলে তখন থেকে দু'মাসের মধ্যে অধিবেশনে মিলিত হওয়ার জন্যে বাহবান জানানো হবে।

(৫) গভর্নর মুখ্য উজিরের পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য উজির ও সহকারী উজির নিয়োগ করবেন।

(৬) যদি কোন উজির পর পর ছ'মাসের কোন মেয়াদের জন্যে রাজ্য পরিষদের সদস্য না থাকেন তবে এই মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর উজির বা সহকারী উজির থাকতে পারবেন না এবং

রাজ্য আইনসভা ভেঙ্গে দেয়ার আগে তিনি উজির নিযুক্ত হতে পারবেন না যদি তিনি উপযুক্ত রাজ্য আইন সভার একজন সদস্য নির্বাচিত না হন।

(৭) এই অনুচ্ছেদে এমন কোন ব্যবস্থা থাকবে না যা রাজ্য পরিষদ ভঙ্গ থাকা কালে উজিরসভার সদস্য ও সহকারী উজিরদেরকে দায়িত্বভার চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অযোগ্য ঘোষণা করতে পারে অথবা এ ধরনের কোন মেয়াদে কোন লোককে মুখ্য উজির বা উজির বা সহকারী উজির হিসেবে নিয়োগ রোধ করতে পারে।

(৮) সন্দেহ মুক্ত হওয়ার জন্যে একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, গভর্নর তাঁর কাজ-কর্ম পরিচালনা করার সময় রাজ্য মুখ্য উজিরের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

(৯) মুখ্য উজির গভর্নরের কাছে তাঁর পদত্যাগ পত্র পেশ করে যে কোন সময় পদত্যাগ করতে পারেন।

(১০) অন্য কোন উজির কিংবা সহকারী উজির পদত্যাগ করতে চাইলে তাঁকে গভর্নরের কাছে পেশ করার উদ্দেশ্যে মুখ্য উজিরের হাতে পদত্যাগপত্র দিতে হবে।

(১১) মুখ্য উজির পরামর্শ দিলে গভর্নর মুখ্য উজির ছাড়া অন্য যে-কোন উজিরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করবেন।

(১২) মুখ্য উজির তাঁর কাছে যথেষ্ট বলে মনে হওয়ার কারণে কোন উজির বা সহকারী উজিরকে পদত্যাগের জন্যে অনুরোধ জানাতে পারেন; সংশ্লিষ্ট উজির এই অনুরোধ মেনে নিতে ব্যর্থ হলে গভর্নর তাঁর নিয়োগ বাতিল করে দেবেন যদি মুখ্য উজির এরকম পরামর্শ দেন।

(১৩) মুখ্য উজির যদি একবার উপযুক্ত রাজ্য আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন না পান এবং গভর্নর যদি তার পরামর্শ অনুযায়ী এ ধরনের আইন পরিষদ ভেঙ্গে না দেন তবে মুখ্য উজির পদত্যাগ করবেন।

(১৪) মুখ্য উজির কোন সময় পদত্যাগ করলে অন্য উজির এবং সহকারী উজিররাও পদত্যাগ করেছে বলে মনে করা হবে; তবে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্যে নতুন উজির নিয়োগ না করা পর্যন্ত তাঁরা কাজ চালিয়ে যাবেন।

(১৫) আইন সভা ভেঙ্গে দেয়ার দিন ক্ষমতাসীন মুখ্য উজির, অন্য উজির ও ডেপুটি উজিররা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্যে নতুন লোক নিয়োগ না করা পর্যন্ত তাঁরা কাজ চালিয়ে যাবেন।"

৫। বিগত শাসনতন্ত্রের ৮১ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত করে নিম্নরুপ হবে- ৮১। (১) রাজ্য সরকারের সব কার্যনির্বাহী তৎপরতা গভর্নরের নামে নেয়া হয়েছে বলে প্রকাশ করা হবে।

(২) রাজ্য সরকার আইনের দ্বারা এমন পদ্ধতি নির্দিষ্ট করবেন যাতে গভর্নরের নামে তৈরী ও কার্যকরী করা আদেশ ও অন্যান্য ব্যবস্থা স্বাক্ষর করা হবে এবং গভর্নর তা তৈরী বা কার্যকরী করেছেন বলে কোন আদালতে এই স্বাক্ষরিত আদেশ বা ব্যবস্থার বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না।

(৩) রাজ্য সরকার তার বরাদ্দ এবং ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্যেও আইন তৈরী করবেন।

৬। বিগত শাসনতন্ত্রের ৮২ ও ৮৪ নম্বর অনুচ্ছেদ বাদ দেয়া হবে।

৭। বিগত শাসনতন্ত্রের ৮৬ থেকে ৯০ নম্বর পর্যন্ত অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরুপ হবে-

"৮৬। এই অংশে "অর্থ বিল" মানে এমন একটি বিল যাতে নীচের বিষয়গুলোর সব কিংবা যে-কোন একটির কেবলমাত্র ব্যবস্থা সংক্রান্ত ব্যাপার রয়েছে, অর্থাৎ

(ক) কোন কর ধার্য, বিলোপ, লাঘব, পরিবর্তন বা নিয়মিতকরণ;

(খ) রাজ্য সরকার কর্তৃক অর্থ ধার বা কোন গ্যারান্টি দেয়া । কিংবা সরকারের আর্থিক দায়িত্ব সংক্রান্ত আইনের সংশোধন;

(গ) রাজ্য 'কনসলিডেটেড' তহবিলের তত্ত্বাবধান, এই তহবিলে অর্থদান বা এই তহবিল থেকে অর্থ ইস্যু তোলা;

(ঘ) রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলের উপর কোন ভার অর্পণ বা আরোপ কিংবা এ ধরনের ভার বিলোপ বা পরিবর্তন ।

(ঙ) রাজ্যের 'কনসলিডেটেড' তহবিলের জন্যে অর্থগ্রহণ, বিংবা রাজ্যের 'পাবলিক একাউন্ট' বা তত্ত্বাবধান বা এ ধরনের অর্থ ইস্যু; এবং

(চ) উপরের উপধারাগুলোর উল্লিখিত কোন বিষয়ের সঙ্গে কোন বিষয় প্রাসঙ্গিক ।

২। কোন বিলকে অর্থবিল হিসেবে মনে করা হবে না কেবল এই কারণেই যে,

(ক) এতে কোন জরিমানা বা অন্য কোন আর্থিক দণ্ড আরোপ বা পরিবর্তন বা লাইসেন্স ফি দাবী কিংবা পরিশোধ বা কোন কাজের জন্যে ফি বা খরচের ব্যবস্থা থাকে; অথবা,

(খ) এতে স্থানীয় উদ্দেশ্যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক কোন কর আরোপ, বিলোপ, মওকুফ বা পরিবর্তনের ব্যবস্থা রয়েছে ।

(৩) প্রত্যেকটি অর্থবিল যখন গভর্নরের মতের জন্যে পেশ করা হবে তখন তার সঙ্গে স্পীকারের হাতের একটি সার্টিফিকেট থাকবে যে, এটা একটা অর্থ বিল এবং এই সার্টিফিকেট সব উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত ও এ ব্যাপারে কোন আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না ।

"৮৭। এমন কোন বিল বা সংশোধনী (কেবলমাত্র রাজ্য সরকারের সুপারিশ ছাড়া) রাজ্য আইন পরিষদে উত্থাপন করা যাবে না বা ৮৬ নম্বর অনুচ্ছেদের (১) নম্বর ধারায় উল্লেখিত কোন বিষয়ের ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিংবা যা আইন সম্মত করে কার্যকরী করা হলে রাজ্যের রাজস্ব, ব্যয় সৃষ্টি করতে পারে ।"

"৮৮। রাজ্য আইন পরিষদের কোন আইনের ক্ষমতার দ্বারা বা ক্ষমতার অধীনে ছাড়া কোন রাজ্যের জন্যে কোন কর ধার্য করা যাবে না ।

"৮৯। (১) কোন রাজ্য সরকার কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্ব, কোন ঋণের পরিশোধের তার দ্বারা সংগৃহীত অর্থ একটা কনসলিডেটেড তহবিলের অংশ বিশেষ হয়ে যাবে এবং এই তহবিল রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল নামে পরিচিত হবে ।

"৯০। (১) রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলের তত্ত্বাবধান, এই তহবিলে অর্থ দেয়া, এই তহবিল থেকে অর্থ তোলা, রাজ্য সরকারের দ্বারা বা পক্ষে সংগৃহীত জমা দেয়া অর্থ ছাড়া সরকারী অর্থের তত্ত্বাবধান, রাজ্যের 'পাবলিক একাউন্টে' অর্থ দেয়া, এ ধরনের একাউন্ট থেকে অর্থ তোলা এবং উল্লিখিত

বিষয়গুলোর সঙ্গে জড়িত সব বিষয় রাজ্য আইন পরিষদের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। গভর্নর দ্বারা তৈরী আইনের মাধ্যমে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা তৈরী না করা পর্যন্ত চলতে থাকবে।

(২) নিম্নোক্ত উপায়ে সংগৃহীত বা জমাকৃত সব অর্থ -

(ক) রাজ্য সরকার কর্তৃক আদায়কৃত বা গৃহীত রাজস্ব ও সরকারী অর্থ ছাড়া রাজ্যের কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে নিযুক্ত কোন অফিসার তার ক্ষমতার আওতায় যে অর্থ সংগ্রহ করবেন;

(খ) রাজ্যের কাজ-কর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন বিষয়, লোক বা কারণের জন্যে দেয় কোন কোর্ট ফি রাজ্যের 'পাবলিক একাউন্টে' দেয়া হবে।

৪১। বিগত শাসনতন্ত্রের ৯০ নম্বর অনুচ্ছেদের পর পরই নিম্নোক্ত নূতন অনুচ্ছেদগুলো যোগ করতে হবে এবং সেগুলোর নম্বর হবে ৯০-ক থেকে ৯০-চ পর্যন্ত।

"৯০-ক। (১) রাজ্য সরকার প্রত্যেক অর্থ বছরের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের ব্যাপারে ঐ বছরের জন্যে রাজ্য সরকারের আনুমানিক আয় ও ব্যয়ের একটা বিবৃতি রাজ্য আইন পরিষদে পেশ করবেন। এই অংশে তা 'বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) বাৎসরিক আর্থিক বিবৃতি পৃথকভাবে দেখানো হবে-

(ক) শাসনতন্ত্রে 'ব্যয়' হিসেবে বর্ণিত ব্যয় মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল দেবেন;

(খ) অন্যান্য যে-সব প্রয়োজন মেটানোর জন্যে রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল থেকে অর্থ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে; এবং

রাজস্ব হিসেবের ব্যয় অন্যান্য ব্যয় থেকে পৃথকভাবে দেখানো হবে।

"৯০-খ। রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলকে নিম্নোক্ত ব্যয় ভার বহন করতে হবে-

(ক) গভর্নরের বেতন ও ভাতা এবং তাঁর দফতর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়, এবং

(১) হাইকোর্টের বিচারক;

(২) রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য; এবং

(৩) রাজ্য পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা।

(খ) রাজ্য আইন পরিষদ সেক্রেটারীয়েট, রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং হাইকোর্টের কর্মচারী ও অফিসারদের দেয় বেতনসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয়;

(গ) সুদ, 'সিংকিং-ফান্ড' খরচ, মূলধন পরিশোধ বা 'সিংকিং তহবিলের' মাধ্যমে ঋণ হ্রাস ও ঋণ তোলার ব্যাপারে অন্যান্য খরচসহ ঋণ খরচ-যার জন্যে রাজ্য সরকার দায়ী এবং রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলের সিকিউরিটির ওপর ঋণ সার্ভিস ও পুনঃ ক্রয়;

(ঘ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন বিচার, ডিক্রি বা রায়কে নিঃসন্দেহ করার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ;

(ঙ) শাসনতন্ত্র বা রাজ্য আইন পরিষদের আইন দ্বারা ঘোষিত অর্থ যে পরিমাণ অর্থ দেয়।

“৯০-গ । (১) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির ততটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে যা রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলের ওপর ধার্য করা খরচ সংক্রান্ত, তবে তা রাজ্য আইন পরিষদের ভোটের জন্য পেশ করা হবে না ।

(২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির ততটা পর্যন্ত মঞ্জুরী দাবীর আকারে রাজ্য আইন পরিষদে পেশ করা যেতে পারে যা অন্যান্য ব্যয় সংশ্লিষ্ট এবং আইন পরিষদ তাতে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ হ্রাস সাপেক্ষে কোন দাবীর ব্যাপারে মত দিতে পারবেন ।

(৩) রাজ্য সরকারের সুপারিশ ছাড়া কোন মঞ্জুরীর দাবী করা যাবে না ।

“৯০-ঘ । (১) আগের অনুচ্ছেদের ব্যবস্থার অধীনে আইন পরিষদ কর্তৃক মঞ্জুরী দেয়ার পর নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সব অর্থ মেটানোর উদ্দেশ্যে রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল থেকে অর্থ তোলার ব্যবস্থা সম্বলিত একটি বিল আইন পরিষদে উত্থাপন করা হবে-

(ক) রাজ্য আইন পরিষদ কর্তৃক এভাবে দেয়া মঞ্জুরী; এবং (খ) রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলের ওপর ধার্য করা ব্যয়।

তবে এই অর্থের পরিমাণ কোনক্রমেই রাজ্য আইন পরিষদে আগে পেশ করা বিবৃতিতে দেখানো অর্থের পরিমাণের চেয়ে বেশী হবে না ।

(২) এ ধরনের কোন বিলের ওপর সংশোধন প্রস্তাব করা যাবে না যার ফলে এভাবে দেয়া কোন মঞ্জুরীর পরিমাণ বা লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে ।

(৩) শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা সাপেক্ষে এই অনুচ্ছেদের ব্যবস্থা অনুযায়ী আইন দ্বারা পাশ করা অর্থ তোলার ব্যবস্থা ছাড়া রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল থেকে কোন অর্থ তোলা যাবে না ।

৯০-ঙ । কোন অর্থ বছরের বেলায় যদি দেখা যায় যে;

(ক) চলতি অর্থ বছরে কোন একটা কাজের জন্যে ব্যয় করার অনুমোদিত অর্থ যদি অপর্যাপ্ত হয়, বা নতুন কোন কাজের জন্যে ব্যয় করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে যা ঐ বছরের বার্ষিক বিবৃতিতে নেই অথবা

(খ) কোন অর্থ বছরে কোন কাজের জন্য মঞ্জুর করা অর্থের চেয়ে যদি বেশী খরচ হয়ে যায়, তবে-

রাজ্য সরকার রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল থেকে খরচ অনুমোদন করতে পারবেন যদি এই খরচ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তহবিলের ওপর ধার্য হয় কিংবা ঐ পরিমাণ খরচ সংক্রান্ত একটা অতিরিক্ত আর্থিক বিবৃতি রাজ্য আইন পরিষদে পেশ করতে হবে না। এবং ৯০-ক থেকে ৯০-ঘ অনুচ্ছেদের ব্যবস্থাবলী উল্লিখিত বিবৃতির বেলায় প্রয়োগ করা হবে, যেমন বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির বেলায় প্রয়োগ করা হয় ।

৯০-চ । (১) এই পরিচ্ছেদের পূর্বে উল্লিখিত ব্যবস্থা গুলোতে কোন কিছু সত্ত্বেও কোন রাজ্য আইন পরিষদের নিম্নোক্ত ক্ষমতা থাকবে,

(ক) কোন অর্থ বছরের কোন অংশের জন্য আনুমানিক ব্যয়ের ব্যাপারে অগ্রিম কোন মঞ্জুরী দেয়া; এই ব্যয়ের ব্যাপারে ৯০-ঘ অনুচ্ছেদের ব্যবস্থা অনুযায়ী আইন পাশ ও এ ধরনের মঞ্জুরের ব্যাপারে ভোট গ্রহণের জন্য ৯০-গ অনুচ্ছেদ বর্ণিত পদ্ধতির সমাপ্তি বাকি রেখে এই মঞ্জুরী দেয়া;

(খ) রাজ্যের সম্পদের ওপর একটা অপ্রত্যাশিত দাবি মেটানোর জন্য কোন মঞ্জুরী দেয়া, যখন কাজের গুরুত্ব ও অনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের দরুন বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে সাধারণভাবে দেয়া বিস্তারিত বিবরণে এই দাবী উল্লেখ করা যায় না।

(গ) কোন অতিরিক্ত মঞ্জুরী দেয়া যা কোন অর্থ বছরের চলতি কোন কাজের অংশ নয়, এবং যে উদ্দেশ্যে এই মঞ্জুরী দেয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্যে রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল থেকে অর্থ তোলার ব্যাপারে আইনের অধীনে অনুমোদন দেয়ার ক্ষমতা আইন পরিষদের থাকবে।

(২) ৯০-গ ও ৯০-ঘ অুনচ্ছেদের ব্যবস্থাবলী (১) নম্বর ধারা এবং এই ধারার বলে তৈরী অন্য কোন আইনের অধীনে কোন মঞ্জুরী দেয়ার ব্যাপারে কার্যকরী হবে, কারণ সেগুলো বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে উল্লিখিত কোন ব্যয় এবং রাজ্যের অর্থ থেকে তোলার অনুমোদনের জন্য তৈরী কোন আইনের বেলায় কার্যকরী কনসলিডেটেড তহবিল এ ধরনের ব্যয় মেটাবে।"

৮। ৯১ নম্বর অনুচ্ছেদের ১ নম্বর ধারার পরিবর্তে নিম্নরুপ হবে-

"৯১। বাংলাদেশ রাজ্যের একটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলোর জন্য একটি করে হাইকোর্ট থাকবে।"

৯। (১) বিগত শাসনতন্ত্রের ৯২ নম্বর অনুচ্ছেদের ২ নম্বর ধারার উপধারা (খ) বাদ যাবে।

(২) ২ নম্বর ধারার উপধারা (গ) উপধারা (খ) হিসেবে ধরা হবে।

(৩) এই শাসনতন্ত্রের ৯২ নম্বর অনুচ্ছেদের ৩ নম্বর ধারা বাদ যাবে।

১০। বিগত শাসনতন্ত্রের ৯৯, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৩১ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরুপ হবে।

"১৩৪। কোন আইন পরিষদ কর্তৃক কোন বিষয়ে তৈরী কোন আইন আইন-তৈরীর ক্ষমতার আওতার মধ্যে না হলে তা বাতিল হয়ে যাবে।

১২। বিগত শাসনতন্ত্রের ১৩৭ নম্বর অনুচ্ছেদ বাদ যাবে।

১৩। এই শাসনতন্ত্রের ১৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরুপ হবে-

"১৩৮। সম্ভব স্বল্পতম সময়ে পাকিস্তানের সব অংশের লোকের জন্যে প্রতিরক্ষা চাকুরীসহ অন্য সব কেন্দ্রীয় চাকুরীতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা কেন্দ্রীয় সরকারের একটা শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে।"

১৪। এই শাসনতন্ত্রের ১৪০ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরুপ হবে-

"১৪০। কোন রাজ্যের শাসন ক্ষমতা রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলের সিকিউরিটির বিনিময়ে এমন একটা সীমার মধ্যে অর্থ ধার করতে পারবেন, যদি রাজ্য আইন সভার আইনে এমন কোন সীমার ব্যবস্থা থাকে, এবং এই সীমার মধ্যে গ্যারান্টি দিতে পারবেন, যদি এমন কোন ব্যবস্থা থাকে।"

পরিশিষ্ট-“ছ”

প্রধান প্রধান নৃশংসতার তালিকা

(১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের আগে সন্ত্রাস ও অরাজকতার তালিকা তৃতীয় পরিচ্ছেদে “পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রাস” শীর্ষে বর্ণিত হয়েছে)

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
চট্টগ্রাম	১৬-৩০শে মার্চ, ১৯৭১ চট্টগ্রাম শহর	শহরটি, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (ইবিআর) ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)এবং আওয়ামী লীগ (এএল) স্বেচ্ছাসেবকদের মতো বিদ্রোহীদের কবলে ছিলো । এই বিদ্রোহীরা শহরে প্রধান অংশের মধ্যে অবস্থিত এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার পুরো কলোনীতে লুটতরাজ, হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগ করে । মানুষ হত্যার ‘কসাইখানা’ স্থাপন করা হয় । এরকম একটা কসাইখানা চট্রগ্রামের আওয়ামী লীগের দফতরেও ছিলো । এই কসাইখানায় পুরুষ,নারী ও শিশুকে নির্বিশেষে হত্যা করা হয় । অনেক ক্ষেত্রেই দেহ থেকে অঙ্গ কেটে ফেলার আগে সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত বের করে নেওয়া হয়েছিল । (১০ হাজার লোক নিহত হয় ।)
	২৭শে মার্চ, ১৯৭১ ওসমানিয়া গ্লাস ওয়ার্কস। ১৫ই মার্চ ১৯৭১, আমিন জুট মিলস, বিবির হাট	পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মচারীদের নির্যাতন ও হত্যা করা হয় (১৭ জনের মৃত্যু হয়)। ম্যানেজিং পার্টনার এবং ম্যানেজারকে অপহরণ করা হয়। তাদের হত্যা করা হয়েছে বলে বিশ্বাস । অন্যান্য কিছুসংখ্যক কর্মীদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। অনুমান করা হয় যে তাদের ‘জামিন’ স্বরুপ আটক রাখা হয়েছে। (হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি) ।
	১৯শে এপ্রিল, ১৯৭১, ইস্পাহানী জুট মিলস এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ।	নারী ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয় । পশ্চিম পাকিস্তানী অনেক অফিসার এবং শ্রমিকদের খোঁজ পাওয়া যায় না। অনেককে অপহরণ করা হয়েছে । (হতাহতের সংখ্যা প্রায় এক হাজার)।
	২৭-২৮শে এপ্রিল, ১৯৭১ হাফিজ জুট মিলস ।	মিল-ভবন আক্রমণ করে কিছু সংখ্যক কর্মচারীকে হত্যা করা হয়। মালিকের গৃহে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় । কয়েকজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু যারা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো, তাছাড়া গৃহের অধীবাসীদের সবাইকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। (হতাহতের সংখ্যা ছিলো প্রায় ১৫০ জন)

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
	২৬-৩০শে এপ্রিল, ১৯৭১। কর্ণফুলী পেপার এবং রেয়ন মিলস চন্দ্রঘোনা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা।	ব্যাপক লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। মেয়েদের ঘরে মিলস চন্দ্রঘোনা ও তার তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো । উদ্ধার পার্শ্ববর্তী এলাকা।করার পর, তারা অবর্ণনীয় ধর্ষণ ও বর্বরতার কাহিনী বর্ণনা করে। (হতাহতের সংখ্যা প্রায় ২ হাজার)
	২৭-৩০ শে এপ্রিল , ১৯৭১, রাঙ্গামাটি।	রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানীদের একত্রিত করে নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। (৫০০ লোক প্রাণ হারায়)।
যশোর	২৯-৩০ মার্চ, ১৯৭১ঝুমঝুমপুর কলোনী।	ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর বিদ্রোহীরা সমগ্র বিহারী জনগণকে জনগনকে সাধারণভাবে হত্যা করে। মেয়ে ও শিশুদের টেনে-হিচড়ে নড়াইলের দিকে নিয়ে যায়। ৪'শ থেকে ৫'শর মতো মেয়েকে অপহরণ করে নদীপথে হিন্দুস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। মানুষের কংকাল ও দেহের অন্যান্য অংশ সমস্ত এলাকায় ছড়ানো রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। (প্রায় ৩ হাজার লোক নিহত হয়। ২ হাজার লোকের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি)।
	২৯-৩০শে মার্চ, ১৯৭১ রামনগর কলোনী।	ঝুমঝুমপুর কলোনীর লোকেরা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো, এই কলোনীতেও আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। (১৫০ জনেরও বেশী লোক নিহত হয়। দুস্থ শিবিরে আশ্রয় নেয় ৪৪৮ জন।)
	৩০শে মার্চ, ১৯৭১ তারাগঞ্জ কলোনী	আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা ও ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর বিদ্রোহীরা সমগ্র কলোনীতে বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যায়। খুব কম লোকই বেঁচেছিল। সমস্ত বাড়ী ঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (৫শ'র মতো লোক নিহত হয়। নিখোঁজ লোকের সংখ্যা ৪শ')।
	৩০শে মার্চ -৫ই এপ্রিল, ১৯৭১ হামিদপুর, আমবাগান,বাকাচর এবং যশোর শহরের পুরাতন কসবা	এই এলাকার অধিকাংশ জনগণকে হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। ঘর বাড়ী প্রথমে লুট এবং পরে ধ্বংস করা হয়। (প্রায় ১ হাজার লোক নিহত ও নিখোঁজ হয়। ১৭৫ জন হাসপাতালে যায় এবং ১৭২ জন দুস্থশিবিরে আশ্রয় নেয়।)
	৩০শে মার্চ-৫ই এপ্রিল, ১৯৭১, মোবারকগঞ্জ।	পুরুষ, নারী ও শিশুদের নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। তাদের বাড়ী ঘর লুটপাট করে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিলো । (২শ রও বেশী লোক নিহত হয় । ১০ জন হাসপাতালে ও ২৭ জন দুঃস্থ শিবিরে যায়।)
	৩০শে মার্চ-৫ই এপ্রিল, ১৯৭১, কালিগঞ্জ।	বেশ কিছুসংখ্যক এলাকার উপর হামলা চালানো হয়। মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়। পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করা হয়, ব্যাপক লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ চলে। (প্রায় ৩'শ লোক নিহত হয়। ১৩২ জন সাহায্য শিবিরে আশ্রয় নেয়।)

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
	৩০শে মার্চ -১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ কোঁটচাঁদপুর।	বেপরোয়ারা হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগ চলতে থাকে। (প্রায় ৪শ লোক নিহত হয় ও ৫শ জন আহত হয়। সাহায্য শিবিরে অবস্থানরত লোকের সংখ্যা হচ্ছে ৫৫।)
	৩০শে মার্চ, ১৯৭১ তাফসিডাঙ্গা।	আগে থেকেই চিহ্নিত করা কিছুসংখ্যক বাড়ীঘর সংগ্রাম পরিষদের স্বেচ্ছাসেবকরা আক্রমণ করে। তারা পুরুষ ও বৃদ্ধা নারীদের হত্যা করে এবং যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়। (প্রায় ২শ লোক নিহত হয়। সাহায্য শিবিরে যায় ৭২ জন।)
	৩০শে মার্চ-১০ইএপ্রিল, ১৯৭১ নড়াইল।	এখানে প্রধানতঃ পাঠানদের উপর নির্যাতন করা হয়। নড়াইলের সমস্ত পাঠানদের একত্রিত করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। মেয়ে ও শিশুসহ ৬০ থেকে ৭০ জন পাঠানকে হত্যা করা হয়েছিল।
	২৫শে মার্চ-৪ঠা এপ্রিল,১৯৭১, ঝিনাইদহ মহকুমা।	আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকগণ কিছুসংখ্যক বাড়ীঘর লুট করে আগুন ধরিয়ে দেয়। জানও মালের প্রচুর ক্ষতি হয়। ২৫০ জনেরও বেশী লোক নিহত ও ৫০ জন নিখোঁজ হয়। ১০ জন হাসপাতালে যায়।
খুলনা	২৮-২৯শে মার্চ, ১৯৭১ খুলনা শহর। ক্রিসেন্ট জুট মিলস খালিশপুর ও ষ্টার জুট মিলস, চান্দনিমহল।	খুলনায় আওয়ামী লীগের আধা-সামরিক শিক্ষা শিবির গঠন করা হয়। তথাকথিত পশ্চিম পাকিস্তানী দালালদের বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধ হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড চলতে থাকে। ঘরবাড়ী ধ্বংস করা হয় এবং ব্যাপকভাবে হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। গলা কেটে ফেলার আগে হতভাগ্য ব্যক্তিদের উৎপীড়ন করা হতো। নিরপরাধ নারী ও শিশুদের রাস্তায় টেনে এনে হত্যা করা হয়। যারা প্রাণের ভয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো ও বেঁচে ছিলো তাদের নদী থেকে উঠিয়ে আনা হয়। তারপর তাদের পেট চিরে আবার নদীতে ফেলে দেয়া হয়। তাদের রক্তে নদীর পানি লাল হয়েছিল। মিল সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছিলো। কিছুসংখ্যক অফিসার 'মুক্তিপণ' দিয়ে বেঁচে যান। (হতাহতের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার)
	২৮-২৯মার্চ,১৯৭১ পিপলস জুট মিলস, খালিশপুর ,খুলনা।	ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস, আনসার এবং আওয়ামী লীগ কর্মীরা বয়সের প্রতি কোন প্রতি লক্ষ্য না রেখে উচ্ছংখল হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়। (৪শ ৬৭ জন নিহত হয়)
	২৮-২৯শে মার্চ ১৯৭১ নিউ কলোনী, খালিশপুর, খুলনা।	প্রায় ১০ হাজার আওয়ামী লীগ কর্মী কলোনী ঘেরাও করে ফেলে।বিদ্রোহী পুলিশরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সমানে ৬ ঘন্টারও বেশী গোলাগুলি চলে। (প্রায় ৩শ লোক নিহত হয়)

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
	৩০শে এপ্রিল, ১৯৭১, সাতক্ষীরা, মহকুমা, খুলনা।	পশ্চিম পাকিস্তানী মহকুমা হাকিমকে আটক করে বন্দী অবস্থায় রাখা হয়। শহরের এলাকা জুড়ে ব্যাপক গণহত্যা, নৃশংসতা ও ব্যাপক লুটতরাজ চলতে থাকে ।(প্রায় ১ হাজার লোক নিহত হয়)
কুষ্টিয়া	২৯ শে মার্চ-১০ই এপ্রিল ১৯৭১, কুষ্টিয়া শহর।	ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস-বিদ্রোহী, মুজাহিদ এবং স্থানীয় দুষ্কৃতকারীরা বিহারী এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের উপর যথেচ্ছা গুলী চালাতে শুরু করে । ক্রমাগত ১৩ দিন ধরে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলতে থাকে। (১ হাজার থেকে দেড় হাজার লোক নিহত হয় ।)
	২৬ শে মার্চ-১লা এপ্রিল ১৯৭১, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া।	বিহারী ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের একত্রিত করে হত্যা করা হয়। মেয়েদের সঙ্গে অমানুষিক ব্যবহার করা হয় । পশ্চিম পাকিস্তানী মহকুমা হাকমের উপর নির্মম অত্যাচার করা হয় ।তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকেও মারধর করা হয়েছিলো।(৫শ লোক নিহত এবং ১শ লোক নিখোঁজ হয়।)
	২৩ শে এপ্রিল, ১৯৭১, জাফরকান্দি, কুষ্টিয়া।	বিদ্রোহী ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও স্থানীয় দুষ্কৃতকারীরা বিহারী কলোনীর উপর হামলা চালায়। ব্যাপকহারে ধন-সম্পত্তি লুট করার পর তারা কলোনীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। কেই বাঁচতে পারেনি। মেয়েদের ধর্ষণ করার পর হত্যা করা হয়। তাদের মৃতদেহ, স্তন কাটা এবং পেট কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। (প্রায় ৫শ লোক নিহত হয়)।
	৩০শে মার্চ-১৩ই এপ্রিল, ১৯৭১, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া।	প্রায় দু'সপ্তাহ যাবৎ মেহেরপুরে বেপরোয়া হত্যা, অগ্নিসংযোগ এবং ধর্ষণের কবলে ছিল । (৪শ থেকে ৬শ লোক নিহত ও ২শ লোক নিখোঁজ হয়। হাসপাতালে যায় ১০ জন।
বগুড়া	২৬শে মার্চ-২৩শে এপ্রিল, ১৯৭১, বগুড়া শহর।	আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা জেল ভেঙ্গে কয়েদীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও লুটতরাজ করার জন্য ছেড়ে দেয়। ৭ হাজর পুরুষ, নারী ও শিশুদের জেল ভবনের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে ঢোকানো হয়। জেল ভবনটি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেনাবাহিনী সময়মত এসে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা গণহত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের কাহিনী বর্ণনা করে। প্রকাশ যে, প্রায় ২ হাজার লোক নিহত হয়।
	২৬শে মার্চ -২২শে এপ্রিল, ১৯৭১, নওগাঁ, সান্তাহার।	বিহারীদের চলাফেরা বন্ধ করার জন্য আওয়ামী লীগ দুষ্কৃতিকারীরা রাস্তা বন্ধ করে দিলো। ব্যাংকগুলো লুণ্ঠিত

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
		হলো। মেয়েরা ধর্ষিত হলো। তাদের গুলী করে হত্যা করার আগে নগ্ন অবস্থায় রাস্তা দিয়ে হাঁটানো হয়েছিলো। সারা শহরে মৃতদেহের ছড়াছড়ি দেখা যায়। অনেককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। কাউকে বা পেরেকে গেঁথে গুলী করে হত্যা করা হয়। আহত অবস্থায় যারা বেঁচেছিলো তাদের কাছ থেকে জানা যায় যে, মেয়েদের নিজের সন্তানের রক্ত পান করতে বাধ্য করা হয়েছিলো। বিহারীরা একেবারে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (প্রায় ১৫ হাজার লোক নিহত হয়)।
পাবনা	২৩ মার্চ-১০ই এপ্রিল, ১৯৭১, পাবনা শহর।	দু'সপ্তাহব্যাপী আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে শহরকে রক্ষা করলো সেনাবাহিনী এসে। (প্রায় ২শ লোক নিহত হয়)।
	২৩শে মার্চ -১০ই এপ্রিল,১৯৭১ সিরাজগঞ্জ।	দুষ্কৃতকারীরা ৩৫০ জন পুরুষ, নারী ও শিশুকে দালানে ঢুকিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো। (ভেতরে যারা ছিলো তাদের সকলকেই এভাবে ফাঁদে ফেলে হত্যা করা হয়)
	১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ পাকশী।	রেলওয়ে কলোনীর অধিবাসীদের শান্তি কমিটি গঠন করার অজুহাত দেখিয়ে প্রতারিত করা হয়। তাদের একটা হাইস্কুল ভবনে আটকে রেখে জীবিত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। (প্রায় ২ হাজার লোক নিহত হয়।)
রংপুর	২৩-৩১শে মার্চ, ১৯৭১, সৈয়দপুর (রংপুর)।	শত শত বাড়ীঘর ও তার অধিবাসীদের জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। (১শ'রও বেশী লোক নিহত হয়।)
	২৩শে মার্চ-১লা এপ্রিল, ১৯৭১, নীলফামারী।	৫ হাজার উদ্বাস্তুর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী লোককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। (প্রায় ২ হাজার ৭ শত লোক নিহত হয়।)
দিনাজপুর	২৮শে মার্চ-১লা এপ্রিল, ১৯৭১, দিনাজপুর শহর।	ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করার সঙ্গে সঙ্গেই নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। আর তার পরেই বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। পুরুষ, মেয়ে ও শিশুদের হত্যা করা হয়। যে দু-চারজন এখানে সেখানে জীবিত ছিলো তারা প্রধানতঃ ছিলো বৃদ্ধা, স্ত্রীলোক ও শিশু। নিহতদের মাতা কেটে নিয়ে গাছের আগায় ঝোলানো হয়। প্রায় ৪শ মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয় হিন্দুস্তানে। (প্রায় ৫ হাজার লোক নিহত হয়।)

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
	২৮শে মার্চ-১৩ই এপ্রিল ১৯৭১, ঠাকুরগাঁও।	ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে। অধিকাংশ বিহারীকে হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। যুবতী মেয়েদের অপহরণ করা হয় মেয়েদের ধর্ষণ করা এবং গর্ভবতী মেয়েদের পেটে সঙ্গীনের খোঁচা মারা হয়। আর তারপর সদ্যজাত মৃত শিশুদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা হয়। উলঙ্গ অবস্থায় মৃতদেহগুলিকে রাস্তায় টেনে নিয়ে বেড়ানোও হয়েছিলো। (প্রায় ৩ হাজার লোক নিহত হয়।)
	পার্বতীপুর, পঞ্চগড়, কাউরকাই, ফুলবাড়ী ও হিলি।	বিদ্রোহী ইষ্ট বেঙ্গল রাইফেলস এবং আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রধান লক্ষ্যই ছিলো রেল কলোনীগুলো। কলোনীর বাসিন্দাদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য বোমা, হালকা মেশিন গান এবং ছোট অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হয়। আর তারপরেই শুরু হয়ে যায় ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের তান্ডবলীলা। (যারা রক্ষা পেয়েছিলো তাদের হিসাবে ৫ হাজারের বেশী লোক নিহত হয়েছিলো।)
রাজশাহী	২৮ শে মার্চ-১৬ই এপ্রিল ১৯৭১, রাজশাহী শহর।	পুলিশ এবং ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস বিদ্রোহ করে। এদের সঙ্গে এসে যোগ দেয় হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারীরা। শুরু হয়ে যায় বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড। ১৯৭১ সালের ১৬ই এপ্রিল সেনাবাহিনী এসে শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করলো। নাটোর এবং সারদা থেকেও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়া যায়। (প্রায় ২ হাজার লোক নিহত হয়েছিলো।)
	২৭শে মার্চ-১৮ই এপ্রিল, ১৯৭১ নবাবগঞ্জ।	হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের সহযোগিতায় বিদ্রোহী ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলসের লোকেরা নবাবগঞ্জ থেকে জেল কয়েদীদের মুক্ত করে দেয়। তারা কয়েদীদের বর্বরোচিত কার্যকলাপ এবং অগ্নিসংযোগ করায় উৎসাহিত করতে থাকে। একজন একাউন্টস এর কেরানী বাংলাদেশকে স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিলো বলে তাকে কোমর পর্যন্ত মাটির নিচে পুঁতে, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। (নিহতদের সংখ্যা প্রায় ১ হাজার বলে অনুমান করা হয়।)
কুমিল্লা	মার্চ-এপ্রিল ১৪, ১৯৭১, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিহারী পুরুষ, মেয়ে ও শিশুদের একত্রিত করে জেল খানায় রাখা হয়। পরে ১৯৭১ সালের ১৩ই এপ্রিল ইষ্ট বেঙ্গল রাইফেলস-এর বিদ্রোহী দলের প্রধানের আদেশে স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের সাহায্যে তাদেরকে হত্যা করা হয়। (প্রায় ৫শ লোককে নিহত করা হয়।)

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
ময়মনসিংহ	২৭শে মার্চ, ১৯৭১, ময়মনসিংহ সেনানিবাস।	ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস বিদ্রোহ করে। তারা তাদের পশ্চিম পাকিস্তানী সহকর্মীদের হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে অফিসারও ছিলেন তা ছাড়া ছিলো আরও বহু লোক, যারা রাতে তাদের বাসস্থানে ও ব্যারাকে ঘুমিয়েছিলো।
	১৬-১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১, ময়মনসিংহ শহর।	প্রাক্তন ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলসের লোকজন মেশিন গান নিয়ে ময়মনসিংহ সদর জেলা চড়াও করে এবং নিরাপত্তার কারণে স্থানান্তরিত বহিরাগত লোকদের গুলী করে হত্যা করে হত্যা করে।
	১৭ই-২০শে এপ্রিল ১৯৭১, সানকীপাড়া ও অন্যান্য কলোনী।	উন্মত্ত জনতার হাতে রাইফেল, তলোয়ার, বর্শা, ছোরা এবং রাম-দা ছিলো। তারা ময়মনসিংহ শহর ও তার আশেপাশের সানকীপাড়া ও অন্যান্য ৯টি কলোনী আক্রমণ করে অধিকাংশ পুরুষ অধিবাসীকে হত্যা করে। খবরে প্রকাশ যে, প্রায় ৫ হাজার লোক নিহত হয়। মেয়েরা একটি মসজিদ এবং একটি স্কুল ভবনে, জড়ো হয়েছিলো। ২১ শে এপ্রিল ১৯৭১ সাল, সেনাবাহিনী যখন শহরটি হস্তগত করে তখন তারা এই মেয়েদের উদ্ধার করে।

(দুই)
প্রাদেশিক
সামরিক বিধি ও কার্যক্রম

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪০। ঢাকায় পাক আর্মি অপারেশনের কয়েকটি সাংকেতিক সংবাদ	বাংলাদেশ আর্কাইভস-এর দলিলপত্র	২৬ মার্চ, ১৯৭১

EXTRACT OF TRANSCRIPT OF INTERCEPTED MESSAGES OF PAKISTAN ARMY OPERATION AT DACCA FROM 0200 HRS. TO 0800 HRS, ON MARCH 26TH, 1971

Control- hello 99-suggest you keep turned in because otherwise 26 and others will have to give situation twice. Just stay tuned in. There is nothing fresh yet reserve line (1) secured and University area still fighting going on out.

From 77 latest from 88- that he is making progress. But there are so many building that he has to reduce each one in turn. He has so far suffered no casualty there is firing against him. He is using everything that he has got. Over

To 77 Tell him that his big brothers (2) will also be coming, shortly, I hope, so those can be utilized for knocking down the building. Now on the other side I think Liaqat and Iqbal (3) is now quiet. Am I correct? Over.

From 77 Have not had the completion report but they were much happy about those two. Over

From Control That is jolly good. Now let the boys keep announcing in the streets about that is number one. Number two-they will keep on saying that all Bangladesh flags will be brought down and any house which has Bangladesh flag-the owner will be responsible for the consequences. There will be no black flag and there will be no black flag visible anywhere in the city and they are not put down then the consequences will be very very severe. This must be made clear to everyone. Roger so far. Over

1. Reserve line-Headquarters of the East Pakistan Rifles at Peelkhana Dacca.
2. Big brothers-Artillery support
3. Liaqat and Iqbal- Students dormitory of Dacca University.

From 77 Roger over

To 77 Secondly it must be announced also about these road blocks. Any person seen putting up road blocks will be shot on the spot-No. 1, No 2,-road block put up in any locality-people from that locality will be prosecuted and will be held responsible and the houses left and right-I repeat-houses left and right block will be demolished. This must be made clear to all and to the people themselves. And this must be announced on these speakers through the night and till the morning and also tomorrow morning through whole day. Over

From 41 Roger so far over

To 41 Similarly all road blocks built put in anywhere will be a criminal offence.

Anybody doing so will be shot on sight. Owners of buildings on either side of the road block will be persecuted and their buildings demolished. This should also be announced by your roving patrol. over

To 88 From Imam (4) Regarding all Bangladesh flags or black flags owners of building flying these must be warned to remove them at once otherwise they will be persecuted.

To 88 Road block anywhere will be criminal offence. Anyone seeing indulging in these must be shot at sight. Houses and buildings on either side will be demolished. This should also be announced on your public Address system by your roving patrol. Over

From 88 Wilco-anything else? over

To 88 Did your Imam say that you will require approximately three to four hours to complete the task? over

From 88 Yes-approximately three to four hours to thoroughly complete the task. over

To 88 Imam is now with Imam 26. If you need further assistance in any manner you can let him know. Regarding the buxer (5) elements they have started from their base position and will be able to help you immediately after first light to help demolish all the obstacles in front of you. Over

4. Imam –the Commanding Officer.
5. Buxer- demolition squad.

From	88	Thank you so much nothing more from my side. Everything is going fine. over
From	88	Roger out to your. Hello 41 message over.
To	41	Regarding the escape route west of the railway line i.e. in your area hope that necessary blocks have come into position so that elements that are facing 26 and 88 in the campus do not pull out westward. Over.
From	41	We are very extensively patrolling the area. Every minute we are on the watch. Over.
To	41	Roger. I was certain that your would be in full command. The elements of 26 have also sorted out our friend of the Daily people. That should please your. Out.
From	99	Heighten Highest control (6) wants to know as to what type of oppositions have been faced in areas Jagannath, Iqbal and Liaqat. Over
88 for	99	Initially a lot of fire was received from Jagnnath (7) and Iqbal halls.
99 for	88	Roger so far. Over
From	88	Once we opened the Romeo Romeo (8) after that we haven't hear any fire but we have disposed off a few.
88 for	99	Now I am going to Liaquat because their set is out of order. I do not know their progress. After checking up that then, I will let you know. Over
99 to	88	Please let us know as to whether there was any automatic fire from other side and were there any grenade etc. thrown. Over
88 to	99	Lot of three-knot –three fire we have not heard automatic nor we have heard any grenade. Over
26 for	99	Markhore (9) on set. Send your message. Over
99 for	26	Please let us know as to what all objective have captured by now. over
26 for	99	Two thousand (10) captured, then Ramna p.s. captured, Kamlapur R.S. Sculptured T.V./Radio under control Exchange captured. All first phase yelling. over

6. Highest control- Lt gen. Tikka Khan
7. Jagannath- Students Hall of Dacca university
8. Romeo Romeo Recoiless Rifle.
9. Markhore-Adjustand.
10. Two thousand-The police Headquarters at Rajarbagh.

From	99	From our position in Commissioners officers we could see lot of fire in the area Purana Paltan. If it the Head office (11) or some other office. Over
26 for	99	The area two thousand is on fire. I say again area two thousand is on fire. over
99 for	88	What about People's Daily (12). Over
26 for	99	Blasted. I say again blasted. Our two men seriously wounded have been evacuated to CMH and two minor injuries. over
99 for	26	Any approximation of the other side casualties? over
26 for	99	No-it's difficult to judge at the moment. Places are at fire or have been completely destroyed. It is not possible at this moment to say anything. over
99 for	26	Have you done away with police Lines also? over
26 for	99	Just I say two thousand police line are on fire. Over
99 for	26	Good show. Out
From	55	There was a road block. We are removing it with the help of other elements. Over
To	55	Jolly good show. Your elements are expected at 26. They will be particularly helpful to 88 who is having some difficulty.
To	55	Location over
		In front of Farm gate and we are now removing the road blocks with explosion and other materials. We are still at the same place. over
To	55	Roger-Hope nobody has dared come out against you. Over.
From	55	Yes
To	55	That's excellent. Keep coming. We are at this original building area you may try and avoid any unnecessary damage to the road that can save. Out
To	16	As discussed earlier the Imam of your original forde will carry out the necessary drill the various categories according to which they will then re-organise. Suggest until the Imam of your force appears you stay put. Over
From	16	Wilco out.

11. Head Office- The Headquarters of Awami League.
12. People's Daily- The Daily people.
13. Cheeta- Tank.

From	41	We have a large number of people who have laid a number of road blocks disposed off. over
To	41	This is a good use of labor. Suggest you use them for the present and retain them until you get it cleared from Imam. Then accordingly, you can either let them off or we can take them away. over
To	88	Jo apka ek element RSU (14) ke sath hain use through poochiye ki RSU dariya (15) main patrolling kar rahan hain ya nathin"
From	88	Roger over
To		Right –just wanted remind you that your element with RSU should ask them to carry out patrolling in the river boat. Patrol the river as discussed by Imam, over.
To	26	Did you manage to pick up anybody important from the Daily people? over.
From	26	Nil- negative, but our troops have gone some other important persons. We are waiting for their progress. over.
To	26	Roger-Has the office of ALPHA LIMA (16) been occupied so far?
From	26	No. Target has been left for the early morning. Over
To	26	Roger-except that any record and paper might already been burnt or destroyed by the occupant. However, do as you planning and you are making excellent progress. Let us know every little thing that happens. out.
To 26 from 77	77	Markhore ke inform kore ki Imam ne Kahan hian ki first light se pahle Jitne dead body hain ye clean ho jane chahye aur sab concerning ko batha de over.
From	26	Roger-aap apne Imam ko aur Markhore ko ye Khabar de de. out to you.
Control		Hello 41.. correction 16, 41, 88 did your receive? over .Hello 88-did your receive this message which 41 has just now read back?
		Reply (indistinct)
To	88	Yes, arrange to dispose them. You can use local labour and dispose them of away from the public places. over.

14. RSU River Survey Unit.
15. Dariya- River the Buriganga.
16. ALPHA LIMA- Awami League.

To 88 When your can give us an estimate of casualties suffered by the other side? Nothing more. out

Control Necessary detachment for orders-these result are being awaited – suggest you can draft your SITREP on the lines of what has occurred since about 0100 hours this morning, over.

To 99 Since 0100 hrs for about half an hour we were not in contact with you and after that we had to shuttle in between the telephone and this place which is quite some distance. So we missed of most of the transmission.

From 99 Subsequently these were repeated to you starting from Belal's Boy's (17) when they caged the main bird (18) and subsequently the two telephone exchanges, the P.S at Ramna. People's Daily, the Reserve Line, then the action that is still continuing in the area of University plus the houses in Gulshan, correction, houses in Dhanmandi, the occupants of which were not traceable. over

To 99 About the last transmission which are the officers who are not traceable from Dhanmandi? over

From 99 Regarding Tajuddin & Bhuiya they were not found at their places. Similarly this place the physical training Institute which was supposed to have arms has not so far revealed any. over

To 99 It is the same physical Institute in Mohammadpur area? over

From 99 Yes. There is nothing that end yet. We will also take care of the Malkhana and the Lalbagh Fort but that will follow.

To 99 So, you have most of the gift over.

From 99 We have heard everything from the call sign but what about the other call signs? over

To 99 16 has very little resistance in which they killed 4 and wounded about 10 after that they were fully in control of their operation regarding Tajuddin and Bhuiya and in the Institute, they captured some other people but the main target had packed up and left much earlier apparently they have all panicked and started leaving the city from some time yesterday. So they have blocked all the roads and secured the second capital exchange and have also set up block for any people trying to escape from Campus towards the West across the railway line. over

---

17. Belals' Boys- Command Unit headed by Col Sayeeduddin.
18. Main Bird-Sheikh Mujib.
19. H.R.-House rain (Mujib's Residence)

From	99	Roger. over
to	99	Hope you are comfortable with your hostages. over.
From	99	I am thinking as to how to feed them now. over
To	99	It will do then no harm it they don't see food for a while so they can adopt the same policy as you have been doing for the last so many weeks. out
To	88	41, as you know, is in position on the west of the campus area. If you need any support or help from him you can easily coordinate with him-because he can come in from behind on to any resistance still there. Of course you will have to coordinate your fires. over
Reply not audible control		Roger. How far have you got? How much more to go? over.
To	88	Quite appreciate your difficulty. How far are you from the railway line? Can yor give us some lndmark now that day light is approaching? over
To	41	You can ask your Imam to start working on a list of prominent people in your area. You can get in touch with women you know and a list of all the prominent locals in whom we may be interested. over
To	26	The buxer element should have got to you now. There has been a mix up in that. You have got the call sign 16 Cheeta with you and your cheeta is here with us. I am sending you Cheeta in transport to you at the house. Please return 16's Cheeta in the same transport to come to us at our location here. Is that understood? over
Control-		ALPHA PILLO (20) as suggested earlier, please ensure that all black flags and Bangladesh flags are removed immediately if not already done so, otherwise give good does to those who are still flying them. out........... That must be done, otherwise, you know, it is likely to lead to a lot of complications as implications. Besides, I went specially Dhanmandi to be searched from house to house. You can take your time. You may select the block get hold of people from each house look in them-select if you find anyone you know, that we require, that if of importance, you can arrest him and other returns to the houses. That's all I have to say. If you have anything for me you pass it on. over

20. ALPHA PILLO- Area Petrol

From	77	Roger so far
To	77	In your area-this will be your task as Imam says each block will be cordoned off entirely and after due warning all the occupants asked to come out and will be recognised for any of the famous figures.
From	77	Then the houses will be gone through to nobody is inside. Roger so far, over
From	41	This house to house search should be organised very systematically so that nothing is late unchecked appart from that you can try and get local people who are reliable enough to help you distinguish them. over Message not understood;
To	26	Send. over
From	26	Markhore bataye ke Lt. Commander Moazzm (21) ko pak lane gaye the to usne resistance kiya jismain vo mara gaya. Oft. Commander Mozzam mara gaya. Uske body hamare pas hain.
To	26	Roger over
To	88	How much longer will you take before you can finish off this area and so back to your original area of responsibility which is between the river and railway line. over
88 for	77	Now it is quarter to seven. I will move from this site at 8. I will require about an hour to collect the bodies them off. over
To	88	Roger you can collect them in one place and call sign 26 may be told about their eventual disposal, the Imam says, may be done later. For the present they may be counted in separate categories to police of civilians and call sign 26 can keep a general eye on them while you move down to your area. over
From	88	Roger-for the time being we have collected them and dumped them at one place and informed 26. Anything else?
To	88	Yes, regarding the announcement of curfew removal of flags and removal of road blocks –Imam desires that these be organized properly and in the native tongue as well as in English and Urdu and should be constantly carried on because a large number of people do not know what are the rules and restrictions. Curfew will carry on till 0700 hours tomorrow morning. over
From	88	Wilco. Even so far the last 3-4 hours we are constantly passing on
To	88	P.A. equipment. That's very good and otherwise as the Imam said carry on with your re-organisation and administration. Out to you.

21. Lt. commander Moazzam Accused No. 2. of the so called Agartala conspiracy case.

Hello 26 hello	41	Did you receive? over
For	77	Message to 88 was, in one hours time he will move to original area of responsibility and take over including the corpses that have been collected. Your Imam can-ordinate with Imam 88. over
Control		.........Hello 88, there is a location South of the river, called Jinjira-this is just south of the river across from your area. It was reported earlier that arms and ammunitions were being sorted there. RSU may have some information after their patrolling you might like to keep an eye on this, Over......thank you. Let us know when you finish campus area and you move back to your own? I there some firing still continuing in your area? over
From	88	There is no firing but we are about to leave and odd round has been fired from one house. So we had to take a few chaps from that house. I don't think there will be firing now. over
To	16	Roger. Have any other detail come to light? All the arms and ammunitions are in your control? over
From	16	Yes. except that some eight to ten chaps appeared with rifles twenty rounds of ammunition. over
for	77	That is quite insignificant. How many are holding within the lines now? have you made account? over
To	16	We are still at the job of sorting out the criminals and
From	16	Only after they are sorted out segregated only then we will start counting. We have not yet allowed anybody from the other side i.e. neighbors including officers to move about. over
To	77	
To	16	That is fine. Do as you think best. That's perfectly alright. No hurry so far. If you have any requirement of ammunition, I don't think you should, except your element that went help 88 that can be passed on to us. out
From	16	That element is not in contact with us. I suggest you to ask 88 to give the requirement. over
To	16	Roger-But 88 is now moving back to its original area of responsibility, which is the south of the railway line and your element will, I think, be reverting to you. In any case we will get the requirement from him. out.
To	88	The Imam would like you, once you move into your area to also secure the Siddhirganj power station-I say again the Shiddirganj power

station where you have originally kept some elements. You should secure it as you move into your area. 88 over.

From 88 Wilco over.

To 88 Will done. What do you think would be the approximate number of casualties of the University –just give me an approximate number in your view. What will be the number killed or wounded or captured? Just give me a rough. figure over

From 88 Wait, Approximately 300. over

To 88 Well done 300 killed? Or anybody wounded captured? over SITREP.

From 88 I believe only in one thing -300 KILLED. over

To 88 Yes, I agree with you that's much easier-No, -nothing asked nothing done, you don't have to explain anything. Once again well done; Once again I would like to give you Shabash to all the boys including Aziz who was with you for wonderful job done in this area. I am very pleased. Over........

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪১। সামরিক আইনের কয়েকটি বিধি জারী	পাকিস্তান অবজারভার	২৮ মার্চ, ১৯৭১

MARTIAL LAW ORDERS
ORDERS LT. GEN. TIKKA KHAN, SPK. PSC. MLA
ZOVE `B' MIL ZONE `B' ORDER.

1. Whereas a grave situation has arisen in East Pakistan in which open defiance of the present administration, infringement of the MLRs/MLOs as a consequence of unbridled political activity to the Jeopardy and integrity of Pakistan has assumed an alarming proportion beyond the normal control of the civil administration. Police and EPR, and whereas in the interest of national security it is expedient to effectively arrest the deteriorating situation. Now therefore, 1 Lt. Gen. Tikka Khan Spk, do hereby issue the following ML orders.

MLO No. 117 political activity of any kind whatever is banned in East Pakistan. No person shall attend or organise or make a speech either in the open or indoor nor any person shall take part in any procession of whatever nature.

MLO No. 118 No news speech, poster or leaflet shall be published in the press or announced on TV or radio without prior censorship by the authority appointed in this behalf.

MLO No. 119 No news or views bearing or likely to have a hearing on the political developments or law and order situation in East Pakistan be published broadcast or telecast or otherwise spread or communicated in any manner without prior censor by the censorship centers set up at headquarters MLA Zone `B' and sub-administrators ML in this behalf. The spreading of such news or views include the transmitting of messages through the media of teleprinters, radio transmitters possessed by private individuals, banks missions or other allied services or agencies.

MLO No. 120 All persons employed in whatever capacity in all the Government, Semi Govt. Semi autonomous or autonomous bodies, excluding the PIA shall report for duty to their respective departments by 1000 hrs. 27.3.71 of the issue of this order failing which their services are liable to be terminated followed by trial in a military court for non-compliance of this order. Heads of the departments will submit names of absentees to Major General civil affairs.

MLO NO.-121 All educational institution throughout East Pakistan shall till further orders remain closed.

MLO NO.-122 No person shall be in possession of fire arms, ammunition, explosives. All such persons excluding diplomatic staff shall immediately surrender such weapons to the nearest police station within 24 hours of the issue of this order and get proper

receipts. This order shall not apply to members of armed forces, civil armed forces and police. After verification licensed fire arms will be returned to the owners.

MLO No. 123 All banks in the province of East Pakistan shall close down forthwith and cease money transaction including foreign exchange until notified to the contrary. The closing down of the banks will include freezing of all accounts and sealing of individual lockers.

MLO NO. 124 No person shall indulge in activities aimed at organizing or taking the form of armed para military or volunteer corps or auxiliary forces.

MLO NO. 125 No person shall carry any lathi, iron rod, ramdao or any other lethal or formidable weapon which can cause an injury to a person.

MLO NO. 126 Assembly of five or more persons is prohibited till next 72 hours after lifting of the curfew. Permission may be sought for religious rites.

MLO NO. 127 Strikes, lockouts and agitations in educational institutions government officers, public utility works and installations, services and industrial concerns in the province of East Pakistan shall be prohibited with immediate effect.

MLO NO. 128 No foreigner working or residing in East Pakistan shall passes or distribute weapons of any type or description to anyone in East Pakistan overly or covertly without prior written permission of the MLA.

MLO NO. 129 No person shall loot `gherao' `jallao' or indulge in arson or in acts of sabotage, or subversion or indulge in any insurrectional activity or create disaffection among the police or EPR or any other law enforcing agency.

MLO NO. 130 Army personnel are authorized to make a search of any place, shop, residence or abode for the purpose of recovering any weapon or subversive literature provided the searching party shall not consist of less than one commissioned officer and two other ranks. The term commissioned officer includes a junior commissioned officer.

MLO NO. 131 All owners of cyclostyling and reproduction machines shall deposit such machines with the headquarters of sub-administrators martial law within 24 hours of the issue of this order.

2. Disobedience of any of these orders shall attract the provisions of MLR -25 which prescribes maximum punishment of ten years R.I or as specified in relevant MLRs.

Place : Dhaka, date : 25 March, 1971.

MLO 132 ON `DIRECTIVES' OF DEFUNCT AL
MLO by Lt. Gen. Tikka Khan SPK. PSC. MLA. Zone `B'
ML Zone `B' Order No. 132.

All govt. and Semi govt. departments including banks or autonomous or semi-autonomous bodies or other functionaries in the province of East Pakistan who were

directly or indirectly hitherto been complying with the instructions contained in the so called ` Directives' issued by the (defunct) Awami League, shall cease adhering to the Directives and return to the normal way of functioning as per the law of the land or procedure for the functioning such departments or bodies failure to the comply with their order shall be punishable under the provisions of MLR-25 which prescribes maximum punishment of ten years R.I.

MLO No. 133 Road blocks or barricades or construction or making of ditches on public high way or roads or rail or runways hampering the movement of vehicles or any other means of transportation is forbidden. Houses or buildings or constructions situated within a radius of 100 yards on either side of such an obstructions shall be liable to be demolished and inhabitants will be subject to punitive action for causing such obstruction under the provisions of MLR -25 which prescribes maximum punishment of ten years R.I.

Place. Dhaka, Date 26 March, 1971

MLO No. 134 Whereas the funds of the Awami League are contribution of the members of the public and whereas it is necessary to ensure that the said funds in East Pakistan are not used or utilized in a manner prejudicial to public interest. Now therefore I, Lt. Gen. Tikka Khan MLA , Zone `B' hereby direct that:-

(a) All transaction of the said fund in East Pakistan shall stand frozen immediately effect.

(b) No person shall, here in after operate the accounts is of the said fund except the accordance with the orders issued by me in this behalf (after an inquiry into the affairs of the said fund has been made under my directions).

(c) Banks or firm or concern shall within three days from the date of issue of this order, surrender the assets and submit to this headquarters, the account of the said fund held by them setting out the details of deposits in and withdrawal from such accounts.

Place: Dhaka, Date 26 March,1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪২। সামরিক আদেশ বলে অফিসার ও প্রশাসক নিয়োগ	পাকিস্তান অবজারভার	৭ এপ্রিল,১৯৭১

MLO No. 137

MLA'S liaison officer at Ctg. appointed

Martial law orders by Lieutenant General Tikka Khan SPK. PSC. MLA. Zone `B' ML Zone `B' Order No. 137.

I, Lieutenant General Tikka khan Spk. PSC. MLA. Zone `B' here by appoint PA-57 BRIG. M. M. A. BEG (Retd.) care of Hegge and Co-Spencer Building, Ctg. to be the MLA's Liaison officer at Ctg. with immediate effect.

Lieutenant General, MLA. Zone `B' (Tikka Khan).
Place: Dhaka. Date 6 Apr.71

ML Sector-5
Sub-Administrator.
ML order by Lieutenant General Tikka Khan Spk, PSC. MLA. Zone `B'
ML. Zone `B' Order No. 136.

1. Lieutenant General Tikka Khan Spk, PSC MLA Zone `B' hereby appoint PA-1660 Brig. Syed Asghar Hasan PSC, T, Q. A. to be Sub-Administrator. ML, Sector-5 with effect from 06 Apr. 1971. Vice –Commodore A. R. Mumtaz, SK, TPK, PN, (PN-NO.100) Sub-Administrator Sector -6 (Ctg. and Ctg. Hill Tracts) both relieved.

2. Area Entire area comprising civil districts of Ctg. and Chittagong hill tracts and Ctg. Port area.

3. Headquarters : Chittagong.

4. ML. Zone `B' order No. 86 and 113 are hereby cancelled.

Lieutenant General MLA. Zone `B' (Tikka Khan).
Place : Dhaka, Date : 6 Apr. 71

——————

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৩। গভর্নর পদে লেঃ জেঃ টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ	দৈনিক পাকিস্তান	১০ এপ্রিল, ১৯৭১

গর্ভনর পদে জেঃ টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ

লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান এসপিকে গতকাল (শুক্রবার) গভর্নর ভবনে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহন করেছেন । শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি, এ সিদ্দিকী এস পিকে ।

এপিপির এই খবরে বলা হয় যে, কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয় এবং শপথ গ্রহণের সাথে সাথেই জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় ।

শপথগ্রহন অনুষ্ঠানে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপিতবৃন্দ, কুটনৈতিক মিশনের সদস্যগণ এবং উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৪। সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক ঠাকুরগাঁও দখল	দৈনিক পাকিস্তান	১৬ এপ্রিল, ১৯৭১

প্রতিরোধের সকল কেন্দ্র নির্মূল করা হয়েছে
সশস্ত্রবাহিনী ঠাকুরগাঁও পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে

পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী দিনাজপুরের আরও উত্তরে এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরগাঁও পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে। এর আগেই পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী দিনাজপুর থেকে সকল প্রতিরোধকারীকে বিতারণ করে ।

দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ের মধ্যে প্রতিরোধের সকল কেন্দ্র নির্মূল করা হয়েছে এবং পুরো অঞ্চল এখন দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারীদেরকে কবল থেকে মুক্ত হয়েছে ।

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় পরিবেশিত এই খবরে বলা হয় যে, প্রদেশের অন্য সকল স্থানে চট্রগ্রাম, যশোর, খুলনা, কুমিল্লা, সিলেট, পাবনা, লালমনিরহাট, সৈয়দপুর, রংপুর ও রাজশাহীসহ অন্যান্য সকল প্রধান শহর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ।

দেশদ্রোহীদের অবশিষ্ট পকেটগুলোকে উপযুক্তভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে । এই অভিযানে গোলযোগপূর্ণ স্থানে সৈন্য ও সরঞ্জাম পরিবহনে পাকিস্তানী বিমানবাহিনী অংশ নিয়েছিল । পিআইএ ফকার বিমানও পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক সার্ভিস অক্ষুণ্ণ রেখেও যখনই প্রয়োজন মূল্যবান সহায়তা দান করেছে । উল্লেখযোগ্য যে, সকল প্রধান শহরের সাথে ফকার বিমান চলাচল পুনরায় শুরু হয়েছে ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৫। জেনারেল টিক্কা খানের বেতার ভাষণ	দৈনিক পাকিস্তান	১৯ এপ্রিল, ১৯৭১

জেনারেল টিক্কা খানের বেতার ভাষণ

জাতীয় ক্ষতির প্রতিবিধানে এগিয়ে আসুন

গভর্নর লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের বক্তৃতার পূর্ন বিবরণঃ

প্রিয় ভাইসব, আচ্ছালামু আলাইকুম। দেশকে খণ্ডবিখণ্ড হওয়া থেকে এবং পরিণামে ভারতীয় দাসত্বের কবল থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনের জন্যেই সেনাবাহিনীকে আহ্বান করা হয়েছিল। অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ এমন এক পথ ধরেছিলো যাতে কিনা বহু ত্যাগের বিনিময়ে এই উপমহাদেশের থেকে প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের আবাস ভূমি আমাদের এই দেশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেত। পাকিস্তান সৃষ্টিতে অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণকারী পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানগণ এই দেশকে টিকিয়ে রাখতে দৃঢ়সংকল্প।

স্বল্পসংখ্যক লোক প্রকাশ্য হিংসা ও আক্রমণাত্মক তৎপরতার দ্বারা জানমাল বিপন্ন করে তুলে বেশীর ভাগ মানুষের কণ্ঠরোধ করেছিল। যার ফলে আওয়ামী লীগ ধ্বংসাত্মক পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যারাই আওয়ামী লীগে ছিল তারাই জাতির সংহিত ও অখণ্ডতার বিরোধী। যারাই পাকিস্তানের মঙ্গল চান তারাই জাতির সংহতি ও অখণ্ডতার বিরোধী। যারাই পাকিস্তানের মঙ্গল চান তাদের ভয় করার কোন কারণ নেই। আমি তাদের এগিয়ে আসার, অন্যদের সাথে যোগ দেওয়ার এবং জাতির যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

সশস্ত্রবাহিনী, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল ও পুলিশের কিছু লোক কর্তব্যস্থান ছেড়ে গেছে। এদের কেউ কেউ ছুটিতে ছিল এবং আর কাজে যোগ দেয়নি, কেউ কেউ পরিবার পরিজনের জন্য উদ্বেগের কারণে তাদের ইউনিট ছেড়ে গেছে। আবার কেউ কেউ উচ্চাকাঙ্ক্ষী নীতিজ্ঞানশূন্য সিনিয়রদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে। যারা নিজেদের ইউনিটে পুনরায় যোগদান করবে এবং যারা দুষ্কৃতকারী ও দেশের শত্রুদের পরিত্যাগ করে নিকটবর্তী সামরিক বাহিনীতে হাজির হবে তাদের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সহানুভূতিমূলক আচরণ করা হবে। আমি তাদের এই সুযোগ গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছি। অন্যথায় তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হবে।

১ লা মার্চ থেকে ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীগণ অফিসে যেতে পারেননি। কারণ তাদের জীবন ও তাদের পরিবার-পরিজনের জীবন বিপন্ন হয়েছিল। যে পরিস্থিতিতে তাদের কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়েছে, আমি তা পুরোপুরি অনুধাবন করি। এখন যেহেতু দুষ্কৃতকারী ও ফ্যাসিস্টদের দমন করা হয়েছে এবং শান্তি বিরাজ করছে, তাদের সর্বান্তকরণে অকুণ্ঠচিত্তে অকুতোভয়ে জাতি ও দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করা উচিত।

সশস্ত্রবাহিনী এবং অন্যান্য আইনশৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা অনুপ্রবেশকারী, দুষ্কৃতকারী, সমাজবিরোধী ও জাতিবিরোধী লোদের ধ্বংস সাধনে দৃঢ়সংকল্প। আমি সকল নাগরিকদের এরূপ লোকদের আশ্রয় না দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। অন্যথায় তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। আমরা জানমালের হানি এড়াতে চাই। কিন্তু কতিপয় দুষ্কৃতকারী লোকের বাড়ীতে ও শহরে আশ্রয় নিয়ে সেনাবাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করছে। এর ফলে অনেক নির্দোষ লোককেও কষ্ট পেতে হচ্ছে এর জন্য সম্পূর্ণভাবে দুষ্কৃতকারীরাই দায়ী। তাদের আশ্রয় দেবেন না। খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি খুবই উদ্বিগ্ন। দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ রয়েছে এবং আরো খাদ্য আসছে। কিন্তু খাদ্য চলাচল যদি বিঘ্নিত হয় তাহলে সাধারণ মানুষ খুব কষ্টে পড়বেন। দুষ্কৃতকারীরা যাতে খাদ্য চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে, তার নিশ্চয়ত বিধান করা জনসাধারণের কর্তব্য এবং এ কাজে আমি প্রত্যেকের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করি।

পরিশেষে আমি এই আশ্বাস দিতে চাই, সেনাবাহিনী দেশপ্রেমিক জনগণের সহায়তায় দেশকে রক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কর্তব্য পালন করবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৬। কাজে যোগদানের নির্দেশ	দৈনিক পাকিস্তান	২১ এপ্রিল, ১৯৭১

সরকারী কর্মচারীদের কাজে যোগদান সম্পর্কে প্রেসনোট

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হয়েছে যে, সংবাদপত্র এবং বেতার ও টেলিভিশনে ঘোষণা করা হয়েছিলো যে, সরকারী বিভাগ, ডাইরেক্টরেট, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাষিত সংস্থাসমূহের সকল কর্মচারীকে সর্বশেষ ১৯৭১ সালের ২১ শে এপ্রিলের মধ্যে কাজে যোগদান করতে হবে অন্যথায় ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ জারীকৃত ১২০ নম্বর সামরিক আইন আদেশ অনুযায়ী শাস্তিদান ছাড়াও তাদের বরখাস্ত করা হবে। এটা অনুধাবন করা হয়েছে যে, বিশেষ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কোন কোন এলাকায় যোগাযোগের অসুবিধার জন্য কোন কোন কর্মচারীর পক্ষে নিজ নিজ অফিসে কাজে যোগদান সম্ভব নাও হতে পারে। এই সকল কর্মচারীকে নিকটবর্তী জেলা বা মহকুমা সদর দফতরে কোন বিভাগের কোন অফিস না থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নিকটবর্তী ডেপুটি কমিশনার বা মহকুমা অফিসারের কাছে হাজির হতে হবে। এতে ব্যর্থ হলে তাদের উল্লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী শাস্তিদান করা হবে ।

উল্লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী যে সকল কর্মচারী নিজেদের স্বাভাবিক কাজের স্থান ছাড়া অন্য স্টেশনে কাজে যোগদান করবেন, তারা তাদের স্বাভাবিক কাজ পুনরায় শুরু করার জন্য শীঘ্রই নিজেদের অফিসে হাজির হবেন। এটা পরিষ্কার করে বোঝা দরকার যে, নিজেদের অফিসে কাজে যোগদান না করা পর্যন্ত তাদের বেতন দেয়া হবে না।

২৪ জন নবনিযুক্ত জুট এক্সটেনশন অফিসারকে কাজে যোগদানের নির্দেশ

ইতিপূর্বে এসডিএও (জুট) পদে চাকুরীতে ২৪ জন নবনিযুক্ত জুট এক্সটেনশন অফিসারকে তাদের নামের পাশে উল্লিখিত স্থানে অবিলম্বে যোগদান করতে বলা হয়েছে। এপিপির খবরে প্রকাশ, প্রাদেশিক সরকারের এক হ্যান্ড আউটে বলা হয় যে তাঁদেরকে তাঁদের আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্রের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। নবনিযুক্ত অফিসাররা তাদের কর্মস্থলে কাজে যোগদানে যাতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হন, সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য কৃষি বিভাগের সংশ্লিষ্ট সহকারী ডাইরেক্টর (পাট উৎপাদন) ও জেলা কৃষি অফিসারদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। উপরোক্ত অফিসাররা ৩০০-৬৭৫ টাকা স্কেলে (তৎসঙ্গে প্রতিমাসে কারিগরি ভাতা ৫০ টাকা) বেতন পাবেন।

নিচে নবনিযুক্ত ২৪ জন জুটি এক্সটেনশন অফিসারদের নাম দেওয়া হলোঃ

১। জনাব মাইজুদ্দীন আহমদ, টাঙ্গাইল।
২। জনাব এ্ইচ, এম, আনিস আলম সিদ্দিক, নড়াইল, যশোর।
৩। জনাব মোঃ আনসার আলী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর।
৪। জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা।
৫। জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন প্রমাণিক, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর।
৬। জনাব মোঃ আলাউদ্দীন খান, জামালপুর, ময়মনসিংহ।
৭। জনাব মোঃ আবুল মনসুর ফকির, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

৮। জনাব মোঃ মতিউর রহমান, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।

৯। জনাব মোঃ তৌফিক উদ্দীন, চাঁদপুর, কুমিল্লা।

১০। জনাব মোঃ মহসিন মিয়া, জামালপুর, ময়মনসিংহ।

১১। জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, নওগাঁ, রাজশাহী।

১২। জনাব আব্দুল মুহিত, দিনাজপুর (সদর)।

১৩। জনাব মোঃ মতিউর রহমান শিকদার, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।

১৪। জনাব মোঃ এ, এইচ, এম মহিউদ্দীন, কুমিল্লা (সদর উত্তর)।

১৫। জনাব মোঃ শাহজাহান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা।

১৬। জনাব আব্দুর রাজ্জাক, রাজশাহী (সদর)।

১৭। জনাব মোঃ ওসমান গনি, নওয়াবগঞ্জ, রাজশাহী।

১৮। জনাব মোঃ নজমুল হোসেন, নাটোর, রাজশাহী।

১৯। জনাব নজরুল ইসলাম, নাটোর, রাজশাহী।

২০। জনাব মোঃ ফজলুল হক রিকাবদার, চাঁদপুর, কুমিল্লা।

২১। জনাব মোঃ জহীরউদ্দীন ভূঁইয়া, নাটোর রাজশাহী।

২২। জনাব মোঃ রমজান আলী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর।

২৩। জনাব মোঃ হজরত আলী, ঢাকা (সদর উত্তর)।

২৪। জনাব মোঃ ইউনুস, নরসিংদী, ঢাকা।

শিরেনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৭। সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হবার নির্দেশ	দৈনিক পাকিস্তান	২১ এপ্রিল, ১৯৭১

সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট ৫ জনকে হাজির হওয়ার নির্দেশ

'খ' অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তা লেঃ জেঃ টিক্কা খান ঢাকা, বাকেরগঞ্জ এবং ময়মনসিংহের পাঁচ ব্যক্তিকে আগামী ২৬ শে এপ্রিল সকাল ৮ ঘটিকায় ঢাকাস্থ দ্বিতীয় রাজধানীতে এক নম্বর সেক্টরের সামরিক আইনের সাব-এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের নিকট হাজির হওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন । তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সামরিক আইনবিধি ও সামরিক আদেশ অনুযায়ী আনীত কতিপয় অভিযোগের জবাব দানের জন্য তাদের হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তারা হাজির হতে ব্যর্থ হলে এম এল আর-৪০ অনুযায়ী তাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার করা হবে ।

গতকাল মঙ্গলবার পি আই ডির এক হ্যাণ্ড আউটে এই খবর পরিবেশন করা হয় । যে পাঁচ ব্যক্তিকে হাজির হওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে তারা হলেনঃ

১। তাজুদ্দিন আহমদ, ৭৫১, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, সাত মসজিদ রোড, ঢাকা ।

২। তোফায়েল আহমদ, গ্রাম-কোরলিয়া, পোঃ খৈয়ারহাট, জেলা-বাকেরগঞ্জ ।

৩। এস, এম নজরুল ইসলাম, লাঙ্গুল শিমুল পোঃ -কান্দানিয়া জেলা-ময়মনসিংহ ।

৪। আবদুল মান্নান, মনসুর ভিলা, ১১০, সিদ্বেশ্বরী ঢাকা ।

৫। আবিদুর রহমান, স্বত্বাধিকারী, দি পিপল, ঢাকা ।

উপরোক্ত ৫ ব্যক্তিকে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১, ২২৩ ক, ১৩১ ও ১৩২ নং ধারা এম এল আর ৬, ১৪, ১৭ ও ২০ এম এল ও 'খ' অঞ্চলের ১২৪ নং এবং ১২৯ নং ধারা বলে আনীত অভিযোগের জবাব দিতে হবে। এদের সকলের বিরুদ্ধে এইসব ধারাবলে অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে । এ ছাড়াও ৫ নং অভিযুক্তকে (আবিদুর রহমান) 'খ' অঞ্চলের এম এল ও-১১৭ ও ১১৯ নং ধারার সাথে পঠিত এম এল আর ১৯ নং ধারাবলে আনীত অভিযোগের জবাব দিতে হবে ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৮। সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক সীমান্ত সুরক্ষিত	দৈনিক পাকিস্তান	২১ এপ্রিল, ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ বন্ধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ
সীমান্ত সুরক্ষিত করা হয়েছে

এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের সীমান্ত এলাকায় তাদের অবস্থান আরো সুসংহত করেছে এবং প্রতিবেশী ভারতীয় রাজ্যসমূহ থেকে আরো অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সীমান্তসমূহ সুদৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছে।

চারদিন আগের সামরিক কার্যক্রমে কুমিল্লা এলাকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আখাউড়া এবং কুষ্টিয়া এলাকায় চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর আয়ত্তে আনার পর এই ব্যস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকাগুলো আয়ত্তে আনার পর সশস্ত্রবাহিনী এই সকল এলাকায় দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের বাদ বাকী আড্ডাগুলো উদ্ধার করেছ এবং অধিকাংশ লোক অস্ত্রশস্ত্র পিছনে ফেলে ভারতীয় এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। নয়াদিল্লী বেতার মিথ্যার ঐতিহ্য বজায় রেখে রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিগণের হাতে চুয়াডাঙ্গা ও কসবা পুনর্দখলের অলীক কাহিনী প্রচার করে আসছে।

ভারতীয় বেতারের খবরকে ভারতীয় হস্তক্ষেপকারীদের কল্পনার বিলাস বলে ঢাকায় সরকারীভাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে সেনাবাহিনী কর্তৃক আয়ত্তে আনার পর এই সকল এলাকা তাদের সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। নয়াদিল্লী বেতার সিলেট বিমান ক্ষেত্র সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করে আসছে এবং অনবরত এটাকে শালুটকর বিমানক্ষেত্র বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

ঢাকায় সরকারীভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই বিমানক্ষেত্র সিলেট বিমানক্ষেত্র বলে পরিচিত এবং এটাকে অন্য যে কোন নামে আখ্যায়িত করা ভুল হবে যেমন ভুল হবে ভারতে উত্তর প্রদেশকে যুক্ত প্রদেশ আখ্যায়িত করা।

ঢাকায় আরো কলা হয়েছে যে, সিলেট বিমান বন্দর সর্বদাই সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আছে এবং পি আই এ ঢাকা থেকে এই বিমান বন্দরে নিয়মিত ফ্লাইট চালিয়ে আসছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৯। ১৪৮ নং সামরিক বিধি জারী	পাকিস্তান অবজারভার	২৭ এপ্রিল, ১৯৭১

MLO 148 ISSUED - DEATH PENALTY FOR DAMAGE TO GOVT. PROPERTY.

Any person who causes damage to the means of communication, vital installations or Government property will be liable to punishment which may extend to death penalty, according to MLO 148 issued from Headquarters of Martial Law Administrator, Zone `B' the other day, reports APP.

Inhabitants of surrounding area where the damage is caused, will also be liable to punitive action under relevant MRL and MLO.

Following is the text of MLO 148

1. Any person or group of persons causing damage, tempering with or interfering with working of the roads railways, canals, aerodromes, telegraph, telephone, wireless installations or with any Government property will be liable to legal action under MLR-14 which prescribes the maximum punishment of death.

2. Inhabitants of the surrounding area of all or any such affected place or places will render themselves liable to punitive action collectively under MLR-25 read with MLO Zone `B' order No. 133.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫০। সীমান্ত এলাকার কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করার নির্দেশ	পূর্বদেশ	৭ মে, ১৯৭১

লেঃ জেঃ নিয়াজীর সিলেট সফর

সীমান্ত এলাকার কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করার নির্দেশ

ঢাকা, ১০ই মে (এপিপি)। ইষ্টার্ন কম্যাণ্ডের কমাণ্ডার লেঃ জেঃ এ, এ, কে, নিয়াজী গত রবিবার সিলেট এলাকা সফর করেন। তিনি সিলেট পৌঁছলে সেনাবাহিনীর স্থানীয় কম্যাণ্ডার তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং পরে ঐ এলাকায় দুষ্কৃতকারী নির্মূল অভিযানের অগ্রগতি তাঁকে অবহিত করেন। তাঁকে জানানো হয়, সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় সেনাবাহিনী তল্লাশী ও গ্রেফতার অভিযান চালায়। এলাকাটি পুরোপুরি তাদের আয়ত্তে রয়েছে।

স্থানীয় কম্যাণ্ডার বলেন যে, রাষ্ট্রবিরোধী লোকজন ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের সীমান্ত সন্নিহিত গোপন আড্ডাগুলোতেও অভিযান চালানো হচ্ছে। দেশপ্রেমিকেরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এসব গোপন আড্ডা সম্পর্কে যথাযথ খবর দিচ্ছে। তারা রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তি ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেয়নি।

জেনারেল নিয়াজী মোটরে হেমুতে যান। এই স্থানটি সিলেট শহর থেকে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের প্রবেশ পথ বন্ধ করার জন্যে সেই এলাকায় যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তিনি তা পরিদর্শন করেন। সীমান্ত এলাকাটিতে কর্তৃত্ব আরো দৃঢ় করার জন্য তিনি ওখানেই আদেশ দেন।

গ্রাম এলাকার মধ্য দিয়ে পনের মাইল ব্যাপী ভ্রমণকালে জেঃ নিয়াজী দেখন যে, চাষীরা বোরো ধান কাটছে এবং গরুর পাল চরছে মাঠে। গ্রামঞ্চলও সিলেট শহরের মত শান্ত। হিমু থেকে ফেরার পথে তিনি সিলেট বাজারের মধ্য দিয়ে আসেন। বাজারের পরিবেশ স্বাভাবিক।

জেনারেল নিয়াজী বিকালে ঢাকায় ফিরে আসেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫১। পূর্ব পাক সরকারের প্রধান সচিবের কাছে বেসামরিক বিষয়ক সামরিক কর্মকর্তা রাও ফরমান আলীর চিঠি	সরকারী দলিলপত্র; উদ্ধৃতঃ 'এক্সপেরিয়েন্স অব এন এক্সাইল এট হোম'-মফিজুলাহ কবীর ডিসেঃ ১৯৭২	৭ মে, ১৯৭১

HQ MLA ZONE `B'
CIVIL AFFAIRS
GOVERNOR'S HOUSE
DACCA (EAST PAKISTAN)

No. 290/R/A794.7th May, 1971

To
The Chief Secretary,
Government of East Pakistan,
Eden Buildings, Dacca.

It has been observed that in most cases the heads of Departments and Directorates and Autonomous Bodies in their Radio talks are highlighting past achievements and the future plans and very little thought is being given to present conditions.

It is desired that they should be advised to take into consideration the practical aspect of the matter and propose corrective measures to be taken to overcome the difficulties. The responsibilities of the field staff and the need for public cooperation should also be highlighted in their talks.

Maj Gen. Major
General Civil Affairs
Sd/-Rao Farman Ali Khan

No. CAIV/109/71-289dATED; Dacca The 13th May; 1971.

Copy forwarded for information and guidance to registrar, Dacca University.

Sd/-AZM.Shamsul Alam.CSP
Deputy Secretary to the Govt. of
East Pakistan. S & G A (G A)
Department.

Distribution:
Head of the Departments.
Chairman of Autonomous
Head of the Directorates.
No. GAIV/109/71-289/1 Dt.... 13. 5. 1971.
Copy forwarded for favor of information to Major General Civil Affairs, Governor's House, Dacca.

Sd/-Illegible,
Deputy Secretary

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫২। কর্নেল ওসমানীকে হাজির হওয়ার নির্দেশ	পূর্বদেশ	১৪ মে, ১৯৭১

কর্নেল ওসমানীকে হাজির হওয়ার নির্দেশ

ঢাকা, ১৩ই মে (এপিপি)। 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক আগামী ২০ শে মে সকাল আটটার সময় ঢাকার দ্বিতীয় রাজধানীস্থ ১ নম্বর সেক্টরে উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের সামনে হাজির হবার জন্যে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এম এ, জি ওসমানীকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১১২, ১২৩, ১৩১ এবং ১৩২ নম্বর ধারা এবং ১০ ও ১৪ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী আনীত অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্যেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক যে আদেশ দেন নীচে তা দিয়ে দেয়া হলোঃ-

১। ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে আমি 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ টিক্কা খান এস, পি, কে, পি এস সি আপনি কর্নেল এম, এ, জি, ওসমানীকে (অবসরপ্রাপ্ত) আপনার বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১, ১২৩, ১৩১ ও ১৩২ নম্বর ধারা এবং ১০ও ১৪ নম্বর সামরিক আইনবিধি অনুযায়ী আনীত অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্যে ১৯৭১ সালের ২০শে মে সকাল আটটার সময় ঢাকার দ্বিতীয় রাজধানীস্থ ১ নম্বর সেক্টরের উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের সামনে হাজির হতে আদেশ দিচ্ছি।

২। যদি আপনি উপরের উল্লেখমত হাজির হতে ব্যর্থ হন তা হলে আপনার অনুপস্থিতিতেই ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী আপনার বিচার করা হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৩। সাংবাদিক সাক্ষাৎকার লেঃ জেঃ টিক্কা খান	পূর্বদেশ	১৬ মে, ১৯৭১

সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে গভর্নর লেঃ জেনারেল টিক্কা খানঃ
সশস্ত্র প্রতিরোধ নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে

ঢাকা, ১৫ই মে (এপিপি)। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও প্রাদেশিক সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ টিক্কা খান বলেন যে, সারা প্রদেশ থেকে সুগঠিত সমস্ত প্রতিরোধ নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। তবে প্রদেশের অভ্যন্তরভাগে কোথাও কোথাও লুট, সন্ত্রাস, কিংবা নিরীহ জনগণকে হয়রানি ধরনের কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত দুষ্কর্ম চলছে বলে তিনি জানান।

গভর্নর গতকাল এক ঘরোয়া পরিবেশে দুজন বিশেষ সংবাদদাতার সাথে আলাপ করছিলেন। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে এসে এক সময় পূর্ব পাকিস্তান সফরের পর বিশেষ সংবাদাতা দুজন গতকাল গভর্নর হাউসে গভর্নরের সাথে দেখা করেন।

গভর্নর টিক্কা খান সাংবাদিকদের সাথে ৪৫ মিনিটকাল আলোচনার সময় প্রদেশের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় .....পূর্ণ প্রশাসনিক কর্তৃত্ব স্থাপন এবং অর্থনৈতিক জীবনধারার পুনর্জীবন বিষয়গুলো বিশেষভাবে জানান।

অনুপ্রবেশকারীরা সুবিধা করতে পারবে না

এক প্রশ্নের জবাবে গভর্নর বলেন যে, দুষ্কৃতকারীদের কার্যকলাপ সেনাবাহিনীর লোকেরা বন্ধ করে দিচ্ছেন এবং তাদের নির্মূল করতে বেশীদিন লাগবে না। অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে জেনারেল টিক্কা খান বলেন যে, কোন কোন এলাকায় ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টায় তারা সুবিধা করতে পারেনি।

জনশক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য স্কীম

গভর্নর টিক্কা খান বলেন যে, প্রাপ্ত প্রশাসনিক জনশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য তিনি একটি স্কীম তৈরি করছেন। এর জন্য জেলা পর্যায়েও পূর্ণভাবে সাহায্য করা সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন যে, প্রশাসন ব্যবস্থা পূর্নভাবে চালু করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহীত হয়েছে।

আসন্ন দুর্ভিক্ষের সংবাদ ডাহা মিথ্যা

পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষ আসন্ন বলে বিদেশী সংবাদপত্রগুলো যে সংবাদ প্রচার করেছে তা ডাহা মিথ্যা বলে জেঃ টিক্কা খান জোর দিয়ে বলেন। খাদ্যশস্যের ব্যাপারে বলতে পারি এখানে এখনো তার অভাব দেখা দেয়নি। সরকারের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য মওজুদ রয়েছে। কোন কোন এলাকায় যোগযোগ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ার খাদ্যশস্য পরিবহণে কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছে। যেমন, ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা ঢাকা ও চট্রগ্রামের মধ্যে কয়েকটি রেলব্রিজ নষ্ট করে দিয়েছে। দ্রুত এগুলোর সংস্কার চলছে বলে তিনি জানান।

অর্থনীতি সম্পর্কে

অর্থনীতি সম্পর্কে গভর্নর জানান যে, অধিকাংশ কলকারখানা, এমনকি দোকানপাটও পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু হয়েছে। বাকী শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থাগলেোতে দ্রুত কাজ শুরুর ব্যবস্থা চলছে । যে সকল শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত কাজ শুরু করেনি তাদের বিরুদ্ধে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, সকলকে তাদের স্বীয় স্বীয় কাজ শুরু করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে ।

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না

যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং দোকানপাট এখনো খুলেনি সেগুলো বন্ধ করে দেয়া কিংবা প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের খাতিরে অন্য কাউকে মঞ্জুরী দেওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে গভর্নর বলেন যে, তিনি সে সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেন না । তাদের কোন অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে দেয়া হবে না বলে গভর্নর উল্লেখ করেন ।

কৃষি ব্যবস্থায় পূর্ণ স্বাভাবিকতা ফিরে আসায় গভর্নর জেনারেল টিক্কা খান সন্তোষ প্রকাশ করে মন্তব্য করেন ‘এটা পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির একটি উৎসাহজনক লক্ষণ’ ।

চা শিল্পের কোন ক্ষতি হবে না

এক প্রশ্নের জবাবে গভর্ণর বলেন যে, সিলেট জেলার সকল চা বাগানের শ্রমিকরা ফিরে আসা শুরু করেছে । অতএব চা শিল্পের বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না ।

এক প্রশ্নকারীকে তিনি জানান যে, গোলযোগপূর্ণ দিনগুলোতে বিভিন্ন ব্যাংক ও সরকারী ট্রেজারী থেকে দুষ্কৃতকারীরা যে বিপুলসংখ্যক টাকা-পয়সা লুট করে নিয়ে গেছে তার মোকাবিলা করার জন্য ব্যাপক চেষ্টা চালান হচ্ছে । তার মত অনুসারে এই অর্থ দেশের বাইরে চালান হয়ে গেছে বলে তিনি জানান ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৪। সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত	পূর্বদেশ	২১ মে, ১৯৭১

সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত

ঢাকা ২০শে মে (এপিপি) । প্রাদেশিক সরকার আগামী ২রা আগষ্ট থেকে সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে আজ এখানে প্রকাশিত এক প্রেসনোটে বলা হয়েছে।

প্রেসনোটের পূর্ণ বিবরণঃ

নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুযায়ী পলিটেকনিক ও অন্যান্য কারিগরী ইনস্টিটিউটসহ সমস্ত কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(ক) পলিটেকনিক ও অন্যান্য কারিগরী ইনস্টিটিউটসহ সমস্ত সরকারী কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়সনসিংহ এবং ঢাকাস্থ পূর্ব পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়।

(১) শিক্ষকদের ১৯৭১ সালের ১লা জুন কাজে যোগদান করতে হবে।

(২) ১৯৭১ সালের ২রা আগষ্ট থেকে ক্লাস শুরু হবে।

(খ) বেসরকারী কলেজসমূহ (ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজ)।

(১) শিক্ষকদের ১৯৭১ সালের ১ লা জুলাই কাজে যোগদান করতে হবে।

(২) ১৯৭১ সালের ২রা আগষ্ট থেকে ক্লাশ শুরু হবে।

নির্ধারিত তারিখ থেকে ক্লাশ শুরু করার উদ্দেশ্যে শিক্ষকরা তাদের কাজে যোগদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

নির্ধারিত তারিখ কাজে যোগদান না করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের তাদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা যেতে পারে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৫। শিক্ষকদের 'দায়িত্বহীন উক্তি সম্পর্কে সামরিক কর্তৃপক্ষের হুঁশিয়ারী	সরকারী দলিলপত্র; উদ্ধৃতঃ 'এন এক্সপেরিয়েন্স অব এক্সাইল এট হোম'-মফিজুলাহ কবীর	২২ মে, ১৯৭১

CONFIDENTIAL/ IMMEDEATE.

HQ MLA ZONE `B'
CIVIL AFFAIRS
DACCA (EAST PAKISTAN)
No 600/ Miss/ CA-2 May 22, 1971

To : The Director of Public Instructions, Dacca.

Sub: Indulgence of teachers in Irresponsible Talk.

1. It has come to the notice of this HQ. that teacher's are indulging in irresponsible talk about the affairs of the country . Loose talk can spread sore among the people and is essential instrument of the miscreant and subversive elements. This HQ. therefore, takes serious notice of this offence and feels the necessity of severe disciplinary action aganist the culprits if the practice does not cease forthwith.
2. Please warn all concerned accordingly.

Col.
Sd/-Major General Civil Affairs,
(Saeeduddin Ahmed)
CONFIDENTIAL/ IMMEDIATE

No. 6293/61-GA

From : The Director of Public Instruction, East Pakistan, Dacca.

To:1. The Deputy Director of Public Instruction, Dacca / Chittagong / Rajshahi / Khulna (Barishal) Division.

2. The Principal

Sub: Indulgence of teachers in irresponsible talk.

In enclosing herewith a copy of order No. 660/ Mis/ CA-2 dated 22.5.71 from the Martial Law Authorities he is requested to bring the contents of the letter to the notice of the teachers under him immediately for information and guidance. This letter which is marked Confidential should not be circulated to others. He is requested to ensure that teachers do not indulge in irresponsible talk about the affairs of the country.

Appropriate disciplinary action should be promptly taken against any teacher found guilty of this offence.

Sd/-M.F. Khan
25.5.71
Director of public Instruction, EP
East Pakistan.

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
১৫৬। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠন	পূর্বদেশ	৩০ মে, ১৯৭১

ভার্সিটি শিক্ষা পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠন

ঢাকা ২৯শে মে (এপিপি)। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাস করার জন্য গভর্ণর নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেনঃ

ডঃ সাজ্জাদ হুসাইন, ভাইস-চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ডঃ হাসান জামান, ডিরেক্টর, জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো, ডঃ মোহর আলী, সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব এ, এফ, এম, আবদুর রহমান, সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ডঃ আবদুল বারী, সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ডঃ মকবুল হোসেন, সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ডঃ সাইফুদ্দিন জোয়ারদার, সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সুপারিশ করবেনঃ-

(১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস।

(২) সিলেবাসকে জাতীয় চেতনায় উদ্ধুদ্ধ করে তোলার জন্য ইহার সংশোধন এবং

(৩) উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে সুবিধাজনক অন্যান্য সুপারিশ।

১৯৭১ সালের ৩১ শে আগষ্টের আগেই কমিটিকে ইহার রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করতে হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৭। ১৪৯ নম্বর সামরিক বিধি জারী	দৈনিক পাকিস্তান	৩ জুন, ১৯৭১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা সম্পর্কে
১৪৯ নম্বর সামরিক বিধি জারী

গতকাল বুধবার 'খ' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক লেঃ জেঃ টিক্কা খান কর্তৃক জারীকৃত ১৪৯ নম্বর সামরিক বিধির বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ-

(১) ১৯৭১ সালের ২১ শে মে স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত সময়সূচী মত বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় খোলা হবে।

(২) নির্ধারিত তারিখে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা কাজে যোগদান করবেন। অতিরিক্ত ১৫ দিন সময়ের মধ্যে (গ্রেস পিরিয়ড) পুনরায় কাজে যোগদানে ব্যর্থ হলে তারা চাকুরী থেকে বরখাস্ত হওয়ার গণ্য হবেন এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ২৫ নম্বর সামরিক বিধি অনুসারে সামরিক আদালতে বিচার করা হবে।

(৩) এই নির্দেশ বলে 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের জারীকৃত ১২১ নম্বর বিধি বাতিল করা হল।

এপিপি এ খবর পরিবেশন করেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট পূর্ব পাক সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি চিঠি	সরকারী দলিলপত্র উদ্ধৃতঃ এক্সপেরিয়েন্স অব এন এক্সাইল-প্রাগুক্ত	৪ জুন, ১৯৭১

IMMEDIATE
CONFIDENTIAL

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN
EDUCATION DEPARTMENT
Dated 4th June, 1971

No. SN /482 (7) –Edn.
From : - Mr. AN Kalimullah
Deputy Secretary to the Government of East Pakistan.

To : The Vice-Chancellor,
Dacca University,
Dacca.

From 1st June, 1971 teachers of all colleges including polytechnics and other technical institutions, medical colleges, engineering colleges and all Universities were to report from (?) duty. Necessary preparation and arrangements are to be made by them from the date resumption of their duty to the date fixed for the commencements of the classes, that is, 2nd August, 1971.

It is requested that detailed programme of work of the teachers during the above period may please be drawn up and furnished to this Department immediately. It may also be please ensured that the teachers remain in the respective office during office hours. Steps that may be taken by him to ensure the above may also be reported.

Sd/- A.N. Kalimullah
4-6-71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৯। সামরিক গভর্নরের সফর ও বক্তৃতা-বিবৃতি	দৈনিক পাকিস্তান	৬ জুলাই , ১৯৭১

চুয়াডাঙ্গা, নাটোর ও রাজশাহীতে গভর্নর জনগণ পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য কোন দলকে ম্যাণ্ডেট দেয়নি

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও সামরিক আইন শাসনকর্তা লেঃ জেঃ টিক্কা খান গতকাল সোমবার চুয়াডাঙ্গা, নাটোর ও রাজশাহী সফর করেন।

এপিপি পরিবেশিত এই খবরে প্রকাশ, সফরকালে তার সঙ্গে ছিলেন জাতিসংঘ আন্তঃএজেন্সী রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ রাহগাত আল তাবিল,তার সহকারী ও উপদেষ্টা মিঃ গ্লান-ই-হায়ডন, রেডক্রস সোসাইটি লীগের মিঃ পিষ্ট্যানসিস ও রিলিফ কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আলী।

গভর্নর এই সফরকালে স্থানীয় সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীগণ ও শান্তি কমিটিসমূহের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন।

তিনি তাদের সঙ্গে আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতি, মওজুদ খাদ্য পরিস্থিতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আলোচনা করেন।

তাঁকে জানান হয় যে সারা রাজশাহী বিভাগে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের নির্মূল করা হয়েছে এবং জনসাধারণ তাদের ঘর বাড়ীতে ফিরে এসেছে। পর্যাপ্ত খাদ্য মওজুদ রয়েছে, দোকানপাট খোলা হয়েছে, সরকারী অফিসে কাজকর্ম চলছে এবং অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসসমূহে স্বাভাবিকভাবে কাজ চলছে।

বিভিন্ন স্থানে শান্তি কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখা এবং জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাদের উত্তম কাজর প্রশংসা করেন। তিনি গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের উপস্থিতির কথা কর্তৃপক্ষকে জানাবার জন্য তাদের আহ্বান জানান যাতে করে আইন ও শৃংখলা রক্ষাকারী এজেন্সীসমূহ তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

সর্বত্রই জনসাধারণ আগ্রহের সঙ্গে গভর্নরকে অভিনন্দন জানান এবং পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ ও কায়েদে আজম জিন্দাবাদ শ্লোগান দেয়।

চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গায় গভর্নর অভ্যর্থনা কেন্দ্রও পরিদর্শন করেন। তিনি দেখেন যে, প্রত্যাবর্তনকারীদের গ্রহণের জন্য সেখানে প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। তিনি বাসস্থান, খাদ্য ও চিকিৎসা সুবিধা পরিদর্শন করেন। তিনি কয়েকজন প্রত্যাবর্তনকারীর সঙ্গেও দেখা করেন। এবং তাদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে আলাপ করেন।

গতকাল অভ্যর্থনা শিবিরে আগত একটি পরিবারের প্রধান গভর্নরকে জানান যে, তিনি ইতিপূর্বে অনুমোদিত পথে দেশে আসার চেষ্টা করেছেন কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাকে আসতে দেয়নি। পরে এক অননুমোদিত পথে পূর্ব পাকিস্তানে আসতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি আরো এলন, তিনি ও অন্যান্য প্রত্যাবর্তনকারীদের অভ্যর্থনা কেন্দ্রে ভালভাবে দেখাশুনা করা হচ্ছে।

গভর্নর প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে লুঙ্গী ও শাড়ী বিতরণ করেন।

গভর্নরের প্রশ্নের জবাবে অভ্যর্থনা শিবিরে মেডিকেল অফিসার জানান যে সকল প্রত্যাবর্তনকারীকে চিকিৎসা সুবিধা দেয়া হয়েছে এবং কোন গুরুতর অসুস্থতা বা মহামারী ঘটেনি। তিনি আরো জানান কয়েক দিন আগে আগত কয়েকজন প্রত্যাবর্তনকারী কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়োছিলো কিন্তু তাদের অবিলম্বে রক্ষা করা হয়।

নাটোর

নাটোরে জেঃ টিক্কা খান জিন্নাহ সরকারী হাইস্কুল ও সরকারী গার্লস স্কুল পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষক ও কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে জানানো হয় যে, উপস্থিতি সন্তোষজনক এবং ক্লাশ রীতিমতো চলছে। গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা স্কুল প্রাঙ্গণে লাইন দিয়ে দাঁড়ায় এবং জাতীয় সংগীত শোনায় । তিনি পরে গাড়ীযোগে বাজারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করেন।

রাজশাহী

রাজশাহীতে শান্তি কমিটির সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণদান প্রসঙ্গে গভর্নর বলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এই জনগণের মূল্যবান অবদান রয়েছে এবং পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষ বা রাজনৈতিক দলকে তারা ম্যাণ্ডেট দেয়নি। তারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন কিন্তু বিলুপ্ত আওয়ামী লীগ পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দেয়ার ম্যাণ্ডেট হিসাবে তাদের সমর্থনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জনসাধারনের সক্রিয় সহযোগিতায় সশস্ত্র বাহিনীর সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে ভাঙ্গনের হাত থেকে পকিস্তান রক্ষা পেয়েছে এবং বর্তমানে পাকিস্তানকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করার জন্য সকল প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন।

শান্তিপূর্ণ অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জনগনের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে শান্তি কমিটিসমূহের প্রচেষ্টার জন্য তিনি বিশেষভাবে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

গভর্নর বলেন তিনি অবহিত আছেন যে, গত মার্চ মাসে বিভিন্ন কারাগার থেকে ক্রমাগতভাবে ছেড়ে দেয়া প্রায় ১১ হাজার দণ্ডপ্রাপ্ত বিচারাধীন ব্যক্তি কতিপয় স্থানে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের হয়রানি করছে। তিনি বলেন তাদের খুঁজে বের করা এবং শাস্তিদানের জন্য শাসন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি শান্তি কমিটির সদস্যদের জানান যে এদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী এজেন্সীসমূহকে সাহায্য করার জন্য রাজাকার গঠন হচ্ছে এবং ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে।

পরে জেঃ টিক্কা খান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। তাঁকে জানানো হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল কর্মচারী কাজে যোগ দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ২রা আগস্ট পুনরায় খোলার কথা।

গভর্নর ও বিশ্ববিদ্যালযের চ্যান্সেলর পরে গাড়ীযোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন।

জেনারেল টিক্কা খান বিকেলে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬০। জেনারেল নিয়াজীর সীমান্ত পরিদর্শন	দৈনিক পাকিস্তান	৯ জুলাই, ১৯৭১

জেনারেল নিয়াজীর সিলেট সীমান্ত পরিদর্শন
গোটা সিলেট জেলা থেকে দুষ্কৃতকারীদের
বিতাড়িত করা হয়েছে

ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ডের লেঃ জেঃ এ, এ, কে, নিয়াজী গতকাল বৃহস্পতিবার সেলেট এলাকা সফরকালে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বরাবর প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত সেনাবাহিনী পরিদর্শন করেন।

তিনি জিওসি সমভিব্যহারে এই সফরে যান বলে এপিপির খবরে প্রকাশ।

সীমান্ত যাতে আর কোন রকম অনুপ্রবেশ না ঘটে বা কোন রকম হামলা না চলে তারই জন্যে এই সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সীমান্ত ঘাঁটিগুলি সবই সেনাবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

জেনারেল নিয়াজী সৈন্যদের সাথে ঘরোয়াভাবে কথাবার্তা বলেন এবং তাদের কুশল জানতে চান। তিনি তাদেরকে অত্যন্ত ভালো অবস্থায় দেখতে পান।

স্থানীয় কমাণ্ডার জেঃ নিয়াজীকে জানান যে, বেসামরিক জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় সারা সিলেট জেলা থেকেই গোলাযোগ সৃষ্টিকারীদের বিতাড়িত করা হয়েছে। কমাণ্ডার জানান, ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কিছু দুষ্কৃতিকারী মাঝে মাঝে সীমান্ত পথে ভিতরে ঢুকে প্রধানতঃ আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদেরকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন স্থানে দুষ্কৃতিকারীরা যে নাশকতামূলক তৎপরতা চালাবার চেষ্টা করে স্থানীয় জনসাধারণ ও রাজাকাররা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে তা প্রতিহত করে বলে কম্যাণ্ডার জানান।

জেনারেল নিয়াজী সিলেট থেকে হেলিকপ্টারে জৈয়ন্তপুর যান এবং সেখানে তিনি সংবর্ধনা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তাঁকে জানানো হয় যে ৭ হাজার গৃহত্যাগী মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে এখানে ফিরে এসেছে। এদের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরও ১২শ’ লোক রয়েছে। অনুমোদিত পথে ফিরে আসার ব্যাপারে ভারত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় এদের বেশির ভাগই অননুমোদিত পথে পাকিস্তানে ফিরেছে।

সংবর্ধনা কেন্দ্রের কাছে দরবাস্তপুরে এক বিরাট জনতা নারায়ে তকবির, আলাহু আকবর, পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ ও কায়েদে আজম জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে জেঃ নিয়াজীকে স্বাগত জানায়।

এরপর জেঃ নিয়াজী শ্রীমঙ্গল এলাকায় কুশিয়ারা নদীতে শেওলামুখ ফেরী পরিদর্শন করেন।

শ্রীমঙ্গলে স্থানীয় কম্যাণ্ডার জেনারেল নিয়াজীকে জানান যে এই এলাকায় চা বাগানগুলিতে কোন রকম বল প্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন করা হয়নি। তিনি বলেন, দুষ্কৃতকারীরা অবশ্য চা বাগানগুলির দক্ষ শ্রমিকদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলে তাদেরকে কাজ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। এই দুষ্কৃতকারীরা স্বভাবতই ভারতের ট্রেনিং শিবির থেকে এসোছিলো। ভারত তদের সীমান্তে এই সব শিবির স্থাপন করেছে।

সীমান্ত এলাকায় যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভারতীয় বিস্ফোরক দ্রব্যাদি পাওয়া গেছে সেগুলিও জেনারেল নিয়াজীকে দেখানো হয়।

জেনারেল নিয়াজী সন্ধ্যায় ঢাকায় ফিরে আসেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬১। পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে-জেনারেল নিয়াজী	দৈনিক পাকিস্তান	১১ জুলাই, ১৯৭১

জেনারেল নিয়াজীর চট্রগ্রাম সফরঃ গোটা পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত সেনাবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে

পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের কমাণ্ডার লেঃ জেঃ এ এ কে নিয়াজী গতকাল শনিবার চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সেনাবাহিনী পরিদর্শন করেন বলে এপিপির খবরে প্রকাশ ।

চট্টগ্রাম পৌঁছলে সেনাবাহিনী ও নৌ-সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসাররা জেঃ নিয়াজীকে সংবর্ধনা জানান। পরে স্থানীয় কমাণ্ডার তাঁর কাছে এলাকার আইন-শৃংখলার পরিস্থিতি এবং সীমান্ত বরাবর প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর কার্যক্রমের বিবরণ দেন। আইন-শৃংখলার কথা বলতে গিয়ে স্থানীয় কমাণ্ডার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে জনসাধারণের সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

জেনারেল নিয়াজীকে জানানো হয় যে, অনুপ্রবেশের সব সম্ভাব্য স্থল ও নৌ-পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা হয়েছে এবং পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত বরাবার গোটা এলাকা এখন সোনবাহিনীর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

চট্টগ্রাম থেকে জেঃ নিয়াজী হেলিকপ্টারযোগে দোহাজারী, কাপ্তাই ও রাঙ্গামাটি যান। দোহাজারীতে এক বিরাট জনতা তার চার পাশে সমবেত হয়ে দেশাত্মবোধক শ্লোগান দেয় । তিনি তাদের সাথে করমর্দন করেন এবং এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা ও বজায় রাখায় তাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

পরে জেঃ নিয়াজী কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শনে গেলে তার কাছে ধ্বংসাত্মক কাজের হাত থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রটিকে রক্ষার ব্যবস্থাদি বিশ্লেষণ করা হয়।

তাঁকে জানানো হয় যে সব শ্রমিকরাই কাজে যোগদান করেছেন এবং বর্তমানে সেখানে স্বাভাবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ চলছে।

রাঙ্গামাটিতে জেঃ নিয়াজীকে জানানো হয় যে উপজাতীয়রা দুষ্কৃতকারীদের অনুসরণ করে ধরার সাহায্য করছে এবং ফৌজী প্রধানরা কর্তৃপক্ষের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছেন কয়েক জায়গায় তারা নিজেরাই দুষ্কৃতকারীদের ধরে তাদের অস্ত্রশস্ত্র আটক করেছে।

জেনারেল নিয়াজীর এই সফরকালে চাকমা প্রধান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য রাজা ত্রিদিব রায়ও উপস্থিত ছিলেন।

অপরাহ্নে জেনারেল নিয়াজী ঢাকা ফিরে আসেন।

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
১৬২। পাকিস্তান বিষয়ক একাডেমী অর্ডিন্যান্স	দৈনিক পাকিস্তান	১৮ জুলাই, ১৯৭১

বিএনআর-এর বদলে নয়া সংস্থা

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেঃ জেঃ টিক্কা খান ১৯৭১ সালের পাকিস্তান বিষয়ক একাডেমী অর্ডিন্যান্স নামে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করেছেন বলে এক সরকারী প্রেসনোটে জানানো হয়েছে।

অর্ডিন্যান্সের বিধান অনুযায়ী জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো ভেঙ্গে দিয়ে তার পরিবর্তে পাকিস্তান বিষয়ক একাডেমী নামে আর এইট সংস্থা চালু করা হবে। একাডেমী বিশেষ করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং সাধারণভাবে পাকিস্তান সংক্রান্ত বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিয়োজত থাকবে। এছাড়া একাডেমী পূর্ব পাকিস্তানের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নাদি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশনার দায়িত্বও গ্রহণ করবে।

পনরজন সরকারী ও বেসরকারী সদস্য সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ডের উপর এই একাডেমীর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকবে। বোর্ড একডেমীর কর্তব্য পালনের নীতি নির্ধারণ করবে। ৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত কার্যনির্বাহক কমিটি দৈনন্দিন কাজ সম্পাদন করবে। এই ৫ জন সদস্য বোর্ডেরও সদস্য থাকবেন। বিলুপ্ত জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোর ডিরেকটর জনাব হাসান জামানকে নব স্থাপিত একাডেমী ফর পাকিস্তান এফেয়ার্স এর ডিরেক্টর নিয়োগ করা হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৩।কুমিল্লায় সামরিক গভর্নর	দৈনিক পাকিস্তান	২৬ জুলাই, ১৯৭১

কুমিল্লায় প্রতিনিধিত্বমূলক সমাবেশে গভর্নর
ভারত কখনও পূর্ব পাকিস্তানীদের বন্ধু হতে পারে না

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও খ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ টিক্কা খান গতকাল রোব্বার পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকা সফরকালে কুমিল্লায় এক প্রতিনিধি সমাবেশে বলেন যে, যে ভারত গত বুধবার কুমিল্লা শহরের লোকদের উপর নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করতে দ্বিধা করেনি সে কখনো পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের বন্ধু হতে পারে না।

এপিপির খবরে প্রকাশ উস্কানিবিহীন এই ভারতীয় গোলাগুলিতে নিহতদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করে গভর্ণর বলেন, এই ব্যবস্থা নিরপরাধ জনসাধারণের জীবনের প্রতি ভারতের চরম অবজ্ঞাই প্রদর্শন করেছে।

জেনারেল টিক্কা খান বলেন, আমরা আমাদের জনগণের অর্থনৈতিক ভাগ্যোন্নয়নের জন্য শান্তি চাই। কিন্তু ভারত সীমান্তে উত্তেজনা জিইয়ে রাখছে।

গভর্নর বলেন, ভারতীয় সৈন্যরা তাদের চরদের সহযোগিতায় মাঝে মাঝে বেসামরিক পোশাকে সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ করে এবং আমাদের অর্থনীতির ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে। পরিণামে সাধারন মানুষকেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তিনি জনসাধারকে তাদের শত্রুদের সম্পর্কে সর্তক করে দেন। তিনি বলেন, পল্লী এলাকার লেকদের গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষায় করার উদ্দেশ্যে রাজাকারদের নিয়োগ করা হচ্ছে।

তিনি শান্তি বজায় রাখার এবং দুষ্কৃতকারীদের দমনে শন্তিকমিটির প্রচেষ্টার প্রশংসা করে বলেন যে শান্তি কমিটিগুলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয় এবং তারা পাকিস্তানের সংহতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার একমাত্র লক্ষ নিয়েই কাজ করছে।

জেনারেল টিক্কা খান জনসাধারণকে গুজবে কান না দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন এগুলো জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী। সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ দিয়ে গভর্নর বলেন যে, ঢাকায় শান্তিপূর্ণভাবে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। যারা বিভ্রান্তিকর গুজবের দরুন পরীক্ষা দেয়নি তারা একটি মূল্যবান শিক্ষাবছর হারিয়েছে।

এলাকার খাদ্য মওজুদের পরিমাণে সন্তোষ প্রকাশ করে গভর্নর বলেন, যোগাযোগের অসুবিধা সত্ত্বেও প্রদেশের সব অংশের অভাবী লোকদের কাছে খাদ্য পৌঁছানো হবে।

সীমান্তের ওপার থেকে গৃহত্যাগী ব্যক্তিদের প্রত্যাবর্তনের উল্লেখ করে গভর্নর বলেন, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট একাধিকবার আশ্বাস দিয়েছেন যে সব পাকিস্তানীদের গৃহে প্রত্যাবর্তনকে অভিনন্দন জানানো হবে। এর মাঝে ৯০ হাজারেরও বেশী লোক ফিরে এসেছে। অনুমোদিত পথে ভারতীয়রা বাধা দিচ্ছে বলে তাদের অধিকাংশকেই অননুমোদিত পথে আসতে হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গভর্নর বলেন যে, পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে কিন্তু ভারত তা প্রত্যাখান করেছে। কারণ জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে তার সত্যিকার অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে পড়বে।

কুমিল্লা থেকে জেঃ টিক্কা খান ফেনী ও লাকসামের মধ্যবর্তী জায়গায় গুণবতী রেলসেতু দেখতে যান। ইতিপূর্বে অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা ডিনামাইট দিয়ে সেতুটি উড়িয়ে দেয়। সেতুটি এখন পুনর্নির্মাণের শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

গভর্নর ফেনী ও মাইজদি কোর্টও (নোয়াখালী) সফর করেন এবং সেখানে স্থানীয় কর্মকর্তা ও শান্তি কমিটির সদস্যদের সাথে ঘরোয়া পরিবেশে আলাপ করেন এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখা ও জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনায় তাদের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

তিনি স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলা, খাদ্য ও যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

সফরকালে জর্ডানী রাষ্ট্রদূত সৈয়দ কামাল আল শরীফও গভর্নরের সাথে ছিলেন। গভর্নর গতকাল অপরাহ্নে ঢাকা ফিরেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৪। আর এক দিনের মধ্যে নিজ অবস্থায় ফিরে না আসলে মালিকানা বাজেয়াপ্তির হুমকি	সরকারী দলিলপত্র জনসংযোগ বিভাগ, দিনাজপুর	২৮ জুলাই, ১৯৭১

বালুবাড়ী ও বালুয়াডাঙ্গার অধিবাসীগণকে জানানো যাইতেছে আর একদিনের মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে, অন্যথায় বালুবাড়ী ও বালুয়াডাঙ্গার সমস্ত খালি বাড়ী তালাবদ্ধ করিয়া সিল করিয়া দেওয়া হইবে।

দিনাজপুর শহরের সমস্ত দোকানের মালিকগণকে জানান যাইতেছে যে, যাহাদের দোকান বন্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহা ৩১ শে জুলাইয়ের মধ্যে না খুলিলে ঐ সকল দোকান তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে, এবং মার্শাল-ল কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হইবে ও অন্য লোককে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

পুল হাট, বালুবাড়ী, রামনগর খোয়াড় ও ফুলতলা ঘাট, কাঞ্চন ঘাট, রাজাপড়া ঘাট, বাঙ্গী বেচা পাড়া ঘাট ও কসাইখানা আগামী ৩১ শে জুলাই বেলা ১২টায় মিউনিসিপ্যাল অফিসে প্রকাশ্যে নিলাম হইবে। ডাকের সব টাকা সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হইবে। ৭ দিনের মধ্যে অফিসের নির্দেশ মোতাবেক এগ্রিমেন্ট দাখিল করিতে হইবে।

পরবর্তী কোন আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ রাত ১০ টা হইতে সকাল ৪ টা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে কাহাকেও ঘরের বাহিরে কিংবা রাস্তায় পাওয়া গেলে গুলি করা হইবে।

By order
M/L. Administrator
Dinajpur.
28-7-71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৫। চাকুরীজীবিদের পরিবারের এস, এস, সি পরীক্ষার্থীদের অনুসন্ধান	সাকারি দলিলপত্র উদ্ধৃতঃ এন এক্সপেরিয়েন্স - প্রাগুক্ত	৩১ জুলাই, ১৯৭১

CONFIDENTIAL/URGENT

GOVERNMENT OF PAKINTAN
Services & General Administration Department
General Administration Branch
Section-1V

Dated 31-7-71

No. GA. IV/231/71-608 (50)
From : A. M. F. Rahman, Sk ,
Addl. Chief Secretary to the Government of East Pakistan
To : The Secretary to the Govt. of East Pakistan,
Education Department.

It is considered necessary to find out from all government servants and the employees of the autonomous bodies under the Govt. of East Pakistan working in Dacca city whether their wards were due to appear in S.S.C Examination, 1971 and whether those who were due to appear or not. In the cases who did not appear, reasons for their not doing so also required to be ascertained.

Sd/- A. M. F Rahaman
31.7.71
Addl. Chief Secretary

No. G/10M-53/71-754 (2) – Edn. Dated the 5th August 1971.

Copy forward to the Director Technical education / Director of public Instruction all autonomous bodies, Register, Dacca University and all Section Officer's of this Department with the request to furnish the required information by 10th August , 1971 positively.

Sd/-illegible
5.8.71
Section Officer-(G)
Educational Department

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৬। ছাত্রদের দৈনিক উপস্থিতির হার পাঠানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিভাগের স্মারকপত্র	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিলপত্র উদ্ধৃতঃ এন এক্সপেরিয়েন্স - প্রাগুক্ত	৬ আগষ্ট, ১৯৭১

No. 305495-

OFFICE OF THE REGISTER
UNIVERSITY OF DACCA
DACCA-2

Dated, Dacca the 6th August ,1971
VERY URGENT/ EXPRESS
2ND Reminder

To
1. All Heads of Departments
2. The directors of Institute
Dacca University

Dear Sir,

In inviting a reference to this office letter No. C/73819 dated the 2nd June , 1971 and subseseqent reminder No. 2400-440 dated he 2nd August, 1971 on the above subject, I am to inform you that daily report of the students attendance from some of the Departments are not being received in this office even 11-00 A. M. on the following day.

I am therefore to request you to kindly send there port to this office by 11-00 A. M. positively on the following day in order to enable this to forward the consolidated report to the Government in time.

Yours faithfully,
Sd/-illegible
Register
University of Dacca.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৭। জেনারেল নিয়াজীর বগুড়া সীমান্ত পরিদর্শন	দৈনিক পাকিস্তান	৭ আগষ্ট, ১৯৭১

জেনারেল নিয়াজীর বগুড়া সীমান্ত পরিদর্শন
সশস্ত্র বাহিনীর সাথে জনসাধারণ সক্রিয় সহযোগিতা করছে

পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের অধিনায়ক ও খ এলাকার সহকারী আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এ, এ, কে নিয়াজী পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতি রক্ষায় বগুড়ার জনসাধারণের একনিষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টার আজ উচ্চ প্রশংসা করেন।

জেনারেল নিয়াজীকে স্বাগত জানানোর জন্য তথায় সমবেত অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও শান্তি কমিটির সদস্যদের এক যৌথ সভায় তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন।

জেনালেল অফিসার কমান্ডিংও জেঃ নিয়াজীর সাথে গমন করেন। পশ্চিম সীমান্ত বরাবর আত্মরক্ষামূলক কাজে সেনাবাহিনী মোতায়েন ব্যবস্থাবলী পরিদর্শনের জন্য জেঃ নিয়াজী অত্র এলাকায় একদিনের সফরে গমন করেন।

জনসাধারণের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে জেঃ নিয়াজী বলেন যে, আপনারা জাতির জন্য এক অমূল্য সেবা করছেন। তিনি আরও বলেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সেবা করার অর্থ হলো ইসলামের সেবা করা এবং আল্লাহ তাদের এ মহান কাজের জন্য অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন।

জেনারেল নিয়াজী জনসাধারণকে মুসলমানদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, ইসলামের অনুশাসন অনুসরণ করেই একদিন তারা বিরাট গৌরব অর্জন করেছিলো এবং আমরা যদি ইসলামের অনুশাসন সততার সাথে অনুসরণ করি তবে আমরাও তা অর্জন করতে পারি।

জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত করার জন্য যে সব লোক শত্রুর ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছে জেঃ নিয়াজী জনসাধারণকে তাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করে দেন। উপরোক্ত ধরনের লোকেরা যে সর্বদাই মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির ক্ষতি সাধন করে সে সম্পর্কে জেঃ নিয়াজী ইতিহাস থেকে কতিপয় নজিরের উদ্ধৃতি দেন।

জেনারেল নিয়াজী আরও বলেন, উদ্বাস্তু শিবিরে যারা আমাদের নারী ও শিশুদের প্রতি দুর্ব্যবহার করছে ও আমাদের অর্থনীতি ধ্বংস করার জন্য আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করছে তারা কখনই জনসাধারণের শুভাকাঙ্খী হতে পারে না। এ উক্তি করার সাথে সাথে সমবেত জনসাধারন পাকিস্তানের শত্রুদের নির্মূল করার জন্য তাদের দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করে উচ্চ কণ্ঠে শ্লোগান প্রদান করে।

জেনারেল নিয়াজী জনসাধারণের দেশপ্রেমিক আদর্শ ও উৎসাহ উদ্দীপনার উচ্চ প্রশংসা করেন। দেশের প্রতিরক্ষার সশস্ত্র বাহিনীর সাথে জনসাধারণের সহযোগিতার ও তিনি প্রশংসা করেন।

সভা শেষে জেঃ নিয়াজী সামরিক আইন সদর দফতরে গমন করেন। তথায় তিনি আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি তথা সমাজের সকল স্তরে স্তরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পরিস্থিতি করেন। তথায় তিনি আইন শৃংখলা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন।

পরে জেঃ নিয়াজী সীমান্ত এলাকায় সেনাবাহিনী পরিদর্শন করেন। তিনি সৈন্যদের সাথে ঘরোয়াভাবে আলাপ করেন ও তাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাদেরকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাদেরকে আস্থবান ও উৎফুল্ল দেখতে পান।

অত্র এলাকা পরিদর্শনকালে স্থানীয় কমাণ্ডার জেঃ নিয়াজীকে জানান যে, জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা অত্র এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব পালনের কাজে বিরাটভাবে সহায়ক হয়েছে। তিনি আরও জানান যে বিপুলসংখ্যক লোক রাজাকার হিসাবে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করছে।

জেনারেল নিয়াজী অপরাহ্নে ঢাকা ফিরে আসেন। গতকাল শুক্রবার এপিপি ঢাকায় এ খবর পরিবেশন করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৮। পরিত্যক্ত বাড়ীঘর ও পেশায় ফিরে আসার নির্দেশ এবং আরো কয়েকটি ঘোষণা	সরকারী দলিলপত্র জনসংযোগ বিভাগ, দিনাজপুর	৮ আগষ্ট, ১৯৭১

(১) স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আসার পরিপ্রেক্ষিতে মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষ সকলকে তাহাদের পরিত্যক্ত বাড়ীঘরে ফিরিয়া আসার জন্য ও নিজ নিজ পেশা এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষিকার্য আরম্ভ করার জন্য উপদেশ দিতেছেন। আগামী ১০ ই আগষ্টের মধ্যে পরিত্যক্ত বাড়ীঘরে ফিরিয়া না আসিলে তাহা অন্য লোককে ইজারা দেওয়া হইবে। প্রকাশ থাকে যে, মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকটি নাগরিকের জান ও মালের পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিতেছেন।

(২) পরিত্যক্ত দোকান, হোটেল, বাড়ীঘর ইত্যাদি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য তারিখ বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে ও মহল্লাওয়ারী তারিখ দেওয়া হইয়াছে। দরখাস্তকারীগণ যেন নির্ধারিত তারিখে এ, ডি, সি, সাহেবের অফিসে বন্দোবস্ত নেওয়ার জন্য উপস্থিত থাকেন।

নিমতলা, মালদহপট্টি ও মাড়ওয়ারপট্টি-৯ই আগষ্ট বেলা ১০টা হইতে ৯টা পর্যন্ত।
বাসুনিয়াপট্টি, বড় বন্দর -১০ই আগষ্ট ১০টা হইতে ১টা পর্যন্ত।
গুদরি বাজার, বালুবাড়ী- ১১ই আগষ্ট বেলা ১০টা হইতে ১ টা পর্যন্ত

(৩) এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, মিউনিসিপালিটির পুলহাট খোড়াড়, বালু বাড়ী খোয়াড়, কাঞ্চনঘাট এবং মিউনিসিপালিটির অফিস সংলগ্ন ৮ টি নারিকেল গাছর ডাব ও নারিকেল আগামী ৯ ই আগষ্ট রোজ সোমবার বেলা বারটায় প্রকাশ্যে নিলামে বন্দোবস্ত দেওয়া এবং বিক্রয় করা হইবে। চূড়ান্ত ডাককারীকে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত টাকা জমা দিতে হইবে এবং ডাকের তারিখ হইতে ৭ দিনের মধ্যে অফিসের নির্দেশ মোতাবেক এগ্রিমেন্ট দাখিল করিতে হইবে।

(৪) আজ রাত ১০টা হইতে সকাল ৪টা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকবে। উক্ত সময়ের মধ্যে কাহাকেও ঘরের বাহিরে কিংবা রাস্তায় বের হলে গুলি করা হবে ।

By order
M. L. Administrator
Dinajpur
8-8-71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৯। ঢাকা শহরে অবস্থানরত চাকুরিজীবিদের শিক্ষার্থী সন্তানদের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান	সরকারী দলিলপত্র: উদ্ধৃতঃ এন এক্সপেরিয়েন্স - প্রগুক্ত	১০ আগষ্ট , ১৯৭১

CONFIDENTIAL

GOVERNMENT OF PAKISTAN
Services & General Administration Department
General Administration Branch
Section 1V

Dated , Dacca the 10th August,71

No. GA 1V/246/71/663 (35)
From : A. M. F. Rahman S.K.
Addl. Chief Secretary to
The Govt. of East Pakistan.

To

It has been decided to obtain the following information Government servants and employees of autonomous bodies under the Government of East Pakistan working in Dacca city about their ward;-

a) Name and age of the ward.
b) School / College he/ she is studying in.
c) If he / she is attending class? If not , why not ?
d) place he / she is reading in?

2. The head of the Administrative Deputy may obtain the requirement information in respect of the wards of all officers and the autonomous bodies under his administrative e control. The information so obtained may be compiled by the department and a consolidated report sent to the Chief Secretary to the Govt. of East Pakistan.

3. Information in respect of the employees working in the Divisional Commissioner, Deputy Commissioner, office, Collectorate and the Sub- Divisional Officers, Offices of Dacca sadar South and sadar North Sub-divisions may be obtained by the Divisional Commissioner, Deputy Commissioner and the respective Sub-Divisional Officers who may transmit them to the Board of Revenue after compilation. The Board of Revenue may compile the information received from the Divisional Commissioner, Deputy Commissioner and the two. S. D. O. S. and send a consolidated report to the Chief Secretary.

4. This may be treated as urgent a report in the matter is required to be submitted to the HQ, M. LA. ZONE `B'

Sd/- A. M. F. Rahaman
10.8.71
Addl. Cheif Secretary

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭০। রংপুরে শান্তি কমিটির সদস্যদের সমাবেশে সামরিক গভর্নর	দৈনিক পাকিস্তান	১২ আগষ্ট, ১৯৭১

বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ বিনষ্টকারীরা জনগণের শুভাকাঙ্খী নয়
-গভর্ণর

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান গতকাল বুধবার বলেন যে, যারা যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ও কলকারখানার ক্ষতিসাধন করে তারা জনগণের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না।

জেনারেল টিক্কা খান রংপুরে শান্তি কমিটির সস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। গভর্নরের সাথে ছিলেন প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী ডাঃ এ, এম মালিক ও জাতিসংঘের উদ্বাস্তু হাইকমিশনারের প্রতিনিধি মিঃ জন আর কেলি।

গভর্নর তার বক্তব্য বিশেষ করে বলেন যে যোগাযোগ ব্যবস্থা না হলে জনগণের কাছে খাদ্যশস্য পৌছাতে অসুবিধা হবে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটালে শিল্পোৎপাদন স্বল্প হবে এবং পরিণামে বেকার হবে কলকরখানার শ্রমিকরা।

গভর্নর এসব গণবিরোধী লোকদের আলাদা করার এবং তাদের উপস্থিতির কথা কর্তৃপক্ষকে জানাবার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের নির্মূল এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার কাজে সহায়তা করার জন্য শান্তি কমিটি যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি তার প্রশংসা করেন। গভর্নর বলেন যে শান্তি কমিটিগুলো হলো অরাজনৈতিক সংস্থা এগুলো প্রদেশে সর্বত্র শান্তি বজায় রাখার এবং জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি আরো বলেন যে রাজাকারেরাও দুষ্কৃতিকারীদের হামলার মুখে নিজ নিজ এলাকা রক্ষা এবং সেতু এবং কালভার্ট পাহারা দিয়ে বিশেষ দরকারী দায়িত্ব পালন করছে।

ফিরে আসা উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে গভর্নর বলেন যে প্রেসিডেন্ট বারংবার বলেছেন যে যোলযোগকালে যেসব প্রকৃত পাকিস্তানী সীমান্ত অতিক্রম করে গিয়েছিল তারা দেশে ফিরে আসলে তাদের স্বাগত জানানো হবে। তাদের জন্য অভ্যর্থনা শিবির খোলা হয়েছে এবং তাদের পুর্নবাসনের উদ্দেশ্যে প্রযোজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। গভর্নর বলেন কিন্তু ভারত তাদের ফিরে আসতে দিচ্ছে না।

এই বিষয়টি খোলাসা করে বলতে গিয়ে গভর্নর বলেন আমাদের লোকদের গ্রহণ করার জন্য আমরা অভ্যর্থনা শিবির স্থাপন করেছি। তার তাদের দেশে ফেরা বন্ধ করার জন্য ভারত বসিয়েছে চেকপোস্ট। শুধু তাই নয়, ভারত নিজ এলাকায় জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা হলে ভারতের আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। উদ্বাস্তুরা যাতে বাড়ী ফিরতে না পারে সে জন্য সীমান্তে গোলযোগ সৃষ্টি করাই হলো ভারতের পুনঃ পুনঃ গোলাবর্ষণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এ সত্ত্বেও এ পর্যন্ত এক লক্ষ দশ হাজার লোক দেশে ফিরে এসেছে।

সরকারী কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশঃ

জেলার সরকারী কর্মচারীদের প্রতি একটি পৃথক সমাবেশে গভর্ণর বক্তৃতা দেন। গভর্নর সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা জানার উদ্দেশ্যে তাদের কাছে যাওয়া এবং যতটুকু সম্ভব দ্রুতগতিতে এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করে সেসব অসুবিধা দূর করার জন্য সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠাই হলো অফিসারদের দায়িত্ব পালন মূল্যায়নের মাপকাঠি।

দিনাজপুরে গভর্নরঃ

পরে গভর্নর বিমানযোগে দিনাজপুরে যান তিনি সেখানে শান্তি কমিটির সদস্যবৃন্দের ও স্থানীয় অফিসারদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। গত মার্চে গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহনের পর এটাই হলো দিনাজপুরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের প্রথম সফর। সেনাবাহিনী এই জেলাটি উদ্ধারের আগে দুষ্কৃতকারীদের হাতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গভর্নর তাদের জানান তার সমবেদনা।

তিনি ক্ষত আরোগ্য করার এবং পাকিস্তনের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি হাসিলের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ কঠোর পরিশ্রম করার জন্য জনগণকে উপদেশ দেন।

শান্তি কমিটির প্রেসডেন্ট গভর্নরকে জানান যে, সামরিকও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টার সুফল পাওয়া গেছে। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে এবং জনগণের আস্থাও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গভর্নর শান্তি কমিটির সদস্যদের সাথে তাদের কতিপয় স্থানীয় সমস্যা নিয়ে আলাচনা করেন এবং সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য তারা যে সুপারিশ করেছেন সহানুভূতির সাথে তা বিবেচনা করেন।

গতকাল বুধবার সকালে দিনাজপুরে সংঘটিত বাস দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্দেশ্যে গভর্নর দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করেন। একটি বাস বিরোল সীমান্ত থেকে দেশে ফিরে আসা একদল পাকিস্তানীকে দিনাজপুরে অভ্যর্থণা শিবিরে নিয়ে আসছিল। ভারতীয় এজেন্টদের পুতে রাখা রাস্তার মাইনের আঘাতে বাসটি উড়ে গেছে। গভর্নর আহত বাস যাত্রীদের দেখার জন্য বেসামরিক হাসপাতালে যান। গভর্নর গতকাল বিকালে ঢাকায় ফিরে এসেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭১। জেলা শহরে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস পালনের একটি কর্মসূচী	সরকারী দলিলপত্র জনসংযোগ বিভাগ দিনাজপুর	১৩ আগষ্ট ১৯৭১

স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে নূতন প্রোগ্রাম

অদ্য ১৩ ই আগষ্ট শুক্রবার বিকেল ৩-৩০ মিঃ টাউন হল হইতে এক শোভাযাত্রা বাহির হইবে এবং শহর প্রদক্ষিণ করিবে। মহল্লা শান্তি কমিটির সভ্যগণকে নিজ নিজ এলাকা হইতে লোকজনসহ ৩টার মধ্যে টাউন হলে উপস্থিত হইতে বলা হইতেছে।

১৪ ই আগষ্ট শনিবার সকাল ৬ টায় সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি ভবনে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন।

সকাল ৬টা হইতে দুপুর ১টা পর্যন্ত সমস্ত মসজিদে কোরান পাঠ।

সকাল ৭টায় স্কুলের ছাত্রাছাত্রীদের দ্বারা পতাকা উত্তোলন, সমস্ত স্কুলের ছাত্র জিলা স্কুলে সমবেত হইবে এবং সমস্ত স্কুলের ছাত্রী সরকারী গার্লস স্কুলে সমবেত হইয়া জাতীয় সঙ্গীত সহকারে পতাকা উত্তোলন করিবে।

সকাল ৯টায় পুলিশ লাইনে রাজাকার ও পুলিশ বাহিনীর র‍্যালি ও পেরেড সকল সরকারী কর্মচারী ও জনসাধারণকে উক্ত স্থানে উপস্থিত হওয়ার জন্য বলা যাইতেছে।

সাল ১০ টায় স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে সিনেমা শো। ছাত্রদের জন্য সিনেমা বোস্তান ছাত্রীদের জন্য মডার্ন সিনেমা।

দুপুর ১-৩০ মিঃ সমস্ত মসজিদে পাকিস্তনের সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামন করিয়া বিশেষ মোনাজাত। মন্দির ও গির্জায় অনুরূপ প্রার্থনা।

বিকাল ২ টায় মহিলাদের মিলাদ মাহফিল, নিউ টাউনের জন্য নিউ টাউন প্রাইমারি স্কুল ও অন্য এলাকার জন্য সরকারি গার্লস স্কুল।

বিকাল ৪ টায় টাউন হলে জনসভা।

সন্ধ্যা ৭ টায় সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি ভবনে আলোক সজ্জা। শ্রেষ্ঠ বিবেচিত বেসরকারি ভবনে আলোকসজ্জার জন্য পুরষ্কার দেওয়া হইবে।

প্রথম পুরষ্কার ১০০ টাকা, দ্বিতীয় পুরষ্কার ৭৫ টাকা, ও তৃতীয় পুরস্কার ৫০ টাকা।

আজ রাত ১০-৩০ মিঃ হইতে সকাল ৪ টা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে কাহাকেও ঘরের বাইরে কিংবা রাস্তায় পাওয়া গেলে গুলি করা হইবে।

By order
M. L. Administrator
Dinajpur

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭২। জাতীয় পতাকার যথেচ্ছ ও অসামঞ্জস্য ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ	সরকারী দলিলপত্র জনসংযোগ বিভাগ, দিনাজপুর	১৯ আগষ্ট, ১৯৭১

গত ২৬শে মার্চ হইতে জাতীয় পতাকা ব্যক্তিগত বাড়ীঘর, গাড়ী,রিক্সা, সাইকেল ইত্যাদিতে যথেচ্ছভাবে উড়ান হইতেছে। ঐ সমস্ত পতাকার বেশীর ভাগ বিবর্ণ, ছেঁড়া ও উপযুক্ত মানের নহে।

মার্শাল ল অথরিটির নির্দেশে সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে তাহারা যেন নিজ নিজ বাড়ীঘর দোকান গাড়ী, রিক্সা, সাইকেল ইত্যাদি হইতে অবিলম্বে জাতীয় পতাকা নামাইয়া ফেলেন।

যে সমস্ত বিল্ডিং এর পতাকা উঠাইবার নির্দেশ আছে সেই সব বিল্ডিং এ যথারীতি পতাকা উড়িবে।

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে আগামীকল্য ২০শে আগষ্ট সকাল ৯ টায় এ, ডি, সি সাহেবের অফিসে নিম্নলিখিত মহল্লার পরিত্যক্ত দোকান ও বাড়ীঘরসমূহের বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। নির্ধারিত সময়ে দরখাস্ত কারীগণকে উপস্থিত তাকার জন্য বলা হইতেছে। প্রকাশ থাকে যে উক্ত মহল্লার জন্য আর কোন তারিখ দেওয়া হইবে না। বালূ- বাড়ী, বড় বন্দর ঘাসিপড়া।

আজ রাত ১০-৩০ মিঃ হইতে সকাল ৯ টা পর্যন্ত কারফিউ জারি থাকিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে কাহাকেও ঘরের বাহিরে কিংবা রাস্তায় পাওয়া গেলে গুলি করা হবে।

By order
M.L Administrator
Dinajpur
19-8-71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭৩। অভিযুক্ত জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সামরিক আদালতে হাজির হবার নির্দেশ	দৈনিক পাকিস্তান	২১ আগষ্ট ,১৯৭১

১৪ জন এম এন এ কে সামরিক আদালতে হাজিরের নির্দেশ

'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন কর্তা লেঃ জেঃ টিক্কা খান সামরিক বিধি ও পাকিস্তান ও দণ্ডবিধি অনুসারে আনীত অভিযোগের জবাব দেবার উদ্দেশ্যে আগামী ২২ শে আগষ্ট সকাল ৮ টায় ২ নং সেক্টরের উপ-সামরিক শানককর্তার নাটোরস্থ আদালতে হাজির হওয়ার জন্য ১৪ জন নির্বাচিত এম এন, এ , কে নির্দেশ দিয়েছেন।

'খ' অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তার সদর দফতর থেকে গতকাল সোমবার প্রকাশিত এক নোটিশে একথা জানানো হয়েছে।

এপিপির খবরে প্রকাশ উপরোক্ত ১৪ জন নির্বাচিত এম, এন, এ যদি হাজির না হন তাহলে ৪০ নং সামরিক বিধিবলে তাদের অনুপস্থিতিতেই তাদের বিচার করা হবে।

এমএনএগণ হলেনঃ

১। রিয়াজুদ্দিন আহমদ , পিতা -দালল উদ্দীন , গ্রাম- হিঙ্গলরায়, থানা -কুড়িগ্রাম -জেলা -রপুর

২। মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, পিতা -হাজী মোঃ মফিজ উদ্দীন, দক্ষিণ মুন্সী পাড়া, কোতোয়ালী, জেলা-দিনাজপুর

৩। আবদুর রউফ, পিত- হাজি আজিজুল্লাহ, পোঃ বাগডোকরা,মির্জাগঞ্জ, রংপুর।

৪। মতিউর রহমান, পিতা- ডাঃ মসিদুর রহমান, গ্রাম- বড় রিশালপুর, পোঃ বোগদনর, থানা- পীরগঞ্জ, জেলা- রংপুর।

৫। মফিজ আলী মোহম্মদ চৌধুরী, পিতা- মরহুম আলী মোহাম্মদ চৌধুরী, গ্রাম- পেঞ্চুলিয়া, পোঃ- মঙ্গলবাড়ী,জয়পুরহাট, জেলা- বগুড়া।

৬। মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, পিতা- মরহুম আকিম উদ্দিন, মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন কাউন্সিল নং ২, থানা ঠাকুরগাঁও, জেলা- দিনাজপুর।

৭। শাহ মাহতাব আহম্মদ, পিতা- হাজি সিরাজ উদ্দীন, গ্রাম- উত্তর পলাশ বাড়ী, থানা- চিরির বন্দর, জেলা- দিনাজপুর।

৮। মজিবুর রহমান, পিতা- মিশারত উল্লাহ, গ্রাম- আলোক্তা, থানা- আদমদীঘি, জেলা- বগুড়া।

৯। মোতাহার হোসেন তালুকদার,পিতা- নইমুদ্দীন তালুকদার, লিয়াকত আলী রোড, সিরাজগঞ্জ,পাবনা

১০। আবদুর আওয়াল, পিতা- মৌঃ আবদুল বারী, সবাই, হারাগাছা, রংপুর।

১১। আবদুল মমিন তালুকদার , পিত- আদুল গফুর, গ্রাম- নাককতা, থানা- বেলকুচী, জেলা- পাবনা।

১২। আবু সাঈদ, পিতা- নাসির উদ্দীন সরকার, গ্রাম- বৃষখিলা, থানা- বেড়া, জেলা- পাবনা ।

১৩। এ, বি, এম, মকসেদ আলী, পিতা- মরহুম নেয়ামত আলী সরকার, পোঃ- সেতাবগঞ্জ, থান- বোচাগঞ্জ, জেলা-দিনাজপুর ।

১৪। প্রফেসর মোঃ ইউসুফ আলী, পিতা- মোঃ গফির উদ্দীন, গ্রাম- ফারাক্কাবাদ, থানা- বিরোল । জেলা-দিনাজপুর ।

'খ' অঞ্চলের সামরিক শসনকর্তা লেঃ জেঃ টিক্কা খান এইচ কিউএ, এস পি কে, পি এস সি এই ১৪ জন এম এন এ-র প্রত্যেককে পৃথক পৃথক নোটিশে তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিবরণ দিয়ে তাদেরকে সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

দৈনিক পাকিস্তান
১৮ আগষ্ট

আরো ১৬ জন এম এন এ কে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হতে বলা হয়েছে

১। আতোয়ার রহমান তালুকদার, পিতা- মরহুম হাজী জসীমুদ্দীন তালুকদার, গ্রা- মথুরাপুর, থানা- বদলগাছি, জেলা- রাজশাহী ।

২। মোঃ বয়তুল্লাহ পিতা-মরহুম লাল মোহাম্মদ, গ্রাম- চক এনায়েত, পোঃ-নওগাঁ, রাজশাহী ।

৩। খালিদ আলী মিয়া, পিতা- হাজী ইউনুস আলী মিয়া, গ্রাম- সন্তোষপুর, পোঃ- আলীনগর, রাজশাহী ।

৪। শাহ মোঃ জাফরুল্লাহ, পিতা- হাকিমুদ্দীন, গ্রাম- তাহের পুর, থানা- বাগমারা, জেলা-রাজশাহী।

৫। এ এইচ এম কামরুজ্জামান, পিতা- মৌঃ আবদুল হামিদ, মালোপাড়া, রাণী বাজার, পোঃ- বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী।

৬। আমিরুল ইসলাম, পিতা- ওয়াসেল হোসেন, গ্রাম- মধুপুর, পোঃ-ইমানপুর, জেলা- কুষ্টিয়া ।

৭। আজিজুর রহমান আক্কাস,পিতা- আয়েজুদ্দীন, গ্রাম- বাহিরমোদী, থানা- দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ।

৮। আবু আহমদ আফজালুর রশিদ, পিতা- রুস্তম আলী বিশ্বাস, গ্রাম-বান্দিয়া, থানা- আলমডাঙ্গা, কুষ্টিয়া।

৯। কামরুজ্জামান, পিতা- শামসুদ্দীন আহমেদ, গ্রাম- কাঞ্চন নগর, থানা-ঝিনাইদহ, যশোর ।

১০। ইকবাল আনোয়ারুল ইসলাম, পিতা- খোশবান, স্যার ইকবাল রোড, থানা- ঝিনাইদহ, যশোর ।

১১। সুবোধ কুমার মিত্র, পিতা-জ্ঞানেন্দ্র নাথ মিত্র, গ্রাম-বেলিয়াডাঙ্গা, থানা- কেশবপুর, যশোর ।

১২। খোন্দকার আবদুল হাফিজ, পিতা- আবদুল ওয়াদুদ খন্দকার, গ্রাম- মহিষখোলা, থানা- নড়াইল, যশোর।

১৩। সোহরাব হোসেন, পিতা- গোলাম তহুর, মাগুরা কাউন্সিল অফিস, পোঃ- মাগুরা, যশোর ।

১৪। এম, রওশন আলী, পিতা- মান্দার আলী, পোঃ- পারা, যশোর ।

১৫। মোঃ মহসীন, পিতা- মরহুম তসিমুদ্দিন,এম, টি রোড, খুলনা ।

১৬। মহিউদ্দীন, পিতা- ইয়াকুব হোসেন, ওয়ার্ড নং- ২, মেহেরপুর টাউন, কুষ্টিয়া ।

দৈনিক পাকিস্তান
২০ আগষ্ট

আরো উনত্রিশজন এম এন এ কে হাজিরের নির্দেশ

(খ অঞ্চলের সামরিক প্রশাসন কর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের বিভন্ন স্থান থেকে নির্বাচিত আরো ২৯ জন এম এন এ কে আগামী ২৪ শে ও ২৫ শে আগষ্ট সকাল ৮ টার নিজ নিজ এলাকার উপ-সামরিক শাসনকর্তার সম্মুখে হাজির হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক বিধি ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি বলে আনীত কতিপয় অভিযোগের জবাব দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন । গত মঙ্গলবার ও গত বৃহস্পতিবার ‘খ’ অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তার সদরদপ্তর থেকে প্রকাশিত নোটিশে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

খ অঞ্চলের সামরিক প্রশাসন কর্তা পৃথক পৃথক নোটিশে এই এন এন এ দিগকে নিজ নিজ এলাকার উপ-সামরিক শাসনকর্তার সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন । নোটিশে আছে তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিবরণ এবং যে যে ধারায় অভিযোগ করা হয়েছে সেই ধারাগুলোর উল্লেখ ।)

১। আবদুল মমিন, পিতা- আঃ আজিজ, গ্রাম- কাজিআটি, থানা- মোহনগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

২। আবদুল হামিদ, পিতা তায়েবুদ্দিন হাই, গ্রাম কামালপুর, পোঃ আঃ নিখ ধামপাড়া, ময়মনসিংহ।
৩। মোঃ আঃ হাকিম, পিতা হাজি মোঃ জয়নুদ্দিন, গ্রাম পাথালিয়া, থানা জামালপুর, ময়মনসিংহ।
৪। জিল্লুর রহমান, পিতা মেহের আলী, গ্রাম ভৈরবপুর, থানা ভৈরব, ময়মনসিংহ।
৫। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পিতা সৈয়দ এ, রইস, গ্রাম বীরধামপুরা, থানা কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
৬। মওলবী হুমায়ুন খালিদ, পিতা শমসের আলী, গ্রাম দরবির ছড়ি, থানা ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।
৭। শামসুর রহমান খান, পিতা আবদুল মালেক খান, গ্রাম বাগুনতা, থানা ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।
৮। কে, এম, ওবায়দুর রহমান, পিতা খান আতিকুর রহমান, গ্রাম লস্করপাড়া, থানা নগরকান্দা, ফরিদপুর।
৯। মোল্লা জালাল উদ্দিন, পিতা হাতেম মোল্লা, গ্রাম বড়ফা, থানা- গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর।
১০। শামসুদ্দিন মোল্লা, পিতা নরুদ্দিন আহমদ, গ্রাম চুমুবদি, থানা নগরকান্দা, ফরিদপুর।

দৈনিক পাকিস্তান
২১ আগষ্ট

১১। এম এ, গফুর, পিতা মৃত জনাব আলী ধর্মসভা ক্রস রোড, খুলনা শহর।
১২। শেখ আবদুল আজীজ, পিতা মৃত শেখ হাফিজুদ্দিন, গ্রাম মোহসিনাবাদ, থানা কোতয়অলী, খুলনা।
১৩। নুরুল ইসলম মঞ্জুর, পিতা মৃত হেমায়েত উদ্দীন আহমদ, বাগুরারোয়া, বরিশাল।
১৪। আবদুল মান্নান হাওলাদার, পিতা হাসেম হাওলাদার, গ্রাম দক্ষিন নারায়ণগঞ্জ, থানা বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।
১৫। আবদুর রব সেরনিয়াবাত, পিতা আবদুল খালেক সেরনিয়াবাত, গ্রাম সেরাল, থানা গৌরনদী, বরিশাল।
১৬। এনাযেত হোসেন খাঁন, পিতা আবদুর কাদের খান, শেহানগল, বাকেরগঞ্জ।
১৭। তাহেরুদ্দীন ঠাকুর, পিতা ফিরোজ উদ্দীন ঠাকুর, গ্রাম বড় দেওয়ানপাড়া, থানা সরাইল, কুমিল্লা।
১৮। আলী আজম, পিতা মজিদ ভূইয়া, মাধরী পাড়া, ব্রক্ষণবাড়িয়া, কুমিল্লা।
১৯। আবদুস সামাদ, পিতা মৃত শরিয়ত উল্লাহ, গ্রাম ভুরাখালী, থানা জগন্নাথপুর, সিলেট।
২০। আবদুর রব, পিতা মৃত আলহাজ্জ মনোয়ার, গ্রাম আড়ানিযা, পোঃ খাগুড়া, সিলেট।
২১। মুস্তফা আলী, পিতা মৃত হাজী নাজাত আলী, শায়েস্তা নগর কোয়ার্টার, হবিগঞ্জ, সিলেট।
২২। লুৎফর রহমান চৌধুরী (মানিক), পিতা- আবদুল বশির চৌধুরী, গ্রাম কাগুড়া, হবিগঞ্জ, সিলেট।
২৩। দেওয়ান ফরিদ গাজী, পিতা হামিদ গাজী, গ্রাম কুয়াহাপাড়া, কোতয়ালী, সিলেট।
২৪। মোঃ ইলিয়াস, পিতা মোঃ দাগির, শ্রীমঙ্গল টাউন, পোঃ শ্রীমঙ্গল, সিলেট।
২৫। ফজলুর রহমান, পিতা জহির উদ্দীন ভূইয়া, গ্রাম তারাকান্দী, থানা মনোহরদী, জেলা ঢাকা।
২৬। এ, কে, শামসুজ্জোহা, পিতা হাজী ওসমান আলী, ৯৯, চাষাড়া, পোঃ নারায়নগঞ্জ, জেলা ঢাকা।
২৭। আবদুল করিম বেপারী, পিতা মৃত হাজী ফালান বেপারী, গ্রাম উত্তর রামগোপালপুর, থানা মুন্সীগঞ্জ, জেলা, ঢাকা।

২৮। আবদুর রাজ্জাক ভূইয়া, পিতা মোহাম্মদ আলী ভূঁইয়া, গ্রাম কাঞ্চন হাটাবো, থানা রূপগঞ্জ, জেলা ঢাকা।

২৯। শামসুল হক, পিতা ওসমান গণি, গ্রাম টাংরাবন্দ, থানা কালিয়াকৈর, জেলা ঢাকা।

দৈনিক পাকিস্তান
২১ আগষ্ট
আরো ১৩ জন এম এন এ'র প্রতি হাজির হবার নির্দেশ

১। মিসেস নূরজাহান মুর্শেদ, স্বামী ডঃ সারোয়ার মুর্শেদ, ডাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৭/ই বিশ্ববিদ্যালয়, আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

২। মিজানুর রহমান চৌধুরী, পিতা মরহুম মোঃ হাফিজ চৌধুরী, ওয়ার্ড নং ৩, চাঁদপুর পৌরসভা, পোঃ পুরান বাজার, থানা চাঁদপুর।

৩। এফ, ওয়ালিউল্লাহ, পিতা ওয়াজুদ্দিন সরকার, গ্রাম চররামপুর, পোঃ রামপুর বাজার, কুমিল্লা।

৪। কাজী জহিরুল কাইয়ুম, পিতা কাজী জুলফিকার হোসেন, গ্রাম চিওড়া, থানা চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।

৫। খোন্দকার মুশতাক আহমদ, পিতা খবির উদ্দিন খোন্দকার, গ্রাম দশপাড়া, থানা দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

৬। খুরশিদ আলম, পিতা আলহাজ্জ মইন উদ্দীন ভূঁইয়া, ঝাউতলা, কুমিল্লা পৌর এলাকা, কুমিল্লা।

৭। নূরুল ইসলাম চৌধুরী, পিতা আবদুস সালাম চৌধুরী, গ্রাম গোবিন্দের খিল, থানা পটিয়া, চট্টগ্রাম।

৮। মোহাম্মদ ইদ্রিস, পিতা মরহুম মোঃ ইসমাইল, ৮৬ টাইগারপাস, পাহাড়তলী, থানা ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম।

৯। মুস্তাফিজুর রহমান, পিতা হাজী মোঃ হোসেন চৌধুরী, গ্রাম দক্ষিণ রহমতনগর, থান সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

১০। খালিদ মোহাম্মদ আলী, পিতা মোঃ নাজাত উল্লাহ মিয়া, গ্রাম চরমনসা, থানা লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী।

১১। খাজা আহমদ, পিতা মরহুম আসলাম মিয়া মোক্তার, বাশপাড়া কোয়ার্টার, থানা ফেনী, নোয়াখালী।

১২। নুরুল হক, পিতা আবদুর মজিদ, গ্রাম হাজীপুর, থান বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

১৩। মোহাম্মদ হানিফ, পিতা মরহুম মৌলবী ইব্রাহিম, গ্রাম কলিকাপুর, থানা বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

শিরোনাম	সূত্র	
১৭৪। যোগ্য ঘোষিত পরিষদ সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনের আহ্বান	দৈনিক পাকিস্তান	২৪ আগষ্ট, ১৯৭১

নির্বাচকমন্ডলীর প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে আসার আহ্বানঃ যোগ্য ঘোষিত পরিষদ সদস্যদের পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান

বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের নব নির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএ গণ যারা পরিষদে ব্যক্তিগতভাবে তাদের আসন বহাল রাখার সুযোগ পেয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাঁদের পুরোপুরিভাবে রক্ষা করার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন বলে গতকার সোমবার এপিপির খবরে বলা হয়।

প্রাদেশিক সরকারের জনৈক মুখপাত্র গতকাল সোমবার ঢাকায় বলেন যে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের এসব সদস্য তাঁদের নির্বাচনী কেন্দ্রের নির্বাচিত প্রতিনিধি বিধায় জাতি বর্তমানে যে অসুবিধাজনক সময়ের সম্মুখীন হয়েছে, তাতে নির্বাচকমন্ডলীর প্রতি তাদের যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালনে এগিয়ে আসতে তাঁদের দ্বিধা করা উচিত নয়।

উক্ত মুখপাত্র আরও বলেন যে, বিলুপ্ত আওয়ামী লীগের টিকেটে নির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএ-দের কেসসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং ৮৮ জন নবনির্বাচিত এমএনএ ও ৯৪ জন নবনির্বাচিত এমপিএ'র বিরুদ্ধে আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায়নি। তাই তাদের ভীত হওয়ারও কোনই কারণ নেই এবং দায়িত্ব পালনে তাদের এগিয়ে আসা উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

দৈনিক পাকিস্তান
২৮ আগষ্ট
যোগ্য এমএনএ-এমপিও'দের প্রতি আহ্বান
নির্ভয়ে দেশে ফিরে আসুন

বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের যেসব এমএনএ ও এমপিএ'র আসন ব্যক্তিগত ক্ষমতায় বহাল বলে ঘোষিত হয়েছে, তাদের মধ্যে যাঁরা এখনো ভারতে রয়ে গেছেন পাকিস্তানে ফেরার ব্যাপারে তাঁদের মনে কোনরূপ আশংকা থাকা উচিত নয়। সীমান্ত অতিক্রম করে তাঁদের ভারত গমন অপরাধ বলে গণ্য হবে না। গতকাল শুক্রবার সরকারীভাবে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

ঘোষণায় বলা হয়, যেসব নবনির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএকে ক্লীয়ারেন্স দেওয়া হয়েছে তা সামগ্রিক ও শর্তহীন।

আরো বলা হয়েছে যে, এমএনএ এবং এমপিএ-রা যেন স্বার্থান্বেষী মহলের রটানো গুজবে কান না দেন এবং পাকিস্তানে ফিরে এসে নির্বাচকমন্ডলী এবং জাতির প্রতি তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭৫। ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য যশোর সদর মহকুমা প্রশাসনের অনুদান মঞ্জুরী সভার একটি কার্যবিবরণী	সরকারী দলিলপত্র	২৭ আগষ্ট, ১৯৭

Proceedings of the meeting of the allotment committee for awarding grants to the affected persons concerned during the last disturbances held in the Office Chamber of the S. D. 0., Sadar, Jessore on 27.8.7 1 at 10 A.M. Mr. Md. Musa, Sub-divisional Officer, Sadar and Chairman Allotment Committee presided over the meeting.

Present:

1. Mr. Syed Shamsur Rahman, Chairman, Dist Peace Committee. Jessore.
2. " Amjad Hossain Sabir, Secretary, District Peace Committee, Jessore
3. " Sk. Abdullah, Magistrate, Member- Secretary.
4. " Md. Masudur Rahman, Secretary, Town Peace Committee, Jessore.
5. " Md. Qumruddin, Chairman, Town peace Committee.

The Office has so far received 864 petitions of three categories (H & B grant, vocational grant, and G. R. Cash). The Office are also receiving petitions daily. The petitions (864) were required into and damage/loss has been assessed. Having regard to the number of petitions and Govt. grants at our disposal it is decided unanimously to distribute grants to the affected persons on the basis of the following percentages & limitations of the assessed loss/damages incurred by the affected persons.

	Damage/loss Assessed	Percentage fixed.	Minimum	Maximum
A) H & B grant	(1) Upto Rs. 300/-	8%	Rs. 150/-	Rs. 240/
B) Vocational grant	(2) From Rs. 3000/- to 5000/-	6%	Rs. 246/-	Rs. 300/
	(3) FromRs. 500/- & above	5%	Rs. 310/-	Rs. 500/-
C) G.R.Cash	(1) Upto Rs. 5000/-	3%	Rs. 100/-	Rs. 150/-
	(2) Rs. 500/- and above	2%	Rs. 155/-	Rs. 500/-

D) For loss of earning members in a family- G.R. Cash amounting to ... be given to each family.

E) It is also decided that payment be made by the member- secretary to the respective awardee duly identified by a member of the peace committee of the respective Ward/Mahalla/Area.

F) Its is also decided that the Maximum of cash grant for the three purposes should not exceed Rs. 500/- per family affected by the disturbances as ordered in Govt. Memo No. Sec-111822 (10) F.R. dated 7.7.7 1 issued by the Relief & Rehabilitation Dept. Govt. of East Pakistan, Dacca.

Sd/- Md. Musa.
27.8.71
Chairman, Allotment Committee
&
S.D.O., Sadar, Jessore.

Memo. No. VI-7/71/848/6-RR Dated 28.8.71

Copy of the proceedings forwarded to: Mr. Md. Qumruddin, Chairman, Town Peace Committee & Members of the Committee for information.

Sd/- Md. Musa. 28. 8. 71
Chairman, Allotment Committee
&
S.D.O. Sadar, Jessore.

Menm. No. Dated. 28.8.7 1
Copy forwarded to

1) Asstt. Sub-Administrator, Marital Law Administration, Jessore.
2) The Deputy Commissioner, Jessore.
3) Addi. Deputy Commissioner, Jessore.

For favour of information.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭৬। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে সামরিক সরকারের বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা	সরকারী দলিলপত্র উদ্ধৃতঃ এক্সপেরিয়েন্স -প্রাগুক্ত	১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

Registrar.

The following orders of the Governor and Martial Law Administrator, East Pakistan, may be communicated to the Departments and Offices concerned :-

1. Martial Law Headquarters, Zone 'B' Dacca.

I, Lt. General Tikka Khan, HQA, S.PK. as Chancellor of the Dacca University,
Hereby warn you, Dr. Munir Chowdhury, Professor of Bengali, Dacca University, that you will not indulge in the anti-state activities in future.

Place: Dacca.
Dated 1 September 1971

Sd!- Tikka Khan, Lt. General
Martial Law Administrator
Zone B' and Governor of
East Pakistan

2. Martial Law Headquarters, Zdne B' Dacca.

I, Lt. General Tikka Khan, HQA, S. PK., as Chancellor of the Dacca University, hereby warn you, Dr. Nilima Ibrahim of Bengali Department, Dacca University that you will not indulge in the anti-state activities in future.
Place: Dacca
Dated. 1 September 1971

Sd/- Tikka Khan, Lt. General
Martial Law Administrator
Zone B' and Governor of
East Pakistan

3. Martial Law Headquarters, Zone 13' Dacca.

I, Lt. General Tikka Khan, HQA, SPK., as Chancellor of the Dacca University, hereby warn you, Dr. Serajul Islam Chowdhury of English Department, Dacca University that you will not indulge in the anti-state activities in future.
Place: Dacca
Dated. 1 September 1971

Sd!- Tikka Khan, Lt. General
Martial Law Administrator
Zone B' and Governor of
East Pakistan

4. Martial Law Headquarters, Zone 'B', Dacca.

In exercise of the powers conferred on me by the Chief Martial Law Administrator under MLR. 80, I, Lt. General Tikka Khan, HQA. S.PK., as Martial Law Administrator, Zone 'B' and in the capacity as Chancellor, Dacca University, hereby terminate your service, Dr. Muniruzzaman of Bengali Department of the Dacca University with immediate effect and under MLR 78 further direct that you will be detained for six months.

Place : Dacca
Dated 1 September, 1971

Sd/- Tikka Khan,
Lt. General
Martial Law administrator Zone
'B' and Governor of
East Pakistan.

5. Martial Law headquarters, Zone 'B'Dacca.

In exercise of the powers conferred on me by the Chief Martial Law Administrator under MLR 80, I, Lt. General Tikka Khan, HQA. S.PK., as Martial Law Administrator, Zone B' and in the capacity as Chancellor of Dacca University, terminate your service, Dr. Inamul Huque, as Chairman of Bengali development Board and as supernumerary Lecturer in the Bengali Department of the said University.

Place : Dacca
Dated 1 September, 1971

Sd/- Tikka Khan, Lt. General
Martial Law administrator Zone
'B' and Governor of
East Pakistan.

6. Martial Law Headquarters, Zone B'Dacca.

In exercise of the powers conferred on me by the Chief Martial Law Administrator under MLR 80, I, Lt. General Tikka Khan, HQA. S.PK., as Martial Law Administrator, Zone B' and in the capacity as Chancellor of Dacca University, hereby terminate your service, Dr. A. B M. Habibullah, Head of Islamic History Department of the Dacca University with immediate effect.

Place : Dacca
Dated 1 September, 1971

Sd/- Tikka Khan, Lt. General
Martial Law Administrator Zone
B' and Governor of
East Pakistan.
Sd/- S. Sajjad Hussain
15.9.7 1

ORDER

... And whereas Mr. Syed Akram Hossain, last employed as Temp. Lecturer in Bengali, D.U. Failed to report for duty by the aforesaid date and thus remained absent without authority and committed willful negligence of duty.

And whereas the Governor and Marital Law Administrator, Zone B' has been pleased to order that "all Officers who failed to join their duties by the afternoon of 15th June, 1971 shall stand suspended with effect from the forenoon of 16th June, 1971 until further orders.

And whereas the University has also issued Notification to all its employees to the above effect, namely, to join duty by 15-6-1971 at the latest.

Now, therefore, the said Mr. Syed Akrarn Hossain is hereby informed that in pursuance of the said order of the Governor and Martial Law Administrator, Zone B' and the Syndicate resolution thereon dated August 5, 1971 he has been placed under suspension with effect from the forenoon of 16th. June, 1971.

By Order
SdI- Nuruddin Ahmed 27.8.7 1
Registrar
University of Dacca.

Memo. No. c/5917-24 Dated, the 3-9-1971.

এই দলিলটি উদ্ধৃত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা হতে। প্রকাশকালঃ ১৯৮২ ইং।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭৭। কয়েকজন অধ্যাপক ও সিএসপি অফিসারকে হাজির হওয়ার নির্দেশ	দৈনিক পাকিস্তান	২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

কয়েকজন অধ্যাপক ও সিএসপি অফিসারকে হাজির হওয়ার নির্দেশ

খ. অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খান গতকার বুধবার এক ইশতেহারে পাঁচ ব্যক্তিকে তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে ২৫ নং সামরিক আইন বিধি ও সেই সঙ্গে পঠিতব্য খ, সামরিক আইন অঞ্চলের ১২০ নম্বর নির্দেশ অনুয়ায়ী ৮ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় ঢাকা এম পি হোষ্টেলে ছয় নম্বর সেক্টরের সাব মার্শাল 'ল' এডমিনিষ্ট্রেটরের সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের হাজির হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ

১। মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২। আবদুর রাজ্জাক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। সারওয়ার মুর্শেদ, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। মাজহারুল ইসলাম, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৫। আবু জাফর সামসুদ্দিন, বাংলা একাডেমী।

এরা হাজির হতে ব্যর্থ হলে ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী এদের অনুপস্থিতিতে এদের বিচার করা হবে।

খ. অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খান গতকাল এক পৃথক ইশতেহারে ১৩ জন অফিসারকে তাদের সকলেল বিরুদ্ধে ২৫ নং সামরিক আইন বিধি ও সেই সঙ্গে পঠিতব্য সামরিক আইন অঞ্চলের ১২০ নম্বর নির্দেশ অনুযায়ী ৮ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় ঢাকার এমপিএ হোষ্টেলে ছয় নম্বর সেক্টরের সাব মার্শাল 'ল' এডমিনিষ্ট্রেটরের কাছে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। উক্ত ১৩ জন অফিসার হচ্ছেনঃ

১। খোন্দকার আসাদুজ্জামান, সিএসপি, জয়েন্ট সেক্রেটারী, অর্থ বিভাগ, ঢাকা।

২। এইচ টি ইমাম, সিএসপি, ডিসি, চট্টগ্রাম।

৩। জনাব আবদুস ছামাদ, সিএসপিদ, ডিসি, সিলেট।

৪। জনাব মোহাম্মদ এন কিউ খান, সিএনপি, ডিসি, পাবনা।

৫। সৈয়দ আবদুস সামাদ, সিএসপি, পুনর্বাসন অফিস, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

৬। কুদরত এলাহী চৌধুরী, সিএসপি, অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার, রাজশাহী।

৭। মোহাম্মদ খুরশেদুজ্জামান চৌধুরী, সিএসপি, এসডিও, কিশোরগঞ্জ।

৮। কাজী রাকুবদ্দিন, সিএসপি, এসডিও, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৯। ওয়ালিউল ইসলাম, এসডিও মাগুরা।

১০। আকবর আলী খান, সিএসপি, এসডিও, হবিগঞ্জ।

১১। কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, সিএসপি, এসডিও,নড়াইল।

১২। মোহাম্মদ তৌফিক এলাহী চৌধুরী, সিএসপি, এসডিও, মেহেরপুর।

১৩। সাদাত হোসেন, সিসিপি, এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার, যশোর।

এরা হাজির হতে ব্যর্থ হলে এদের অনুপস্থিতেতে ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী এদের বিচার করা হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭৮। অভিযুক্ত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হবার নির্দেশ	দৈনিক পাকিস্তান	২-৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

৪৮ জন এমপিকে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হবার নির্দেশ

"খ" অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খান অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের ৪৮ জন নবনির্বাচিত এম পিকে, সামরিক আইন বিধি ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগের জবাবদানের জন্য ৮ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় দুই নম্বর সেক্টরের (নাটোর) সাব-মার্শাল 'ল' এডমিনিস্ট্রেটরের কাছে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

এমপি পরিবেশিত এই খবরে প্রকাশ, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, গণহত্যা অগ্নিসংযোগ। উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা হাজির হতে ব্যর্থ হলে ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি মোতাবেক তাঁদের বিচার করা হবে। এমপিদের নাম ও তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিচে দেয়া হলোঃ

১। আবদুর রহমান চৌধুরী, পিতা-রেশাম উদ্দিন চৌধুরী, গ্রাম- নীলফামারী, ডাকঘর ও থানা: নীলফামারী, জেলা- রংপুর।

ক) ১৬ (ক) সামরিক আইন বিধি এবং ৩০২/১০৯ পাকিস্তান দণ্ডবিধি।
খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।
গ) সামরিক বিধি ৯।

২। আজহারুল ইসলাম, বি,এ, পিতা-মফেল উদ্দিন মিয়া, গ্রাম- উত্তর বড়ভিটা, ডাকঘর- উত্তর বড়ভিটা, থানা- কিশোরগঞ্জ, জেলা- রংপুর।

ক) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক), পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।
গ) রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতায় বিদ্রোহী ইপিআর কর্মচারীদের সহায়তাদান ও পরিচালনা-সামরিক আইন বিধি ৭, ৫ ও ১৬ (ক)।

৩। ডাঃ জিকরুল হক, পিতা- জিয়ার উল্লাহ আহমদ, নতুন বাবুপাড়া, ডাকঘর ও থানা সৈয়দপুর, জেলা- রংপুর।
ক) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক), পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।
গ) রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতায় ইপিআর কর্মচারীদের সহায়তা ও সাহায্য দান-সামরিক দণ্ডবিধি ৭ ও ১৬ (ক)।

৪। আবিদ আলী, পিতা- বশিরউদ্দিন, গ্রাম-রসুলগঞ্জ, ডাকঘর ও থানা-পাটগ্রাম, জেলা-রংপুর।
ক) রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতায় বিদ্রোহী ইপিআর কর্মচারীদের সাহায্যদান-৭ নম্বর সামরিক আইন বিধি।

খ) সৈন্যদের চলাচলে বাধাদানের জন্য তার এলাকায় কালভার্ট ও ভবনসমূহের ধ্বংসকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সংগঠন-১৪ নম্বর সামরিক আইন বিধি।
গ) সামরিক আইন বিধি ৯/৫ পকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
ঘ) রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা- সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)

৫। করিম উদ্দিন আহম্মদ, পিতা- মরহুম অসিমুদ্দিন আহমদ, গ্রাম-কাশিরাম, ডাকঘর-করিমপুর, থানা-কালিগঞ্জ, জেলা- রংপুর।
ক) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
খ) সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এইরূপ বিদ্রোহী বাহিনী সংগঠনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ-সামরিক আইন দণ্ডবিধি ৭।

৬। এলাহী বক্স সরকার, পিতা- হাজী জহর উদ্দিন সরকার, গ্রাম- সায়ের, থানা- বদরগঞ্জ সদর, জেলা-রংপুর।
ক) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক) ও সামরিক আইন দণ্ডবিধি ১৬ (ক)

৭। মোঃ সিদ্দিক হোসেন, পিতা- খয়ের উদ্দিন, মৌজা-বখতারপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- রংপুর।
ক) সামরিক বিধি ১৬ (ক) সামরিক আইন বিধি ৯।
খ) রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতায় অংশগ্রহণের জন্য গ্রামগুলোতে সংগ্রাম পরিষদ সংগঠন-সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক) ।
গ) ১৯৭১ সালের ২৮শে মার্চ রংপুর ক্যান্টনমেন্টে হামলার সংগঠন ও নেতৃত্বদান-সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।

৮। মোঃ গাজী রহমান, পিতা- গফুর সরকার, গ্রাম- পীরগঞ্জ, ডাকঘর ও থানা-পীরগঞ্জ, জেলা রংপুর।

ক) পীরগঞ্জ থানার অস্ত্রাগার লুট এবং লুট করা অস্ত্র দুস্কৃতকারীদের মধ্যে বণ্টনের জন্য দায়ী সামরিক আইন বিধি ৯ ও ১৬ (ক)।
খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।
গ) ১৯৭১ সালের ২৮শে মার্চ রংপুর ক্যান্টনমেন্টে হামলার সংগঠন পরিচালনা-সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।
ঘ) সামরিক আইন বিধি ৯।

দৈনিক পাকিস্তান
৩সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

৯। মোঃ সামসুল হক চৌধুরী, পিতা- কাজী শরাফুদ্দিন চৌধুরী, গ্রাম-চরবলদিয়া, থানা- ভুরুঙ্গমারী, জেলা- রংপুর।

ক) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক) ও ৯।
খ) রাষ্ট্রদ্রোহী- পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।

গ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯
ঘ) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)

১০। আবদুল হাকিম, বি, এড, পিতা- মফিজউদ্দিন শেখ, গ্রাম- রসনাবাদ (নাগেশ্বরী), জেলা- রংপুর।

ক) তার নিজের এলাকায় বিদ্রোহী দল সংগঠন ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা এবং এভাবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা-পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২১/০৯।
খ) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)/৫।
গ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা-পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)
ঘ) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)

১১। আবুল হোসেন, পিতা- কসিম উদ্দিন মণ্ডল, গ্রাম- স্যাভানা, থানা- লালমনিরহাট, জেলা- রংপুর।

ক) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক) ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১০৯/৩০২।
খ) সামরিক আইন বিধি-৯।

১২। আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, পিতা- আহমদ হোসেন মণ্ডল, গ্রাম- চাকিপাশের ভালুক (উলিপুর), জেলা- রংপুর।
ক) গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহী দল সংগঠন ও পরিশেষে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক) ও সামরিক আইন বিধি ৭।
খ) সামরিক আইন বিধি ৯ ও ৫।

১৩। নুরুল ইসলাম, পিতা- নায়েব উল্লা, রৌমারী ইউনিয়ন কাউন্সিল, জেলা- রংপুর।

ক) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০৯।
খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।
গ) সামরিক বিধি ১৬ (ক)

১৪। এম, এ, তালেব মিয়া, পিতা- তাজউদ্দিন ১০নং ওয়ার্ড, রংপুর মিউনিসিপ্যালিটি, কোতয়ালী থানা, জেলা-রংপুর।

ক) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।

১৫। মোঃ ওয়ালিউর রহমান, পিতা- মোঃ আজিজুর রহমান, ১১নং ওয়ার্ড, গাইবান্ধা শহর কমিটি, জেলা- রংপুর।

ক) সামরিক আইন বিধি ৯।
খ) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।
গ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।

১৬। আজিজুর রহমান, পিতা-সিরাজ উদ্দিন সরকার, গ্রাম ভগবানপুর, থানা- পলাশপুর, জেলা- রংপুর।
ক) সামরিক আইন বিধি ৫,৭ ও ১৬(ক)।
খ) পলাশবাড়ী থানার অস্ত্রাগার লুটে অংশগ্রহণ-সামরিক আইন বিধি ৯।
গ) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।

১৭। কমর উদ্দীন আহমদ, পিতা- মরহুম হাজী মোঃ ইব্রাহীম, গ্রাম-নতুন বস্তী, থানা- পঞ্চগড়, জেলা- দিনাজপুর।

১৮। সিরাজুল ইসলাম, এল-এল-বি,পিতা- ইমাজুদ্দীন, গ্রাম- মহাজন পাড়া, থানা- বোদা, জেলা- দিনাজপুর।

১৯। মোঃ ফজলুল করিম, পিতা- নইম উদ্দীন আহমদ, গ্রাম- হলপাড়া, ঠাকুরগাঁ টাউন, জেলা- দিনাজপুর।

ক) এদের নির্বাচনী কেন্দ্রসমূহে আনসার, ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর লোকদের বিপথগামী করে বিদ্রোহী সংগঠন, তৎপর উক্ত বাহিনীর সাথী হয়ে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সামরিক আইন বিধি ৭ ও ১২।

খ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।

২০। মোঃ গোলাম রহমান, পিতা- জমির উদ্দীন শাহ, গ্রাম- গোওয়াল দীঘি, থানা- খানসামা, জেলা- দিনাজপুর।

ক) সামরিক আইন বিধি ৯,৫, ও ১৬ (ক)।
খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা-পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।
গ) রাষ্ট্রবিরোধী কর্মতৎপরতা-সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।

২১। এস, এম ইউসুফ, পিতা- মরহুম কাজিমউদ্দীন আহমদ শাহ, গ্রাম-মোখলেশপুর, থানা- সিজাল, জেলা- দিনাজপুর।

ক) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯
খ) সরকারের বিরুদ্ধে মুজাহিদ, আনসার এবং ইপিআর পুলিশ বাহিনীর লোকদের উদ্বুদ্ধ করা-পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।
গ) রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা-সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।
ঘ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা-পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।

২২। এম, আবদুর রহিম, পিতা- মরহুম ইসমাইল সরকার, গ্রাম উত্তর মুন্সীপাড়া, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- দিনাজপুর।

ক) ভারত গমন এবং ১৯৭১ সালের মার্চ এপ্রিল মাসে সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলবারুদ সংগ্রহ।
খ) সামরিক আইনবিধি ১৬ (ক)
গ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা-পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।

২৩। মোঃ খাতিবুর রহমান, পিতা- মোঃ চিনুল্লা প্রামাণিক, গ্রাম বসুপাড়া, থানা- পার্বতীপুর, জেলা- দিনাজপুর।

২৪।সরদার মোশারফ হোসেন, পিতা- শফিউদ্দীন সরদার, গ্রাম- ঈদগাবস্তী, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- দিনাজপুর।

ক) সামরিক আইনবিধি ৯/5 ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
খ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
গ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।

২৫। সাইদুর রহমান, পিতা- আসির উদ্দিন, গ্রাম- বালিঘাটা বাজার, থানা ও ডাকঘর- পাঁচবিবি, জেলা- বগুড়া।

ক) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
খ) সামরিক বিধি ১৬ (ক)।

২৬। কাজিম উদ্দীন আহমদ, পিতা- মোহাম্মদ আলী, শান্তাহার বাজার, ডাকঘর- শান্তাহার, থানা- আদমদিঘী, জেলা- বগুড়া।

ক) সামরিক আইনবিধি ৯।
খ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
গ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।

২৭। ডাঃ মঈনুদ্দীন আহমদ, পিতা- ডাঃ কলিমুদ্দীন আহমদ, গ্রাম- মনাকষা সদরতলা, ডাকঘর- মনাকষা, জেলা- রাজশাহী।

ক) সামরিক আইন বিধি ৯ ও ১৬ (ক)।
খ) সামরিক আইন বিধি ৯ ও ১৬ (ক)।
গ) সামরিক আইন বিধি ৭ ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।

২৮। মোঃ ডাঃ গোলাম সরওয়ার, পিতা- মরহুম আবদুল গফুর সরকার, গ্রাম- কানোর পাড়া, পোঃ ও থানা ধনুট, জেলা- বগুড়া।
ক) সামরিক আইন বিধি ৯ ও ১৬ (ক)।
খ) সামরিক আইন বিধি ৭ও ৯।

২৯। মোজাফফর হোসেন, পিতা- হাজী রহমতুল্লা পিকে, গ্রাম- দূতগাড়ী, পোঃ ও থানা- শিবগঞ্জ, জেলা- বগুড়া।

৩০। হাছেন আলী সরকার, পিতা- হরমাসুদ আলী সরকার, গ্রাম- হালিদাভোগ, পোঃ ভালুরপাড়া, থানা- গাবতলী, জেলা- বগুড়া।

৩১। মোঃ মাহমুদুল হাসান খান, পিতা- ইদরিস খান, চক সূত্রাপুর-১, পোঃ থানা ও জেলা বগুড়া।

ক) সামরিক আইন বিধি ৯ ও ১৬ (ক)।
খ) সামরিক আইন বিধি ৯ ও ১৬ (ক)।
গ) বগুড়া থানা অস্ত্রাগার লুট ও দুষ্কৃতকারীদের লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ-সামরিক আইন বিধি ৭ ও ৯
ঘ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।

৩২। এন, এ হামিদুর রহমান, পিতা- ফহিমদ্দিন মিঞা, গ্রাম- লক্ষ্মীনারায়ণপুর, পোঃ বোয়ালিয়া, জেলা- রাজশাহী।
ক) সামরিক আইন বিধি ৭ ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯ (ক)।
খ) সামরিক আইববিধি ৯।
গ) সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ পরিচালনা- সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।

৩৩। এ, এ, এম মেসবাহুল হক (বাচ্চু ডাক্তার), পিতা- হাজী মোহাম্মদ মনীর উদ্দীন, ঝিলিম রোড, পোঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জেলা- রাজশাহী।
ক) পাকিস্তান আইন বিধি ৯ ও ১৬ (ক)।

খ) সামরিক আইন বিধি ৭ ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি
গ) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক) ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
ঘ) রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ-সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)
ঙ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা-পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)

৩৪। মোঃ ডাঃ বশিরুল হক, পিতা-খোদা বকস, গ্রাম ও পোঃ পোরশা, জেলা রাজশাহী।

ক) সামরিক আইন বিধি ৯।
খ) সামরিক আইন বিধি ৯।
গ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।

৩৫। ইমাজ উদ্দীন প্রামাণিক, পিতা-হজরত উল্লা প্রামাণিক, গ্রাম-কালিকাপুর, পোঃ চকশাইলা, জেলা-রাজশাহী।

ক) সামরিক আইন বিধি ৯ ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি৩০২/১০৯।
খ) মউদা থানায় আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠন- সামরিক আইন বিধি ১২।
গ) রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা-সামরিক বিধি ১৬ (ক)।

৩৬। গিয়াস উদ্দীন সরদার, পিতা- মরহুম রহিম বকস সরদার, গ্রাম- চক এনায়েত-৩, পোঃ নওগাঁ, জেলা- রাজশাহী।

ক) নবনির্বাচিত এমপিএ (পিই-৫৪) ডাঃ আলাউদ্দীনের সাথে সারদাহ পুলিশ একাডেমীর অস্ত্রাগার লুট-সামরিক আইন বিধি ৯।
খ) লালপুর থানা থেকে রাইফেল লুট ও দুস্কৃতকারীদের নিকট সে সব হস্তান্তর-সামরিক আইন বিধি ৭ ও ৯।
গ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।

৩৭। মোঃ আজিজুল হক খান, পিতা- জয়নুদ্দীন খান, গ্রাম- সুলতানাবাদ, পোঃ ঘোড়ামারা, জেলা-রাজশাহী।

ক) সামরিক বিধি ১৪।
খ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯। রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পাকিস্তান দণ্ডবিধি (ক)

৩৮। রিয়াজ উদ্দীন আহমদ, পিতা- ওসমান আলী বিশ্বাস, গ্রাম- কেরা বারুইপাড়া, থানা ও পোঃ গোদাগাড়ী, জেলা- রাজশাহী।

ক) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২।
খ) সামরিক আইন বিধি ৯।
গ) রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা- সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)

৩৯। আবদুল হাদি, পিতা- আবদুল গফুর, গ্রাম- রাণীনগর, থানা- বোয়ালিয়া, পোঃ ঘোড়ামারা, জেলা-রাজশাহী।

ক) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক) ও ১৪।
খ) সামরিক আইন বিধি ৯/৫।

গ) রাজশাহী ডেপুটি কমিশনার ও জেলা জজের অফিস হতে জাতীয় পতাকা নামিয়ে অগ্নিদগ্ধ সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।
ঘ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।

৪০। সরদার আমজাদ হোসেন, পিতা- সরদার মোঃ আলী, গ্রাম- হামির কুটসা, পোঃ গোয়ালকান্দী, জেলা- রাজশাহী।

ক) বিদ্রোহী পুলিশ অফিসারদের সহযোগিতায় পুলিশ একাডেমীর অস্ত্রাগার হতে রাইফেল লুট-সামরিক দণ্ডবিধি ৭ ও ৯।
খ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
গ) রাষ্ট্রবিরোধী কর্মতৎপরতা-সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক) ।

৪১। ডাঃ মোঃ আলাউদ্দীন, পিতা- মোঃ এতিম হোসেন সরকার, গ্রাম+পোঃ ও থানা- চারঘাট, জেলা- রাজশাহী।

ক) সামরিক আইন বিধি ৯ ও ১২।
খ) নবনির্বাচিত এমপিএ (পিই-৫৩) সরদার আমজাদ হোসেনের সাথে একত্রে সারদাহ পুলিশ অস্ত্রাগার লুট সংগঠন- সামরিক আইন বিধি ৯।
গ) ভারতের আমৃত বাজার পত্রিকার সংবাদদাতা ও ফটোগ্রাফারকে তাদের রাজশাহী জেলা সফরে সার্বাধিক সাহায্য ও সহযোগিতা দান। সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)
ঘ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা-পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।

৪২। শ্রী শংকর গোবিন্দ চৌধুরী, পিতা- জনন্দ গোবিন্দ চৌধুরী, গ্রাম- নিচাবাজার, থানা- নাটোর, জেলা- রাজশাহী।

ক) সামরিক আইন বিধি ৯/৫ ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
খ) 'খ' অঞ্চলের পুনর্গঠিত ১২২ নং সামরিক আইন বিধি লঙ্গন করে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালানোর জন্য তার বাসভবনে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য সঞ্চিত রাখা)- সামরিক আইন বিধি ২৫।
গ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা-পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।
ঘ) রাষ্ট্রবিরোধী কর্মতৎপরতা সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।

৪৩। আশরাফুল মিয়া , পিতা-গসিউল্লাহ, গ্রাম- তাজপুর, থানা- সিংড়া, জেলা- রাজশাহী।

ক) পাকিস্তান দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা।
খ) এম, এল, আর ৭ ও ৯।
গ) রাষ্ট্ররোধী কার্যকলাপ- এম এল আর ১৬ (ক)।

৪৪। মোহাম্মদ মনসুর আলী, পিতা- মরহুম হরফ আলী সরকার, গ্রাম- ভগবপুর, পোঃ ও জেলা- পাবনা।

ক) ১৯৭১ সালের মার্চ এপ্রিলে বিদ্রোহী দুস্কৃতকারীদের প্রধান সংগঠক হিসেবে কাজ করা-এম এল আর ১৬ (ক) ও
খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- ১২৪ (ক)।

৪৫। সৈয়দ হায়দার আলী, পিতা- সৈয়দ আকবার আলী, গ্রাম- আল মাহমুদ এভিনিউ, পোঃ সিরাজগঞ্জ, জেলা- পাবনা।

ক) এম এল আর ৯/৫ ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
খ) পুলিশ, আনসার ও ইপিআর কর্মচারীদের উত্তেজিত করা ও একটি বিদ্রোহী বাহিনী সংগঠন করে উল্লাপাড়া থেকে নগরবাড়ী ঘাটের দিকে আগত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে তাদের লেলিয়ে দেয়া- এম এল আর ৭ ও ১২।

৪৬। রওশানুল হক, পিতা- ওবেদুল হক, গ্রাম- কৃষ্ণদিয়া, পোঃ পাঙ্গাসি, জেলা- পাবনা।

ক) এম এল আর ৭ ও ৯/৫।
খ) বগুড়ার কাছে আবিয়ামোহনে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সেগুলিকে দুষ্কৃতকারীদেরকে সরবরাহ- এম এল আর ৯ ও ১২/৫।
গ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পিপিসি ১২৪ (ক)।

৪৭। গোলাম হাসনাইন, পিতা- আলহাজ আবদুল হামিদ, গ্রাম ও পোঃ উল্লাপাড়া, জেলা- পাবনা।

ক) পিপিসি ৩০২/১০৯।
খ) ৭১ সালের ২৭-২৮শে মার্চ সেনাবাহিনীর একটি কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিদ্রোহী দৃষ্কৃতকারীদের পক্ষে অংশ গ্রহণ-এম এল আর ১২।
গ) এল এল আর ৯ ও ১৬ (ক)।
ঘ) এল এল আর ১৪ ও ১৬ (ক)।

৪৮। আবদুর রহমান, পিতা মোহাম্মদ ওয়াহেদ আলী, মনিরামপুর গোলা, শাহজাদপুর, জেলা- পাবনা।

ক) এম এল আর ৯ ও ১৬ (ক)।
খ) ৭১ সালের ২৭-২ শে মার্চ বিদ্রোহী ও দৃষ্কৃতকারীদের সাথে মিলিত হয়ে সেনাবাহিনীর একটি কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ-এম এল আর ১২।
গ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পিপিসি ১২৪ (ক)।

দৈনিক পাকিস্তান
৩ সেপ্টেম্বর।
আরও ১৪৫ জন এমপিএ'র প্রতি হাজির হবার নির্দেশ

গতকাল বৃহস্পতিবার 'খ' অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তার সদর দফতর থেকে জারীকৃত এক বিজ্ঞপ্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় আরও ১৪৫ জন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যকে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক বিধি ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি অনুযায়ী আনীত কতিপয় অভিযোগের জবাব দেয়অর জন্য ৯ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় তাদেরকে স্ব স্ব এলাকার সামরিক উপ-শাসনকর্তার নিকট হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, দুষ্কৃকারীদের মধ্যে অননুমোদিত অস্ত্রবিতরণ, ভারত থেকে অস্ত্র চোরাচালান এবং রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের ট্রেনিং প্রদান। যদি তাঁরা

নির্দেশ মত হাজির হতে ব্যর্থ হয় তাহলে ৪০ নম্বর সামরিক বিধি অনুযায়ী তাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার করা হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে গতকাল ৪৮ জন এমপিএ কে আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় ২ নম্বর সেক্টরের নাটোর উপ-সামরিক শাসনকর্তার সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আজকের তালিকা প্রকাশের পর সামরিক বিধি ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি অনুযায়ী অভিযোগ এমপিএ-র সংখ্যা দাড়াল ১৯৩ জন। নিচে ১৪৫ জন এমপির নাম এবং তাদেরকে যে সমস্ত সামরিক বিধি ও পাকিস্তান দণ্ডবিধির যে সমস্ত ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত করা হয়েছে, তার বিবরণ দেয়া হলো।

সেক্টর-১: ঢাকা

নিম্নলিখিত এমপিএদের সেক্টর ১ (ঢাকা)- এর উপ-সামরিক শাসনকর্তার সামনে হাজির হতে হবে:

১। মোঃ আশরাফ হোসেন (ময়মনসিংহ): এম এল আর ১৬ ক। এবং পিপিসি ১২৪ ক।

২। মোঃ রাশেদ মোশাররফ (ময়মনসিংহ): এম এল আর ১৬ ক। এবং পিপিসি ১২৪ ক।

৩। মোঃ আবদুল হাই (ময়মনসিংহ) এম এল আর ১৬ ক। এবং পিপিসি ১২৪ ক।

৪। নিজাম উদ্দীন আহমদ (ময়মনসিংহ) এম এল আর ১৬ ক। এবং পিপিসি ১২৪ ক।

৫। ডাঃ নাদিরুজ্জামান খান (ময়মনসিংহ) এম এর আর ১৬।ক পিপিসি৩০২/১০৯ এবং পিপিসি ১২৪ ক।

৬। মোঃ আবদুল হালিম (ময়মনসিংহ) এম এল আর ৯ পিপিসি ৩০২/১০৯ এবং পিপিসি ১২৪ ক।

৭। কুদরতুল্লা মণ্ডল (ময়মনসিংহ) এম এল আর ১৬ ক।

৮। শামসুল হক (ময়মনসিংহ) এম এল আর ৭, ৯ পিপিসি ৩০২/১০৯ এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৯। মোঃ আমান আলী মিয়া (ময়মনসিংহ) এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ধারা ৩০২/১০৯ এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

১০। মোঃ হাতেম আলী (ময়মনসিংহ)এম এল আর ১৬ (ক),পিপিসি ৩০২/১০৯এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

১১। খোন্দকার আবদুল মালেক ওরফে শহীদুল্লাহ (ময়মনসিংহ) এম এল আর ৭, ১২, ১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)

১২। আবুল মনসুর আহমদ (ময়মনসিংহ) পিপিসি ৩০২/১০৯,এম এল আর ১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

১৩। মোস্তফা এম, এ মতিন (ময়মনসিংহ) এম এল আর ১৬ (ক), ৭ এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

১৪। আবদুল হাসেম (ময়মনসিংহ) এম এল আর ৭, ১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

১৫। আবদুল মজিদ ওরফে তারা মিয়া(ময়মনসিংহ) এম এল আর ১৪,১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

১৬। আবদুল খালেক (ময়মনসিংহ) এম এল আর ৭,১৬ এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

১৭। এ, কে, এম সামসুল হক (ময়মনসিংহ) এম এল আর ৭, ১৬ (ক)।

১৮। এম, এ কুদ্দুস (ময়মনসিংহ) এম এল আর ১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

১৯। গোলম মুর্শেদ ফারুক (ঢাকা) পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ৭,১২/৫,১৬ (ক)।

২০। মোঃ হাসেম (ঢাকা) পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ১৪,১৬ (ক)।

২১। মাসুদ আহমেদ চৌধুরী (সিলেট) এম এল আর ১৬ ক, এবং ৯।

২২। সৈয়দ সেরাজুল ইসলাম (কুমিল্লা) পিপিসি ৩০২/১০৯ এবং এম এল আর ১৬ ক।

২৩। লুতফুল হাই (কুমিল্লা) পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ৯,১৬ ক।

২৪। সৈয়দ ইমাদুল বারী (কুমিল্লা) এম এল আর ১৬ (ক), ৭।

২৫। আহমেদ আলী (কুমিল্লা) পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ১৬ (ক), ৭/৫।

২৬। কাজী আকবার উদ্দীন আহমদ (কুমিল্লা) এম এল আর ৯, পিপিসি ৩০২/১০৯ এবং এম এল আর ১৬ (ক)।

২৭। মোঃ গোলাম মহিউদ্দীন আহমেদ (কুমিল্লা) এম এল আর ৭, ১৬ (ক) ৯, এবং পিপিসি ৩০/৯।

২৮। আবদুর রশিদ (কুমিল্লা) এম এল আর ১৬ (ক)।

২৯। এ, আজিজ খান (কুমিল্লা) পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ৭, ১৬ (ক)।

৩০। আমীর হোসে এম এল আর ৭,৯,১৬ (ক) পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ২৩।

৩১। মীর হোসেন চৌধুরী (কুমিল্লা) এম এল আর ৭,৯,১২,১৬ (ক) পিপিসি ৩০২/১০৯।

৩২। আবদুল আউয়াল (কুমিল্লা) এম এল আর ৯,১৬ (ক), ১৪, ১২, ৭।

৩৩। জালাল আহমদ (কুমিল্লা) পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ১২/৫, ১৪, ৯,১৬ (ক)।

৩৪। সিকান্দার আলী (কুমিল্লা)পিপিসি ৩০২/১০৯ এম এল আর ৭,৯,১৯,১৬ (ক)।

৩৫। আবদুল সাত্তার (কুমিল্লা) পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ১২, ১৬ (ক) ৯ ও ১৪।

৩৬। সাবেক ফ্লাইট লেঃ এ, বি ছিদ্দিক সরকার (কুমিল্লা) এম এল আর ৭,৯,১২/৫, ১৬ (ক)।

৩৭। সেরাজুল ইসলাম পাটওয়ারী (কুমিল্লা) এম এল আর ৭,৯,১৪,১৬ (ক), এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

৩৮। মোঃ রাজা মিয়া (কুমিল্লা) এম এল আর ৯,১২,১৬ (ক), এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

৩৯। আবদুল হাকিম চৌধুরী (সিলেট) এম এল আর ৭,১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।

৪০। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (সিলেট) এম এল আর ১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৪১। আজিজুর রহমান (সিলেট) এম এর আর ৯,১৬ (ক), এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৪২। এনামুল হক (সিলেট) এম এল আর ৯, ১৬ (ক)।

৪৩। ডাঃ আবুল হাসেম (সিলেট) এম এর আর ১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)

৪৪। গোপাল কৃষ্ণ মহারত্ন, এম এর আর ১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৪৫। শেখ নিজামুর ইসলাম (টাঙ্গাইল) এম এল আর ৭ এবং ১৬ (ক)।

৪৬। বদিউজ্জামান খান (টাঙ্গাইল) এম এল আর ৭, ৯, ১২, ১৬ (ক)।

৪৭। এম, এ, বাসিত ছিদ্দিকী (টাঙ্গাইল) এম এল আর ১২/৫ এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৪৮। এ, লতিফ ছিদ্দিকী (টাঙ্গাইল) এম এল আর ৭,১২,১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৪৯। মোঃ ইনসান আলী মোক্তার (টাঙ্গাইল) এম এল আর ২৫/৫ এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৫০। সেতাব আলী খান (টাঙ্গাইল) এম এল আর ৭, ১২, ১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৫১। ফজলুর রহমান খানর (টাঙ্গাইল) এম এল আর ৭,১২,১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৫২। মোঃ সামসুদ্দীন আহমদ (টাঙ্গাইল) এম এল আর ৭, ১২, এবং পিপিসি ১২৪ (ক) ।

৫৩। আবদুর রইস (সিলেট) এস এল আর (ক) ৯,১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৫৪। শমসের মিয়া চৌধুরী (সিলেট) এম এল আর ৭,১২,১৬ (ক)।

৫৫। মোঃ আবদুস জহুর (সিলেট) এম এল আর ১৬ (ক) ১২, ১৬ (ক)।

৫৬। মোঃ আবদুল লতিফ (সিলেট) এম এল আর ১২, পিপিসি ৩০২/১৪৯ এবং এম এল আর ৯, এবং ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।

৫৭। তাইমুস আলী (সিলেট) এম এল আর ১৬ (ক) ৯।

৫৮। নওয়াব আলী (সিলেট) এম এল আর ৯,১৬ (ক) ১২, পিপিসি ৩০২/১০৯।

৫৯। তাওয়াবুর রহিম (সিলেট) এম এল আর ৭,৯,১২ (ক)

৬০। আলতাফুর রহমান চৌধুরী (সিলেট) এম এল আর ৯,১৬ (ক) পিপিসি ৩০২/১০৯।

সেক্টর নং-২: নাটোর।

নিম্নলিখিত ১জন এম পি-কে ২নং সেক্টরে (নাটোর)- এর উপ সামরিক শাসনকর্তার সামনে হাজির হতে বলা হয়েছে:

১। মোঃ মোজাম্মেল হক (পাবনা) এম এল আর ৭,৯/৫,১৪, পিপিসি ১২৪ (ক) এবং ০২/১০৯।

২। মোঃ আবদুর রব (পাবনা) এম এল আর ৯, ১৬ (ক), এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

সেক্টর-৩: যশোর।

নবনির্বাচিত ৪৮ জন এবমপি এ-কে যশোরে ৩নং সেক্টরের উপ-সামরিক শাসনকর্তার দফতরে হাজির হতে হবেঃ

১। কাজী খাদেমত ইসলাম (যশোর) ১২,৭,৯ এবং ১৬ (ক) সামরিক বিধি এবং পিপিসি- র ৩০২/১০৯।

২। এ, বি, এম, গোলাম মজিদ (যশোর) এম এল আর ৭ও ৯ এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

৩। জে, কে এম, এ, আজিজ (যশোর) এম এল আর ৯,১৬ (ক), এবং ৩০২/১০৯ পিপিসি।

৪। মোঃ তবিবর রহমান সরকার (যশোর) এম এল আর ৭,৯,১৬ (ক)এবঙ পিপিসি ৩০২/১০৯।

৫। মোঃ আবুল ইসলাম (যশোর) এম এল আর ৭,৯,১৬ (ক) এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

৬। মোঃ নুরুল ইসলাম এ্যাডভোকেট (যশোর) এম এল আর ৭,৯,১৬ (ক) এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

৭। শাহ বদিউজ্জামান (যশোর) এম এল আর ৯, ১৬ (ক), এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

৮। এম, মোশাররফ হোসেন (যশোর) এম এল আর ৯+, ১২, ১৬ (ক) এবং ৩০২/১০৯, ১০৯ ও ১২৪ (ক) পিপিসি।

৯। আসাদুজ্জামান মোক্তার (যশোর) এম এল আর ৯, ১৬ (ক) এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

১০। সৈযদ আতর আলী (যশোর) এম এল আর ৯, ১৬ (ক), আবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

১১। শহীদ আলী খান (যশোর) এম এল আর ৯, এবং ৩০২ পিপিসি।

১২। এস,এম মতিয়ার রহমান (যশোর) এম এল আর ৯,৭,১৬ (ক) এবং ৩০২/১০৯, ৩৭৬/১০৯ এবং ১২৪ (ক), পিপিসি।

১৩। কাজী হেদায়েত হোসেন (ফরিদপুর) এম এল আর ৭, ১২,১৬ (ক)।

১৪। গৌর চন্দ্র বালা (ফরিদপুর) এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।

১৫। ডাঃ আবতাবুদ্দীন মোল্লা (ফরিদপুর) এম এল আর ৭,১২,১৬ (ক)।

১৬। ইমামুদ্দীন আহমদ (ফরিদপুর) এম এল আর ৭,৯,১৬ (ক)।

১৭। আমীন উদ্দীন আহমদ (ফরিদপুর) এম এল আর ১৬ (ক) এবং ৩০২/১০৯ এবং ১২৪ (ক) পিপিসি।

১৮। কাজী আবদুর রশীদ এ্যাডভোকেট (ফরিদপুর) এম এল আর ৯, ১২, এবং ৩০২/১০৯, ১২৪ (ক) পিপিসি।

১৯। আখতার উদ্দীন মিয়া (ফরিদপুর) এম এল আর ৯,১২,৩০২/১০৯,১২৪ (ক) পিপিসি।

২০। সতীশ চন্দ্র হালদার (ফরিদপুর) এম এল আর ১৬ (ক) ৫,৯ এবং ৩০২/১০৯ ও ১২৪ (ক)।

২১। ইলিয়অস আহমেদ চৌধুরী (ফরিদপুর) এম এল আর ৫,৯ এবং পিপিসি ৩০২।

২২। আসমত আলী খান আইনজীবী (ফরিদপুর) এম এল আর ৭, ১৬ (ক), ২৫ 'খ' অঞ্চল, এম এল ও ১৩৩ এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

২৩। মোঃ মতিঅর রহমান (ফরিদপুর) এম এল আর ৯, ১৬ (ক) এবং পিপিসি ৩০২/১০৯, ৩৭৬/১৩৯।

২৪। মোঃ আলী আহ্মদ খান (ফরিদপুর) এম এল আর ৭,৯,১২ এবং পিপিসি ৩০২/১০৯, ১২৪ (ক)।

২৫। আবদুর রাজ্জাক (ফরিদপুর) পিপিসি ১২৪ (ক)।

২৬। ফনী মজুমদার (ফরিদপুর) এম এল আর ৭, ১৬, (ক), পিপিসি ৩০১/১০৯।

২৭। এ, কে, এম ইসমাইল মিয়া (বাকেরগঞ্জ) এম এল আর ৯,১৬ (ক), এবং পিপিসি ৩০২।

২৮। মোঃ আমীর হাসান ওরফে আমীর (বাকেরগঞ্জ) এম এল আর ৭,১২, ৯, ১২/৫, ১৬ (ক) এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

২৯। মোঃ ফজলুল হক (বাকেরগঞ্জ) এম এল আর ৯ ও পিপিসি ৩০২/১০৯।

৩০। সওগাতুল আলম (বাকেরগঞ্জ) এম এল আর ১২, ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।

৩১। মহিউদ্দিন আহমদ (বাকেরগঞ্জ) এম এল আর ৭,৯,১৬ (ক)।

৩২। আবদুল করিম সরদার (বাকেরগঞ্জ) এম এল আর ৭,৯,১৬ (ক) এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

৩৩। ক্ষীতিশ চন্দ্র মণ্ডল (বাকেরগঞ্জ) এম এল আর ৭, ৯ এবং পিপিসি ৩০২, ৩৭৬/১০৯,১২৪ (ক)।

৩৪। শেখ আলী আহমদ (খুলনা) এম এল আর ১৬ (ক), ৯ এবং পিপিসি ৩০২/১০৯, ৩৭৬,১২৪ (ক)।

৩৫। এ, রহমান শেখ (খুলনা) এম এল আর ৯, ১২/৫ এবং পিপিসি ৩০২/১০৯, ১২৪ (ক)।

৩৬। কুবের চন্দ্র বিশ্বাস (খুলনা) এম এল আর ১২,১৬ (ক), এবং পিপিসি ৩০২, ৩০২/১০৯, ১২৪ (ক)।

৩৭। এনায়েত আলী মানা (খূলনা) এম এল আর ৯, ১৬ (ক) পিপিসি ৩০২/১০৯।

৩৮। এস, এম আলাউদ্দীন (খুলনা) পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ৯।

৩৯। সৈয়দ আবদুল হাসেম (পটুয়াখালী) এম এল আর ১৬ (ক), ৭,৯, এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৪০। আবতুল আজিজ খন্দকার (পটুয়াখালী) এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।

৪১। আবুল বারেক (পটুয়াখালী) এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ৩০২, এবং ১২৪ (ক)।

৪২। গোলাম কিবরিয়া (কুষ্টিয়া) এম এল আর ৭,১৬ (ক), এবং ৯, পিপিসি ৩৯২/১০৯।

৪৩। নুরুল হক (কুষ্টিয়া) হএম এল আর ৭,৯,১৬ (ক), পিপিসি ৩০২/১০৯।

৪৪। ডাঃ আসহাবুল হক (কুষ্টিয়া) এম এল আর ৭, ১৬ (ক), এবং পিপিসি ৩০২/১০৯, এবং ১২৪ (ক)।
৪৫। এন্নাস আলী (কুষ্টিয়া) এম এল আর ৭, ১৬ (ক), এবং পিপিসি ৩০২/১০৯ এবং ১২৪ (ক)
৪৬। জহুরুল হক (কুষ্টিয়া) এম এল আর ৭,৯ এবং পিপিসি ৩০২/১০৯,৩০২।
৪৭। আবদুর রউফ চৌধুরী। (কুষ্টিয়া) এম এল আর ৭,৯ এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।
৪৮। আহসানুল্লাহ (কুষ্টিয়া) এম এল আর ১২/৫ এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

সেক্টর-৪ (চট্টগাম)

নিম্নলিখিত ১৬জন এমপিএকে ৪ নম্বর সেক্টরের (চট্টগ্রাম) এস এম এর এ- এর সামনে হাজির হতে হবেঃ
১। আবু নাসের চৌধুরী (নোয়াখালী): এম এল আর ৭, ৯/৫, ১৬ (ক), ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
২। মাষ্টার রফিকুল্লাহ মিয়া (নোয়াখালী): এম এল আর ৯,৫,১৬ (ক), ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
৩। নূরুল আহাদ চৌধুরী ওরফে কালু চৌধুরী (নোয়াখালী): এম এল আর ৯,৫, ও ১৬ (ক)।
৪। বিসমিল্লাহ মিয়া (নায়াখালী): এম এল আর ৯, এম এল আর ১৪,১৬ (ক), ও পিপিসি ৩০২/৯০১।
৫। মোঃ আবদুল মোহায়মেন (ঢাকা): এম এল আর ১৬ (ক), ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
৬। শহীদুল্লাহ ইসকান্দার (নোয়াখালী): এম এল আর ৭,৯ ও ১৬ (ক), ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
৭। সিরাজুল ইসলাম (নোয়াখালী): এম এল আর ১৬ (ক) ৯/৫, ১২ ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
৮। মোশাররফ হোসেন (চট্টগ্রাম): এম এল আর ৭,৯,১৬ (ক) ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
৯। মীর্জা আবু মনসুর (চট্টগ্রাম): এম এল আর ৯/৫, ৭, ১৬ (ক) ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
১০। আবদুল ওয়াহাব (চট্টগ্রাম): এম এল আর ১৬ (ক), ২০ ও ১২/৫।
১১। জহুর আহমদ চৌধুরী (চট্টগ্রাম): এম এল আর ১৬ (ক) ২০ ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
১২। ডাঃ এম, এ মান্নান (চট্টগ্রাম): এম এল আর ৯,১৬ (ক) ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
১৩। ডাঃ বি, এম ফয়জুর রহমান (চট্টগ্রাম): এম এল আর ১৬ (ক) ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
১৪। মোহাম্মদ উল্লাহ (চট্টগ্রাম): এম এল আর ৯/৫, ১২, ১৬ (ক) ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
১৫। মৌলবী খয়ের উদ্দিন এম এ, এল-এল-বি, এ্যাডভোকেট (চট্টগ্রাম): এম এল আর ১৪, ৯/৫ ও ৭।
১৬। এ, বি, এম, তালেব আলী (চট্টগ্রাম): এম এল আর ৯, ৭, ১৬ (ক) ও পিপিসি ৩০২/১০৯।

সেক্টর -৬ (ঢাকা)

নিম্নোক্ত ১৯ জন এম পি এ-কে হোস্টেল ৬ নম্বর সেক্টরের এস এম এল এ-এর সামনে হাজির হতে বলা হয়েছে।
১। খোন্দকার মাজহারুল হক (ঢাকা): এম এল আর ৯ ও ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।
২। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন (ঢাকা): এম এল আর ৭,১২,১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।
৩। জামাল উদ্দিন চৌধুরী (ঢাকা): এম এল আর ১২,৯ পিপিসি ১২৪ (ক)।
৪। মো শামসুল হক মিয়া (ঢাকা): এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।
৫। আবু মোহাম্মদ সুবিদ আলী (ঢাকা): এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।
৬। হামিদুর রহমান (ঢাকা): এম এল আর ১২/৫, এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।

৭। মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা): এম এল আর ২৫, এইচ কিউ এম এল আর বি অর্ডার নং ১৩৩, এম এল আর ১৬ (ক), এম এল আর ৭।

৮। গাজী গোলাম মোস্তফা (ঢাকা): এম এল আর ১৬ (কা), পিপিসি ১২৪ (ক)।

৯। ডাঃ মোশাররফ হোসেন (ঢাকা): এম এল আর ১২/৫, পিপিসি ৩০২/১০৯ ও এম এল আর ৯।

১০। হেদায়েতুল ইসলাম (ঢাকা): এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।

১১। আবদুল হাকিম মাষ্টার (ঢাকা): এম এল আর ১৬ (ক), এম এল আর ১৪, এম এল আর ১৬ (ক), এম এল আর ৭।

১২। মোহাম্মদ আনোয়ার জঙ্গ (ঢাকা): এম এল আর ৯/৫, পিপিসি ৩০২/১০৯।

১৩। মোঃ মইজুদ্দীন (ঢাকা): এম এল আর ৯/৫, পিপিসি ৩০২/১০৯, ১২৪ (ক)।

১৪। গাজী ফজলুর রহমান (ঢাকা): এম এল আর ১৬ (ক), এম এল আর ৯/৫, এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।

১৫। রাজিউদ্দীন আহমদ (ঢাকা): এম এল আর ১৬ (ক), এম এল আর ৯/৫, পিপিসি ৩০২/১০৯, ১২৪ (ক)।

১৬। মুসলেহ উদ্দীন ভূঁইয়া (ঢাকা): এম এল আর ৯/৫, পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ১২/৫, পিপিসি ১২৪ (ক)

১৭। মোঃ সাদত আলী সিকদার (ঢাকা): এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।

১৮। মোঃ সাজিদ আলী মিয়া মোক্তার (ঢাকা): এম এল আর ২৫/'খ' অঞ্চলের এম এল ও নম্বর ১৩৩, পিপিসি ১২৪ (ক)

১৯। আফজল হোসেন (ঢাকা): এম এল আর ২৫/'খ' অঞ্চলের এম এল ও নম্বর ১৩৩, পিপিসি ১২৪ (ক)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭৯। অভিযুক্ত ই, পি, সি, এস, অফিসারদের সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হবার নির্দেশ	দৈনিক পাকিস্তান	৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ই, পি, সি, এস, অফিসার

'খ' অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তা ৪৪ জন ই, পি, সি, এস অফিসারকে এম এল আর ২৫/'খ' অঞ্চলের সামরিক আইনের ১২০ নম্বর আদেশের অধীনে তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের জবাবদানের জন্য আগামী ৮ই ও ৯ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় ৬ নম্বর সেক্টরের উপ-সামরিক প্রশাসকের কাছে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ মোতাবেক হাজির হতে ব্যর্থ হলে ৪০ নম্বর সামরিক বিধির অধীনে তাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার করা হবে।

নিম্নোক্ত ৩৩ জন ই, পি, সি, এস অফিসারকে ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকা এম পি এ হোষ্টেলে এস এম এল এ-র সামনে হাজির হতে হবে।

১। মোঃ আলতাব হোসেন খান, ইপিসিএস, পিতা আশরাফ আলী খান, গ্রাম- চকমোহনবাড়ী, পোঃ বাগবাটি, জেলা- পাবনা।

২। জিতেন্দ্রলাল চক্রবর্তী, ইপিসিএস, পিতা রাধা শ্যাম, গ্রাম- গুয়াতলা, পোঃ রহমগঞ্জ, জেলা- ফরিদপুর।

৩। আলতাব হোসেন, ইপিসিএস, পিতা মরহুম মৌঃ উমির উদ্দীন সরকার, গ্রাম ও পোঃ কমরজারি, জেলা- রংপুর।

৪। এ, কিউ, এম কামরুল হুদা, ইপিসিএস, পিতা-মরহুম ইশহাক উদ্দীন, ৩৬, জেল রোড, ময়মনসিংহ।

৫। মোঃ আবদুল মতিন সরকার, ইপিসিএস, পিতা- মরহুম সোলায়মান সরকার, গ্রাম-কৃষ্ণপুর, পোঃ তুলসীঘাট, থানা- পলাশবাড়ী, রংপুর।

৬। হেলাল উদ্দীন খান, ইপিসিএস, পিতা- মরহুম মোঃ আমর উদ্দীন খান, গ্রাম- ফুলবাড়ীয়া, পোঃ জিবান, জেলা- ময়মনসিংহ।

৭। মোঃ আবদুল লতিফ, ইপিসিএস, পিতা- মরহুম মৌঃ মোঃ আবদুর রশীদ, গ্রাম- হরিশংকরপুর, পোঃ পিরিজপুর, রাজশাহী।

৮। আবদুল হালিম, ইপিসিএস, পিতা মোঃ দরবেশ আলী মিয়া, গ্রাম- কাশিভদ্রবাড়ী, পোঃ ঘাটাইল, জেলা- টাঙ্গাইল।

৯। জিয়াউদ্দীন আহমদ, ইপিসিএস, পিতা এ, এস, এম মজহারুল হক, গ্রাম- আলী নগর, পোঃ মধ্যনগর, থানা- রায়পুরা, জেলা- টাঙ্গাইল।

১০। ক্ষিতিশ চন্দ্র কুণ্ড, ইপিসিএস, পিতা অন্নতা চরণ কুণ্ড, গ্রাম- শ্রীলতলা, পোঃ রামপাল, থানা- রামপাল, খুলনা।

১১। কাজী লুৎফল হক, ইপিসিএস, পিতা কাজী আজহার উদ্দীন আহমদ, গ্রাম ও পোঃ ষোলঘর, থানা- শ্রীনগর, জেলা- ঢাকা।

১২। মাখন চন্দ্র মাঝি, ইপিসিএস, পিতা মৃত শশীমোহন মাঝি, গ্রাম- ফুলবাড়ী, পোঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা।

১৩। মোঃ মিজানুর রহমান, ইপিসিএস, পিতা আবদুর রহমান, গ্রাম- আলমপুর, পোঃ রাজগঞ্জ, নোয়াখালী।

১৪। আবদুল কাদের মুন্সী, ইপিসিএস, পিতা মরহুম আজহার ইয়াকুব আলী মুন্সী, গ্রাম-খন্তাকাটা, পোঃ শরণখোলা, খুলনা।

১৫। বিজেন্দ্র নাথ ব্যাপারী, ইপিসিএস, পিতা দীনবন্ধু ব্যাপারী, গ্রাম- ছোটহাজারী, পোঃ মীরখালী, বাকেরগঞ্জ।

১৬। মানিক লাল সমাদ্দার, ইপিসিএস, পিতা অমৃত লাল সমাদ্দার, গার্লস স্কুল রোড, পোঃ মাদারীপুর, ফরিদপুর।

১৭। আফতাবুদ্দীন, ইপিসিএস, পিতা তজীমুল আলী, সাগর নলটি এস্টেট, পোঃ সাগরনল, থানা- কুলাউড়া, সিলেট।

১৮। কাসানন্দ মোহন দাস, ইপিসিএস, পিতা মৃত ক্ষিরোদ চন্দ্র দাস, গ্রাম-দাউদপুর, পোঃ রেঙ্গা দাউদপুর, সিলেট।

১৯। অমিরাংশু সেন, ইপিসিএস, পিতা অমৃত চরণ সেন, গ্রাম- বরমচল টি স্টেট, পোঃ বারাসাত, সিলেট।

২০। মোহাম্মদ ইসহাক, ইপিসিএস, পিতা মরহুম বশির উদ্দীন, গ্রাম, পোঃ ও থানা- চট্টগ্রাম।

২১। মোঃ আবদুল আলী, ইপিসিএস, পিতা মোঃ ওয়াহেদ মিয়া, গ্রাম- বালিয়াকান্দী, পোঃ উজানী, ফরিদপুর।

২২। এ, কে, এম রুহুল আমীন, ইপিসিএস, পিতা মৌঃ আবদুল লতিফ, গ্রাম- সাউথ বালিয়া, পোঃ গোবিন্দিয়া, থানা- চাঁদপুর, কুমিল্লা।

২৩। ইয়াকুব শরীফ, ইপিসিএস, পিতা মরহুম মুন্সী ইয়াসিন হাওলাদার, গ্রাম- বাগদিয়া, পোঃ কলসকাটি, বাখরগঞ্জ।

২৪। চিত্তরঞ্জন চাকমা, ইপিসিএস, পিতা যোগেন্দ্র লাল পরবাড়ী, গ্রাম- ডুলুছড়ি, পোঃ বাবুছড়া বাজার, থানা- হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

২৫। প্রিয়দা রঞ্জন দাস, ইপিসিএস, পিতা যোগেন্দ্র লাল দাস, গ্রাম- ধলাই, পোঃ কাটিরহাট, থানা- হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

২৬। জ্ঞানরঞ্জন সাহা, ইপিসিএস, পিতা তারক চন্দ্র শাহা, গ্রাম, পোঃ ও থানা- উজিরপুর, বরিশাল।

২৭। অমরেন্দু মজুমদার, ইপিসিএস, পিতা তরুণী কুমার, গ্রাম- চর আমানুল্লাহ, পোঃ দাসের হাট, থানা- হাতিয়া, নোয়াখালী।

২৮। গোলাম আকবর, ইপিসিএস, পিতা মরহুম মৌঃ আনোয়ারুল হক, ৩৪, পিটার রোড, খানপুর, পোঃ নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

২৯। বিবেকানন্দ মজুমদার, ইপিসিএস, পিতা ব্রজকান্ত মজুমদার, মিঠাখালী, পোঃ মঠবাড়ীয়া, বরিশাল।

৩০। দীপক কুমার সাহা, ইপিসিএস, পিতা মনোমোহন সাহা, গ্রাম- সাতবাড়িয়া, পোঃ ও থানা- সাতবাড়িয়া, পাবনা।

৩১। সবীর কুমার সাহা, ইপিসিএস, পিতা-সুধীর চন্দ্র, গ্রাম ও পোঃ বাথি, থানা-গৌরনদী, বরিশাল।

৩২। অনিলচন্দ্র সিংহ, ইপিসিএস, পিতা-মৃত উমেশ চন্দ্র সিংহ, গ্রাম-করিয়াবাসা, পোঃ-মুন্সিরহাট, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।

৩৩। আবদুল লতিফ ভূঁইয়া, ইপিসিএস, পিতা-মরহুম উমর আলী ভূঁইয়া, গ্রা-মনোহরপুর, থানা-বড়ুয়া, পোঃ আডডা, কুমিল্লা।

নিম্নলিখিত অবশিষ্ট ১১ জন ইপিসিএস অফিসারকে আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর এস এম এল এ- এমপিএ হোষ্টেলে, সেক্টর ৬ নম্বর-এ হাজির হতে হবেঃ

১। এইচ, এম, আব্দুল হাই, ইপিসিএস, (৩৪৩), অব রাজশাহী।

২। মোহাম্মদ আতানত উল্লাহ, ইপিসিএস, (১৮৮), অব ঢাক।

৩। রিয়াজুর রহমান, ইপিসিএস, (৩০২), অব মালদহ (পশ্চিমবঙ্গ)।

৪। এ, এফ, এম রমিজ উদ্দীন, ইপিসিএস, (২০৮) অব ঢাকা।

৫। জ্যোতি বিনোদ দাস, ইপিসিএস, (৪০৪) অব নোয়াখালী।

৬। আজিজুর রহমান, ইপিসিএস, (৫৬৫), গ্রাম-লক্ষ্মীপুর, পোঃ+জেলা-রাজশাহী।

৭। বিভূতি ভূষণ বিশ্বাস, ইপিসিএস, (১৯৯) অব ফরিদপুর।

৮। জিতেন্দ্রলাল দাস, ইপিসিএস, (৩৮৩) অব সিলেট।

৯। খান আমীর আলী, ইপিসিএস, (৬১৪) গ্রাম-মাটিভাঙ্গা, বরিশাল।

১০। যোগেশ চন্দ্র ভৌমিক, ইপিসিএস, (২১৫), ১১/১ শেখ সাহেব বাজার, ঢাকা-২ (হোম ডিস্ট্রিক্ট-কুমিল্লা)।

১১। জহিরুল ইলসাম ভূঁইয়া, ইপিসিএস, (১৪৪) অব ঢাকা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮০। বিধবাদের নিকট পরিত্যক্ত বাড়ীঘর বন্দোবস্ত দেয়ার সরকারী ঘোষণা	সরকারী দলিলপত্র জনসংযোগ বিভাগ, দিনাজপুর	৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বিধবাদের জন্য বিশেষ ঘোষণা

(১) পরিত্যক্ত বাড়ীঘর ইত্যাদি সম্পত্তি বিধবাদের নিকট বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য বিধবাদের নিকট হইতে দরখাস্ত চাওয়া যাইতেছে।

সবুজ রংয়ের দরখাস্তের ফরম আনজুমানে মোহাজেরিনের অফিস ও টাউন হলের নিকট অবস্থিত শান্তি কমিটির অফিস হইতে আগামীকল্য হইতে পাওয়া যাইবে।

শান্তি কমিটি ও রিলিফ কমিটির মেম্বারগণকে এবং সমস্ত সমাজ কর্মীগণকে বিধবাদের উক্ত ফরম পূরণ করিতে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। ফরম পূরণ করিয়া আগামী ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডি, সি সাহেবের অফিসে দাখিল করিতে হইবে।

(২) বিনা অনুমতিতে সরকারী, মিউনিসিপ্যালিটি, কিংবা কোন প্রাইভেট ব্যক্তির জমির উপর কোন প্রকার ঘর কিংবা বাড়ী উঠান নিষিদ্ধ। ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে মার্শাল ল-রেগুলেশনের অধীন বিচার করা হইবে। আগামী ৮ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ঐ সমস্ত বেআইনীভাবে উঠান ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে ও বাড়ী তৈয়ারীর জিনিসপত্র বায়েজাপ্ত করা হইবে।

প্রত্যহ রাত ১১টা হইতে সকাল ৪টা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে কাহাকেও ঘরের বাহিরে কিংবা রাস্তায় পাওয়া গেলে গুলি করা হইবে।

By order
M.L. Administrator
Dinajpur
3.9.1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮১। ছাত্র উপস্থিতির দৈনিক রিপোর্ট প্রেরণ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিভাগের আরো একটি জরুরী চিঠি	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিলপত্র; উদ্ধৃতঃ এক্সপেরিয়েন্স-প্রাগুক্ত	৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

No. B/6018-53 VERY URGENT/EXPRESS

OFFICE OF THE REGISTRAR

3RD REMINDER

UNIVERSITY OF
DACCA
DACCA-2.
Dated, the 3rd Sept. 1971.

To

All Heads of the Deptts.

The Directors of Instituess

Dacca University.

Sub: Student's attendance.

Dear Sir,

In inviting your attention to this office letter No. C/73819 dated the 2nd June, 1971 and subsequent reminders No. 2400-440 dated 2nd August, 1971 and No-3054-95 dated the 6th August, 1971, on the above subject. I am to inform you that the daily report of the students' attendance from some of the Departments are not being received in this office even by the noon of the following day.

I am, therefore, to request you to kindly send the report to this office by 10 A.M. positively on the following day in order to enable this office to forward the consolidated report to the Govt. in time.

Your faithfully,
Sd/Illegible.
Registrar.
3.9.71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮২। গভর্নর হিসেবে ডাঃ এ, এম মালিকের শপথ গ্রহণ।	পাক সমাচার, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১	৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

নয়া গভর্নর হিসেবে
ডাঃ এ, এম মালিকের শপথ গ্রহণ

পূর্ব পাকিস্তানের নয়া গভর্নর ডাঃ এ, এম মালিক গত ৩রা সেপ্টেম্বর বিকেলে গভর্নর ভবনের দরবার কক্ষে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে শপথ গ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি জনাব বি, এ সিদ্দিকী গভর্নরকে শপথ গ্রহণ করান।

শপথ গ্রহণের পর গভর্নর ডাঃ এ, এম মালিক এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রদেশের প্রশাসনের দায়িত্ব পালনে পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার আশীবাদ ও বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি বলেন আজকের এই দিনে পাকিস্তানের বিশেষ করে পাকিস্তানের সংকটময় মুর্হুতে প্রদেশের প্রশাসনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছি। একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে ও সকল বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায় এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমি চেষ্টা করব।

তাঁকে ও জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান এবং তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন।

সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর গভর্ণর সেনাবাহিনীর গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন। খ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এ, কে নিয়াজীসহ উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসারগণ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠান অত্যন্ত জনাকীর্ণ ছিল। সমাজের সকল স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে প্রদেশের দু'জন সাবেক গভর্ণর ছিলেন। এরা হলেন জনাব সুলতানউদ্দীন আহমদ ও জনাব আবদুল মোনায়েম খান।

অন্যান্যদের মধ্যে অধ্যাপক গোলাম আজম, জনাব আবদুল কাসেম, জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী, জনাব খান এ, সবুর, জনাব শামসুল হুদা, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, জনাব এ, এস, এম সোলায়মান, জনাব আবদুল জব্বার খান, পীর মোহসেনুদ্দিন, আনোয়ারুল হক, জনাব হাফিজুদ্দীন, জনাব দোহা, জনাব খান, পীর মোহসেনুদ্দিন, আনোয়ারুল হক, জনাব হাফিজুদ্দিন,জনাব দোহা, জনাব কিউ এম রহমান, নওয়াব হাসান আসকারী, জনাব এম.এম ইস্পাহানী বিচারপতি জনাব আমিন আহমদ এবং বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, লেখকগণও উপস্থিত ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৩। লেঃ জেঃ নিয়াজীর 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ	দৈনিক পাকিস্তান	৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

নিয়াজীর নয়া দায়িত্বভার গ্রহণ

পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের কমাণ্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ, এ, কে নিয়াজী গতকাল শুক্রবার খ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

এপিপি পরিবেশিত এই খবরে আরো বলা হয়েছে যে, মেজর জেনারেল রহিম খান গতকাল 'খ' অঞ্চলের সহকারী সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৪। গতিবিধি ও নিলাম সম্পর্কিত একটি সরকারী ঘোষণা	সরকারী দলিলপত্রঃ জনসংযোগ বিভাগ, দিনাজপুর	৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

(১) সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, যাহারা বাহির হইতে দিনাজপুর টাউনে আসিতেছেন তাহারা যেন জেলা শান্তি কমিটির নিকট তাহাদের আগমনের কথা রিপোর্ট করেন।

(২) আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর সকাল ১০-৩০ মিনিটে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাঙ্কের সম্মুখে অবস্থিত ১ নং রিলিফ গোডাউনের সম্মুখে প্রকাশ্যে নিলাম বিক্রয় হইবে।

সুপারি, বার্নিশ ও রং, হাইড্রো-সালফাইড, চিনা পাউডার, প্যাকিং কাগজ, দড়ি, পাথর, নানা প্রকার জুতা, বস্তা, খালি বাক্স, ফ্যান বেল্ট, ঝুড়ি, সাইকেলের মার্ডগার্ড, কড়াই, ২.৫ সের ওজন করার পাথর, এক রোল সি, আই, সিট পলিথিন পেপার, ড্রাম, তেলের কালি টীন, লেমন ক্রোম, তক্তা, উডেন প্লেস্ক।

(১) পরিত্যক্ত বাড়ীঘর ইত্যাদি সম্পত্তি বিধবাদের নিকট হইতে দরখাস্ত চাওয়া যাইতেছে।

সবুজ রংয়ের দরখাস্তের ফরম আনজুমানে মোহাজেরিনের অফিস ও টাউন হলের নিকট অবস্থিত শান্তি কমিটির অফিসে পাওয়া যাইবে। শান্তি কমিটি ও রিলিফ কমিটির মেম্বারগণকে এবং সমস্ত সমাজকর্মীগণকে বিধবাদের উক্ত ফরম পূরণ করিতে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। ফরম পূরণ করিয়া আগামী ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডি, সি সাহেবের অফিসে দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যহ রাত ১১টা হইতে সকাল ৪টা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকিবে।

By order
M.L. Administrator
Dinajpur
4.9.71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৫। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অনুপস্থিতি সম্পর্কিত শিক্ষা বিভাগ-এর একটি সার্কুলার	সরকারী দলিলপত্রঃ উদ্ধৃত; এক্সপেরিয়েন্স -প্রাগুক্ত	৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Government of East Pakistan
Education Department, Dacca.
Dated the 7th September, 1971
No. G/10-13/71 890-Edn.

CIRCULAR

Sub: Attendance in schools, colleges, universities etc.

In has come to the notice of Government that apart from the circulation of baseless rumours by anti-state elements, some teachers are directly or indirectly discouraging students from attending the classes. In certain cases the conduct of the staff of the edcucational institution is a major factor for low attendance. The heads of institutions should ensure that all the members of staff under them perform their duties properly and loyally. They should also see to it that the teachers positively encourage the students to attend clssesd and create confidence in them and also explain to them that the rumourmongers are no friend of theirs and they should attend their classes in their own interest.

2. It has also been observed that various sorts of posters dissuading the students and teachers to attend classes are pasted on the walls of the institutions by anti-state elements. This also happens with the connivance of the staff of the institution. The heads of the institutions should be directed to ensure that the institution premises are not used for sticking or pasting posters of any kind. They should also be asked to take steps to issue Identity Cards to students with their photographs pasted therein so that there can be produced in case of necessity.

Sd./-Ilegible,
7.9.1971
Deputy Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৬। 'চাপিয়ে দেয়া হলে আক্রমনকারীর ভূখণ্ডেই যুদ্ধ হবে' নিয়াজী	দৈনিক পাকিস্তান	৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে জেঃ নিয়াজী
চাপিয়ে দেওয়া হলে
আক্রমণকারীর ভূখণ্ডেই যুদ্ধ হবে

এপিপির এক খবরে প্রকাশ, ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের কমাণ্ডার ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এ, এ, কে নিয়াজী গতকাল বুধবার প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সফরকালে জনগণের প্রতি এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলে আক্রমণকারীর ভূখণ্ডে যুদ্ধ করার মতো যথেষ্ট শক্তি পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সমগ্র বাহিনীর রয়েছে।

তিনি জনগণের প্রতি প্রদেশ থেকে ভারতীয় চর ও রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের উৎখাতে দেশপ্রেমিক হিসেবে তাদের ভূমিকা অব্যাহত রাখার উপদেশ দেন। জেনারেল নিয়াজী এক দিনের জন্য পাবনা, রাজশাহী ও বগুড়া জেলা সফর করেন। সফরকালে জিওসি তাঁর সাথে ছিলেন।

জেনারেল নিয়াজী সেনাবাহিনীর একখানি হেলিকপ্টারে সফর করেন। প্রথমে তিনি নাটোরে অবতরণ করেন। স্থানীয় কমাণ্ডার তাঁকে জানান যে, সদা জাগ্রত সৈন্যরা আক্রমণের সম্ভাবনার সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছে এবং এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে।

স্থানীয় কমাণ্ডার জানান যে, কিছুসংখ্যক ভারতীয় চর মাঝে মাঝে পাট চলাচল ব্যাহত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু রাজাকার ও স্থানীয় জনসাধারণ তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। স্থানীয় কমাণ্ডার আরো জানান যে, ভারতীয় চরেরা, কয়েকবার পাটের চোরাচালান করে ভারতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তা ব্যর্থ করে দেয়া হয়। মহাদেবপুরে (রাজশাহী) জেঃ নিয়াজী শিক্ষারত রাজাকারদের দেখেন।

তিনি তাদের গুলি চালনা অনুশীলনও পর্যবেক্ষণ করেন। একই এলাকায় তিনি স্বাভাবিক ট্রেনিংরত সৈন্যদেরও দেখেন। মহাদেবপুর থেকে জেনারেল নিয়াজী বগুড়া জেলার সীমান্ত এলাকায় যান। সেখানে তিনি প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত সৈন্যদের পরিদর্শন করেন। তিনি কয়েকটি স্থানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করার নির্দেশ দেন, যাতে দুশমনেরা কোন রকম সুযোগ নিতে না পারে।

সীমান্ত এলাকায় একটি জীপে সফর করার সময় তিনি জনসাধারণকে স্বেচ্ছায় সাম্প্রতিক বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও বাঁধ মেরামত করতে দেখেন। তিনি তাদের আস্থা ও মনোবল দেখে মুগ্ধ হন। জেনারেলের যাবার পথে জনগণ হর্ষধ্বনি করে তাকে স্বাগত জানায় ও বিভিন্ন দেশাত্মবোধক শ্লোগান তুলে। তিনি প্রতিটি স্থানে গাড়ী থামিয়ে জনগণের সাথে করমর্দন করেন এবং তাদের খোঁজ খবর নেন।

তাদের সবাইকে সুখী ও প্রফুল্ল দেখা যায়। এর পরে জেনারেল নিয়াজী বন্যা-উপদ্রুত পাবনা জেলায় সফরে যান। পাবনা শহরে তিনি স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে রিলিফের ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। বন্যা পরিস্থিতির বেশ উন্নতি হয়েছে ও রিলিফের কাজ সন্তোষজনকভাবে চলছে বলে তাঁকে জানানো হয়। স্থানীয় কর্মকর্তারা তাঁকে জানান যে, প্রথম দিকে কিছু কিছু লোক কলেরায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেলেও সময়োচিত ব্যবস্থা নিবার দরুন কলেরা আর মহামারী আকারে দেখা দিতে পারেনি।

জেনারেল নিয়াজী পাবনা বাজারের মধ্য দিয়ে মোটরগাড়ী চালিয়ে যান। তিনি বাজারে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকবাবে কাজকর্ম চলতে দেখেন। সফরকালে বিভিন্ন স্থানে জেনারেল নিয়াজ সৈন্যদের সাথে ঘরোয়াভাবে আলোচনা করেন এবং তাদের উচ্চ মনোবল দেখতে পান। তিনি মহাদেবপুর ও পাবনায় শান্তি কমিটির সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

সশস্ত্র বাহিনী আক্রমণকারীকে হটিয়ে দেয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে তিনি তাদের আশ্বাস দেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ তাদের মৃত্যুর অর্থ হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে বিধবা ও এতিমের সংখ্যা বৃদ্ধি।

সেতু উড়িয়ে দেয়, পাইলনে বিস্ফোরণ কিংবা রেল লাইন তুলে ফেলা নিজের ঘর ধ্বংস করারই সামিল এবং এইগুলি বিপথগামী লোকদের বলার জন্যই তিনি শান্তিকমিটির সদস্যদের উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, এই বিপথগামী লোকেরা বাস্তবিক পক্ষে এই দেশেরই সন্তান এবং এ দেশটিও তাদের। তাই যদি খাদ্য সরবরাহ চোরাচালান করা হয় বা প্রদেশের মশ্যে তার চলাচলে বাধা দেয়া হয় তাহলে এর জন্য সাধারণ মানুষ দুর্ভোগ পোহাবে।

জেনারেল পরাধীন জাতির দুর্দশার বর্ণনা দিয়ে আজাদী পূর্বকালে মুসলমানগণ যে দুঃখ-দুর্দশায় দিন যাপন করেন, তা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন যে, আমাদের সন্তানদের হিন্দুদের অধীনে যেতে দিব না। আমরা আমাদের মা-বোনদের তাদের দয়ার উপর ছেড়ে দিব না। জেনারেল নিয়াজী ইসলাম ও পাকিস্তানের দুশমনদের মোকাবিলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপদেশ দেন।

তিনি মুসলমানদের ইহিতাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আমাদের প্রতিপক্ষ শ্রেষ্ঠ হয়েও আমাদের কখনো পরাজিত করতে পারেনি। তিনি বলেন যে, শুধু দেশদ্রোহীরা আমাদের ঐক্যকে ফাটল ধরানো জন্য কয়েকটি যুদ্ধে আমাদের পরাজয়বরণ করতে হয়।

তিনি এইসব দেশদ্রোহী সম্পর্কে সজাগ থাকার জন্যে ও তাদের নির্মূল করার কাজে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের প্রতি উপদেশ দেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৭। সামরিক সরকারের বেসামরিক গভর্ণর ডাঃ এ, এম মালিকের বেতার ভাষণ	সরকারী প্রচার পুস্তিকা-পূর্ব পাক সরকারের তথ্যবিভাগ	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বেতার ভাষণ
১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ডাঃ আবদুল মোতালেব মালিক, এইচ কিউ এ
গভর্ণর, পূর্ব পাকিস্তান

আমার প্রিয় দেশবাসীগণ,

জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্যোগ শুরু করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট আমাকে এই প্রদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিযুক্ত করেছেন। গভর্ণর হিসেনে আমার একটি মন্ত্রী পরিয়দ থাকবে। আল্লাহতায়ালা আমাদের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। প্রদেশের অভ্যন্তরে ও বহিঃশত্রু থেকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও হুমকি প্রদেশের শান্তির বিঘ্ন ঘটিয়েছে এবং অর্থনীতির ক্ষতি সাধন করেছে। আমার জীবনের সায়াহ্নে এই গুরুদায়িত্ব আমি শুধু এই জন্যই তুলে নিয়েছি যাতে যে দেশের প্রতিষ্ঠা ও সংহতির জন্য আমারও ক্ষুদ্র অবদান ছিল, সেই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠনের কাজে যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগ করতে আমি যেন পিছপা না হই।

প্রিয় দেশবাসীগণ, আমি আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছি এই জন্য, যাতে প্রদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায়, যাতে করে আমরা এমন এক মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পারি যেখানে বিভিন্ন সমস্যা, আলাপ-আলোচনারা মাধ্যমে সমাধান করা হবে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয়; যেখানে জনসাধারণ ও দলসমূহ পরস্পরের সঙ্গে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও একই দেশের শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসেবে একত্রে বসবাস করতে পারবেন। যে অন্ধ বিদ্বেষ আমাদের বর্তমান দুর্দশার জন্য দায়ী, আসুন আমরা তা পেছনে ফেলে রেখে নূতন যাত্রা শুরু করি। এই যাত্রা পথকে সহজ ও সুগম করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যেই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। এর পূর্ণ সুযোগ এখন আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সকল ভীতি, সন্দেহ ও তিক্ততা দূর করে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাবার দায়িত্ব আমাদেরই।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, প্রদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে উদ্যোগী হওয়ার জন্য আমি আপনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এটা প্রয়োজন। আমি আবারও বলছি, আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এটা প্রয়োজন। এ সময় পরস্পরকে দোষারোপ করা, কারো ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়া কিংবা মনে ক্ষোভ পোষণ করার সময় নয়। এখন অতীতের সমস্ত দোষ ও অভিযোগ বিস্মৃত হয়ে পুনর্গঠনের কাজে সবাইকে সামিল হতে হবে, যাতে জাতি আবার শান্তি ও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে।

আজকের যুবক শ্রেণী তো জানে না যে, নূতন এক জাতির বাসভূমি আমাদের এই পাকিস্তানকে বাস্তবে রুপায়িত করার জন্য আমাদের কত পরিশ্রম করতে হয়েছে, কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। যখন অবিভক্ত ভারতে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে, তখন আমরা একটা পৃথক আবাসভূমি দাবী করতে বাধ্য হলাম। এই কাজ সহজসাধ্য ছিল না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদেরকে পদানত করে রাখাই শোষকদের গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। আমাদের শত্রুরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সজ্ঞবদ্ধ ছিল। এমনকি নূতন ও প্রাণবন্ত এই রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরও তারা আমাদের উন্নতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করার

প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। সবচেয়ে মৌলিক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের শত্রুরা পাকিস্তানের অস্তিত্বই স্বীকার করতে চায়নি। যা হোক আমরা কিছুতেই আমাদের মাতৃভূমিকে আন্তর্জাতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেব না। আবার যারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমাদেরকে ব্যবহার করতে চায়, তাদের কাছে আমাদের অস্তিত্বকে বিকিয়ে দিতে অথবা অর্থনীতিকে বন্ধক দিতে আমরা রাজী নই। শত্রুর হাতে আমরা ক্রীড়নক হতে চাই না। তাই আমরা এমন কিছু করব না যা কিনা জাতীয় আত্মহত্যার সামিল হবে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যেসব যুবক সীমান্তের ওপারে চলে গিয়েছেন, তাদের এখন ফিরে আসা উচিৎ। এটা তাদেরই দেশ এবং একে পুনর্গঠন করার দায়িত্ব তাদেরই। আমি তাদের ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে তাই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে তাদের কোন ক্ষতির আশংকা নাই। তাদের প্রত্যাবর্তনে বাধাদানের উদ্দেশ্যে যে সকল মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা গুজব রটনা করা হচ্ছে তাতে যেন তারা কর্ণপাত না করেন। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, আমাদের বাস্তুত্যাগীদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার ও সমবেদনা প্রকাশ না করে, বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে তাদের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। সর্বোপরি যারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়, তাদের রাজনৈতিক গুটি হিসেবে বাস্তুত্যাগীদের ব্যবহার করা হচ্ছে। তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে তাই নানাবিধ বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে।

আপনারা জানেন যে, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ছাড়াও প্রেসিডেন্ট সমস্ত প্রকৃত নাগরিকদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনান জন্য পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে সীমান্তের উভয় পারে এবং ভারতে অবস্থিত বাস্তুত্যাগী শিবিরগুলিতে গঠন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পিকিক ও আইডিবি ও পাকিস্তানে অবস্থিত অভ্যর্থনা শিবিরগুলিতে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনে করার কথা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ভারত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভারতের অসম্মতি জ্ঞাপন সত্ত্বেও প্রত্যাবর্তনকারীদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে আমরা সীমান্তের এপারে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনে সম্মতি হয়েছি, আমি আপনাদের কাছে অঙ্গীকার করছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর পদের দায়িত্ব পালনকালে আমি জনগণের মনে আস্থা সৃষ্টির জন্য সকল প্রচেষ্টা চালাবো। যারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন তাদের পুনর্বাসনের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং সীমান্ত পার হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গমনের জন্য কারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। যাদের বাসগৃহ, দোকানপাট ও জীবিকার উপায় বিনষ্ট হয়েছে তাদের পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সর্বপ্রকার আর্থিক ও প্রশাসনিক সাহায্য করা হবে। যাদের সম্পত্তি বেআইনীভাবে দখল হয়েছে কিংবা যাদের সম্পত্তি সাময়িকভাবে অন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে, সেগুলি প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এই কার্যে বাধাদানের কোন প্রকার চেষ্টা হলে তাকে কঠিন হস্তে দমন করা হবে। জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টির সম্মুখেই আমাদের পুনর্বাসনসূচি রুপায়ণ করা হচ্ছে এবং এই কাজ যাতে দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় সেদিকে আমি কড়া নজর রাখবো।

এই সুযোগে আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এই আশ্বাস দিতে চাই যে, পাকিস্তানের অন্যান্য নাগরিকদের মত তারাও নাগরিকত্বের সমঅধিকারে অধিকারী। স্বদেশে পাকিস্তানের বিশ্বস্ত নাগরিক হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যেই তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের বাড়ীঘর ও অন্যান্য সম্পত্তি তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে। ১৯৫০ সালের লিয়াকত-নেহেরু চুক্তি মোতাবেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিষয়ক মন্ত্রীপদ আমি গ্রহণ করেছিলাম। আমি তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবগত আছি। কাজেই যাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার অবিচার না করা হয়, সেদিকে আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবো। লিয়াকত-নেহেরু চুক্তি মোতাবেক ভারত সরকারে মন্ত্রী মিঃ সি সি বিশ্বাস ও পাকিস্তান সরকারের উজির হিসেবে আমি মিলিতভাবে কাজ করছি, যাতে উভয় দেশের উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায়। এখন পুনরায় অনুরুপ ব্যবস্থা গ্রহণ কেন সম্ভবপর হবে না তার কোন কারণ আমি দেখতে পাই না। এই বিরাট মানবিক সমস্যা

সমাধানের জন্য আশু ব্যবস্থাদি আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আমি এই বিষয়ক ভারতীয় মন্ত্রীর সঙ্গে যত শীঘ্র সম্ভব বৈঠকে মিলিত হতে রাজী আছি। প্রকৃত সদিচ্ছা ও মানবিক দুর্গতির প্রতি সত্যিকারের সহানুভূতি থাকলে এই সমস্যা সমাধানে আমাদের অপারগ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

অতঃপর আমি আমাদের ছাত্র সম্প্রদায়কে এটা উপলব্ধি করতে বলবো যে, তারা হলেন পাকিস্তানের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তারাই হলেন জাতির ভবিষ্যত স্থপতি। সুতরাং তারা যাতে ভবিষ্যতে নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন তার জন্য তাদের প্রস্তুত হতে হবে এবং তাদের শিক্ষা জীবন যাতে বাধাপ্রাপ্ত বা বানচাল না হয়, সেদিকে তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের শিক্ষাজীবন পুনরায় শুরু করার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব তাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করা উচিত। কোন ভয়, ভীতি বা কোন ভ্রান্ত ধারণা তাদের শিক্ষাজীবন ব্যাহত করুক তা কারুর কাম্য নয়। কারণ এ মনোভাব কোন জাতির পক্ষেই মঙ্গলজনক নয়। অপরপক্ষে এর ফলে সমাজ দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হয়। আমার যৌবনের প্রাক্কালে কিছু সময়ের জন্য আমিও বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমি উপলব্ধি করলাম যে সন্ত্রাসবাদের অর্থই হোল আমার দেশবাসীর জন্য ধ্বংস ও মৃত্যু এবং এই নীতি অনুসরণ করলে আমরা কোন লক্ষ্যেই উপনীত হতে পারব না। তাই আমি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেকে নিজেকে মুক্ত করে স্বজাতির অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক ও অহিংসামূলক পথ বেছে নিলাম। এবং আমি নিজেও দেখেছি যে, নিয়মতান্ত্রিক ও অহিংসামূলক আন্দোলন খুবই ফলপ্রসূ। সেকালের অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী নেতৃবৃন্দও অনুরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলন ফলপ্রসূ না হওয়ায় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেও সি আর দাস ও মতিলাল, নেহেরুর মত বড় বড় নেতারা স্বরাজ পার্টি গঠন করেন এবং আইন পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। আমি সাধারণভাবে যুবকদের এবং বিশেষ করে ছাত্র সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যেন তারা পাকিস্তানের পুনর্গঠন ও উন্নতির ক্ষেত্রে তাদের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব স্মরণ রাখেন এবং নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হন।

শ্রমিক ও মজুরদের এক আজীবন সেবক হিসেবে আমি শ্রমিক ও মালিক উভয় সম্প্রদায়ের নিকট অনুরোধ করবো যেন তারা দেশের অর্থনীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য একযোগে কাজ করেন। শ্রমিকদের এটা বুঝতে হবে যে, কলকারখানা বন্ধ হলে প্রকারান্তরে তাদেরই সমূহ ক্ষতি। এবং এর ফল জনসাধারণকেই ভুগতে হয়। মজুররা যাতে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে উৎপাদন কার্য সম্পাদন করতে পারেন এবং যাতে তাদের ওপর কোন প্রকার জুলুম বা হয়রানি, ভীতি প্রদর্শন অথবা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, সেদিকেও আমি লক্ষ্য রাখবো। এ ব্যাপারে আমি আপনাদের আমার ব্যক্তিগত আশ্বাস দিচ্ছি। আপনাদের প্রতি আমার আবেদন এই যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনারা কাজে যোগদান করুন। মালিকদের উদ্দেশে আমি বলতে চাই যে, সামাজিক ন্যায় বিচার ও সুখী শ্রমশক্তি ছাড়া কোন শিল্পেরই উন্নতি বা অর্থনীতির বিকাশ সাধিত হতে পারে না।

বর্তমান প্রধান সমস্যা হোল প্রদেশের প্রতিটি লোকের কাছে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা। দুঃখের বিষয় হলো যে, উপর্যুপরি বেশকিছু বছর ধরে এই প্রদেশ খাদ্য ঘাটতি অঞ্চল হয়ে পড়েছে। এ বৎসর এই খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে, কারণ উৎপাদন হ্রাসের আশঙ্কা রয়েছে। তাই বর্তমান আর্থিক বছরে আমরা পশ্চিম পাকিস্তান ও বিদেশ থেকে ১৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানীর ব্যবস্থা করেছি। প্রদেশব্যাপী সরবরাহ কেন্দ্রসমূহ মারফত খাদ্যশস্য চলাচল ও বণ্টন ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রদেশের প্রত্যেক অঞ্চলের খাদ্যশস্য সরবরাহ পরিস্থিতির ওপর সবিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। উপকূলীয় জাহাজ ও অভ্যন্তরীন নৌযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে নদী পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে আমন ধান ওঠার আগ পর্যন্ত, আগামী ৪ মাসে, মাসপ্রতি দেড় লক্ষ থেকে দু লক্ষ টন খাদ্যসামগ্রী বন্দর থেকে বণ্টন কেন্দ্রসমূহে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোটকথা নিয়মিত খাদ্যশস্য সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করার ফলে যে কোন বিশেষ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য চাহিদা মেটানোর পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতির মূল কারণ এটা নয় যে খাদ্যদ্রব্যের অনটন রয়েছে। আসল সমস্যা হোল, যোগাযোগ ব্যবস্থায় অসুবিধা, আর তার কারণ হোল প্রদেশে সাম্প্রতিক গোলযোগের ফলে রেলগাড়ী ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অসুবিধা। বন্দর থেকে খাদ্যসামগ্রী প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিতরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। গোলযোগের আগে শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী খাদ্যদ্রব্য রেলগাড়ীর সাহায্যে পাঠানো হোত। যেহেতু পূর্বের তুলনায় বর্তমানে রেল ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা রয়েছে সেহেতু বেশীর ভাগ খাদ্যসামগ্রী নৌযানের সাহায্যে পাঠানো হচ্ছে। এই ব্যাপারে বন্ধুরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র বেশকিছু উপকূলবর্তী জাহাজ সরবরাহ করে আমাদের খাদ্যশস্য বন্টনের কাজে বিশেষ সহায়তা করেছেন। খাদ্য সরবরাহের কাজে এই অতিরিক্ত ব্যবস্থার ফল হবে এই যে, চট্টগ্রাম থেকে অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরগুলিতে সরবরাহের পরিমাণ ৩ গুণ বেড়ে যাবে। এর ফলে চট্টগ্রাম থেকে চলাচলের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো সম্ভবপর হবে।

সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা আরও উন্নত করবার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই বিদেশ থেকে ট্রাক আমদানীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১০০ থেকে ১৫০টি ট্রাক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এটা বলা হচ্ছে যে, খাদ্যশস্যের সরবরাহ থাকলেও অনেকের পক্ষে ক্রয় করার ক্ষমতা থাকবে না। সরকার এই সমস্যা সম্পর্কেও সচেতন রয়েছে। এবং ইতিমধ্যেই গ্রামাঞ্চলে টেস্ট রিলিফের কাজ শুরু করা হয়েছে, যার ফলে সহজ কায়িক শ্রমকে কাজে লাগানো হচ্ছে। উপদ্রুত অঞ্চলে কাজ সৃষ্টি করে লোকজনের আয়ের পথ সুগম করে দেওয়া হচ্ছে যাতে তাদের কষ্ট লাঘব করা সম্ভব হয়। ইতমধ্যে এই কাজের খাতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে আরো টাকা দেওয়া হবে। বর্ষার শেষে গ্রামাঞ্চলে ওয়ার্কস প্রোগ্রামের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং যার জন্য বাজেটে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, এই টেস্ট রিলিফের কাজ তার অতিরিক্ত।

গত কয়েক মাসের ঘটনাবলীর ফলে আমাদের অর্থনীতিতে বড় রকম ক্ষতিসাধন হয়েছে। মার্চ মাসে সকল প্রকার অর্থনৈতিক কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল এবং তারপরে ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে।

অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পূর্ণোদ্যমে চালু করার জন্য সরকার ইতিমধ্যে বহু পন্থা অবলম্বন করেছে এবং এর ফলে অনেকটা উন্নতিও দেখা দিয়েছে। বড় বড় কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতাও বর্ধিত হচ্ছে। বন্দরগুলিও স্বাভাবিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জুন ও জুলাই মাসে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর থেকে মোট ১৮ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার মাল রফতানী করা হয়েছে। গত বৎসর এই সময়ে মোট ২৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার মাল রফতানী করা হয়েছিল। সুতরাং তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে এই বৎসরের রফতানীর পরিমাণ নেহাৎ খারাপ নয়। ব্যাংকগুলি পূর্ণোদ্যমে কাজ করে যাচ্ছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও ভালোভাবেই চলছে। সুতরাং দেশের অর্থনীতি ক্রমে ক্রমে আগের পর্যায়ে ফিরে আসবে। এ প্রসঙ্গে আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণের জন্যে প্রদেশের অর্থনীতিকে পুনর্গঠন এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর পুনরুজ্জীবন আমার সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সরকারের এই প্রচেষ্টায় আমি প্রদেশের সকল শ্রেণীর নাগরিকের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি।

জরুরী মেরামত ও পুনর্বাসন কার্যের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সরকার ইতিমধ্যেই তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছে। এই কাজের জন্য এই বৎসরের বাজেটে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রদেশের উৎপাদন শক্তিকে বাড়ানোর জন্য উন্নয়ন খাতে যে ২৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, এই ১৫ কোটি টাকা তার অতিরিক্ত বরাদ্দ। ঢাকায় অবস্থিত উচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি বোর্ডের অধীনে সৃষ্ট তহবিল পুনর্গঠনের জন্য বরাদ্দকৃত এই অর্থ দেওয়া হয়েছে। আশু মেরামত পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের সকল প্রস্তাব অনুমোদনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা এই বোর্ডের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কারখানাগুলিতে সত্বর স্বাভাবিক কাজ আবার শুরু করার জন্য কারখানাগুলিকে সর্বপ্রকার সাহায্য দেওয়া হয়েছে। কাঁচামাল আমদানীর জন্য আমদানী নীতিতে সুবিধা দান, ব্যবসা ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য স্টেট ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক ঋণদানের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তভাবে সাহায্যের প্রয়োজনে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এক জোট হয়ে কনসোর্টিয়াম গঠন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পিকিক ও আইডিপিকে দেয় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন কারখানাগুলির ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়াও নগদ পুঁজিদানেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গোলযোগকালে যে সকল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের বীমার টাকা দিয়ে দেবার নীতিও গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে রত লোকদের পক্ষে তাদের ব্যবসাকে পুনর্গঠনের সুযোগ দেওয়া হবে।

প্রদেশের অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন কৃষি ক্ষেত্রে ঋণদানের বিশেষ ব্যবস্থা করবার জন্য এডিবিপিকে বিশেষ খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বৎসরের পাটনীতিতে পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণকালে মণ প্রতি ২ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে পাটচাষীদের আয়ের পথ সুগম হবে। পাটের এই বর্ধিত মূল্যকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে কাঁচা পাট রফতানীর ক্ষেত্রে বোনাসের সুযোগও শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জুট মার্কেটিং করপোরেশন এবং জুট ট্রেডিং করপোরেশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন সরকার কর্তৃক নির্ধরিত সর্বনিম্ন মূল্যে বহুল পরিমাণ পাট ক্রয় করে। এ কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে তার জন্য এই সংস্থাগুলোকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই দুই সংস্থার কাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্য সরকার আরও একটি সংস্থার সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত করেছেন। তার নাম হবে জুট প্রাইস স্টেবিলাইজেশন করপোরেশন। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে যে, প্রদেশের সমস্ত বিকল্প পাটের বাজার থেকে পাট ক্রয় করা।

অবশ্য আমি এ কথা বলতে পারি না যে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ সন্তোষজনক। এখনও এমন অনেক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র রয়ে গেছে য সরকারের পক্ষে উদ্বেগের কারণ। যা হোক এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমরা মোড় ফিরাতে সক্ষম হয়েছি এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি। আমি আমার দেশবাসীগণের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, তারা যেন আমাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। এই বিরাট কাজে যে শুধু প্রদেশের জনগণ ও প্রদেশের সরকারের কর্মতৎপর হতে হবে তাই নয়, বরং এতে সমগ্র জাতির সম্পদ ও সহয়তার প্রয়োজন হবে। আমি এ সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত যে, সম্মিলিত শক্তিশালী ও আত্মপ্রত্যয়ী জাতি হিসেবে পাকিস্তান যাতে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে, তার জন্য এই মহান দেশের আপামর জনসাধারণ একই সঙ্গে হাত মিলিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে।

এবার আমি দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলব। আমাদের চারিদিকে এখন যা ঘটছে তাতে জনসাধারণের মনে দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। আমি জানি যে, এই অস্বাভাবিক অবস্থার দরুন সমাজের প্রায় সকল স্তরের লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের এই দুঃখ-দুর্দশায় আমি গভীরভাবে দুঃখিত। তাদেরকে আমি আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। কাজেই সামাজিক পুনর্বাসন অপেক্ষা মানসিক পুনর্বাসন আজ অনেক বেশী জরুরী। কার্য-কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাব যে, প্রত্যেকের মনেই ভয় ও ভীতির সঞ্চার হয়েছে- এই অবস্থার অবসান এবং জনগণের মনে সম্পূর্ণ আস্থা ও শান্তি ফিরিয়ে আনা আমার সরকারের প্রধান দায়িত্ব এই গুরুদায়িত্ব পালনে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

আমার বিশ্বাস যে, এই ব্যাপারে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাম্প্রতিক গোলযোগে শাসন ব্যবস্থারও প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। আমি আশা করি দেশ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীরা সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাদের কর্তব্য পালন করে যাবেন, আমি তাদের এই আশ্বাস দিতে চাই যে তারা যাতে সুচারুরূপে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন সেজন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরিশেষে আমি আরও একবার আমার পূর্বের কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমার সরকার একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার। যে মুহূর্তে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এবং নির্ধারিত কার্যক্রম অনুসারে উপনির্বাচন সমাপ্ত করা হবে, সেই মুহূর্তে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে জনগণের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে। আজ আমরা আল্লাহ্‌র নিকট মোনাজাত করি, তিনি যেন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে।

পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৮। চট্টগ্রামে শান্তি কমিটির প্রতি জেঃ নিয়াজি	দৈনিক পাকিস্তান	১৭ সেপ্টেম্বর

চট্টগ্রামে শান্তি কমিটির প্রতি জেঃ নিয়াজি

বিপথগামীদের জাতীয়
পুনর্গঠনে শরীক
হতে উদ্বুদ্ধ করুন

এপিপির খবরে প্রকাশ, ইষ্টার্ন কমাণ্ডের কমাণ্ডার ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসন লেঃ জেনারেল এ, এ, কে নিয়াজী গতকাল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম শান্তি কমিটির সদস্যদের প্রতি বিপথগামী দেশত্যাগীদের মন থেকে ভ্রান্ত ধারণা অপসারণ ও দেশে ফিরে এসে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগের জন্য তাদের বোঝানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

সামরিক আইন প্রশাসক বলেন যে, বিপথগামী ব্যক্তিরা তাদের ঘরবাড়ী ও পরিবার-পরিজন ছেড়ে এক শোচনীয় অবস্থার মধ্যে বাস করছে। তিনি বলেন যে, বাস্তবিকপক্ষে তারা হচ্ছে আমাদের জাতীয় সম্পদ তবে সত্য উপলব্ধি করে দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে পুনরায় তাদের জীবন যাত্রা শুরু করতে হবে।

পক্ষান্তরে তারা তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা অব্যাহত রাখলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই লাভ করবে না।

জেনারেল নিয়াজী বলেন যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে খতম করতে হবে। তবে এই প্রক্রিয়ায় শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের কষ্ট ভোগ করা উচিৎ নয়। জেনারেল নিয়াজী শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, তাদেরও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য রয়েছে এবং রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের নির্মূলের ব্যাপারে প্রশাসন ব্যবস্থাকে সাহায্য করা উচিত।

রাষ্ট্র ও এর নিরাপত্তা সম্পর্কে জেনারেল নিয়াজী বলেন যে, পাকিস্তান হচ্ছে ইসলামের দুর্গ এবং যারা পাকিস্তানকে ধ্বংসের তৎপরতায় লিপ্ত, তারা কার্যতঃ ইসলামের শত্রু তিনি বলেন যে, পাকিস্তান হচ্ছে সমগ্র জাহানের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। তাই এই রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য ইসলামী নীতিসমূহের অনুসরণ অবশ্য কর্তব্য।

ইসলামে জাগতিক সুখ শান্তি ও আখেরাতে মুক্তির বিধান রয়েছে। ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, যতদিন আমরা ইসলামী নীতিসমূহ মেনে চলেছি ততদিন আমরা সমুন্নত ছিলাম। কিন্তু যখনই আমরা ইসলামকে অবহেলা করেছি তখনি আমরা এক পরাধীন জাতিতে পরিণত হয়েছি। তিনি বলেন যে, ইসলামী জীবনধারা পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে মুসলিম জাতি আবার তার গৌরবময় শিখরে আরোহণ করতে পারে।

এর আগে জেনারেল নিয়াজী, চট্টগ্রামে ট্রেনিং গ্রহণরত রাজাকারদের পরিদর্শন করেন। তিনি তাদের মনোবল ও উৎসাহের প্রশংসা করেন। পরে জেনারেল নিয়াজী রাঙ্গামাটি সফর করেন। সেখানে তিনি শান্তি কমিটির সদস্যসহ এক বিরাট জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। জনসাধারণ প্রচণ্ড রোদ উপেক্ষা করে জেনারেলকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন। এদের মধ্যে চাকমা প্রধান ও নির্বাচিত এম এন এ, রাজা ত্রিদিবত্রায়ও উপস্থিত ছিলেন।

জেনারেল নিয়াজী রাঙ্গামাটি এলাকা থেকে দুষ্কৃতিকারীদের সফলভাবে উৎখাত ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জনসাধারণের প্রতি অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে যে সৈন্য আছে, তাদের পক্ষে প্রতিরোধ

ও নাশকতামূলক তৎপরতার সকল উৎসকে নির্মূল করতে দীর্ঘদিন লাগবে না কিন্তু নির্মমভাবে কোন নির্মূল অভিযান পরিচালিত হলে বহু মূল্যবান জীবন নষ্ট এবং বহু নারী বিধবা ও শিশু এতিম হয়। তারা আমাদেরও মা-বোন ও সন্তান এবং তাদের জন্যে আমাদের সবরকম শ্রদ্ধা রয়েছে।

তিনি শান্তি কমিটির সদস্যদের প্রতি বিপথগামী ব্যক্তিদের দেশে ফিরে এসে দেশপ্রেমি নাগরিক হিসেবে সম্মানজনক জীবন শুরু করার জন্যে তাদেরকে বোঝানোর আহ্বান জানান। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরকালে জেনারেল নিয়াজী সৈন্যদের সাথেও মিলিত হন। স্থানীয় কমাণ্ডার এলাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন যে,আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো প্রহরার ব্যাপারে রাজাকর ও ই,পি,আর খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে বলে সেনাবাহিনীর উপর চাপ অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে এবং তারা এখন প্রধানতঃ সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারেই নিয়োজিত আছে। জেনারেল নিয়াজী বিকেলে ঢাকা ফিরে আসেন। সফরকালে জিওসিও তার সাথে ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৯। প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ	পাক সমাচার ২৪ সেপ্টেম্বর	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

প্রাদেশিক মন্ত্রী সভার
শপথ গ্রহণ

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের ১০ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রী পরিষদের ৯ জন সদস্য শপথ গ্রহণ করেন।

ঐদিনে বিকেল চারটায় গভর্নর ভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রাদেশিক গভর্নর ডাঃ এ এম মালিক মন্ত্রীসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ করান।

যে ৯ জন ঐদিন মন্ত্রী হলেন, তারা ইতিপূর্বে কখনও মন্ত্রিত্ব করেননি। তবে এদের কেউ কেউ জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন।

যারা মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তারা হলেন, রংপুরের জনাব আবূল কাশেম, বগুড়ার জনাব আব্বাস আলী খান, বরিশালের আখতার উদ্দিন আহমদ, ঢাকার জনাব এ এস এম সোলায়মান, খুলনার মওলানা এ কে এম ইউসুফ, পাবনার মওলানা মোহাম্মাদ ইসহাক, কুষ্টিয়ার জনাব নওয়াজেস আহমদ, নোয়াখালীর জনাব ওবায়দুল্লাহ মজুমদার ও চট্টগ্রামের অধ্যাপক শামসুল হক।

মন্ত্রীদের মধ্যে জনাব আবুল কাশেম,আব্বাস আলী খান, জনাব আখতার উদ্দিন, মওলানা এ কে এম ইউসুফ ও জনাব এ এস এম সোলায়মান ইতিপূর্বে জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই মন্ত্রীদের মধ্যে নোয়াখালীর জনাব ওবায়দুল্লাহ মজুমদার ও চট্টগ্রামের অধ্যাপক শামসুল হক অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে যথাক্রমে এম এম এ ও এমপিএ নির্বাচিত হন।

ডাঃ মালিকের মন্ত্রীসভায় কাউন্সিল মুসলিম লীগের ২ জন (দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল কাশেম ও বহু পুরাতন কর্মী এডভোকেট নওয়াজেশ আহমদ), জামাতে ইসলামের ২ জন (জনাব আব্বাস আলী খান ও মওলানা এ কে এম ইউসুফ), অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের ২ জন (জনাব ওবায়দুল্লাহ মজুমদার ও জনাব শামসুল হক) কে এস পির একজন (জনাব এ এস এম সোলায়মান), নেজামে ইসলামের একজন (মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক), কনভেনশন মুসলিম লীগের একজন (জনাব আখতারুদ্দিন আহমদ) এবং একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মিঃ আউংশুপ্রু।

প্রদেশের মনোনীত সংখ্যালঘু মন্ত্রী মিঃ আউংশুপ্রু শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। তিনি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসার জন্য নির্দিষ্ট বিমানে আরোহন করতে পারেননি।

শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানের পর গভর্নর ডাঃ মালিক সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁর মন্ত্রীরা সবাই সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তা লেঃ জেনারেল এ এ কে নিয়াজী ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি এ সিদ্দিকী, হাইকোর্টের বিচারপতিবৃন্দ উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন।

মিঃ আউংশুপ্রু চৌধুরী পরদিন ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় গভর্ণর ভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে গভর্ণরের মন্ত্রী সভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনার আবদুল মোতালিব মালিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভ্যাগতদের মধ্যে মন্ত্রী সভার সদস্যরা ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯০। মন্ত্রী পরিষদ সদস্যদের দফতর বণ্টন	পাক সমাচার ২৪ সেপ্টেম্বর	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

মন্ত্রী পরিষদ সদস্যদের দফতর বণ্টন

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের দফতর বণ্টন করা হয়েছে।

জনাব আবুল কাসেমকে অর্থ দফতরের এবং জনাব আব্বাস আলী খানকে শিক্ষা দফতরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

জনাব আখতার উদ্দিন আহমদ বাণিজ্য ও শিল্প দফতরের এবং অস্থায়ীভাবে আইন ও পার্লামেণ্টারী বিষয়ক দফতরের দায়িত্ব পালন করবেন।

জনাব এ এস এম সোলায়মানকে শ্রম, সমাজ কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা দফতরে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে।

মিঃ আউংশুপ্রুকে বন, সমবায় ও মৎস্য দফতরের দায়িত্বভার দেয়া হয়েছে। তিনি সংখ্যালঘুদের বিষয়ও দেখাশুনা করবেন।

মাওলানা এ কে এম ইউসুফকে দেয়া হয়েছে রাজস্ব দফতরের দায়িত্বভার। তিনি অস্থায়ীভাবে পূর্ত, বিদ্যুৎ ও সেচ দফতরের দায়িত্বও পালন করবেন।

মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক পেয়েছেন মৌলিক গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সংক্রান্ত দফতরের দায়িত্বভার।

জনাব নওয়াজিশ আহমদ খাদ্য ও কৃষি দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জনার মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ মজুমদারকে। তিনি সাময়িকভাবে তথ্য দফতরেরও দায়িত্ব পালন করবেন।

অধ্যাপক শামসুল হককে সাহায্য ও পুনর্বাসন দফতরের মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি প্রত্যাগত ও গৃহত্যাগী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের সমস্যাবলীও দেখাশুনা করবেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯১। দিনাজপুর শহরের সকল বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে একত্রে ক্লাশ করার নির্দেশ এবং আরো কয়েকটি ঘোষণা	সরকারী দলিল পত্র জনসংযোগ বিভাগ দিনাজপুর	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

১০-৯-৭১ রিকসা

(১) সকলের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, দিনাজপুর শহরে অবস্থিত বাংলা মিডিয়ামের সকল হাই স্কুলের ছাত্রীদের একত্রে কেবল মাত্র গভর্ণমেন্ট গার্লস হাই স্কুলে ক্লাস হইবে। সুতরাং সারদেশ্বরী গার্লস স্কুল, দিনাজপুর হাই স্কুলের মহিলা বিভাগ, ঈদগাহ বস্তি গার্লস স্কুল ও কলেজিয়েট গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের ক্লাস প্রত্যেক দিন গভর্ণমেন্ট গার্লস হাইস্কুলে বেলা ১১টায় বসিবে।

(২) ক। রেল বাজারের হাট খোলা হইয়াছে। এখন হইতে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ও রবিবার রেল বাজারের হাট আগের মত স্বাভাবিকভাবে বসিবে।

খ। বিভিন্ন মহল্লায় অবস্থিত সমস্ত কসাইখানা ও তরিতরকারীর দোকান অবিলম্বে উঠাইয়া গুদরি বাজারে বসাইতে হইবে ও আগের মত সেখানে প্রত্যেক দিন বেচা-কেনা করিতে হইবে। নুরুল আমিন মার্কেট আগের মত চালু থাকিবে।

গ। কোনো ব্যক্তিকে রাস্তায় কিংবা ফুটপাতে কোন জিনিস বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে না। এইরূপ ব্যক্তিকে তাহার নিকটবর্তী বাজারে জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে বলা হইতেছে।

(৩) প্রত্যেক দিন রাত ১১টা হইতে সকাল ৪টা পর্যন্ত কারফিউ বলবত থাকিবে।

বাই অর্ডার
এম এল এডমিনিস্ট্রেটর
দিনাজপুর

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯২। অধিকৃত বাংলাদেশের পাক-সামরিক চক্রের বেসামরিক গভর্ণর ডাঃ মালিক-এর বক্তৃতা-বিবৃতি	দৈনিক পাকিস্তান ২৭ সেপ্টেম্বর	২৭ সেপ্টেম্বর ২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলুনঃ

ছাত্রদের প্রতি গভর্ণরের উপদেশ

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ডাঃ এ এম মালিক ছাত্রদিগকে ক্লাসে যোগদান এবং আগামীদিনের নেতা হিসেবে জাতিগঠনমূলক কাজের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, গতকাল রোববার বিকেলে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক বিশেষ অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে গভর্ণর ছাত্রদের এই মর্মে উপদেশ দেন যে স্ব স্ব ক্ষেত্রে পারদর্শিতা ও উত্তম দেশ সেবার উপযুক্ত করে নিজেদেরকে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত হওয়া ছাত্রদের অপরিহার্য কর্তব্য।

গভর্ণর মালিক পাকিস্তানের সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে সত্যের পতাকাকে সমুন্নত রাখা যায় এমনভাবে চরিত্র গড়ে তোলার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষা ব্যতীত কোন লোকই কোন রকমের উন্নতিসাধন করতে পারেন না এবং সে জন্যই জাতি যাতে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্য প্রত্যেকটি স্থানে আমাদের যথোপযুক্ত লোকের দরকার এবং এভাবে উপযুক্ত নেতৃত্বের শূন্যতা আমাদের পূরণ করতে হবে।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ডাঃ মালিক বলেন, জাতি এক চরম সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে চলেছে।

তিনি বলেন, এটা আমাদের বিবেকের সংকট-বিশ্বাসের মহান গুণাবলীর দ্বারা জাতিকে প্রেরণা যোগানো, ন্যায়বিচারের আদর্শপূর্ণ বাস্তাবায়নে ব্যর্থতা এবং সমাজ জীবনে সততা, ভ্রাতৃত্ববোধ, জ্ঞাতিভাব ও সহনশীলতার অভাবেই এই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। গভর্ণর ছাত্রদিগকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ক্লাসে যোগদান থেকে অনুপস্থিত না থাকার উপদেশ দিয়েছেন, তিনি বলেন, ছাত্ররা ক্লাসে যোগদানে বিরত থাকলে তা শুধু তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর হবে না, উপরন্তু জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতিও তাতে বিঘ্নিত হবে। অথচ আমরা সবাই জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দৈনিক পাকিস্তান
২৯, সেপ্টেম্বর,

নাগরিকদের প্রতি গভর্ণর সংহতি বিনষ্টের তৎপরতার বিরুদ্ধে সর্তক থাকুন

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ডাঃ এ, এম মালিক পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি ধ্বংসের প্রয়াসে লিপ্ত শত্রুদের তৎপরতার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান । এপিপির খবরে প্রকাশ, গভর্ণর গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে গভর্ণর ভবনে ঢাকার ত্রিশটি ইউনিয়ন কমিটির প্রতিনিধি ও প্রভাবশালী নাগরিকদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন ।

সভায় গভর্ণরের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ও প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন । গভর্নর বলেন যে, শত্রুর এজেন্টরা তাদের হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত ও জনগণকে বিপদগামী করার প্রয়াসে সম্ভাব্য সব রকম পদ্ধতি গ্রহণ করেছে । তিনি বলেন যে, পরিস্থিতির এখন অনেক উন্নতি হলেও আত্মপ্রসাদের কোন অবকাশ নেই বরং সদা জাগ্রত থাকতে হবে ।

ডাঃ মালিক এই নজির বিহীন সংকটের মুখে শান্তি, সম্প্রীতি ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য সকল শ্রেনীর নাগরিকের প্রতি আবেদন জানান । তিনি দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে নতুন করে শপথ গ্রহণেরও আহ্বান জানান । তিনি বলেন যে, পাকিস্তান একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ হিসেবে টিকে থাকবে না আমরা শেষ হয়ে যাব সেইটেই আমাদের সামনে প্রশ্ন ।

তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুতর এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে জনগণের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন । অতীতে আমাদের ব্যর্থতার কারণ বর্ণনা করে গভর্নর বলেন যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের নীতি শিক্ষাকে আমরা পুরোপুরি গ্রহণ করিনি । তিনি বলেন যে, আমাদের কথা, কাজ, চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে কখনো সামঞ্জস্য ছিল না । ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত আমরা ইতিহাসের এক নজিরবিহীন সংকটের সম্মুখীন হই ।

গভর্ণর বলেন যে, তার দৃঢ় বিশ্বাস, নিয়তীর প্রতি সত্যিকার বিশ্বাস ও সমস্যা সমাধানের জন্য সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমেই জাতি তার লক্ষ্য হাসিল করতে পারে । এ প্রসঙ্গে তিনি জনগনের প্রতি আদর্শকে উন্নত করার আহবান জানান । অতীতের তিক্ততা ও ভুল বুঝাবুঝি ভুলে জাতি একটি নয়া অধ্যায় শুরু করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন । গভর্ণর আইন ও শৃংখলা রক্ষা ও সর্বস্তরে কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতার ব্যাপারে ঢাকার নাগরিকগণকে তাদের বিশেষ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন ।

তিনি বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে নির্মূল করার জন্যে কোন ত্যাগই বিরাট বলে মনে হওয়া উচিত নয়। পরে ঢাকা শহর শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট ও সাবেক এম, পি, এ জনাব সিরাজ উদ্দীন আহমদ ঢাকার নাগরিকদের পক্ষ থেকে গভর্ণরকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, বলেন যে, পাকিস্তান রক্ষার জন্য যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা এমন কি শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দিতেও তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত ।

দৈনিক পাকিস্তান
৩রা অক্টোবর

খুলনায় গভর্ণর
বাস্তুত্যাগীদের প্রতি পুনরায় দেশে ফেরার আহ্বান
(নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত)

খুলনা ২রা অক্টোবর পূর্ব পাকস্তানের গভর্ণর ডাঃ এ, এম মালিক যে সব পূর্ব পাকিস্তানী ভারতীয় প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে চলে গেছে তাদের প্রতি দেশে ফিরে আসার জন্য আর একবার আহ্বান জানিয়েছেন। আজ সকালে এখানে স্থানীয় অফিসার ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশে ভাষণদানকালে গভর্ণর বলেন, সরকার বাস্তুত্যাগীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত রয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারত পরিচালিত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করে তিনি বলেন, এসব কার্যকলাপের দ্বারা তারা লক্ষ লক্ষ লোকের দুঃখ দুর্দশা সৃষ্টি করেছে। শিল্প কারখানার ক্ষতি সাধন করে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা শ্রমিকদের বেকার করে দিয়ে এই দুর্দিনে দুঃখ-কষ্টে ফেলেছে এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে।

তিনি জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, ভারতীয়দের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের ও আমাদের দেশকে ধ্বংস করা। তিনি শিক্ষিত লোকদের প্রতি গ্রামে গিয়ে জনসাধারণের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার আবেদন জানিয়ে বলেন, দুষ্কৃতকারীরা ও দেশের শত্রুরা জনগণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে।

তিনি বলেন, যে সব দুষ্কৃতকারী জনসাধারণের সম্পত্তি নষ্ট করছে এবং দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত রয়েছে তাদের কেউ কেউ আমাদের আত্মীয় স্বজন হলেও তাঁরা সবাই আমাদের শত্রু। ইতিপূর্বে স্থানীয় জেলা স্কুল মিলনায়তনে রাজাকারদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে গভর্ণর তাদের প্রতি সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে আত্মনিয়োগ করার এবং সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও পুত চরিত্রে দ্বারা জনগণের স্নেহ ও ভালবাসা লাভ করার আহ্বান জানান।

পরে গভর্ণর ঘূর্ণিঝড় ও বৃষ্টিপাতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য খোলা সাহায্য শিবিরগুলো পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং জেলা কর্মকর্তাদের ক্ষয়ক্ষতির প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়ার নির্দেশ দেন।

দৈনিক পাকিস্তান
১৬ অক্টোবর।

সিলেটের সমাবেশে গভর্নর মালিকঃ
বিপথগামীদের প্রতি
শত্রুদের অভিসন্ধি
অনুধাবনের আহ্বান

সিলেট, ১৫ ই অক্টোবর (এপিপি)। আজ প্রাদের্শিক গভর্নর ডাঃ এ এম মালিক পাকিস্তানকে খণ্ড- বিখণ্ড করার ভারতীয় দাবীতে বিভ্রান্ত লোকদের প্রতি এর বিপজ্জনক পরিণাম এবং শত্রুদেশের আসল অভিসন্ধি

অনুধাবনের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি এখানে শহরের বিভিন্ন স্তরের লোকদের এক জনসমাবেশে বক্তৃতা করছিলেন। গভর্নর বলেন, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ন্যায্য দাবী- দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করা দোষের নয় কিন্তু তা কোন মতেই দেশের শান্তি, সংহতি ও অখণ্ডতার বিনিময়ে চলতে পারে না। তিনি দুঃখ করে বলেন, যখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের প্রাপ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লাভের আকাংখা করছিল তখন চরমপন্থী লোকেরা এমনকি দেশকে বিচ্ছিন্ন করার দাবী তুলছিল।

এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে গভর্নর সীমান্ত অতিক্রম করে দেশত্যাগকারী পাকিস্তানীদের শত্রুর হাতকে শক্তিশালী করে নিজেদের ভুলটাকেই চিরস্থায়ী না করার এবং হাজার হাজার লোকের দুঃখ কষ্ট আরো না বাড়ানোর আহবান জানান।

উদ্বাস্তুদের দুর্দশায় বিচলিত গভর্ণর তাদের প্রতি এই মুহূর্তের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের শুভবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার এবং তৎকালীন সমাজের শোষকদের শোষণ মুক্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত নিজেদের বাসভূমিতে ফিরে আসার আহ্বান জানান। তিনি কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধ্বংস সাধনের পথ বেছে নেওয়ার জোর নিন্দা করেন। তিনি বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করে শুধু জনসাধারণের দুঃখ- কষ্টই বাড়ানো যায়।

শিক্ষা বর্জনের সর্বনাশা প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে গভর্নর বলেন, এই আত্মঘাতী নীতি শুধু ব্যক্তি নয় গোটা জাতির পক্ষেই ক্ষতিকর। এর ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে তা কখনোই পূর্ণ হবে না। মুসলমানরা এভাবে ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করে পিছিয়ে পড়েছিল। লোকজনের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে জেলা কর্তৃপক্ষের উৎসাহব্যঞ্জক রিপোর্টের উল্লেখ করে গভর্নর সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রতি সহানুভূতি ও তাদের সদয় ব্যবহার করার জন্য আহবান জানান।

গভর্নর প্রত্যাবর্তনকারীদের দ্রুত পুনর্বাসনের নির্দেশ দিয়েছেন। সিলেট জেলার এযাবৎ প্রায় ৪৭ হাজার পাকিস্তানী, অধিকাংশই অননুমোদিত পথে ফিরে এসেছেন বলে জেলা কর্তৃপক্ষ গবর্ণরকে জানিয়েছেন। এদের মধ্যে ৩০ হাজারই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। ট্রেনিংপ্রাপ্ত সশস্ত্র লোকজনসহ প্রকৃত পাকিস্তানীরা সীমান্ত অতিক্রম করে বহুস্থানে আত্মসমর্পণ করেছেন বলে গভর্নরকে জানানো হয়।

সরকারী কর্মকর্তা ও চা বাগান মালিকদের সাথে গভর্নরের আলোচনায় আরো জানা গেছে যে ১০০ চা বাগানে কাজ চলছে এবং ৮৪ টি চা বাগানে শত করা ৬০ ভাগ শ্রমিক কাজে যোগদান করেছে। চা বাগান মালিকদের একজন প্রতিনিধি গভর্নরকে বলেন, চা বাগানগুলোর উন্নতি ঘটছে।

গভর্নর জেলার ফসলের অবস্থা স্বাস্থ্যরক্ষা পরিস্থিতি এবং আইনশৃংখলা পরিস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সভায় কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রাজাকার বাহিনী পুনর্গঠনের এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পর্যাপ্ত সরবরাহ অব্যহত রাখার সুপারিশ করেছেন। তারা বাইরের আক্রমণের মোকাবেলায় সর্বস্তরের লোকের পূর্ণ ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষার আশ্বাস দিয়েছেন।

গভর্নর পরে স্থানীয় রাজাকার ট্রেনিং কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি তাদের শত্রুর মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকার এবং সাহসিকতার সাথে তা প্রতিরোধ এবং জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করার আহবান জানিয়েছেন।

হেলিকপ্টার যোগে গভর্নর স্থানীয় সালটিকর বিমান বন্দরে অবতরণ করলে স্থানীয় পদস্থ বেসামরিক ও সামরিক অফিসাররা গবর্ণরকে অভ্যর্থনা জানান। সেখান থেকে সোজা তিনি হযরত শাহ জালালের (রঃ) মাজারে যান এবং ফাতেহা করেন।

দৈনিক পাকিস্তান
১৮ অক্টোবর।

ময়মনসিংহের জনসভায় গভর্নর মালিক
ভারতীয় হুমকি মোকাবিলায়
ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান

ময়মনসিংহ, ১৭ ই অক্টোবর (এপিপি)। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডাঃ এ এম মালিক আজ জনসাধারণকে সব রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক ও অবিভাজ্য শক্তি নিয়ে ভারতীয় আক্রমণের হুমকি মোকাবিলায় আহবান জানান। তিনি স্থানীয় সার্কিট হাউস ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন।

গবর্ণর বলেন, কে কতটা দোষী একথা বলার সময় এটা নয়। এখন শত্রু দেশের সংহতি বিনাশে উদ্যত। অন্য সব স্বার্থকে ভুলে এমন সব কিছুর ওপর দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্নকে স্থান দিতে হবে। পাকিস্তানই যদি না থাকলো তবে বাঁচবে কে এবং পাকিস্তান থাকলে কেউ মরবে না।

ভারতের পূর্ব পাকিস্তানে আধিপত্য বিস্তারের জন্য অভিসন্ধির মুখোশ উদঘাটন করে ডাঃ মালিক বলেন, পাকিস্তানের সৃষ্টিকে স্বীকার করতে না পারার দরুনই ভারত এগুলো করছে। পশ্চিম বঙ্গে ক্ষুধা, দারিদ্য ও ভেঙ্গে পড়া অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত এই অঞ্চলকে গ্রাস করার চেষ্টা করছে বলে গভর্ণর উল্লেখ করেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এমনকি এখনো পশ্চিম বঙ্গের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং খাদ্য সস্তা দরে পাওয়া যায়।

গবর্ণর একটি কঠোর বাস্তব দিকের প্রতি বিপথগামী লোকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তাদের একথাটা ভেবে দেখতে বলেন যে, যখন পশ্চিম বাংলার লোকেরা দিল্লীর হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাচ্ছে না তখান পূর্ব পাকিস্তানীদের পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে কেন? তিনি বলেন, বাংলা বলতে পশ্চিম বঙ্গ, পূর্ব বঙ্গ উভয়কেই বুঝায়।

তাই বাংলা যদি স্বাধীন হয় তাহলে তাতে পশ্চিম বঙ্গও থাকা উচিৎ। অতএব দেখা যাচ্ছে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নামে পূর্ব বাংলাকে ভারতের সাথে যুক্ত করার জন্যই এ আন্দোলন। এই মুহূর্তে প্রত্যেক পাকিস্তানীকে তিনি যেখানেই থাকুন, ভারতের এই খেলা বুঝে নিতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে এটাকে ব্যর্থ করে দিতে হবে।

উদ্দীপ্ত জনতাকে উদ্দেশ্য করে গবর্ণর বলেন, বিশ্বসঘাতকেরা পেছন থেকে ছুরি না মারা পর্যন্ত মুসলমান কখনো কোন যুদ্ধে হারেনি। যারা কথায় এবং কাজে শত্রুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে বলে গবর্ণর আশা প্রকাশ করেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি স্বাধীন বাংলার প্রবক্তাদের মীরজাফরের ভাগ্যের কথাটা একবার স্মরণ করতে বলেন। তিনি জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, ক্লাইভ ও অন্যান্যরা তাকে বাংলার মসনদে বসানোর অঙ্গীকার করেও তা পালন করেনি। তাই তিনি তাদের এই ঐতিহাসিক সত্য অনুধাবনের এবং দেশে ফিরে আসার পরামর্শ দেন।

রাজাকারদের উদ্দেশ্য করে গবর্ণর বলেন নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে তাদের কাজ করে যেতে হবে। বাইরের শত্রুদের প্রতিরোধ করা ছাড়াও তাদের সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। গবর্ণর শান্তি কমিটির সদস্যদের সাথে দেখা করেন এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি শান্তিকমিটির সদস্যদের কয়েকটি সুপরিশ আগ্রহ সহকারে শোনেন।

দৈনিক পাকিস্তান
২৩ অক্টোবর

এ অবস্থায় নিখুঁত নির্বাচন
হতে পারে না
-মালিক

পূর্ব পাকিস্তানের আসন্ন নির্বাচন হয়ত নিখুঁত হবে না, কিন্তু এটা শাসন ব্যবস্থাকে আবার চালু করার পক্ষে সহায়ক হবে। প্রাদেশিক গভর্ণর ডাক্তার এ, এম মালিক গত মঙ্গলবার এ, এফ, পির প্রতিনিধিকে একথা বলেছেন। গতকাল শুক্রবার পিপিআই এ খবর পরিবেশন করেছে।

ডাক্তার মালিক এই সাক্ষাৎকারে বলেন, প্রদেশের এখনকার অস্বাভাবিক অবস্থায় সন্তোষজনক নির্বাচন হতে পারে না। তবে শাসন ব্যবস্থাকে আবকর চালু করা গেলে সেটাই হবে এর সাফল্য। বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ দলের ৭৮ জন অযোগ্য ঘোষিত জাতীয় পরিষদ সদস্যের স্থলে আগামী ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানীরা নয়া সদস্য নির্বাচিত করবেন।

জানুয়ারীতে প্রাদেশিক পরিষদের ১০৫ টি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গত নির্বাচনে পরাজিত ৬টি দক্ষিণ পন্থী এবং ধর্মীয় রাজনৈতিক দল এর মধ্যেই জাতীয় পরিষদের ৭৮ টি আসন নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে এরূপ খবরের প্রতি গবর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে গবর্ণর বলেন, এ ধরনের মৈত্রী জোটকে খুব বেশী গুরুত্ব দেয়া ঠিক হবে না।

গবর্ণর বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সব কটি দলেরই যে আইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগে ৬ দফার (কয়েকটি দল ছাড়া) অনুরুপ অর্থনৈতিক ও সমাজিক কর্মসূচি রয়েছে।

ডাক্তার মালিক বলেন, তাঁর কাছে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নিরাপত্তা, প্রত্যেক জেলায় সুষ্ঠুভাবে খাদ্য পরিবহনের ব্যবস্থার করে নির্বাচনের স্থান।

দৈনিক পাকিস্তান
১ নভেম্বর ।

সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে ডাঃ মালিক
সেনাবাহিনীর ২৫ শে মার্চের কার্যক্রমে
পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে

লাহোর ৩০ শে অক্টোবর (এপিপি)। পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর ডাঃ এ, এম, মালিক বলেছেন, ভারত পাকিস্তানে আক্রমণ চালালে তাকে প্রচণ্ড আঘাত হানার ক্ষমতা ও যোগ্যতা পূর্ব পাকিস্তানীদের রয়েছে বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস। স্থানীয় উর্দু মাসিক পত্রিকা উর্দু ডাইজেস্টের সম্পাদক জনাব আলতাফ হোসেন কোরেশীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে গবর্ণর একথা বলেছেন। গভর্ণর মালিক একটা একটা করে প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন।

প্রশ্ন : - আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা নেহাতই একটা সুযোগের ফলশ্রুতি অথবা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আবরণে কয়েক বছর আগে শুরু করা সুপরিকল্পিত সংগ্রামেরই পরিণতি কি না ?

উত্তর :- হ্যাঁ, আমার মনে হয় তাই।

প্রশ্ন : - বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী বলে আপনি মনে করেন কি?

উত্তরঃ- যেভাবে তার অভ্যুদয় দেখেছি তাতে নিশ্চিতভাবেই পাকিস্তানী আদর্শের পরিপন্থী ।

প্রশ্নঃ- সামরিক বাহিনীর তৎপরতার পর সারা পূর্বপাকিস্তানে ব্যাপক সফর করে আমার এরুপ ধারণা হয়েছে যে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান থেকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে মুছে ফেলতে চেয়েছে । এরুপ মনোভাবের অধিকারী লোকের সাথে এখন কি একত্রে কাজ করা সম্ভব ?

উত্তরঃ- ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার মনোভাব নিয়ে এবং যারা ইসলাম বিশ্বাসী তারা যদি ইসলামের শিক্ষাকে কাজে প্রয়োগ করেন, মহানবী (দঃ) ও তাঁর সাহাবারা যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা একসাথে থাকতে পারি ।

প্রশ্নঃ- ইসলাম ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বন্ধনের আর কোন গ্রন্থি আছে বলে আপনি মনে করেন কি না । যদি না থাকে তাহলে কোন পথে এগুলো জনগণের মধ্যে সত্যিকার ইসলামী আদর্শের উদ্বোধন ও অনুশীলন ঘটানো যাবে ?

উত্তরঃ- পাকিস্তান অর্জনে আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি ইসলামের আদর্শ মোতাবেকই সাধারণ লক্ষ্য, আশা আকাঙ্খা, উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য একত্রে বসবাসের ইচ্ছাই আমাদের বন্ধন । ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ইচ্ছাও আর একটি কারণ, যখন আমর বলি, আমরা মুসলিম এবং ইসলামের অনুসারী, সাথে সাথেই ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ সামনে এসে যায় । আর এজন্যই ইকবাল বলেছেন, মুসলমানের কাছে ‘সারা জাহান হামারা’ ।

প্রশ্নঃ- কোন কোন মহলের ধারনা যারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে তারা এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণপদে বহাল রয়েছে । এরুপ ধারণাকে আপনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন কি?

উত্তরঃ- যে মহল এরুপ ধারণা পোষণ করেন এরুপ ব্যক্তি সম্পর্কে তাদের হাতে সুস্পষ্ট তথ্য থাকলে তাদের যুক্তি ঠিক, অন্যথায় নয় ।

প্রশ্নঃ- আপনি কিভাবে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীদের সম্পর্কের উন্নতি করতে চান । অবাঙ্গালীরা নিজেদের রাষ্ট্রে সম মর্যাদার নাগরিক হিসেবে ভাবতে পারে তাদের মধ্যে এরুপ কোন মনোভাব জাগানোর কোন পরিকল্পনা আপনার আছে কি?

উত্তরঃ- এর জবাবটাও দেশের দু‘অংশের বন্ধন সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবেরই অনুরুপ হবে।

প্রশ্নঃ-সেনাবাহিনীর তৎপরতা অপরিহার্য দায়িত্বসমূহ পালনের সকল লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে কি?

উত্তরঃ-২৫শে মার্চের রাতে সেনাবাহিনী যে কার্যক্রম নিয়েছে তাতে পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে ।

প্রশ্নঃ- আপনার বেসামরিক সরকার পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করছে কি?

উত্তরঃ- বর্তমান সংকট থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যে বেসামরিক প্রশাসন ও সেনাবাহিনীকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে । আমরা দু’পায়ে হাটি এবং আমরা তাই করছি ।

প্রশ্নঃ-আপনার মন্ত্রীরা কেউই তেমন বিশিষ্ট ব্যক্তি নন । এটা কি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে অথবা বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মন্ত্রীত্ব গ্রহন করতে অস্বীকার করেছেন কি?

উত্তরঃ-আমার মন্ত্রীরা বিশিষ্ট ব্যক্তি নন একথা আমি স্বীকার করি না । তাদের মধ্য দু’জন জনাব আবুল কাসেম ও জনাব সোলায়মান সারা পাকিস্তানে পরিচিত । প্রমথজন পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক । এক সময়ে জাতীয় পরিষদে ডেপুটি স্পীকার ছিলেন এবং অতীতে গণ পরিষদের সদস্য ছিলেন ।

জনাব সোলায়মান একজন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা এবং পাকিস্তান কৃষক- শ্রমিক পার্টির সভাপতি। তিনি বেশ কয়েক বছর জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন।

প্রশ্নঃ- আপনার বর্তমান মন্ত্রীদের দ্বারা বর্তমান সংকটের সমাধান হবে কি?

উত্তরঃ- আমার সেটাই বিশ্বাস।

দৈনিক পাকিস্তান
২৬ নভেম্বর।

করাচীতে ডাঃ মালিক
রাজাকারদের ভূমিকার প্রশংসা

করাচী, ২৫ শে নভেম্বর, (এপিপি)।- পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর ডাঃ এ, এম মালিক দুষ্কৃতিকারীদের নাশকতামূলক তৎপরতা কার্যকর ভাবে রোধ করার ব্যাপারে গতকাল পূর্ব পাকিস্তানে রাজাকরদের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

ঢাকা থেকে এখানে আগমনের পর বিমানবন্দরে তিনি সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করছিলেন।

ডাঃ মালিক বলেন যে, রাজাকাররা চমৎকার কাজ করছে। তারা দেশ প্রেমিকদের জান মাল রক্ষা করছে এবং নিজেদের জীবনের বিনিময়ে রাষ্ট্র বিরোধী ব্যক্তিদের নাশকতামূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রহরা দিচ্ছে।

তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

দৈনিক পাকিস্তান
২৭ নভেম্বর।

পিণ্ডিতে গবর্ণর মালিক
জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে
বাংলাদেশ আন্দোলন একটা ভাওতা

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৬ শে নভেম্বর (এপিপি)- পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর ডাঃ এ, এম, মালিক আজ এখানে বলেন যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরুর পর কতিপয় বিদ্রোহী ও ভারতীয় চর ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এখন বুঝতে পেরেছে যে স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনই একটা ভাওতা।

এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে গবর্ণর বলেন যে, এমনকি নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের কিছুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ নেতা বর্তমানে যারা ভারতে রয়েছেন তারাও এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে তাঁরা তাদের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রতারিত হয়েছেন।

এক প্রশ্নের জবাবে ডাঃ মালিক বলেন, তাঁর কাছে এ ধরনের সঠিক খবরও আছে যে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের এসব নেতা ও কর্মীরা পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসার জন্য খুবই আগ্রহী। কিন্তু তাদের কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে। প্রহরী, ভারতীয় পুলিশ ও সামরিক নিরাপত্তা বাহিনীর লোকদের ছাড়া তাঁরা এক পা-ও বাড়াতে পারেন না।

মুক্তিবাহিনীর ছদ্মবরণে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালানোর জন্য ভারতে যথাযথ ট্রেনিং লাভের পর পূর্ব পাকিস্তানে আগত সে সব হতাশ যুবকদের বহুসংখ্যকই আত্মসমর্পণ করেছে এ ঘটনা থেকেই উপরোক্ত

বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর বীর সশস্ত্র বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করে এ মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে, জনসাধারণ, রাজাকার, পুলিশ ও মুজাহিদদের সক্রিয় সহযোগিতায় সশস্ত্র বাহিনী শত্রুকে চরম পরাজয় বরণে বাধ্য করবে।

পাকিস্তানীরা যথা সময়েই শত্রুচরদের উৎখাত করবে। পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের কুক্ষিগত করার জন্যই পাকিস্তান সীমান্তে তার আক্রমণ শুরু করেছে। এ উদ্দেশ্য সাধনে ভারতীয় বাহিনী শুধুমাত্র পাকিস্তানের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশের চেষ্টা করছে না, অধিকন্তু ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বেসামরিক নাগরিকদের ওপরও গোলাবর্ষণ করছে।

এসব সত্ত্বেও জনসাধারণের মনোবল অটুট রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তারাবির নামাজ কালে মসজিদে, জনসমাগমপূর্ণ বাজার এলাকা ও কিণ্ডার গার্টেন স্কুলে ভারতীয় চরদের বোমা নিক্ষিপের বিষয়ও গভর্ণর বর্ণনা করেন।

পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি দিন দিনই জনসাধারণের আস্থা জোরদার হচ্ছে এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় তারা সর্বশক্তি দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করছে বলে গভর্ণর জানান।

	শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৩।	অধিকৃত বাংলাদেশ ডাঃ মালিক মন্ত্রীসভার সদস্যদের বক্তৃতা-বিবৃতি	দৈনিক পাকিস্তান ও পাক সমাচার	২০ সেপ্টেম্বর ৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

দৈনিক পাকিস্তান
২০ সেপ্টেম্বর।

শ্রমমন্ত্রী সোলায়মান -
এ সঙ্কটে ঐক্যবদ্ধ থাকুন

পূর্ব পাকিস্তানের শ্রম, সমাজ কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা দফতরের মন্ত্রী জনাব এ, এস সোলায়মান জাতির এ সংকট মুহূর্তে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। গতকাল রোববার ঢাকা থেকে দশ মাইল দূরবর্তী মিরপুরে এক সভায় তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। সভায় জনাব সোলায়মান বলেন যে, আমাদের বীর জনসাধারন শত্রুকে নির্মূল করে দিয়েছে। শত্রুরা পাকিস্তান ভাঙ্গতে চেয়েছিল।

তিনি বলেন, সাড়ে সাত কোটি মানুষের ত্যাগ স্বীকারের ফলশ্রুতি হলো পাকিস্তান। তাই বিশ্বের কোন জাতিই পাকিস্তানকে ভাঙ্গতে পারবে না। জনগণের কল্যাণ সাধনে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্যে তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। কৃষক শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি সাধনই সরকারের লক্ষ্য বলে তিনি জানান।

জনাব সোলায়মান আরো বলেন, প্রথমে আমরা মুসলমান তারপর বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধু, ও পাঠান। জনসাধারনকে সতক করে দিয়ে তিনি বলেন, আমরা যদি মুসলমান থেকে খারিজ হয়ে যাই তাহলে পাকিস্তানও থাকবে না।

বর্তমান পরিস্থিতির উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন যে, এক্ষণে সমগ্র বিশ্বই আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আসল মতলব অনুধাবন করতে পেরেছে। তাই অধিকাংশই দেশই পাকিস্তানকে জানিয়েছে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন। আর যে শত্রুরা পাকিস্তানকে দুর্বল করতে চেয়েছিল তারা হয়েছে নির্মূল। পাকিস্তান সঠিক পথেই রয়েছে। কোন দেশই পাকিস্তানের ক্ষতি করতে পারবে না।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চান যে, দেশে গণতন্ত্র চালু থাক। তাই তিনি প্রদেশে বে-সামরিক গবর্ণর ও মন্ত্রীদের নিয়োগ করেছেন। প্রদেশের পরিস্থিতি যাতে স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে যেতে পারে তজ্জন্য কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার জন্যে তিনি জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান।

দৈনিক পাকিস্তান
২০ সেপ্টেম্বর।

কাসেম
জনগণের মধ্যে আস্থা সৃষ্টিই মন্ত্রীদের
প্রধান কর্তব্য

পিপিআই'র খবরে প্রকাশ, গবর্ণরের মন্ত্রী পরিষদের প্রবীনতম সদস্য জনাব আবুল কাসেম গতকাল রোববার ঢাকায় বলেন যে প্রকৃত ঘটনা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে জনগণের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করাই হচ্ছে তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। জনগণের মধ্যে জন্যে তাঁর মতে কি কি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে, জনাব কাসেম সে সম্পর্কে পিপিআই প্রতিনিধির সাথে আলোচনা করছিলেন।

তিনি বলেন যে, আমাদের জনগণের কাছে প্রকৃত ঘটনা ব্যাখ্যা করা হলে তারা তা অনুধাবন করতে পারবে এবং এভাবেই তাদের মধ্যে আস্থা ফিরে আসবে। তিনি বলেন যে, শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের জান ও মাল রক্ষা এবং প্রত্যাগতদের সব রকম সাহায্য দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কথা জনগণের কাছে বলার জন্যে মন্ত্রীরা শীঘ্রই প্রদেশে গণসংযোগ সফরে বের হবেন।

জনাব কাসেম বলেন যে, প্রযোজনের সময় জনগণের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা মন্ত্রী সভায় যোগ দিয়েছেন। তবে তিনি বলেন যে, মন্ত্রীদের প্রচেষ্টা সফল করার জন্য জনগণ এগিয়ে না আসলে তারা (মন্ত্রীরা) কিছুই করতে পারবেন না।

পাক সমাচার
১ অক্টোবর।

শিক্ষামন্ত্রী জনাব আব্বাস আলী খান-
শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন

পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী জনাব আব্বাস আলী খান দেশের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিকে পুরোপুরি ঢেলে সাজাবার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

গত ২১ শে সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যুবসমাজ যাতে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা লাভ করতে পারে তার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক ও পুরোপুরি পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, এই প্রশ্নটিকে যদি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার না দেয়া হয় তবে যুব সমাজ অন্ধকারাচ্ছন্নই রয়ে যাবে এবং তাদের যে লক্ষ্যস্থল সেই পাকিস্তানের আদর্শ থেকে তারা বহুদূরে সরে থাকবে।

জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, ইসলামী অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষা ছাড়া আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে পাকিস্তানের পটভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারবো না।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের সকল ক্ষতির কারণ। বর্তমানের ধর্মনিরপেক্ষ ও অর্থহীন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন না করা হলে আমরা কিছুতেই আমাদের ধ্বংসকে রোধ করতে পারবো না।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এই সব ক্ষতি পূরণের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্যে তিনি খুব শিগগীরই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভাইস চ্যান্সেলর ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রদানদের এক সম্মেলন আহ্বান করতে পারেন। তিনি বলেন দেশের সাধারন মানুষও এই চায়।

জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, অবশ্য এই পরিবর্তন রাতারাতিই সাধিত হবে না। এই পরিবর্তন হবে পর্যায়ক্রমে এবং দ্রুততার সাথে। রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভবপর নয় এবং তাতে করে বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হবে যাতে আমরা বিজ্ঞানী, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার গড়ে তুলতে পারবো আর সেই সাথে গড়ে তুলতে পারবো খাঁটি মুসলমান। তিনি বলেন, ধর্ম মানে শুধু আচার অনুষ্ঠানই নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। আমাদের রাজনীতি, শিল্প- সাহিত্য প্রভৃতি সবই অবশ্যই ইসলামের ভিত্তিতে হতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে ছেলেমেয়েদের যে সহ-শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর মত জানতে চাওয়া হলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ ব্যবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকর। তিনি বলেন, এ ব্যবস্থা অবশ্য পরিত্যাজ্য।

পাক সমাচার
১ অক্টোবর।

বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব আখতার উদ্দিন আহমদ-
সংহতি রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান

প্রাদেশিক বাণিজ্য ও শিল্প এবং আইন বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আখতার উদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের সংহতি, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য জনগণকে ঐক্য বদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর বিকেলে মন্ত্রী ইঞ্জিনীয়ার্স ইনস্টিটিউটে তেজগাঁও ও রমনা থানা সম্বর্ধনা কমিটি কর্তৃক তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করে জনাব আখতার উদ্দিন বলেন, উপমহাদেশের এই অংশের মুসলমানরা হিন্দুদের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে শোষিত হয়েছেন। হিন্দুদের সাথে একত্রে বসবাস করা একদম অসম্ভব জেনেই কায়েদে আজমের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় এরই পরিণতি স্বরুপ মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি জনসাধারণ বিশেষ করে তরুণ সমাজকে দেশের বর্তমান সংকট মুহূর্তে তাদের উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা অনুধাবনের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আল্লাহ না করুক, পাকিস্তান যদি ধ্বংস হয়ে যায় তা হলে মুসলমানরা তাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে এবং হিন্দুদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়বে।

পাকিস্তানকে সকল রকম শোষণমুক্ত একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার ব্যাপারে তিনি জনগণকে সরকারের সাথে সহযোগিতা করার আহবান জানান।

পাক সমাচার
১ অক্টোবর।

জাতিসংঘের প্রতি প্রাদেশিক তথ্যমন্ত্রী
জনাব ওবায়দুল্লাহ মজুমদার-
পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা বিধান করুন।

ভারতের তথাকথিত আশ্রয় শিবিরে যে উদ্বাস্তু সীমাহীন দুর্দশায় তাদের দিন কাটাচ্ছে, ভারত যাতে তাদের পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয় তার নিশ্চয়তা বিধান তথা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল্লাহ মজুমদার ২৮ শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের প্রতি আকুল আবেদন জানান।

বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত এমএনএ জনাব মজুমদার দু মাস কাল ভারতীয় শিবিরে কাটিয়ে পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি উদ্বাস্তুদের জীবন-যাত্রার এক করুণ চিত্র তুলে ধরেন। তারা দারিদ্র ও ব্যাধির কবলে পড়ে অসহায় হয়ে কাতরাচ্ছেন। মৃত্যু তাদের গ্রাস করছে।

ভারতের তথাকথিত শিবিরের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তার তিক্ত অভিজ্ঞতা হতে জনাব মজুমদার বলেন যে, রানৈতিক নেতৃবৃন্দ, কর্মী, নবনির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএ, ছাত্র ও সাধারণ মানুষসহ সকল পাকিস্তানী উদ্বাস্তুই আজ বিভ্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত। তারা সকলেই ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। ভারত তার গোপন স্বার্থ উদ্ধারকল্পে এদের ব্যবহার করেছে।

তিনি বলেন, কতিপয় উগ্রপন্থী ছাড়া এদের সকলেই আজ অবস্থার শিকার হয়েছে। এদের সকলেই নিজের দেশে স্বাধীন ও সম্মানিত নাগরিক হিসাবে পুনরায় নতুন করে জীবন শুরুর নিমিত্ত তাদের ঘরবাড়ীতে ফিরে

আসার জন্য খুবই আগ্রহী ও মরিয়া হয়ে উঠেছে কিন্তু ভারতের প্রচারণার মাধ্যমে যে সব বিদ্বেষপূর্ণ হীন প্রচারণা চলছে। তথা আরও নানা রকম বাধা সৃষ্টির দরুন তারা তাদের বাড়ী ঘরে ফিরতে পারছে না।

মন্ত্রী বলেন, তিনি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারেন যে ভারত সর্বদাই উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বাড়িয়ে বলছে। তিনি আরও জানান যে, হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতি দু- রকম ব্যবহার করা হচ্ছে, তাও তিনি দেখেছেন। তিনি নিজে স্ত্রী পুত্রসহ প্রায় দু'মাসকাল যে ক্যাম্পে অবস্থান করছেন, সেটা ছাড়াও আগরতলা, বেলেনিয়া ও অন্যান্য স্থানের শিবির তিনি পরিদর্শন করে তা প্রত্যক্ষ করেছেন।

এসব ক্যাম্পের সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন যে, এসব ক্যাম্পের অবস্থা খুবই অস্বাস্থ্যকর। লোকজনদের স্বল্প পরিসরে ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়েছে। খাদ্য সরবরাহও খুবই অনিয়মিত। চিকিৎসার অভাবে পুষ্টিহীনতার দরুন আমি নিজেই প্রতিদিন শিশুদের মরতে দেখেছি। তিনি বলেন, তবে পাকিস্তানী এমএনএদের একটা মাত্র সুবিধা দেওয়া হয়, তা হলো একটা ছোট্র ঘরে তাদের দু- তিনজনকে একটা খাটিয়ার উপর একত্রে থাকতে দেয়া হয়। অন্যদের নিজেদেরই তাদের ব্যবস্থা করে নিতে হয়।

জনাব মজুমদার বলেন যে, ভারতে অবস্থানকালে কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ঢাকা জেলার প্রায় ৩০ জন এমএনএ ও এমপিএ- এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি এদের সকলকেই হতোদ্যম ও আতংকগ্রস্ত দেখতে পান। কলকাতাসহ পশ্চিম বঙ্গের অপরাপর অংশে যে সব এমএনএ ও এমপিএ অবস্থান করছেন, তাদের অবস্থাও একইরুপ। আমি সেখানে শুনেছি যে, তারাও পাকিস্তানে ফিরে আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সকল বাধা সৃষ্টি করছে বলে তিনি জানান।

জনাব মজুমদার বলেন যে, তিনি নিজে প্রথম সুযোগ গ্রহণ করেই পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসেছেন। তিনি বলেন, আমি সব সময়েই পাকিস্তানী ছিলাম, সর্বদাই পাকিস্তানী এবং কখনই পাকিস্তান বিরোধী নই। তবে গোলযোগের সময় সৃষ্ট পরিস্থিতিতে তথায় আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য হই। তবে তথায় থাকাকালে সব সময়ই আমি সীমান্ত অতিক্রমের সুযোগ খুঁজছিলাম এবং ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তথা অপরাপর ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে পলায়নের প্রথম সুযোগই আমি গ্রহণ করি।

ছাত্রদের সম্পর্কে জনাব মজুমদার বলেন, তথায় বহুসংখ্যক ছাত্রের সাথেই তার সাক্ষাৎ হয়েছে। এদের অনেকেই তার ছাত্র। তাদের হত্যা করা হবে এ ধরনের গুজবে আতংকগ্রস্ত হয়ে তারা ভারত গমন করে। ভারতে ছাত্রদের আশ্রয় স্থানও নেই। খাবার ব্যবস্থাও নেই। কোন রকম কাজ না করে শুধু ঘুরে বেড়ানোর কোন অধিকার তাদের নেই এধরনের তিরস্কার ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অহরহই তাদের করছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদের সামরিক ট্রেনিং গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করছে।

তিনি বলেন যে, খাওয়া থাকার ব্যবস্থা না থাকায় তারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ট্রেনিং গ্রহনের জন্য নাম লিখাচ্ছে। ট্রেনিং ক্যাম্পে তাদের মস্তিষ্ক ধোলাই করা হচ্ছে। অতঃপর তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানের ব্রীজ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানমূহ বিনষ্ট করার কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে। তাদের কাজের ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কড়া নজর রাখে। মন্ত্রী বলেন, তিনি জানতে পেরেছেন যে, এদের মধ্যে অনেকেই তাদের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র পুকুর ও জঙ্গলে ফেলে দিয়ে পাকিস্তান থেকে ফিরে গিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে তাদের সফল অভিযানের কাহিনী শুনায়। এ-ভাবেই অবস্থার শিকারে এ-সব তরুণরা নিজেদের জান বাঁচাতে চেষ্টা করে।

জনাব মজুমদার পাকিস্তানে ফিরে এসে পুনরায় পড়াশুনা শুরু করার জন্য তরুণ সমাজের প্রতি আবেদন জানায়। তিনি বলেন, এদের জন্য আমার প্রাণ কাঁদছে, কারণ শিক্ষক হিসাবে আমি বহুকাল তাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি। নিজের দেশের সেতু ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে তারা শুধু ভারতের গোপন দুরভসন্ধি পূরণের পক্ষেই কাজে করছে। আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে একদিন তারা তাদের এ ধরনের কাজের জন্য অনুতপ্ত হবে।

দৈনিক পাকিস্তান
২ অক্টোবর।

আউংশুপ্রু-
প্রদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের
অভিযোগ মিথ্যা

পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মিঃ আউংশুপ্রু গতকাল শুক্রবার প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের নির্যাতন ও হয়রানি সংক্রান্ত ভারতীয় অভিযোগ খণ্ডন করেন। এপিপির সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে প্রেসিডেন্ট ও গভর্নর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের বারবার পুরোপুরি রক্ষার আশ্বাস এবং সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দানের নিশ্চয়তা দিয়েছে।

তিনি বলেন যে, প্রাদেশিক মন্ত্রীদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্রদেশের পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে জনমনে আস্থা সৃষ্টি করা। এ কাজে সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আরো বেশী গুরুত্ব আরোপ করবেন। পূর্ব পাকিস্তানের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকদের নির্যাতন সম্পর্কিত ভারতীয় প্রচারণা প্রসঙ্গে মিঃ আউংশু প্রু বলেন যে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুগত, শান্তিপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক এবং তাদের প্রতি সরকারের আচরণ খুবই চমৎকার ও উদার।

তাদের কখনো বিরক্ত করা হয়নি। সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা বরং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহায়ক। মন্ত্রী বলেন, ভারত পাকিস্তানের ঐক্য নষ্ট করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারনের জন্য ভারতীয়দের কোন প্রীতি নেই। সে পাকিস্তানকে ধ্বংসের নীতি অনুসরণ করে চলছে। ভারতীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে যৌথ সম্মেলনের ব্যাপারে গভর্নর ডাঃ মালিকের প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে মন্ত্রী বলেন যে এই প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতের কাছ থেকে এখনো কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সংখ্যালঘুই হোক আর যেই হোক পূর্ব পাকিস্তানের কারো জন্য ভারতের ভালবাসা নেই।

মিঃ আউংশু প্রু পূর্ব পাকিস্তানে বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংসের ভারতীয় প্রচারণাকে ডাহা মিথ্যা বলে বর্ণনা করেন।

দৈনিক পাকিস্তান
১৩ অক্টোবর

খুলনায় রাজস্ব মন্ত্রী
রাজাকারদের ভূয়সী প্রশংসা

খুলন, ১১ই অক্টোবর (এপিপি)। পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব মন্ত্রী মওলানা এ,কে,এম ইউসুফ রাজাকারদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। গতকাল এখানে জেলা স্কুল মিলনায়তনে তিনি রাজাকারদের এক সমাবেশে ভাষণ দান করছিলেন। দুষ্কৃতিকারী ও ভারতীয় সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের কার্যকলাপ দমনের জন্য রাজাকাররা যে-ভাবে কাজ করে যাচ্ছে এতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, রাজাকাররা শুধু অনুপ্রবেশকারীদের হামলাই সাফল্যের সাথে প্রতিহত করেনি, তারা বেশ কিছু সংখ্যক দুস্কৃতকারী ও ভারতীয় ছাপমারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদও উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। মওলানা এ,কে,এম ইউসুফ ভাষণ দানকালে ঘোষণা করেন যে, দেশের সার্বভৌমত্বের উপর হামলার যেকোন অপচেষ্টা নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের পেছনে আমাদের সাহসী জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকবেন।

এর পূর্বে সমাবেশে ভাষণ দানকালে খুলনায় ডেপুটি কমিশনার এবং জেলা রাজাকার কমাণ্ডার খুলনায় রাজাকারদের কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেন। রাজস্ব মন্ত্রী আজম খান কমার্শিয়াল কলেজ মিলনায়তনে ইসলামী ছাত্রসংঘ আয়োজিত এক সভায়ও ভাষণ দেন।

তিনি ছাত্রদের পড়াশুনায় মনোযোগ দানের আহ্বান জানান। তিনি ছাত্রদের নিকট পাকিস্তান আন্দোলন পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। সীমান্তের অপর পারে চলে যাওয়া ছাত্রদের দেশে ফিরে এসে জাতি গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহনেরও আহ্বান জানান।

দৈনিক পাকিস্তান
১৮ অক্টোবর।

অর্থমন্ত্রী আবুল কাসেমের বেতার ভাষণ
উদ্বাস্তুদের প্রতি স্বদেশে ফিরে আসার আহ্বান

পূর্ব পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল কাসেম গত শনিবার প্রদেশবাসীর উদ্দেশ্যে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র থেকে এক ভাষণদান করেন। নিম্নে তার পূর্ণ বিবরন দেয়া হলোঃ

“জাতীয় জীবনের চরম সন্ধিক্ষণে প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। এমন সংকটকালে মন্ত্রীসভায় যোগদান করে যে দায়িত্ব বরণ করে নিয়েছে তা অত্যন্ত গুরুতর ও দুর্বহ। দেশের বর্তমান পরিস্থির কথা বিবেচনা করেই এ গুরভার কাঁধে নিয়েছি। কারণ এটিকে জাতীয় ও মানবিক কর্তব্য বলেই মনে করেছি। বহিঃশত্রুর চক্রান্তে যখন দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন, জনজীবন বিপর্যস্ত, প্রতিটি মানুষ দিশেহারা তখন শুধুমাত্র নীরব, নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করাকে জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করারই সামিল বলে গণ্য করেছি।

তাই আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে আমরা এগিয়ে এসেছি। আমাদের সাফল্য নির্ভর করছে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতার উপর। একটি বিদেশী শক্তির চক্রান্তের ফলে প্রদেশে হত্যা, লুণ্ঠন ও সম্পদ নাশের যে নারকীয় বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে পাকিস্তানের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হওয়ার হওয়ার উপক্রম হয় এবং পরিস্থিতি সামরিক হস্তক্ষেপকে অনিবার্য করে তোলে।

রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলোর অশুভ তৎপরতা তখন প্রদেশময় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। সেগুলোকে দমন করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে কর্তব্যভার গ্রহণ করতে হয়। রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলো তাদের কৃত পাপের দায়িত্ব নিরপরাধ মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়লো। মানুষ তখন একান্ত অসহায়, বিমূঢ়, হতবাক ও দিশেহারা। তাদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। তাদের এমন অসহায় অবস্থায় আমরা চুপ করে থাকতে পারিনি।

আমরা এগিয়ে এলাম। শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। শান্তি কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করা হলো। অচিরেই তা সারা প্রদেশে সম্প্রসারিত হয়। আতংকগ্রস্ত ভেঙ্গে পড়া মানুষের মনে নিরাপত্তার ভাব ফিরে আসতে লাগলো। ছেড়ে যাওয়া বাড়িঘরে তারা ফিরে এলো। অনেকটা আস্থা ও স্বস্তির ভাব তারা ফিরে পেলো। খোদার দরবারে অশেষ শুকরিয়া, সমগ্র প্রদেশের মানুষ যখন হাহাকার করছে সেই মহাসংকটের দিনে আমরা এগিয়ে এসে অন্ততঃ কিছু জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে পেরেছি।

মাসুম মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষার যে সংকল্প গ্রহণ করেছি আল্লাহতা'য়ালা তা রক্ষার জন্য যেন তওফিক দান করেন।

প্রিয় ভাই-বোনেরা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ঘৃণ্য কারসাজিতে দেশের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। পাকিস্তানের ভিত্তিমূলে সে মারণ আঘাত হানতে উদ্যত। সর্বশক্তিতে এবং সর্বস্ব পণ করে প্রতিহত করতে হবে। পাকিস্তান আমাদের সে বাঁচালে আমরা বাঁচবো জাতি হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবো।

আমাদের ঈমান-আমান, সুখ-সমৃদ্ধি সবই পাকিস্তানের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল । সুতরাং আজকের সংগ্রাম হবে পাকিস্তানকে রক্ষা করার সংগ্রাম, পাকিস্তানবিরোধী চক্রান্তকে বানচাল করে দেয়ার সংগ্রাম । এ কথা উপলব্ধি করতে হবে যে, এই গরীব দেশের মানুষের শ্রমে, অর্থে ও রক্তে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে তিল তিল করেযে সম্পদ গড়ে উঠেছে তা ধ্বংস করে দেয়ার অর্থ প্রদেশের মানুষকেই বঞ্চিত করা, তাদের এবং ভাবী বংশধরদের চরম, সর্বনাশ সাধন করা ।

পরের উস্কানীতে নিজের ঘরে কি কেউ আগুন লাগায় । নিজেদের ঘরে আগুন দেওয়ার খেলায় যারা মত্ত হয়ে উঠেছে তারা কি এর পরিণাম একবারও ভেবে দেখবে না । দেশের শিল্পবাণিজ্য, রেল, স্টীমার, বাস-ট্রাক, স্টীমার-লঞ্চ, সড়ক, সেতু ইত্যাদি সম্পদ আপনাদের অর্থে ও কল্যাণেই গড়ে উঠেছে । এগুলো যারা ধ্বংস করে দিচ্ছে তারা আপনাদেরই সর্বনাশ সাধন করছে । আবার এগুলো গড়ে তুলতে কত শ্রম, ও সময়ের দরকার হবে । আর সে অর্থ আসবেই বা কোথা থেকে । এদেশের কোটি কোটি অনাহারী-অর্ধাহারী মানুষকেই তো সে অর্থ যোগাতে হবে । চক্রান্তপরায়ণ প্রতিবেশীর প্রচারণায় ও মিথ্যা স্তোক বাক্যে বিভ্রান্ত হয়ে যারা আত্মঘাতী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছে তারা কি একবার ভেবে দেখবে না যে, এসব কার্য দ্বরা তারা কার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করছে আর কাদের ধ্বংস ও বিনাশের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকল করে দিয়ে প্রদেশের সর্বত্র খাদ্যশস্য পৌঁছানো ব্যাহত করার হীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে যারা এসব নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত রয়েছে অথবা যারা তাদের কাজে সাহায্য করেছে তারা প্রদেশের জনগণের কল্যাণকারী নয়, তারা তাদের পরম শত্রু। এরা গণদুশমন, এরা মানবতার শত্রু। দেশের অস্তিত্বের মূলে এরা আঘাত হানছে । যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় দেখা দিবে ।

প্রদেশে দারিদ্র্য ভয়াবহ আকার ধারণ করবে । তাতে প্রদেশের গোটা জনসমষ্টিই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়বে । তাই আসুন, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এই সব গণদুশমনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই । বিভ্রান্ত হয়ে যারা এদেশ ছেড়ে শত্রু দেশে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের আবেদন, আপনারা আপনাদের নিজেদের হাতে গড়া পাকিস্তানের পাক ভূমিতে নির্ভয়ে ফিরে আসব এবং পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করুন ।

এদেশ আপনাদেরই এদেশ সসম্মানে বাস করার আপনাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে । সে অধিকার কেউ হরণ করে নিতে পারবে না । আমি নিশ্চিত আশ্বাস দান করছি । আপনাদের আশংকার কোন কারণ নেই । যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে । যাঁরা গৃহহীন হয়েছেন তাঁদের পুনর্বাসন করা হবে । যারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন তাঁদের জীবন-ধারণের ব্যবস্থা করা হবে । পরভূমে পরপ্রত্যাশী হয়ে বহু দুঃখে, বহু বিড়ম্বনায় আপনারা দিন অতিবাহিত করেছেন । কিন্তু মন আপনাদের পড়ে আছে ফেলে যাওয়া পাকিস্তানের প্রিয়তম বাস্তুভিটার উপর । আপনাদের বাস্তুভূমি আপনাদের গৃহাঙ্গন হাতছানি দিয়ে আপনাদের ডাকছে-আপনারা ফিরে আসুন । আপনাদের নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছি । আপনারা ফিরে এলে সব সমস্যার সমাধান আমরা একত্রে বসে করতে পারবো । দুষ্কৃতকারীদের রোষানলের শিকার হয়ে আপনাদের অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত, অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন । ক্ষতিগ্রস্ত নিরপরাধ ব্যক্তিদের এবং সর্বহারাদের পুনর্বাসনের নানাবিধ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে ।

আপনাদের স্বাভাবিক জীবনধারায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়েই আমরা মন্ত্রিসভায় যোগদান করেছি । পরম নিষ্ঠার সাথে এ সংকল্প আমরা পালন করে যাব । এ ব্যাপারে আমাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনাদে সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য । হতাশা বর্জন করে দৃঢ় মনোবল নিয়ে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে । এ বিশ্বাস আপনাদের রাখতেই হবে যে, দুর্যোগের অবসান ঘটবেই জীবনে আবার প্রতিষ্ঠিত হবেন ।

সুদিন আবার আসবে । বিধ্বস্ত গৃহের আঙ্গিনা আবার আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠবে । এ সবগুলোই নির্ভর করেছে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তায় । সুখি ও শক্তিশালী পাকিস্তান আপনার সুখ ও শক্তির উৎস । অখণ্ড পাকিস্তানই আপনাদের সুখ-সমৃদ্ধি ও মর্যাদাকে সুনিশ্চিত করতে পারে ।

পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যে আমরা সবাই যদি অবিচল থাকতে পারি তাহলে দুশমন রাষ্ট্রের শত্রু শক্তিগুলো আপনা থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। সকল দুরভিসন্ধি বানচাল হয়ে যাবে। শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসবে সকল অচলাবস্থার অবসান ঘটবে। জীবন আবার গতিময় হয়ে উঠবে। আসুন আমরা সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তানের দুশমনদের মোকাবিলা করি এবং পাকিস্তানকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নতুন শপথ গ্রহণ করি।

আল্লাহ আমাদের সহায়ক হবেন"।

দৈনিক পাকিস্তান
২০ অক্টোবর।

শিক্ষামন্ত্রীর বেতার ভাষণ
ছাত্রদের প্রতি ফিরে আসার আহ্বান

প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আব্বাস আলী খান গতকাল মঙ্গলবার সীমান্তের ওপারে বা এপারে ছাত্র সমাজের প্রতি নির্ভয়ে দেশে ফিরে এসে তাদের শিক্ষা জীবন শুরুর আকুল আবেদন জানিয়েছেন। এপিপির খবরে প্রকাশ, এক বেতার ভাষণে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট যে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন তা আমাদের শুভেচ্ছারই প্রমাণ বহন করছে।

তিনি বলেন যে, আমাদের মধ্যে যারা শত্রুর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েছে, শিক্ষা জীবনে তাদের পুনর্বাসন করাই আমাদের কর্তব্য। তিনি বলেন যে, তাঁর কাছে সব ছাত্রই নির্দোষ। তাদের সকল অপকর্মের জন্য বিপথগামী নেতৃত্ব ও ভুল শিক্ষানীতিই দায়ী।

বর্তমান সরকার এই শিক্ষানীতি পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর বলেও তিনি উল্লেখকরেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে ছাত্রদের যাতে একটা বছর নষ্ট করতে না হয়, তার জন্য কিছু করা যায় কিনা সরকার তা বিবেচনা করে দেখছে।

দৈনিক পাকিস্তান
২২ অক্টোবর।

সিলেটের গ্রামে আইনমন্ত্রী
দেশকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য
জনগণ ভোট দেয়নি

মৌলবী বাজার, ১৯ শে অক্টোবর।-আইন ও পার্লামেন্টারী মন্ত্রী জনাব জসীম উদ্দিন আহমেদ রাজনগর থানা ট্রেনিং ও উন্নয়ন কেন্দ্রে এক বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে বলেন, তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস জনগণ বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের ৬ দফার পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভোট দিয়েছেন। ভারতের সাহায্যে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য নয়।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট দেশে গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। এ সম্পর্কে তিনি নয়া শাসনতন্ত্র ও জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের উল্লেখ করেন। মন্ত্রী বলেন নয়া শাসনতন্ত্রে জনগণের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটবে।

আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন তাঁর দলেরও দাবী এবং দলীয় প্রধান জনাব নূরুল আমিন শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্তির জন্যে প্রেসিডেন্টের কাছে আট দফা দাবী পেশ করেছেন। মন্ত্রী বানারাইতে তাঁর গ্রামের বাড়ী যান এবং পারিবারিক গোরস্তানে ফাতেহা পাঠ করেন।

তিনি বলেন, আমাদের জাতীয় সেনাবাহিনীর হাত শক্তিশালী করার জন্য তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

দৈনিক পাকিস্তান
২২ অক্টোবর।

কুষ্টিয়া গ্রামে নওয়াজেশ আহমেদ
ভারতীয় প্রচারণায় কর্ণপাত না করার আহ্বান

আলমডাঙ্গা, (কুষ্টিয়া) ২০ শে অক্টোবর।-খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী জনাব নওয়াজেশ আহমেদ যে সকল উদ্বাস্তু এখনো সীমান্তের অপর পারে রয়েছেন। তাদের সত্বর ফিরে এসে পাকিস্তানের প্রকৃত নাগরিকের মতো স্বাভাবিক জীবন শুরু করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

মন্ত্রী চার দিনব্যাপী কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা সফর উপলক্ষে ঢাকা থেকে এখানে এসে এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনাব নওয়াজেশ আহমেদ বলেন যে সরকার ইতিমধ্যেই প্রত্যাবর্তনকারীদের বাড়ী-ঘরে ত্বরিত পুনর্বাসনের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, তারা এখানে পুরোপুরি নিরাপদে থাকবেন। তিনি তাঁদের সীমান্তের ওপারের অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণায় কর্ণপাত না করার উপদেশ দেন।

মন্ত্রী ছাত্রদের নিয়মিত ক্লাসে যোগদান এবং পাকিস্তানের খাঁটি দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে ভবিষ্যতের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তাদের উপকারের জন্যই সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রমজানের ছুটি বাতিল করেছেন।

দৈনিক পাকিস্তান
২৭ অক্টোবর।

বুদ্ধিজীবীদের প্রতি তথ্যমন্ত্রী
মাতৃভূমি রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর
পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান

কুমিল্লা, ২৬ শে অক্টোবর।-পূর্ব পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী জনাব মুজিবুর রহমান বুদ্ধিজীবীদের বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলদ্ধি করে জনদত গঠন করে ভারতীয় হামলার মুখে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি স্থানীয় টাউন হলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষক সমাবেশে বক্ততা দিচ্ছিলেন। মন্ত্রী বর্তমানে সংকটের সঠিক ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরার ক্ষেত্রে শিক্ষাবীদদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন।

জনাব রহমান আবুল কালাম আজাদ, আবদুল গাফফার খান ও গান্ধীর অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেন। তিনি বলে ন যে ভারতের বর্তমান ভূমিকা পূর্ব পাকিস্তানিদের জনগণের প্রতি সহানুভূতি থেকে উদ্ভূত নয় বরং পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য।

পাক সমাচার
২৯ অক্টোবর।

শ্রমমন্ত্রী জনাব এ, এস, এম সোলায়মানের আহ্বান
দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য তৎপর হতে হবে

পূর্ব পাকিস্তানের শ্রম, সমাজকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এ, এস, এম সোলায়মান সকল রকমের ভারতীয় ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তৎপরতার বিরুদ্ধে সর্বদা সতর্ক থাকার জন্য শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের প্রতি গত ২৪ শে অক্টোবর আবেদন জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, এসব বিচ্ছিন্নতাবাদী লোকেরা আমাদের শত্রুদের হাতের পুতুল হিসেবে কাজ করছে।

টাঙ্গাইলে সমাজের বিভিন্নস্তরের লোক ও শান্তি কমিটি কর্মীদের এক সমাবেশে তিনি ভাষণদানকালে উক্ত মন্তব্য করেন।

জনাব সোলায়মান দেশের উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সবাইকে নিজ নিজ শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, অর্থনৈতিক তৎপরতার গতি অব্যাহত রাখার জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে এবং জনগনকে স্বাভাবিক কাজ কর্ম চালিয়ে যেতে দিতে হবে। তিনি বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে তাদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে দেওয়া হলে তাতে শত্রুদের উদ্দেশ্যই হাসিল হবে।

মাতৃভূমি রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের প্রয়োজন

মন্ত্রী জনাব এ, এস, এম সোলায়মান পাকিস্তানের জন্য বাঁচা ও পাকিস্তানের জন্য মরার জন্য জনগনের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়েছে।

নারায়নগঞ্জ মহকুমার বৈদ্যের বাজারে এক বিরাট জনসভায় তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনাব সোলায়মান তার ভাষণে বলেন, মাতৃভূমি রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের চেয়ে বড় ত্যাগ আর কিছুই হতে পারে না। তিনি ঘোষণা করেন যে, বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সকল দেশপ্রেমিক নাগরিক আজ ঐক্যবদ্ধ।

জনাব সোলায়মান তার নিজ থানা সফরে গেলে তাকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দেশ বিভাগের আগে কিংবা পরে জনাব সোলায়মানই হচ্ছে নারায়নগঞ্জ মহকুমা থেকে নিযুক্ত প্রথম মন্ত্রী।

পাক সমাচার
২৯ অক্টোবর।

চট্টগ্রামে অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল কাসেমর আশ্বাস
প্রতি ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাজাকার থাকবে

প্রদেশে হিংসাত্মক কার্যকলাপের যে সকল বিক্ষপ্ত ঘটনা ঘটেছে তাতে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরাশ না হওয়ার জন্য প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল কাসেম জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। সরকার নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করছে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

চট্টগ্রাম মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে আয়োজিত বিভিন্ন স্তরের লোকের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে তিনি এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন. বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজার রাজাকারকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। ট্রেনিং শেষে এদেরকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে প্রতি ইউনিয়নে নিয়োগ করা হবে। রাজাকারদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে এক লাখে উন্নীত করা হবে। প্রতি ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাজাকার থাকবে। এ ছাড়া রয়েছে পুলিশ বাহিনী। ইতিমধ্যে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি পুলিশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসছে। তিনি বলেন, বেসামরিক সরকার গঠনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে জনমনে আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনা। ইনশা আল্লাহ শীঘ্রই অবস্থার উন্নতি হবে।

সীমান্ত অতিক্রম করে যে সকল যুবক ভারতে চলে গেছে তাদের উদ্দেশ্য করে মন্ত্রী বলেন, ভারতীয় মিথ্যে প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে অপর পারে গিয়ে তারা যে ব্যবহার পেয়েছে এবং যে অশেষ দুর্গতি পুইয়েছে তাতে তাদের ভ্রান্তি কেটে গেছে। এখন উচিত স্বদেশে তাদের প্রত্যাবর্তন করা। তারা আমাদেরই ছেলে। তারা রাগ করে পালিয়ে গেছে। আমরা তাদের মাফ করে দিয়েছি। তিনি প্রশ্ন করে বলেন, কেন আপনারা আপনাদের ভাইকে হত্যা করবেন ?

একজন মোহাজের বক্তার প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, মোহাজেরদের প্রতি এখানে যা ঘটে গেল একজন বাঙ্গালী মুসলমান হিসেবে তিনি তার জন্য লজ্জিত ও দুঃখিত। এতিম, বিধবা ও অভিভাবকহীন মোহাজের পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সরকার করবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

এ ছাড়া গত গোলযোগে স্থানীয় যে সকল লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সরকার তাদের পুনর্বাসন সহায়তা করবেন। মোট কথা ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি লোকের পুনর্বাসনের জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। এ কাজ সম্পন্ন হলেই এর বাস্তবায়নে হাত দেওয়া হবে।

মন্ত্রী বলেন, যখন কোন দুর্যোগ আসে তখন ভাল ও মন্দ সকল লোকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেরুপভাবে গত গোলযোগে পূর্ব পাকিস্তানে এমন কোন লোক নেই যিনি কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হননি। তিনি বলেন, আমরা অনেক ভুল করেছি। এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। এখান আমাদের উচিত সবকিছু ভুলে যাওয়া।

পাক- ভারত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ভারতীয় রণহুংকারের কাছে পাকিস্তান নতি স্বীকার করবে না। আমরা জানি কি করে যুদ্ধ করতে হয়। শত্রু নিশ্চিহ্ন করতে আল্লাহ মুসলমানদের সহায় হবেন ইসলামের ইতিহাসে এর বহু নজির রয়েছে।

পাক সমাচার
২৯ অক্টোবর।

সাহায্য মন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হকের আবেদন
দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে

সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক সম্প্রতি চট্টগ্রামে বলেন যে, রাজনৈতিক গোলযোগে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য একটি সর্বাত্মক স্কীম তৈরি করা হচ্ছে।

জেলা কাউন্সিল হলে চট্টগ্রাম পৌরসভা ও শহর কমিটির সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে তিনি বলেন যে, জনগণের সুখে-দুঃখে তাদের পাশে থোকে যাতে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন সে জন্যই দেশের এই অত্যন্ত সংকটকালে তিনি তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেছন।

মন্ত্রী মানসিক পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বলেন যে, অতীতের বিরোধ ভুলে গিয়ে আমাদের দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করা উচিত। তিনি বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যে আদর্শের উপর পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই আমাদের সমাজব্যবস্থা পুনরায় পুনর্গঠন করা যেতে পারে।

প্রাদেশিক রিলিফ ও পুনর্বাসন দফতরের মন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জারিয়েছেন। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারে জাতিসংঘের নীতি কার্যকরী করার জন্য তিনি জাতিসংঘের প্রতিও আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, যদি জাতিসংঘ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতীয় হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়, তবে এর পরিণতির দায়িত্ব তাদেরও গ্রহণ করতে হাবে।

বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ দল হতে নির্বাচিত সদস্য অধ্যাপক হক বলেন যে, জনগণ আওয়ামী লীগকে ৬ দফা অথবা স্বায়ত্তশাসনের দাবীতেই ভোট দিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ষড়যন্ত্রকারীরা ভারতের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে বিচ্ছিন্নতার দাবী করছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আব্রাহাম লিঙ্কনের সময়কার আমেরিকার অবস্থার উদাহরণ দিয়ে বলেন, বিদ্রোহী কখনই সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দেশত্যাগকারীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন। ভারত এই দেশত্যাগীর সংখ্যা অতিরঞ্জিত করে বলছে।

মন্ত্রী উপস্থিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তাদের ছেলেমেয়েদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার আহ্বান জানান। কারণ তার মতে, জাতীয় আদর্শের প্রতি উদাসীনতাই আজকের সংকটের কারণ।

সিটি কলেজের অধ্যক্ষ জনাব রেজাউল করিম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পাক সমাচার
২৯ অক্টোবর।

বরিশালে শান্তি কমিটির সদস্যদের উদ্দেশে
শিল্পমন্ত্রী জনাব আখতারউদ্দিনের আহ্বান

প্রাদেশিক শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব আখতারউদ্দীন আহমদ পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতার জন্যে দুষ্কৃতকারী ও ভারতীয় এজেন্টদের ঘৃণ্য তৎপরতা তৎপরতা দৃঢ়তার সাথে প্রতিহত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তার দলীয় কর্মী ও শান্তি কমিটির সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, ইসলাম ও মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্যই পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে।

পরিবহনে সংকট দূরীকরণের ব্যবস্থা

প্রাদেশিক শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব আখতারউদ্দীন আহমদ বলেন যে, প্রদেশের পরিবহন সংকট দূরীকরণের জন্য শিগগিরই ট্রাক ও কোস্টারের আরো চালান এসে পৌঁছাবে।

সম্প্রতি স্থানীয় বণিক সমিতিতে ভাষণদানকালে মন্ত্রী বলেন যে, নতুন চালানে ৯০০ ট্রাকও জাপানী কোস্টারসমূহও এসে পৌঁছাবে। আরও আমেরিকান কোস্টার ও ক্ষুদ্র নৌযান পূর্ব পাকিস্তানে আসার পথে রয়েছে। এগুলো সরকার চার্টার করেছে বলে তিনি জানান।

মন্ত্রী ব্যবসায়ীদের ট্রাক খরিদ করার আহ্বান জানান। এসব ট্রাক কিস্তির ভিত্তিতে খরিদ করা যাবে। ব্যবসায়ীরা কোষ্টরসমূহও খরিদ করতে পারবেন বলে মন্ত্রী জানান।

স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র শিল্পকারখানা গড়ে তোলার জন্যও জনাব আহমদ ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দেন। এসব শিল্প প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

শিল্প বাণিজ্য খাত বর্তমানে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে, তার উল্লেখকরে মন্ত্রী এ মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন যে, সেসব অসুবিধা দূরীকরণে সরকার ইতিমধ্যেই ব্যবস্থ গ্রহণ করেছেন।

দৈনিক পাকিস্তান
১২ নভেম্বর।

নান্দাইলে পূর্তমন্ত্রী
ভারতের দ্বিমুখী হামলার বিপদ
সম্পর্কে সচেতন থাকার আহ্বান

নান্দাইল (ময়মনসিংহ), ১১ই নভেম্বর, (এপিপি)।-পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ত, বিদ্যুৎ ও সেচ মন্ত্রী জনাব এ, কে মোশাররফ হোসেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের দ্বিমুখী আক্রমণের বিপদ সম্পর্কে পুরো সচেতন থেকে নিজেদের প্রস্তুত থাকার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গত সোমবার এখানে তিনি তিন মাইল দূরবর্তী নান্দাইল রেলস্টেশনে এক বিরাট জনসভায় মন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছিলেন। মন্ত্রী বলেন, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ হামলা ছাড়াও আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক আক্রমণ চালাচ্ছে। মন্ত্রী জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ হামলার চেয়ে বেশী শক্তিশালী সাংস্কৃতিক আক্রমণের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, বর্তমান সংকটে পাকিস্তান আরো শক্তিশালী হয়েছে ও একটি দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে।

দৈনিক পাকিস্তান
৩০ নভেম্বর।

জনগণের উদ্দেশে মাওলানা ইসহাক
সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার আহ্বান

শাহজাদপুর (পাবনা), ২৯ শে নভেম্বর (এপিপি)।-পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক গণতন্ত্র বিভাগের মন্ত্রী মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বৈদেশিক হামলাকারীদের উৎখাতের ব্যাপারে সশস্ত্র বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য জনগণের প্রতি আকুল আবেদন জানান।

গতকাল স্থানীয় থানা উন্নয়নে কেন্দ্রে সমাজের বিভিন্ন স্তরে লোক ও সরকারী অফিসারদের এক সমাবেশে ভাষণদানকালে মন্ত্রী বলেন, জনগণকে একদিকে যেমন বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার দিকে তীব্র নজর রাখতে হবে, তেমনি আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শত্রুদের উৎখাতের ব্যাপারে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে পূর্ণ সহযোগিতাও করতে হবে।

তিনি বলেন, ইসলামের অনুশাসন মোতাবেক আমাদের জীবন ধারা গড়ে তুলতে হবে। মন্ত্রী বলেন, আমাদের মধ্যকার আঞ্চলিক সংকীর্ণ মনোভাব পরিত্যাগ ও ভাষার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মুসলমান হিসেবে আমাদের সংস্কৃতি যে এক, তা অনুধাবন করতে হবে এবং আমরা একত্রে বসবাস করতে চাই-এই দৃঢ় সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৪। নিলাম সাহায্য লাইসেন্স ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত কয়েকটি সরকারী ঘোষণা	সরকারী দলিলপত্র জনসংযোগ বিভাগ দিনাজপুর	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

পেট্রল ও ডিজেল তৈল ফ্রি সেল করা হইয়াছে, পেট্রল ও ডিজেল তৈল কিনতে কোন পারমিট লাগিবে না।

ঘরবাড়ি মেরামত ও ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবিদের খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দরখাস্তের ফরম নিজ নিজ মহল্লার পিস কমিটির মেম্বারগণের নিকট পাওয়া যাইবে।

আগামী ২৮ শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকাল ১০টায় সুইহারি রাইস মিলে অনুমান ২০০ মণ চাউল প্রকাশ্যে নিলাম বিক্রয় হইবে।

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, দিনাজপুর টাউনে প্রত্যেক বাড়িঘর, দোকান প্রভৃতির সম্মুখ ও আশপাশ হইতে জঙ্গল ও আর্বজনা যেন অবিলম্বে পরিষ্কার করান হয়। আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষা করা হইবে। বাড়িঘর, দোকান ইত্যাদি স্থানের সম্মুখে কিংবা আশেপাশে অপরিষ্কার পাওয়া গেলে সেই স্থানের মালিককে সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল কোর্ট কর্তৃক ১০০ শত টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হইবে।

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, আগামী ২৮শে সেপ্টম্বর বেলা ১১ টায় কতোয়ালী থানায় মালিকবিহীন তিনটি ট্রাক, একটি বাস, একটি জিপ প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে।

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, যাহারা গোলযোগের জন্য সময়মত মটরবাস ইত্যাদির লাইসেন্স, রুট পারমিট করিতে পারে নাই বা লাইসেন্স ও রুট পারমিট খোয়া গিয়াছে, তাদেরকে লাইসেন্স ও রুট পারমিট (এর জন্য) আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্য দরখাস্ত করিতে বলা যাইতেছে।

প্রত্যহ রাত ১১ টা হইতে সকাল ৪ টা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকিবে।

বাই অর্ডার-
এম, এল এডমিনিস্ট্রেটর
দিনাজপুর
তারিখঃ ২৪-৯-৭১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৫। নিহত রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যদের পরিবারের জন্য গম বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি	সরকারী দলিলপত্র	২ অক্টোবর, ১৯৭১

Government of East Pakistan

Office of the Deputy Commissioner, Jessore.

Memo No. (4) Dated, Jessore Oct/71.

From : Mr. Taqul Haq,

Addl, Dy. Commissioner (G)

Jessore.

To:The Sub-Divisional Officer

Sardar /Jhenidah /Magura /Narail.

Sub: Allotment of G. R. wheat for the families of the deceased Rajakars and peace Committee members.

It has been decided that families of Razakars and members of peace Committees who were killed by miscreants should be provided with G. R. wheat as a measure of assistance to the ....families. For this purpose, a separate quota of 100 mounds of G. R. wheat are allotted to the different subdivisions as below. Distribution should be made through Master Roll at prescribed rate i. e. 3 seers per adult per week and one and a half seers per minor per week and proper account should be maintained for audit.

S. D. O...Sadar 400maunds.

S. D. O...Jhenidah 200 "

S. D. O...Magura 200 "

S. D. O.. Narail 200 "

1000 maunds

(Tazul Haq)

Sd/Addl. Deputy Commissioner (Genl)

Jessore .

Memo No. VI/21/71/104/(4) /i(6)RR dated 2/ 10/ 71

Copy forwarded to:-

1) ASMLA. Jessore. This has reference to his discussion with the under signed the other day in presence of the President, Dist. peace Committee, Jessore in my chamber.

2) District Controller, Jessore for taking necessary action with reference to G. O. No. Sec-II\1597-FR dated 23-9-71.

3) President, District Peace Committee, Jessore with reference to his discussion with the undersigned the office day.

4) Chairman, Sub-Dibisional Peace Committee Sadar\Jhenidah Magura\ Narail for necessary action.

5) Chairman, Jessore Town Peace Committee for necessary action.

6) District Adjutant of Rajakars, Jessore for necessary action.

T. Haq
2-10- 71
Addl Deputy Commissioner (Genl)
Jessore

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৬। ৯৪ নং সামরিক বিধি জারি	পাকিস্তান অবজারভার	১২ অক্টোবর, ১৯৭১

TEXT OF MLR 94

The following is the text of the MLR No. 9

1. This regulation shall come into force on the 10th day of October 1971 and shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force.

2. In this regulation unless there is anything repugnant in the subject or context ``political party" includes a group or combination of persons who are operating for the purpose of propagating any political opinion of indulging in any other political activity.

3. No political party or person shall propagate any opinion or act in a manner prejudicial to the ideology or the integrity or the security of Pakistan or prejudicial to any of the principles enunciated in article 20 of the Legal Framework order.1970 (P.O No. 2 of 1970)

4. No political party or any person in the course of political activity shall:

(a) Use force, violence, intimidation, or threats of injury or offer monetary gains in propagating of for securing support for any views.
(b) In any manner cause injury or damage to any person or property.
(c) Interfere in the operation or the functioning of the public Services, corporations or institutions set up by or under any law.
(d) Seduce, or attempt to seduce from his allegiance or his duty any public servant or any person serving in any corporation or any other institution set up by r under any law.
(e) In any manner, interfere with or cause disruption in the functioning of educational institutions.
(f) Subject any unit of the news media including newspaper offices and presses to pressure of any kind direct or indirect in performance of its functions or prevent it from projecting its views.
(g) In any manner interfere with the functioning or transgress the limits of decent and fair criticism of any other political party or its members, or
(h) In any manner cause obstruction in or hinder or propagate against the holding of by-elections to the National Assembly or a provincial Assembly.

5. (1) For the purpose of enabling the Deputy Commissioner or an officer authorized by him in this behalf to take suitable steps for the avoidance of any clash of programmers of and consequent inconvenience to the different parties in the holding of public

meetings or taking out of processions of a political nature. Any person who intends to hold such a meeting or take out such a procession shall give reasonable notice of his intention in writing to the Deputy Commissioner or the officer so authorized specifying the date on which and the time and place at which such meeting is proposed to be held and the route through which such procession is proposed to be taken out.

(2) If the Deputy Commissioner or the officers authorized as aforesaid receives notices under sub- paragraph (I) of more than one such meeting or procession to be held or taken out in the same place or area on the same date he shall after such consultation with the parties concerned as he deems necessary so arrange the progrmme of the several meetings and processions as to avoid any clash or programme of and consequent in convenience to the parties.

(3) No public meeting or procession of a political nature shall be held or taken out except after giving a notice under sub- paragraph (1) and where a programme has been arranged under sub- paragraph (1) except in accordance with the programme so arranged.

6. No person shall attend a public meeting or join a procession of a political nature armed with deadly weapons or instruments which can be used as a weapon of offence or carry any article which can be used for causing injury or damage to any person or property.

7. (a) No person while speaking at a public meeting shall-

(b) Make any statement calculated to produce feelings of enmity or hatred between people of different regions, communities, races, castes, sects, tribes, or between people professing different religions or,

(c) Make any statement calculate to excite people to violence.

8. No person joining a procession of a political nature or a demonstration shall carry a placard or poster or raise a slogan:

(a) Which is calculated to create hatred against any religion, community, race class, sect or tribe or between people of different regions or,

(b) Which is calculated to incite the people to violence or cause damage to any property.

9. No person shall in any manner obstruct or disturb or cause to be obstructed or disturbed.

A Public meeting or a procession of a political nature held or taken out by any person or a political party.

10. No person shall be a member of officer bearer of a political party or hold a public meeting or take out a procession of political nature if he:

(a) has been convicted of an offence other an offence of a political nature and sentenced by any court of law to transportation or to imprisonment unless ap period of five years has elapsed since his release since his release, or

(b) has been removed or dismissed from the service of Pakistan or service of any corporation set up by or under any law unless a period of three years has elapsed from the date of his removal or dismissal from such service.

11. Martial Law Regulation No. 76 issued by the Chief Martial Law Administrator is here/by cancelled.

12. Whoever contravene any of the provisions of this regulation shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years or with five or with both.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৭। জনসাধারণের উদ্দেশে কয়েকটি সরকারী ঘোষণা (সাহায্য, নিলাম, উপনির্বাচন)	জনসংযোগ বিভাগ দিনাজপুর	১৪ অক্টোবর, ১৯৭১

তারিখঃ ১৪অক্টোবর, ১৯৭১

আগামী ১৮ই অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০টায় এসডিও সাহেবের বাড়ীর নিকট রিলিফ গোডাউনের সম্মুখে অনেকগুলো জিনিস প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে।

জিনিসের নামঃ রেডডও, হ্যাজাক লাইট, স্টোভ, টেবিল ও দেওয়াল ঘড়ি, গ্রামোফোন, রিফ্রেজারেটর, মোটরসাইকেল ইত্যাদি। বিস্তারিত বিরণ রিলিফ অফিসে পাইবেন।

দিনাজপুর জেলায় জাতীয় পরিষদসমূহের উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের নিকট হইতে নমিনেশন পেপার রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলের তারিখ ২০ শে অক্টোবর, নমিনেশন পেপার বাছাই করার তারিখ ২২ শে অক্টোবর, নমিনেশন পেপার প্রত্যাহার করার শেষ তারিখ ২৮ অক্টোবর।

প্রদেশিক পরিষদসমূহের উপনির্বাচনের জন্য নমিনেশন পেপার গ্রহণ করা হইবে ২১ শে অক্টোবর , নমিনেশন পেপার বাছাই করা হইবে ২৩ শে অক্টোবর, নমিনেশন পেপার প্রত্যোহার করার শেষ তারিখ ২৮ অক্টোবর।

বাড়ীঘর মেরামতের খয়রাতি সাহায্য পাওয়ার দরখাস্তের ফরম যাহারা এখনও জমা দেন নাই, তাহারা যেন ১৫ অক্টোবর মধ্যে টাউন হলের পার্শব পিস কমিটির অফিসে অবিলম্বে জমা দেন।

প্রত্যক রাত ১২ টা পর্যন্ত কারফিউ বলৎ থাকিবে।

বাই অর্ডার -
এম, এল এডমিনিস্ট্রেটর
দিনাজপুর।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২০। রাজাকারদের প্রতি জেনারেল নিয়াজীর আহ্বান	দৈনিক পাকিস্তান	২০ অক্টোবর, ১৯৭১

জেনারেল নিয়াজী -
রাজাকারদের প্রতি নিঃস্বার্থ
সেবায় আহ্বান

পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের অধিনায়ক ও 'খ' অঞ্চলে সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এ, এ, কে নিয়াজী গতকাল মঙ্গলবার রাজাকারদের প্রতি শৃংঙ্খলা ও জাতির প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার গুণাবলী অর্জনের আহ্বান জানান। এপিপির খবরে প্রকাশ, জেনারেল নিয়াজী পাবনায় রাজাকারদের এক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এতে শান্তি কমিটির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। এর আগে জেনারেল নিয়াজী স্থানীয় ট্রেনিং স্কুলে ট্রেনিং গ্রহণরত রাজাকারদের পরিদর্শন করেন। জিওসি তার সাথে ছিলেন। জেনারেল রাজাকারদের বলেন যে, তাদেরক দেশ রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব মহান সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন যে, এই মহান দায়িত্ব পালনের জন্য গভীর শৃংঙ্খলাবোধ ও আর্দশের প্রতি নিঃস্বার্থ নিষ্ঠার প্রয়োজন। জেঃ নিয়াজী বলেন যে, পাকিস্তান রক্ষা করা প্রকৃতভাবে তাদের নিজেদের বাড়ীঘর রক্ষার সামীল। তিনি বলেন যে, মানুষের জন্য মৃত্যু অনিবার্য। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হচ্ছে গৌরবমণ্ডিত। তিনি বলেন, এর দ্বারা তার সমস্ত পাপ মুছে যায় এবং সে আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হয়। এর আগে পাবনায় পৌঁছালে এক বিরাট উৎফুল্ল জনতা জেঃ নিয়াজীকে সংবর্ধনা জানায়। পরে তিনি রাজশাহী যান। সেখানে তিনি ছাত্র ও বিশিষ্ট নাগরিকদের এক বিরাট সমাবেশে ভাষণ দেন। তিনি শান্তি কমিটির সদস্যদের সাথে দেখা করেন। রাজশাহী সমাবেশে ভাষণদানকালে জেনারেল নিয়াজী বলেন যে, অভ্যন্তরীন গোলযোগ বা দেশদ্রোহীদের চক্রান্তের দ্বারা দুর্বল হয়ে পড়া ছাড়া মুসলমানেরা ইতিহাসে আর কখনো পরাজয় বরণ করেনি।

তিনি ভাষাগত ও সংকীর্ণ সংস্কারের উস্কানি দিয়ে জনসাধারণের মধ্য বিভেদ সৃষ্টি করতে চায় এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট যে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন সে সম্পর্কে জেঃ নিয়াজী বলেন যে, যারা ফিরে এসেছে তাদের সবাই ক্ষমা ও পুনর্বাসন করা হয়েছে।

তিনি দেশপ্রেমিক নাগরিকদের প্রতি শত্রুর ঘৃণ্য উদ্দেশ্য নস্যাৎ করে জাতিগঠনের কাজে আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে দেশে ফিরে আসার ব্যাপারে বোঝানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, যেকোন ঘরোয়া বিরোধ থাকলে তাতে প্রতিবেশীদের অযথা হস্তক্ষেপের সুযোগ না দিয়ে ঘরের মধ্যেই তা সমাধান করা উচিত। পুল উড়িয়ে দিয়ে খাদ্যশস্য পরিবহনে বা শিল্প উৎপাদনে বাধা দিয়ে যারা সাধারণ মানুষের জন্য অর্থনৈতিকভাবে অসুবিধার সৃষ্টি করতে চাচ্ছে তাদের সনাক্ত ও নির্মূল করার জন্য তিনি জনসাধারণের আহ্বান জানান। জেঃ নিয়াজী ভাষণের পূর্ব স্থানীয় জনগণ সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা বক্তৃতা ও কবিতা পাঠ করেন।

তারা মাতৃভূমির প্রতিরক্ষার জন্য তাদের শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জনেরও শপথ গ্রহণ করে। সবার শেষে জেঃ নিয়াজী গাড়ীতে রাজশাহী বাজারের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সেনাবাহিনীর সদর দফতরে যান। সেখানে তাকে রাজশাহী জেলার সীমান্ত এলাকা থেকে সম্প্রতি উদ্ধারকৃত বিপুল পরিমান অস্ত্র, গোলাবারুদ, ও বিস্ফোরক দ্রব্য দেখানো হয়।

স্থানীয় কমাণ্ডার জেঃ নিয়াজীকে জানান যে, বর্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে দুষ্কৃতিকারীদের তৎপরতা ক্রমশঃ কমে আসছে। জেঃ নিয়াজী সৈন্যদের পরিদর্শন করেন এবং তাদের সাথে ঘরোয়াভাবে আলাপ করে। তিনি দেশ রক্ষার জন্য তাদের পুরোপুরি প্রস্তুত ও তাদের উচ্চ মনোবল লক্ষ্য করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৯। ডোমারে জেনারেল নিয়াজী	দৈনিক পাকিস্তান	৪ নভেম্বর, ১৯৭১

ডোমারে জেনারেল নিয়াজী -
ভারত প্রদেশবাসীর শুভাকাঙ্ক্ষীর
হতে পারে না

পূর্বাঞ্চল কমাণ্ডের কমাণ্ডার ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসন লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ, এ, কে নিয়াজী বলেছেন, যে ভারত প্রতিদিন আমাদের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর উপর গোলাবর্ষণ করে বহু নিরপরাধ নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করছে সে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না । এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয়, জেনারেল নিয়াজী গতকাল রংপুর জেলার নীলফামারীর উত্তরে ডোমারে শান্তি কমিটির সদস্যদের এক সমাবেশে বক্তৃতা করছিলেন ।

তিনি ঐ এলাকায় একদিনের সফর করেন । জেনারেল নিয়াজী রংপুর এবং লালমনিরহাটও সফর করেন। উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারগণ তাঁর সঙ্গে ছিলেন । জেনারেল নিয়াজী স্বাধীনতা- পূর্বকালে হিন্দু শাসনাধীনে উপমহাদেশের মুসলমানদের দুর্দিনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, ভারত আবারও এই প্রদেশকে তার পদানত করার চেষ্টা চালাচ্ছে ।

তিনি ভারতের দুরভিসন্ধি সতর্ক থাকার জন্য জনগণকে হুঁশিয়ার করে দেন এবং মুসলিম জাতি হিসেবে স্বাধীনতার মূল্য উপলব্ধি করার আহ্বান জানান । তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, দাসত্বের জীবনযাপনের চেয়ে মাতৃভূমির জন্য মৃত্যুবরণ অনেক সম্মানজনক । ভারতের কথা ও কাজের মধ্যে অসঙ্গতির উল্লেখ করে জেনারেল নিয়াজী বলেন, একদিকে ভারত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্যে দরদ দেখিয়ে গর্ববোধ করছে, অপরদিকে আমাদের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর উপর প্রতিদিন অবিরাম গোলাবর্ষণ করে বহু নিরপরাধ নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করছে । তিনি আরো বলেন যে, ভারত অন্তর্ঘাতীদের ট্রেনিংদান ও অস্ত্রসজ্জিত করে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়ে জনগণের দুর্দশা বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই লাভ করছে না ।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, এই অংশের জনগণের জন্য ভারতের সমবেদনা দেখানোর কি এটাই পন্থা? জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানের শত্রুদের বিতাড়নে রংপুর জেলার জনগণের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন । এ ব্যাপারে তিনি রাজাকারদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখকরে বলেন যে, রাজাকাররা পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার জন্য মূল্যবান সেবা করে যাচ্ছে । তিনি বলেন, প্রত্যেক মুসলমান ইসলাম ও তাঁর মাতৃভূমির জন্য একজন নিবেদিত মুজাহিদ ।

এর আগে সেখানকার স্থানীয় কমাণ্ডার রাজাকার আল-বদর ও আল-শামস বাহিনীর তৎপরতার কথা জেনারেল নিয়াজীকে জানান । এরাও স্বতন্ত্রভাবে এবং নিয়মিত সৈন্যদের সঙ্গে একযোগে বিভিন্ন দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করে যাচ্ছে । স্থানীয় কমাণ্ডার জেনারেলকে জানান যে, প্রধানতঃ রাজাকারদের সদা জাগ্রত থাকার দরুনই এই এলাকায় ভারতীয় চরেরা একটিও সেতু অথবা কালভার্ট ধ্বংস করতে পারেনি । সম্প্রতি ভারতীয় চরদের সঙ্গে সৈন্য ও রাজাকারদের বিভিন্ন সংঘর্ষে যেসব অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরকদ্রব্য আটক করা হয় জেনারেল নিয়াজী তাও দেখেন । জেনারেল মোটরযোগে ডোমার ও লালমনির হাটেও যান । সেখানে রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ জনতা জেনারেলকে দেশাত্ববোধক ধ্বনি দিয়ে অভিনন্দন জানায় ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০০। সামরিক আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ৪ জন অধ্যাপকের দণ্ড ঘোষণা	দৈনিক পাকিস্তান	১০ নভেম্বর, ১৯৭

চারজন প্রফেসর দণ্ডিত

ঢাকার বিশেষ সামরিক আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন প্রফেসরকে দণ্ডিত করা হয়েছে এবং তাঁদের প্রত্যেককে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে বলে গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত এক প্রেস রিলিজে উল্লেখ করা হয়েছে।

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, তাদের সম্পত্তির শতকরা ৫০ ভাগ বাজেয়াপ্ত করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই চারজন অধ্যাপকের বিচার তাদের অনুপস্থিতিতেই করা হয়েছে।

২৫ নম্বর সামরিক বিধির অধীনে আনীত অভিযোগসমূহের জবাবদানের জন্য তাদেরকে গত ৮ ই সেপ্টেম্বর ঢাকার ৬ নম্বর সেক্টরের এসএমএলএ-র আদালতে হাজিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

দণ্ডিত প্রফেসরগণ হচ্ছেনঃ

১। প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২। প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩। প্রফেসর সারোয়ার মুরশেদ, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪। প্রফেসর মযহারুল ইসলাম, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০১। ১৩ জন সি, এস, পিসহ ৫৫ জন অফিসারকে দণ্ড ঘোষণা	দৈনিক পাকিস্তান	১০ নভেম্বর, ১৯৭১

সামরিক আদালতে -

১৩ জন সিএসপিসহ ৫৫ জন অফিসার দণ্ডিত

ঢাকার বিশেষ সামরিক আদালত পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত ১৩ জন সিএসপি অফিসারকে দণ্ডিত করেছেন। আদালতে এদের প্রত্যেককে ১৪ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন।

এপিপির খবরে প্রকাশ, দণ্ডিত অফিসারদের সম্পত্তির শতকরা ৫০ ভাগ বাজেয়াফত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অফিসারগণ আদালতে হাজির হতে ব্যর্থ হওয়ায় ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি মোতাবেক তাঁদের অনুপস্থিতিতেই তাদের বিচার করা হয়। এসব অফিসারকে ২৫ নম্বর সামরিক আইন বিধি মোতাবেক দায়েরকৃত অভিযোগের জবাব দেবার জন্য ১৯৭১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় ৬ নম্বর সেক্টরের সাব মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেরের সামনে হাজির হতে বলা হয়েছিল।

আদালত এদের প্রত্যেককে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। এদের ৫০ ভাগ সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হয়েছে।

শেষোক্ত অফিসারদেরও তাদের অনুপস্থিতিতে বিচার করা হয়েছে। তাদেরকে ২৫ নম্বর সামরিক আইন বিধি মোতাবেক অভিযোগের জবাব দেবার জন্য ১৯৭১ সালের ৮ ই সেপ্টেম্বর ৬ নং সেক্টরের সাব- মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

দণ্ডিত অফিসারগণ হচ্ছেনঃ

১। কে, এইচ আসাদুজ্জামান, জয়েন্ট সেক্রেটারী, ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা, সিএসপি।
২। এইচ, টি, ইমাম, ডিসি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিএসপি।
৩। জনাব আবদুস সামাদ, ডিসি, সিলেট, সিএসপি।
৪। মোহাম্মদ এন কিউ খান, ডিসি, পাবনা, সিএসপি।
৫। সৈয়দ আবদুস সামাদ, রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার, চট্টগ্রাম, সিএসপি।
৬। কুদরত- ই এলাহী চৌধুরী, এডিশনাল ডিসি, রাজশাহী, সিএসপি।
৭। মোহাম্মদ খুশরুজ্জামান চৌধুরী, এসডিও, কিশোরগঞ্জ, সিএসপি।
৮। কাজী রুকুনউদ্দীন আহমদ, এসডিও, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিএসপি।
৯। ওয়ালিউল ইসলাম, এসডিও, বগুড়া, সিএসপি।
১০। আকবর আলী খান, এসডিও, হবিগঞ্জ, সিএসপি।
১১। কামাল উদ্দীন সিদ্দীক, এসডিও, নড়াইল, সিএসপি।
১২। মোহাম্মদ তৌফিক- ই ইলাহী চৌধুরী, এসডিও মেহেপুর, সিএসপি।
১৩। সাদত হোসেন, এ্যাসিসটেন্ট কমিশনার, যশোর, সিএসপি।

১৪। আলতাব হোসেন খান, ইপিসিএস, পাবনা।
১৫। যিতেন্দ্র লাল চক্রবর্তী, ইপিসিএস, ফরিদপুর।
১৬। আলতাব হোসেন, ইপিসিএস, রংপুর।
১৭। এ, কিউ, এম কামরুল হুদা, ইপিসিএস, ময়মনসিংহ।
১৮। মোঃ আবদুল মতিন সরকার, ইপিসিএস, রংপুর।
১৯। হেলাল উদ্দিন কান, ইপিসিএস, ময়মনসিংহ।
২০। আবদুল লতিফ, ইপিসিএস, রাজশাহী।
২১। আবদুল হালিশ, ইপিসিএস, টাঙ্গাইল।
২২। জিয়াউদ্দীন আহমদ, ইপিসিএস, ঢাকা।
২৩। খিতিশ চন্দ্র কুন্ডু, , ইপিসিএস, ঢাকা।
২৪। কাজী লুৎফর হক, ইপিসিএস, ঢাকা।
২৫। মাখন চন্দ্র মাঝী, ইপিসিএস, কুমিল্লা।
২৬। মোঃ মিজানুর রহমান, ইপিসিএস, নোয়াখালী।
২৭। আবদুল কাদের মুন্সি, ইপিসিএস, খুলনা।
২৮। দ্বীজেন্দ্র নাথ ব্যাপারী, ইপিসিএস, বাকেরগঞ্জ।
২৯। মানিক লাল সমাদ্দার , ইপিসিএস, ফরিদপুর।
৩০। আলতাব উদ্দীন, ইপিসিএস, সিলেট।
৩১। ক্ষান্ত মোহন দাস, ইপিসিএস, সিলেট।
৩২। আমিয়াংশু সেন, ইপিসিএস, সিলেট।
৩৩। মোঃ ইসহাক, ইপিসিএস, চট্টগ্রাম।
৩৪। মোঃ আবদুল আলী, ইপিসিএস, ফরিদপুর।
৩৫। এ কে এম রুহুল আমিন, ইপিসিএস, কুমিল্লা।
৩৬। ইয়াকুব শরিফ, ইপিসিএস, বাকেরগঞ্জ।
৩৭। প্রিয়দারঞ্জন দাস, ইপিসিএস, চট্টগ্রাম।
৩৮। জ্ঞানরঞ্জন সাহা, ইপিসিএস, বরিশাল।
৩৯। অমরেন্দ্র মজুমদার, ইপিসিএস, নোয়াখালী।
৪০। গোলাম আকবর, ইপিসিএস, ঢাকা।
৪২। অনিল চন্দ্র সাহা, ইপিসিএস, ময়মনসিংহ।
৪৩। সুবির কুমার ভট্রাচার্য, ইপিসিএস, বরিশাল।
৪৪। আবদুল লতিফ ভূঁইয়া, ইপিসিএস, কুমিল্লা।
৪৫। এ, এইচ, এম আবদুল হাই, ইপিসিএস, রাজশাহী।

৪৬। মোঃ আমানত উল্লাহ, ইপিসিএস, ঢাকা।
৪৭। রিয়াজুর রহমান, ইপিসিএস,,,,,,,,,
৪৮। এ এস এম রমিজ উদ্দীন, ইপিসিএস, (০৮) ঢাকা।
৪৯। জ্যোতিবিনোদ দাস, ইপিসিএস, (৪০৪) নোয়াখালী।
৫০। আফিযুর রহমান, ইপিসিএস, রাজশাহী।
৫১। বিভূতি ভূষণ বিশ্বাস, ইপিসিএস, (১৯৯) ফরিদপুর।
৫২। জিতেন্দ্র লাল দাস, ইপিসিএস, (১৮৩) সিলেট।
৫৩। খান আমির আলী , ইপিসিএস, বরিশাল।
৫৪। যোগেশ চন্দ্র ভৌমিক, ইপিসিএস, কুমিল্লা।
৫৫। জহিরুল হক ভূঁইয়া, ইপিসিএস, (১৪৪) ঢাকা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০২। খুলনায় শ্রমিক সমাবেশে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী	দৈনিক পাকিস্তান	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

খুলনায় শ্রমিক সমাবেশে রাও ফরমান আলী
ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের শিল্প উৎপাদন
বাড়ানোর আহ্বান

খুলনা, ১৪ই নভেম্বর (এপিপি) । পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী শিল্প শ্রমিকদের প্রতি সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশে শিল্পোন্নয়নের গতি বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন । জেনারেল ফরমান আলী আজ খালিশপুর হাউসিং স্টেট ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান লেবার ফেডারেশন আয়োজিত এক বিরাট শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন ।

তিনি শ্রমিকদের প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছেন । কারণ উৎপাদন বাড়লে শুধু দেশ নয় শ্রমিক-মালিক সবাই উপকৃত হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সব সময় শ্রমিকদের কল্যাণ চেয়েছে । ১৯৬৯ সালে সরকার শ্রমিকদের বেতন ৮৫ টাকা থেকে ১২৫ টাকায় বৃদ্ধি করেছেন । জেনারেল ফরমান আলী বলেন, মিলগুলোতে উৎপাদন না বাড়লে এবং শান্তি না থাকলে মালিক পক্ষ কর্মসংস্থানও বাড়াতে পারবেন না।

শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শ্রমিকদের রাজনৈতিক ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার লিপ্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে তাদের ভাল হবে না । তিনি বলেন, সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন দেশে আদর্শ শ্রমিক বাহিনী গড়ে তুলতে সাহায্য করে, যা দেশকে আর্থিক দিক দিয়ে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার সহায়ক হবে ।

ভারতের যুদ্ধের হুমকি প্রসঙ্গে তিনি বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বলেন , আমাদের সেনাবাহিনী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত । বাইরের কোন শক্তি পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা বিনষ্ট করতে সক্ষম হবে না। জেনারেল বলেন, খুলনা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানের যে উন্নতি ঘটেছে, তা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলেই সম্ভব হয়েছে । অথচ স্বাধীনতার আগে এসব এলাকা হিন্দুদের শোষণের চারণভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ।

ভারতের তথাকথিত ‘বাংলাদেশ’ প্রচারণা সম্পর্কে জেঃ ফরমান আলী ভারতীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতি না করে পশ্চিমবঙ্গকে স্বাধীনতা প্রদানের আহ্বান জানান ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৩। পরিখা খননের নির্দেশ	দৈনিক পাকিস্তান	১৯ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রেস নোট
ভবন প্রাঙ্গণে অবিলম্বে পরিখা খনন
সমাপ্ত করতে হবে

প্রদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরের বিল্ডিংসমূহের মালিক তথা দখলকারীদের অবিলম্বে পরিখা খননের কাজ মসাপ্ত করার ব্যাপারে তাদের দায়িত্বের কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এক প্রেস নোটে সরকার জানানঃ এটা উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন আগে এক সরকারী প্রেস নোটে প্রদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরের বিভিন্ন সুবিধাজনক জায়গায় পরিখা খননের সরকারী সিদ্ধান্তের বিষয় ঘোষণা করা হয়।

সরকারের এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ও অপর কতিপয় শহরে অবশ্য কিছু কিছু পরিখা খনন করা হয়েছে। এসব পরিখা বাজার, পার্ক ও রাস্তার পার্শ্বেই প্রধানত খনন করা হয়েছে।

তাই উপরোক্ত ধরনের বিল্ডিংসমূহের মালিক তথা দখলকারীদের এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্বের কথা আর একবার স্মরণ করিয়ে দেয়া যাচ্ছে এবং বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে পরিখা খননের কাজ সমাপ্ত করার অনুরোধ জানান যাচ্ছে। এপিপি এ খবর পরিবেশন করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৪। ভারতের সর্বাত্মক আক্রমণ	দৈনিক পাকিস্তান	২৭ নভেম্বর , ১৯৭১

যশোর সীমান্তে সাঁজোয়া বাহিনী
জঙ্গী বিমান ও ট্যাঙ্ক ব্যবহার
১৮ টি ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্তঃ
৬৩০ জন ভারতীয় সৈন্য হতাহত
সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্তে ভারতীয় হামলা
আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই
পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে
ভারতের সর্বাত্মক আক্রমণ

আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই ভারত পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে । কয়েক মাসব্যাপী ছোট ছোট হামলা, ছোট-বড় সংঘর্ষ এবং পূর্ব পাকিস্তানের চারদিকে সুপরিকল্পিতভাবে ১২ টি পদাতিক ডিভিশন মোতায়েনের পর এই হামলা চালানো হলো ।

গতকাল সোমবার ঢাকায় এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, ভারতীয়রা আন্তর্জাতিক সীমান্ত আক্রমণ করে আমাদের এলাকায় খানিকটা ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়, কারণ কেউ এটা ভাবতে পারেননি যে, তারা সকল প্রকার আন্তর্জাতিক রীতিনীতি সম্পূর্ন আগ্রাহ্য করবে এবং হীনভাবে এক সর্বাত্মক হামলা চালাবে ।

ভারতীয় সেনাবাহিনী যশোর সেক্টরে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে । সেখানে ৯ ভারতীয় পদাতিক ডিভিশন, ৪ ভারতীয় মাউন্টেন ডিভিশন ও দুটি ভারতীয় ট্যাঙ্ক রেপিমেন্ট আক্রমণ চালায়।

যশোরে সারা রাত এবং সকালেও প্রচণ্ড লড়াই চলতে থাকে । ভারতীয় সেনাবাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত হয়, কিন্তু ভারী ও প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে তারা তাদের আহত সৈন্যদের এবং অধিকাংশ মৃতদেহ সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয় । উক্ত এলাকায় যে কিছুসংখ্যক মৃতদেহ পড়ে থাকে তাতে দেখা যায় যে, ৪২ ভারতীয় মাউন্টেন ব্রিগেড ও ৩৫০ ভারতীয় মাউন্টেন ব্রিগেড এই আক্রমণে নেতৃত্ব দেয় । প্রাথমিক রিপোর্টে প্রকাশ, ১৩০ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে । এক হিসাবে প্রকাশ, সম্ভবত ৫০০ ভারতীয় সৈন্য আহত হয়েছে ।

পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা হচ্ছে ৭ জন নিহত ও ৪০ জন আহত । পাকিস্তানী সৈন্যরা ১৮ টি ভারতীয় ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত করলে যশোরে ভারতীয় সাঁজোয়া হামলা ব্যর্থ হয়ে যায় । আরো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই আশংকায় ভারতীয় সাঁজোয়া বাহিনী তাদের বিশ্বাসঘাতকমূলক ও কাপুরুষোচিত হামলা বন্ধ করে দেয় । পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যশোর সীমান্তে সাফল্যজনকভাবে ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করে । এখনো লড়াই চলছে ।

যশোরে ভারতীয় ন্যাট ও মিগ বিমানগুলোও হামলায় অংশগ্রহণ করে এবং পাকিস্তানী এলাকায় অনেককানি অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নভারন, সারসা, মানুরা নামক তিনটি গ্রামের অসামরিক বাসিন্দাদের ওপর গুলিবর্ষল করে । ভারতীয় বিমান বাহিনী এভাবে ৭৯ জন অসামরিক ব্যক্তিকে নিহত ও ১৩০ জনকে আহত করে । ডিভিশন ও কতিপয় ট্যাঙ্কের সাহায্যে আক্রমণ চালানো হয় ।

দিনের শুরুতেই এই আক্রমণ চালানো হয় । সংখ্যা অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানী সৈন্যরা সুপরিকল্পিত ও কৌশলী তৎপরতার মাধ্যমে সাফল্যজনকভাবে ভারতীয় বাহিনীর হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম হয় । পাকিস্তান সেনাবাহিনী শত্রুর ৫৮ জন সৈনিককে হতাহত করে । আমাদের পক্ষে ১১ জন প্রাণ হারায় ।

ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পাওয়া খবরে প্রকাশ, ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনের দুটি ব্রিগেড চট্টগ্রাম সেক্টরের উত্তর- পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তানী অবস্থানগুলো আক্রমণ করে । আশংকা করা হচ্ছে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী পরবর্তী ২৪ ঘন্টায় পূর্ব পাকিস্তানে আরো কয়েকটি ফ্রন্ট খুলবে । ইতিমধ্যে যশোর, সিলেট ও চট্টগ্রাম সেক্টর থেকে সংঘর্ষের আরো খবর এসে পৌঁছেছে ।

পাকিস্তানী সৈন্যরা গত রোবার যশোরের উত্তর-পশ্চিমে এক রেজিমেন্ট ট্যাঙ্কের সমর্থনপুষ্ট নিয়মিত ভারতীয় বাহিনীর দুটো পদাতিক ব্রিগেড শক্তির এক বড় রকমের হামলা প্রতিহত করেছে । ঢাকায় প্রাপ্ত খবরে এ কথা জানা গেছে বলে এপিপির খবরে প্রকাশ ।

ইউনিটগুলো প্রথম জম্মু ও কাশ্মীর রাইফেলস ও ৩৫০ নম্বর পদাতিক ব্রিগেডের ৪ নম্বর শিখ লাইটের অন্তর্ভুক্ত । পাকিস্তানী সৈন্যরা সাফল্যের সাথে হামলাকারীদের হটিয়ে দেয় । সংঘর্ষে শত্রুদের ৯০ জন নিহত ও ১৬০ জন আহত হয় । পাকিস্তানীদের পক্ষে ৪ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয় । এক সংঘর্ষে শত্রুদের ৭ টি ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত হয় । রোবারের হামলাটি ছিল পূর্ববর্তী ভারতীয় হামলাগুলোর চেয়ে বেশী মারাত্মক ।

সারা রাত ভারতীয় ফিল্ডগান এবং মাঝারী ও ভারী মর্টারের গোলাবর্ষণ করা হয় । ভোরের দিকে গোলাবর্ষণ থামলে সাঁজোয়া বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট ভারতীয় সৈণ্য ও তাদের চররা পাকিস্তানী অবস্থানগুলির ওপর হামলা চালায় । পাকিস্তানী সৈন্যদের পাল্টা আক্রমণের মুখে ভারতীয় বাহিনী অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয় ।

কুমিল্লা থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, নিয়মিত ভারতীয় সৈন্যদের সমর্থনপুষ্ট ৪ শত ভারতীয় চর কুমিল্লা জেলার লক্ষ্ণীপুর ফাঁড়িতে হামলা চালায় । কিন্তু সে হামলা ব্যর্থ করে দেয়া হয় এবং বিপুলসংখ্যক হতাহত হওয়ার পর অনুপ্রবেশকারীরা পালিয়ে যায় । পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ , ও রংপুর জেলা থেকেও হামলার অনুরুপ খবর পাওয়া গেছে । কিন্তু সদা জাগ্রত পাকিস্তানী সৈন্যরা এসব হামলা পর্যুদস্ত করে ।

অপর দিকে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী সীমান্তবর্তী বিভিন্ন গ্রামে গোলাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে ।

ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলো হচ্ছেঃ

সিলেট আটগ্রাম, রাধানগর, জৈন্তাপুর । কুমিল্লায় কাইয়ুমপুর, মুকন্দপুর, সালদা নদী , অরগঙ্গা, মঙ্গলপুর, হরিমঙ্গল, ও বড় জালা । ময়মনসিংহে কামালপুর ও করইতলা । যশোর চৌগাছা । কুষ্টিয়া দর্শনা । রংপুরে অমরাখানা ।

'শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৫। দুষ্কৃতকারী ধরে দেয়ার পুরস্কার ঘোষণা।	দৈনিক পাকিস্তান	২৫ নভেম্বর ১৯৭১

সরকারের সিদ্ধান্ত
দুষ্কৃতকারী গ্রেফতার বা খবরের জন্য
পুরস্কার দেওয়া হবে

যে সব অনুগত্য ব্যক্তি দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতারের মত নির্ভরযোগ্য খবর দেবে বা নিজেরা দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতার করে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের কাছে পেশ করবে সরকার তাদের যথোপযুক্ত পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে গতকাল বুধবার এক প্রেসনোটে জানান হয়েছে ।

ক) দুষ্কৃতকারী গ্রেফতার অথবা দুষ্কৃতকারীদের সাথে সফল মোকাবেলার জন্য খবর দেওয়ার জন্য ৫০০ .০০টাকা।

খ) ভারতের ট্রেনিং প্রাপ্ত দুষ্কৃতকারী গ্রেফতারের জন্য ৭৫০.০০ টাকা।

গ) রাইফেল, বোমা, বা ডুপ্লিকেটিং মেশিন বা অপরাধ করা যায় এমন অন্য কোন আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতারের জন্য ১০০০.০০ টাকা।

ঘ) দুষ্কৃতিকারী দলের নেতা গ্রেফতারের জন্য ২০০০.০০ টাকা।

বিপুল পরিমানে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার অথবা দুষ্কৃতকারীদলের নেতা গ্রেফতারের জন্য ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত বড় অংকের পুরস্কার দেবার বিষয় বিবেচিত হতে পারে।

জেলা পুলিশ সুপারিনটেডেন্ট ১ হাজার টাকা পর্যন্ত পুরস্কার মঞ্জুর করতে পারবেন।

দুষ্কৃতিকারীদের শ্রেণীবিভাগ নিম্নরুপ হবেঃ

ক। তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত সদস্য, তথাকথিত মুক্তিবাহনী ভর্তিতে সাহায্যকারীরা।
খ। স্বেচ্ছায় বিদ্রোহীদের খাদ্য , যানবাহন ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহকারী।
গ। স্বেচ্ছায় বিদ্রোহীদের আশ্রয়দানকারী ।
ঘ। বিদ্রোহীদের 'ইনফরমার' বা বার্তাবাহকরুপে যারা কাজ করে এবং
ঙ। তথাকথিত মুক্তিবাহিনী সম্পর্কিত নাশকতামূলক লিফলেট, প্যাম্পলেট, প্রভৃতির লেখক বা প্রকাশক।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৬। যশোরের জনসভায় জেঃ নিয়াজী	দৈনিক পাকিস্তান	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

যশোরের জনসভায় জেনারেল নিয়াজী

জনগণ ভারতের হীন দুরভিসন্ধি
সফল হতে দেবে না

পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের কমাণ্ডার ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এ, এ, কে নিয়াজীর সভাপতিত্বে গতকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় যশোরের জনসাধারণ ভারতীয় হামলা প্রতিহত করার ব্যাপারে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে।

এপিপির খবরে প্রকাশ জনসাধারণ বিপুল সংখ্যক জাতীয় পতাকা এবং ইংরেজী, উর্দু, বাংলায় 'ভারতকে খতম কর', রক্ত দিয়ে আমরা জাতীয় সংহতি রক্ষা করব, 'আমরা আমাদের বীর সশস্ত্র বাহিনীকে সালাম জানাই' প্রভৃতি দেশাত্মবোধক শ্লোগান লিখিত বড় বড় ব্যানার বহন করে।

তারা তাদের স্বদেশ রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগে ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। সভায় ভাষণ দানকালে জেঃ নিয়াজী যশোরের জনসাধারণের বীরত্ব পূর্ণ মনোবলের প্রশংসা করেন। যশোরের জনসাধারণকে মুজাহিদ বলে অভিহিত করে তিনি বলেন যে, যশোরের সর্বশেষ ভারতীয় হামলা জনসাধারণের দৃঢ় মনোবলকে ইস্পাততুল্য করেছে জানতে পেরে তিনি পুনরায় আশ্বস্তবোধ করেছে।

জেনারেল নিয়াজী বলেন , পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকই বিশ্বস্তভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি সহযোগিতা প্রদান করে প্রতিরক্ষার কাজে সহায়তা করতে পারে।

তিনি বলেন, আমরা এক বিশ্বাসঘাতক শত্রুর সম্মুখীন হয়েছি। তারা অভ্যন্তরীন কোন্দল তথা সরাসরি আক্রমণের দ্বারা আমাদের পরাজিত করতে চায়। কিন্তু পাকিস্তানের জনসাধারণ তার সে হীন দুরভিসন্ধি সফল হতে দেবে না বলে তিনি ঘোষণা করেন। জেঃ নিয়াজী সংক্ষেপে উপমহাদেশের ইতিহাসের রুপরেখা বর্ণনা করে স্বাধীনতা পূর্বকালীন মুসলমানদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, ভারত মুসলমানদের তার অধীনস্থ করার জন্য পুনরায় চেষ্টা করছে, কিন্তু তাকে সে সুযোগ দেওয়া হবে না। জেঃ নিয়াজীর ভাষণের পর সশস্ত্র বাহিনীর বিজয় ও পাকিস্তানের সংহতির জন্য সভায় মোনাজাত করা হয়।

যশোরে গিয়ে জেঃ নিয়াজী নবনির্বাচিত স্থানীয় এম,এন,এ ও শান্তি কমিটির সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। হর্ষোৎফুল্ল বিপুল সংখ্যক তরুণ ও ছাত্র বিভিন্ন ও শ্লোগান ধ্বনি দিয়ে ও ভারতীয় হামলার নিন্দাসূচক প্লাকার্ড বহন করে তাঁকে অভিনন্দন জানায়।

পরে জেঃ নিয়াজী মোটরযোগে যশোর শহরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন এবং জনসাধারণ তাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত রয়েছেন দেখতে পান।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৭। রাজাকার কোম্পানী কমাণ্ডারদের বিদায়ী কুচকাওয়াজে জেনারেল নিয়াজী	দৈনিক পাকিস্তান	২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

সাভারে বিদায়ী কুচকাওয়াজে জেঃ নিয়াজী
রাজাকারদের উচ্চমনোবল ও
আত্মপ্রত্যয়ের প্রশংসা

গতকাল শনিবার ঢাকা থেকে ১৫ মাইল দূরে সাভারে রাজাকার কোম্পানী কমাণ্ডারদের প্রথম দলের বিদায়ী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় । এপিপি পরিবেশিত এই খবরে প্রকাশ, ইস্টার্ণ কমাণ্ডার ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন- শাসনকর্তা লেঃ জেঃ এ, এ, কে নিয়াজী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখকরা যেতে পারে যে, কোম্পানী কমাণ্ডারের পদমর্যাদা পর্যন্ত জুনিয়র নেতৃত্ব রাজাকারদের নিজেদের উপরই ন্যস্ত করা হয়েছে । কোম্পানী কমাণ্ডারদের প্রথম দলের দু সপ্তাহ ট্রেনিং গতকাল সমাপ্ত হয় । পরবর্তী কোর্স সোমবার থেকে শুরু হবে । কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের পর জেঃ নিয়াজী এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাদের দক্ষতার প্রশংসা করেন ।

তিনি বলেন যে, রাজাকারদের প্রসন্ন বদন, আত্মপ্রত্যয় ও উচ্চমনোবল দেখে তিনি বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছেন। রাজাকারদের ভূমিকা সম্পর্কে ভাষণদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একদিকে তাদের ভারতীয় চরদের সকল চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে এবং অপরদিকে বিপদগামী যুবকদের সঠিক পথে আনার চেষ্টা করতে হবে ।

জেনারেল নিয়াজী কুচকাওয়াজের পর রাজাকার কোম্পানী কমাণ্ডারদের সাথে ঘরোয়া ভাবে দেখা করেন এবং করমর্দন করেন । তারা দেশের সংহতি রক্ষার জন্য দেশপ্রেমমূলক শ্লোগান দেন ।

দৈনিক পাকিস্তান
২৮ শে নভেম্বর , ১৯৭১

জেনারেল নিয়াজীর হিলি পরিদর্শন

ইস্টার্ণ কমাণ্ডারের কমাণ্ডার ও 'খ'' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এ এ কে নিয়াজী গতকাল শনিবার হিলি এলাকা পরিদর্শন করেন । তিনি তিন দিন যাবৎ এখানে তীব্র সংঘর্ষ হচ্ছে । এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়েছে যে, শুক্রবার হিলি এলাকা থেকে আক্রমণকারীদের বিতারন করা হলেও গতকাল শনিবারও সীমান্তের ওপার থেকে পাকিস্তানী অবস্থানের উপর ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী গোলাবর্ষণ করে ।

জেনারেল নিয়াজী যখন সৈন্যদের দেখার জন্য অগ্রবর্তী এলাকায় যাচ্ছিল তখন ভারতীয় কামানের ছয়টি গোলা এসে পড়ে । তবে কোন ক্ষতি হয়নি । জেনারেল নিয়াজীর বিভিন্ন বাঙ্কারে সৈন্যদের সাথে দেখা করেন । তিনি তাদের সাথে ঘরোয়া ভাবে আলোচনা করেন । তিনি তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও উচ্চমনোবল লক্ষ্য করেন । সংখ্যায় কম হলেও তাঁরা ভারতীয়দের বারংবারের হামলা প্রতিহত করে ।

হিলি এলাকা সফর করে জেঃ নিয়াজী বিদেশী সাংবাদিকদের একটি দলকে সাক্ষাৎ দান করেন। ভারতীয় হামলার স্বাক্ষর পরিদর্শনের জন্য তারা হিলি এলাকা সফরে যান। যুদ্ধে তিনটি ভারতীয় ট্যাংক অকেজো করে দেয়া হয় এবং ১৫০ ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়। তিনি গতকাল বিকেলে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

দৈনিক পাকিস্তান
৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে জেনারেল নিয়াজী

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্য যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে শুরু

নিউওর্য়াক, ২৯ শে নভেম্বর (এপিপি)- পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডারের লেঃ জেনারেল এ এ কে নিয়াজী গতকাল শুক্রবার ঢাকায় এক বিদেশী সাংবাদিককে বলেছেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে বলেই তিনি মনে করেন। গত ২১ নভেম্বর ভারত যে আক্রমন শুরু করেছে, তার কথা তিনি উল্লেখ করে বলেন, তাদের যা কিছু আছে সব নিয়েই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে গেছে। জেনারেলের মন্তব্যগুলো গত শনিবারের নিউওর্য়াক টাইমস পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশ করা হয়। জেঃ নিয়াজী বলেন, তাদের সৈন্যরা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তারা একমাত্র যে সাফল্য অর্জন করেছে তাহল দেশের অভ্যন্তরে নিজেদের লোকজনকে সন্ত্রস্ত করা।

জেনারেল বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী নেতৃত্ব দুর্বল এবং তাদের সৈন্যরাও দুর্বল। সংখ্যায় কম হলেও পাকিস্তানী সৈন্যরা ভারতীয়দের পর্যুদস্ত করেছে। পাকিস্তানের প্রতি একজনের জায়গায় ভারতের সৈন্য তিনজনেরও বেশী। তিনি বলেন, পাকিস্তানি সৈন্যদল অদ্বিতীয়। আমরা কখনো পরাজিত হয়নি। ইতিহাস দেখুন।

আমি চ্যালেঞ্জ করছি, ইতিহাসে আমাদের বিজয় ছাড়া আর কিছু পাবেন না। আমরা কখনো পরাজিত হইনি এবং ভারতীয়রা কখনো জিততে পারেনি। আমি অতি সহজেই প্রতি একজনে তাদের তিনজনকে ধরে নিতে পারি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬০৮। ২২ জন পুলিশ অফিসারকে হাজির হওয়ার নির্দেশ	দৈনিক ইত্তেফাক	১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

২২ জন পুলিশ অফিসারকে হাজির হওয়ার নির্দেশ

সারদা পুলিশ একাডেমীর প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালসহ ২২ জন পুলিশ কর্মচারীকে আগামী ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় এম,পি,এ হোষ্টেলে অবস্থিত ৬ নং সেক্টরে উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের নিকট উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকার এপিপি পরিবেশিত সংবাদে বলা হয়েছে।

তাহাদের বিরুদ্ধে 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন পরিচালকের ১২০ নং আদেশের সহিত পঠিত এন এম আর ২৫ বিধি অনুযায়ী অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

'খ" অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এ এ কে নিয়াজী এম এল আর ৪০ বিধি অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে নিম্নলিখিত ২২ জন পুলিশ অফিসারকে উপরোক্ত উপ-সামরিক আইন পরিচালকের নিকট হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়াছেনঃ-

১। পঙ্কজ কুমার মল্লিক, ইনপেক্টর অফ পুলিশ, সারদা পুলিশ একাডেমী।
২। এস আই মোঃ বাদশা মিয়া, বরিশাল জেলা।
৩। এস, আই, সায়েদুজ্জামান, ও, সি, বেনাপোল তল্লাশী ফাঁড়ি।
৪। এস, আই শামসুল আলম, সেকেণ্ড এস, আই, ঝিকরগাছা থানা।
৫। এস, আই, মফিজউদ্দিন আহমদ ও, সি কোটচাঁদপুর থানা।
৬। এস, আই কাঞ্চন কুমার ঘোষাল, সিনিয়র সি, এস, আই, ঝিনাইদহ কোর্ট।
৭। এস, আই আবদুল হাকিম, থার্ড এস, আই, ঝিনাইদহ থানা।
৮। এস, আই আবদুল মতিন, থার্ড এস, আই, মহেষপুর থানা।
৯। এস, আই, আবদুল লতিফ, ও, সি, কালিগঞ্জ, থানা।
১০। এস, আই চৌধুরী আবদুর রজ্জাক ডি, আই,ও ঝিনাইদহ।
১১। এ, এস, আই, আবদুল গফুর, ঝিকরগাছা থানা।
১২। এস, আই, ফজলুর রহমান, কুষ্টিয়া জেলা।
১৩। এস, আই মকবুল আহমদ, কুষ্টিয়া জেলা।
১৪। এস, আই মোঃ ইয়ার আলী, কুষ্টিয়া জেলা।
১৫। এস, আই, মফিজুল রহমান হক, কুষ্টিয়া জেলা।
১৬। আর্মড, এস, আই, নুরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া জেলা।
১৭। সি, এস, আই আজিজুর রহমান, কুষ্টিয়া জেলা।
১৮। ইসপেক্টর ক্ষিতিশ চন্দ্র দে, কুষ্টিয়া জেলা।
১৯। শৈলেন্দ্র কিশোর চৌধুরী, ভাইস- প্রিন্সিপাল সারদা পুলিশ একাডেমী।

২০। বজলুর রহমান এস, পি, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

২১। মোশাররফ হোসেন ডি, আই, জি, চন্দ্রঘোনা।

২২। আব্দুল খালেক পি, এস, পি। প্রিন্সিপাল সারদা পুলিশ একাডেমী।

তাহাদিগকে আগামী ৭ই ডিসেম্বর সকাল ৮ টায় তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত উপরোক্ত অভিযোগের জবাব দানের জন্য ৬ নং সেক্টরের উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের নিকট হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহারা যদি নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে হাজির হইতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে তাহাদের অনুপস্থিতিতে ৪০ নং সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী তাহাদের বিচার করা হইবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৯। সিলেটের জনসভায় জেনারেল নিয়াজী	দৈনিক ইত্তেফাক	২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সিলেটের জনসভায় জেঃ নিয়াজী
গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা হইবে

সিলেট , ১লা ডিসেম্বর (পিপিআই)।- এখানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় এই মর্মে ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৪৭ সালের গণভোটে সিলেটবাসী তথাকথিত বাংলাদেশের পক্ষে নহে, পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয় এবং মাতৃভূমি রক্ষার জন্য সিলেটবাসী তাহাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত বিসর্জন দিবে ।

সিলেটে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের কমাণ্ডার এবং 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এ এ কে নিয়াজী প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন । সীমান্তের অগ্রবর্তী এলাকার সেনাবাহিনী পরিদর্শনের জন্য তিনি সিলেট আগমন করেন ।

সভায় উপস্থিত জনতা ভারতীয় আক্রমণের নিন্দা করিয়া এবং সেনাবাহিনীর প্রতি তাদের সমর্থনের বিষয় উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন শ্লোগান প্রদান করে ।

জনতা লেঃ নিয়াজী এক খণ্ড কোরআন শরীফ উপহার দেয় এবং তাহারা পবিত্র কোরানের নামে শপথ করিয়া সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় মাতৃভূমি রক্ষার অঙ্গীকার করে ।

উক্ত সভায় সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব আজমল আলী ভারতীয় আক্রমণ ও হস্তক্ষেপের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন ।

জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জেঃ নিয়াজী বলেন যে, যে কোন মূল্যে মাতৃভূমি রক্ষায় সেনাবাহিনী যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন কোন এলাকা হইতে পশ্চাৎপ্রসারণের কোন প্রশ্নই উঠে না ।

তিনি বলেন যে, শত্রূর সংখ্য গরিষ্ঠতার জোরে আমাদেরকে পরাভূত করা যাইবে না । আমরা সব সময় সংখ্যায় অল্প এবং সব সময়ই বিজয়ী হইয়াছি । আমরা আমাদের সেই অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিব ।

সবশেষে জেঃ নিয়াজী পথভ্রষ্ট ও ভারতীয় হাতে ক্রীড়নক ব্যক্তিদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করেন । তিনি বলেন, তাহাদের হীন কার্যকলাপ বন্ধ করিয়া ক্ষমতা গ্রহণের এখনও সময় আছে । তাহারা যদি সঠিক পথ অনুসরণে ব্যর্থ হয় তবে তাহারা ধ্বংস হইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন ।

ইতিপূর্বে সীমান্ত এলাকায় সৈন্যদের পরিদর্শনকালে জেঃ নিয়াজী দারুণ প্রতিকূলতার বিরূদ্ধে তাহাদের সাহস এবং বীরত্বপূর্ণ কাজের প্রশংসা করেন । তিনি সৈন্যদেরকে বলেন যে, তাহারা তাদের গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্যের মান বজায় রাখিয়াছেন । সৈন্যদেরকে জেঃ নিয়াজী জানান যে, তাহাদের পশ্চাতে দেশবাসীর এবং মুসলিম বিশ্বের সমর্থন এবং সহানুভূতি রহিয়াছে ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১০। প্রতিষ্ঠানসমূহে বোমা বিস্ফোরণের দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের, এই মর্মে শিক্ষা বিভাগের একটি চিঠি	সরকারী দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ এক্সপেরিয়েন্স-প্রাগুক্ত	৩ ডিসেম্বও, ১৯৭১

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN
EDUCATION DEPARTMENT
GENERAL SECTION

No; G/1-13-71-1340(8)Edn. Dated the 3.12.71
From. Mr. Zainul Abedin, EPSS,

Section Officer , Govt. of East Pakistan.

To: 1)….
2) The Vice –Chancellor, Dacca University.

The undersigned is directed to say that it has come to the notice of Government that in spite of necessary security arrangement bomb blasts take place often in the Educational Institutions. Government take a serious view of this and have decided that all the Head of the Educational Institutions in the Province both Government and private should be intimated that they would be held personally responsible if any bomb blast takes place within their Institutions in future.

Sd/- Zainul Abedin
Section Officer- (G).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১১। ময়মনসিংহ জেনারেল নিয়াজী	দৈনিক পাকিস্তান	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ময়মনসিংহে জেনারেল নিয়াজী

রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত দেশ ধ্বংস হতে পারে না

গতকাল শুক্রবার ভারতীয় হামলার নিন্দা জ্ঞাপন এবং যে কোন মূল্যে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতায় আবাসভূমি রক্ষার জন্য সংকল্প প্রকাশের উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এপিপির খবরে প্রকাশ, ময়মনসিংহ শান্তি কমিটি আয়োজিত এই সভায় পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের কমাণ্ডার ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এ, এ, কে, নিয়াজী প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল কাশেম এবং পূর্ব বিজলী ও সেচ মন্ত্রী জনাব এ, কে, মোশাররফ হোসেন ভাষণ দেন।

সভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে লেঃ জেঃ এ, এ, কে, নিয়াজী জনসাধারণের তেজস্বীয়তা ও উদ্দীপনার প্রশংসা করে বলেন যে সর্বত্রই জনগণ অনুরুপ মনোভাব ব্যক্ত করছে এবং যে কোন মূল্যে তাদের আজাদী রক্ষার জন্যে পুরোপুরি সংকল্পবদ্ধ।

তিনি বলেন, রক্ত দিয়ে যে দেশের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত তা ধ্বংস হতে পারে না। তিনি জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, ইনশাআল্লাহ জয় আমাদেরই হবে। কেননা আমরা বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছি।

তিনি জনসাধারণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে ভারত তার অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ এবং সম্প্রসারণবাদী লিপ্সা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে দেশের এই অংশকে গ্রাস করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছে।

সভাশেষে জেঃ নিয়াজী জামালপুর এলাকা পরিদর্শনে যান। সেখানে সৈনিক ও রাজাকারদের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে তিনি তাদের বীরত্বপূর্ণ কাজের প্রশংসা করেন এবং তাদের আশ্বাস দেন যে গোটা জাতি তাদের পেছনে রয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১২। যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী	দৈনিক পাকিস্তান	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

যশোর, লাকসাম ও আখাউড়া
পাকিস্তানের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণে রয়েছে
সাপ্লাই লইন যাতে নির্বিঘ্নে থাকে
সেদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছেঃ জেনারেল ফরমান আলী

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী গতকাল সোমবার ঢাকায় বলেন, বেশ দীর্ঘ সময় ধরে; ভারতের আক্রমণের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালাতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

এপিপির সমর বার্তা পরিবেশক ইকবাল আলী খান এ খবর প্রদান করেন। সাংবাদিকদের সাথে এক ঘরোয়া বৈঠকে জেনারেল ফরমান আলী বলেন : আক্রমণকারীকে পরাজিত করার জন্যই আমরা এখানে আছি। আমাদের লাইন যাতে বিঘ্নিত থাকে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানকে করতলগত রাখতে পারবেন কি না এ সম্পর্কে একজন বিদেশী সংবাদদাতা তাকে জিজ্ঞাসা করলে জেঃ তার জবাবে বলেন, কেন পারবে না ? এ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ আস্থাবান। আর সে কারণেই আপনারা আমার মুখে হাসি দেখছেন। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী বলেন, সাধারণ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বাহিনীকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালাতে হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে অগ্রবর্তী অবস্থানের পতন ঘটলে পরবর্তী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা খুবই মুশকিল হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, শত্রুর অগ্রাভিযান যাতে চরম ভাবে স্তব্ধ করে দেখা যায় তার জন্য আমাদের নিজেদের পছন্দমত জায়গায় শত্রুদের বাধা দান করাই হলো পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধরত পাকিস্তান সৈন্য বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানী এলাকা দখলে ভারতীয় দাবী তাৎপর্যহীন। কারণ আমাদের যুদ্ধ কৌশলেরই একটা অংশ।

তিনি যশোর, লাকসাম ও আখাউড়া পাকিস্তানী সেনাদলের দৃঢ় নিয়ন্ত্রনে আছে বলে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ। করেন তিনি বলেন, যশোর কোনদিনই শত্রুর কবলিত হয়নি। 'যশোর যদি শত্রুর কবলিত হয়ই তবে তা প্রচণ্ড যুদ্ধের পরই মাত্র হবে।'

দু'দেশেরই বিশ্ব সমরের ন্যায়
যুদ্ধ চালানোর সামর্থ্য নেই

পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধ চালিয়ে যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে তিনি বলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ন্যায় একটা যুদ্ধ চালানোর সামর্থ্য ভারত ও পাকিস্তান দুদেশেরই নেই।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় হামলা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তাদের মাতৃভূমির আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা ছাড়া আর কিছু চিন্তা করে না ।

হিলির যুদ্ধ

তিনি বলেন যে, হিলিতে রেল লাইনের এ পার্শ্বে ভারতীয়দের কোন এখতিয়ার নেই। হিলিতে গত ১৪ দিন ধরে যুদ্ধ চলছে। রেলওয়ে লাইন হলো ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্ত রেখা।

ভারতীয় নৌবাহিনীর চট্টগ্রামে পৌছার চেষ্টা

জেনারেল বলেন যে, রোববার ভারতীয় নৌবাহিনী চট্টগ্রাম উপনীত হওয়ার চেষ্টা চালায়। আমাদের নৌযান তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে । একজন প্রশ্নকারীর জবাবে তিনি বলেন যে, কুমিল্লা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে জেনারেল বলেন, ফেনীতেও পাকিস্তান সেনাদল যুদ্ধ চালাচ্ছে।

চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়

তিনি জানান যে ভারতীয়রা চট্টগ্রামের সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চায়। কিন্তু সেখানে সেনারা বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

মেজর জেনারেল একজন বিদেশী সাংবাদিককে জানান যে বর্তমানে ঢাকায় বিপন্ন জাতিসংঘ কর্মচারীদের অপসারণের জন্য ৬ই ডিসেম্বর তারিখ ঢাকায় সামরিক তংপরতা বন্ধ রাখার ব্যাপরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী জাতিসংঘের অনুরোধে সম্মত হয়। কিন্তু ভারতীয় জঙ্গী বিমান ঢাকা বিমাননন্দরে আক্রমণ চালিয়ে তাদের ঢাকা ত্যাগের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি স্মিতহাস্যে বলেন, ঠিক জানি না কেন ভারতীয়রা এমন কাজ করলো। জাতিসংঘ কর্মচারীর ঢাকা ত্যাগ করুক তারা হয়তো তা চায় না।

রানওয়েতে একটা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে আজ ঢাকা বিমানবন্দরের রানওয়েতে একটা গর্ত সৃষ্টি করা ছাড়া হামলাকারী ভারতীয় বিমানসমূহ বিশেষ কোনই সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এতক্ষণে রানওয়ে হয়তো মেরামতও করা হয়ে গেছে বলে তিনি জানান। তিনি আরো বলেন যে ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধে ইসরাইল যেমনটি করেছিল তেমনভাবে ভূমিতে রাখা পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বিমানসমূহ ধ্বংস করাই ভারতীয় বিমান বাহিনীর বার বার ঢাকা বিমাননন্দরের ওপর আঘাত হানার প্রধান লক্ষ্য।

জাতিসংঘের দুটো এবং অপর একটা টুইন বিমান ছাড়া ভারতীয়রা ভূমিতে রাখা পাকিস্তান বিমান বাহিনীর আর একটা বিমানের ওপরও আঘাত হানতে পারেনি। বিমান বিধ্বংসী কামানসমূহ চবৎকার কাজ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী বলেন যে ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে ঢাকায় হামলাকারী ভারতীয় জঙ্গী বিমানসমূহের যে দুর্গতি হয়েছে তাতে অবশ্যই আক্রমণকারীর একটা উপযুক্ত শিক্ষা হয়েছে। তিনি বলেন যে গতকাল (সোমবার) বিকাল নাগাদ পূর্ব পাকিস্তনের ১৬টি ভারতীয় বিমান গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬টি হাল্কা বিমান বিধ্বংসী কামান দিয়ে গুলি করে ভূপাতিত করা হয় ও অপর ১০টি পি, এ, এফ বিমান ভূপাতিত করে। ক্ষতিগ্রস্ত অপর ৫টি ভারতীয় বিমান অবশ্য ভারতে পাড়ি জমাতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে ২টি বিমান চট্টগ্রাম এলাকায় পাকিস্তান নৌবাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত করে।

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী বলেন যে ভারত কর্তৃক তিনটি মুখ্য সাফল্যকে ভারত পাকিস্তনের বিরুদ্ধে তার বড় ধরনের হামলায় বিরাট সাফল্য বলে প্রচার করছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রয়োজনীয় সকল পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে বলে তিনি জানান।

উত্তর ময়মনসিংহ

উত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় কৌশলগত যুদ্ধ চলছে বলে মেজর জেনারেল জানান। তিনি বলেন যে কামালপুর ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে পাকিস্তান সেনাদল ভারতীয় পক্ষের ৬ থেকে ৭ গুণ অধিক লোককে হতাহত করে ঠাকুরগাঁ এলাকায় বরাবরই ভারতীয়দের মূল অভিযান চলছে বলে তিনি জানান।

ভারতীয় সেনা অতি সহজেই ঢাকায় ঢুকতে পারবে কিনা, এ মর্মে একজন বিদেশী সাংবাদিক প্রশ্ন করলে মেজর জেনারেল বলেন,' ফাজিলকা অতিক্রম করে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে শতদ্রু যেমন আমাদের জন্য বাধাস্বরুপ, তেমনি ব্রক্ষপুত্রও একটা চকৎকার বাধা।'

সিলেট এলাকা

ভারতীয়রা এ এলাকায় যে সাফল্য লাভ করেছে তা পুনর্দখল করার জন্য সিলেটে যুদ্ধ চলছে বলে তিনি জানান । এ এলাকায় ভারত ৩ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করেছে। তিনি আরো জানান যে আখাউড়া ও কুমিল্লার দক্ষিণবর্তী লাকসামের বিপরীত দিকে অবস্থিত চোদ্দগ্রাম নামক এলাকায় ভারতীয় সৈন্য চাপ সৃষ্টি করছে।

দুষ্কৃতকারীদের তৎপরতা বন্ধ হয়ে গেছে

জেনারেল ফরমান আলী বলেন, পাকিস্তনের বিরুদ্ধে ভাতের সর্বাত্মক যুদ্ধের পর রাষ্ট্রবিরোধী ও দুষ্কৃতকারীদের তৎপরতা বর্তমানে প্রকতপক্ষে স্তব্ধ হয়ে গেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাফল্য, বিশেষ করে ঢাকার আকাশে পাকিস্তানী বৈমানিকদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে জনসাধারণ মোটামুটি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

ঢাকায় ছত্রী সৈন্য প্রেরণ সহজ নয়

পূর্ব অংশের প্রধান নগরী ঢাকা দখলের পথ সুগম করার ব্যাপারে ঢাকার ভারতীয়দের ছত্রী সৈন্য অবতরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে জিসা করা হলে জেনারেল ফরমান আলী বলেন যে, এটা খুব সহজ নয়। তিনি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, জার্মান ছত্রী সৈন্য অবতরণ করানো হলে বৃটেনকেও এমন হুমকির সম্মখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু বৃটেন আজো টিকে আছে তিনি জানান।

তিনি বলেন, স্থায়ী হবে বলেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তান বিরোধীরা মনে করেছিল যে, পাকিস্তান ৬ মাসের বেশী টিকবে না।

'কিন্তু পাকিস্তান ২৫ বৎসর টিকে আছে এবং ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৩। শিক্ষানীতি সম্পর্কিত মন্ত্রী পরিষদের একটি সিদ্ধান্ত	দৈনিক ইত্তেফাক	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

কতিপয় পাঠ্যপুস্তক ঢালিয়া সাজাইবার ব্যবস্থা

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের গণসংযোগ বিভাগের এক হ্যাণ্ড আউটে বলা হয়ঃ বর্তমানে চালু ১ম শ্রেণী হইতে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পর্যালোচনার জন্য কিছু দিন পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান সরকার জনাব এ, এফ, এম আব্দুল হকের নেতৃত্বে ২০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন । কয়েক সপ্তাহ আগে কমিটি উহার রিপোর্ট পেশ করে এবং গত ৮ই নভেম্বর মন্ত্রী পরিষদের এক সভায় রিপোর্ট বিবেচনা করা হয়। কিছু পরিবর্তনের পর রিপোর্ট অনুমোদিত হয়।

এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী আগামী শিক্ষাবর্ষ হইতে কিছুসংখ্যক পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করা হইবে এবং বাদ বাকী বইগুলী ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি এবং পাকিস্তানের আদর্শগত ভিত্তি তুলিয়া ধরার জন্য ঢালিয়া সাজানো হইবে।

মন্ত্রী পরিষদের সভায় এই মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ভবিষ্যতে সকল পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ্য করার পূর্বে সকল পাঠ্যপুস্তক ন্যাশনাল একাডেমী অব পাকিস্তান এ্যাফেয়ার্স কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। আরও গৃহীত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের কার্যক্রমের উন্নয়নের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৪। বিদেশী সাংবাদিদের সাথে জেনারেল নিয়জী	দৈনিক ইত্তেফাক	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে নিয়াজী

গতকাল শুক্রবার পুর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডার ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক লেঃ জেনারেল এ, এ, কে নিয়াজী আকস্মিকভাবে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে গিয়ে উপস্থিত হন এবং জিজ্ঞেস করেন বিদেশী সাংবাদিকরা বিশেষ করে বিবিসি'র প্রতিনিধি কোথায় আছেন?

তিনি বলেন তাদের সকলকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর অনুগ্রহে আমি এখনও পুর্ব পাকিস্তানে থেকে আমার সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করছি। আমি কখনও আমার সেনাবাহিনীকে ছেড়ে যাব না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাঁর পলায়ন সম্পর্কিত ভারতীয় বেতারের দুরভিসন্ধিমূলক রিপোর্ট বিবিসি থেকে প্রচারিত হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। কয়েকজন সাংবাদিকদের সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে জেনারেল হোটেল ত্যাগ করেন। ভারতীয় বেতারে জেনারেল নিয়াজী পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে গেছেন বলে যে নির্লজ্জ মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হয়েছে তাতে বিদেশী সাংবাদিককদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল পরিদর্শন করায় সকল গুজবের অবসান হয়েছে। এপিপির জনৈক বিশেষ প্রতিনিধি এই সংবাদ পরিবেশন করেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৫। পাকিস্তানের প্রোসিডেন্টের কাছে গভর্ণর এ, এম, মালিক ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগ পত্র	এ্যাডভোকেট আমিনুল হক	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

To The President of Pakistan.

With view to saving further bloodshed in the Country, we do hereby tender our resignation from the offices of **the** Governor and of Council of Council of Ministers with immediate effect and we severe our connections with the Government.

Sd/=
A.M./ Malek
14-12-71
Abut Quasem
14-12-71

A.S.M. Sulaiman
14-12-71
Nawajesh Ahmed
14-12-71
A. Ahmad
14-12-71
M.Yusuf
14-12-71
Md. Ishaque
14-12-71
Mujibu Rahman
14-12-71
Jaseemuddin Ahmed
14-12-71
Md. Obaidullah Majumdar
14-12-71
A.K. Moshrrai Husain
14-12-71
Abbas Ali Khan
14-12-71

পরিশিষ্ট-১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৬। গভর্নর মালিক ও পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক অধিনায়কের কাছে প্রেরীত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার তার বার্তাঃ যুদ্ধ বিরতির ক্ষমতা প্রদান	এডভোকেট আমিনুল হক	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

Precedence	FLASH	141332	Date Time
Action			Group
From	PAK ARMY	URGENT	Security
			Classification
To	GOVERNOR EAST PAKISTAN 600 13		Originator's Number

Info COMMANDER EASTEN COMMAND

For Governor and General NIAZI from President. Governor's flash message to me refers. You have fought a heroic battle against overwhelming odds. The nation is proud of you and the world full of admiration. I have done all that is humanly possible to find an acceptable solution to the problem. You have now reached a stage where further resistance is NO longer humanly possible no will it serve any useful purpose. It will only lead to further loss of lives and destruction. You should now take all necessary measures to stop the fighting and preserve the lives of all armed forces personnel all those from West Pakistan and all loyal elements. Meanwhile I have moved U.N. to urge India to stop hostilities in East Pakistan forthwith and to guarantee the safety of the med forces and all other people who may be the likely target for miscreants.

পরিশিষ্ট-২

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৬। আত্মসমর্পণের আগে দখলদার বাহিনীর বেসামরিক সরকারের পদত্যাগ ও সে সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক কর্মকর্তা জন কেলীর একটি প্রতিবেদন	এ্যাডভোকেট আমিনুল হক	৮ মার্চ, ১৯৭২

THREE DAYS IN DACCA 1971
By
John R. Kelly

The is a personal account of some of the events which occurred in Dacca in 14, 15 and 16 December 1971. It in no way involves the Organization of which I am a member, and is written simply as a personal recollection of some of the events surrounding the birth of Bangladesh.

My own involvement in the events started when I was assigned in August to Dacca by the United Nations High Commissioner for Refugees, Prince Sadruddin Aga Khan, to assist here in any problems refugee might encounter. As this was a strictly non-political, humanitarian assignment, and s this is a non account, I am not putting down any comments on that aspect here and will say that, perhaps because I am an Irishman, I felt great sympathy for the Bengali people and wish only to see them enjoy a happy, prosperous and peaceful future.

When hostilities broke out at the beginning of December it was quite clear that activities concerning refugees were at an end for the duration. The Assistant Secretary General of the United Nations was in over all charge of the United Nations Relief Operation, Mr. Pauloi Marc Henry, a redoubtable Frenchman and an inspiration to us all, happened to be in Dacca for a short visit when hostilities broke out and trapped him here. He naturally assumed over all charge of the whole UN group, and asked me to undertake liaison with the military and governmental authorities, which involved many matters which, I would stress, were all purely humanitarian in purpose with the sole aim of saving lives and alleviating suffering. This note, however, deals only with some of the events of the last three days of the hostilities of December 1971.

Tuesday, 14 December

On the morning of 14 December Dr. A.M. Malik, the Governor of East Pakistan, telephoned me t the Inter Continental Hotel where I was living and asked if I and Mr. Peter Wheeler, also of UN, could go around and see him at Governor's House about his own situation. I had met Dr. Malik many times in my functions both as UNCHR Representative in Dacca and also during the war period when I was doing military and governmental liaison.

By this time the course of the war was obvious. The front was crumbling and from within Dacca the situation seemed very similar to Berlin in early 1945. When Peter wheeler and myself went to see Dr. Malik at Governor's House he was in a Cabinet meeting but came out and led us to his ADC's Office. He asked for personal advice on his own situation.

I told him I thought he and his Ministers were in grave and imminent danger of being killed and that unless he sought refuge in the Neutral Zone t the Inter Continental Hotel immediately he probably would not survive the night. However, in order to gain admission to the Neutral Zone they would have to resign from all official functions. He said that his Cabinet was at that moment considering whether or not to resign but they were reluctant to do so. He himself felt that he should not resign s, he said, in the eyes of history it would look like desertion if he resigned t that moment. He then asked if he could send his wife and daughter to the Neutral Zone. I replied that although his wife and daughter would certainly be admitted to the Neutral Zone t the Hotel Inter Continental, this would not achieve his purpose: the Hotel was full of journalists and they would say that Dr. Malik had so lost confidence in the future that he was sending his family into safety and they would then ask when he himself was coming.

At that moment Governor's House shook violently under several heavy explosions. It was clear that the building had come under direct attack from the Indian Air Force and Peter Wheeler and myself immediately left, jumping over the balustrade, and I took shelter under a jeep about five yards away. There were about six Indian planes which made two strikes each on the building with rockets and then followed up with cannon. During the first part of this attack Muzaffar Hussain, then Chief Secretary, emerged looking very pale and we exchanged wan salutations. As the strikes on Governor's House continued, I ran to a trench about 20 yards away which was already full of soldiers and lay on top of them. All this time I kept a running commentary on the action over my handset radio ("walkie talkie") to Paul Marc Henry t the UN location. General Farman Ali ran past, also looking for shelter" and said to me s he passed! "Why are the Indians doing this to us?" Under the circumstances, as the Indian, aircraft wore continuing to attack the building some 20 yards away with rocket and cannon fire, it did not seem a own shelter. The sound of the attacks were deafening but eventually they stopped and I got into my car, picked up Peter Wheeler, and returned to the UN Location.

At the UN Location I informed Mr. Paul Marc Henry of what had happened and met there Mr. Gavin young of "The Observer". Gavin young told me, with a confidence which was subsequently proven very mistaken, that it would be at least an hour before the Indian Air Force could return s they would have to go back to Indian to refuel and reload. He suggested that we return to Governor's House to see what had happened there. I agreed, and drove Gavin Young in my car back to Governor's House. We were met there by the Military Secretary who informed us that Dr. Malik and his Cabinet had taken shelter in a bunker in the left of the Governor's House. He took us there

and we found Dr. Malik and his Cabinet looking very shaken but still undetected whether to resign or not. I told them that I thought that were not only in danger of being killed by irregulars, and they could not depend on their guards, but the Indian Air Force itself had now made a direct attack on their lives.

At that moment the Indian Air Force made a second devastating attack on governor's House, Gavin Young had unfortunately been wrong in his estimate of the time for their return. They bunker is not a very safe bunker and it is above ground and we did not know whether or not the Indian Air Force knew of its existence. Certainly, a direct hit would have wiped it out. The aircraft continued to make Ministers then drew up letter of resignation to the President of Pakistan which was signed by Dr. Malik and all the Ministers present.

Dr. Malik then withdrew to an inner room in the bunker where his wife and daughter were waiting, washed himself, knelt and said his prayers. The ex-Govrnor and The ex- Minister moved a little later that day to the Neutral Zone in the Inter-Continental Hotel.

It seems clear that the collapse of the whole civil Government of East Pakistan on 14 December must have provided a severe shock to those directing the war on the Pakistan side and brought home to them the seriousness of the situation. It may well be that the collective resignation of the whole East Pakistan Government thus shortened the war by one or more days.

Wednesday, 15 December

Early on the morning of 15 December Dr. Malik came to me in the Inter-Continental Hotel to say that in between his resignation as Governor and his departure from Governor's House on 14 December he had received a telegram from President Yahya. So far as I know, this is the first time president Yahya authorized a cease-fire.

Dr. Malik said he had been unable to contact General Niazi concerning president Yahya's instructions: "You should now take me all necessary measures to stop the fighting" and he asked me for assistance. In order to save further loss of life, and in a personal capacity, I agreed to help. I then contacted colonel Gaffur, the Pakistan army Liaison Officer (in civilian clothes) in the Neutral Zone, and the three of us then went to my room where we telephoned General Niazi.

Dr. Malik asked General Niazi what action he had taken on the President's instructions; and General Niazi replied that he would like to discuss this with Dr. Malik and invited him to leave the Hotel and go to the Cantonment to discuss the matter. I advised Dr. Malik that if he left the Neutral Zone he would no longer have any protection and that under the circumstances of his resignation the day before and its likely effect, it might be dangerous for him to do so; I suggested that, instead, he invited General Niazi to come to the Hotel, but said he would send General Farman around to represent him at such a meeting.

General Farman duly came around to the Hotel. As a foreigner and in any case I was acting privately and in no way as an intermediary, I withdrew from the discussion of such an internal nature and Dr. Malik General Farman and Colonel Gaffur conferred together. Subsequently they invited me back, and showed me the following proposals they had drawn up and which General Farman was taking to General Niazi for approval and transmission to President Yahya:

"To bring an end to loss of further human lives and destruction we are willing to, under honorable conditions:

a. Cease fire and stop all hostilities immediately in East Pakistan
b. Hand over peacefully the administration of East Pakistan as arranged by the U.N.;
c. The U.N. should ensure:

I) safety and security of all armed personnel of both military and para-military forces of Pakistan pending their return to West Pakistan;
II) safety of all West Pakistani personnel-civilian and civil servants pending their return to West Pakistan;
III) safety of all non-locals settled in East Pakistan since 1947;

IV) guarantee of no reprisals against those who helped and served the Government and cause of Pakistan since March 1971,"

General Farman undertook to the Natural Zone later that day and let us knew the reactions of general Niazi and president Yahya to their proposals. General Farman did return about 2100 hours and informed US that, although General Niazi had approved these proposals, Islamabad had rejected them on item (b) "to hand over the administration of East Pakistan". Thus ended yet another attempt at a case-fire in the hostilities.

Thursday,16 December

Early on the morning of 16 December we learned of the ultimatum but the Indian Army to the Pakistan Army in East Pakistan to surrender 0930 hours Dacca time that morning. Colonel Gaffur, Dr. Malik, Mr. Sven Lampell of the League of Red Cross Societies and myself all made desperate efforts to contact Pakistan Army, Headquarters by telephone from the Hotel but were unable to get any contact. Having myself participated in the Second World War in North Africa and Europe as an infantry Officer in the British Army I am only too well aware of the appalling loss of life and destruction which an all-out attack on Dacca would entail. Colonel Gaffur told us that he knew that the Pakistan Army Communications Centre had been destroyed by the Indian air attacks the day before, and he was not sure, firstly, whether General Niazi accepted the ultimatum and, secondly, whether the Pakistan Army had been able to inform the Indian Army whether or not they accepted the ultimatum.

The Indian Air Force was already circling over Dacca, presumably in preparation for attack, and we knew that the Indian Army was gathering strength in the suburbs, also presumably in order to launch an overwhelming artillery and infantry assault. I might add that we were subsequently told by Indian officers when they entered Dacca that the Indian Forces really meant business, if the ultimatum had not been accepted they really would have made an annihilating assault on Dacca. It was desperately urgent to save the city and, about 0830 hours, Colonel Gaffur, Mr. Lempel and myself decided to leave the Neutral Zone and drive to the Cantonment to find out from General Niazi what was happening and whether he had been able to get into contact with the Indian Army.

On the way to the Cantonment I informed Mr. Paul-Marc Henry at the UN location by my handset radio what we were doing, and he put the UN radio signalers in Dacca and New Delhi on the alert to stand-by for a possible extremely important message.

After some delay we were brought to the Command Bunker, but General Niazi was not to be seen. However, we found General Farman in the Bunker-an obvious prime target looking ashen-faced and completely broken. Staring into space, he gave the impression of having given up everything. He informed me that he was authorized to speak for the whole Pakistan Army in East Pakistan and those they had agreed to accept the Indian ultimatum. He also confirmed that as their Communication Centre had been destroyed they had not been able to inform the Indian Army of their acceptance of the ultimatum.

I asked General Farman whether, purely as a channel of communications, he wished me to convey by the UN radio network the acceptance by the Pakistan Army of the Indian ultimatum. General Farman replied in the affirmative, so I led him outside the bunker in order to enable my handset radio to work and contacted Paul Marc Henry at the UN location. I then gave the message in General Farman's presence to Paul-Marc Henry, and General Farman added two further points: First, to request the Indian Army for a six hour extension to the truce because of the breakdown in the Pakistan Army's Communications, second, to invite the Indian Army to send a party of staff officers to discuss further arrangements, if possible by helicopter to Dacca Airport, where they would have safe conduct and proper courtesies. I duly passed the whole message by my radio to Paul –Marc Henry who in turn had it transmitted immediately top New Delhi. The time was 0920 hours.

Colonel Gaffur, Mr. Lampell and myself then left the bunker area, with the Indian Air Force still circling overhead. However, the message got through to the Indian Command in time, and the threatened onslaught on Dacca did not take place.

Dacca: 8 March 1972.

দ্বিতীয় অধ্যায়
বেসরকারী দলিলপত্র
(এক)
রাজনৈতিক বিবৃতি

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৮। বাংলাদেশ স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রশ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দেও বক্তৃতা বিবৃতি	সংবাদপত্র	মার্চ, ডিসেম্বর ১৯৭১

পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছে
জুলফিকার আলী ভুট্টো

করাচী, ২৬ শে মার্চ)পাকিস্তান টাইমস) পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে করাচী বিমানবন্দরে এক হর্ষোৎফুল্ল জনতার উদ্দেশ্যে বলেন যে, পরম করুণাময় আল্লাহর ইচ্ছায় পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছে।

তিনি জনতাকে আরও বলেন যে, তিনি এ মুহুর্তে কোন মন্তব্য করবেন না। তবে তিনি ২৯শে মার্চ দলের কেন্দ্রীয় দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বর্ক্তৃতা করবেন বলে জানান।

জনাব ভুট্টো বলেন, যে, এখন তিনি যা বলতে পারেন তাহলো আল্লাহর ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।

জনাব ভুট্টোর সাথে ছিলেন জনাব আবদুল হাফিজ পীরজাদা, জনাব গোলাম মুস্তাফা খান, মির্জ্জা রফি রাজা, জনাব আলী খান তালপুর এবং মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী।

করাচী বিমানবন্দরে এক বিরাট সংখ্যক লোক জনাব ভুট্টোকে সম্বর্ধনা জানান। তিনি বিমান থেকে বেরিয়ে আসলে সমবেত জনতা "শের-ই পাকিস্তান জিন্দাবাদ," "ফখরে পাকিস্তান-জিন্দাবাদ," এক রহেগা পকিস্তান-জিন্দাবাদ," শ্লোগান দিতে থাকে।

মুজিব দেশ ভাগ করতে চেয়েছে

-ভুট্টো

ডনের (করাচী এক খবরে প্রকাশ, জনাব ভুট্টো বলেছেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পকিস্তান একটি স্বাধীন ফ্যাসিষ্ট ও সামপ্রদায়িক সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন।

জনাব ভুট্টো সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান প্রেসিডেন্টের কাছে যে খসড়া ফরমুলা পেশ করেন তাতে বলা হয়েছে যে, জাতীয় পরিষদের কোন অধিবেশন বসবে না, জাতীয় পরিষদ দুইটি কমিটিতে ভাগ করা হবে। একটি পশ্চিম পকিস্তান কমিটি এবং অন্যটি পূর্ব পাকিস্তান কমিটি অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য প্রাদেশিক পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে, দুই কমিটি যথাক্রমে পশ্চিম পকিস্তান কমিটি

ইসালামাবাদে ও পূর্ব পকিস্তান কমিটি ঢাকা পৃথকভবে বৈঠকে মিলিত হবে। এছাড়া অন্তবর্তীকালীন সময়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র মোতাবেক হলেও সমস্ত ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানে ৬ দফার ভিত্তিতে হস্তান্তর করা হবে।

জনাব ভুট্টো আরও বলেন যে, ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র প্রদেশকে কোন স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেনি। এতে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব রয়েছে।

তিনি আরও বলেন যে পিপলস পার্টি এ অবস্থায় এই মনে করে যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে, সেখানে স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, নির্বাচন করা হবে অতঃপর কেন্দ্রীয় বিষয়াদির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ শেষে প্রয়োজন হলে দুইটি পৃথক কমিটি গ্রহণ করা হবে।

তিনি বলেন, জাতীয় পরিষদের সুপরিশের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট য়োষণা করুন তিনি এটাই দাবী করেছিলেন। তিনি বলেন যে, একবার যদি প্রদেশগুলোকে ক্ষমতা দেয়া হয় তাহলে পাচঁটি স্বাধীন রাষ্ট্র্ গঠিত হবে।

জনাব ভুট্টো বলেন যে, মার্চ মাসের ২৩ ও ২৪ তারিখ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে আওয়ামী লীগ নেতা ও তাঁর উপদেষ্টাদের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তাতে তারা একটি নতুন ফরমুলা পেশ করেন। এতে তাঁরা তাঁদের পূর্বতন দাবী থেকে সরে গিয়ে বলেন যে, দুটি শাসনতান্ত্রিক কনভেনশন গঠন করতে হবে এবং জাতীয় পরিষদে শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব পেশ অনুমোদন নেবার প্রয়োজন হবে না।

এই দুটি শাসনতান্ত্রিক কনভেনশন দুটি পৃথক শাসতন্ত্র প্রণয়ন করবে এবং পরে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে মিলিত হয়ে ফেডারেশন নয়, কনফেডারেশনের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। আওয়ামী লীগের এই ডিগবাজীতে আমরা বিস্মিত হইনি। আমরা জানতাম মুজিবর রহমান কি চান। আমরা জানতাম তাঁর আসল উদ্দেশ্য কি? তাঁর উত্থাপিত প্রস্তাব চালাকি ছাড়া আর কিছু নয়'।

জনাব ভুট্টো বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। তিনি জনসাধারণকে ভুল পথে চালিত করছিলেন এবং প্রকৃতই তিনি পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাস করেন না। ২৩ শে মার্চ চূড়ান্ত খেলা দেখানো হয়। বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলা হয়। তাছাড়া জাতির পিতার প্রতিকৃতি পদদলিত করা হয়। ১৯৬৬ সাল থেকেই শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে দেশের পশ্চিমাঞ্চল থেকে পৃথক করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন। জনাব ভুট্টো বলেন, বার কোটি লোকের দেশকে বক্তৃতা, শ্লোগান এবং অন্যভাবে উৎসাহিত করে বিভক্ত ও ধ্বংস করা যাবে না। তিনি বলেন, যেখানে নাইজেরিয়ার মত দেশ একটি অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন হতে দিল না সেখানে পাকিস্তানও দেশকে খণ্ডবিখণ্ড হতে দিতে পারে না

তিনি জানান, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা পাকিস্তানের নিজস্ব ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

'ভারত বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপন করতে পারে এ প্রশ্নের জবাবে ভুট্টো বলেন, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর কোনই অধিকার ভারতের নেই। এরুপ কোন অনুরোধ জাতিসংঘ রক্ষা করতে গেলে তা উস্কানীর কাজ হবে বলে ভুট্টো হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

দৈনিক পূর্বদেশ, ৩০ মার্চ, ১৯৭১

সশস্ত্র বাহিনী দেশপ্রেমিকদের সার্বিক সহযোগিতার দাবী রাখে
-মাহমুদ আলী

পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মাহমুদ আলী গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন, প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ না করে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তাড়াহুড়া করে অতি উৎসাহ বলে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে পার্লামেন্টে প্রস্তাব পাশ করায় ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আপত্তি জানিয়েছেন এবং তার আপত্তি খুবই সঠিক। বাস্তবিকই সংশ্লিষ্ট বিষয়টির গুরুত্বকে কোনক্রমেই খাটো করে দেখা যায় না। ভারতীয় লোকসভা প্রস্তাবটি গ্রহণ করে প্রকৃতপক্ষে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার সর্বজনস্বীকৃত আন্তর্জাতিক নীতিকে পদদলিত করেছে। মিঃ করুণানিধির কণ্ঠে তাই, ক্ষুদ্র জাতিসমূহের স্বাধীনতা গ্রাস করার বৃহৎ জাতিগুলোর ফ্যাসিবাদী মতলবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ভারত যা করছে তাতে অন্যান্য এশীয় দেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী অভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

ভারতীয় পার্লামেন্টের সর্বসম্মত প্রস্তবের পর পর পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র ভারতীয় লোকদের অনুপ্রবেশ আমাদের দেশের পূর্ব অঞ্চলের লোকদের জন্য অবর্ণনীয় দুর্দশা ডেকে এনেছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয়েছে, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, মানুষের জানমাল বিপন্ন হয়েছে এবং অন্যান্য দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। অন্যথায় তাদের উপর এ বিপদ আসতো না।

এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বিকাশ ও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সশস্ত্র তৎপরতাকে উৎসাহ দান এবং সাহায্য করা ছাড়াও ভারত তার রেডিওসহ সমস্ত প্রচার-মাধ্যমকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিষোদগারের এবং পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্লজ্জ মিথ্যা বানোয়াট বিদ্বেষমূলক প্রচারণার কাজে নিয়োজিত করেছে।

সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের এবং তাদের সহযোগীদের প্রতিরোধ করা এবং তাদের একটি চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী মাঠে নেমেছে। আমাদের প্রতিরক্ষাবাহিনী সকল দেশপ্রেমিক মানুষের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার দাবী রাখে। এই সমর্থন যত বেশী হবে, তত তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে, দেশের এই অংশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক তৎপরতা শুরু সহজ হবে।

আমি আশা করি ও বিশ্বাস করি যে আমাদের জনসাধারণ পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন এবং জাতির আহবানে সাড়া দেবেন। যেমনটি তারা ১৯৬৫ সালে ভারত ও তার সহযোগীদের সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।

দৈনিক পাকিস্তান, ৭ এপ্রিল, ১৯৭১

বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভারত ভিত্তিহীন প্রচারণা চালাচ্ছে -হামিদুল হক চৌধুরী

পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিশিষ্ট এডভোকেট জনাব হামিদুল হক চৌধুরী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেনঃ

পূর্ব পাকিস্তানীরা যাই চেয়ে থাক না কেন, তারা নিশ্চয়ই দেশের ঐক্য বানচালের পরিকল্পনা করেনি বা করে না।

পশ্চিমাঞ্চল থেকে পূর্বাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন এবং সম্প্রাসারণবাদী সুবিধার জন্য পাকিস্তানকে ধ্বংস করাই ভারতের প্রচারণার একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে হচ্ছে। এই উদ্দেশ্য পূরণ এবং বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার জন্য সকল তথ্য মাধ্যমে বোমা বর্ষণ করে শহরসমূহকে ধ্বংস ও হাজার হাজার লোককে হত্যার মিথ্যা অভিযোগ বিশ্বের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে।

বস্তুতপক্ষে খবর ও অভিমতের ব্যাপারে ভারতীয় বেতার-সময়ের অর্ধেকটাই এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যয় করা হচ্ছে। কতদিন এই ধরণের মিথ্যা টিকে থাকতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তানীরা কি চায় তা মাত্র ১২০ দিন আগে ঘোষিত হয়েছে-যখন সমগ্র প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যা একটি মাত্র জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট দেন।

জনগণ সমগ্র দেশকে (পূর্ব ও পশ্চিম) একটি ইউনিট গণ্য করে একটি মাত্র জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসাবে বসার জন্য তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছে একটি একক দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানসহ পাঁচটি স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত সেই দেশের সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।

ভারতীয় প্রচারণাকারীরা কি করে দাবী করেন যে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় এবং সেই অর্থহীন তত্বের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থন দিতে শুরু করেছে।

প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের ব্যক্তিদের পাকিস্তান অপেক্ষা ভারতে বেশী পাওয়া যাবে। প্রাণহানি হয়েছে, কারণ দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা হতে বাধ্য, যখন আইন ও শৃঙ্খলা এমন এক পর্যায়ে ভেংগে পড়েছিল যা আমরা ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে দেখেছি। এটা খুবই দুঃখজনক এবং এটা এড়ানো প্রত্যেকেরই কাম্য।

আমি আশা করি গোটা অঞ্চলের শান্তি এবং উভয় দেশের জনগণের কল্যাণের খাতিরে ভারত এই শত্রুতামূলক পথ থেকে বিরত হবে। প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে ভারতের কোন সন্দেহ থাকলে এখানে তাদের কুটনীতিকদের কাছ থেকে তারা সহজেই তা জানতে পারেন। এই কুটনীতিকরা আবাসিক এলাকায় নিরাপদে বাস করছেন যে আবাসিক এলাকা ভারতের উর্বর বেতার ও প্রচারণাকারীদের মতে ভূমিসাৎ করা হয়েছে।

এখন সকল শ্রেণীর জনগণের কর্তব্য হচ্ছে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার ব্যাপরে দ্বিগুণ নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করা। মার্চ মাসে তিন সপ্তাহ যাবৎ হরতালের ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

প্রত্যেক নাগরিকের প্রত্যেক সরকারের কাছে এই আশা করার অধিকার আছে যে তাদের জীবন, স্বাধীনতা এবং পেশা রক্ষিত হবে। যত শীঘ্র সম্ভব বেসামরিক জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এই প্রসংগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিবৃতি অভিনন্দন যোগ্য।

দৈনিক পাকিস্তান, ৭ এপ্রিল, ১৯৭।

ভারতের প্রতি ভুট্টোর সতর্কবাণী

মুলতান, ৫ই এপ্রিল।- পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ ভারতের প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, ভারতকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার মারাত্মক পরিণতি ভোগ করতে হবে।

দৈনিক জং-এর এক খবরে বলা হয়, জনাব ভুট্টো বলেন, পাকিস্তানের জনগণ ঐক্যবদ্ধ এবং ভারতের প্রতিটি আক্রমণাত্মক পদক্ষেপের দাঁত ভাংগা জওয়াব দেয়ার জন্য তারা প্রস্তত।

জনাব ভুট্টো তার ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসের এক বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আমাদের মহান প্রতিবেশী চীন এ অঞ্চলে ভারতকে তার সম্প্রসারণমূলক যুদ্ধ শুরু করতে দেবে না। একথার প্রমাণ ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পাওয় গেছে। এশিয়ার এই বিরাট শক্তি ১৯৬৫ সালে ভারতকে যে চরমপত্র দিয়েছিল ভারতের তা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

তিনি বলেন, এশিয়ার মহান মক্তি চীনের জনগণ নিজের উক্তিতে অনড়। খাঁটি বন্ধু ও স্বাধীনতা প্রিয় এবং স্বাধীনতা সংগামীদের প্রতি চীনাদের সমর্থন রয়েছে।

জনাব ভুট্টো আজ মুলতানে পিপিপির কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভষণদান প্রসংগে বলেন, জাতি এখন মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন। পাকিস্তনের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের শত্রুরা দেশের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বেও জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। একা সরকারের পক্ষে এ সংকট আয়ত্তে আনা সম্ভব নয় প্রতিটি নাগরিকদের এ নাজুক মুহূর্তে নিজের ঐতিহাসিক ভুমিকা পালন করতে হবে।

তিনি বলেন, পাকিস্তান পিপলস পার্টি দেশের নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব ও সংহতির জন্য সচেষ্ট। তিনি বলেন, তার পার্টি এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেনা যাতে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে পড়বে। আমাদের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে দেশের নিরাপত্তা ও সংহতি সংরক্ষণ করা। এ জন্য আমরা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

বর্তমান সংকটের উল্লেখ করে জনাব ভুট্টো বলেন, অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের ছ-দফা কর্মসূচী ছিল মূলতঃ দেশকে দু-অংশে বিভক্ত করার ফর্মুলা। শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে তাড়াতাড়ি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পক্ষপাতি ছিলেন। কারণ তাতে পরিষদে অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর ৬ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সক্ষম হবে। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন প্রত্যাখ্যাত বিনাশর্তে শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কেননা তাঁদের আশা ছিল তারা মন্ত্রীত্ব পাবেন।

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, পিপিপি জানত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে পূর্বে প্রস্তুতকৃত আইন অনুমোদন ছাড়া আর কিছুই করা হবে না। অধুনালুপ্ত আওলামী লীগ ৬-দফা ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রুপ দিয়েছিল। অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ স্পষ্ট ঘোষণা করেছিল, সে ৬-দফা কর্মসুচীতে এতটুকু পরিবর্তন করবে না। এ জন্য পরিষদে কোন প্রকার অর্থপূর্ণ আলোচনাও সম্ভব ছিল না। আর এ জন্যই পিপলস পার্টি পীড়াপীড়ি করেছিল যে পরিষদের অধিবেশনর আগেই শাসনতন্ত্রের মৌলিক বিষয়ে উভয় সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টির ঐকমত্য হওয়া প্রয়োজন।

জনাব ভুট্টো বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান জানুয়ারী মাসে পরিষদের অধিবেশন ডাকতে চাইতেন কিন্তু মার্চে তিনি পরিষদের বাইরে সমাঝোতা স্থাপনে সম্মত হন। একথা স্পষ্ট যে, পিপলস পার্টি আইনগত ভাবে দেশকে টুকরো করার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিল।

জনাব ভুট্টো বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন নেতা অভিযোগ করেছিলেন, যে, তিনি করাচী এক জনসভায় দেশকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা পেশ করেন। অথচ তিনি বলেছিলেন, ক্ষমতা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর হাতে হস্তান্তর করতে হবে।

তিনি বলেন, দেশের সংহতি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই পিপলস পার্টি অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের সাথে ক্ষমতায় অংশ গ্রহণ করতে চেয়েছিল। এ ছাড়া এপিপির ক্ষমতায় এতটুকু খায়েশ ছিল না। তিনি বলেন, এটা ছিল দুঃখজনক যে, সেসব রাজনৈতিক নেতাই এমন একজন লোকের নিকট তাড়াতাড়ি ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী করছিলেন যিনি দেশকে টুকরো করতে চেয়েছিলেন।

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, এটা ছিল মূলতঃ লণ্ডন পরিকল্পনার একটা অংশ। ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের পরাজিত নেতারা শেখ মুজিবর রহমানের সাথে যোগসাজশ কারে উক্ত পরিকল্পনাটি তৈরী করেছিলেন।

তিনি বলেন, মূলতঃ এসব রাজনৈতিক নেতা নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে পাকিস্তনের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও আদর্শকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, পিপলস পার্টি যে দেশকে টুকরো টুকরো করা থেকে রক্ষা করেছে ইতিহাস তা প্রমাণ করবে।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আসল সমস্যা হল বর্তমান অর্থনীতির ...শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করা। অনুরুপ পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণেরও এই একই সমস্যা। তিনি বলেন পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এই বিশ্বাসে ৬-দফার পক্ষে ভোট দিয়েছে যে, এর মাধ্যমে বর্তমান অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটবে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য তারা ৬ দফার পক্ষে ভোট দেয়নি।

পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন প্রধানমন্ত্রী কিংবা প্রেসিডেন্ট এক পাকিস্তানের নিশ্চয়তা দিবেন এবং দেশের উভয় অংশ থেকে বর্তমান অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটাবেন পিপলস পার্টি তার সাথে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে।

দৈনিক পাকিস্তান, ৮ এপ্রিল, ১৯৭১।

ভারতীয় হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী
পীর মোহসিন উদ্দিনের বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের প্রেসিডেন্ট পীর মোহসিন উদ্দিন আহমদের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণঃ

গত কয়েকদিন ধরে পাকিস্তনের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম কল্পিত ও নিলর্জ্জভাবে মিথ্যা খবর পরিবেশন করে আসছে। এ ধরনের জঘন্য ও মিথ্যা প্রচারণায় তারা এতটুকু ইস্ততত্তঃ বোধ করছে না।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর উপর ভারতীয় পার্লামেন্টেও একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবরও ভারতীয় সৈন্য সমাবেশ, সাদা পোশাকে ভারতীয় সৈন্যদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ এবং গভীর সাগরে পাকিস্তানী বাণিজ্য জাহাজ হয়রানীর খবর পাওয়া গেছে।

এসব কার্য্যকলাপের মাধ্যমে ভারত তার আজাদী পূর্বকালের মানসিকতারই পরিচয় দিচ্ছে। ভারতের এসব কার্য্যকলাপ আমাদেরকে আজাদী পূর্ব দিনগুলোতে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের নির্যাতনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, যেসময় বৃটিশ রাজ্যের ছত্রছায়ায় ভারতীয় হিন্দুরা প্রতারণা করে মুসলামানদের সমস্ত অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে এবং ধর্মীয় কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ ও মুসলিম ছাত্রদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সীমিত ও অর্থনেতিক দুরবস্থা সৃষ্টি করে মুসলমানদের সমস্ত অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তাদের ধর্মীয় কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ ও মুসলিম ছাত্রদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সীমিত ও অর্থনেতিক দুরবস্থা সৃষ্টি করে মুসলমানদের মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করেছে। সুতরাং তৎকালীন ভারতের মুসলমানগণ

তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক অগ্রগতির নিশ্চয়তা বিধান ও ধর্মীয় ও জাতীয় স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভারত বিভাগ করে একটি সম্মানজনক জীবনযাপনের ব্যাবস্থা করেন।

কিন্তু ভারত আজও তার পুরানো নীতি ভুলতে পারেনি। দেশ বিভাগের পর সীমানা চিহ্নিতকরণ ও পাকিস্তনের পাওনা প্রদান অস্বীকৃতি, পূর্ব পাকিস্তানে পানি সরবরাহ বন্ধের চেষ্টা, পাকিস্তানের আজাদী হরণ করার প্রচেষ্টা প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।

এবারও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পর্কে একই উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত সক্রিয় হয়েছে। ভারত এ যাবত যা করেছে, তা শুধু জঘন্য ও নিন্দনীয়ই নয়, এটা আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতিরও সম্পুর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং আমি ভারতীয় কার্যাবলীর তীব্র নিন্দা করে ভারত সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কখনই এই ভারতীয় চক্রান্তের স্বীকার হবে না, বরং ভারতীয় চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্যে তাদের জানমাল কোরবান করতে তারা এতটুকু দ্বিধা করবে না। পুর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের আজাদী রক্ষার জন্য এক কাতারে দাঁড়াবে।

আমি সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী ভাইদের প্রতি ভারতীয়দের অনুপ্রবেশের সম রকম প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার আবেদন জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে সেনাবাহিনী অভ্যন্তরীণ আইন ও শৃংখলা বজায়, শান্তি প্রিয় জনসাধারণের জান, মাল ও ইজ্জত রক্ষার কাজে নিয়োজিত ও দেশের সীমান্ত রক্ষায় প্রস্তুত রয়েছে। সেনাবাহিনী দুষ্কৃতিকারী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাচ্ছে। দেশে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা দরকার। সুতরাং আমি এ কাজে সকলের প্রতি সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতার অনুরোধ জানাচ্ছি।

দৈনিক পাকিস্তান, ৮ এপ্রিল, ১৯৭১।

ভারত পূর্ব পাকিস্তানীদের দাসে পরিণত করতে চায়
-মওলানা মফিজুল হক

পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলেমার সাধারণ সম্পাদক মওলানা মিয়া মফিজুল হক বলেন, ভারত পূর্ব পাকিস্তানের ৭ কোটি মানুষকে চিরদিনের জন্য দাসে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত রয়েছে।

এপিপির খবরে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার ঢাকায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে মওলানা মফিজুল হক বলেন, ভারত তাদের বেতার প্রচারণা ও সশস্ত্র লোক অনুপ্রবেশের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বিপথে পরিচালিত করেছে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে এই প্রদেশটিকে ধ্বংস করে দিতে চায়। তিনি বলেন, ভারতীয়রা বন্ধুর ছদ্মাবরণে দরদী সেজে আমাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড পঙ্গু করে দিচ্ছে।

তিনি বলেন, ভারতের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী হয়ে ভারতীয়দের সাহায্যের আশায় আছেন তারা বোকার স্বর্গে বসবাস করছেন। অতীতে প্রাকবিভক্ত কালীন দিনে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদ মুসলমানদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করেছিল, তা থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এমন কি এখনও তারা ভারতীয় মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মওলানা মফিজুল হক বলেন, আমরা নির্বাচনের বহু পূর্বেই (অধুনা বে আইনী ঘোষিত) রাজনৈতিক দলকে জাতিকে এক অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে না দেয়ার জন্য হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমাদের হুঁশিয়ারীর প্রতি কর্ণপাত করেননি। তিনি আরও বলেন, ভারতের ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। ভারতের যে কোন রকমের হুমকি মোকাবিলায় প্রতিটি পূর্ব পাকিস্তানী এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মওলানা হক শত্রুদের প্রতিহত এবং দেশে আইন শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে মোহাজেরীন এর সভাপতি দেওয়ান ওয়ারাসাত হোসেন খান পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও সংহতি রক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে লাখ লাখ মোহাজের যে কোন রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছেন বলে তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে আশ্বাস দিয়েছেন।

তিনি বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্যার্থে পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র ভারতীয়দের প্রেরণের দ্বারা ভারত আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নগ্ন হস্তক্ষেপ করেছে। আন্তর্জাতিক রীতিনীতির পরিপন্থী ভারত কর্তৃক এই ধরনের আক্রমণাত্মক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য বিশ্বজনমতের প্রতি তিনি আহবান জানিয়েছেন ।

দৈনিক পাকিস্তান, ৮ এপ্রিল, ১৯৭১

পাকিস্তানকে ধ্বংস করার আরেকটি পদক্ষেপ
ভারতের ভূমিকা প্রসঙ্গে কাউন্সিল
মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ

পাকিস্তান কাউন্সিল লীগের এগারো জন নেতা গত সোমবার সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ভারত পাকিস্তানের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে আসছে। এর বিশেষ কারণ এই যে ভারতের অঞ্চল থেকে দুটো অঞ্চলকে আলাদা করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে ভারত মানসিক দিক থেকে কখনোই মেনে নিতে পারেনি।

একথা সকলেরই জানা আছে যে ভারত বিভাগ বাতিল করার জন্য ভারত প্রতিটি সুযোগেরই সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করেছে । এমনকি ভারত ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের উপর সশস্ত্র হামলাও করেছিল । কিন্তু বীর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ এই জঘণ্য প্রয়াসকে পুরোপুরি ব্যর্থ করে দিয়েছে । আমাদের জনসাধারণ কখনোই ভুলবে না যে, লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জীবন ও সম্পদের বিনিময়ে ভারতীয় মুসলমানদের এই বাসভূমি অর্জিত হয়েছে । কোন গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ঐ আত্মত্যাগ করা হয়নি- হয়েছিল ইসলামিক সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে আদর্শভিত্তিক জীবনযাত্রা বাস্তবায়নের জন্য।

পাকিস্তান এখন বিভক্ত বলে ভারতীয় নেতারা যে অভিমত পোষণ করেছেন তা পুরোপুরি ভুল। সমগ্র জনসাধারণ দেশের সংহতি রক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পাকিস্তানের বর্তমান শাসনতান্ত্রিক সমস্যা পুরোপুরি অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং তা জনসাধারণকে দেশের সংহতি ও আদর্শ রক্ষা থেকে কখনোই বিরত করবে না।

ভারতীয় পার্লামেন্টে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার আর একটি পদক্ষেপ ছাড়া কিছুই নয়। ভারত তাই তার বেতার মারফত মিথ্যা ও অন্যায় প্রচারণা দ্বারা বিশ্বের জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আমরা নিশ্চিত যে, আমাদের জনসাধারণ এই ভিত্তিহীন প্রচারণায় কান দেবেন না।

ভারত আমাদের এই প্রিয় দেশ দখল করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে সশস্ত্র সৈন্য পাঠাচ্ছে।

আমরা দৃঢ় কণ্ঠে ভারতের এই দূরভিসন্ধিমূলক কার্যক্রমের নিন্দা করছি। আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য শত্রুর সকল চেষ্টা ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার আবেদন জানাচ্ছি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন (১) পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ সভাপতি এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম (২) পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল কাসেম (৩) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের

সভাপতি সৈয়দ খাজা খয়ের উদ্দিন (৪) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আতাউল হক খান (এডভোকেট), (৫) পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ আতাউল হক (এডভোকেট, (৬) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক নুরুল হক মজুমদার (এডভোকেট), (৭) ঢাকা শহর মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সেরাজুদ্দিন (৮) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম মুজিবুল হক (৯) ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি কে এম সেরাজুল হক (১০) ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক নেজামুদ্দিন (১১) ঢাকা শহর মুসলিম লীগের সম্পাদক এ মতিন (এডভোকেট)

দৈনিক পাকিস্তান, ৮ এপ্রিল, ১৯৭১।

প্রেসিডেন্টের ব্যবস্থা সমর্থনের আহবান
পিণ্ডি বারের ৮০ জন সদস্যের বিবৃতি

রাওয়ালপিণ্ডি, ৭ই এপ্রিল (এপিপি): পাকিস্তানের শত্রুদের উস্কানির দরুণ পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্টি সংকটের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার প্রতি পূর্ণ ও অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য রাওয়ালপিণ্ডি বার সমিতির ৮০ জন সদস্য দেশের সকল দেশপ্রেমিক লোকের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

গতকাল এক বিবৃতিতে আইনজীবীরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট মিঃ এন পদগর্নির লিপির জবাবে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। যথোপযুক্তভাবে পত্রের জবাবে পাকিস্তানের জনগণের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে বলে তারা উল্লেখ করেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের নিকট এবং বিশেষ করে ভারত সরকারকে এটা পরিষ্কার করে আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে, পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার জন্য দেশের সমস্ত মানুষ পাকিস্তানের শত্রুদের দূরভিসন্ধি নস্যাৎ করে দিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পেছনে ঐক্যবদ্ধ রয়েছেন।

বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, পাকিস্তানের শুরু থেকেই আইনজীবী সম্প্রদায় পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি রক্ষার সংগ্রামের প্রথম সারিতে রয়েছে।

আইনজীবীরা পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে যে কোন পদক্ষেপের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস প্রেসিডেন্টকে দিয়েছেন।

দৈনিক পাকিস্তান, ১ এপ্রিল, ১৯৭১।

আওয়মী লীগ ভারতের পক্ষেই কাজ করছিল

কাজী কাদের

করাচী, ৮ ই এপ্রিল (এপিপি)। পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাইয়ুম গ্রুপ) প্রধান সংগঠক জনাব কাজী আবদুল কাদের আজ এখানে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের সময়োচিত পদক্ষেপ এবং একই সাথে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি ব্যাপারে একটি কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাহলো, আওয়ামী লীগ নেতারা পাকিস্তানের পরম শত্রু ভারতের পক্ষেই কাজ করছিলেন।

তিনি এখানে এক সাংবাদিক সম্মলনে বক্তৃতা করছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী জনাব কাদের শেখ মুজিবুর রহমানের এবং বে-আইনী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন সমস্ত অরাজকতার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানই দায়ী।

তিনি বলেন, নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমান গোটা পরিস্থিতিটাকে সঠিকভাবে পরিচালিত না করার দরুণই পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসসহ আরো কতিপয় ঘটনাকে শেখ মুজিবুর রহমান মূলধন করেছিলেন। তার গোটা রাজনীতি মাত্র একটি বস্তু অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান এবং তার অধিবাসীদের ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কাজী কাদের বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান গোটা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ভারতের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এ জন্যেই তিনি তার রাজনীতি পূর্ব পাকিস্তানে সীমিত রেখেছিলেন।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়ী হয়েছে এটা সত্য। কিন্তু তারা শোষণের বিরুদ্ধে চটকদার শ্লোগান দিয়ে এবং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানীদের মন বিষিয়ে তুলেই বিজয়ী হয়েছে। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি ভারতের সাথে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের যোগসাজশের আসল মতলবটা যদি জনসাধারণ জানতো, তাহলে তারা নিষিদ্ধ দলটিকে কোন মতেই ভোট দিত না।

জনাব কাদের বলেন যে, বিগত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্র বিরোধী চক্র কুখ্যাত হিন্দু গুণ্ডা এবং দুর্বৃত্ত দুষ্কৃতকারী দলের আর্শীবাদ পেয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারকালে আওয়ামী লীগের নেতারা তাদের উদ্দেশ্য অর্থাৎ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং আমাদের প্রিয় দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করার কথা প্রকাশ করেছিল।

পূর্ব পাকিস্তনের সাবেক খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী জনাব কাদের বলেন যে, আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলনে যা যা ঘটেছে তার সব কিছুর জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দলই পুরোপুরি দায়ী।

তিনি বলেন যে, শেখ মুজিব ও তার দলের লোকেরা কুখ্যাত বাইশ পরিবারের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা পয়সা নিয়েছে।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের কাছে তুলে দেয়া বা মাতৃভূমির বাকি অংশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে জনসাধারণ নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি।

রাষ্ট্র বিরোধীদের বিরুদ্ধে সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে কাজী কাদের তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের কাছে তুলে দেয়ার আওয়ামী লীগ নেতাদের ষড়যন্ত্র অংকুরেই বিনাশ করে প্রেসিডেন্ট তার রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্বই পালন করেছন।

কাজী কাদের পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ এবং ভারতীয় পত্রপত্রিকা ও বেতারের জঘন্য প্রোপ্রাগাণ্ডা এবং নাক গলানোর জন্যে ভারতকে উৎসাহদানকারী এবং পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির বিকৃত খবর পরিবেশনরত পাশ্চাত্যের এক শ্রেণীর পত্র পত্রিকার তীব্র নিন্দা করেন।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে চীন যে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করছে, তিনি তাকে স্বাগত জানান।

কাজী কাদের বলেন যে, নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ প্রবর্তিত ফ্যাসিবাদী নীতিতেই গত নির্বাচন সম্পাদিত হয়েছিল। তিনি বলেন যে, পাকিস্তান মুসলিম সব সময় পাকিস্তনের সংহতি ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছে। যখনই মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও ৬দফা কর্মসূচীর বিরুদ্ধে কথা বলেছে তখনই তাদের পশ্চিম পাকিস্তনী শোষকদের তাবেদার বলে অভিহিত করা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তাদের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীই প্রমাণ করেছে যে, পাকিস্তান মুসলিম লীগ যে কথা বলেছিল তা সম্পূর্ণ সত্য।

দৈনিক পাকিস্তান, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১।

পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে সোভিয়েট মনোভাবের প্রতিবাদ
সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো

করাচী, ১৪ ই এপ্রিল (এপিপি)।-পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের জনগণের পক্ষে আজ সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের মনোভাবের জোর প্রতিবাদ করেছেন। তিনি তার দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগনির বাণীকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 'নগ্ন হস্তক্ষেপ' বলে বর্ণনা করেছেন।

তিনি পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে গণচীনের ভূমিকাকে সঠিক এবং সময়নুগ বলে অভিহিত করে বলেন, সোভিয়েটের মনোভাব লেনিনবাদ ও মার্কসবাদের শিক্ষার পরিপন্থী।

পদগর্নিও বাণীর জবাবে জাতিসংঘ সনদ ও বান্দুং নীতিতে বর্ণিত সদস্য দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি সোভিয়েট ইউনিয়নকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন জাতিসংঘ সনদ এবং বান্দুং নীতি ভুলে গিয়েছে কিনা জানি না। তবে তারা লেনিনের সমাজতন্ত্রের আদর্শ ভুলে গিয়ে থাকলে সেটাই হবে বিস্ময়কর।

ভুট্টো বলেন, এটা সোভিয়েট ইউনিয়নের স্থপতি ও নির্মাতা ভি আই লেনিনের বৈদেশিক হস্তক্ষেপের প্রশ্নে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্ক সংক্রান্ত বিখ্যাত নীতির বরখেলাপ। অথচ উক্ত নীতি হলো সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যতম প্রধান নীতি।

ভুট্টো বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি বৃহৎ শক্তি প্রতিবেশী এবং পাকিস্তনের এক ভাল বন্ধু। পাকিস্তান তার সাথে ভাল সম্পর্ক চায় এবং এ লক্ষ অর্জনের জন্য পাকিস্তান সোভিয়েটের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার জোর প্রচষ্টো চালিয়েছে। এই প্রসংগে তিনি মন্ত্রী থাকাকালে সোভিয়েট ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে তার ব্যক্তিগত ঘভীর আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রে রাষ্ট্র সম্পর্কেও ক্ষেত্রে দেওয়া নেওয়ার উপদানটি খুবই জরুরী।

তিনি বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সংকট সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে টিঠি লিখেছেন, যে বিষয়টি পাকিস্তানের অভ্যান্তরীণ এখতিয়ারে ছিল এবং থাকবে।

যে সংকট দেখা দিয়েছে, স্বভাবতঃই তার রাজনৈতিক সমাধানই পাকিস্তানেরা কাম্য হবে।

আমরা রাজনৈতিক সমাধানের সব রকম চেষ্টা করেছি। যখনই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসবে, আমি নিশ্চিত যে, আলোচনার সূত্র বের করা হবে এবং রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর নতুন প্রয়াস শুরু হবে। কেননা রাজনৈতিক নিষ্পত্তিই হলো স্থায়ী নিষ্পত্তি।

তিনি অবশ্য বলেন, পাকিস্তান কোন রাজনৈতিক মীমাংসা অথব্য অন্য কোন সমাধান পেল কিনা সেটা সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তনের জনগণের নিজস্ব ব্যাপার। নিষ্পত্তির ধরন কি হবে সেটা তারাই ঠিক করবেন। আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান বিভাবে করবো সে ব্যাপারে অন্য কারো উপদেশ আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা অন্য কোন দেশের কলোনী নই অথবা কারো প্রভাবাধীন নই যে আমাদের এ ধরনের উপদেশ মানতে হবে।

যাই হোক, ভুট্টো বলেন যে, পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের সময় অন্যান্য কতিপয় দেশের ভুমিকা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করতে চান না।

আমি এটা বলছি কারণ এ পর্যন্ত তাদের মনোভাব অস্পষ্ট এবং তাদের হস্তক্ষেপের কোন প্রমাণ নেই। আর প্রমাণ এখনো এমন সিদ্ধান্তমূলক নয় যে, এর প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। যাই হোক আমরা পরিস্থিতি লক্ষ্য করছি এবং তাদের হস্তক্ষেপের মাত্রা বাড়লে এবং আমরা হস্তক্ষেপে সম্পার্কে নিঃসন্দেহ হলে আমরা অবশ্যই আমাদের জনগণকে আস্থায় আনব এবং পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

বৈদেশিক হস্তক্ষেপ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার পরই শুধুমাত্র চীন পাকিস্তানকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এটা সন্দেহাতীতরুপে প্রমাণিত হয় যে ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। চীন প্রধান এশীয় শক্তি এবং পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারত কর্তৃক আর্ন্তজাতিক রীতি নীতি ও জাতিসংঘ সনদ নগ্নভাবে লংঘনের প্রতিবাদ করেছে।

ভারতীয় হস্তক্ষেপ প্রতিরোধের এই ন্যায্য সংগ্রামের চীনা সমর্থনের জন্য পাকিস্তানী জনগণ চীনের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমাদের অভ্যন্তরীণ অসুবিধা সমূহ দূর করার কাজ বিদেশী রাষ্ট্রগুলো আমাদের হাতে ছেড়ে দিলে ভাল হয়।

আমরা গুরুতর সমস্যায় নিপতিত এবং আমরা এর প্রতি অবিভক্ত ও পূর্ণ দৃষ্টি দিতে চাই।

জনাব ভুট্টো বর্তমান সংকটের মোকাবিলায় জনগণের ব্যাপক অংশ গ্রহণের দাবী জানান।

তিনি বলেন, বৈদেশিক হস্তক্ষেপ রোধের একটি নিশ্চিত পন্থা হলো তার মোকাবিলায় ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ।

তিনি বলেন যে, গঠনমূলক রাজনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে ফলপ্রসূভাবে বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়। তিনি জানান যে, ভিত্তিহীন ও মিথ্যে কাহিনী ও গুজব ছড়িয়ে এই পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করা হচ্ছে। জনাব ভুট্টো বলেন যে, জনসাধারণ বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরুপে পিপলস পার্টিকে নির্বাচিত করেছে। তাই জনগণের প্রতি পিপলস পার্টির সরাসরি ও বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। বর্তমান সংকট অবসানের জন্যে তাদের গঠনমূলক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

তিনি বলেন যে, এ ব্যাপারে গত ১লা ও ২রা এপ্রিল রাওয়ালপিণ্ডিতে তিনি প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তারা বর্তমান সংকট সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। জনাব ভুট্টো বলেন, দেশের বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতি অবসানের জন্যে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ যে প্রয়োজন সেকথা আমি প্রেসিডেন্টকে বলেছি। জনাব ভুট্টোর ধারণা,

প্রেসিডেন্ট সমস্যাটি সমাধানের উদ্দেশ্যে যাতে যুক্ত প্রচেষ্টা চালাতে পারেন সে জন্য তিনি (প্রেসিডেন্ট) ক্রমান্বয়ে ব্যাপকভাবে জনসাধারণ ও তাদের প্রতিনিধিদের সংযুক্ত করতে ইচ্ছুক হচ্ছেন।

তিনি বলেন, আমাদের বিশ্বাস, এ ধরনের জাতীয় একমাত্র জনগণই সমাধান করতে পারে। অবশ্য আমরা যদি আমাদের ব্যাপারে ঠিকঠাক করার, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার, অতীত অবস্থা বর্জন ও নতুন করে জীবন শুরুর জন্যে সংকল্পবদ্ধ হই।

পাকিস্তানকে খণ্ডিত করার চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেছে
ফরিদ আহমদের বিবৃতি

এপিপি পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ, মৌলবী ফরিদ আহমদ গতকাল বলেছেন, পাকিস্তানকে খণ্ডিত করা এবং মুসলমানদের হিন্দু ব্রাক্ষণ্য ফ্যসীবাদের ক্রীতদাসে পরিণত করার ভারতীয় চক্রান্ত বর্তমানে নিরপেক্ষ বিশ্ববাসীর কাছে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, দেশদ্রোহী ও পাকিস্তানীদের মধ্যে থেকে হিন্দু-ভারতের সংগৃহীত ক্রীড়ণকদের রক্ষা করার জন্য হিন্দুস্থান পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক অত্যাচারের মনগড়া ও ভিত্তিহীন কাহিনী ব্যাপকভাবে প্রচার করছে। হিন্দু-ভারতের সঙ্গে যে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরা ষড়যন্ত্র করছে, তারাই আগ্রহভরে এই মিথ্যা সংবাদ গোপনসূত্র থেকে প্রাপ্ত বলে প্রচার করছে।

তিনি বলেন, এই সব সংবাদদাতা সক্রিয়ভাবে এই কুকর্মে লিপ্ত রয়েছে। ঢাকা শহর ধ্বংস করা হয়েছে, ট্যাঙ্ক যুদ্ধ, ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও, জেনারেল টিক্কা খানের হত্যা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, চট্টগ্রাম বন্দর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, শেখ মুজিব ও তাঁর অনুগামীগণ কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন এবং আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির বিভিন্ন অংশের রণাঙ্গণে বিরাট বিজয়ের মিথ্যা সংবাদ বর্তমানে সম্পূর্ণরুপে ফাঁস হয়ে পড়েছে।

মৌলবী ফরিদ আহমদ বলেন, যাঁরা এই মিথ্যাচার পরীক্ষা করেছেন, তাঁদের সীমান্ত পারের এই অসত্য প্রচারণা ঘৃণা সৃষ্টি করেছে।

মৌলবী ফরিদ আহমদ বলেন, আমার দুবার চট্টগ্রাম সফর এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সাথে আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয়েছে। ১লা মার্চ থেকে ২৯শে মার্চ পর্যন্ত সময়ে সবশ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করা হয়। রিপোর্ট ও আনুমানিক হিসেবে প্রায় এক কোটি টাকা বেআইনী আওয়ামী লীগ গণবাহিনীর সদস্যরা বন্দুকের মুখে আদায় করেছে। এই কাজে চট্টগ্রামের সুপরিচিত হিন্দু যুবকেরা সক্রিয়ভাবে তাদের সাহায্য করেছে। আমরা বর্বরতার এমন এক অধ্যায় প্রত্যক্ষ করেছি, যা এক শ্রেণীর পশু তাদের স্বগোত্রীয় পশুদের ওপরেও প্রয়োগ করে না।

কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে মৌলবী ফরিদ আহমদ বলেন, ২৬শে মার্চ রাত্রে পাথরঘাটার কার্যরত প্রহরীদের হত্যা করা হয়। তাদের অপরাধ, তারা এমন এক শ্রেণীর মুসলমান যাকে হিন্দু ও তাদের সহযোগীরা পছন্দ করে না। এই প্রহরীদের মধ্যে একজন কোন মতে রক্ষা পায় এবং সে শপথ নিয়ে আমকে বলেছে কিভাবে ২৬শে মার্চ তাদের ওপর হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছে। একইভাবে কর্ণফুলীর কাগজ কলের কর্মচারীগণ তিনটি ট্রাকযোগে আশ্রয়লাভের জন্য যখন চট্টগ্রামে আসছিল তখন কালুর ঘাটের পুলের কাছে তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়। শেরশাহ কলোনীতি আরও ৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে। শহরের বিভিন্ন অংশ থেকে একই ধরনের খবরাখবর পাওয়া গেছে।

সমস্ত ওয়ালেস কলোনী অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছে। কাউকে রেহাই দেয়া হয়নি।

আমাদের মাতৃভূমিতে ভারতীয় এজেন্টদের হাতে আমাদের কি এই মূল্য দিতে হবে? ইসলামের নামে যে দেশের জন্ম, সেই দেশে আশ্রয় লাভের জন্য যারা হিন্দুস্তানে তাদের সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন, তারা কি এমন ব্যবহার পাবেন যেমন ব্যবহার পশুরাও মানুষের কাছ থেকে আশা করে না?

মৌলবী ফরিদ বলেন, সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা হচ্ছে, গত ২৭শে অথবা ২৮শে মার্চ সকালে ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী চার ভাই যখন পবিত্র কোরান পাঠরত ছিলেন, তখন বেআইনী আওয়ামী লীগ সদস্যদের সাহায্যে ভারতীয় এজেন্টরা তাঁদের আক্রমণ করে । তিনজনের কাছ থেকে তিনটি পবিত্র কোরান তারা ছিনিয়ে নেয়।চতুর্থ ব্যক্তি জনাব আব্দুল মজিদ তাঁর কোরান দিতে অস্বীকার করেন। তখন, অন্যান্য তিনজনসহ তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

তিনি বলেন, একমাত্র ইসলামের নামেই এই দেশের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস ভারতীয় এজেন্টরা তথাকথিত সাংস্কৃতিক বাংগালী জাতীয়তাবদের নামে এমন জঘন্য কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয়েছে, যা করতে হিটলারের ঘাতকদের বর্বরতাও লজ্জা পাবে।

তিনি বলেন, এই ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতেই সেনাবাহিনী এই সমস্ত লোকদের উচ্ছেদ করে পরিস্থিতি আয়ত্বে এনেছে। এদেরই হিন্দুস্তানী গুণ্ডারা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী বলে উল্লেখ করছে। এ সব কারণেই চট্রগ্রামবাসীরা সেনাবাহিনীকে তাদের ত্রাণকর্তারুপে দুই হাতে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। অনেকে প্রকৃত ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমে সেনাবাহিনীর এই মহান কার্যকলাপে চট্রগ্রামের শাহী জামে মসজিদে অশ্রুসিক্ত নয়নে মোনাজাত করেছেন। ভারতের সাহায্যপুষ্ট গুণ্ডাদের ষড়যন্ত্র বিশ্ববাসীর কাছে উন্মোচনের জন্য আমি কর্তৃপক্ষকে ঘরে ঘরে তদন্ত চালিয়ে সব রকমের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য অনুরোধ জানাই।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ এপ্রিল ১৯৭১।

ইয়াহিয়া-ভুট্টোর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে
-সলিমী

লারকানা, ১৩ ই এপ্রিল (এপিপি)- বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব বি এ সলিমী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিচ্ছিন্নতাবাদী সাথে তাঁর সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতা এবং অননুমোদন ঘোষণা করেছেন।

গত রোববার এক বিবৃতিতে তিনি বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের দেশ-প্রেমিক এবং দলের গোপন বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনার সম্পর্কে অগ সদস্যদের প্রতি বর্তমান সংকট উত্তরণ এবং জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতা অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও পিপলস পার্টি প্রধান জনাব ভুট্টোর সাথে সহযোগিতারও আহ্মান জানান।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও পিপলস পার্টি প্রধান জনাব ভুট্টো সাম্প্রতিক সংকটে যে বীরত্বপূর্ণ ও গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছেন সেজন্যে জাতি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং তাদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

তিনি পাকিস্তানের প্রতি ভারতের শত্রুতামূলক আচরণেরও নিন্দা করেন। সেনাবাহিনীর দক্ষতায় আস্থা প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমাদের সেনাবাহিনী পাকিস্তানের দুশমনদের সব অশুভ চক্রান্ত নস্যাৎ করে বর্তমান সংকট পাড়ি দেবে তাতে আমরা নিশ্চিত।

জনাব সলিমী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের দ্বৈত ভুমিকারও কঠোর নিন্দা করেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১।

ভুট্টোর নির্দেশঃ প্রেসিডেন্টের হস্ত শক্তিশালী করুন

চিস্তিয়ান ১৯ এপ্রিল, (পিপিআই)- পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জেড, এ ভুট্টো যারা পাকিস্তানের অখণ্ডতা আর সংহতির বিরুদ্ধে কাজ করছে তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তাদের সম্পর্কে সরকারের কাছে রির্পোট করার জন্য দলীয় সদস্যদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

এখানকার পিপিপি প্রেসিডেন্ট সৈয়দ ইমদাদ হোসেন শাহের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে জনাব ভুট্টো এই আহবান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর দলীয় সদস্যদের প্রতি বর্তমান সংকট নিরসনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের হস্তকে শক্তিশালী করার কাজে আত্মনিয়োগের আহবান জানান।

-পূর্বদেশ, ২০ এপ্রিল, ১৯৭১।

রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের জন্য শাসনতন্ত্র জারির সুপারিশ

করাচী প্রেস ক্লাবে খান আবদুল কাইয়ুম খান

করাচী, ২রা মে (পিপিআই)- কাইয়ুমপন্থী পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট খান আবদুল কাইয়ুম খান আজ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের জন্য একটি শাসনতন্ত্র জারি করার সুপারিশ করেন।

করাচী প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে তিনি বলেন শাসনতন্ত্রের অভাবে দেশ বেশী দিন চলতে পারে না। তিনি যে শাসনতন্ত্রের উল্লেখ করেন তাতে মৌল অধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে এবং দেশের ঐক্য ও সংহতি এমনভাবে বিধিবদ্ধ করতে হবে যাতে ভিতরের ও বাহিরের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। মুসলিম লীগ প্রধান শক্তিশালী কেন্দ্রের সুপারিশ করেন এবং বলেন যে, পূর্বের চেয়ে এখন এর প্রয়োজন আরো বেশী। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বেআইনী ঘোষণা করার দাবী জানান।

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ধ্বংস করতে হবে

এপিপি পরিবেশিত এক খবরে বলা হয় যে, কাইয়ুমপন্থী পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট খান আবদুল কাইয়ুম খান গতকাল করেন যে, দেশের যে কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শক্তির মাধ্যমে ধ্বংস করতে হবে।

সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব, এ, এম, কোরেশী আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতাকালে খান কাইয়ুম বলেন যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বীজ পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তির মধ্যেও রয়েছে। তিনি বলেন, যে সমস্ত রাজনৈতিক দলও ব্যক্তি আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় যেতে সহায়তা করেছিলো এবং নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের হাতে অতি সত্বর ক্ষমতা দানের দাবী করেছিলো তাদেরকেও প্রকাশ্য তুলে ধরতে হবে এবং এই সমস্ত দলগুলোকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিৎ।

সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে অনুরুপ ধ্বংসাত্মক কাজ পশ্চিম পাকিস্তানে ঘটবার জন্যও কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক ব্যক্তি চেষ্টা করছে বলে কাইয়ুম খান বর্তমান সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, ভারত যাতে চীনের বিরুদ্ধে লড়তে পারে সে জন্য তারা ভারতের হাত শক্তিশালী করতে চেষ্টা করছেন। ইতিপূর্বে তিনি বলেছেন, ভারত চীনের বিরুদ্ধে লড়বার মতো অবস্থায় নেই। সে যে সামরিক সাহায্য পাচ্ছে তা পাকিস্তানের

বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হবে। সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে যে বিপুল পরিমাণে ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আটক করা হয়েছে তা এরই প্রমাণ।

খান আবদুল কাইয়ুম খান বলেন পাকিস্তান দুই জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে একটি আদর্শ রাষ্ট্র যেখানে হিন্দু ও মুসলমান দু'টি আলাদা জাতি।

তিনি বলেন জাতির পিতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দেশের জন্য যে নীতি নির্ধারণ করে গেছেন তার বাস্তবায়ন ছাড়া পাকিস্তান টিকে থাকতে পারে না।

তিনি বলেন, মুসীলম লীগ নেতৃত্বের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত, ব্যক্তি ঘৃণা এবং খারাপ ইচ্ছার জন্য তিন মুসলিম লীগ এক হতে পারেনি।

কাইয়ুম খান বলেন যে কেবলমাত্র তার দলই শেখ মুজিবর রহমান এবং তাঁর ছয় দফার খোলাখুলি বিরোধিতা করেছে এবং ৬ দফা সম্পর্কে দেশকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। আজ এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, ৬ দফা আসলে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করার কর্মসূচী এবং শেখ মুজিবর রহমান ভারতের এজেন্ট।

তিনি বলেন, পাকিস্তান কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনি এবং বিদেশী রাষ্ট্র তা ছোট হোক বা বড় হোক তারা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাক তা পাকিস্তান চায় না। তিনি বলেন আমরা কোন বিদেশী রাষ্ট্রকেই বিশ্বের পুলিশী ভুমিকায় স্বীকার করবো করবো না।

এর পূর্বে জনাব এ, এম, কোরেশী তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, কেবল জনাব কাইয়ুম খানই প্রকাশ্যে শেখ মুজিবর রহমান ও ৬ দফার বিরোধিতা করেছেন। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে কাইয়ুম খান বলেন যে পাকিস্তানের উভয় অংশে একই সময় ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তিনি বলেন যে প্রথম বিষয় হলো এই ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক জীবন ও স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তিনি আরও বলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানে জনপ্রতিনিধিদের হাতে খণ্ডভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে তাদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করার অভিযোগ আসবে।

পশ্চিম পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী কারা সাংবাদিকরা জানতে চাইলে কাইয়ুম খান ওয়ালীপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন খান আব্দুল গাফফার খান কাবুলে থেকে এই দল পরিচালনা করছেন। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, এমন কোন কথা নেই যে দেশের নেতৃত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ থেকে আসতে হবে। নেতৃত্বের প্রশ্ন নির্ভর করে নেতার গুণপনার উপর।

-পূর্বদেশ ৩মে ১৯৭১।

নয়া সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য

শাহ্ আজিজের আহবান

ঢাকা ৪ঠা মে (এপিপি)। জাতীয় পরিষদের সাবেক বিরোধী দলের সহকারী নেতা শাহ্ আজিজুর রহমান গত সোমবার এক বিবৃতিতে ভারতের নয়া সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধিকে নস্যাৎ করার পাকিস্তানের সশস্ত্র

বাহিনীকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা দান করার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানান। শাহ্ আজিজের বিবৃতির অংশ বিশেষ নিম্নে দেয়া হলোঃ

আমার দেশবাসী পাকিস্তান সৃষ্টি ও তার অস্তিত্ব সংরক্ষণের সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন রয়েছে। বিশ্ব পার্লামেন্টারী ফোরামে আমি ভারতের দূরভিসন্ধি ও কাশ্মীর সম্পর্কে, ন্যায়সঙ্গত দাবি সম্পর্কে আমাদের জাতীয় অভিমত পেশ করেছিলাম। পাকিস্তান সরকার এ ধরনের কয়েকটি বক্তৃতা প্রকাশ ও প্রচারও করেছিলেন।

রাজনৈতিক দলগুলোক সর্বাধিক সুযোগ সুবিধাদানের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সচেষ্ট ছিলেন। আওয়ামী লীগ নামে পূর্ব পাকিস্তান প্রধান রাজনৈতিক দলটি সাম্প্রতিক নির্বাচনে পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেও গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। আওয়ামী লীগের তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের শ্লোগানে এখানে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল। সর্বত্র ভীতি ও ত্রাস বিরাজ করছিল। গত নির্বাচনের সময় আমাকেও আমার কর্মীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছিলো। এর বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ উত্থাপন করেও কোন রকম সাড়া পাওয়া যায়নি। মানুষের দেশপ্রেমের নিশ্চয়তা পরিমাপের কোন যন্ত্র নেই বলে তিনি জানান।

দেশের সংহতি বিনষ্ট করার জন্য ২৫শে মার্চের আগে যারা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো দেশ প্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী তাদের সে প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিয়েছে। ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যে জঘন্য হস্তক্ষেপ করছে তিনি তার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ভারত আন্তর্জাতিক সমস্ত বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করেছে। ভারতের বন্ধুত্বের মুখোশ বিশ্বের কাছে ধরা পড়ে গেছে। ভারত যাতে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে সে জন্য তিনি হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেন। নয়া সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে দেশ প্রেমিকদের সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতাদানের জন্য শাহ্ আজিজুর রহমান জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

-পূর্বদেশ, ৫ মে, ১৯৭১।

ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে
-হাজারভী

পেশোয়ার, ১৩ই মে (পিপিআই)।- পশ্চিম পাকিস্তান জমিয়ত উল-উলামা-ই ইসলামের সাধারণ সম্পাদক মওলানা গোলাম গাউস হাজারভী বিশেষ করে প্রাদেশিক পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কারণ তাঁর মতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রদেশগুলোতে অবস্থা কিছুটা অনুকূল হয়েছে।

গত মঙ্গলবার এখানে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে যে সব গণপ্রতিনিধি দেশপ্রেমিক বলে পরিচিত যদি তাদেরকে প্রদেশের শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দেয়া হয় তাহলে ভারতীয় অনুপ্রবেশের বাকী সব কিছু নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার কাজে তারা সেনাবাহিনীকে বিরাটভাবে সাহায্য করতে পারবেন। মওলানা হাজারভী কলেন যে, এই সরকারের কর্ম হবে অস্থায়ী। তবে বিশ্বজনমতকে পাকিস্তানের পক্ষে আনায় তা অনেক দূর সাহায্য করবে।

-পূর্বদেশ, ১৪ মে ১৯৭১।

মুফতি মাহমুদ বলেন-ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী হাস্যকর

লায়লপুর, ২০ মে (এপিপি) ।-জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সাধারণ সম্পাদক মওলানা মুফতি মাহমুদ আজ যে কোন প্রকারে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবীকে হাস্যকর বলে আখ্যায়িত করেন। কেননা এখন জাতি তার অস্তিত্বের এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে।

এখানে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে জমিয়ত নেতা বলেন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি যতক্ষণ পর্যন্ত আস্থা পোষণ করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নটি আলোচিত হতে পারে না। এই প্রদেশে পূর্ণ অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হলেই এই আস্থা ফিরে আসা সম্ভব হতে পারে। সরকারের সামনে এখন প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে যত শীঘ্র সম্ভব অর্থনৈতিক জীবন পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং ইহা সম্ভব সমগ্র জাতি সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্ণ ও দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানালেন ।

তিনি বলেন যে দেশের এক অংশে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে তা আরো জটিলতার সৃষ্টি করবে । তিনি বলেন ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে একটি আইনগত অসুবিধাও রয়েছে। আইনগত কাঠামো নির্দেশের সংশোধন না করা হলে এই পরিবর্তন সম্ভব নয়। কেননা এতে প্রদেশের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন বিধান নাই।

যে কোন প্রকারেই হোক না কেন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হলে তার পূর্বে জাতীয় পরিষদকে একটি শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে যা এখনো হয়ে ওঠেনি।

সংকট নিরসনের জন্য প্রেসিডেন্টের একটি শাসনতন্ত্র দেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তার বিশ্বাস হলো জনপ্রতিনিধিদেরই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা উচিত। অবশ্য তিনি এও বলেন যে প্রেসিডেন্ট যে আইনগত কাঠামো নির্দেশ জারি করেছিলেন তাই তিনি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র হিসেবে অনুমোদন করতে পারেন।

-পূর্বদেশ, ২১ মে, ১৯৭১।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রশ্নে আলোচনা করেছি
সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো

করাচী, ২১শে মে (এপিপি)।-পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো গতকাল এখানে বলেন যে, প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তাঁর আলোচনা অনুযায়ী চলতি সালের শেষের মধ্যে কিছুটা ফল পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা করেন।

পিপিলস পার্টি প্রধান জনাব ভুট্টো এখানে ক্লিফটনে তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনা করছিলেন। গতকাল সকালে তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। জনাব ভুট্টো বলেন যে, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তিনি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করেছেন এবং এ সকল প্রশ্নে তার দলের মতামত প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে যখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক নয় তখন জনগণের পক্ষে বিভাবে সরকারী কাঠামোয় অংশগ্রহণ ও তার গণতন্ত্রীকরণ সম্ভব বলে তিনি মনে করেন প্রশ্ন করা হলো ভুট্টো বলেন, এই সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

তিনি বলেন, তিনি এখন বিস্তারিত বিবরণ দেবেন না, কারণ, অন্যান্য কারণের মধ্যে খোদ পাকিস্তানই দেখিয়ে দিয়েছে যে কথার বন্দী হওয়া কিরুপ বিপজ্জনক।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে খণ্ড খণ্ডভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের মধ্যে ঔপনিবেশিক আচরণের মনোভাব সৃষ্টি হবে বলে কতিপয় নেতা যে মত প্রকাশ করেছেন তা কার্যতঃ জোরদার হবে কিনা। জনাব ভুট্টো বলেন, তিনি এই মতের সঙ্গে একমত নন।

জনাব ভুট্টো দেশের বর্তমান সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহবান জানান।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পূর্ব পাকস্তানের কতিপয় নির্বাচনী এলাকায় উপনির্বাচন হবে বলে তিনি মনে করেন। পূর্ব পাকিস্তানের নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যদের যতখানি সম্ভব ক্ষমা করা উচিত।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যদের রাজনৈতিক সামঞ্জস্য বিধানের জন্য রাজনৈতিক দল আইনের কড়াকড়ি শিথিলে তার কোন আপত্তি নেই।

তিনি বলেন, তার দলের সদস্যদের আনুগত্য সম্পর্কে তার কোন সন্দেহ নেই বরং অন্যান্য দলের এম এন এ রা তার দলে যোগ দিতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তবে পিপলস পার্টি তাদের খোশ আমদেদ জানাবে কিনা সেটা ভিন্ন প্রশ্ন।

যাই হোক অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি দল পরিবর্তনের ব্যাপারে কিছুটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী।

ভুট্টো বলেন যে প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনাকালে তিনি সংবাদপত্রের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক তৎপরতা পুনরুজ্জীবনের জন্য তার দলের দাবী পুনরুল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন, সংবাদপত্র এমনিতেই সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী পরিচালিত এবং সেন্সরশীপ কড়াকড়ি নিষ্প্রয়োজন বলে তার দল মনে করে ।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২২ মে ১৯৭১।

রহমতে এলাহী বলেন-নতুন করে নির্বাচন চাই

করাচী, ২৩শে মে (পি পি আই)। জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল চৌধুরী রহমতে এলাহী আজ নয়া আদমশুমারীর ভিত্তিতে দেশে নতুন করে নির্বাচনের দাবী করেন।

আজ বিকালে স্থানীয় এক হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে তিনি বলেন স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় আমাদের ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক জীবন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

জামাত নেতা পূর্ব পাকিস্তান সফর করে এখানে ফিরেছেন তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে মোটামুটি অবস্থা স্বাভাবিক এবং সেখানে মিল কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়েছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে চৌধুরী রহমতে এলাহী বলেন যে, এ সময় ক্ষমতা হস্তান্তর করা ঠিক হবে না।

তিনি ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও দেশ বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে সংকট থেকে জাতিকে বাঁচানোর জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসা করেন। তিনি ভারতকে পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্র করার জন্য অভিযুক্ত করেন । সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য তিনি পূর্ব পাকিস্তানীদেরও প্রশংসা করেন। সমগ্র পূর্বাঞ্চল সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

-পূর্বদেশ ২৪ মে, ১৯৭১।

জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার সময় এসেছে

নওয়াবশাহে ভুট্টো

নওয়াবশাহ, ৩১ শে মে (এপিপি)।- পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জেড, এ ভুট্টো আজ আবার বলেন যে, জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্বারাই শুধু বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের সমাধান সম্ভব।

তিনি বলেন যে যারা রাজনীতির সাথে জড়িত ও দেশের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল তাদের ছাড়া কারো পক্ষে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

দলীয় কর্মী ও ছাত্রদের এক সভায় জনাব ভুট্টো বলেন যে, যারা জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন তাদের হাতে এখন ক্ষমতা তুলে দেবার সময় এসেছে। এর ফলে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে পারবে। তিনি বলেন, জনগণই এই রায় দিয়েছে এবং তা যত শীঘ্র সম্ভব বাস্তবায়ন করা উচিত।

জনাব ভুট্টো বলেন, আমরা জনসাধারণের সঙ্গে রয়েছি এবং দরকার হলে নিজেদের জীবনের বিনিময়েও নির্বাচনের সময় দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হবে।

তিনি বলেন যে পাকিস্তান পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত। এর পাচঁটি প্রদেশই শক্তিশালী না হলে দেশ শক্তিশালী হতে পারে না।

তিনি বলেন, শেখ মুজিব যে ভুল করেছিলেন তিনি তা করবেন না এবং শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের তরুণদের জন্য যে বিপর্যয় ডেকে এনেছেন সিন্ধুর তরুণদের তেমনি ধ্বংস হতে তিনি দেবেন না। তিনি বলেন, আমি সিন্ধুর যুবকদের ভুল পথে নয়, সঠিক পথে পরিচালিত করব।

পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান বলেন যে, জাতীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠা ও ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পর কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলোতে জনসাধারণের সরকার গঠিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির জন্য তা সম্ভব হয়নি।

তিনি বলেন যে, যারা নির্বাচনে হেরেছে তাদের পূর্ব পাকিস্তানের সংকটের সুযোগ নেয়া উচিত নয়। তাদের জনসাধারণের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২ জুন, ১৯৭১।

পাকিস্তানের নিরাপত্তা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে
কাজ করার আহবান
আতহার আলীর বিবৃতি

সাবেক এম এন এ ও পাকিস্তান মরকাজী জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলামের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট মোঃ আতহার আলী পাকিস্তানের নিরাপত্তা সংহতি ও সমৃদ্ধিও জন্য আরো উদ্যমের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

গত মঙ্গলবার এপিপি পরিবেশিত এক বিবৃতিতে তিনি জনগণকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন, মুসলমানের শত্রুদেশগুলো লাখো লাখো মুসলমানের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পাকিস্তানের ক্ষতি সাধনের জন্য বিরামহীন চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি বলেন পাকিস্তান রক্ষা পেলেও শত্রুর চক্রান্তের অবসান ঘটেনি। এই পবিত্র দেশকে মারণ আঘাত হানার জন্য শত্রু চেষ্টার ক্রটি করবে না। পাকিস্তান, ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৮ জুলাই, ১৯৭১।

পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালীদের জীবনের নিরাপত্তা নেই- একথা ভিত্তিহীন

-ডঃ সাজ্জাদ হোসেন

লণ্ডন, ৮ই জুলাই (রয়টার)।- পূর্ব পাকিস্তানের শহর ও গ্রামে বাঙ্গালীদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই বলে যে কথা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের দুইজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক গতকাল তা অস্বীকার করেছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এস সাজ্জাদ হোসেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রিডার ডঃ এম মোহর আলী টাইম পত্রিকায় লিখিত এক দীর্ঘ চিঠিতে তাঁদের এই অস্বীকৃতির কথা জানান।

বিদেশে প্রচারিত নৃশংসতার কাহিনী উল্লেখ করে চিঠিতে বলা হয়, এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে এ ধরনের কাহিনী প্রচার অব্যাহত থাকার ফলেই এ রকম সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে শহরে ও গ্রামে বাঙ্গালীদের বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই।

বুদ্ধিজীবীদের পাইকারী হত্যা করা হয়েছে বলে যে কাহিনী প্রচারিত হয়েছে, অধ্যাপকদ্বয় তাও অস্বীকার করেছেন।

চিঠিতে বলা হয় যে, মার্চের ২৫শে-২৬শে তারিখে জগন্নাথ ও ইকবাল হলের আশেপাশের এলাকায় যুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ জন শিক্ষক প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা যায়।

চিঠিতে বলা হয় যে, আমাদের ৩ জন সহযোগী প্রাণ হারাতেন না যদি না তারা যে ভবনগুলোতে বাস করতেন সে গুলোকে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের তৎপরতার ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতো।

দৈনিক পাকিস্তান, ৯ জুলাই, ১৯৭১।

প্রেসিডেন্টের পূর্ব পাকিস্তান সফরের উপর গুরুত্ব আরোপ

আসগর খানের প্রদেশ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা

লাহোর, ১৬ই জুলাই (এপিপি)।-তাহরিকে ইস্তেকলাল পার্টি প্রধান অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান গত কাল এখানে বলেন যে রাজনৈতিক প্রশ্ন সমাধান পূর্ব পাকিস্তানীদের সকলের সমর্থন পেতে হলে একটি নতুন উদ্যোগও জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নয়দিন ব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান সফর শেষে প্রত্যাবর্তনের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে এয়ার মার্শাল বলেন যে, এটা করা না হলে খুব কমসংখ্যক বাঙ্গালী আগামী উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। কারণ তাঁর মতে এখন বাঙ্গালীদের উপ-নির্বাচনের ব্যাপারে খুব উৎসাহী মনে হয় না।

ইস্তেকলাল নেতা আরো বলেন যে তার উল্লেখিত ব্যবস্থার মধ্যে প্রেস সেন্সরশীপ তুলে নেয়া, রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং অপরাধী আইন পরিষদ তালিকা প্রকাশও রয়েছে।

তিনি আরো বলে যে, শীঘ্রই প্রেসিডেন্টের পূর্ব পাকিস্তান সফর সমস্যা সমাধানের পথে অনেক খানি সহায়ক হবে। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে এখন অনেকেই প্রেসিডেন্টের উপস্থিতি কামনা করছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে ইস্তেকলাল নেতা বলেন যে, তার মনে কোন সংশয় নেই যে, এরুপ ব্যবস্থা গৃহীত হলে পূর্ব পাকিস্তান উপ-নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে কিন্তু এ উদ্যোগ গ্রহণে বিলম্ব হলে দেশের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতি কারক হবে যা ইতিপূর্বে আর কোন দিন হয়নি।

বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ সদস্যরা সমস্যা সমাধানের জন্য কত দূর সাহায্য করতে পারে জানতে চাওয়া হলে তাহরিক নেতা বলেন যে সকল সদস্যই সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত ছিলেন না। সরকারের সঙ্গে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছার জন্য বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যদের সমর্থন পাওয়া যাবে বলে তিনি মনে করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে আগামী উপ-নির্বাচনে তার দল অংশ গ্রহণ করবে কিনা এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে তাহরিক নেতা জানান যে আগষ্ট মাসের শেষ নাগাদ তারা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। কারণ দেশের আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, শাসনতন্ত্র সংশোধনীর পদ্ধতিসমূহ এবং আইন পরিষদগুলো চালু হবার পর কি ধরনের সামরিক ছত্রছায়ায় থাকতে হবে তখন তা আরো ভাল ভাবে জানতে পারা যাবে। ইতিমধ্যে ঘটনাসমূহও একটা পরিষ্কার রূপ নেবে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তাহরিক নেতা বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সব কিছুই এখন সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। তবে প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অতিশয় হতাশাগ্রস্ত।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ জুলাই,১৯৭১

ফজলুল কাদের চৌধুরীঃ জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তাব

লাহোর ১৬ই জুলাই (এপিপি) - দেশ যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তা আলোচনার জন্য কনভেনশন মুসলিমলীগের প্রেসিডেন্ট জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী গতকাল সকাল রাজনৈতিক দলের নেতাদের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেছেন।

স্থানীয় একটি হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণদানকালে তিনি বলেন যে জাতি আজ তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সবচেয়ে 'মারাত্মক সংকটের' মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে এবং এই সংকট নিরসন ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যাগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধান প্রধান নেতাদের নিয়ে একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠান হচ্ছে এই মুহূর্তের সবচেয়ে জরুরী কাজ।

জনাব চৌধুরী বলেন যে, এই জাতীয় সম্মেলনে অবশ্যই পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের আশা আকাঙ্খার মধ্যে সমন্বয় সাধনের ফর্মূলা উদ্ভব করতে হবে।

তিনি বলেন যে, এখানে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলোচনাকালে তার এই প্রস্তাবটি অভিনন্দিত হয়েছে।

জনাব চৌধুরী বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ট দল নিজের ভুলের জন্য তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে এবং এই পরিস্থিতিতে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের প্রশ্নটি নতুন করে বিবেচনা করা উচিৎ। সম্মেলনে যোগদানকারীরা ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

জনাব চৌধুরী বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হচ্ছে। তবে সেখানকার সমস্যাগুলোর ব্যাপারে প্রজ্ঞা, বিবেচনা ও সতর্কতার সাথে কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিৎ।

তিনি বলেন যে ভারতীয় এজেন্টদের উৎখাতের সাথে সাথে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নিয়ে শুভেচ্ছা ও আস্থা তৈরীর কাজ করে যাওয়া উচিৎ।

তিনি বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৯৬ জন লোক পাকিস্তানের জন্য ভোট দিয়েছিল। কিন্তু গত ২৩ বছর ধরে তরুণদের অপরিপক্ক মনে যে কারণেই হোক বঞ্চনার ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে এবং এই বঞ্চনা ও অবহেলা মোকাবেলার জন্য সংগ্রামের মাত্রা তাদের জানা ছিল না। তিনি বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানে সত্যিকারের পাকিস্তানী র অভাব নেই।

তিনি বলেন যে ভারতীয় এজেন্টদের দ্বারা পরিচালিত তথাকথিত বাংলাদেশ বেতার থেকে দিন রাত তাঁর ও অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতার মৃত্যুদণ্ডের কথা তারস্বরে ঘোষণা করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে তিনি পাকিস্তানের জন্যে সংগ্রাম করে যাবেন। কারণ যদি পাকিস্তানই না থাকে, তাহলে অধিকারের জন্যে সংগ্রামের অবকাশ কোথায়।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৮ জুলাই,১৭৭১।

জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সম্পর্কে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ

লাহোর, ২১শে জুলাই (এপিপি)- পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপির প্রেসিডেন্ট নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান গতকাল বিকেলে এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণদানকালে বলেছেন যে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং এখন তা প্রেসিডেন্টের নিজের হাতে গ্রহণ করায় জাতীয় পরিষদ সদস্যদের আর কোন অস্তিত্ব থাকছে না।

নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ বলেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে যেসব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে চির দিনের জন্য তার সমাধান হওয়া উচিৎ। ক্ষমতা হস্তান্তরের মত অন্যান্য প্রশ্ন পরে আসতে পারে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ বলেন যে, তার দল সবসময়েই এই মত পোষণ করেছে যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্যকে পাওয়া না যাওয়ায় ও তারা আত্মগোপন করায় বর্তমান জাতীয় পরিষদ তার প্রয়োজনীয়তা ও ইপ্সিত ফলদানের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। তিনি বলেন যে, একটি জাতীয় পরিষদের পরিবর্তে এটি এখন একটি আঞ্চলিক পরিষদে পরিণত হয়েছে।

তিনি আওয়ামী লীগারদের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা করার কথা বলার জন্য পিপিপি প্রধান জনাব ভুট্টোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা ভুল হবে। কারণ তাহলে সমস্ত দলকে নিষিদ্ধ করা হত না।

তিনি আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালানোর জন্য সেনাবাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করতে ব্যর্থ হওয়ায় ভুট্টোর সমালোচনা করেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২১ জুলাই,১৯৭১

ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রেসিডেন্টের ফর্মূলা বর্তমান সংকটের একমাত্র সমাধান -তোফায়েল মোহাম্মদ

লাহোর, ২৩ জুলাই (এপিপি)।- জামাতে ইসলামীর অস্থায়ী আমীর মিয়া তোফয়েল মোহাম্মদ আজ এখানে বলেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রেসিডেন্ট যে ফর্মূলা পেশ করেছেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানের এটাই হচ্ছে একমাত্র সম্ভাব্য পন্থা।

তবে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্টের বিগত বেতার ভাষণে উল্লিখিত ৪ মাস সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না। কারণ এই সময়ে নগণ্য সংখ্যক ভোটার ভোট দান করতে আসতে পারেন।

মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ লাহোর বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সাথে তার পূর্ব পাকিস্তান সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন।

মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ শূন্য আসনে গত সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীর পরই যাদের স্থান তাদেরকে নির্বাচিত ঘোষণা করার দাবীর কথা পুনরায় উল্লেখ করেন।

তিনি শেখ মুজিবর রহমানের বিচার শুরু করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের মানসিক স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সেখানে স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা একান্ত দরকার।

-দৈনিক পাকিস্তান,২৪ জুলাই,১৯৭১

আলেমদের প্রতি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সহযোগিতার আহবান

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, নেজামে ইসলাম পার্টির পার্লামেন্টারী বোর্ডের সম্পাদক সৈয়দ মনজুরুল আহসান ও যুগ্ম সম্পাদক মওলানা আবদুল মতিন আলেম সম্প্রদায়কে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা প্রদান এবং জনগণের নিকট দেশের মৌলিক আদর্শ ব্যাখ্যা করার আহবান জানিয়েছেন।

এক যুক্ত বিবৃতিতে তাঁরা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সময়োচিত পদক্ষেপেকে অভিনন্দিত করেন এবং রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের নির্মূল করার ব্যাপারে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। এই মুহূর্তে সর্বাধিক প্রয়োজন হচ্ছে জাতীয় পুনর্গঠনমূলক কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণের জন্য প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সাথে আমাদের পূর্ণভাবে সহযোগিতা করা। বিবৃতিতে তারা রাজাকারদের দায়িত্ববোধের প্রশংসা করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে আলেম, মসজিদের ইমামদের দেশের মৌলিক আদর্শ জনগণের নিকট ব্যাখ্যা করার বিষয়টি তাদের কর্মসূচীর অন্তর্গত করার জন্য তারা আহবান জানান।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৬জুলাই,১৯৭১

সরকার পূর্ব পাকিস্তান সমস্যা যথাযথভাবে মোকবিলা করছে
করাচী বিমান বন্দরে খান সবুর

করাচী, ২৯ শে জুলাই, (এপিপি)। -পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাইয়ুম গ্রুপ) সেক্রেটারী জেনারেল খান আবদুস সবুর গতকাল এখানে বলেছেন যে প্রদেশ যে বিপুল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তান সরকার তা যথার্থভাবে মোকাবিলা করছে।

গতকাল ঢাকা থেকে করাচী পৌঁছানোর পর বিমান বন্দরে তিনি সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন যে পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদর সীমিত সুযোগ নিয়ে সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করছেন।

পূর্ব পাকিস্তানে উপ-নির্বাচনে তাঁর দলের সাফল্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, নির্বাচন সুষ্ঠ হলে পি-এম-এল এর উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

খান সবুর বলেন যে পিপলস পার্টি ও নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সদস্যদের মধ্যে কোন জোট হওয়া বা না হওয়া তাদেরই ব্যাপার তবে তা পূর্ব পাকিস্তানে তেমন কোন সুবিধা করতে পারবে বলে মনে হয় না।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৩০ জুলাই,১৯৭১

বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী
করাচীতে গোলাম আজম

করাচী, ১লা সেপ্টেম্বর (এপিপি)।- গতকাল পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম অবিলম্বে জাতীয় পরিষদ বাতিল এবং যখনই সময় অনুকূল হবে তার সাথে সাথে সমগ্র দেশে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহবান জানিয়েছেন। গতকাল এখানে জামাত অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দান কালে তিনি বলেন যে, পরবর্তী আদমশুমারী সমাপ্ত হওয়ার পরই দেশে সাধারণ নির্বাচন হওয়া উচিৎ।

তিনি অবিলম্বে পরবর্তী আদমশুমারী অনুষ্ঠানের জোর দাবী জানান। কারণ পরবর্তী আদমশুমারী অনুষ্ঠানের সময় বেশ আগেই হয়েছে। তিনি সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং তাদের নেতৃবৃন্দকে শাস্তিদানের আহবান জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী গ্রুপ), জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পরিচালিত ন্যাশনাল লীগ ও ন্যাপের (ওয়ালী গ্রুপ) পূর্ব পাকিস্তান শাখার নাম উল্লেখ করেন।

তাঁর মতে এসব দলের সদস্যরা এখনো পূর্ব পাকিস্তানে গোপনে তৎপরতা চালাচ্ছে এবং জনগণের মধ্যে হতাশার ভাব সৃষ্টি করছে। পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য তিনি ৫ দফা পরিকল্পনার কথা সুপারিশ করেছেন। অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, ঢাকায় সদর দফতরসহ ‘‘পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি পুনর্বাসনের জন্য অর্থনৈতিক কমিটি’’ নামে একটি বিশেষ সংস্থা নিয়োগ করা উচিত। এই সংস্থার কাজ হবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরীক্ষা করে দেখা এবং সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় উদ্ভাবন ও সুপারিশ পেশ।

দ্বিতীয়তঃ যত শীঘ্র সম্ভব বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তবে আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। পরিকল্পনার তৃতীয় দফা হচ্ছে পৃথক উত্তরবঙ্গ প্রদেশ স্থাপন এবং এজন্য নয়া শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ঢাকা থেকে সরাসরি উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম তদারক করা খুব অসুবিধাজনক। কারণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্রহ্মপুত্র নদ এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। তিনি বলেন, চতুর্থ দফা হচ্ছে ফসল হানির দরুন পূর্ব পাকিস্তানে সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শেষ দফায় পূর্ব পাকিস্তানের বেকার সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং বলা হয় যারা কাজ করতে চান, তাদেরকে কাজ দিতে হবে। অধ্যাপক আজম পাকিস্তান রক্ষা ও মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

তিনি বলেন, কোন ভাল মুসলমানই তথাকথিত ‘বাংলাদেশ আন্দোলনের’ সমর্থক হতে পারে না। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নির্মূল করার জন্য একমন ও দেশ প্রেমিক লোকেরা একত্রে কাজ করে যাচ্ছেন। রাজাকাররা খুবই ভাল কাজ করছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শহীদ রশীদ মিনহাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, এই আত্মত্যাগের নিদর্শন থেকে তরুণরা উপকৃত হতে পারবে।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

শাসনতন্ত্র প্রশ্নে প্রেসিডেন্টের ভাষণ
নেতৃবৃন্দের অভিমত
নূরুল আমীন

করাচী, ১৮ই সেপ্টেম্বর (এপিপি)।-পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রধান জনাব নূরুল আমিন আজ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের ভাষণকে দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের নিকট ক্ষমতা

স্তান্তরের দিকে একটা বাস্তব পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, শাসনতন্ত্রে সংশোধনে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকার, প্রেসিডেন্ট যা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন, তা স্বীকৃত হয়েছে ও উপরোক্ত ধরনের সংশোধনী পদ্ধতিও সহজতর করা হয়েছে।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রেসিডেন্ট জনসাধারণের অভিপ্রায় গ্রহণে প্রস্তুত রয়েছেন। যদিও আমি খসড়া শাসনতন্ত্র দেখিনি, তবু আশা করি, পিডিপি ম্যানিফেস্টোতে উল্লেখিত প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ব্যাপারে আমি যে সমস্ত দাবী পেশ করেছি, সে সব যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে। তিনি বলেন যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আন্তঃ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য দুরীকরণের জন্যও নয়া শাসনতন্ত্রের যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

মওলানা মওদুদী

লাহোর, ১৮ই সেপ্টেম্বর (এপিপি)।-জামাতে ইসলামীর আমীর মওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী আজ এখানে বলেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট যে নয়া পদ্ধতি ঘোষণা করেছেন তা যুক্তিসংগত বলেই মনে হয়। প্রেসিডেন্টের ভাষণ সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে মওলানা মওদুদী বলেন যে, তিনি (মওদুদী) সর্বদাই এমত ব্যক্ত করে এসেছেন যে জাতীয় পরিষদকে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে বলার পরিবর্তে প্রেসিডেন্টের উচিত খসড়া প্রণয়ন করে তা জাতীয় পরিষদে পেশ করা।

বর্তামানে প্রায় সেই একই ধরনের পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

জেড এ ভট্টো

করাচী, ১৮ই সেপ্টেম্বর, (এপিপি)।-শাসনতন্ত্র সংশোধন প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট আজ যে ফরমুলা ঘোষণা করেন পিপিপি প্রধান জনাব ভুট্টো তৎসম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রকাশে অস্বীকার করেন। সাংবাদিকরা এ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি কোন মন্তব্য প্রকাশে অসম্মতি জানিয়ে বলেন যে, এ ব্যাপারে তিনি প্রথমে পিপিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে আলাপ আলোচনা করবেন।

ফরিদ আহমদ

পিপিআই'র খবর বলাঃ পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের সভাপতি মৌলভী ফরিদ আহমদ গতকাল শনিবার রাতে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলে যে, জনসাধারণের ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটাতে না পারলে এদেশে কোন শাসনতন্ত্রেরই সাফল্য লাভের কোন সম্ভাবনা নেই।

মওলানা ফরিদ আহমদ সন্তোষজনক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে দুটো বিষয় সুপারিশ করে বলেন যে, প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র উক্ত বিষয় দুটো সংক্রান্ত ভুল বুঝাবুঝির নিরসন এবং কতিপয় সুবিধাভোগী কর্তৃক লক্ষ লক্ষ লোকের শোষণ মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান করে অনুন্নত এলাকার বিশেষ প্রয়োজন পূরণ করতে না পারলে এর সাফল্যের সম্ভাবনা কম।

-দৈনিক পাকিস্তান,১৯ সেপ্টেম্বর,১৯৭১

গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠাই দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার পূর্বশর্ত
লাহোরে নুরুল আমীন

লাহোর, ২১শে সেপ্টেম্বর (এপিপি)।- আজ স্থানীয় হোটেলে লাহোর আইনজীবীদের দ্বারা তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে পিডিপি প্রধান জনাব নূরুল আমীন আলাদা আলাদাভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। জনাব আমীন বলেন, পুরোপুরিভাবে গঠিত জাতীয় পরিষদের

কাছে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। দেশের পূর্বাঞ্চালে এক বিশেষ অবস্থা বিদ্যমান থাকায় ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় এখনো হয়নি বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

কারণস্বরূপ তিনি বলেন, এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে সেখানে পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা সৃষ্টি সম্ভব নয়। পিডিপি নেতা বলেন, একনায়কত্ববাদ কিংবা সেনাবাহিনীই এখন দেশের উত্তর অংশকে একত্রে রাখতে পারে বলে যারা বলাবলি করছেন, তাদের সাথে তিনি একমত নন। এই ধরনের মনোভাবের যত তাড়াতাড়ি অবসান ঘটবে, দেশের জন্য ততই মঙ্গল বলে তিনি উল্লেখ করেন। জনাব নূরুল আমীন আবার ঘোষণা করেন যে, একমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই পাকিস্তানের উভয় অংশকে অটুট ও ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আজ দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, গণতন্ত্র পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে যোগসূত্র আবার প্রতিষ্ঠিত করবে। ১৯৫৮ সালে এই যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, এই যোগসূত্রের অভাবেই দেশের উভয় অংশের জনগণের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে।

জনাব নূরুল আমীন দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, বিপদের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং ২৫শে মার্চে পর তা কাটিয়ে উঠা হয়েছে। আওয়ামী লীগ তখন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির প্রয়াস পায়।

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আজ বুঝতে পেরেছেন যে তারা ৬ দফার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার ব্যাপারে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২২ সেপ্টেম্বর,১৯৭১

জামাত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ মেনে নিতে রাজী নয়,
মন্ত্রী সম্বর্ধনায় গোলাম আজম
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম বলেছেন, জামাতে ইসলামীর কর্মীরা মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে মেনে নিতে রাজী নয়। তিনি বলেন, জামাতের কর্মীরা শাহাদাৎ বরণ করে পাকিস্তানের দুষমনদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারা মরতে রাজী তবুও পাকিস্তানকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে রাজী নয়। গতকাল শনিবার স্থানীয় হোটেল এম্পায়ারে ঢাকা শহর জামাত কর্তৃক প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আববাস আলী খান ও রাজস্বমন্ত্রী মওলানা একেএম ইউসুফকে প্রদত্ত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অধ্যাপক গোলাম আজম ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, সারা প্রদেশ সামরিক বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসার পরও যে কয়েক হাজার লোক শহীদ হয়েছেন তাদের অধিকাংশই জামাতের কর্মী। আইন সভার মাধ্যমে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়নি সেই মন্ত্রিসভায় জামাতের যোগদান সম্পর্কে তিনি দলের নীতি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রদেশের জনসংখ্যার শতকরা যে ২০ভাগ লোক সক্রিয় রয়েছে তারা দুভাগে বিভক্ত। এক দল পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায় আর একদল পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। জামাতে ইসলামী শেষোক্ত দলভুক্ত। তিনি বলেন, জামাতের যে দুজন সদস্য মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন তাদেরকে দলের পক্ষ থেকে এই দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে । অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে জামাত রাজাকার বাহিনীতে লোক ,শান্তি কমিটিতে লোক যোগ দিয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই মন্ত্রিসভায় লোক পাঠিয়েছে। দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা যে কাজ করছি সেই কাজে সাহায্য করার জন্যই দুজনকে মন্ত্রিসভায় প্রেরণ করা হয়েছে । তিনি বলেন, এই মন্ত্রী পদ ভোগের বা সম্মানের বস্তু নয়। আমরা তাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছি।........

পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর ডেপুটি আমীর মওলানা আব্দুর রহিম বিশ্বের মুসলমান, পাকিস্তানের জনগণ, বিশেষ করে জামায়াতের মন্ত্রিদ্বয়ের জন্য দোয়া করে মোনাজাত করেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন সাধারণভাবেই প্রয়োগ করা উচিত
-আসগর খান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

তাহরিক-ই-ইশতেকলাল পার্টি প্রধান অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান প্রেসিডেন্টের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের সকল এম,এন,এ ও এম,পিএ,দের ক্ষেত্রে কার্যকরী করার আহবান জানান। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব আসগর খান তাঁর দলের পক্ষ থেকে উক্ত সুপারিশের কথা ঘোষণা করে বলেন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন সাধারণভাবেই প্রয়োগ করা উচিত এবং পদমর্যাদা ও অবস্থান নির্বিশেষে আওয়ামী লীগের সকল এম,পি,এ ও এম, এন, এ-দের এই ক্ষমায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

তিনি বলেন, এই সুপারিশ যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে এই প্রদেশে যে সকল সদস্যের মৃত্যুতে পরিষদের আসন খালি হয়েছে সে সকল আসন ব্যতীত আর কোন আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হবে না। তাহরিকের এই সুপারিশ সরকার যদি গ্রহণ না করেন তখন উপ-নির্বাচনে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে তার দল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে জনাব আসগর খান জানান।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্টের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার উল্লেখ করে জনাব আসগর খান বলেন, এটা দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা নয়া দিগন্তের সূচনা করেছে।............

তাহরিক প্রধান এখানে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও শান্তি কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক পল্লী এলাকার জনগণকে হয়রানি করা সম্পর্কে অভিযোগ করে বলেন আমি এখানে অবস্থানকালে এ সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেয়েছি তা সত্য।

পল্লী এলাকায় জনগণকে ব্যক্তিগত শত্রুতা ও তাদের রাজনৈতিক মতমতের জন্য হয়রানি করা হচ্ছে। তাদের উপর নিপীড়ন চালান হচ্ছে। তাদের যেন আর হয়রানি না করা হয় সে সম্পর্কে তিনি সরকারের নিকট আহবান জানান।

মন্ত্রীদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অনুমতি দান সম্পর্কিত আদেশ সম্পর্কে জনাব আসগর খান বলেন, এতে নির্বাচনে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা রয়েছে। মন্ত্রীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দিলে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে না।

পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে তাহরিক প্রধান বলেন, আমরা দেশে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে আসছি। গণতন্ত্রের সাধারণ বিধান হচ্ছে জনগণের নির্বচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া। পূর্ব পাকিস্তানে যথেষ্ট পরিমাণে নির্বাচিত সদস্য রয়েছে। কিন্তু তাদের পরিবর্তে নির্বাচনে পরাজিত ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এতে গণতন্ত্রকে অস্বীকার করা হচ্ছে। যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরই হচ্ছে ন্যায়সংগত বিধান; যারা পরাজিত হয়েছেন তাদের হাতে নয়। পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত সদস্যের অভাব নেই। এরূপ বহু সদস্য আছেন যাদের আসন বহাল রাখা হয়েছে এবং যারা পাকিস্তানে বিশ্বাসী। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পরিষদেরই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা উচিত।

ভারতীয় হামলার আশংকা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তাহরিক প্রধান বলেন আমি সবসময়ই এই মনোভাব পোষণ করে আসছি যে আমরা উভয়ই প্রতিবেশী। আমাদের পাশাপাশি বাস করতে হবে। পাকিস্তানকে শান্তিতে বাস করতে হবে এবং ভারত একটি বৃহৎ দেশ। তাকেও প্রতিবেশীর সাথে শান্তিতে বসবাস করতে হবে। যুদ্ধ কোন সমাধান দেবে না। উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। যে সকল পাকিস্তানী ভারতে গমন করেছে তাদের দেশে ফেরৎ পাঠান উচিত। পাকিস্তান এ ব্যাপারে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগে সম্মত হয়েছে কিন্তু ভারত রাজী হয়নি। তিনি বলেন এটা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পাকিস্তানের ভাগ্য তার সীমান্তের বাইরে নির্ধারিত হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তান হতে কত লোক ভারতে গমন করেছে সে সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন বিভিন্ন জন বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ করেছেন। কাজেই কোনটা সত্য কোনটা সত্য নয়, তা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন ভারত কি প্রচার করছে তা আমি জানিনা। তবে এদের নিজ নিজ বাড়ীঘরে ফিরে আসতে দেয়া উচিত। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানেও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন পশ্চিম পাকিস্তানে পরিস্থিতি শান্ত বলে সেখানে সরকার গঠনের কোন প্রয়োজন নেই বলে অনেকে যুক্তি দেখান। এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে যেখানে শান্তি আছে সেখানে গণতন্ত্রের দরকার নেই।

দেশে স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্যও তিনি আহবান জানান।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১ অক্টোবর, ১৯৭১

শাসনতন্ত্রে এল এফ ওর মৌলিক নীতি অনুসরণের সুপারিশ

জামাতের মজলিশে সুরা

পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর মজলিশ-ই-সুরা আশা প্রকাশ করেছে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পরিচালনাধীনে যে শাসনতন্ত্র প্রণীত হচ্ছে তাতে আইন কাঠামোর মৌলিক নীতিগুলি বিশ্বস্ততার সাথে অনুসৃত হবে।

এপিপির খবর প্রকাশ, গতকাল রোববার মজলিশের প্রথম অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, এটা মজলিশের বিবেচিত অভিমত যে শাসনতন্ত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো অন্তর্ভূক্ত নাহলে এতে জাতির আশা আকাংখা প্রতিফলিত হবে না।

(১) কোরান ও সুন্নাহ শাসনতন্ত্রের প্রধান উৎস।

(২) ফেডারেল ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র।

(৩) পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী।

(৪) পি, ডি, এম-এর ৮দফা কর্মসূচী অনুযায়ী পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন।

(৫) পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে নির্ধারিত সময়ে দেশের দু অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা।

(৬) নির্ধাতি সময়ে সশস্ত্র সার্ভিস সহ কেন্দ্রীয় সরকারের সব বিভাগ থেকে বৈষম্য দূর করা এবং

(৭) মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৪ অক্টোবর, ১৯৭১

প্রদেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভুট্টোর বাণী

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক বাণীতে দেশের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর দলের ওয়াদার কথা পুনরায় ঘোষণা করেন। গতকাল রোববার ঢাকা থেকে এপিপি এই বাণী পরিবেশন করেছে। গতকাল রোববার পূর্ব পাকিস্তানে শুভেচ্ছা ও রাজনৈতিক সফরে আগত পাকিস্তান পিপলস পার্টির দশ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল চেয়ারম্যান ভুট্টোর সেই বাণী নিয়ে আসেন।

তাঁর বাণীতে জনাব ভুট্টো বলেন যে জাতির জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে হবে। পাকিস্তানীদের দ্বারা পাকিস্তানীদের হত্যা বন্ধ করতে হবে এবং সকলের প্রতি শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে পরস্পর ভাই হিসেবে শান্তিতে বসবাস করতে হবে।

তাঁদের বক্তব্যকে সহানুভূতি নিয়ে বিবেচনা করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়ে পিপলস পার্টির প্রধান বলেন যে আমরা সকল প্রকার শোষণের অবসান ঘটাবো এবং জনগণের অধিকার সমুন্নত রাখবো।

গণ অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সব সময়ই চেষ্টা করে আসছি এবং এই বিরাট কষ্টসাধ্য কাজে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের হাতে হাত মিলিয়ে কাজের পক্ষপাতী।

সংগ্রামের এই কালোরাত্রির অবসান অবশ্যই ঘটাতে হবে এবং নতুন দিনের আবির্ভাব নিশ্চয়ই ঘটবে। তিনি বলেন গত ৮ মাস ধরে আমার দল গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করে আসছে। অনেক রক্তপাত হয়েছে। পাকিস্তানীরা পাকিস্তানীদের হত্যা করার মহাবিয়োগান্তক ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। ফলে জাতি আজ এক ক্রান্তিলগ্নে এসে দাঁড়িয়েছে।

১৯৬৭ সালে আমি এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছিলাম যে জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে আমাদের সত্যিকারের মুক্তির একমাত্র পথ। এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে সঙ্কটের আবর্তে নিয়ে যাবে। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত আমাদের দেশ অতি দরিদ্র। আমরা দুর্ভিক্ষের অভিশাপে অভিশপ্ত এবং নির্মম সামাজিক, রাজনৈতিক ও শ্রেণী শোষণে পর্যুদস্ত।

এই চির দারিদ্রের অবসান ঘটিয়ে জাতিকে সম্মুখপানে এগিয়ে নেবার একমাত্র পথ হচ্ছে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সর্ব প্রথম আমরাই বলেছিলোম যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অপেক্ষাকৃত গরীব অথচ সেখানে শোষণের মাত্রা অধিকতর। আমরাই সকলের আগে বলেছিলাম যে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাধিক্য জনগণের কথার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। জাতীয় সমঝোতা ও শাসনতন্ত্র প্রণয়নে জনগণের অংশ গ্রহণের দাবী সর্ব প্রথমে আমরাই উত্থাপন করেছি।

আজকে আবার আমরা জনগণের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের ওয়াদার পুনরুল্লেখ করছি। তাঁর বাণীতে ভুট্টো বলেন, জাতির জীবনে অবশ্যই নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে হবে। আমাদের পার্টি সম্পর্কে শত্রুরা, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণকারী প্রতিক্রিয়াশীলরা ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

আমাদের বক্তব্য সঠিকভাবে শোনার জন্য আপনাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ। আমরা সকল প্রকার শোষণের অবসান ঘটাবো। আল্লাহর দৃষ্টিতে যেমন সকল মানুষ সমান তেমনি আইনের দৃষ্টিতে সকল পাকিস্তানীকে সমান বলে বিবেচনা করতে হবে।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১১ অক্টোবর, ১৯৭১

জাতীয় সরকার গঠন করা উচিত
-শফিকুল ইসলাম

রাওয়ালপিণ্ডি, ১০ই অক্টোবর (পিপিআই)- কাউন্সিল মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব শফিকুল ইসলাম বলেছেন যে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে অবিলম্বে কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকার গঠন করা উচিত। পূর্ব পাকিস্তানের তিন জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত দলের সদস্য হিসেবে বিশ্ব সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে এক সাক্ষাৎকারে জনাব শফিকুল ইসলাম বলেন যে তাঁদের এই বেসরকারী সফরের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অব্যাহত ভারতীয় প্রচারণার ফলে সৃষ্টি ভুল বুঝাবুঝি দূর করা।

জনাব ইসলামের লণ্ডনের পথে করাচী রওয়ানা হওয়ার পূর্বে এই সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ সহজতর করার জন্য একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা ও একটি জনপ্রিয় শাসনতন্ত্র জারী না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকার থাকা উচিত।

তিনি বলেন যে এতে সকল স্তরের জনগণের মধ্যে আস্থার ভাব সৃষ্টি হবে। জনাব ইসলাম বলেন যে দেশের আদর্শ ও অখণ্ডতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১২ অক্টোবর, ১৯৭১

ভারতীয় প্রচারণা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে
-শাহ আজিজ

নিউইয়র্ক, ২৪শে অক্টোবর (এপিপি)।- পূর্ব পাকিস্তানের একজন বিশিষ্ট নেতা শাহ আজিজুর রহমান গতকাল এখানে বলেন যে, বাংলাদেশ ধাপ্পার স্বরূপ এখন বহুলাংশে উদঘাটিত হয়ে গেছে। জাতিসংঘে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলে অন্যতম সদস্য জনাব রহমান স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে গতকাল এপিপির বিশেষ সংবাদদাতার এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এখানে এক মাসেরও অধিক সময় অবস্থানকালে তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাঁরা সবাই পাকিস্তানের বক্তব্য বেশ আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করেছেন।

তিনি বলেন, এটা এখন আর এক তরফা ব্যাপার নয় এবং ভারতীয় প্রচারণার বিশ্বাসযোগ্যতা এখন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। জনাব রহমান বলেন, জাতিসংঘে প্রতিনিধিরা পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ থেকে ভারত বিরত থাকলে পাকিস্তান ভারতীয় সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের যে আশ্বাস দিয়েছে, এ জন্য বিশেষভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন।

ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তের উভয় পার্শ্বে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রশংসা করা হয়। শাহ সাহেব বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ব্যাপক সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের কথা ঘোষণার ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পূর্বেই সৃষ্ট ভুল ধারণা অবসানে বেশ সহায়ক হয়েছে। সেনাবাহিনীর কথিত নির্যাতন সম্পর্কে ভারতের উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারণা প্রসঙ্গে তিনি বলেন বিদেশে বসবাসকারী বহুসংখ্যক বাঙ্গালী যারা ভারতীয় প্রচারণার বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁরা এখন পাকিস্তান সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পেরেছেন।

তিনি বলেন, এই মুহূর্তে সর্বাধিক প্রয়োজন হচ্ছে ভারতীয় মিথ্যা প্রচারণাকে প্রকৃত ঘটনার আলোকে অত্যন্ত নিপুণভাবে খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে সুদক্ষ পাকিস্তানীদের প্রেরণ করা। শাহ সাহেব বলেন, আমরা যাদের

সাথেই দেখা করেছি ও কথা বলেছি, তাঁরা একথা বুঝতে পেরেছেন যে উথান্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ভারত উদ্বাস্তুদের দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে সহযোগিতা করতে চাচ্ছে না।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৫ অক্টোবর, ১৯৭১

রাজাকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের আরো অস্ত্র দেয়ার সুপারিশ।

প্রেসিডেন্ট সকাশে নূরুল আমীন

লাহোর, ১৬ই নবেম্বর (এপিপি)।- পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট জনাব নূরুল আমীন আজ এখানে গভর্নর ভবনে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে নব্বই মিনিট ব্যাপী এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকের পর জনাব নূরুল আমীন সাংবাদিকদের বলেন যে, তিনি প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেখানকার আসন্ন উপ-নির্বাচন সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে উপ-নির্বাচনের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে তার ধ্বংসাত্মক তৎপরতা বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি জানান যে প্রেসিডেন্টের কাছে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে রাজাকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ও তাদের আরো অস্ত্র দেয়ার সুপারিশ করেছেন। তিনি বলেন যে, সেখানে রাজাকাররা খুব ভাল কাজ করছে কিন্তু বর্তমানে তাদের সকলের নিকট অস্ত্র নেই।

রাজাকাররা তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের লোকদের হত্যা করছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে জনাব নূরুল আমীন তার সত্যতা অস্বীকার করেন। জনাব নূরুল আমীন বলেন যে, তিনি ২০শে ডিসেম্বরের পূর্বেই খসড়া শাসনতন্ত্রটি প্রকাশের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট প্রস্তাব করেছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, ২০শে ডিসেম্বর শাসনতন্ত্র জারির দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। পিডিপি প্রধান বলেন যে ২০শে ডিসেম্বরের পূর্বেই খসড়া শাসনতন্ত্রটি প্রকাশ করা হলে ২৭শে ডিশেম্বর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বেই রাজনৈতিক দলগুলো খসড়া শাসনতন্ত্রটি বিবেচনা করার জন্য আরো সময় পাবে। এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব আমীন বলেন যে প্রেসিডেন্ট তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তরের কর্মসূচীতে অটল থাকবেন। তিনি বলেন যে, সেনাবাহিনীর হাতে যত বেশী দিন ক্ষমতা থাকবে, দেশের জন্য ততই খারাপ হবে।

পিপিআই পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, জনাব নূরুল আমীন জানান যে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি বলেন যে ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার সময় তিনি শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে কি পরিমাণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেয়া হচ্ছে তা জানতে চান। প্রেসিডেন্ট তাঁকে আশ্বাস দেন যে পূর্ব পাকিস্তানকে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। 'সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসনের' কোন সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে কিনা এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে চারটি বিষয় যথা প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়, মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্য কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

বৈদশিক সাহায্য ও ঋণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার আলোচনা করে এ সমস্ত সাহায্যও ঋণ সংগ্রহ করবে এবং বিভিন্ন প্রদেশের জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রদেশগুলোতে তা ব্যয় করা হবে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে শেখ মুজিবের মুক্তি প্রশ্ন নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। তিনি বলেন যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শীঘ্রই পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কথা বিবেচনা করছেন।

তিনি জানান যে, প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তানে রাজাকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ও তাদের আরো অস্ত্রশস্ত্র দিতে সম্মত হয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন কেবল যে একটি যুদ্ধের আশঙ্কা রয়েছে তাই নয়, প্রকৃতপক্ষে উক্ত এলাকায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এপিপির খবরে আরো বলা হয়, অপর

এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব নূরুল আমীন বলেন যে, বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত ও বহাল জাতীয় পরিষদ সদস্যদের মধ্যে সকালে হয়ত এখন দেশে উপস্থিত নেই, তবে ২৭শে ডিসেম্বর সকালের মধ্যে তাঁরা হয়ত পরিষদের অধিবেশনে বসার জন্য ফিরে আসতে পারেন।

তিনি বলেন যে বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ সদস্যদের অন্য কোন দলে যোগদানের ব্যাপারে রাজনৈতিক দল আইন কোন বাধা নয়। তবে তিনি রাজনৈতিক দল আইনটিকে অবাধ গণতন্ত্রের পথে বাধাস্বারূপ বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে তিনি জাতীয় পরিষদের ছ'জন পিপিপি প্রার্থীর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার রহস্য সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেছেন এবং প্রেসিডেন্ট বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন বলে তাঁকে জানিয়েছেন।

জনাব নূরুল আমিন বলেন যে, জাতীয় পরিষদেও ছ'দলীয় মৈত্রী জোট অব্যাহত থাকবে। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (পিডিএম) মত এই জোট যাতে একজনের নেতৃত্বাধীনে থাকে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৭ নাভেম্বর, ১৯৭১

চীন সফর সম্পূর্ণ সফল হয়েছে

ভুট্টো

করাচী, ১২ই নভেম্বর, (এপিপি)।-পাক-ভারত উপ-মহাদেশের ভাগ্য ভিয়েনা, রোম বা প্যারিসে নির্ধারিত হবে না, এই উপ-মহাদেশের মাটিতেই নির্ধারিত হবে। পিপলস পার্টি প্রধান জনাব ভুট্টো ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি উপরোক্ত সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন। তিনি আবদুল্লাহ হারুন রোডে এক বিরাট জনসমাবেশ বক্তৃতা করছিলেন। তিনি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অব্যাহত হস্তক্ষেপ এবং আক্রমণাত্মক তৎপরতার বিরুদ্ধে ভারত সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, ভারত পাকিস্তানের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে সেই যুদ্ধ শুধু ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তেই সীমিত থাকবে না। তিনি বলেন, ভারত যেন তার সাম্প্রতিক পিকিং সফরের ফলাফলকে তার স্বপক্ষে মনে করে ভুল না বোঝে। কেননা চীন পুনরায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের নগ্ন হামলার মুখে পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ ও সর্বাত্মক সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছে। তাঁর পিকিং সফর কতটা সফল হয়েছে সময় আসলেই তা বোঝা যাবে।

তিনি পূনরায় বলেন, আমার চীন সফর সফল হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বিদায় সম্বর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই, অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী চী পেং ফেই-য়ের বিবৃতির উল্লেখ করেন।

তারা বলেছেন, পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের মিশন সফল হয়েছে। আমার কর্তব্য সমাধান করে সন্তুষ্ট হয়ে আমি ফিরে এসেছি। তিনি ভারতীয় প্রতিরক্ষমন্ত্রী জগজীবন রামের সাম্প্রতিক বিবৃতির নিন্দা করেন। এই বিবৃতিতে জগজীবন রাম বলেছেন, ভারত পাকিস্তানের বড় বড় শহরগুলো দখল করার পর ছেড়ে দেবে না। ভুট্টো বলেন, যুদ্ধ শুরু হলে শুধু পাকিস্তান সেনাবাহিনীই যুদ্ধ করবেনা পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিক যুদ্ধ করবে। প্রতিটি গ্রাম, শহর ও সড়কে যুদ্ধ হবে। তিনি বলেন, তবে হোক দমাদম মস্তকালান্দার। ভুট্টো বলেন, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপ সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

তিনি বলেন, সোভিয়েটের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য ভারতকে বহু খেসারত দিতে হবে। কেননা পাকিস্তানও এ ধরনে চুক্তি করেছিল। কিন্তু পরে তা নিরর্থক প্রমাণিত হয়েছে। আমি ভারতকে নোটিশ দিচ্ছি, অস্ত্র ত্যাগ কর। পাকিস্তানকে হুমকি দেয়া বন্ধ কর।

আমাদের উপর যুদ্ধ যদি চাপিয়ে দাও তাহলে তাহবে চূড়ান্ত, যুদ্ধ, সর্বাত্মক যুদ্ধ। তিনি দক্ষিণপন্থী ছয় দলের মৈত্রীর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, পিডিপি প্রধান নূরুল আমীন নিজে ছয় দলের আমীর না হয়ে মওলানা মওদুদীকে তার আমীর করিয়েছেন। তিনি বলেন, পিপলস পার্টি শ্রমিক কৃষক, ছাত্র বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের সাথে মৈত্রী করবে।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৩ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রধানমন্ত্রীর পদ পূর্ব পাকিস্তানীকে দিতে হবে
গোলাম আজমের দাবী
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল সোমবার পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ এক জন পূর্ব পাকিস্তানীকে প্রদানের দাবী জানিয়েছেন। ছয় দলের নির্বাচনী জোটের নেতা জনাব নুরুল আমীনের ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত লাহোরে প্রদত্ত বক্তৃতার প্রতি সমর্থন জানিয়ে অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন যে, দেশের এই অংশের জনগণের মন থেকে অতীতে বঞ্চনার মনোভাব ক্রমশঃ দূর করতে হলে প্রধান রাজনৈতিক পদটি অবশ্যই একজন পূর্ব পাকিস্তানীকে দিতে হবে।

ন্যায় বিচার এটাই দাবী করে। তিনি বলেন আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইয়েরা একথা ভালোভাবেই জানেন যে পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে তাদের ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক অধিকার থেকে বিশেষ করে আইয়ুব খানের দীর্ঘ দশ বছরের একনায়কত্ব শাসনামলে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর ফলেই জাতি বর্তমানের গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে।

দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ভুয়া থিওরি

জনাব ভুট্টোর সমালোচনা করে জামাতে নেতা বলেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে ক্ষমতার জন্য জনাব ভুট্টোকে এক অদ্ভুত ধরনের পাগলামী পেয়ে বসেছে।

এই পাগলামীর জন্যই তিনি একই রাষ্ট্রে দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের থিওরি সৃষ্টি করেছিলেন। ক্ষমতার লোভে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা এমন ভাবে বেসামাল হয়ে পড়েছেন যে তাঁরা অন্যান্য দলের নেতাদের বিরুদ্ধে আপত্তিজনক ভাষায় কথাবার্তা বলেছেন। গত ক'মাস থেকে জনাব ভুট্টো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার খায়েশ মনে মনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের 'ছ' দলের মৈত্রী এবং পাকিস্তান ভিত্তিতে বামপন্থী নয় এমন দলগুলোর ঐক্যের সম্ভাবনা তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আশাকে মনে হয় ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের ধারণা হচ্ছে যে শেখ মুজিবর রহমানের সাথে জনাব ভুট্টো ক্ষমতার অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে ভীত ছিলেন। এই হতাশার মনোভাবই জনাব ভুট্টোকে তাঁর পথ থেকে শেখ মুজিবর রহমানের অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পরিচালিত করেছিল।

প্রাদেশিক জামাতের আমীর বলেন, আমার মনে হয় জনাব ভুট্টো নিজেও নিজেকে অপরাধী বলে মনে করেন। এ কারণেই গত সাত মাস ধরে এখানকার জনগণ যে মহাসঙ্কটের মোকাবিলা করছেন সে সময় জনাব ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসতে পারেননি। আমি বুঝতে পারি না এই মনোভাব নিয়ে তিনি কি করে জাতীয় নেতা হওয়ার দুঃসাহস করেন। তবে অদূর ভবিষ্যতে তিনি জাতীয় নেতা হওয়ার গুণাবলী অর্জন করুন আমি বরং এই মোনাজাতই করি। দেশের সংহতির স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনোভাবকে উপেক্ষা না করার জন্য বিবৃতিতে তিনি প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানান।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

দক্ষিণপন্থী সাত দলের মৈত্রী জোট

লাহোর, ১৫ই নভেম্বর (পিপিআই)।-সাতটি দক্ষিণ পন্থী রাজনৈতিক দল আজ পিডিপি প্রধান জনাব নূরুল আমীনের নেতৃত্বে সংযুক্ত কোয়ালিশন পার্টি গঠনে সম্মত হয়েছে। আজ সকালে এখানে উক্ত দলগুলোর প্রধান নেতৃবৃন্দের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরে নবগঠিত দলের প্রধান জনাব নূরুল আমীন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, "বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্য সাধনে যে প্রধান বিষয়টি কাজ করেছে তাহলো জাতীয় আদর্শ বজায় ও রক্ষার জন্য তাদের দৃঢ় সংকল্প। তিনি বলেন যে এই ঐক্যজোটে অংশগ্রহণকারীরা পাকিস্তানে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থা কায়েমের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবেন।

প্রায় আড়াই ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকের পর প্রকাশিত যুক্ত ঘোষণায় বলা হয়, "আমরা অর্থাৎ সাত দলের অনুমোদিত প্রতিনিধিরা এখানে ঘোষণা করছি যে আমরা এক নেতা জনাব নূরুল আমীন সাহেবের নেতৃত্বে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে একটি সংযুক্ত কোয়ালিশন পার্টি হিসেবে কাজ করবো।"

প্রকৃতপক্ষে এই মৈত্রী জোটের কোন নাম দেয়া হয়নি। একজন সাংবাদিক যখন জানতে চাইলেন যে মৈত্রীজোটের ব্যাপারে পিডিপি প্রধানের নেতৃত্বকে তারা কিভাবে আখ্যায়িত করবেন, তখনই কেবল জনাব নূরুল আমীন ত্বরিত এটার "সংযুক্ত কোয়ালিশন পার্টি" নামকরণ করেন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এই নামকরণে সম্মত বলে মনে হয়। ঘোষণাটিতে আরো বলা হয় যে, আমাদের জনগণের জন্য এক নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত ইসলামী ভবিষ্যত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি সুসঙ্গত, সুস্পষ্ট ও কার্যকরী নেতৃত্ব দেয়ার জন্য একমনা দলগুলোর মধ্যে অবিলম্বে সর্বোচ্চ পরিমাণ ঐক্য সাধনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দলগুলো একমত।

নবগঠিত সংযুক্ত কোয়ালিশন পার্টি অঙ্গ দলগুলোর সাধারণ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য কাজ করে যাবে। এই পার্লামেন্টারী মৈত্রী জোটের নেতা হিসেবে জনাব নূরুল আমীনের নির্বাচন হয় সর্বসম্মত। ঘোষণায় যারা স্বাক্ষর করেন তাঁরা হলেন, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির জনাব নূরুল আমীন, পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাইয়ুম গ্রুপ) প্রেসিডেন্ট খান আবদুল কাইয়ুম খান, কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মিয়া মমতাজ মোহম্মদ খান দৌলতানা, পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী মালিক মোহাম্মদ কাসিম, জামাতে ইসলামীর অস্থায়ী আমীর মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ, জমিয়তুল ওলামায়ে পাকিস্তানের .... এবং মারকাজী জমিয়াতুল ওলামায়ে পাকিস্তানের এডভোকেট জনাব ইকবাল আহমদ। শেষোক্ত দল পূর্ব পাকিস্তানে নেজামে ইসলাম দল হিসেবে কাজ করছে। জনাব নূরুল আমীন বলেন যে মৈত্রীজোটের অঙ্গ দলগুলোর নেতৃবৃন্দ জনগণের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দেশের উভয় অংশে শীঘ্রই সফরে যাবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব নূরুল আমীন ছাড়াও ইতিপূর্বে ঘোষণায় স্বাক্ষরদানকারী বিভিন্ন দলের কতিপয় নেতা উপস্থিত ছিলেন। সংযুক্ত পার্টিতে নয়া সদস্য গ্রহণের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব নূরুল আমীন বলেন যে বিভিন্ন অঙ্গ দলের নেতৃবৃন্দ বৈঠকে আলোচনা করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

তবে তিনি বলেন যে, নয়া দলকে এই মৈত্রীজোটে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত অবশ্যই সর্বসম্মত হতে হবে। কেন্দ্রে তিনি কোন জাতীয় সরকার গঠনের পক্ষপাতী হবেন কিনা এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এক পাল্টা প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, "নয়া কোন দল সরকার গঠন করলে তিনি সেটাকে আর কি নামে আখ্যায়িত করবেন।"

জনাব নুরুল আমীন বলেন, তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সরকার গঠনের আহবান জানাবেন।

জাতীয় পরিষদে সংযুক্তি পার্টির সম্ভাব্য শক্তি সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে এই পর্যায়ে এ ব্যাপারে কিছু বলার সময় আসেনি। তিনি বলেন, ‘‘উপনির্বাচন শেষ হতে দিন, তারপর দলীয় শক্তি সকলেরই জানা হয়ে যাবে’’।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

বিপ্লব অনিবার্য

জুলফিকার আলী ভুট্টো

করাচী, ১৭ই নভেম্বর (এপিপি)।- পাকিস্তানের জনসাধারণ কোন অবস্থাতেই ‘পুতুল সরকার’ গ্রহণ করবে না। পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ এ কথা বলেছেন। তিনি দলের কেন্দ্রীয় দফতরে দলীয় কর্মী সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভুট্টো বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের মত প্রতিফলনে সক্ষম সরকার গঠনে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করা হলে বিপ্লব অনিবার্য।

ভুট্টো তার ২৯শে সেপ্টেম্বরের চার দফা ফর্মূলার পুনরুল্লেখ করে বলেন তাঁর দল এই ফর্মূলায় অবিচল রয়েছে। তিনি উক্ত ফর্মূলা যাচাই ও পরীক্ষা করে দেখার আহবান জানান। তিনি বলেন, এছাড়া দেশ সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে পারে না। ২৯শে সেপ্টেম্বর ভুট্টো চার দফা সুপারিশ পেশ করেছিলেন, যা তার মতে প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনাকে আরো সুস্পষ্ট ও অর্থবহ করবে।

ভুট্টোর এই চার দফা হলোঃ-

(ক) ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘোষণা তাতে সন্নিবেশ করার জন্য আইন কাঠামো আদেশ সংশোধন করতে হবে এবং প্রেসিডেন্টের বিবৃতির কতিপয় বক্তব্য আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা দরকার।

(খ) খসড়া শাসনতন্ত্রের বিধি বিধানসমূহ সংস্কার কর্মসূচীর পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।

(গ) শাসনতন্ত্র বিবেচনার জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহবানের সাথে সাথেই কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলোতে নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে হবে।

(ঘ) পিপলস পার্টিকে পাকিস্তানের উপ-নির্বাচনে ভালোভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

জনাব ভুট্টো বলেন, তিনি নয়া শাসনতন্ত্র এবং ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ১৮ই সেপ্টেম্বরের পরিকল্পনা বিনা শর্তে গ্রহণ করেননি।

‘‘আমরা সেটাকে সামনের দিকে একটি সঠিক পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছিলাম। ভুট্টো বলেন, দেশের অস্তিত্বের সংকটজনক মুহূর্তে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ সরকার, যে সরকার কার্যকরভাবে বৈদেশিক আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারবে এবং জনগণের আশা আকাংখা মোতাবেক অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানে সক্ষম হবে’’।

তার দলের পূর্ব পাকিস্তানে উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছে বলে ভুট্টো স্বীকার করেছেন। ‘কিন্তু প্রশ্নটা ছিল দেশকে রক্ষার প্রশ্নে। সে কথা চিন্তা করেই আমরা উপ-নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি’। ভুট্টো বলেন, দেশে তাঁর অনুপস্থিতিকালে তার দলের নেতারা পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের উপ-নির্বাচনেও অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তার অনুপস্থিতিতে এটা করা ঠিক হয়নি।

নূরুল আমীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের দাবী করায় ভুট্টো তার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ‘‘পূর্ব পাকিস্তানে উপ-নির্বাচনে যেভাবে তারা আসন লাভ করেছেন। সে জন্যে তাদের লজ্জিত হওয়া

উচিত। আর এখন তারা তাদের শক্তির বড়াই করে কথা বলছেন।'' আমাদের দলের কর্মী ও নেতারা গত সাধারণ নির্বাচনের পর বহু স্থানে সরকারের হাতে কষ্ট পেয়েছেন, জেল খেটেছেন। আমাদের রেকর্ড একেবারে পরিষ্কার।

ক্ষমতা লাভের জন্য আমরা কোন কর্তৃপক্ষের সাথে ষড়যন্ত্র করছি, কেউ সেই দোষ আমাদের দিতে পারে না। ভুট্টো বলেন, তাঁর দল ক্ষমতার জন্য লালায়িত নয়। দেশের ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য তারা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যদি প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্ট পদ চান আমরা তা মেনে নেব। এমন কি জনগণ যদি চান, আমরা জেলে যেতেও প্রস্তুত।

অবশ্য তিনি বলেন, আমরা কখনোই পুতুল সরকার মেনে নেবো না। যদি গোটা দেশের জনগণের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করা সম্ভব না হয় তাহলে দেশের অর্ধেক অংশের প্রকৃত প্রতিনিধিরা চলতি সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসুন। ভুট্টো বলেন, তার দল সংখ্যাগরিষ্ট দল এবং তারাই জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি বলে তার বিশ্বাস। 'ক্ষমতায় যাওয়ার পর আমি পূর্ব পাকিস্তানে যেতে পারি।' সেখানকার জনসাধারণের সাথে দেখা করতে পারি এবং এক পাকিস্তানের ভিত্তিতে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে আলোচনা করতে পারি। তিনি বলেন, আইনগত ও রাজনৈতিক কারণে তার দল উপ-নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

(ক)- পাকিস্তানকে রক্ষা করা। (খ) একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং (গ) একটি বেসামরিক সরকার গঠন করার জন্যই তাঁর দল উপ-নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধন্ত নেয়। তবে দুঃখের সঙ্গে এবং চোখ বন্ধ রেখে এই সিদ্ধন্ত নেয়া হয়। পিপলস পার্টি জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচনে অংশ নেবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

আমরা গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে চেয়েছি। রাজনৈতিক উদ্যোগ নিয়ে আলোতে আসুন- সামরিক কার্যক্রম পিছনে পড়ে থাক আমরা তাই চেয়েছি। কারণ সামরিক পদক্ষেপ কোন সমস্যার সমাধান করে না। উল্টো তা জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ বাড়িয়ে তোলে। 'আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না কিংবা প্রেসিডেন্ট হতে চাই না। আমি যদি লারকানা পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের সেবা করতে পারি তাতেই আমি খুশী থাকব।'

তিনি বলেন, গরীবের সমস্যা তা পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তান যেখানকারই হোক এক। তারা সবাই শোষিত। সাত দলীয় জোট গরীবদের ক্ষমতারোহণে বাধ্য দিচ্ছে। তবে গরীবের সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলবে। আমরা বৃটিশ, রাজপুত, হিন্দু, শিখ, এমন কি জেনারেলদের যুগ দেখেছি। এবার আসবে গরীবের যুগ এবং কেউই তা রোধ করতে পারবে না।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৯ নভেম্বর ১৯৭১

'আক্রমণ করাই দেশ রক্ষার বড় কৌশল'

দলাদলি ভুলে ঐক্যবদ্ধ হোনঃ গোলাম আজম

লাহের, ২৩শে নভেম্বর, (এপিপি)।- পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামী আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম জনসাধারণের প্রতি রাজনৈতিক দলাদলি ভুল গিয়ে কার্যকরভাবে ভারতীয় হামলা মোকাবিলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে এখানে পৌঁছে তিনি সাংবাদিকদের সাথে আলাপ করছিলেন। তার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব মন্ত্রী মওলানা এ,কে,এম ইউসুফ এবং জামাতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মওলানা আবদুর রহিমও ছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানে সর্বশেষ ভারতীয় আক্রমণ প্রশ্নে গোলাম আজম বলেন, এটা কোন নতুন ঘটনা নয়। তফাৎ হলো এই যে, এবারের আক্রমণটা আরো বড় আকারের। তিনি বলেন, দেশকে রক্ষার সবচেয়ে বড় কৌশল হলো আক্রমণ করা। তিনি এ কথা বহুবার বলেছেন এবং এখন এটা আরো বেশী সত্য।

তিনি বলেন, আত্মরক্ষার কৌশল শত্রুকে আরো বেশী উৎসাহী ও শক্তিশালী করে তোলে। ভুট্টোর নাম উল্লেখ না করে তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে ইচ্ছুক মাত্র একজন লোক দলীয় রাজনীতি করছেন।

ভারতীয় হামলার এই হুমকির মুখে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দেশে জাতীয় সরকার গঠনের পক্ষপাতী। তার এই সুপারিশ তিনি তার দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে পেশ করবেন বলে জানান। গোলাম আজম বলেন, গত ৮ মাস ধরে সীমান্তের ঘটনাবলীর দরুন পূর্ব পাকিস্তানের লোক খুব উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, দুষ্কৃতিকারীরা খুবই সক্রিয়, ভারত প্রকাশ্যে তাদের সাহায্য করছে এবং অস্ত্র সরবরাহ করছে।

সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চলছে এবং প্রকৃত ভোট গ্রহণ করার অসুবিধা রয়েছে। নয়া অর্ডিন্যান্সের ফলে আরো বহু প্রার্থী নাম প্রত্যাহার করবেন বলে আশা করা যায়। বিমানবন্দরে ভুট্টোকে সম্বর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে আগত বিপুলসংখ্যক পিপলস পার্টি কর্মী জামাতে ইসলামী ও অধ্যাপক গোলাম আজমের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। সমবেত জামাত কর্মীরাও পাল্টা শ্লোগান দেয়।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

তাঁবেদার সরকারে শরীক হবো না

-ভুট্টো

লাহোর, ২৫শে নভেম্বর (এপিপি)।- পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ বলেন, পাকিস্তানের 'নতজানু' হয়ে উপ মহাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বৃহৎ শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ কামনা করা উচিত নয়, বরং দৃঢ় মনোবল নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা উচিত।

রাওয়ালপিণ্ডি যাত্রার প্রাক্কালে বিমান বন্দরে এক সাক্ষাৎকারে জনাব ভুট্টো বলেন যে, 'অপর কোথায়ও না গিয়ে' একটা আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে উপমহাদেশের বর্তমান সংকটের সমাধান আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে।

তাড়াহুড়া করে পাকিস্তানের জাতিসংঘে যাওয়াও উচিত হবে না বলে জনাব ভুট্টো আবার দাবী করেন। বিশ্ব সংস্থার কোন বিষয় উত্থাপন করা হতে কোন রাষ্ট্রকে বিরত করতে অবশ্য জাতিসংঘ সনদে কোন বাধা নেই, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ধরনের উদ্যোগে ভেটো প্রদত্ত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। কোন তাঁবেদার সরকারের সাথে তিনি যুক্ত হতে চাননা বলে আজ এখানে পুনরায় উল্লেখ করেন।

দু'এক দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় কোয়ালিশন সরকার গঠিত হচ্ছে বলে আজ সকালে এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে যে জোরালো খবর ছাপা হয়, তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি এ মন্তব্য করেন। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে অপর এক খবরে বলা হয়ঃ জনাব ভুট্টো আজ এখানে বলেন যে জাতীয় সংকট নিরসনে জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট জাতির ভাগ্য ন্যস্ত করতে হবে। আজ বিকেলে লাহোর থেকে এখানে আগমন করে ইসলামাবাদ বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে জনাব ভুট্টো বলেন যে, 'তাঁবেদার সরকার চাপিয়ে দিয়ে' সংকট সমাধান সম্ভব নয়। আগামী কাল প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁর বৈঠকের কথা আছে।

বর্তামান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, 'আরো খারাপ' হয়েছে। পরিস্থিতি বহুদিন যাবত মন্দ ছিল, তাই তার পার্টি ক্রমাগতভাবেই বলে আসছিল যে রাজনৈতিক সমস্যা জনগণের মনোনীত প্রতিনিধিদের রাজনৈতিকভাবেই সমাধা করা উচিত।

জনাব ভুট্টো বলেন, সময় দ্রুত হাতছাড়া হচ্ছে। তিনি এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, 'চলতি বছরের শেষ নাগাদ অবধি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরেও চলে যেতে পারে'।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৬ নভেম্বর, ১৯৭১

আগে ক্ষমতা হস্তান্তর, পরে জাতীয় সরকার

নূরুল আমীন

লাহোর, ২৬শে নভেম্বর (পিপিআই)।- সংযুক্ত কোয়ালিশন দলের প্রধান জনাব নূরুল আমীন ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে জাতীয় সরকার গঠনের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে তা গণতান্ত্রিক উপায়েই করা উচিত। সংযুক্ত কোয়ালিশন দলের জরুরী বৈঠকের পর আজ সন্ধ্যায় এখানে তাঁর হোটেল কক্ষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন, ইউসিপির সাথে সব দল জড়িত হতে পারে এবং এটাকে একটা জাতীয় সরকার বলা যেতে পারে।

তিনি আরো বলেন, তিনি সব সময়ই জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে। এভাবেই যতো বেশীসংখ্যক সম্ভব রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে একটি সরকার গঠন করে বর্তমান সঙ্কট কাটানো সম্ভব। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সংযুক্ত কোয়ালিশনের জন্য ২৭শে ডিসেম্বর একটি পবিত্র দিন নয়। নির্ধারিত সময়ের আগেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে তাঁর আপত্তি নেই। তিনি বলেন অবশ্য এটা সম্পূর্ণভাবে প্রধান নির্বাচনী কমিশনারের উপর নির্ভর করে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর আলোচনা ও তাদের আস্থাশীল করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উচিত ছিলো সকল রাজনৈতিক দলের একটি বৈঠক আহ্বান করা।

ভারতের এই যুদ্ধ শুরুর জন্য তিনি সামরিক সরকারকে দায়ী মনে করেন কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন. 'না'। গণতান্ত্রিক সরকার অধিষ্ঠিত থাকাকালেও যুদ্ধ শুরু হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জাতীয় সরকার বর্তমান সংকট মোকাবেলা করতে পারবে কিনা তিনি এ প্রশ্নের হ্যাঁ সূচক জবাব দেন। পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপির নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান অবিলম্বে জাতীয় সরকার গঠন করা উচিত বলে গতকাল যে বিবৃতি দিয়েছেন তার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, নবাবজাদা তার সাথে আলোচনা করেননি।

নবাবজাদা যা বলেছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত মত।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

সত্যিকার অর্থেই ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান

গোলাম আজম

রাওয়ালপিণ্ডি, ১লা ডিসেম্বর (এপিপি)।- পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে সত্যিকার অর্থে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য গতকাল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং প্রেসিডেন্টকে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য পররাষ্ট্র ও অর্থ দফতরের দায়িত্ব পূর্ব পাকিস্তানীদের হাতে দিতে হইবে।

প্রেসিডেন্টের সহিত ৭০ মিনিট কাল স্থায়ী এক বৈঠকের পর আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যাপক গোলাম আজম বলেনঃ প্রেসিডেন্টের সহিত বৈঠকের সময় তিনি প্রেসিডেন্টকে এই মর্মে পরামর্শ দিয়াছেন যে অতীতে যে সমস্ত অবিচার করা হইয়াছে সেগুলি দূরীভূত করা এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আস্থা

অর্জনই হইবে বর্তমানের প্রধান কর্তব্য। ইহাতে প্রেসিডেন্টের সাড়া প্রদান উৎসাহব্যঞ্জক বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, প্রেসিডেন্ট তাহাকে এই মর্মে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আস্থা অর্জনের ব্যাপারে তিনি আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাইবেন। তিনি বলেন জনগণের বর্তামানে প্রধান কাজ হইতেছে দেশের প্রতিরক্ষা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় একত্রিত হওয়া। জনাব গোলাম আজম এই মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে বর্তমান সংকট মোকাবিলা করার জন্য জনগণ সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করিবেন। তথাকথিত মুক্তিবাহিনীকে শত্রুবাহিনী রূপে আখ্যায়িত করিয়া তিনি বলেন যে তাহাদিগকে মোকাবিলা করার জন্য রাজাকাররাই যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে রাজাকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য তিনি আহবান জানান।

জনাব ভুট্টো সম্পর্কে গোলাম আজম বলেন যে, প্রবীণ রাজনীতিবিদ জনাব নূরুল আমীনসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা সম্পর্কে ভুট্টো যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন যে ব্যাপারে তিনি প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

-দৈনিক ইত্তেফাক, ২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শীঘ্রই অনুষ্ঠানের দাবী

পিণ্ডিতে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে খান কাইয়ুম

রাওয়ালপিণ্ডি, ১লা ডিসেম্বর (এপিপি)।-কাইয়ুম পন্থী মুসলিম লীগ প্রধান খান আবদুর কাইয়ুম খান শীঘ্রই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য আহবান জ্ঞাপন করেন।

গতকাল করাচী হইতে পিণ্ডি আগমনের পর সাংবাদিকদের নিকট খান কাইয়ুম বলেন যে, আগামী মাসের ২৭ তারিখের মধ্যে তিনি কোন পবিত্রতা দেখিতে পাননা। কাজেই সুবিধামত যত শীঘ্র সম্ভব পরিষদের অধিবেশন আহবান করা উচিত। জনাব কাইয়ুম খান বলেন, জাতীয় পরিষদের যাহাতে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে না পারে এবং ক্ষমতা হস্তান্তর যাহাতে সম্ভব না হয়, তজ্জন্য ভারত ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করিতেছে। তিনি বলেন, পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চিরাচরিত ভারতীয় নীতি অনুসরণে এক্ষণে তাহারা পুরামাত্রায় যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে তিনি বলেনঃ জনসাধারণ ও সরকারকে এক যোগে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে হইবে।

এক প্রশ্নে জবাবে খান কাইয়ুম বলেন যে, ন্যাপের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তিনি সমর্থন করেন এবং মন্তব্য করেন যে অনেক আগেই ন্যাপকে বে-আইনী ঘোষণা করা উচিত ছিল। যাই হোক, দেশের প্রতি যে তাহাদের আনুগত্য নাই, তাহা এক্ষণে উপলব্ধি করা হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, এই ধরনের দলকে শাসনতন্ত্র রচনায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া যায় না।

সমর পরিষদ গঠনের সম্ভবনা সম্পর্কে মুসলিম লীগ প্রধান বলেন যে, প্রেসিডেন্ট এই প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী।

-দৈনিক ইত্তেফাক, ২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

যথার্থ গণ প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরই দেশের অখণ্ডতা রক্ষার একমাত্র উপায়

পি,পি,পি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব।

পেশোয়ার, ২রা ডিসেম্বর (এপিপি)।- গতকাল এখানে জনাব জেড এ, ভুট্টোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পি, পি, পির কেন্দ্রীয় কমিটির এক বৈঠকে জনসাধারণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের নিকট অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানানো হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটির ছয় ঘণ্টাব্যাপী দুইটি অধিবেশনে সামগ্রিক জাতীয় সমস্যা আলোচনা করা হয়। উক্ত আলোচনাকালে এই মর্মে গুরুত্ব আরোপ করা হয় যে, সত্যিকারভাবে ক্ষমতা যাহাদের, তাহাদের নিকট উহা হস্তান্তরের মাধ্যমে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখা সম্ভব।

ভারতীয় আক্রমণের ফলে উদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উক্ত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। প্রস্তাবে পরাজিত জনগণ বিরোধী ও পাকিস্তান বিরোধী ব্যক্তিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া বলা হয় যে, সেই রূপ কার্য ভারতের নিকট আত্মসমর্পণের শামিল হইবে এবং উহার দ্বারা দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত তাসখন্দ চুক্তির পথ সুগম করা হইবে। জাতীয় লক্ষ্যকে যথাযথ হস্তে অর্পণ ব্যতীত পুনর্মিলন ও পুনর্গঠনের দ্বৈতকার্য সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করা যাইবে না বলিয়া উহাতে মন্তব্য করা হয়।

প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, আমরা যাহারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করি তাহারা অভ্যন্তরীণ ও বাহিরের এই গুরুতর পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

প্রস্তাবে অতঃপর বলা হয় যে, ভারতীয় আক্রমণকারীরা পূর্ব পাকিস্তানে অগ্রসর হইতেছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের উপর যুদ্ধের মেঘ জমিয়ে উঠিতেছে। সমগ্র জাতি এক সংকটজনক পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। জাতির ভবিষ্যৎ এক চরম সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। এই সর্বৈব ও গুরুতর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য ইতিহাস জনগণের দুর্জয় নেতৃত্বের প্রতি তাগিদ দিতেছে বলিয়া উক্ত প্রস্তাবে বলা হয়।

-দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

(দুই)
বেসামরিক সহযোগিতা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৯। জেনারেল টিক্কা খান সকাশে নেতৃবর্গঃ সহযোগিতার আশ্বাস	সংবাদপত্র	১৯৭১

জেনারেল টিক্কা খান সকাশে নূরুল আমীনসহ ১২ জন নেতা
পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতার আশ্বাস

গতকাল রবিবার অপরাহ্নে জনাব নূরুল আমীনের নেতৃত্বে ১২ জন বিশিষ্ট নেতার সমন্বয় গঠিত একটি প্রতিনিধি দল 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের এক প্রেস রিলিজে এ কথা জানান হয়েছে। মৌলভী ফরিদ আহমদ, অধ্যাপক গোলাম আজম, খাজা খয়েরউদ্দীন, জনাব শফিকুল ইসলাম, মওলানা নুরুজ্জামান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এ প্রতিনিধিদলে ছিলেন।

অবিলম্বে সমগ্র, প্রদেশে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে প্রতিনিধি দল সামরিক আইন প্রশাসককে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস এবং জনগণের মন থেকে ভিত্তিহীন ভয় দূর করার উদ্দেশ্যে তারা ঢাকায় নাগরিক কমিটি গঠন করারও প্রস্তাব দেন।

পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা এবং ভারতের বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণার প্রতিবাদ করেন।

প্রতিনিধি দলের সহযোগিতার আশ্বাসকে ধন্যবাদ জানিয়ে সামরিক আইন প্রশাসক পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠন সম্পর্কে প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত করেন।

সামরিক আইন প্রশাসক বলেন যে, সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অচলাবস্থার ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেককেই কঠোরভাবে কাজ করতে হবে। সাম্প্রতিক অসহযোগ আন্দোলনে বেসামরিক কর্মচারীদের যোগদানের কথা উল্লেখ করে সামরিক আইন প্রশাসক বলেন যে, তারা চাপে পড়েই একাজ করেছেন এটা তিনি বুঝেছেন। এখনো যারা কাজে যোগদান করতে পারেননি তিনি অবিলম্বে তাদের কাজে যোগদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন যে, এমন কি এসব কর্মচারীদের ধর্মঘটের সময়েরও বেতনদানের জন্য তিনি ইতিপূর্বে নির্দেশ দিয়েছেন।

সামরিক আইন প্রশাসক রাষ্ট্রদ্রোহী এবং সমাজ বিরোধীদের কার্যকলাপের ফলে যারা স্থানচ্যুত হয়েছেন তাদের পুনর্বাসন ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেন। জেনারেল টিক্কা খান বলেন যে, প্রদেশে কোন খাদ্য ঘাটতি নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন যে, যদি দুষ্কৃতিকারীরা* খাদ্য শস্য প্রেরণে বাধা দেয় তাহলে কোন কোন এলাকা অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে।

*জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের পর জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক কার্যক্রমে বাধাদানকারী এবং পরবর্তী সময়ে গেরিলা ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাঙ্গালীদেরকে দখলদার বাহিনী 'রাষ্ট্রদ্রোহী' সমাজবিরোধী ও 'দুষ্কৃতিকারী' বলে অভিহিত করতো।

তিনি পুনরায় এ ধরনের দুষ্কৃতকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী ও সমাজ বিরোধীদের আশ্রয় না দেয়ার এবং এদের সম্পর্কে সংবাদ পৌঁছে দেয়ার জন্য জনগণকে উপদেশ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শান্তিপ্রিয় জনগণের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তাবিধানের কথা পুনরুল্লেখ করেন।

-পূর্বদেশ, ৫ এপ্রিল, ১৯৭১

আরো কয়েকজন নেতা

সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের এক হ্যাণ্ড আউটে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তানের আরো কতিপয় রাজনৈতিক নেতা গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন শাসনকর্তার সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রদেশের সর্বত্র দ্রুত পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

জেনারেল টিক্কা খানের সংগে যারা পৃথক পৃথকভাবে দেখা করেন তারা হচ্ছেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর সভাপতি অধ্যাপক গোলাম আজম, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি পীর মোহসেন উদ্দিন ও স্থানীয় বিশিষ্ট এডভোকেট এ.কে, সাদী।

নেতৃবর্গ পাকিস্তানের অভ্যান্তরীণ ব্যাপারে ভারতের অনাহূত হস্তক্ষেপ ও পাকিস্তানে তার সশস্ত্র অনুপ্রবেশের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা বলেন যে ভারতীয় অভিসন্ধি নস্যাৎ করার জন্য প্রদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করবে।

সামরিক আইন শাসনকর্তা রাজনৈতিক নেতাদের আশ্বাস দেন যে শাসন কর্তৃপক্ষ সকল শান্তিকামী নাগরিকের জান মাল পুরোপুরিভাবে রক্ষার কাজ অব্যাহত রাখবে। তিনি পুনরায় গত মাসের নিষ্ক্রীয়তার ফলে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য প্রদেশের অর্থনীতি পূর্ণোদ্যমে চালু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৭ এপ্রিল, ১৯৭১

আব্দুস সবুর খান

সাবেক জাতীয় পরিষদের নেতা জনাব আব্দুস সবুর খান গতকাল বুধবার 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। জনাব সবুরের সাথে তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক সহযোগীও ছিলেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৮ এপিল, ১৯৭১

নুরুল আমীনের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল

গতকাল শুক্রবার ঢাকা এপিপি পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় জনাব নূরুল আমিনের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যনির্বাহক কমিটির একটি প্রতিনিধিদল গভর্নর ভবনে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

শান্তি কমিটির সদস্যগণ নাগরিকদের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ও আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তৎসম্পর্কে গভর্নরকে অবহিত করেন। তাঁরা জনসাধারণ যে কতিপয় অসুবিধা ভোগ করছে তৎপ্রতিও গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আলোচনাকালে কমিটির সদস্যরা গভর্নরকে জনান যে, জনসাধারণ ভারতের কুমতলব পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তাঁরা সম্পূর্ণভাবে সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে রয়েছে।

গভর্নর শান্তি কমিটির সদস্যদের আশ্বাস দেন যে, জনগণের প্রকৃত সমস্যার উপর লক্ষ্য রাখা হবে এবং অনতিবিলম্বে প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবে।

গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে ছিলেন জনাব এস কে খয়ের উদ্দীন, আহবায়ক জনাব এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আজম, জনাব মাহম্মুদ আলী, জনাব আবদুল জববার খদ্দর, জনাব মোহন মিয়া, মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম, জনাব আবদুল মতিন, অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, এ এস এম সোলায়মান, এ কে রফিকুল হোসেন, জনাব নুরুজ্জামান, জনাব আতাউল হক খান, তোয়াহা বিন হাবিব, মেজর আফসারুদ্দিন, হেকিম ইরতেয়াজুর রহমান খান আখুনজাদা।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

জমিয়তে ওলামা ও নেজামে ইসলামের প্রতিনিধিবৃন্দ

গতকাল রোববার জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলামের একটি প্রতিনিধিদল পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও খ অঞ্চলের সামরিক শাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের সাথে গভর্নর হাউসে সাক্ষাৎ করেন। দলের সহ সভাপতি সাঈদ মাহমুদ আল মুস্তাফা আল মাদানী নেতৃত্ব করেন।

দলের সদস্যগণ সারা প্রদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারী প্রচেষ্টার সাথে তাদের পূর্ণ সহযোগিতা দানের আশ্বাস দেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৯ এপ্রিল, ১৯৭১

কনভেনশন লীগ নেতৃবৃন্দ

এপিপির খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কনভেনশন) সভাপতি জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী ও জেনারেল সেক্রেটারী মালিক মোহাম্মদ কাসিম গতকাল সোমবার অপরাহ্নে প্রাদেশিক গভর্নর লেঃ জেঃ টিক্কা খানের সঙ্গে গভর্নর ভবনে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

প্রদেশে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য নেতৃদ্বয় তাদের দলের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

দেশ ও জনগণের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের প্রতি গভর্নর তাঁর বেতার ভাষণে যে প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে মুসলিম লীগ নেতৃদ্বয় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২০ এপ্রিল, ১৯৭১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১০। শান্তি কমিটিঃ গঠন ও তৎপরতা	সংবাদপত্র	১৯৭১

স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনার জন্য শহরে
শান্তি কমিটি গঠন

ঢাকা, ১০ই এপ্রিল (এপিপি)। শহরের জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য গতকাল জনাব খাজা খয়েরউদ্দীনকে আহবায়ক মনোনীত করে একটি শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে শহরের সব শান্তি কমিটিগুলো কাজ করবে।

ঢাকার প্রতিনিধিস্থানীয় নাগরিকদের এক সভায় গতকাল 'শান্তি কমিটি' গঠন করা হয়। কমিটি জনাব খাজা খয়েরউদ্দীনকে কমিটির আহবায়ক নির্বাচিত করেন। বর্তমানে ১০৪ জন সদস্য নিয়ে এ শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আরো সদস্য কো অপট করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

শহরের বিভিন্ন এলাকায় ইউনিয়ন এবং মহল্লা পর্যায়েও শান্তি কমিটি গঠন করা হবে এবং তারা কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে কাজ করবেন। কমিটি শহরের দৈনন্দিন জীবনে যত শীঘ্র সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন।

কমিটি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আগামী মঙ্গলবার জোহরের নামাজের পর বায়তুল মোকাররম থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করবেন এবং চক মসজিদে যেয়ে শোভাযাত্রাটি শেষ হবে।

কমিটিতে সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন জনাব এ,কিউ,এম শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আজম, মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম, জনাব আব্দুল জববার খদ্দর, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব এ, কে, রফিকুল হোসেন, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, জনাব আবুল কাসেম, জনাব ফরিদ আহমদ, অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার, জনাব সৈয়দ আজিজুল হক, জনাব এস, এম, সোলায়মান, পীর মোহসীন উদ্দীন, এডভোকেট শফিকুর রহমান, মেজর আফসার উদ্দীন, সৈয়দ মোহসেন আলী, এডভোকেট ফজলুল হক চৌধুরী, আলহাজ সিরাজউদ্দীন, এডভোকেট আতাউল হক খান, এডভোকেট ফজলুল হক চৌধুরী, আলহাজ সিরাজউদ্দীন, এডভোকেট আতাউল হক খান, এডভোকেট এ,টি,সাদী, জনাব মকবুলুর রহমান, আলহাজ্ব মোহম্মদ আকিল, অধ্যক্ষ রুহুল কুদ্দুস, জনাব নূরুর রহমান, সম্পাদক 'ইয়ংগ পাকিস্তান' মওলানা মফিজুল হক, এডভোকেট আবু সালেক, এডভোকেট আব্দুন নঈম প্রমুখ।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের হীন প্রচারণার তীব্র নিন্দা করে সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়ঃ

ঢাকা শহর শান্তি কমিটির এ সভা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হিন্দুস্তানের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছে।

এ সভা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতকে এ ধরনের বিপজ্জনক খেলায় মেতে আর একটি মহাযুদ্ধকে না আনার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করছে।

এ সভা মনে করে যে, হিন্দুস্থান পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে পাঠিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দেশ প্রেমিকতার প্রতি চ্যালেঞ্জ করেছে।

এ সভা আমাদের প্রিয় দেশের সম্মান ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য দেশ প্রেমিক জনগণকে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে আকুল আহবান জানাচ্ছে।

-দৈনিক পুর্বদেশ, ১১ এপ্রিল, ১৯৭১

শান্তি ও জনকল্যাণ কমিটির বৈঠক

গত বুধবার পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ ষ্টিয়ারিং কমিটির প্রথম বৈঠকে ভারতীয় ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সময়োচিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে।

এপিপির খবরে বলা হয় যে, বৈঠকে পাকিস্তানবাদ ও পাকিস্তানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে হিন্দু ভারতের দীর্ঘ দিনের পুরানো ব্রাহ্মণ্য শত্রুতার পুনরাবৃত্তির কঠোর নিন্দা করা হয়। বৈঠক পাকিস্তানকে ভেংগে দেয়ার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের এলাকায় ভারতীয় অনুপ্রবেশেরও তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।

বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ষ্টিয়ারিং কমিটি সারা পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করবে এবং জেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে শান্তি ও জনকল্যাণ ইউনিট গড়ে তুলবে।

শান্তি ও জনকল্যাণ ইউনিটগুলো নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী জীবনের সর্বক্ষেত্রে আস্থা, শান্তি ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে।

বৈঠকে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে যেসব সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কর্মচারীরা এখনো কাজে ফিরে আসেননি, তাদের প্রতি জনস্বার্থের খাতিরে অবিলম্বে নিজ নিজ কাজে ফিরে আসার আহবান জানানো হয়।

অপর এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, প্রাদেশিক স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা সংস্থার সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তাবায়নের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে বিভিন্ন জেলায় চলে যাবেন।

এক প্রস্তাবে দেশপ্রেমিক নাগরিক, আইনজীবী, মসজিদের ঈমাম ও মাদ্রাসার মোদাররেসদের প্রতি জনসাধারণকে কোরান ও সুন্নাহর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তোলার আহ্বান জানানো হয়, যাতে জনসাধারণ ইসলাম ও পাকিস্তানের দুষমনদের মোকবিলা করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে জেহাদ যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

কমিটি দেশপ্রেমিকদের প্রতি সকল জেলা শহর ও ইউনিয়নে পনের দিনের মাঝে সর্ব শ্রেনীর জনসাধারণ ও পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদকের ধানমন্ডি পাঁচ নম্বর রোড, ১২ নম্বর বাড়ী, ঢাকা,- সাথে যোগাযোগ করে শান্তি ও জনকল্যাণ কমিটি গঠন করার আহবান জনান।

অন্য এক প্রস্তাবে শান্তি ও জনকল্যাণ কাউন্সিলের সকল ইউনিটের প্রতি জুম্মায় বৃহত্তর জামাতে সংগঠন এবং ইসলাম ও ইসলামের আবাসভূমির প্রতিরক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার আহবান জানানো হয়েছে।

বৈঠকে সভাপতির ভাষণে মৌলবী ফরিদ আহমদ সংস্থার নীতি ও আদর্শ তুলে ধরেন। তিনি বর্তমান মুহূর্তে ভ্রাতৃসূলভ মনোভাব প্রদর্শনের জন্য চীনের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নুরুজ্জামানও সংস্থার লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেন। বৈঠকে মৌলবী ফরিদ আহমেদ নেতৃত্বে বিশেষ মোনাজাত এবং পাকিস্তান ও ইসলামের খেদমতে আত্মনিবেদনের উদ্দেশ্যে শপথ গ্রহণ করা হয়। সদস্যেরা দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেন।

জনাব ওয়াজিউল্লাহ খান, মোহাম্মদ আলী সরকার, মুস্তাফিজুর রহমান, মওলানা নুরুজ্জামান ও আজিজুর রহমান খান এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

জনাব আবুল ফয়েজ বোখারী, আব্দুর রশীদ ও ডক্টর আব্দুর রফিককে সদস্য কোঅপট করা হয়।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১

শান্তি কমিটির নতুন নামকরণ

গত বুধবার শান্তি কমিটি নামে পরিচিত নাগরিক শান্তি কমিটির এক সভায় সংস্থার নতুন নামকরণ করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি এবং সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানকে এই কমিটির কাজের আওতায় আনা হয়েছে।

এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয় যে, কমিটি প্রয়োজন মতো আরো সদস্য কো-অপট করতে পারবেন। জনসাধারণ যাতে দ্রুত প্রদেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য তাদের পেশার কাজ শুরু করতে পারেন তার জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি প্রদেশে সত্বর স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

কমিটি তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি তাদের কাজ দ্রুত ও যথোপযুক্তভাবে চালিয়ে যাওয়ার ও তাদের নীতি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কার্যকরী করার জন্য নিম্নলিখিত ২১ জন সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করেছেঃ ১। আহবায়ক সৈয়দ খাজা খয়েরউদ্দিন ২। জনাব এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম ৩। অধ্যাপক গোলাম আজম ৪। জনাব মাহমুদ আলী ৫। জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর ৬। মওলানা সিদ্দিক আহমদ ৭। জনাব আবুল কাসেম ৮। জনাব মোহন মিয়া ৯। মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম ১০। জনাব আবদুল মতিন ১১। অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার ১২। ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন ১৩। পীর মহসীন উদ্দিন ১৪। জনাব এ এস এম সোলায়মান ১৫। জনাব এ কে রফিকুল হোসেন ১৬। জনাব নূরুজ্জামান ১৭। জনাব আতাউল হক খান ১৮। জনাব তোয়াহা বিন হাবিব ১৯। মেজর আফসারউদ্দিন ২০। দেওয়ান ওয়ারাসাত আলী ২১। হাকিম ইরতেয়াজুর রহমান।

-দৈনিক পাকিস্তান ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১

শান্তি কমিটির সংযোগ রক্ষাকারী নিয়োগ

এপিপির খবরে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি ঢাকা নগরীর ইউনিয়ন ও মহল্লাগুলোতে শান্তি কমিটি সংগঠনের জন্য আহবায়ক মনোনীত করেছে। অনেক স্থানে এর মধ্যেই ইউনিট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ইউনিট কমিটিগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে সকল রকমের তথ্য ঢাকায় মগবাজারস্থ ৫ নম্বর এলিফ্যান্ট লেনে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অফিসে অবশ্যই পৌঁছাতে হবে। জনগণের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অফিস ২৪ ঘণ্টার জন্যই খোলা থাকবে এবং জনগণের সুবিধ অসুবিধা দেখার জন্য কমিটির দফতর সম্পাদক জনাব নূরুল হক মজুমদার এডভোকেটকে অফিসে পাওয়া যাবে।

প্রদেশের সর্বত্র শান্তি কমিটি সংগঠনের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি রোজই বৈঠকে মিলিত হচ্ছে। কমিটি স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে যাওয়া এবং সব স্থানে ইউনিট শান্তি কমিটি গঠনে জনগণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে নেতা ও কর্মী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কমিটি জনগণের নিকট থেকে সমস্যা ও অসুবিধা সম্পর্কে তথ্য গ্রহণ ও তা লাঘবের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সামরিক সেক্টরের সাহায্য লাভের ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কমিটি সদস্যদের মধ্য থেকে সংযোগ রক্ষাকারী

অফিসার নিয়োগ করেছে। তারা ইতিমধ্যে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসারদিগকে প্রতিদিন কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি অফিসে তাদের রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২০ এপ্রিল ১৯৭১

সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার আহবান
শান্তি কমিটির আহবায়কের বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি সকল দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্থানের প্রতি রাষ্ট্র বিরোধী লোকদের হিংসাত্মক এবং নাশকতামূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধের এবং উদ্যম ও উৎসাহের সাথে সবরকমভাবে সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার আহবান জানিয়েছেন।

গতকাল বুধবার কমিটির আহবায়ক এস কে খয়ের উদ্দীন প্রচারিত প্রেস রিলিজে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি বলেন, রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিরা সারা প্রদেশে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হওয়ায় এখন পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করেছে, শান্তি প্রিয় নাগরিকদের হয়রান করেছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিচ্ছে।

সশস্ত্র বাহিনী আমাদের জনগণের এবং আমাদের জানমাল রক্ষার জন্যই এসেছেন।

সশস্ত্র বাহিনী যেখানেই যাবে সেখানে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসার এবং রাষ্ট্র বিরোধী ব্যক্তি ও দুষ্কৃতকারীদের নির্মূল করার অভিযানে সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্য শান্তি কমিটি দেশপ্রেমিক জনসাধারণের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। কমিটি বলেছেন, দেশের সেনাবাহিনীকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

শান্তিপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ ভারতীয় বেতারের বিদ্বেষ প্রচারণার এবং রাষ্ট্রবিরোধী লোকদের গুজব ছড়ানোর প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন বলে কমিটি আশা প্রকাশ করেছেন।

খণ্ডিত হওয়ার হাত থেকে দেশকে রক্ষার মহান কাজে সেনাবাহিনীর সাফল্যের জন্য কমিটি আল্লাহর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৩ এপ্রিল ১৯৭১

শান্তি কমিটি প্রতিনিধিদের জেলা ও মহকুমায় পাঠানো হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির মিশন পূরণের জন্য জেলা ও মহকুমা সদও দফতরের কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির প্রতিনিধিদের পাঠানো হচ্ছে।

স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজ বিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ রাখা ও গুজব রটনাকারীদের দুরভিসন্ধি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠিত হয়েছে।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির উদ্ধৃতি দিয়ে গতকাল রোববার এপিপি জানিয়েছেন যে,ইতিমধ্যেই যদি এ ধরনের কোনো কমিটি গঠিত হয়ে থাকে তাহলে এসব কমিটিকে স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্রীয় অফিসে তাদের নাম পাঠাতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে স্বীকৃত শান্তি কমিটির রিপোর্ট দেবে ।

তাছাড়া ঢাকা শহরে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন এলাকায় শান্তি স্কোয়াড বের করা হচ্ছে ।

শহর ও শহরের আশপাশে আরও ১৬টি শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে।.....

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৬ এপ্রিল ১৯৭১

শান্তি কমিটির কর্মতৎপরতা শুরু
মুন্সীগঞ্জে পাক সেনাদের বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

মুন্সীগঞ্জ, ১১ই মে (পিপিআই)।- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জোয়ানরা গত ৯ই মে মুন্সীগঞ্জ উপনীত হলে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার জনসাধারণ ও সরকারী কর্মচারীরা তাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জনান। পিপিআই বার্তা সংস্থার বিশেষ সংবাদাতা এ কথা লিখেছেন।

মেজর জাবেদের নেতৃত্বে পাকিস্তানী সেনাদল মুন্সীগঞ্জে উপনীত হলে সেখানকার বিভিন্ন শ্রেণীর লোক এই সেনাদলকে বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এর আগে জনসাধারণ সকল দালান কোটা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাজার সমূহে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেন।

পাকিস্তানী সেনাদল টাউনে উপনীত হলে সেখানে একটা আনন্দমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

এরপর সেনাবাহিনীর অফিসাররা জাতীয় পরিষদের সাবেক সদস্য এবং মুন্সীগঞ্জ টাউন কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আবদুল হাকিম বিক্রমপুরীসহ স্থানীয় সরকারী কর্মচারী ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে জনাব বিক্রমপুরী সামরিক অফিসারদের মুন্সীগঞ্জ মহকুমার জনসাধারণের আন্তরিক ও পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

জনাব বিক্রমপুরী আরও বলেন, মুন্সীগঞ্জ, লৌহজং, টঙ্গীবাড়ী, গজারিয়া, শ্রীনগর এবং সিরাজদিখান নিয়ে গঠিত এই মহকুমার জনসাধারণ সব সময়ই আইনানুগ, শান্তিপ্রিয় এবং দেশপ্রেমিক।

সকল দোকান পাট, সরকারী ও বেসরকারী অফিসগুলো তাদের স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। কোন ব্যক্তিই ভয় ও আতংকে টাউন ছেড়ে যায়নি।

সামরিক অফিসাররা বাজার পরিদর্শন করেন এবং দেখতে পান যে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যাদির মূল্যও স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রয়েছে। পণ্য দ্রব্যের সরবরাহও সন্তোষজনক রয়েছে। মুন্সীগঞ্জের কৃষকরা আউস ফসল কাটছেন। কৃষকরা আবার অন্যান্য ধরনের ধানও রোপণ করেছেন।

সেনাবাহিনীর দলটি মুন্সীগঞ্জের অভ্যন্তরে টঙ্গীবাড়ী, সিরাজদি খান, রামপাল (ঐতিহাসিক স্থান) এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ সফর করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সেনাবাহিনী পদ্মা নদী দিয়ে মাওয়া, ভাগ্যকূল এবং কুমারভোগ অতিক্রম করাকালে লৌহজঙ্গে জনসাধারণ তাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান।

ইতিমধ্যে মুন্সীগঞ্জ কুমার ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য এবং শান্তিপূর্ণ জনসাধারণদের তাদের নিজ নিজ এলাকায় শান্তি কমিটির সভা অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকতে দেখা গিয়েছে। তারা ভারতীয় দালালদের হাত থেকে তাদের নিজেদের ভূমি রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর।

এদিকে শান্তি কমিটির নেতা জনাব আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী ইতিমধ্যেই ৬৮টি ইউনিয়ন কাউন্সিলের নেতৃস্থানীয় জনসাধারণকে সেনাবাহিনীর দল তাদের স্থানে উপনীত হলে সেনাবাহিনীকে তাদের সহযোগিতা দানের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেকটি এলাকার জনসাধারণই স্থানীয় জনসাধারণের প্রতি সেনাদলের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। জনসাধারণ ও সেনাদল সন্তুষ্টির সাথে তাদের মত বিনিময় করেন।

-পূর্বদেশ, ১২ মে, ১৯৭১

শান্তি কমিটির আবেদন
দেশের শত্রুদের মোকাবিলা করুন

ঢাকা, ১৭ই মে (এপিপি)।- পাকিস্তানের শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দ আজ জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। মিরপুর, লালবাগ ও চকবাজারে আজ কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ওমরাও খান, খাজা খয়ের উদ্দীন, জনাব আবুল কাসেম, মেজর (অবঃ) আফসার উদ্দিন, দেওয়ান ওয়ারাসাত আলী এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

মেজর জেনারেল ওমরাও খান বক্তৃতাদানকালে বলেন যে, দেশ এক সংকট জনক সময়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান রক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনী ঠিক সময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সশস্ত্র বাহিনীর কাজের প্রশংসা করে তিনি বলেন, তাদের কার্যাবলী আল্লাহর অবদান।

তিনি বলেন বর্ষা বা অন্য যে কোনো ঋতুই হোক না কেন পাকিস্তানের শত্রুদের সমানভাবেই শায়েস্তা করা হবে।

পাকিস্তানের শত্রুদের ধরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সামরিক বাহিনীকে সাহায্য দানের জন্য জনাব ওমরাও খান পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। সাময়িকভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ রাখার জন্যও তিনি আহবান জানান। তিনি বলেন, পাকিস্তানের শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে রাজনীতি বিলাস। পাকিস্তানে এখন কেবল মাত্র দুটি দলের অস্তিত্ব রয়েছে। এর একটি হচ্ছে পাকিস্তান পার্টি ও অপরটি হচ্ছে পাকিস্তান দুশমন পার্টি। পাকিস্তান দুশমন পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। তিনি বলেন, পাকিস্তান টিকে থাকলে রাজনীতি করার জন্য আপনারা যথেষ্ট সময় পাবেন।

ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের ধরিয়ে না দিলে বা তাদের নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে সাহায্য না করলে শান্তিতে বসবাস করা যাবে না বলে ওমরাও খান জানান।

-পূর্বদেশ ১৮ মে, ১৯৭১

কার্জন হলের সিম্পোজিয়ামে নেতৃবৃন্দ
পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় বিরুদ্ধশক্তির মোকবিলার আহবান
(স্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তানি ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান জনাব নূরুল আমিন বলেন যে, বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলো পাকিস্তানকে তাদের ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত করার পাঁয়তারা করছে। বৃহৎ শক্তিবর্গের এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে দেশের আজাদী ও অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি আহবান জানান।

আজাদী দিবস উদযাপন উপলক্ষে গত শনিবার কেন্দ্রীয় শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে কার্জন হলে অনুষ্ঠিত এক সিম্পোজিয়ামে সভাপতির ভাষণ দান কালে জনাব নূরুল আমিন এই আহবান জানান। সিম্পোজিয়ামে প্রেসিডেন্টের রিলিফ উপদেষ্টা ডাঃ এ এম মালিক, পিডিপি নেতা জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম, পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপির সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি জনাব এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান পিডিপির অতিরিক্ত সেক্রেটারী জনাব রফিকুল হোসেন, জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর ও

পূর্ব পাকিস্তান কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ড. কামাল উদ্দীন এবারকার আজাদী দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে সিম্পোজিয়ামে বক্তৃতা করেন।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সকর্তবাণী উচ্চারণ করে জনাব নূরুল আমিন বলেন, বৃহৎ শক্তিগুলো পাকিস্তানকে তাদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে পরিণত করার চেষ্ট করছে। তারা প্রকাশ্যে পাকিস্তানের স্বার্থের বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে। তিনি বলেন, পাকিস্তান দেশ হিসেবে ক্ষুদ্র হতে পারে এর আয়তন অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় কম হতে পারে, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যর উপর ভৌগোলিক প্রভাব বিস্তার করায় পাকিস্তানের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে অন্য কোনো দেশের তা নেই। তাই আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। পাকিস্তানকে তাই নিজের স্বার্থের জন্যই কাজ করতে হবে। জনাব নুরুল আমীন বলেন গত সাধারণ নির্বাচনের সময় আমি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলাম যে পাকিস্তান দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত হতে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ তাতে আমল দেননি।

তিনি বলেন, পাকিস্তানকে দুর্বল করার এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্য বৃহৎ শক্তিগুলো প্যাক্ট করছে। তাই তাদের নজর আজ পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের উপর। কারণ পূর্ব পাকিস্তান লোভনীয় জায়গা। সামরিক দিক দিয়ে এর গুরুত্ব বেশী। তিনি বলেন, তাই আজ আমাদের নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। কারণ দেশ আমাদের, দেশের ১২ কোটি জনতার। কেউ যদি বিপথে চালিত হয় তাকে বুঝাতে হবে।

দেশের বর্তমান সংকটকে ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধকালীন সময়ের চেয়েও গুরুতর অভিহিত করে জনাব নূরুল আমীন বলেন, পাকিস্তানের বর্তমান সংকট ১৯৬৫ সালের চেয়েও গুরুতর। কারণ তখন বড় শক্তিগুলো প্রকাশ্যে যুদ্ধে জড়িত হয়নি। বরং তারা যুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এবার বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের কারো কারো স্বার্থেই যুদ্ধ বাধাতে পারে। তবে আমরা বন্ধুহীন নই। কেউ আমাদের কাবু করতে পারবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে জনাব নূরুল আমীন বলেন, বর্তমান সরকার বাধ্য হয়েই সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। তবে সময় আসলেই জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন খুব দূরে নয় বলে আমার বিশ্বাস। তিনি বলেন ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় পূর্ব পাকিস্তানের দাবি দাওয়া মিটিয়ে দিতে হবে।

পূর্ব পাকিস্তানের দাবী দাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জনাব নূরুল আমীন বলেন, আমরা পূর্ব পাকিস্তানের দাবী দাওয়া আদায়ে কোন সময়ই কার্পণ্য করিনি। বরাবরই পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ আদায়ের জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। কোন দল বা ব্যক্তিবিশেষই পূর্ব পাকিস্তানের দাবি আদায়ের চেষ্টা করেছেন একথা বললে ভুল করা হবে। আজাদী দিবসের কথা উল্লেখ করে জনাব নুরুল আমীন বলেন, আজ আমাদের আনন্দের দিন। কিন্তু এই আনন্দের দিনেও আমাদের মন ভারাক্রান্ত। কারণ জাতির জীবনে আজ বৃহত্তম সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

যাঁরা অশেষ কোরবানী দিয়ে পাকিস্তান এনেছেন এবং যারা পাকিস্তানের আদর্শ বাস্তবায়িত হওয়া ও এর স্থায়িত্ব কামনা করেন তাঁদের মনবেদনা আমি বুঝি। তাই আজ আমরা আত্মসমালোচনা করবো। আত্মশুদ্ধি করবো এবং আত্মপ্রত্যয়ের চেষ্টা করবো। নিজেদের উপর বিশ্বাস রেখে আমরা সংকট মুক্তির পথ নেবো।

তিনি বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি এবং সে সংগ্রামে আমরা জয়ী হয়েছি। কারণ আত্মপ্রত্যয় ও লক্ষ্যে পৌছবার দৃঢ়তা আমাদের ছিল। তাই সাত বছরের মধ্যে পাক ভারতের ভৌগোলিক সীমা রেখার পরিবর্তন করে বিনা যুদ্ধে আমরা একটা রাষ্ট্র কায়েম করেছি। ইতিহাসে এটা নজীরবিহীন।

জনাব নুরুল আমীন বলেন, আজো পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আমাদের বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবেলা করতে হবে। আত্মপ্রত্যয় ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে আমরা এগিয়ে যাব। চিন্তা, কার্য ও লেখনীর দ্বারা

দেশের অখণ্ডতা রক্ষা ও শত্রুর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে হবে। দেশ রক্ষার জন্য জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। পাকিস্তান না থাকলে ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক ও জনগণের কোনো কল্যাণ হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন যে, জন্মের পর থেকে পাকিস্তানের উপর দিয়ে দুটি বড় রকমের তুফান বয়ে গেছে। এর একটি হচ্ছে ১৯৬৫ সালে ভারতীয় হামলা আর অপরটি হচ্ছে এবারকার সংকট। তিনি বলেন, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের দুশমন ছিল বাইরের। তাই ভারতীয় হামলা থেকে দেশ রক্ষার জন্যে জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে হামলা মোকাবিলার জন্য তৈরী ছিল। কিন্তু এবার পাকিস্তানের ভেতরে হাজারো দুশমন সৃষ্টি হয়েছে। তাই এবারের সংকট কঠিন। কারণ বাইরের দুশমনের চেয়ে ঘরে ঘরে যে সব দুশমন রয়েছে তারা অনেক বেশি বিপজ্জনক।

অধ্যাপক আজম দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, গত ২৪ বছর যাবত পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। তাই আজ ঘরে ঘরে পাকিস্তানের দুশমন সৃষ্টি হয়েছে এবং এরা পাকিস্তানের পহেলা নম্বরের দুশমন ভারতকে তাদের বন্ধু বলে মনে করছে। এই জন্য বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করে তিনি বলেন যে, যারা পাকিস্তানে জন্ম নিয়ে দুশমন হয়েছে তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। বর্তমান শিক্ষা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই এ জন্য দায়ী করতে হবে। কারণ পাকিস্তানকে যারা ভালোবাসে তাদেরকে তৈরী হওয়ার সুযোগ দিলে তারা দেশের জন্যে জান কোরবান করতো।

সেনাবাহিনী ও শান্তি কমিটির মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে জামায়াত নেতা বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য শান্তি কমিটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শান্তি কমিটি যদি দুনিয়াকে জানিয়ে না দিতো যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দেশকে অখণ্ড রাখতে চায় তবে পরিস্থিতি হয়তো অন্য দিকে মোড় নিতো। তিনি বলেন দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর, তাই দেশের মানুষকে বোঝানোর দায়িত্ব শান্তি কমিটির হাতে তুলে নিতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়া ঘরে ঘরে যে সব দুশমন রয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

আজাদী দিবস উদযাপনের কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন যে, এবার প্রাণচাঞ্চল্যতার সাথে আজাদী দিবস উদযাপিত হয়েছে। কারণ যারা পাকিস্তানকে সত্যিকারভাবে ভালোবাসেন তারা এবার আন্তরিকতা ও জাঁকজমকের সাথে আজাদী দিবস পালন করছে। শত্রু ও মিত্রের মানদণ্ডে এবার পাকিস্তান যেন নতুন করে জন্ম নিয়েছে। কায়েদে আযমের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন যে, পাকিস্তান টিকে থাকার জন্যে এসেছে। তবে পাকিস্তান টিকে থাকতে হলে এর আদর্শকে পুরোপুরি বাস্তবায়িত করতে হবে। তিনি বলেন, অত্যাচার ও অনাচারমুক্ত একটি সমাজ ব্যবস্থা কায়েমই ছিল পাকিস্তানের মহান উদ্দেশ্য। কিন্তু নানান স্বার্থের কারণে আমরা সে আদর্শের জলাঞ্জলি দিয়েছি। দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশ্য করে অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, পাকিস্তান টিকে থাকলে আজ হোক কাল হোক বাঙ্গালী মুসলমানদের হক আদায় হবে। কিন্তু আজাদী ধ্বংস হলে মুসলমানদেরকে শৃগাল কুকুরের মতো মরতে হবে।

নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান বলেন, আজ আমরা ইতিহাসের এক বৃহত্তম সংকটের মধ্যে এগিয়ে চলেছি। আমাদের এই সংকট ভেতর ও বাইরের উভয় দিক থেকে এসেছে। অভ্যান্তরীণ ক্ষেত্রে রয়েছে অন্তর্ঘাতী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা আর বাহির থেকে দুশমনী করছে পশ্চিমা শক্তিগুলো।

তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য ব্যাপক হারে মোহাজের পাঠিয়েছে এবং এখান থেকে হিন্দুদেরকে হিন্দুস্তানে চলে যাবার জন্য উস্কানি দিয়েছে।

১৯৬৫ সালে তারা বুলেট দ্বারা ষড়যন্ত্র করেছে আর ১৯৭০ সালে হয়েছে ব্যালটের ষড়যন্ত্র। এছাড়া তারা কলকাতাতে তথাকথিত বাংলাদেশের সরকার গঠন করে রেখেছে।

তিনি বলেন, পাকিস্তান ইসরাইলের মতো ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণভোটের মাধ্যমে। কাজেই গণতান্ত্রিক উপায়েই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে পিডিপি কর্মসূচীর উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, আইয়ুব খানের এক নায়কত্বের সময় আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে সমস্যা সমাধানের কর্মসূচী দিয়েছিলাম এবং আইয়ুব খান আমাদের দাবী মেনে নিতে সম্মতও হয়ে ছিলেন। কিন্তু সে সময় জ্বালাও পোড়াওর আন্দোলন শুরু হলে আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং পুনরায় সামরিক শাসন জারী করা হয়।

তিনি বলেন, আমরা কিছুতেই হিন্দুর গোলামী কবুল করবো না। কায়েদে আজম, শেরেবাংলা, নাজিম উদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দী আমাদের জন্যে যে আদর্শ রেখে গেছেন আমরা তা রক্ষা ও বাস্তাবায়িত করবো। কারণ পাকিস্তান ছিল ভারতের ১২ কোটি মুসলমানের ফয়সালা। একে আমরা ধ্বংস হতে দিতে পারি না।

জনাব শফিকুল ইসলাম ভাবী শাসনতন্ত্রে শক্তিশালী এককেন্দ্রিক সরকারের ব্যবস্থা রাখার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে মজবুত রাখা হলে এবং প্রদেশগুলোর সম্পদ ন্যায্যভাবে ব্যয় করা হলে পাকিস্তান শক্তিশালী হবে। এই ব্যবস্থায় আঞ্চলিকতার প্রবনতা কেটে যাবে। এছাড়া তিনি পাকিস্তানের উভয় অংশে দারুল হুকুমত প্রতিষ্ঠার ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। নতুন শাসনতন্ত্রের জন্যে মরহুম লিয়াকত আলী খানের আদর্শ প্রস্তাবকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণের জন্যেও তিনি সুপারিশ করেন।

-দৈনিক পাকিস্তান ১৬ আগস্ট,১৯৭১

কার্জন হলে মন্ত্রীদের সম্বর্ধনা

পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নের ভারতীয় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার আহ্বান

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বুধবার গভর্নরের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের সম্মানার্থে কার্জন হলে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের পদানত করার হিন্দুস্তানী ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহবান জানানো হয়। এছাড়া সভায় পূর্ব পাকিস্তানী শরণার্থীদের স্বদেশ ফেরার পথে বাধা সৃষ্টি থেকে ভারতকে নিবৃত্ত করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

দিলকুশা ইউনিয়ন শান্তি কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সম্বর্ধনা সভায় পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম সভাপতিত্ব করেন এবং প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আববাস আলী খান, রাজস্ব মন্ত্রী জনাব মওলানা এ কে এম ইউসুফ, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী জনাব এ,এস,এম সোলায়মান এবং সাহায্য ও পূর্নবাসন দফতরের মন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক উপস্থিত ছিলেন।...

-দৈনিক পাকিস্তান, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২১। শান্তি কমিটির গঠন ও তৎপরতা সম্পর্কিত আরো কয়েকটি দলিল	বাংলা একাডেমির দলিলপত্র	১৯৭১

জিলা 'এগ্রিকালচার পীস সাব-কমিটি' গঠনের নির্দেশ।

CHITTAGONG DISTRICT PEACE COMMITTEE
Affiliated to Central Peace Committee, Dacca.

Office:
PAKISTAN COUNCIL
(Muslim Institute Hall)
K.C. Dey Road, Chittagong

Convener: ALHAJ MAHMUDUN NABI CHOWDHURY
Ref. No. 26/CDPC/71 Date. 15/6/1971

1. Mr. Ahmedur, Rahman Chowdhury, Secretary, Hathazari Thana Central Co-operative Association, and

2. Dr. M. Ezhar Meah, Secretary, Boalkhali Thana Central Co-operative Association Samabaya Milanayatan, Chittagong.

Whereas the anti-social elements caused disruption to normal civic and economic life dislocating the communication and attempting to shake the public confidence, not sparing the agricultural sector either, it is therefore considered necessary that a Sub-Committee be formed for activating the vital aspect of economy i.e. agriculture.

1. The Sub-Committee shall be known as the Agriculture Peace Sub-Committee, at the district level, and for all other levels, it shall be known as peace Sub-Committee for Agriculture, after the name of the respective areas.

2. Both of you, Mr. Ahmedur Rahman Chowdhury and Dr. M Ezhar Meah, are hereby nominated as the Joint Conveners of the Agriculture Peace Sub-Committee for the district of Chittagong with a view to urgently undertake the following responsibilities.

1. Both of you shall jointly:-

(a) Form the Agriculture Peace Sub-Committee for the District with not more than 25 persons of whom at least one member should represent one Thana of this District; the Sub-Committee may commence functioning with one third of the total proposed strength.

(b) Nominate the conveners for the Thana, Union or Society Peace Sub-Committee for Agriculture at Thana, Union or Society Levels; the strength of such sub-Committee should not exceed 15 persons; and one third of the total strength shall enable them to commence the activities.

(c) Scrutinize the integrity and character of the persons to be nominated by you for the Peace Sub-Committee in the agricultural sector either as Convener or members, and

(d) Obtain' approval of the Convener of the Chittagong District Peace Committee before officially announcing anyone's name as a Convener or Member of the Peace Sub Committee in the Agricultural Sector.

11. Both of you shall jointly undertake or assist or mobilize the following activities in the agricultural sector directly or through the Sub-Committee to be organized by you:

(a) Peace must be ensured at the farmer's level in the rural areas; and confidence of the farmers be restated in carrying out their normal agricultural activities.

(b) The farmers be helped in obtaining their inputs like the seed fertilizers, insecticides, pumps, oil, fuel, credits and etc, from the sources they were receiving those needs normally.

(c) The farmers who were receiving their normal training in the classes organized by the Co-operative organizations on the Government officials be helped continue their activities.

(d) The Agricultural Co-operative Societies and the Agricultural credit organizations like the Co-operative Banks, Multipurpose Societies and the primary Societies, registered with the registrar of Co-operative Societies, Government of East Pakistan, be helped to hold their meetings with a view to activate their normal agricultural activities.

(e) The usual campaign of grow more food and repayment Agricultural loans issued by the Government through the Co-operative Institutions be continued, and the confidence be created among them as that the farmers may be convinced that the requirement of Agricultural credits will be met through the same sources as normally as they used to get in the past.

(f) The Officials of various Government Departments connected with those Agricultural activities shall be given Co-operation and the Institutions engaged in Agricultural unction shall be activated by means congenial to restoration of peace and normalcy, and

(g) Any one creating obstacles to Agricultural activities or function of the Government approved Agricultural Institutions be taken to tank by bringing such disruptive activities, to the notice of the Government authority.

All decisions taken by the sub-Committees in Agriculture Sector shall be subject to joint approval of both of you; and the nomination given or the decision taken by you jointly or separately shall be subject to rectification by the Convener of the Chittagong District Peace Committee.

Sd/- Mahmudun Nabi Chowdhury,
CONVENOR
Chittagong District Peace Committee.

C.C.to: 1) Deputy Sub-Administrator, Martial-Law Authority, Chittagong.
2) Deputy Commissioner, Chittagong.
3) Addl. Deputy Commissioner, (General), Chittangong.
4) Addl. Deputy Commissioner, (Development). ”
5) Sub-divisional Officer, Sadar (South). ”
6) Sub-divisional Officer, Sadar (North). ”
7) Sub-divisional Officer, Cox's Bazar. ”
8) Superintendent of Police, Chittagong. ”
9) Circle Officer (Development) (All Thanas). ”
10) Regional Deputy Registrar, Co-op. Societies, Chittagong Divn, Chittagong.
11) Assistant Registrar, Co-op. Societies, Chittagong.
12) District Manager, EPADC, Chittagong.
13) Assistant Engineer, EPADC, Chittagong.
14) District Agril. Officer, Chittagong.
15) Secretary, Federation of TCCA Ltd. Chittagong.
16) Officer In-charge (All Thanas).

For information.

Sd/-
(MAHMUDUN NABI CHOWDHURY)
Convener
Chittagong District Peace Committee.

থানা 'এগ্রিকালচার পীস সাব-কমিটি'র আহবায়কদের নিয়োগপত্র ও তাদের দায়িত্ব

District Agriculture peace Sub-Committee
C/o. Pakistan Council.
Muslim Institute Hall.
K.C. Dey Road, Chittagong.

To ....

We the Joint Conveners of the District Agriculture peace Sub-Committee, with the approval and concurrence of the Convener of the Chittagong District peace Committee, do hereby nominate you.

Mr. …………………………………………….. as Convener

………… Thana Agriculture Peace Sub-Committee to do and carry out the following functions, namely:-

1. Organizational Responsibilities.
2. Functional Responsibilities.

……………… ……………. ………………

Approved.
Sd/- Mahmudunnabi Chowdhury
3/7/71
Convener,
Chittagong District Peace
Committee.

1…….
(Ahmedur Rahman Chowdhury)

2. …………………….

(Dr. Md. Ezahar meah)
Joint Conveners,
District Agriculture Peace
Sub-Committee, Chittagong.

ইউনিয়ন কৃষি শান্তি কমিটির আহবায়কদের নিয়োগপত্র ও তাদের দায়িত্ব।
থানা কৃষি শান্তি কমিটি, রাঙ্গুনিয়া চট্টগ্রাম

মেমো নং ………………………   তাং ১৭/৭/৭১

আমি ওয়াকিল আহম্মদ তালুকদার চট্টগ্রাম জেলা কৃষি শান্তি কমিটির যুগ্ম আহবায়কদ্বয়ের অনুমোদন ও মনোনয়ন প্রাপ্ত হইয়া রাঙ্গুনিয়া থানা কৃষি শান্তি কমিটির আহবায়ক হিসেবে আপনি মিঃ ……………………… কে …………………… ইউনিয়ন কৃষি কমিটির আহবায়ক নিযুক্ত করতঃ নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ পালনের জন্য অনুরোধ করিতেছিঃ-

১। সাংগঠনিক দায়িত্বসমূহ

(ক) যাহারা পূর্ব হইতে কৃষি কাজের সহিত জড়িত আছেন এবং রাষ্ট্রীয় সংহতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ এ রূপ ১৫ জন সদস্য সহযোগে আপনার ইউনিয়ন কৃষি শান্তি কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(খ) নিম্ন স্বাক্ষারকারী ও জেলা আহবায়কের অনুমোদন সাপেক্ষে আপনি কমিটি গঠন করার সাথে সাথে অন্ততঃ পক্ষে ৫ জন সদস্য লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারেন। কিন্তু প্রথমে আপনার ইউনিয়ন কৃষি শান্তি কমিটির

*থানা এগ্রিকালচার পীস সাব কমিটির দায়িত্বসহ ইউনিয়ন কৃষি শান্তি কমিটির আহবায়ক নিয়োগ সংক্রান্ত পরবর্তী দলিলে বাংলা ভাষায় হুবহু রূপান্তরিত হয়েছে বলে এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

সকল সদস্যের নাম ঘোষণা করিতে হইবে। ক্রমে অবশিষ্ট সদস্যদের নাম অনুমোদনের জন্য পাঠানো যাইতে পারে, যদি এক সাথে ১৫টি নাম পাওয়া না যায়।

(গ) প্রত্যেক বিষয়ে সুবিচার করিতে হইবে এবং রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপ সরাসরি ও সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত না হইলে কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে নিরর্থক হয়রানী করা যাইবে না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে কোনো রাজনৈতিক দলভুক্তই হউক না কেন।

(ঘ) কৃষি বিষয়ক সরকারী সংস্থা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা স্বার্থের মধ্যে যোগযোগ রক্ষা করা।

(ঙ) প্রয়োজনবোধে আঞ্চলিক কৃষি শান্তি কমিটি গঠন করা যাইতে পারে। এ রূপ কমিটিতে ৫ জন সদস্য এবং একজন ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কাজ করিবেন, কৃষি কাজ করেন না এমন কোনো ব্যক্তি ইহার সদস্য হইতে পারিবেন না।

(চ) কেবলমাত্র প্রয়োজনবোধে, প্রাথমিক সমবায় সমিতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রাথমিক কৃষি শান্তি কমিটি গঠন করা যাইতে পারে। এ রূপ কমিটি কেবল মাত্র সেখানেই করা যাইবে যেখানে সমবায় ঋণ আদায় ও ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের উৎপাদিত ফসল ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা উদ্ভূত নয়।

(ছ) বিগত গোলযোগের সময় যে সকল বেসরকারী কৃষি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের পদ শূণ্য হয়েছে তদস্থানে নতুন কর্মকর্তার নাম প্রস্তাব করা যাহাতে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান অধিক খাদ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্য কাজ করিয়া যাইতে পারে।

(জ) আপনার শান্তি কমিটির সভা সপ্তাহে একবার অনুষ্ঠিত করা ও থানা কৃষি শান্তি কমিটির পাক্ষিক সভায় যোগদান করা যাইতে পারে।

২। কার্যনির্বাহের দায়িত্বসমূহ

(ক) পাকিস্তানের বিশেষত পূর্ব পাকিস্তনের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ চাষী সাধারণের নিরাপত্তা সম্পর্কে তাদের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করা।

(খ) আত্মগোপনকারী সমাজ বিরোধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে চাষীদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাহাতে ঐ সকল ব্যক্তি দ্বারা কোন দুষ্কর্ম সাধিত হইতে না পারে।

(গ) চাষীদিগের মধ্যে বিশ্বাস আনয়ন করা যে তাহাদের উৎপাদিত ফসলাদি ন্যায্য মূল্য পাইবে এবং স্বাভাবিক পদ্ধতিতে পর্যাপ্তভাবে তাহাদের প্রয়োজন মিটানো হইবে।

(ঘ) সকল কৃষি সমবায় সমিতির ও অন্যান্য কৃষি সংক্রান্ত বিষয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং তাদের প্রয়োজন মিটানোর কাজে সহায়তা প্রদান করা।

(ঙ) সরকারী কর্মচারী সহ যে কোন মহল হইতে কোন প্রকার অন্যায় হুমকি বা ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কৃষি প্রতিষ্ঠান এবং চাষীদেরকে সাহায্য করা।

(চ) সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রদত্ত সরকারী ঋণ আদায়ের ব্যাপারে সমবায় সমিতিকে সাহায্য করা।

(ছ) কর্জ ও খাজনা ইত্যাদি আদায়কারী সংস্থাকে বিগত গোলযোগের সময় নিরুদ্দেশ ব্যক্তিদের সমবায় সমিতিতে দেয় টাকা আদায়ের ব্যাপারে অবহিত করা।

(জ) এলাকায় পরিত্যক্ত জমাজমি ও অন্যান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়করূপে কাজ করার জন্য বর্তমান প্রাথমিক সমিতি সমূহকে সংগঠন করা এবং প্রয়োজনবোধে নতুন কৃষি সমবায় সমিতির সাহায্য গ্রহণ করা।

(ঝ) সমবায় সমিতি কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণ করা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধায়রূপে কাজ করা।

(ঞ) কেবলমাত্র পূর্ব মালিক অথবা চাষীদের অনুপস্থিতির দরুন কোন জমি পতিত না রাখা।

(ট) ভূমি সংক্রান্ত আইন অনুসারে প্রত্যাবর্তনকারী কৃষক অথবা জমির মালিককে তাহার দখল ও স্বার্থ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়তা করা।

(ঠ) কোন জমি অথবা অন্য প্রকার সম্পত্তি জোরপূর্বক অথবা বেআইনীভাবে আত্মসাৎ করা না হয় এবং তদ্দ্বারা কোন প্রকার গোলযোগ সৃষ্টি হইতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

(ড) উৎপাদিত ফসল ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের ব্যাপারে চাষীদেরকে সাহায্য করা এবং উহার ন্যায্যমূল্য পাইতে সহায়তা করা।

(ঢ) কোন প্রকার অবিচার করা হইলে উহা জিলা কৃষি শান্তি কমিটি, স্থানীয় আহবায়ক এবং সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে। সত্বর সাড়া না পাইলে তৎক্ষাণাৎ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা।

(ন) আপনার এলাকাস্থ শান্তি কমিটির সকল স্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করা।

তাং-রাঙ্গুনীয়া,
১৬/৭/৭১ ইং

স্বাক্ষর-
(ওয়াকিল আহম্মদ তালুকদার)
আহবায়ক,
রাঙ্গুনীয়া থানা কৃষি শান্তি কমিটি, চট্টগ্রাম।

‘দুষ্কৃতকারীদের’ তৎপরতা রোধের জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে জিলা শান্তি কমিটির পরামর্শ।

To
The Sub-Administrator.
Martial Law,
Chittagong.

Sir,

In the light of the increasing anti-state activities day to day of the miscreants and killing by them of a good number of the patriotic persons in the an ytci dall around, we beg to suggest the following methods to eliminate the miscreants and to stop the anti-state activities in the city:

1. (A) That all doubtful houses and buildings of the whole city should be cordoned at a time from morning to night by organizing the under mentioned patriotic forces under the leadership of the local Chairman of the respective union Council or Union Committees:-

1) Local Rezakars who were trained up (embodied or unembodied).
2) Members of the Al BADR Forces.
3) Members of the Union councils.
4) Members of the Union Peace Committees.
5) Police.
6) Members of Civil Defense.
7) And patriotic local students and other young citizens. Further, more Rezakars may also be brought from villages, if necessary,

(B) Similarly a Permanent Village Defense Party may be organized in each and every Union through which the entire area is to be guarded and all doubtful houses and building searched from time to time, if necessary, under the leadership of local Chairman or B.D. members.

(C) The chairman or B.D.s should be responsible for any accident occurring in their own areas.

2. (A) To stop the blasting of bombs or anti-state activities in the Govt. or Non Govt. offices, the following methods should be adopted:-

(i) To pass a order by the D.C. to all the chiefs of the offices to from a Defense Committee in their respective offices with the co-operation of his subordinate staffs including chawkidars and peons etc.

(ii) In this way the chiefs of the offices or organizations should be made responsible for any occurrence in their compound,

(iii) Then in this way the miscreants working in the offices may be guarded by their colleagues under the supervision of the chief of the office.

3) To execute the above plan and to review the progress and also for coordinating the whole things, a Committee should be formed the representatives from all the political parties including the D.C. and S.P and a weekly meeting of the said Committee may be held regularly at a fixed time.

Yours Faithfully,

Sd/-
(Badiul Alam)
Secretary,
District Peace Committee,
Chittagong.

Copy forwarded for information and necessary action to:-
1. D.C, Chittagong,
2. S.P, Chittagong,
3. Governor, East Pakistan,
4. Prof. Shamsul Huq, Minister-in-charge, Relief & Rehabilitation with reference to his telephonic conversation with the above signed.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২২। রাজাকার, মুজাহিদ, আল বদর ও আল শামস বাহিনীঃ গঠন ও তৎপরতা	সংবাদপত্র	১৯৭১

ফুলপুরে রাজাকারদের ট্রেনিং সমাপ্ত

ঢাকা, ৯ই জুলাই (এপিপি)।- ফুলপুর থানা ট্রেনিং ও উন্নয়ন কেন্দ্রের মাঠে ১৬০ জন রাজাকার-এর এক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এরা সকলেই সাত দিনের ট্রেনিং শেষ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও শান্তি কমিটির সদস্য, ইউনিয়ন কাউন্সিলরসমূহের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ এবং বিপুলসংখ্যক জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ১৬০ জন রাজাকারকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এছাড়া দু'জন রাজাকারকে তাঁদের কৃতিত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য নগদ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়।

ফুলপুর থানা থেকে মোট সাড়ে ছ'শ রাজাকার মনোনীত করা হয় এবং এদের সকলকেই ট্রেনিং দেয়া হবে।

কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানটি 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'কায়েদে আজম জিন্দাবদ' ও 'পাকিস্তানের সংহতি জিন্দাবাদ' শ্লোগানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১০ জুলাই,১৯৭১

কুষ্টিয়ার মুজাহিদ ও রাজাকারদের কুচকাওয়াজ-

কুষ্টিয়া, ১৫ই জুলাই, (এপিপি)।- গতকাল সকালে স্থানীয় ইউনাইটেড স্কুল ময়দানে মুজাহিদ ও রাজাকারদের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে পদস্থ সরকারী অফিসার ও গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ বহুসংখ্যক লোক উপস্থিত ছিলেন। জেলা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব সাদ আহমদ ২ হাজার রাজাকারের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

রাজাকারদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে জনাব সাদ আহমদ ভারতীয় অনুপ্রবেশ-কারীদের বিরুদ্ধে মাতৃভূমি রক্ষার কাজে রাজাকাররা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসায় তিনি তাদেরকে অভিনন্দন জানান।

তিনি তাদের প্রতি সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং শত্রুদের ধ্বংস করার কাজে সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য আহবান জানান।

উৎসাহী রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সমাবেশ যোগদানকারী জনতার একটা অংশ বিভিন্ন শ্লোগান সহকারে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। তারা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' প্রভৃতি শ্লোগান দেয়।.....

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ জুলাই, ১৯৭১

ইসলামপুর শান্তি কমিটির সভায় রাজাকার বাহিনী গঠিত

গত রোববার ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির অফিসে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির আহবায়ক জনাব মোবারক হোসেন সভাপতিত্ব করেন।

ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির এক প্রেস রিলিজে বলা হয় যে, সভায় প্রত্যেকটি ইউনিটের ২৫ জন করে লোক নিয়ে একটি রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়। সভায় মহল্লার শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সভায় পাকিস্তানের সংহতি ও ঐক্যের জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পাকিস্তান বাহিনীর সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করা হয়।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ জুলাই, ১৯৭১

রাজাকাররা, ৭০ জন দুষ্কৃতকারীকে হত্যা করেছে

রাজাকাররা ময়মনসিংহ জেলায় গত মাসে ৭০ জন রাষ্ট্রবিরোধী লোককে নিহত এবং বহুজনকে আহত করেছে। এছাড়া তারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করেছে। গতকাল সোমবার ঢাকায় এপিপি এ খবর পরিবেশন করেছে।

এখানে প্রাপ্ত বিস্তারিত খবরে প্রকাশ, দুষ্কৃতকারীরা গত ৪ঠা জুলাই শেরপুরের কাছে একটি গ্রামের সেতু ধ্বংস করার চেষ্টা করে। রাজাকাররা তাদের বহুজনকে হতাহত করে সেতু ধ্বংস করার চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়।

'দুষ্কৃতকারীরা' ১৯টি লাশ ১৩ খণ্ড টিএনটি, কয়েকটি হাতবোমা, ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন এবং ভারতে তৈরী ১৯টি বিস্ফোরক টিউব ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

শেরপুর থেকে ২০ মাইল দূরবর্তী একটি গ্রামে 'দুষ্কৃতকারীদের অবস্থানের খবর পেয়ে পরদিন রাজাকররা উক্ত গ্রামে গিয়ে ২০ জন দুষ্কৃতকারীকে হত্যা করেছে এবং কিছু রাইফেল, হাত বোমা এবং ৩০০ মণ চাল উদ্ধার করেছে।

১৩ ও ১৪ই জুলাইয়ের রাতে রাজাকাররা যখন নিয়মিত টহলদারীতে নিয়োজিত সেই সময় নকলা এলাকায় 'দুষ্কৃতকারীদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে রাজাকাররা ৪ জন দুষ্কৃতকারীকে হত্যা করে। তারা দুটো স্টেনগান, ৬টি হাতবোমা, ৬০ রাউন্ড ৩০৩ রাইফেলের গুলী উদ্ধার করে।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১০ আগষ্ট, ১৯৭১

রাজশাহীতে রাজাকারদের কুচকাওয়াজ

রাজশাহী, ১৫ই আগষ্ট, (ইউপিআই)। ট্রেনিং সমাপ্তি শেষে রাজাকারদের দ্বিতীয় দলটি গত বৃহস্পতিবার এখানে তাদের কুচকাওয়াজে পাকিস্তান ও ইসলামের স্বার্থে তাদের জীবন উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করে। সাহেব বাজার জামে মসজিদেও ইমাম তাদেও অভিবাদন গ্রহণ করেন ।
রাজাকারদের তাদের পবিত্র দায়েতাব সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় ।শান্তি কমিটির সদস্যবৃন্দসহ অপরাপর নেতৃবৃন্দও উক্ত অনুষ্ঠানে ভাষন দান করেন ।

দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ ই আগষ্ট, ১৯৭১

গফরগাঁয়ে আল-বদর বাহিনী গঠিত
(নিজস্ব সংবাদাতা,প্রেরিত)

গফরগাঁও, ২রা সেপ্টেম্বর, গতকাল বিপুল উৎসাহ - উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গফরগাঁয়ে আল-বদর বাহনী গঠিত হয়েছে ।এতদুপলক্ষে এখানে এক সভার আয়োজন করা হয়, এবং তাতে স্থানীয় শিক্ষক, ছাত্র, যুবক, রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যবর্গসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক যোগদান করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি মাওলানা আনিসুর রহমান মুর্শিদাবাদী বক্তৃতায় আল-বদর বাহিনীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং আল - বদর বাহিনীর দেশ প্রেমিক যুবকদের দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেন।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের ছাত্র সংঘের নেতা জনাব মহিউদ্দীন ও ময়মনসিংহ জেলার ইসলামী ছাত্র সংঘের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মুজিবর রহমান ।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

আল-শামস বাহিনীর তৎপরতা

গতকাল মঙ্গলবার রাজাকার সংস্থার স্বেচ্ছাবাহিনী 'আল-শামস' ময়মনসিংহ, যশোর, ও চট্টগ্রামে সাফল্যের সঙ্গে তিনটি অভিযান চালায়। আল-শামস রাজাকার সংস্থার একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী। এরা সেনাবাহিনীর তদারকীতে ট্রেনিং গ্রহণ ও কাজ করছে। ময়মনসিংহে তারা কিশোরগঞ্জের দক্ষিণ-পূর্বে ভারতীয় চরদের একটি গোপন আড্ডায় আক্রমণ চালিয়ে স্টেনগান, ৯টি রাইফেল এবং ৫টি হাত বোমা উদ্ধার করে।

এসব অস্ত্র উদ্ধার করার সময় তারা একদল ভারতীয় চরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং তাদের ৩ জনকে হত্যা করে। অন্যান্যরা পালিয়ে যায়। চট্টগ্রাম থেকে এপিপির খবরে বলা হয়, দেশপ্রেমিক নাগরিকদের মাধ্যমে সন্ধান পেয়ে আল-শামস চট্টগ্রামের উত্তরে হাট হাজারীতে একটি বেসরকারী বাড়ীতে হানা দিয়ে নাশকতামূলক প্রচুর বই পুস্তক উদ্ধার করে।

তারা বাড়ীর মালিককেও গ্রেফতার করে। যশোর আল-শামস ঝিনাইদহের দক্ষিণ-পূর্বে আর একটি পাড়ায় ভারতীয় চরদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং তাদের চার জনকে হত্যা করে। এতে আল-শামস এর একজন সদস্যও আহত হয়। ভারতীয় চরদের আঘাত হানার পর আল-শামস ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবরুদের একটি ডিপোর সন্ধান লাভ করে। সেখান থেকে তারা ১৩টি রাইফেল, ২৪টি শর্ট মাইন এবং ৬০ পাউন্ড বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৩ নভেম্বর, ১৯৭১

রাজাকারদের সাফল্যজনক অভিযান

পিরোজপুর, ৪ঠা নভেম্বর। মহকুমার নাজিরপুর থানার রাজাকাররা থানা পুলিশের সাহয্যে সাতকানিয়ায় একদল ভারতীয় চরের সঙ্গে সাহসিকতার সাথে লড়াই করে। সংঘর্ষে ৪জন ভারতীয় চার নিহত হয়েছে এবং একজন ভারতে তৈরী একটি স্টেনগান, একটি রাইফেল, ও দুটো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রসহ ধরা পড়েছে বলে এক সরকারী হ্যাণ্ডআউটে প্রকাশ। ভারতীয় চর লুতফর রহমান জানায় যে তাদের ভারতে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদ সরবরাহ করেছে।

এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, রাজাকাররা দ্রুত অভিযান চালিয়ে বান্দরবন এলাকা থেকে ভারতীয় চরদের নির্মূল করেছে। তারা দুজন ভারতীয় চরকে হত্যা ও দুজনকে বন্দী করেছে। এছাড়া তারা ভারতে তৈরী বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রও উদ্ধার করেছে। এসব ভারতীয় চর স্থানীয় লোকদের হয়রানি করছিল, তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছিল ও সম্পত্তি লুট করছিল।

সিলেট থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, রাজাকারদের আল-শামস বাহিনী সুনামগঞ্জের উত্তর পশ্চিম এলাকায় টহল দেয়ার সময় দুটো সন্দেহজনক নৌকাকে চ্যালেঞ্জ করলে আরোহীরা তাদের প্রতি গুলি ছুড়তে শুরু করে। ফলে একজন রাজাকার আহত হয়। রাজাকাররা সাথে সাথে পাল্টা গুলি চালালে নৌকার আরোহীরা পানিতে লাফিয়ে

পড়ে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের ৪ জন নিহত হয়। রাজাকাররা নৌকা থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে। ভৈরব বাজার থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ আল বদর বাহিনী ভৈরব বাজার থেকে ৩ মাইল উত্তর পূর্বে শিমুলকান্দীতে ভারতীয় চরদের গোপন আড্ডায় হানা দিয়ে ৬টি রাইফেল, ৪টি স্টেনগান, ৮টি বেয়নেট ও গোলা বারুদ উদ্ধার করে।

ভারতীয় চররা রাজাকারদের দেখামাত্র আড্ডা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে প্রাপ্ত অপর এক খবরে বলা হয়েছে যে, রাজাকাররা বিদ্যাকোটের কাছে ভারতীয় চরদের সাথে এক সংঘর্ষে ৩ জনকে হত্যা করেছে। অপর ৫জন অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছে।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৫ নভেম্বর, ১৯৭১

আল-শামস ও আল-বদর বাহিনীর সাফল্যজনক অভিযান

রাজাকারদের আল-শামস ও আল-বদর বাহিনী গতকাল শনিবার কুমিল্লা ও রাজশাহী জেলায় দুটো সাফল্যজনক অভিযান পরিচালনা করে বলে এপিপির খবরে প্রকাশ। তারা ১ হাজার ৮শ ৫০ পাউণ্ড গুলিসহ ১০টি রাইফেল, ১১টি ম্যাগজিনসহ ২টি স্টেনগান, ৯৫টি হাতবোমা ও ১৩০ পাউণ্ড বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে।

কুমিল্লা থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আল শামস ও রাজাকাররা জানতে পারে যে একদল ভারতীয় চর শান্তি প্রিয় গ্রামবাসীদের হয়রানি করার জন্য কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরের দক্ষিণে অবস্থিত গুলসিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভারতীয় চররা গ্রামটিতে পৌঁছা মাত্র রাজাকাররা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ৫ জনকে হত্যা করে। অন্যান্যরা ৩শ ৭৫ রাউণ্ড গুলিসহ ৩টি রাইফেল, ১১টি ম্যাগজিন সহ ২টি স্টেনগান ও ৬০টি হাতবোমা ফেলে পালিয়ে যায়।

রাজশাহী থেকে প্রাপ্ত অপর এক খবরে বলা হয় যে আল বদর-রাজাকাররা গতকাল নওগাঁর ১০ মাইল দক্ষিণে চৌধুরী ভবানীপুরের কাছে ভারতীয় চরদের একটি গোপন আড্ডায় হানা দেয়। তাদের আগমনের খবর পেয়ে ভারতীয় চররা ১ হাজার ৪শ রাউণ্ড গুলিসহ ৭টি রাইফেল, ৩৫টি হাতবোমা ও ১৩০ পাউণ্ড বিস্ফোরক দ্রব্য ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৭ নভেম্বর,১৯৭১

বদর দিবস পালিত
পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা

গতকাল রোববার বদর দিবস পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গতকাল বিকেলে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্র সংঘের উদ্যোগে এক গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এরপর এক মিছিল বেরোয়। গণজমায়েতে পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মোজাহিদ এই বদর দিবস উপলক্ষে সংঘের পক্ষ থেকে একটি ৪ দফা ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে-

(১) ‘‘দুনিয়ার বুকে হিন্দুস্তানের কোন মানচিত্রে আমরা বিশ্বাস করি না যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুক থেকে হিন্দুস্তানের নাম মুছে না দেয়া যাবে ততদিন পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেব না।’’ লাইব্রেরীসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি তার দ্বিতীয় দফা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন-

(২) ‘‘আগামী কাল থেকে হিন্দু লেখকদের কোন বই অথবা হিন্দুদের দালালী করে লেখা পুস্তকাদি লাইব্রেরীতে স্থান দিতে পারবেন না বা বিক্রি বা প্রচার করতে পারবেন না। যদি কেউ করেন তবে পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকরা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে’’। জনাব মুজাহিদের বাকি দুটি ঘোষণা হলঃ

(৩) পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পর্কে বিরূপ প্রচার করা হচ্ছে। যারা এই অপপ্রচার করছে তাদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকুন এবং

(৪) বায়তুল মোকাদ্দাসকে উদ্ধারের সংগ্রাম চলবে। জনাব মুজাহিদ এই ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার জন্য ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, জনতার প্রতি আহবান জানান, তিনি বলেন,- ‘‘এই ঘোষণা বাস্তবায়িত করার জন্যে শির উঁচু করে, বুকে কোরান নিয়ে মর্দে মুজাহিদের মতো এগিয়ে চলুন। প্রয়োজন হলে নয়াদিল্লী পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে আমরা বৃহত্তর পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করবো’’।

জমায়েতে ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা দেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সংঘের সাধারণ সম্পাদক জনাব মীর কাশেম আলী। তিনি বলেন যে,- আজকের বদর দিবসের শপথ হলোঃ

(ক) ভারতের আক্রমণ রুখে দাঁড়াবো। (খ) দুষ্কৃতিকারীদের খতম করবো। (গ) ইসলামী সমাজ কায়েম করবো। জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক বলেন যে, আজকের এই ১৭ই রমজানের পবিত্র দিনে বদরের বীরত্বপূর্ণ ঘটনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা বাতিল শক্তিকে নির্মূল করার শপথ নতুন করে নিচ্ছি। গণজমায়েতের প্রত্যেক বক্তা পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার জন্যে দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা ঘোষণা করেন।

পাকিস্তানের সীমান্তে ভারতীয় হামলা চলছে বলে উল্লেখ করে জনগণকে এর বিরুদ্ধে একাত্ম হয়ে সংগ্রাম করার জন্যে তারা আহবান জানান। ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ থেকে প্রেরণা ও শিক্ষা লাভের জন্যেও তারা আহবান জানান। সভার পর এর মিছিল বেরোয়। নওয়াবপুর রোড হয়ে বাহাদুরশাহ পার্কে গিয়ে তা শেষ হয়। মিছিলের কয়েকটি শ্লোগান ছিলঃ ১। আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবে। ২। বীর মুজাহিদ অস্ত্র ধর, ভারতকে খতম কর। ৩। মুজাহিদ এগিয়ে চল, কলিকাতা দখল কর। ৪। বদর দিবস সফল হোক। ৫। ভারতের চরদের খতম কর ইত্যাদি।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৮ নভেম্বর, ১৯৭১

সিলেট ও পাবনায় রাজাকার তৎপরতা

গতকাল সোমবার রাজাকাররা সিলেট ও পাবনায় ভারতীয় চর বহনকারী ৯টি নৌবা ডুবিয়ে দিয়েছে। ঢাকায় প্রাপ্ত এপিপি পরিবেশিত খবরে জানা গেছে, নৌকা যোগে প্রায় দুই শত ভারতীয় চর সিলেটের জাকিগঞ্জের নিকট পাকিস্তানী এলাকায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে এই খবর জানতে পেরে ৫০ জন রাজাকার উক্ত এলাকায় গমন করে এবং শত্রুর অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকে।

নৌকাগুলো সীমান্তের এপাশে আসার সাথে সাথে রাজাকাররা তাদের উপর গুলিবর্ষণ করে। ভারতীয় চররা পাল্টা গুলি ছোড়ে এবং রাজাকারদের মারধর করার উদ্দেশ্যে নৌকা থেকে নামানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তাদেরকে একাজ করার সুযোগ দেয়া হয়নি। তাদের অধিকাংশ নৌকাতেই আঘাত পায় এবং অন্যান্যরা নৌকা সমেত পানিতে ডুবে যায়। ৩টি নৌকা ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্যান্য নৌকা ভারতীয় এলাকায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

রাজাকারদের গুলিতে পাবনা জেলার টিকোরির নিকট ভারতীয় চরবাহী আরও ৬টি নৌকা উল্টে পানিতে ডুবে গেছে। অপর এক খবরে জানা যায় যে গতকাল সোমবার রাজাকাররা রংপুর ও কুমিল্লা জেলায় একটি রেল সেতু ও একটি সড়কসেতু রক্ষা করেছে। রেল সেতুটি রংপুর জেলার গাইবান্ধার ২ মাইল দক্ষিণ ত্রিমোহনিতে অবস্থিত। আর সড়ক সেতুটি কুমিল্লা জেলার লাকসামের ৮ মাইল পশ্চিমে মুর্গাপুরের নিকট অবস্থিত।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২৩। রাজাকার সম্পর্কিত আরো কয়েকটি দলিল	সংবাদপত্র	১৯৭১

রাজাকারদের বেতন

HQ ASMLA JESSORE
C/O, Pak ABPO
Tele : Mil-94
Ml 17/A
30 Aug 71

To: Deputy Commissioner
Jessore
President Dist, Peace Committee
Jessore.

Subject : Pay of Razakars.
Please confirm that the pay of Razakars are being regularly paid.

Sd/-Mohammad Amin.
Major, ASMLA.
Dated : 7.9.71

Memo No. 224 (8)
Copy forwarded for information and necessary action to :
Chairman
Town Peace Committee,
Jessore.

Sd/-
For-president
Dist. Peace Committee. Jessore.

জিলা রাজাকার প্রধানের নির্দেশ

MOVEMENT ORDER.

Mvi. Md. Serajul Islam is hereby detailed to report to taltola camp immediately to impart motivation training to the embodied Razakars of the camp.

This issue with the approval of the A.S.M.L.A, Tangail, Raz. Md. Habibullah Bahar S/o Serajul Islam also directed

রাজাকার সংগঠন, তাদের প্রশিক্ষণ ও সিলেবাস সম্পর্কে নবম ডিভিশন পূর্বাঞ্চলী কেন্দ্রীয় কম্যাণ্ডের কয়েকটি দলিল

SECRET

HQ ASMLA Chuadanga
Tel : 186
28 Oct, 71

To : HQ 18 Punjab
OC 'B' Coy
Subj : Fresh Trg Razakars

Copy of HQ 9 Div Itr No.G/15242/Trg of 23 Oct 71 and copy of HQ Eastern Comd Itr No. 418/48/GS (T) of Oct 71 along with Gen instars, block syllabus, detailed syllabus and trg programme (Anx 'A' 'B' & 'C') for the See Comds Cadra Razakars, are fwd herewith for your info and nec action please.

Sd/-Major
ASMLA
(Zain-ul-Malook)

SECRET

Copy of HQ 9 Div Itr no. G/15242/Trg of 23 Oct. 71
Subj : Further to our G/15242 Trg dated 06 Oct. 71 refers.
The trg Razakars Comd will be org as under :-
a. See Comd Trg

(1) Each unit having Razakars in its area will org cadres of ten days duration for sec comds.

(2) One third of total requirement of sec comds to be trained in each cadre at the scale of one sec comd from each pl.

(3) First sec comds cadre to start wef 25 Oct 71 the latest.

(4) Syllabus for the sec comds trg is att.

Copy of HQ Eastern Comd Dacca Itr No. 418/48/GS(T) of 19 Oct,71.
Subj : Sec Comd's Cadre-Razakars.
Para 3 of our sig G-3513 dated 19 Oct 71 refers.

1. Gen instrs, block syllabus, detailed syllabus and trg programme for the above Cadre are sent herewith.

2. The trg is to be org at unit/ASMLA level. Fmn comds are requested to ensure proper utilization of the trg programme.

Copy to anx 'A' HQ Eastern Comd Itr No. 418/48/GS(T) of 19 Oct 71.

HQ EASTERN COMD
RAZAKARS SEC COMDS CADRE
BLOCK SYLLABUS

S/No.	Subj	Period allotted		
		Lecture/Demo.	Prectical/Ex.	Total
1.	Drill	-	6	6
2.	Wpn Trg	1	14	15
3.	Fd Engineering	3	3	6
4.	Fd Craft	6	13	19
5.	Tacs	20	20	40
6.	Ldrship	1	–	1
7.	Adm	4	–	4
8.	Misc	1	-	-
			Total	100

RESTD
HQ EASTERN COMD
SEC COMDS CADRE-RAZAKARS
GEN INSTRS.

1. **<u>Aim.</u>** To train selected Razakars as sec comds in order to improve op efficiency of Razakars.
2. Standard to be achieved.

a. Be able to motivate, train, and lead his sec efficiently.

b. Acquire basic mil knowledge i.e. drill, use of inf pl wpns, fd craft, Vos, cam and concealment, adv handling of wpns and handling/disarming of mines and body traps.

c. Be able to deploy his sec for def of a loc, hr or installation.

d. Const/estb anb maint a rd block.

e. Plan an conduct a raid and ambush.

f. Be able to operate at ni.

g. Dev initiative to carry out any other msn given to his sec.

h. Hygine, sanitation and first aid.

3. Trg period

a. A total of 10 working days will be utilized for this cadre.
b. Daily periods 10 periods of 45 mins incl 4 periods in the afternoon/ni.

4. Block syllabus, Detailed syllabus and trag programe. Att as Anx.
A B and respectively.

5. Ref Publications.

a. Inf Trg Vol IV-Inf Pl in Battle-1969

b. Inf Trg Vol IV for Ni Ops-1968.

c. Words of comd for drills and ceremonials 1970.

d. Relevant Pamphlets on SAs, mines and boody traps.

e. Guerilla and artisan Pwar fare Chapter 2- 1961.

f. Elms of First Aid.

HQ Eastern Comd
Dacca Cantt
Tel : 212
418/48/Gs (T)
19 Oct 71

Sd/ Commander Col General
(Mian Hafeez Ahmed)

Distr : List 'B' ser 1-g & 7
MLa Zone 'B'
DG Razakars.

Ans 'B' to HQ Eastern Comn Itr
418/48/GS(T) of 19 Oct 71.

HQ EASTERN COMD
SEC COMD CADRE-RAZAKARS
DETAILED SYLLABUS

S.No.	Subj	Period Allotted Lecture/Demo		Total Practical/Ex
A	b	c	d	e
1.	Drill			
	a. Drill with arms	–	2	2
	b. Drill without arms	–	2	2
	c. Taking a squad	–	2	2
2.	Wpn Trg			

	a. Holding, aiming and firing of rifle	-	2	2
	b. Handling of Sten and LMG	-	2	2
	c. Stripping & assembling of rifle sten & LMG	-	2	2
	d. Prep of range eard	1	-	1
	e. Firing- day	-	4	4
	f. Firing- ni	-	4	4
3.	**Fd Engineering**			
	a. Trenches and wpm pits, siting and dimensions	1	1	2
	b. Mine-types, laying, disarming and lifting	1	1	2
	c. Booby traps type, laying and disarming	1	1	2
4.	**Fd Carft**			
	a. Cam and concealment	1	2	2
	b. Use of ground and cover	1	1	2
	c. Fd sigs	1	1	2
	d. Sec fmns	1	2	3
	e. Individual stalk by day & ni	1	3	4
	f. Selection of line of adv and move by day	1	3	4
5.	**Tac**			
	a. Issue of VOs	1	1	2
	b. **Ptls**			
	(1) Types of ptl	1	-	1
	(2) Ptl idr's orders	1	1	2
	(3) Planning rehearsal and conduct of :			
	(a) Recee Ptl	2	-	2
	(b) Fighting ptl	2	-	2
	(4) Ex in patrolling	-	4	4
	c. **Ambush**			
	(1) Selection of site	2	-	2
	(2) Parties and their tasks	2	-	2
	(3) Planning and orders	2	-	2
	(4) Fd ex raid	-	4	4
	d. **Raid**			
	(1) Parties and their tasks	2	-	2

	(2) Planning and orders	2	-	2
	(3) Fd ex raid	-	4	4
e.	Rd Blocks			
	(1) Characteristics	1	-	1
	(2) Covering -/def of rd block 1	-	1	
	(3) Fd ex- constr/ manning a rd block	-	2	2
f.	GW Introduction to GW and anti 1 guerilla ops		-	1
g.	Def			
	(1) Use of ground and F of Fs	2	-	2
	(2) All round def, listening posts And alarm system	2	-	2
	(3) Def of a small br of instl	2	-	2
	(4) Sentry duties	2	-	2
	(5) Fd ex – def	-	4	4
6.	Ldrship	1	-	1
7.	Adm	2	-	2
	a. Care of arms, ammo and eqpt			
	b. Hygiene, sanitation, first aid and 2 disposal of cas		-	2
8.	Misc. Org of rifle pl	1	-	1
	Directed to accompany him.			

Sd/Illegible
District Adjutant of Razakars
Tangail.

Memo No. 512 – (2)- Raz, dated 2.10.71
Copy forwarded to :- …..

জনৈক রাজাকার স্বাক্ষরিত শপথনামা

Anx 'A'
To HQ MLA Zone B
Itr No 1200/3ML-2
Of 02 Oct 71

SCHEDULE B
Form of Oath
(Rule 16)

I Abul Kasim ……………….. S/O …………… Hassan Ali Mullah address, ….. Vill. Modhopur P.O Beghotia Dist. Jessore do solemnly declare that from this moment I shall faithfully fellow the injunctions of my religion, and dedicate my life to the service of my society

and country. I shall obey and carry out all lawful orders of my superiors. I shall bear true allegiance to the Constitution of Pakistan as framed by law and shall defend Pakistan, if necessary, with my life.

Signature/Abul Kasim

Oath taken in my presence this 31st days of Oct. 1971

Sd/- Illegible
Deputy Commandant
Narail Sub-division
Jessore District

জনৈক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজাকারের সনদপত্র

EASTERN COMMAND
RAZAKARS BATTLE TRAINING SCHOOL
PROFICIENCY CERTIFICATE

This is to certify that Razakars No ….. Name. RAKIBUDDIN ……S/O late. HAJI TUFAZUDDIN MULLA PS. DAULATPUR …. Sub Div. KHULNA SADAR District KHULNA attended RAZAKARS PLATOON JESSORE COMMANDERS COURSE held at army Battle School from 03 Nov. 71 to 17 Nov. 71.

1. General Remarks :
   Well motivated. Hardworking and religious minded
   Student who is expected to well as Pi Comd.
2. Standard achieved :
   Fit to be Razakars Pl Comd.
3. Garding
   Average

Sd/-
Major
Army Battle School
(Nazar Hussain)

Initials of Student – (Rokibuddin)

একজন রাজাকারের পরিচয় পত্র

This is to certify that Mr. Haroon-ur-Rashid Khan S/O Abdul Azim Khan, 36, Purana Paltan Lane, Dacca – 2 is our active worker. He is true Pakistani and dependable. He is

Trained Razakars. He has been issued a Rifle No. 776 … with round ammunition for self Protection.

Sd/ Illegible
INCHARGE
Razakars & Muzahid
Jamaat-e-Islami
91/92, Siddque Bazar, Dacca.

পরিশিষ্ট

পাক দখলদার আমলে অবাঙালীদের ভূমিকা ও মনোভাব সম্পর্কিত কয়েকটি দলিল

(১)

পার্বতিপুর টাউন কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রশাসক কামরুজ্জামানের রোজনামচা

২৬ মার্চ - ১৭ মে

26.3.71

Met Maj. Shafaet. Apprised him of the situation of Parbatipur and requested him not to place much trust on his men as they were after all Bengalies and may kill him. He laughed me out. We decided not to deposit our arms till such time the Bengalies did not deposit their arms although it was against the call of martial law. Heavy concentration of Bengalies was seen in the adjoining villages on the eastern side of the town Defense was intensified and strict vigilance was kept.

27.3.71

Heavy concentration of Bengalies were seen towards American camp, North yard (on the northern side of the town) and petrol yard (on the southern side of the town) from about 11 A M at about 15 hrs. North yard was attacked by the Bengalies. The whole of northwards was put on fire and properties were looted. Four persons who took shelter in the mosque, including the pesh Imam of the mosque, were killed in the mosque by the Bengalies in the evening . Curfew was impeding in the town till next morning.

28.3.71

At about 8 A.M petrol yard was attacked and one of our men got killed. At about13.30 hrs. The town was attacked from all side by Bengalies who roughly numbered about a lakh. They were assisted by the Bengal police and EP.R forces who were within the town. These men fired guns from the back while we were fighting with the Bengalies on our fronts. They killed 2 of our men with their rifle shots and injured many of our men while they were returning to the town after repulsing the Bengali attack

Chasing them away and burning their village. All injury cases, about 30 men from all around the fronts of the town, were attended alone by lady doctor Khursheed Bano of railway hospital, Parbatipur, in her house with the help of her husband and son. Her moral was found very high and was found tackling all the cases with great care, courage and swiftness. She was the only medical help to our injured gallant men.

29.3.71

Col. Tarique Rasul arrived from Dinajpur with his family. He arrived early in the morning and revealed the whole story of the happenings at Dinajpur, Situation of the tow remained tense.

30.3.71

Col. T Rasul along with his family and the non-Bengalies E.P.R personnel's, posted at Parbatipur, left for Saidpur. Some arms and ammunitions were given to us by Col. T. Rasul on his departure. Some of my well wishers advised me to send my wife and Children to Saidpur along with Col. T. Rasul, but I discarded the idea as this would have demoralized the people of the town. Tried to boost up the moral of the town as the people were losing heart with the departure of the non-bengali E.P.R. personnel's to Saidpur. Posted strong pickets all around the town and along with M/S. Bacha Khan and Motiur Rahman Kept on supervising the whole defense of the town throughout the night.

1.4.71

Maj shafaet met me at my residence at about 3.30. A.M advised me that he will impose curfew from 15.30 hrs. And send his Bengali soldiers in batch of three for patrolling and that we should kill them.

I advised him that this operation should start from now, or else it may be too late and God forbid they may kill him. But he did not agree. When the returned to his camp at about 9 AM. He was killed by his men. After this his regimen fled away. O/C grrs/Parbatipur with 9 constables with rifles also fled away at about 11 Hrs. At about 4 p.m Myself with Mr. Motiur Rahman attacked GRPS/Parbatipur. Bengali force of the thana after a little resistance surrendered. Captured 9 rifles in good condition, 28 rifles without bolts and 200 bullets of 303 rifle. Informed this happening to col. Shafaaet at Saidpur by phone. He advised me to capture Bengal thana also.

2.4.71

The Bengali E.P.R. Personnel's posted at Parbatipur deserted and joined their Bengali brethren in the Haldibari colony. The Bengali police personnel's posted at parbatipur and E.B.R. deserters also joined them. Thus Haldibari colony virtually became a strong concentration camp for the forces of Bangladesh and a great source of danger for us as we were already having daily encounters from Haldibari side.

3.4.71 to 6.4.71

Situation remained tense. Now and again exchange of fires took place. We remained busy in fortification of our town. Surrounded local thana last night but could not succeed.

At about 12 P.M. I along with M/S Bacha Khan and Motiur Rahman and 8 Mojahids surrounded local thana. I and Mr. Motiur Rhaman entered the thana and told the O/C that we have already surrounded his thana by our men and that if he did not surrender we shall kill him and his men. O/C surrendered. We captured 40 rifles in good condition and 500 bullets of 303 rifle. Little after the thana. I sent my men immediately who killed 2 Bengalies, burnt about 25 of their villages and chased them away. Returned home after posting strong guard in the area at about 23 hrs.

7.4.71

It was a crucial day for us. At about 5.40 A.M. the town was attacked from the eastern side. 2 Bomb shells with terrific noise hit my house but very slight damage was caused, rife shots started falling on the town like showers by 6 A.M. The town was attacked by about a lakh a Bengalies accompanied by E.B.R. E.P.R, and police forces. The attack was very sever from the eastern side. They using rokets, 2″ and 3″ Motars, L.M.G, Chinies automatic arms, 303 rifles and other fire arms. I Ran from morchas to morchas all around the town, boosted up the moral of our men and arranged reinforcements of men and arms where necessary. M/S Bacha Khan and Motiur Rahman with their men were holding their gallantly. The attack from the eastern side increased gradually and rocket shell started being fired on us more frequently. Although we were using our ammunition very carefully, but by 12 P.M. our ammunitions started exhausting as the enemy started advancing under cover of heavy rocket and mortar shells. We started retreating slowly from the eastern side. I started evacuating old men, women and children from the eastern side and started requesting Saidour army army for immediate help as the help promised earlier was not forthcoming and our condition was deteriorating. Our ammunition started coming to an end. I, Bacha Khan and the men of the eastern sector still tried to hold out the attack and retreated very cautiously. The enemy however managed to break through some of our morchas in the eastern sector and entered our market. They looted all the shops and set them on fire. By 2 P.M. they had entered in some portions our railway station and had taken up position. We still fought relentlessly trying to hold them back from advancing any further capturing our town totally. Our men were fighting with lathies with the Bengalies who had entered the market area. It was at about 2-30 P.M that the first batch of our army arrived. By now about 10 of our men were killed and about 100 injured by bomb blasts, other automatic weapons and rifle shots. They were all being rushed to Dr. Khursheed Bano's house who was gallantly attending to all the injuries and had not left her house though almost all the houses from the eastern side of the town had been vacated by the people. The army cleared the enemy from the eastern side. The second batch of army also arrived shortly. I escorted the army all around the town. The enemy attack was quelled by the army in about 2 hours and they were in complete control of the town by about 5 P.M. In this operation 3 of the army men were injured severely. They were all rushed to Dr. Bano. After the operation I, along with Maj. Durrani, Capt. Chima and Capt. Sharafat went to the residence of Dr. Bano. There were more than a hundred injuries spread all over her bungllow. Two of the army men been attended to and she was found busy on the 3rd army men. She was fighting relentlessly to save his life but also he died later.

Col. Shafi also arrived by then and admired her services. The officers stayed in the bungalow of Dr. Bano and the troops parked in Jinnah Maidan by the side of Dr.

Nano’s residence for the night. I get busy for making arrangements for the food etc. Of the troops and also saying to the difficulties of the people of the town who had lost all hopes of their lives by about 3 p.m and were scattered all over the town.

8.4.71

Accompained army in operation of Haldibari area. Burnt some villages with my men. E.P.R and police personnel’s (non Benglies), captured 2 Chinese rifles. One taken by Maj. Durrani and one lay with us. Army stayed at Haldibari. Arranged food, bedding etc. For the troop. Reorganized our defense according to army’s instruction and saw to the local affairs.

9.4.71

Sent 10 mojahids to accompany army for operation of Bittipara and Basupara (adjoining villages to the town). Enemy fled away after little resistance. Arranged food etc. For the army and saw to local affairs and defense.

10.4.71

Sent petrol party towards Hoglypara in the night. No trace of enemy was found.

11.4.71

Under orders of Maj. Quamar I, with 15 of my men operated Kalkabari, killed few enemy and captured 2 rifles which I handed over to the army.

12.4.71

Under orders of Maj. Quaamar sent my men under the command of Bacha Khan to repair railway and telephone lines towards phulbari. I, with some men operated some villages on the eastern side of the of the town.

13.4.71

Sent one of my men (Rabbani) with Maj. Quamar in army operation of Beleichandi. I, with Bacha Khan operated Hooglypara with permission of Maj. Quamar.

14.4.71 to 16.4.71

Saw to the local problem and affairs of the town. I was appointed as administrator of Parbatipur by Maj. Quamar and was to organize civil administration and defense of the town. Immediately I called a meeting of the Governmental and local heads and gave them all necessary instructions in respect of civil administration and railway administration and asked them to work hard.

17.4.71 to 20.4.71

Set up GRPS, local thana, food deptt. Bazaar, rehabilitation of the local people whose house and shops were burnt, refugee camps etc. Started putting the railway into order

With the help of Mr. Mustafa, DME/PXC at pbt. And Mr. Mallick, station master Pbt. Started construction of the railway local crossing with the help of Mr. Shelton, signal inspector/Pbt. The men are working hard on the setting up of railway. Started restoring electricity which was off for all these days etc. Dr. Bano booked after the treatment of all the army men mojahid force. Pathan, refugees and all the injured cases that came to Parbatipur from outstations an health and sanitation of entire Parabatipur area in addition to her normal duties.

21.4.71

Authorized Maj. Jawaid with bacha Khan and Rabbani for peration of Badargang. About 500 persons were arrested. May villages were burnt. Two short guns were captured and handed over to army. 86 prisoners (Hindus and students) were brought to Parbatipur and others were let off with.

22.4.71

Accompained Maj. Jawaid with bacha Khan and Rabbani towards Kholahati and Bhawanipur. Burnt about 23 villages and killed some watchmen and students. Captured one short gun and handed over to the army.

23.4.71

Sent Bacha Khan and Rabbani with major Jawaid towards Kawgaon and myself went with Lt. Shahid to Phulbari. Brought 2 wagons of capture ammunitions from Phulbari. One of my men was shot died by Lt. Akbar at Phybari on looting charges. Again at 10 P.M. Sent 15 Mojahids under the command of Bacha khan under orders from Saidpur military HD. QRS. To reinforce some army personnel, who were escorting relief train from Rangpur to Parbatipur and were held up at Kholahati as the railway line was dismantled and the enemy was firing at them. The enemy fled away after little resistance. Bridge and railway line was repaired the same night. Food was supplied to the army and rlymen of relief train at Kholahati and the train with army men was brought to Parbatipur in the morning

24.4.71

Received information from Manmathapur that rice from ricemill was being looted by Bengalies. Got orders from Saidpur, proceeded to manmathapur, complied and chased the Bengalies and brought 300 mounds of rice to Partbatipur.

25.4.71

Under orders from Col shafi started construction of road from Parbatipur to saidpur. I got about 500 men from Parbatipur to work on this job on voluntary basis. Under army orders brought 675 mds of rice from chirir Bandar.

29.4.71 to 30.4.71

Provided civilian force to the army for their operations, supervised local, civil and railway administration, construction of Parbatipur-Saidpur road and brought 350 mds of

Rice and 2 rifles with 200 shorts of 303 rifles and 325 mds of rice from Chirir Bandar and Manamthapur respectively. The 2 rifles were made over to the army.

1.5.71

Went to the site of work (construction of Pbt-sdp. Road). Remained there the whole day in orer to gear up the work. In the night saw to the local affairs.

2.5.71

Under order of Maj. Jawaid I went with my men and Bacha Khan to Chorkai to bring rice and wheat from there as the enemy was looting these food grins from the govt. Godown and brought 994 bags of rice and wheat to Parbatipur.

3.5.71 and 4.5.71

Went to supervise the construction of the Parbatipur-Saidpur road, returned in the evening and saw to the affairs of huge numbers of refugees which we kept in different camps at Parbatipur.

5.5.71

Sent my men with Bacha khan to Chaokai and they brought 360 bags of wheat and 480 bags of rice after chasing the enemy who were busy in looting these food grains. Myself went for the construction of the Pbt-Sdp road.

6.5.71 and 7.5.71

Sent my men with Bacha khana to Chorkai and they brought 360 bags of rice and 720 bags of wheat. I remained busy on the construction of Pbt-Sep road. Some people were seen on the western side of the town with torch lights at about 11 p.m. Rushed our men guarding the front on the eastern side. Chased the enemy away by resorting to some rifles shots at them. Came home after placing strong pickets on the eastern front.

8.5.71

Reorganized the labor force and supervisors to work on the Pbt-Sdp road with a view to procure more labor force from the town. There was encouraging result of this organization I got about 100 more men to work on this job and a buch of men to supervise the work so as to speed up the jobs. Sent my men with Bacha khan to Chorkai to bring food grains and myself went to supervise Pbt-Sdp road work. 700 bags of wheat was brought from Chorkai in the evening.

9.5.71

Saw to the local affairs viz. Reopening of the market, putting check on the rising prices of essential commodities, law and order situation of the town, Rehabilitation of outstation effected Muhajirs etc.

11.5.71

Sent my men with Bacha khan to Chorkai for foodgrains. They brought 840 bags wheat from there. On order from Maj. Jawaid, held joint checking with N-Sub.

Mouladad of cash balance of Habib bank and united bank Parbatipur. The balance was found to be correct. National bank Parbotipur was locked up. The manager and the cashier were Bangalies and they have fled away. so the checking of this bank could not be done.

Issued 14 rifles with 700 rounds to police men and send them to open chirir Bandar police station. Made announcement for the running of different train services, EPRTC coach service and PIA services which had started functioning. Arranged 15 masons for Saidpur Airport as per order of Maj. Jawad. Sent my men with Bacha to Chorkai who broughts 840 bags of wheat. Went to supervise road construction.

13.5.71

Walked down to Saidpur surveying the pbt – sdp road. Met col. Shafi and Brigadier. Discussed about the alignment of the road. col. Shafi inspected the road and admired the work. However asked me to redouble the effort so as to complete the construction of the road before the setting of the monsoon. Walked back to Parbatipur.

14.5.71

Received information that at Jashaihat two beharis, one food inspector and another businessman were killed by the Bangalies about ten days back. Took orders from Maj. Jawaied for the operation of Jashaihat. Started with baccha khan and Matiur Rahaman and my men for Jashaihat on foot about 12-45pm.at about 3pm.caught two hindus at manmathapur carrying one bullock cart full of rice and paddy to India. Killed both the hindus and distributed the rice and paddy and the bullock cart to a muslim residing nearby. Reached the target at about 4.45pm surrounding the place from all sides. Arrested about 250 Bengalis out of which 9 were kept and the rest were let off with warning. Captured one 2 bore shot gun, one five rupees Indian note. The gun was handed over to N/Sub Mouladad at Parbatipur. Also rescued one Behari window from the house of one of the Bengalis. Her husband was slaughtered by these Bengalis recently. Also recovered one Behari orphan girl from the house of one these Bengalis. Sent the widow to the refugee camp and kept orphan girl in my house. On return informed details of the operation to Maj. Jawaid on phone.

15.5.71

Went for the supervision of pbt-sdp. Road construction. at 3pm. got information that bacha khan who had gone to Kholahati after the enemy who were breaking the railway line and railway station property was surrounded by the enemy. Rushed back to Parbatipur and after contacting army Hd. Qr. Saidpur proceeded to Kholahati with 25 of my Jawans and armymen under N/Sub Taza Gul. Reached the place at about 4pm. By then the enemy was running away. We surrounded them and killed about 25 enemies. Captured one 12 bore shot gun and 2 uniforms of enemy. We all returned to Parbatipur at about 10pm. reported details to Saidpur . Col. Shafi got angry on Bacha khan for going out to Kholahati without permission. Out of 27 prisoners who were brought from

Kholahati 3 were detained, others were let off with severe wrings as per orders of Maj. Jawaid.

16.5.71

Maj. Jawaid arrived Parbatipur after inspection of pbt-sdp. Road. he discussed yesterday's happenings at Kholahati and local administration and other affairs concerning Parbatipur and gave me necessary instructions. He also seemed to be concerned of the presence of armed enemy at Kholahati. He instructed me to transfer O/C. chirir Bandar police station to Dinajpur. The prisoners of Kholahati were sent to Saidpur with him.

Parbatipur was separated in two haves by the railway lines. From past 15 years the construction of a level crossing was denied on some plea of the other. Today with our own efforts and with the personal efforts of Mr. Shelton, signal inspector, P. E. Rly Parbatipur the construction of the level crossing has been completed in a fortnight's time. In the evening we performed its opening by Alhaj Md. Shoeb and gave Dr. Bano the Honour to ride pass the first vehicle through this level crossing gate amongst thunderous cheers from the citizens of the town.

17.5.71

Went to supervise pbt-sdp road construction. Attended recruitment of EPCAF with N/Sub Neamatullah at Parbatipur. Got engaged in seeing to the relief and rehabilitation work of refugees pouring from Dinajpur, Santahar and so many other places. Amongst them are mostly widows and orphans. The number of these refugees is already alarming. Near about 2000 of them have already arrived and the almighty knows how many more are still to come. Most of them are in very pitiable state having lost everything together. I pray to Allah to give me courage and strength so that I can do all which is humanly possible for these restitute and along with other problems of Parbatipur tackle this big problem also with all the might under my command. I also pray for the all around success of our army so that they may always stand as a guide for us in the national building work.

To the.........

Sub :- Extract from day to day diary of Mr. Qamaruzzaman, ex MPA, chairman town committee and administrator, Parbatipur.

Sir,

I enclose herewith extract from my day diary for your kind information please. In this diary I have tried to jot down some important facts of the happenings of Parbatipur and the plight of the people this town which they have faced from 1.3.71 to

17.5.71.

Allah has saved this town and the citizens of this town. God forbid if this town was captured by the enemy not only the fifty thousand Mohajirs would have been massacred, it would have also put our army into tremendous difficulties to get control over whole of North Bengal I thank Allah. I thank my gallant people of the town and our army that all the efforts of the enemy were foiled.

For this heroic deeds to save the town from the enemy I find no proper words to praise and recommend M/S Bacha khan, Alhaj Md. Shoeb Mohd. Motiur Rahaman and Mr. and Mrs. Khursheed Bano. These people have rendered very great service to the cause of this town. As a woman Dr. Bano has done and still doing more then what any man could ever do. From my side and on behalf of all the people of the town she has already been thanked for her relentless services under most dangerous situation, which she has been rendering to the suffering lot of the town.

I strongly recommend the four people for presidential awards.

SD/QAMARUZZAMAN
TOWN ADMINISTRATOR
PARBATIPUR

(২)
পূর্বাঞ্চলীয় রেলওয়ে বিভাগের অবাঙালী কর্মকর্তাদের দুটি চিটি
(COPY)

FROM : ARSHA MAHMOOD
OFFICER ON SPECIAL DURY,
E.P. RAILWAY BOARD,
CHITTAGONG.

Dated : 29.4.1971

My dear ……..

I am grateful to you for your kind assistance yesterday and I do hope that after getting my staff from the anticorruption department I will shortly be leaving for West Pakistan.

During the course of our conversation we had talked about people who had taken anti-state activity. Secretary, Railway Board, most other Senior Officers and I am convinced that Messrs. Md. Shafi, Chief Planning Officers, Nasiruddin Ahmed. Chief Personnel' Officer, Maqbul Ahmed, Divisional Supdt. Tahoor Khan. Civil Defence Officer. Seraj Huq. Deputy Secretary. Railway Board, kafil Ahmed. Divisional Mechanical Engineer and Ataur Rahman are particularly indulged in arson, under and loot leading to the death of Messrs, Asfaque, Member Engineering. Railway Board and Md. Yaseen, Chief Engineer. These Officers directly or indirectly helped in strengthening and financed the Awami League, Snapping off telephone connection, Provision of official transport to the Bengal Army, etc etc.

So far only M/S Md. Shafi, Chief Planning Officer and Ataur Rahman, PPRO have been picked up and the rest of them are still at large although Secretary Rly. Board and

Myself and personally handed over the lost of these officers to Brig. Ahsan about 10 days ago. This must be due to the Authority's pre-occupation with other more important work. However, this is to give time to these officers to temper with the official records at Rly. Station and in offices which would have established their involvement in the whole dirty affair. They are still busy in destroying the available evidence and I therefore, thought it fit to bring this matter to your personal notice. I am enclosing herewith specimen of the type of messages that were issued and I am sure more graver evidence about the transport facilities to be provided to facilitate movement of the Bengal whole be forthcoming if prompt action is not taken.

After leaving you I was surprised to find two very important names missing in your list viz. that of Mr, M. A. Karim, officer on Special Duty (Electrification), Railway Board, who is reported to have opened fire in which my peon's sister was killed and Mr. R. N. Bagchi, Retired Senior Personnel Officer who is known to have indulged in Pro-Indian activities since the time of partition and which is substantiated even by his own personal records available in the office.

As you know I am under of transfer and being a Punjabi myself have no personal axe to grind.

I am passing on this information to you sincerely believing that it is my duty to pass on the information that I have of the individual concerned before any action is taken.

With warm personal regards,

Yours sincerely.
Sd/-
(ARSHAD MAHMOOD)

(COPY)

Dated the 29th May, 1971

To
The president of Pakistan,
ISLAMABAD
The governor of East Pakistan.
DACCA

Sub : ILLEGAL ACTIVITIES OF AWAMOLEAGUE & GOVT. EMPLOYEES

Sir,

With due respect I beg to being the following occurrences and suggestion for your kind consideration:-

2. In Chittagong on 3rd March, 71, when non-cooperation movement was started by Awami League, riots were organized by Awami League against non-Bengalee railway employees in connivance with local Police, E. P.R and Bengalee Railway Officials and Staff. Consequently, a large number of Railway employees who were non-Bengalee and

had opted for Pakistan were killed, wounded and their houses burnt and looted. The non-Railway Muhajir Colonies was also attacked. The situation came in control only when Punbjab Regiment fired because E.P.R. and Police were either helping the rioters or were silent spectators. The wounded non-Bengalees who were admitted into Chittagong Medical College were further victimized. Blood was taken out of their bodies and many were poisoned. The conspiracy had started with effect from 3.3.71 and Bengalee Govt. Servants belonging to E.P.R., E.B.R., Police Railway, Radio, Hospitals and District Authorities were parties to the conspiracy of making East Pakistan an INDEPENDENT STATE with the help of Indian Arms and Ammunition and Indian Infiltrations Military training was given in Lal Dighi Maidan before the eyes of police officials to the volunteers and a campaign of hatred against Muhajirs, Punjabis, Pathans and Bombay wallas (generally called Biharies) was openly launched by Awami League. Even Moulana Bhashani who visited Chittagong after 3.3.71 was horrified to see the atrocities committed against Muhajirs and issued condemnation telegram to Sk Mujib, who appointed and Enquiry committee, Thereafter, the situation deteriorated and you took a very belated action when already several lakhs (5 to 10 lakhs approximately) innocent men, women and children belonging to muhajir. Punjabi and Pathans community were slaughtered like goats, shot dead and their properties were looted, women were raped, abducted and kidnapped. On 26th non-Bengalees were killed even in mosques after Jumma prayer (Bibirhat Mosque & Wali Khan Mpsque in Chittagong). This all happened because your attitude was very mild and the Awami League took it a sign of weakness. You are definitely responsible for your belated action and will have to reply to God. Several Lakh orphans and widows are still crying and weeping for their bread earners and God will not forgive you for your failure.

3. Now let us analyses as why these innocent civilians were made the object of annihilation by Awami League who wanted to establish and Independent Bangladesh. The Muhajirs who were generally Railway employees were not prepared to co-operate with the Awami League in its nefarious activities. The Awami League wanted that E.P.R.E.B.R, personnel, Indian infiltrators and volunteers be carried free of charge from place to place as per their directives between the period from 3.3.71 to 25.3.71 and thereafter. But non-Bengalee Officers late Mr. Asfaque, Member Engineering and Chief Mechanocal Engineer and late Mr. Md. Yaseen, Chief Engineer, P.E.. Railway and other bold non-Bengalee Officers refused to obey their dictates. Consequently, wholesale murder of Railway employees and Officers in Chittagong, Pahartali, Akhaura junction, Bairab Bazar junction, Santahar junction, Mymensingh, Bonarpara, Paksey, Laksam and other Rly Stations were resorted to. Even their sons, daughters and families were butchered. Slaughter house were established in each town and non-Bengalees were brought there for utilization of the blood for wounded personnel of MUKTI BAHINEE (FREEDOM FIGHTERS). Similarly, non-Bengalee Officers and staff of E.P.R. and Police were shot dead by their own colleagues. In the Mill area non-Bengalee Officers, proprietors and staff were killed. The killing took place out of the following motives:

1. Hatred created by Hindus and Indian propaganda of exploitation resulting into feeling of Independent Bangladesh. The Bengali language facilitated this.

2. Non-Bengalees in East Pakistan were considered to be pro-Pakistani and obstacle in the achievement of freedom of Bangladesh, 'Fatwa's were given by Moulavis for their killing as they were enemy of Bangladesh.

3. Non-Bengalees were considered to be exploiters of Bangalees.

4. It was apprehended by Awami League that non-Bengalees will co-operate with Pak Military during operation period and their annihilation will leave the Military friendless and helpless.

4. The following remedial measures and suggestions are made for stoppage of recurrence of such a calamity in future:-

1. There should be only state Language of Pakistan, i.e. UTDU. In Indian many Language are spoken and written, but Hindi is the only State Language. Other Languages viz. Bengali, Sindhi and Pashtu should be REGIONAL LANGUAGES. This was also the decision of our Quaid-e-Azam, Common Language can only foster common Nationalism.

2. All Govt. Servant viz., Railway, Police, E.P.R., E.B.R., Radio who sided with the Awami League should be punished.

3. All Railway Officer & staff who arranged running of special trins for E.P.R., E.B.R., and Volunteers and Indian Armies, should be given capital punishment. These special trains were seen w.e.f. 3.3.71 to date of operation of Pak. Military in different Zones. It is a matter of great wonder that these criminal Officers in connivance with Secretary, Railway, Waterways & Road Transport Deptt. and other top ranking Railway Officials were allowed resumption of duties even after 21.4.71. An Enquiry Commission should be formed to detect such Criminals and evidences of patriotic staff and officers should be recorded and action taken on the merit of such case. The Culprit Railway officers are still active and are creating obstacles and are not attending to their works. Secretary, R.W. & R.T. and Chairman, railway Board are not taking action against them.

4. Similarly, E.P.R., E.B.R, & Police personnel who killed innocent Civilians, fired at the Army, looted and left their place of duty when Military operation started should be given Capital Punishment. An Enquiry Commission should be formed. It is horrifying to see that Criminal Police Officers have been allowed their duties and evil forces are jubilant.

5. Top ranking District Authorities who directly sided with Awami Leagues should be given Capital punishment. An enquiry Commission may be formed to probe into the matter.

6. All Awami League working Committee Members including Sk. Mujib, Members of National & Provincial Assemblies who were engaged in criminal activities and conspiracy with India should be shot dead. They had passed the resolution of

Independent Bangladesh and are traitors. They arranged killing of innocent non-Bengalee Civilians.

7. All student Leader's who were engaged in Criminal activity, viz. killing of innocent citizens, burning of National Flags and Photo of Quid-E-Azam should be shot dead.

8. All officers and staff of Radio Pakistan, Daccca & Chittagong, etc, who sang songs of JOY BANGLA and propagated the cause of Independent Bangladesh should either be given Capital punishment or dismissed on the merit of each case.

9. No recruitment of Bengaless to Military, Armed Police, Police an railway Depts. Should be made in the near future; otherwise conspiracy will again be hatched.

10. All Class-1, Civil & Police Officers of East Pakistan domicile from DC's rank and above should be posted in West Pakistan and vice versa.

11. Chief Secretary and Secretaries working in East Pakistan belonging to East Pakistan domicile are helping the Criminal officers and should be transferred to West Pakistan immediately.

12. Officers and staff of the Intelligence Branch, who hided the Conspiracy and intentionally helped the Awami League by not informing the Govt. of influx of Indian Arms & Ammunition and Armed personnel, should be given Capital punishment.

13. Awami League Good as, who butchered like goats, innocent Muslim men, women & even infants, should be given capital punishment. They raped women and are even now keeping abducted women in their custody. Evidence of affected community should be final. They have heaped looted money materials and gold.

14. Each & every houses in towns and villages should be searches for recovery of illegal arms and ammunitions, looted materials and abducted women and criminals punished. This can be done with the help of patriotic persons.

15. Crores of Pakistani currency has been taken by the miscreants across the borders and have been even kept in the country to finance the movement of defunct Awami league. The currency note taken by the miscreants have been changed for Indian currency by Marwaris at the rate of Rs.50/- for Rs. 100/(Pak), With the help of these Pak, Currency notes, Marwaris and Indian officials are planning to smuggle jute and to deprive Pakistan of foreign exchange. To foil their plan it is necessary that now currency notes of new design and color should be printed at once and introduced in the country replacing the old ones. Then the old currency notes across the border will become useless as the same will cease to be a legal tender. The currency motes accumulated by Awami League workers for financing their sabotage activities will also become waste as they will not have the courage to exchange hugh money at the state Bank counter. This should be done before

the sowing of Jute crop. i.e. within 3 months otherwise Pakistan will be deprive of Foreign Exchange.

16. Religious instruction should be given in school and colleges and propaganda machineries should be utilized for educating the masses in the ideology of Pakistan with strong centre. Secessionists and conspirators both in East & West Pakistan should be ruthlessly dealt with and punished. One common language in East & West Pakistan should be developed.

17. All means of communications viz. Railway, Road & Waterways should be placed immediately under the Centre as communication is directly linked with the defense of the country. These departments were under the Centre but with effect from 1.7.62 the same were provincialised. This action was not prudent and was a blunder.

18. Muhajirs and West Pakistani Traders should be given license for arms liberally and free of cost, otherwise they will leave for West Pakistan and strength of Pro-Pakistani elements and commercial activity in East Pakistan will decrease.

19. An Industrial-Armed Security Police Force should immediately be created for East Pakistan. This will be responsible to maintain peace, in the Industrial Units.

The recruitment to this force should be from non-Benglees and West Pakistani. The cost should be borne by the Industry. If this is not done, there will be no security of life for the Muhajirs and West Pakistani Industrialists and their Managers (Wholesale killing of Muhajirs, Punjabi, Pathan and Memon and Agha khani took place in Kumira, Kalurghat Mill Areas, Bibirhat and Bayzid Bustami & Housing Society area in Chittagong, Chandraghona, Kapatai, Rangamati). A token deduction should be made from wages in East Pakistan to meet the cost. If this is not done, Lock-up Industries will not open and will not be allowed to function by underground activities of Awami leagues. Thus Pakistan will suffer badly in Export and home consumption and may lose its market abroad permanently and this is what India wants so than India may capture our market.

20. During These disturbances the staff o EPWAPDA & WASA also aided with the miscreants. There was lights and supply of water in town of Chittagong up to 26th. All these were damaged just before the operation started by the Pakistan Military. These Departments should be purged and placed under the Central Govt. The Pakistan Military in the Cantonment etc. had to suffer and fight without water for 3/4 days. They got water & food to quench their thirst and appetite in muhajir Colonied in Chittagong and got all possible cooperation necessary for their operation. As a result of flattery of Bengalee Leaders who are trying to mislead you in order to save their kith and kins. Do not forget the Muhajir of East Pakistan, otherwise God will forget you.

Why were these Muslim League, P.D.P Leaders criminal silent during the period 3.371 to 25.3.71? Why did they hoist Bangladesh flags on their hoses when

Muhajirs had the courage to hoist Pakistan Flag on their houses in Mirpur Colony? Why Nurul Amin refused to attend the conference?

21.The telephone Depts. Played a very nefarious role. They kept the connection of Awami League leaders and members running where connection of Muhajir Colonies and peaceful citizens were disconnected. They fully co-operated with the Awami League & Officers responsible should be punished.

22. A large number of Hindus and Awami Leaguers have left for India. Similarly many Muhajir families have been completely wiped out. Considerable properties both immovable and movable are being unauthorized occupied by locals. Cunning Muslim Leaders and influential locals have prepared false & bogus Advance Sale Deeds. An ordinance for survey, Control & management of these properties, guarding against fraudulent documents and for re-settlement of affected families, seems immediately necessary. These properties may be auctioned and sale proceeds realized for helping orphans & widows and for rehabilitating affected families.

23. An Independent Intelligence Branch direct under the Government or president should be established to keep a vigilant watch over the nefarious activities of foreign Missions, Foreign Agents, C.I.A and persons of doubtful loyalty, so that arms & ammunition dumping in the country and action taken before the existence of Pakistan is endangered by internal & external enemies. It is better to nip the trouble in bud than to face the same in advanced stage and undergo heavy losses in men and materials both civilian and armed Forces. We should not risk our freedom and existence as you did.

24. Students should not be allowed to join and work for political Parties. Their activities should be social and cultural. All political connivance should be vigorously watched.

May God give you courage and determination to face the situation and the problems created by internal and external enemies of Pakistan. May God, forgive you for the loss of innocent Muslim lives in East Pakistan arising out of belated action on your part and wrong policies of appearing the evil forces adopted by you up to 25.3.71. I have given the suggestions as a loyal citizen of Pakistan. I was associated with Pakistan Movement in pre0independence days. if you are prepared to implement suggestion made above you will be successful by grace of God and Patriotic citizens will co-operate. If you are not prepared to take the drastic actions to purge our body politic and Civil Services, you should remember than you will continue to face the troubles in East Pakistan and similar troubles may be created in West Pakistan. The enemies of Islam and Pakistan are cunning and organized and are befooling masses who are uneducated and have become biased as a result of hatred campaign launched by Awami Leaguers. Internal enemies are getting help and guidance from India and U.S.A and U.K who want to destroy Pakistan.

I, therefore, requested you to kindly think over the humble suggestions made by and ordinary citizens and implement the same otherwise you will be held responsible by God for not saving Pakistan, the pillar of Islam and for not saving the innocent Muslim lives in East Pakistan.

Do not consider the enemy weak. They may rise again. Do not talk of democracy till the internal enemies in East and West Pakistan are totally annihilated and defeated on all fronts. The recent talk of transfer of power by Mr. Bhutto has encouraged the traitor Awami Leaguers and the are threatening the masses who are co-operating with the Military that they will punish them as they are bound to come to power in one shape or the other. This has saved them and they are now adopting the tactics of wolf in lamb's disguise. Let Mr. Bhutto have the courage to pass at least seven days with his family in a remote village of East Pakistan without being guarded by Police and Military, before he talks of transfer of power. Internal enemies are more dangerous than external enemies and to eliminate and destroy them is a Herculian task.

Thanking you in anticipation and praying for your success.

Yours sincerely,
Sd/-All non-Bengali Officers and Staff of
P.E. Railway, Chittagong.

তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অধিকৃত বাংলাদেশে কর্মরত জনৈক মেজরের কাছে লিখিত একটি চিঠি

Major M. Afzal khan Saqib

Telephone 83644
Bunglow 143-E
Unit 6, Latifabad
Hyderabad.
Date 21 Aug 71

My Dear Ikram,

Hope this finds you in the best of health; I have received two letters from you. The first one probably crossed my letter on the way. Reply to the first on was delayed because of the papoo's admission to Hospital for TONSILECTIOMY which has been done. He is leaving for Kohat today for fresh Med (ical) Board. Bastards at GHQ did not to our request for a med (ical) bd (board) at Malir or Hyd (Hyderabad). Maj. Burki is in abbottabad. He is coming to Pindi today to meet Papoo and take him to Kohat for med (ical) Board. Burki told me that you are not very happy there. I understand the reason. But my dear you have to adjust to those unusual environment there somehow. It is good to know that at least Rashid is there to give you both a little diversion from the unhappy episodes. I am extremely busy nowadays. Children are all back from Hospital. Thank God I have vainly tried to contact Col Riaz on telephone. Today I am writing to him. You

can speak to him whenever he happens to visit you. He is a jolly good fellow and will surely help you trip.

Nowadays I am seriously concentrating on the land as there is nobody else to do so. abdullah having been recalled. It is the end of August and my cane crop is still standing. What a luck. I have borrowed a sugar making machine and a power crusher and we are making 'Dali Chini' [white sugar] nowadays.

I was not surprised about the news of Bengal tigresses' being tamed by Rashid. It is a must to change their next generation. I have not had the chance to see the Karachi bitch and I don't hope to see her. The younger one is again in contact with Dr Khalid. He is waiting for his brother to leave for Lahore when he hopes to send a PIA ticked to hat "taxi without meter". Myself and Khalid have patched up. He in fact came here to apologies. He said he was really sick on that day. WALI has been posted to RAWLAKOT. What a place.

Ch (Cowdhury?) Fazal has purchased a Cargo ship which is anchored in CHITTAGONG and he expects it to leave Chittagong unless it has been blown up. His cinema project is now well under way. Last night he was with me and remembering you. He is a nice guy.

Please don't get upset. God will sure create circumstances. I have not dropped the idea of visiting E.P. It is only because of my preoccupations. May be you find me and Fazal there any day. In the meaning you also plan carefully to tame some wild bitches there. Do you inspect you beds, chairs, table drawers etc every day for a doodle bug etc. If not you must start beware of you servants etc. If they happen to belong to that part. You must get your food tested by cats etc. before eating. While visiting hotels etc. You should always be suspicious, I am not deterring you. It is just a reminder.

Love and prayer from you aunty. Salams from Chand and others Tell Rashid to write to me.

Your affectionately
Saqib

Major Muhammad Ikram Khan
O.C.200 Survey See, Jessore (East Pak).

(৪)

লাহোরে অধ্যয়নরত জনৈক বাঙালী ছাত্রের প্রাণনাশের হুমকিসহ একটি চিঠি

(Monogram of the College)

Nwe Hostel
Government College
Lahore
Date : 13.11.71

Mr. Awwal

This letter might find you in shock. Your son iftikharul Awwal has been studying here with us for three years. Throughout his stay here we found him eccentric and a crack pot.

While he was studying he has been speaking much against us which any other human being(s) would not tolerate (d).he did not hesitate to abuse father of the nation. he often used to utter that mujib was his father. We do not know how many fathers he has.

He was anti-pakistani, preaching the gospel of mujib and his awami league's six points, we listened for the time being. Even when mujib was arrested and awami league banned he seemed to be as well as by dr. wasti –the head of department, history, G.C. Lahore. The formers verdict was kidnap & liquidation. The later was, go to the MLA.

We understand you sending your son. Be cautious. This will be your last look on your son. He is not going to be left out from our vigilant eyes. You and your family are Indians. Be careful, expect no surprises.

Yours,
Pakistanis-
Ashfaq ali khan,
Yousuf ahmed,
Shahid rafi,

Mr. A.K.M. Awal
19,siddique Bazar
Dacca
East Pakistan

নির্ঘণ্ট

(বাংলা)

অ
অটোয়া গ্লোব ও মেলঃ ৩৮৯
অর্থনৈতিক কমিটিঃ ৬২৯
অর্থনৈতিক বৈষম্যঃ ৬৩০
অবাঙালীঃ ৪১৫-১৬
মুসলমানঃ ৪১৫
অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসঃ ৪২০
অস্ত্র ক্রয়ঃ ১২০
অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশঃ ৪২৯
অহিংস অসহযোগ আন্দোলনঃ ৩৮২, ৩৯২, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৮, ৫৯৫, ৬১৪, ৬৪৬
আ
আইন কাঠামো আদেশ, (এল এফ ও ১৯৭০) ৩৮২, ৩৮৪-৩৮৬, ৩৮৯, ৩৯৭, ৪০০-৪০১
আইয়ুব খানের শাসনামলঃ ৪২৫, ৬২১, ৬৩৩, ৬৪০, ৬৩৮, ৬৫৭
আউং শু প্রুঃ ৫৪১-৫৪৩, ৫৫৮
আওয়ামী লীগঃ ১০০, ১০২, ১০৪-১০৬,৩৮৩, ৩৮৫, ৪২৫, ৪৪১-৪৪৩, ৪৬২, ৪৭৯, ৬০৬, ৬০৯, ৬১৩-৬১৪, ৬২০, ৬৩৭
উগ্রপন্থীঃ ৪২৫
কর্মীঃ ৪০৫, ৪০৯, ৪১২, ৪১৪, ৪৪২
ছাত্রদলঃ ৪০৭
তল্লাশী ফাঁড়িঃ ৪০৯
নেতৃত্ব, ৬১৮
নেতৃবৃন্দ, ২৮,৩৮২,৪০৯,৪২৫,৬১৩-৬১৪, ৬৪৯
পরিষদ সদস্য, ৬২৬,৬২৮,৬৩১
বিচ্ছিন্নতাবাদী, ৪১৪
বিদ্রোহী বাহিনী, ৪১৪
সংগ্রাম কমিটি, ৪১০
সদর দফতর, ৪১৩
সমর্থক, ১৫
স্বেচ্ছাসেবী, ৪০৮-৪০৯,৪৩৯,৪৪০-৪১,৪৪২ ৪৪৪
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, ৬২৫
আকরম জাকি, ২৭৩
আকিল,মোহাম্মদ,আলহাজ, ৬৪৯
আখতার উদ্দিন,ব্যারিস্টার, ৬৫১
আখন্দ, আই, এ, ১২৭, ২৭৩
আগরতলা ষড়যন্ত্র, ৪১৭
আগা শাহী,(জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি) ২৯,১১৬, ১২৭, ১৬৭,২৭৭
আগা হিলালী (যুক্তরাষ্ট্রে পাক রাষ্ট্রদূত), ৯৭,৭২
আচার্য, বি, কে, (পাকিস্তানে ভারতীয় হাই কমিশনার), ২১,৩০,৪৩
আন্তর্জাতিক টেলিভিশন নেটওয়ার্কঃ ১০২
আনসার, ৪৪২
আর্নেস্ট ওয়েদারল, ৪২১
আফসার উদ্দিন, মেজর (অবঃ), ৬৪৮,৬৪৯,৬৫১
আব্দুর নঈম, এডভোকেট, ৬৪৯
আব্দুর রহিম,মওলানা, ২০১,৬৩১,৬৪১
আব্দুল মতিন,মওলানা,৬২৭,৬৪৮,৬৫১
আব্দুস সোবহান,মওলানা,২০১
আবুল ফাতেহ,১১৮,১৩৮
আবু সালেক,এডভোকেট,৬৪৯
আমীর তাহেরী (প্রতিনিধি, কায়হান ইন্টারন্যাশনাল) ,৯৯
আমেরিকা, ১১৮
আর,সি,ডি,১১৮
আলভী এম, এ, ১২৭,১৬৭,২১৩
আল বদর বাহিনী, ৫৭৫,৬৬৮-৬৭০
আল শামস বাহিনী, ৫৭৫,৬৬৮,৬৬৯
আলী, আজমল, ৫৯০
আলী, আতহার, ৬২৪
আলী, ইয়াকুব মোহাম্মদঃ (বিচারপতি), ২২৬
আলী, দেওয়ান ওয়ারাসাত, ৬৫১
আলী, মাহমুদ (জাতিসংঘে পাক প্রতিনিধিদলের নেতা),১২৭,১৫৮,১৬৭,১৯৭,৩৮৭,৩৮৮,৬০৬,৬৪৮, ৬৪৯,৬৫০

আলী মাহমুদ (নিউইয়র্কে নিযুক্ত পাকিস্থানের ভাইস কন্সাল), ৪৫
আলী, মোয়াজ্জেম,১৩৮
আলী,মোহর,ডক্টর,৪৭৫,৬২৪
আলী,মোহসেন,সৈয়দ,এডভোকেট,৬৪৯
আলী মোহাম্মদ,৪৭৮
আলী রাও ফরমান,মেজর জেনারেল,৫৮০, ৫৯৩-৫৯৪
আলীসলমান (বৃটেনে পাক হাই কমিশনার)১২০
আসাম,৪১৯
আহমদ,আখতার উদ্দীন, ৫৪১,৫৪৩, ৫৫৫,৫৬৫
আহমদ আমিন,বিচারপতি,৫২৭
আহমদ,আবুল গফুর,৩৯১
আহমদ,ইকবাল,৬৪০
আহমদ,এম এম(পাকিস্থানের প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা)৭৪,১৭
আহমদ, কামাল,২১৩
আহমদ,জসীমউদ্দীন, ৫৬১
আহমদ,তাজউদ্দীন, ৩৮৬, ৩৯৫-৩৯৮, ৪০৩, ৪০৪,৪০৮,৪৬৫
আহমদ,তোফায়েল,৪৬৫
আহমদ,নওয়াজেশ,এডভোকেট,৫৪১,৫৪৩,৬৬২
আহমদ,নিয়াজ,২৭৩
আহমদ,মহিউদ্দীন,১৩৮
আহমদ,মুজাফফরউদ্দীন,২৭৩
আহমদ, সিরাজউদ্দীন,৫৪৭
আহমদ, সুলতান উদ্দীন,৫২৭
আহসান, মনজুরুল,সৈয়দ,৬২৭
ই
ইউরোপ,১১৮
ইউসুফ,এ,কে এম,মাওলানা,১৯৪, ৫৪১, ৫৪৩,৫৫৯,৬৩১,৬৪১,৬৫৭
ইউসুফ জে, আহমদ,১২৭
ইকবাল হল,৪০৫,৪১২,৬২৫
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,৪১২
ইন্টারকন্টিনেন্টাল,হোটেল,৫৯৭
ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস,৩১,৪১৯,৪২৪
ইণ্ডিয়ান নেশন(পত্রিকা)৪২০
ইয়র্কশায়ার পোস্ট,৪২৩
ইরাক,১১৮
ইরান,১১৮,১৮৫
ইষ্ট পাকিস্তান পুলিশ,৪১৪
ইষ্ট পাকিস্তান পুলিশ রাইফেলস,(ই পি আর)৪১৩-১৫, ৪৩১-৪০,৪৪২-৪৪৪-৪৫,৪৬২
ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (ই বি আর),৪১৩-১৪, ৪৩৯,৪৪৪
ইস্পাহানী এম,এম,৫২৭
পরিবার,৪১৫
ইসলাম,মযহারুল,প্রফেসার,৫৭৬
ইসলাম, শফিকুল, এ কিউ এম, ১৯৭,৬৩৫, ৬৪৬,৬৪৮,৬৪৯,৬৫১,৬৫৪
ইসলাম, সৈয়দ নজরুল, ৩৯৫, ৩৯৬, ৪৬৫
ইসলামী ছাত্র সংঘ, ৩৮৮, ৬৭০
ইসহাক, মওলানা মোহাম্মদ, ৫৪১, ৫৪৩, ৫৬৬
উজীর সভা, ৩৯৫-৯৭, ৩৯৮
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ৪৩৩
উত্তর প্রদেশ, ৩২৯
উত্তর বঙ্গ প্রদেশ, ৬২৯
উ থাণ্ট (দেখুন, জাতিসংঘ মহাসচিব)
উদ্বাস্তু, ৯৭, ২১৯
অভ্যর্থনা শিবির, ১০৪, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৯১
প্রত্যাবর্তন, ১০০, ১১৬-১৮, ২২২, ৪০২, ৫৩৪, ৬৩৬, ৬৫৭
শিবির, ৪৮৮
সংখ্যা, ১০৪, ১০৫, ১১২, ১৬৭, ২০৬, ২০৮, ২২১, ৪৯১, ৫৩৪
সমস্যা, ১২১
বিহারী, মুসলমান, ৪১৫
মুসলিম, ৪১৫
উপজাতি, (রাঙ্গামাটি), ৪৮১
এ
এ,এফ,পি, ৪২১
এক ইউনিট বাতিল, ৩৮৩
একাডেমী ফর পাকিস্তান এ্যাফেয়ার্সঃ ৪৮২, ৫৯৬
এম, ভি, সোয়াত, ৩৯৬
এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, ৪১৫
ও
ওয়াশিংটন পোষ্ট, ৩৯২, ৪১৬

ওসমানী, এম, এ, জি, ৪১৩, ৪৭০
ওসেন এনার্জী পাকিস্তানী বাণিজ্যতরী, ১৫৭
ওসেন-এণ্ডুরেন্স, পাকিস্তানী জাহাজ, ২৯, ৪১৮
ক
কর্পোরী ঠাকুর, (বিহার প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী), ৪২০
করিম, এস, এ, ১৩৮
কলাম্বিয়া ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন, ২১৯, ৪২১
কাজী কাদের , ৬১৩
কামরুজ্জামান, এ এইচ এম, ৩৮৬, ৩৯৬
কামালউদ্দীন, ডক্টর, ৬৫৪
কামাল ফারুকী, ১২৭
কামাল শরীফ, সৈয়দ, (জর্দানী রাষ্ট্রদূত), ৪০২
কায়হান ইন্টারন্যাশনাল, ৯৯
কাশ্মীর, ৪১৮, ৪২৩
কাসিম, মালিক মোহম্মদ, ৬৩৯, ৬৪১
কাসুরী, মাহমুদ আলী, ৩৯৮
কাসেম, আবুল, ৫২৭, ৫৪১, ৫৪৩, ৫৫৫, ৫৬০, ৫৬৪, ৬৪৯, ৬৫১
কিবরিয়া, এস, এ, এম, এস, ১৩৮
কিসিঞ্জার, হেনরী, ডঃ, ৯৭
কৃষক শ্রমিক পার্টি (কে এস পি),
ডাঃ মালিক মন্ত্রিসভায় ৫৪১
কৃষ্ণ মেনন, ১২৮
কেনিথ ক্লার্ক, ৪০৯
কেরালা, ৪১৯
ক্ষ
ক্ষমতা হস্তান্তর, ১০০, ১০২, ২১৯, ৩৮৩, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬-৩৯৭, ৪২৫, ৪২৬, ৫৩৩, ৫৩৮, ৬০৬, ৬২০, ৬২৩, ৬২৭, ৬২৯-৩০, ৬৩৫-৬৩৬, ৬৪৩-৪৪, ৬৫৫
খ
খকন বাবর, ১২৭
খদ্দর, আব্দুল জব্বার, ৬৪৯, ৬৫১, ৬৫৪
খন্দকার মুশতাক আহমদ, ৩৮৬, ৩৯৬
খয়েবউদ্দীন খাজা, সৈয়দ, ১৯৪, ৩৮৯
টিক্কা খান সকাশে, ৬৪৬
শান্তি কমিটির আহবায়ক, ৬৪১, ৬৫১
খান, আতাউর রহমান, ৬২৮
খান, আতাউল হক, এডভোকেট, ৬৪৯, ৬৫১
খান, আফতাব আহমদ, ২১৩
খান, আব্দুল ওয়ালী,৩৯১, ৩৯৮, ৪০৩,
খান, আবদুল কাইয়ুম ৩৮৬, ৩৯১, ৪০৩, ৬১৯, ৬৩৯, ৬৪৩
খান, আবদুল গাফফার ২২৩, ৬২০
খান, আবদুল জব্বার ৫২৭
খান, আবদুল মোনায়েম ৫২৭
খান, আবদুল হামিদ, জেনারেল
(চীফ অব ষ্টাফ, পাক-সশস্ত্র বাহিনী), ৫৬ ৫৭
খান, আবদুস সবুর, ১৯৪, ৫২৭, ৬২৮, ৬৪৭
খান, আব্বাস আলী, ৫৪১, ৫৪৩, ৫৫৫, ৫৬১, ৬৩০, ৬৫৭
খান, আসগর, এয়ার মার্শাল (অবঃ) ৬২৫, ৬৩১,
খান, এ, এম, ইয়াহিয়া (পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট) ২৬, ৩৩, ৯৭, ৯৯, ১০২,১১৮, ১২১, ২০২, ২২৩, ২২৮, ২৩৩, ৩৮৩, ৩৮৮, ৪০৫, ৪০৯, ৪১৪, ৪১৮, ৪১২, ৪২৫, ৪৩৩, ৫৩৩, ৬০৬, ৬২৯, ৬৩৬, ৬৪০, ৬৪৩
খান, এ রহীম, এয়ার মার্শাল ৫৬, ২১৩
(পাকিস্তানী বিমান বাহিনী প্রধান)
খান, ওমরাও, মেজর, জেনারেল, ৬৫৪
খান, গুল হাসান, লেঃ জেঃ ২১৩
খান, জুলমাত আলী ১২৭
খান, টিক্কা, লেঃ জেনারেল ৯৭
গভর্ণর হিসেবে শপথ গ্রহণ ৬৪০
দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ৫২৮
নেতবৃন্দের সঙ্গে ৬৪৬-৭৪৮
বেতার ভাষণ ৪৬২
শান্তি কমিটির সমাবেশে ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৯১-৯২
সফর ৪৭৮-৪৭৯, ৪৮৩-৮৪, ৪৯১-৯২
সামরিক আদেশ ৪৬৫, ৪৭০, ৪৭৬, ৪৮২, ৫৩৯, ৪৯৮, ৫০৬, ৫০৮, ৫১৫, ৫২২
খান, নসরুল্লাহ নওয়াবজাদা ৩৮৬, ৬২৭, ৬৪৩, ৬৫৪
খান, মালিক জাহাঙ্গীর ৩৯২
খান, মোহাম্মদ সুলতান
(পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সেক্রেটারী) ৯৭, ১১৭, ২১৩, ২২১, ২৭৮
গ
গণবাহিনী ৪১২
গণহত্যা ১০৫, ৪৪২

গান্ধী, মিসেস ইন্দিরা (ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী) ৩১, ৩২, ১২৬, ২০৩, ২১১, ২১৫, ২৩৮, ২৭১, ৪১৯-৪৫৬, ৪২৪, ৬০৬, ৬৩৮
গার্ডিয়ান ৪১০, ৪১৮, ৪২১-৪২১
গিরি, ভি, ভি (ভারতীয় রাষ্ট্রপতি) ১৮৫
গুজরাট ৪১৯
গেরিলা, ১১২, ২৩২
ট্রেনিং
যুদ্ধকৌশল ৪১২
গোলাম আজম, অধ্যাপক ১৯৪, ৩৮৭, ৫২৭, ৬২৮, ৬৩৯, ৬৪১, ৬৪৩, ৬৪৬, ৬৪৮, ৬৪৯, ৬৫১, ৬৫৪, ৬৫৭
গোলাম সরওয়ার অধ্যাপক, ৬৪৮-৪৯, ৬৫১
ঘ
ঘূর্ণিঝড় (নভেঃ'৭০) ৩৮৯
চ
চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ৪১৩
চীন (গণচীন) ১২১, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৯, ২২৯, ৫৩৬, ৬০৯, ৬১৫-১৬, ৬৩৮
চী পেং ফেই ২১৫, ২১৮, ৬৩৮
চৌ এন লাই ২১৩, ২১৪, ২১৮, ৬৩৮
চৌধুরী, আনওয়ারুল করিম, ১৩৮
চৌধুরী, ইউসুফ আলী ৫২৭, ৪৪৯, ৬৫৪
চৌধুরী, ফজলুল কাদের ২০১, ৫২৭, ৬২৬, ৬৪৮
চৌধুরী, ফজলুল হক ৬৪১
চৌধুরী, মাহমুদুন নবী ২০১
চৌধুরী, মোজাফফর আহমদ, প্রফেসর ২২৩, ৫৭৬
চৌধুরী, রহমতে এলাহী ৬২৩
চৌধুরী, হামিদুল হক ৬০৭, ৬৪৭
ছ
ছ'দলীয় মৈত্রীজোট ৬৩৭-৩৮
ছয়দফা, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৮৯-৩৯০, ৪১৫, ৪২৫, ৬০৬, ৬০৯, ৬২০, ৬৩০
ছাত্র সমাজ ৪০৫, ৫৩৪
জ
জগন্নাথ হল ৪০৫, ৪১২, ৬২৫
জমিয়তে ইত্তেহাদুল উলামা ৬১১
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, ৩৯৮, ৬১৪, ৬৪৮
জমিয়তুল ওলামায়ে পাকিস্তান ৬৩৯
মারকাজী, ৬৩৯
'জয় বাংলা' (শ্লোগান) ৩৮৮,
জরুরী অবস্থা ২৩৫
জাতিসংঘ ২৯, ৩২, ১০৪, ২২২, ৬০৬
আন্তঃএজেন্সী রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান ৪৭৮
উদ্বাস্ত সংক্রান্ত কর্মকর্তা (কেলী, জন) ৯৮, ১১৭, ৪৯১
উদ্বাস্ত সংক্রান্ত হাইকমিশন, ১০৪
উদ্বাস্ত সংক্রান্ত হাইকমিশনার (প্রিন্স সদরুদ্দিন), ১১৭, ২০৭
পর্যবেক্ষক, ১৬৭, ২০২, ২০৭, ২৩৩, ৫৩৪
পাকিস্তানের প্রস্তাব, ৪০২, ৬৩৫
ভারতীয় প্রত্যাখ্যান, ৪৯২, ৫৩৪
প্রস্তাব, ২১৯, ৫৩৪
মহাসচিব, ২৯, ৩২, ৭৪, ১০৪, ২০২, ২০৮, ২১৪, ২৩৩, ২৭৭, ৬৩৬
সনদ, ২৬, ২৮, ৩২, ২০২, ২১২, ৬০৭, ৬১৬, ৬৪২
নিরাপত্তা পরিষদ, ১১৬, ২০২, ২১৪, ২২৮, ২৩৪
সাধারণ পরিষদ, ১২৭, ১৫৮, ১৬৭, ২০৩, ২২৯, ২৭৭, ৬৩৫, ৬৫৭
জাতীয় পরিষদ, ১০০, ১০২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৯০, ৩৯৫-৯৮, ৪০০, ৬০৬, ৪২৭, ৬৩৭
অধিবেশন ৩৯০, ৩৯১-৯২, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০৯, ৪৩১, ৬৪৩
নির্বাচন ৩৮৯, ৩৮৯, ৬২৬
পার্লামেন্টারী গ্রুপ ৩৯১
সদস্য, ১০৬, ৪৩১-৩৩, ৬২২, ৬২৭, ৬৩৭
জাতীয় সরকার ৬৪২, ৬৪৩
জামসেদ মার্কার (মস্কোস্থ পাক রাষ্ট্রদূত) ২২৮
জামাত-ই-ইসলামী ৩৮৭-৮৮
উপনির্বাচনে, ১৯০, ১৯৩-৯৪, ১৯৭-২০০
জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে, ৬৩০
ডাঃ মালিক মন্ত্রিসভায়, ৫৪১
শাসনতন্ত্র প্রশ্নে, ৬৩৩
সংযুক্ত কোয়ালিশন অঙ্গদল ৬৩৯
জামাল কোরেজা, মোহাম্মদ ৩৯১
জামাল দার, মেজর জেনারেল ৩৯২
জায়েদি, এস, হায়দার, ২৫
জাহিদ সাঈদ ১২৭

জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী, কায়েদে আজম ৬২০, ৬৫৭
জুনাগড় ৪১৮
জেনেভা ১১৭
বৈঠক ১১৮
জৈন, মিঃ ১২৮
জোয়ারদার, সাইফুদ্দিন, ডক্টর ৪৮৩
ট
টাইম ৩৯২, ৬২৪
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ৫৮০
ড
ডন কগিন ৪৬৩
ডেইলী টেলিগ্রাফ ৩৯২, ৪০৯, ৪২৩
ডেইলী মেইল ২১১
ডেভিড লোসাক ৪২৩
ঢ
ঢাকাঃ ৪০৯, ৪১২, ৪১২
টেলিভিশন ৪১২
পুলিশ স্টেশন, ৪১৩
বিমান বন্দর, ৪১২
বিশ্ববিদ্যালয়, ৪০৫, ৬২৫
বিশ্ববিদ্যালয় মাঠ, ৪১২
ত
তদন্ত কমিশন (১লা মার্চ সৈন্যবাহিনী তলব) ৩৯৫
তামিল নাডুঃ ৪১৯
তাসঃ ৪৫
ত্রিপুরাঃ ৪১৯
তুরস্কঃ ১৮৫
তেহরান বৈঠকঃ ১১৮
তোফায়েল, মিয়া মোহাম্মদঃ ৬২৭
তৈয়াবজী, এ,এইচ বিঃ ১২৭, ২৭৩
তোয়াহা বিন হাবিব, ৬৫১
দ
দি টাইমসঃ ৪১৫
দি পিপলঃ ৪০৪, ৪০৫
দি ফর ইষ্টার্ন রিভিউঃ ৪১১
দুই জাতিতত্ত্ব ৬১৯
দৈনিক আজানঃ ৩৮৮
দৈনিক জং ৬০৯
দৈনিক পূর্বদেশঃ ৩৮৮
দৈনিক বুনিয়াদ ৩৮৮
দৈনিক সংগ্রামঃ ৩৮৮
দৈনিক সংবাদঃ ৩৮৮
দোহাঃ ৫২৭
দৌলতানা, মিয়া মমতাজ মুহাম্মদ খান ১১২, ৩৯১, ৩৯৫, ৩৯৮, ৪০৩, ৬৩৯
ধ
ধর, ডি, পিঃ ১২৬
ন
নর্দার্ন ইকোঃ ৪১৫
নাইজেরিয়ান ট্রিবিউনঃ ৪২১
নাজিম উদ্দিন, ৬৫৭
নিউ ইয়র্ক টাইমসঃ ৪১৫, ৫৮৭
নিউজউইক ম্যাগাজিন ২১২
নিয়াজী, এ এ কে লেঃ জেঃ
(পূর্বাঞ্চলীয় কম্যাণ্ডের অধিনায়ক)
সফরঃ ৪৬৮, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮৮
'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকঃ ৫২৮, ৫৪২, ৫৮৭
জনসভায়, ৫৮৫, ৫৯০, ৫৯২
বিদেশী সাংবাদিকের কাছে, ৫৮৭, ৫৯৭
রাজাকারদের প্রতি, ৫৭৪, ৫৮৮, ৫৯২
শান্তি কমিটির সমাবেশ, ৫৩৯, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৮৫
নির্বাচনী কমিশনঃ ২৭০
নুরুজ্জামান, মওলানা, ৬৫০, ৬৫১
নুরুল আমীনঃ ২৭৬, ৩৮৭, ৩৮৮-৩৯১
শাসনতন্ত্র প্রশ্নে, ৬২৯
ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গে, ৬৩০
প্রেসিডেন্ট সকাশে, ৬৩৬
ভূট্টোর সমালোচনা, ৬৩৮, ৬৪০
সংযুক্ত কোয়ালিশন দল প্রধান, ৬৩৯-৪৩
টিক্কা খান সকাশে, ৬৪৬, ৫৬৫
কার্জন হলের সিম্পোজিয়ামে ৬৫৪
নেজামে ইসলামঃ ৩৮৮, ৬২৭, ৬৪৮
উপনির্বাচনে-১৯০, ১৯৩, ১৯৭, ২০০
ডাঃ মালিক মন্ত্রিসভায়, ৫৪১
সংযুক্ত কোয়ালিশন অঙ্গদল, ৬৪০
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ২২৩, ৬৪৪

ওয়ালী গ্রুপ ৬২৮
ভাসানী গ্রুপ ৬২৮
ন্যাশনাল লীগঃ ৬২৮
প
পশ্চিম আফ্রিকাঃ ১১৮
পশ্চিম পাকিস্তানঃ ৪৩১, ৪৩১, ৪৩৩
পশ্চিম পাকিস্তানীঃ ৪১৫-১৬, ৪৪০, ৪৪২, ৪৪৫
দালাল, ৪৪১
সৈন্য, ৪৪২
পশ্চিম বঙ্গ (বাংলা): ৪১৮, ৪১৯, ৪২৩
পাক-ভারত বিরোধঃ ২১৪, ৪১৭
পাক-ভারত সম্পর্ক, ১১৬, ২৭১
পাকিস্তানঃ ১০৪, ১১২, ২১৪, ২২২, ২৩৪, ২৩৮, ৪১৭, ৪২২, ৪৩৮, ৪৮৪, ৫৩৯, ৬০৬, ৬১৫, ৬৫৭
কনফেডারেশনঃ ৪০১, ৪০৪, ৪৩১, ৬০৬
কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ, ৪২৯-৩০
কেন্দ্রীয় সরকার, ৪২৬, ৪৩১, ৪৩৮, ৬৩৭, ৬৫৭
ফেডারেশন, ৪০৪
বিমানবাহিনী, ২৩৭, ৪৬১
সরকার, ১১৬, ১১৭, ১২০, ১২৬, ১৫৭, ২৭১, ৪১৭, ৫৩৪
সেনা ও সশস্ত্র বাহিনী, ৩২, ৪০, ৫৩-৫৪, ১০৩-০৫, ৩৮৩, ৩৯২, ৪০৫, ৪০৭, ৪১২, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৯, ৪২৫, ৪৪২-৪৩, ৪৪৪, ৪৬১-৬২, ৪৬৫, ৪৭৯, ৫৮২, ৫৯৩-৯৫, ৬১১-১২, ৬১৭, ৬২০, ৬২৩, ৬২৬, ৬৩০, ৬৪৩, ৬৫০-৫৪
পাকিস্তান অবজারভার, ২৯৪, ৩৮৮
পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন (পিডিএম) ৬৩৭
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি) ৩৮৮, ৬০৬, ৬২৯, ৬৩৬
উপনির্বাচনে, ১৯০, ১৯৪, ১৯৭, ২০০
সংযুক্ত কোয়ালিশন অঙ্গদল ৬৩৯
পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) ১০০, ৩৮৯-৯০, ৬০৫, ৬০৯-১০, ৬২৮, ৬৩৩
উপনির্বাচনে ১৯৪, ১৯৭, ২০০, ৬৩৭, ৬৪০
শাসনতন্ত্র প্রশ্নে, ৬৩০
ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গে, ৬৪৪
পাকিস্তানের ৩৮৩
আদর্শ ও সংহতিঃ ৩৮৩
কেন্দ্রীয় বিষয়াদিঃ ৬০৬
পতাকাঃ ৪০৫-০৮
শাসনতন্ত্রঃ ৩৯৭-৪২১
সংহতি ও অখণ্ডতাঃ ১২০, ১২৬, ৩৮২, ৪১৮, ৪২৪, ৬৭১
পাঠানঃ ৪৪১
পাঞ্জাবঃ ৪৩৩
পাশা, জাকিউদ্দীন, বিচারপতিঃ ১২৭
পি.আই.এ ৪৬১
পিকিং: ১১৮
পুলিশঃ ৪০৫, ৪০৯, ৪১৩, ৪৪২, ৪৪৪-৬২
পূর্ব আফ্রিকা ১১৮
পূর্ব পাকিস্তান ১০২, ৩৯৭, ৪১০, ৪১২, ৪১৮, ৬০৮
আঞ্জুমানে মোহাজেরীন, ৬১২
পরিস্থিতি, ২৭, ২৯, ৩০, ৩২, ৯৭, ১২৮, ১৮৬, ২২২, ৩৯২, ৩৯৪, ৪১৯, ৪৭১-৭২, ৬০৬
লেবার ফেডারেশন, ৫৮০
শান্তি ও জনকল্যাণ কমিটি, ৬৫০
সংকট, ৩৮২, ৪১৯
সরকার, ৪৬৩, ৫০০, ৫৯৬, ৬২৮
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, কর্মীঃ ৪০৭
পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষঃ ৪৭২
নৃশংসতা, ৪৩৯-৪৫
পূর্ব পাকিস্তানের
উপনির্বাচন ১০০, ১০২, ১২৩, ৫৭৩, ৫৭৩, ৬২৫-২৬, ৬২৭, ৬২৮, ৬৩১, ৬৩৬
জনগণ, ৬৪৩, ৬৫৬
বিচ্ছিন্নতাবাদী ৪২০
রাষ্ট্রবিরোধী ৪১৮
সংখ্যাগরিষ্ঠতা, ৩৮৩
স্বাধীনতা, ৩৯২
স্বায়ত্তশাসন, ৩৯৬, ৪১০
পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনঃ ৪১২
প্রতিরোধ দিবসঃ ৩৯৮, ৪১২
প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, ৩৮৪-৮৬, ৬৩৩, ৬৩৭
প্রাদেশিক গভর্ণরঃ ৩৯৮, ৪২৬, ৪২৭, ৪৩০, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬,

প্রাদেশিক পরিষদঃ ৩৮৪, ৩৯৫, ৩৯৬-৯৮, ৪২৯
প্রেস সেন্সরশীপঃ ৬২২, ৬২৫
প্যাটেল, বল্লভ ভাইঃ ৪১৮
প্যারিটিঃ ৩৮৩
ফ
ফরিদ আহমদ, মওলবীঃ ২০১, ৩৮৮,
৬১৭, ৬৩০, ৬৪৬, ৬৪৯, ৬৫০
ফাতিমা সাদিকঃ ১২৭
ফারল্যাণ্ড, জোসেফ, এম ৯৭
ফার ইষ্টার্ন ইকনমিক রিভিউঃ ৪১৫
ফারাক্কা বাঁধঃ ৪১৭
ফেডারেল ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রঃ ৬৩৩
ফেডারেল শাসনতন্ত্র, ৩৮২, ৩৮৪
ফেডারেল সরকার, ৩৮২, ৩৮৪
ফ্রান্সঃ ১২১
প্রি প্রেস জার্নালঃ ৪২৩
ব
বঙ্গোপসাগরঃ ৪১৮
বাংলাদেশ ৪১০, ৪১৯, ৪৪৪, ৫৮০, ৫৯০
অস্থায়ী সরকার, ৩১, ৪২১
আন্দোলন, ৬২৯
পতাকা, ৩৯৯, ৪০৩, ৪০৯, ৪১১, ৪১২, ৬০৬
রাজ্য, ৪২৭, ৪২৯,৫৬
রাষ্ট্র, ৪০৪
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ৪৩১
সরকার, ২১২, ৬৫৭
স্বীকৃতি, ২৭১
বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৩৯৮
বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতঃ ৪০৬
বাঙালীঃ ৪১৫-৪১৬, ৬২৫
জাতি, ৩৯২
জাতীয়তাবাদ, ৬৩০
বান্দুংনীতিঃ ২৬, ২৮, ৬১৫
বারী, আব্দুল ডঃ ৪৭৫
বি,এন,আরঃ ৪৮২
বি,এস,এফঃ ৪১৮, ৪২১, ৪২২
বিচ্ছিন্নতাবাদীঃ ১১২, ১২৬, ৩৯৪, ৪১৫, ৪১৮,
৫৩৯, ৬০৮, ৬২০, ৬২৭, ৬২৯
আন্দোলন, ১০৪, ১২২, ৪০৫, ৬১৯
রাজনৈতিক দল ৬২৮
বিজেঞ্জো, মীর গউস বক্সঃ ৩৯৮
বিদেশী সাংবাদিকঃ ১০৫
বিদ্রোহঃ ৪১৪, ৪৪৪
বিদ্রোহীঃ ১২০, ১৩৭, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৮, ৪১৯,
৪৩৯-৪৪০, ৪৪২, ৪৪৪, ৫৮৪
বি বি সিঃ ১২০, ৪১০, ৪২৩, ৫৯৭
বিরুবীন, নিকোলাইঃ ১৯৫
বিশ্ব শান্তি পরিষদঃ ১২৭
বিহার প্রদেশঃ ৪২০
বিহারীঃ ৪১৫, ৪১৬, ৪৪২-৪৪
বুদ্ধিজীবীঃ
বৃটেন ১২১
বৃটিশ কাউন্সিল ৩১২
বৃটিশ হাইকমিশনার, ২৭১
নাগরিক, ১২০
পররাষ্ট্রমন্ত্রী (হিউম, এ, ডগলাস) ২৫২-৫৩
প্রধানমন্ত্রী, ২২৯
সরকার, ৯৯, ১২০, ৩৯২
বৃহৎ শক্তিবর্গঃ ২৩৪, ৬৪২, ৬৫৪
বেগম, আমেনা, মিসেস, ৩৮৭, ৩৮৮
বেগম,ইনায়েত উল্লাহ, ১২৭
বেলুচিস্তানঃ ৪৩৩
ব্যাঙ্কক পোস্টঃ ৩৮৯
ভ
ভারত (হিন্দুস্তান): ১০৩-১০৪, ১১২, ১১৬-১৭
১৮৬, ২১৪, ২৩২, ৩৮২, ৩৯০, ৪১৪, ৪১৭-১৮,
৪২২-৪২৫, ৪৯১, ৫৭৫, ৫৮০, ৬০৬, ৬১০-১৪,
৬১৭, ৬২০, ৬৩৬, ৬৪৪, ৬৫৭
সরকার ১১৩, ১৩৪, ২০৭, ২৩২, ২৭১, ৪১৭
৪২১
পাকিস্তান বৈঠক, ১০০
সোভিয়েট চুক্তি, ১১২, ১৮৬, ২১৪
ভারতীয়, (হিন্দুস্তানী) ১২১
অনুপ্রবেশ ৪০, ১০৪, ৪১৪, ৪১৯-৪২০, ৬০৭,
৬৪৭
অনুপ্রবেশকারী, ৩৩, ৫৬, ৫৭, ১১২, ৪৪৪, ৪৬৮
৪৭১, ৪৭২, ৬১৫, ৬৫৪
অস্ত্রশস্ত্র, ৩০, ৪১১-১২, ৫৮৮-৫৮৯

আক্রমণ, ৪২, ২৩৩, ২৩৮, ৫৮২-৮৩, ৫৮৫-৮৭,৫৯০
এজেন্ট, ৪১৭, ৪১৯
কূটনীতিক, ২৭১
চর, ৬৭৫, ৫৮৩, ৫৮৬, ৬৬৮-৬৯, ৬৭১
নিরাপত্তা বাহিনী, ৪০
নেতা, ৩২, ১১২
নৌবাহিনী, ২৯, ৩২, ১৫৭, ৫৯৪
পার্লামেন্ট, প্রস্তাব, ২৯, ৩২, ৪১৯-২০, ৬০৬-৬০৭, ৬১০, ৬১২
বিমান হামলা ৯৩
লোকসভা, ৬০৬
বেতার, ৪৬৬, ৫৯৭, ৬০৮, ৬১১
বেতার কেন্দ্র, ২১
মুসলমান, ৪১৫, ৫৯৪-৫৯৬
যোগসাজশ, ৪১৭, ৪২৫
সংবাদপত্র, ৩০, ৩১, ৪২০, ৬১০, ৬১৪
সেনা ও সশস্ত্র বাহিনী, ৯৩, ১২৬, ৪১৮, ৪১৯ ৪২১-৪২২, ৫৮৭, ৬৮৯
সৈন্য, ২৮, ৩৯৪, ১১৪, ৪৮৪
সৈন্য সমাবেশ, ৪১৮
হস্তক্ষেপ, ২৮, ২৯, ৩২, ১৭৩, ১৮৬, ২১৮, ৪১৮, ৪২৪, ৫৯০, ৬১৪, ৬৪৬-৪৭, ৬৫০
হাইকমিশন ২০৪
হাইকমিশনার, ১২৬
হিন্দু, ৬১০
হুমকি, ২৭
ভাসানী, মওলানাঃ ২২৩
ভিনসি (ইটালীর রাষ্ট্রদূত ও নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট): ১১৬
ভুট্টো, জুলফিকার আলীঃ ১০০, ১১২, ২১৩-১৫, ২১৮, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯৮, ৪০৩
বিবৃতি, ৬০৫-৬০৬, ৬০৯-১০, ৬১৮, ৬২১-২২, ৬২৩-২৪, ৬১৪-১৭, ৬৩৩-৩৪, ৬৩৭-৩৮, ৬৪০-৪১, ৬৩০, ৬৪২-৪৩
গোলাম আজমের সমালোচনার, ৬২৩, ৬৪২
চারদফা ফর্মূলা ৬৪০

ম
মওদুদী মওলানা, সৈয়দ আবুল আলাঃ ১১২, ৩৮৬, ৬৩০
মজিদ, মেজর জেনারেল (অবঃ) ৪১৩
মজুমদার, ওবায়দুল্লাহঃ ৫৪১, ৫৪৩, ৫৫৬
মজুমদার, নুরুল হক, এডভোকেট, ৬৫১
মধ্যপ্রাচ্যঃ ১১৮
মনসুর আলী, ক্যাপ্টেনঃ ৩৯৬
মরিস কুয়েনট্যান্সঃ ৪১৫
মস্কো-দিল্লী চুক্তিঃ ২২৯
মাইকেল এডওয়ার্ডঃ ৪২৩
মাদারল্যান্ড (ভারতীয় দৈনিক): ৪২৪
মান্নান, আব্দুলঃ ৪৬৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রঃ ২২১, ৫৩৬
খাদ্য সরবরাহ চুক্তি, ৭৪
পররাষ্ট্র দফতর, ২৭১
পররাষ্ট্রমন্ত্রী (রজার্স উইলিয়াম) ১৫৬
প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ৯৭
রাষ্ট্রদূত, পাকিস্তানে, ৯৭
সরকার, ৯৯
মার্টিন উলাকটঃ ৪২১
মার্টিন এডিনিঃ ৪১০
মার্টিন, পলঃ ৪১২
মালিক, এ, এম, ডাঃ ৪৯১, ৬৫৪
গভর্ণর হিসেবে শপথ গ্রহণ, ৫২৭
বেতার ভাষণ, ৫৩৩
মন্ত্রিসভা প্রসঙ্গে, ৫৪২
ছাত্রদের প্রতি, ৫৪৫
নাগরিকদের প্রতি, ৫৪৭
বাস্তুত্যাগীদের প্রতি, ৫৪৭
সফর, ৫৪৮
উপনির্বাচন প্রসঙ্গে, ৫৪৯
লাহোরে, ৫৫০
করাচী ও পিণ্ডিতে, ৫৫২
মাসুদ, মেহেদী (কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার): ৪৩, ১১৩
মাসুম, মওলানা, সৈয়দ মোহাম্মদ, ৬৪৮, ৬৪৯ ৬৫১
মাহমুদ, মওলানা, মুফতীঃ ৩৯১, ৩৯৫, ৩৯৮, ৪০৩
মিয়া মোহনঃ ২০১, ৬৪৮, ৬৫১
মুক্তিফৌজঃ ৪২১
মুক্তিফ্রন্টঃ ৪০৯, ৪১২

মুক্তিবাহিনীঃ ২৩২, ৪১৯, ৪২০, ৫৮৪, ৫৮৭, ৬৪৩
মুক্তিসৈন্যঃ ৪১৬
মুখার্জী, অজয়ঃ ৪১৯
মূখ্য উজিরঃ ৪৩৩-৩৪, ৫৮
মুজাহিদঃ ৪৫০
মুজাহিদ, আলী আহসান, মোহাম্মদ, ৬৭০
মুর্শেদ, সারোয়ার, প্রফেসরঃ ৫৭৬
মুসলমানঃ ৪১৮
মুসলিম লীগ, কনভেনশনঃ
উপনির্বাচনে, ১৯০, ১৯৩-৯৪, ১৯৭, ২০০
ডাঃ মালিক মন্ত্রিসভায় ৫৪১
জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তাব, ৬২৬
মুসলিম লীগ, কাইয়ুমঃ ৬১৪, ৬২৮
উপনির্বাচনে, ১৯০, ১৯৪, ১৯৭, ২০০
সংযুক্ত কোয়ালিশন অঙ্গদল, ৬৩৯
মুসলিম লীগ, কাউন্সিলঃ ৩৯৮, ৬১২
উপনির্বাচনে, ১৯৩-৯৪, ১৯৭, ১০৩
ডাঃ মালিক মন্ত্রিসভায়, ৫৪১
সংযুক্ত কোয়ালিশন অঙ্গদল, ৬৩৯
মুসলিম লীগ নেতৃত্বঃ ৬২০
মোয়াজ্জেম, লেঃ কমান্ডার (অবঃ) ৪১৩
মোহাজিরঃ ৪১৬
ম্যালকম, ডব্লিউ, ব্রাউনঃ ৪১৫
য
যুগোশ্লাভিয়াঃ ১৮৫
র
রফি রাজাঃ ২৭৩, ৩৯৮
রয়টারঃ ২১৮
রশিদ, রিয়াল এডমিরাল
(পাকিস্তানী নৌবাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ) ২১৩
রহমান, আনিসুর, মাওলানা, ৬৬৮
রহমান, আবদুর, এ, এফ, এমঃ ৪০১
রহমান, আবিদুরঃ ৪৬৫
রহমান ইরতেয়াজুর হাকিম, ৬৫১
রহমান, কিউ, এমঃ ৫২৭
রহমান, নুরুর, ৬৪৯
রহমান, মকবুলুর, ৬৪৯
রহমান মুজিবুর (এম, এন, এ কাইয়ুম গ্রুপ) : ২৭৩, ৫৬২
রহমান, শফিকুর এডভোকেট ৬৪৯
রহমান, শাহ আজিজুরঃ ১২৭, ৬২০, ৬৩৫
রহমান, শেখ মুজিবুরঃ ১০০, ১০৫, ২১৯, ৩৮৬, ৩৮৮-৪২৫, ৬০৫-৬০৬, ৬০৯, ৬১৩-১৪, ৬২০, ৬২৪, ৬২৭, ৬৩৮
বাসভবনঃ ৪১১-১২
রহিম জে, এঃ ৩৯৮
রাওয়ালপিণ্ডি বার সমিতিঃ ৬১২
রাজনৈতিক নেতাঃ ৬২৬
রাজনৈতিক সমাধানঃ ৩৩, ১১২, ৬১৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ৪৭৯
রাজস্থানঃ ৪১৯
রাজবাহাদুর (ভারতের পার্লামেন্টারী বিষয়ের মন্ত্রী) ২১
রাজাকারঃ ৪৮০, ৪৮৮, ৪৯১, ৫৩১, ৫৪০, ৫৬৪, ৫৭৪, ৫৭৫, ৬২৯, ৬৩৬, ৬৪৩, ৬৬৬-৬৭৭
রাজ্জাক, আব্দুর, প্রফেসারঃ ৫৭৬
রাজিয়া ফয়েজঃ ১২৭
রাম, জগজীবন (ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী)ঃ ৬৩৮
রায়, রাজা ত্রিদিবঃ ৪৮১, ৫৪০
রাজ্য আইন পরিষদঃ ৪৩৩, ৪৩৭
রাজ্য সরকারঃ ৪৩২-৩৮
রুমানিয়াঃ ১৮৫
রুহুল কুদ্দুস, অধ্যক্ষ, ৬৪৯
রেডক্রস বিমান, ২৯
রেডক্রস সোসাইটি লীগ, ৪৭৮

ল
লন্ডন ইকোনমিষ্ট ৩৯২
লন্ডন টাইমস ৩৯২, ৪১২, ৪২০, ৪২১, ৪১
লন্ডন পরিকল্পনা ৬০৩
লা ফিগারো ১২১
লামণ্ডে ১৮৬, ৪২১
লিভারপুল ডেইলী পোষ্ট ৩৯২
লিয়াকত আলী খানের আদর্শ প্রস্তাব, ৬৫৭
লিয়াকত-নেহেরু চুক্তি ৫৩৪
লেনিন ভি, আই ৬১৫
লেয়ন লামসডেন ৪১৫

শ
শাসনতন্ত্র ২১২, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯২, ৪২৫
শাসনতন্ত্র (১৯৬২) ৩৮৩, ৩৯৫, ৩৯৭, ৩৯৯, ৪০১, ১৬, ৬০৬
খসড়া শাসনতন্ত্র ৬৩৬, ৬৪০
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ৯১-৯২, ৩৮৯, ৯৯, ৪৩১, ৬২৪, ৬২৭, ৬২৯, ৬৩২
শাসনতান্ত্রিক সংকট ৩৯১
শাসনতান্ত্রিক সরকার ৩৮৩
শান্তি কমিটি ৪৭৯, ৪০১-০২, ৪৮৮, ৪৯১, ৫২৯, ৫৪০, ৫৭৪, ৬৩২, ৬৫৬, ৬৬২, ২৮, ৬৬৬, ৩৩, কেন্দ্রীয়, ৬৪৮, ১১, ৬৫০, ৬৫১
কেন্দ্রীয়, শান্তি ও কল্যাণ পরিষদ ৬৫৪
দিলকুশা ইউনিয়ন, ৬৬৩
শাহ আহমদ নুরানী, মওলানা ৩৯১, ৪০৩,
শুকলা, কে, কে, ৪২০
শেখ আবদুল কাদির (বিচারপতি) ২২৬
শেরে বাংলা (ফজলুল হক) ৬৫৭
ষ
স্টেট ব্যাঙ্ক ৪১০, ৪১৫, ৪২০
স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান ৪৩১, ৫৪
স
সংখ্যালঘু, ৩৮৫, ৪১৫
সম্প্রাদায়ঃ ২০৬, ৪৮০, ৫৩৪, ৫৪১
সংগ্রাম পরিষদ ৪০৫
সংযুক্ত কোয়ালিশন পার্টি, ৬৩৯, ৬৪৩
সন্ত্রাসবাদী ,৪০৫
সফিনা ই আরব (পাকিস্তানী জাহাজ) ১৫৭, ৪১৮
সর্দার, শওকত হায়াত খান ৩৯৫, ৩৯৮, ৪০৩,
সর্বদলীয় কোয়ালিশন সরকার ৬৪২
সলিমী, বি এঃ ৬১৮
সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ৪০৭
সশস্ত্র জনতা, ৪০৯, ৪১২
সশস্ত্র বিদ্রোহ ৩৮২ ৪১৩-১৪
সশস্ত্র সংগ্রাম, ৪১২
সাজ্জাদ হায়দার

দিল্লীতে নিযুক্ত পাকিস্তানী হাইকমিশনার) ১১৮
সাতই মার্চের সনসভা ৪০৫
সাদি, এ টি এডভোকেট ১২৭, ৬৪৭, ৬৪৯
সাধারণ নির্বাচন ৩৮৪
সাধারণ ক্ষমা ৫৩৩, ৫৭৪, ৫৪৯, ৬৩৫
সামরিক আইন,৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৪০০, ৪২৭
কর্তৃপক্ষ, ৪২৭, ৫০
জারি, ৩৮৩
প্রত্যাহার, ৪২৬
বিধির খসড় ৩৯৫
সালাম, আব্দুস ৩৮৭
স্বাধীন বাংলাদেশ ৪০৫
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৪০৯

স্বাধীন বাংলা বেতার ৪২১, ৬২৭

স্বাধীন বাঙালী মুসলিম প্রজাতন্ত্র ৩৯২
স্বাধীনতা আন্দোলন ৪০৯
স্বাধীনতা পতাকা, ৪০৯
সিদ্দিক আহমদ, মওলানা,৬৫১
সিদ্দিকী, বি, এ , বিচারপতি ৫২৭,৫৪২
সিনহুয়া ২১৮
সিন্ধু ৪৩৩
সিলোন ডেইলি নিউজ ৫১৫
সিরাজউদ্দিন, আলহাজ্ব ৬৪৯
সুইজারল্যান্ড সরকার ১১৮
সুইস দূত, ২৭১
সুইস মধ্যস্থতা ১১৩
সব্রামনিয়াম ৪২৪
সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট ৪১২
সোভিয়েত ইউনিয়ন ২৬, ১৮৬, ২২২, ৫৩৩
কনসাল জেনারেল ২৬
পররাষ্ট্রমন্ত্রী (গ্রোমিকো) ১১২
প্রধানমন্ত্রী (কোসিগিন) ২৬, ৪৫
প্রেসিডেন্ট (পদগর্নি) ১৮৬, ৬১২, ৬১৫
রাষ্ট্রদূত ২২৮
সরকার ৯৯
সোলায়মান, এ এস এম, ৫২৭, ৫৪১, ৫৫৪, ৫৬৩, ৬৮৫, ৬৪৯, ৬৫১, ৬৫৭
হক, আজিজুল সৈয়দ ১৯৪, ৬৪৯
হ
হংকং ১২০
হক আনোয়ারুল ৫২৭
হক, আব্দুল,এ, এফ, এম, ৫৯৬

হক, মফিজুল মওলানা, ৬৪৯

হক, শামসুল অধ্যাপক, ৫৪১, ৫৪৩, ৬৪৭, ৬৫৭

হাজেলহার্স্ট, পিটার, ৪১৫
হাফিজুদ্দিন ৫২৭
হাফিজ, পীরজাদা ৩৯৮
হাসান জামান, ডক্টর ৪৭৫, ৪৮২
হাসান মোবাশির, ডক্টর ৩৯৮
হিন্দু ১০৪, ১০৫
শোষণ, ৫২৮
হিন্দুস্থান-পকিস্তান সমস্যা ৪১৮
হিন্দুস্থানের প্রতিরক্ষা গবেষণা
ইন্সটিটিউট ৪২৪

হিন্দুস্থানের প্রাদেশিক পরিষদ ৪১৯
হুদা, শামসুল ৫২৭
হোসেন তবারক ২১৩
হোসেন আরশাদ,ইয়াহিয়া খানের বিশেষ দূত, ৪৬
হোসেন আলতাফ, সৈয়দ ৩৮৭
হোসেন, আলী ১৩৮
হোসেন, কামাল ডক্টর ৩৯৫-৯৬, ৩৯৯
হোসেন মকবুল, ডক্টর ৪৭৫
হোসেন, মোশাররফ, ৫৬৬
হোসেন, রফিকুল , এ, কে, ৬৪৯, ৬৫১, ৬৫৪,
হোসেন, সৈয়দ সাজ্জাদ,ডক্টর,৪৭৫
A
Abul Quasem, Ministerm, Dr, Malik Cabinet 598
Afghanistan 179
A.F.P (Fernch news Agency) 342
African and Latin American Countries 172
Agratala Conspiracy 307, 335, 360
Agha Shahi, Pak ambassador 119

Ahmad Jaseemuddin, Minister Dr. Milik
Chabinet 598

Ahmed, M.M. 70, 82
Ahmed, Nawajesh, Minister Dr, Malik
Cabinet
Ahmed Tajuddin 343, 451
Alan Hart (of B. B.C) 309-10

Al Badr,664
Ali, Farman , Maj,gen 5, 279, 281-85, 469
Ali,Mahmud. Chif of Pak Delegation in the U.N 139, 161
Ali, Mohammed of Bogra (former P.M. of Pakistan)38
Ali India Congress Committee 328
Ali India Radio (AIR) 71, 284, 334, 340
Allen Hart , Of B.B.C . 58
America, State Department, 53
America, economic aid 77
Military aid 37
Newspaper 36
Press 38
Amin, Nurul, Mr.135
Amnesty, General 67, 76, 142, 164, 172, 348-49, 374
Ansari, M.H Brigadier 12
Anthony Lewis 75
Arbab, Brigadier 5 ,6 ,8
Army operation, Chittagong 9-13
Dacca 5-9, 446-58
Kushtia 13-14
Pabna 9, 14-15
Rajshahi 9
Asghar, Captain 14
Aslam, Msj 14, 15
Assam, State Assembly of 327, 340
Atrocitites 309-20
Aurora, Jajit singh, Lt, Gen

Commander of Indian Eastern
Command 179, 284
Autonomy 38, 47, 77, 84, 140, 217, 257, 305
Demand for 159,257
Awami League 37-38, 48-19, 54, 76, 48, 182, 297-307, 309, 354-70, 450
Extremists 85
Leaders 6, 13, 38, 48-19, 263, 302-03,338, 362, 372
Leadership 84, 305, 307, 359-60
Rebels 6, 85, 370, 372
Secessionists 88, 351
Volunteers 12, 14, 360
Awami League's Six Points 9, 68, 84,305,307,354-69,365,

B
Bangkok World 314
Bangladesh 69, 132, 141, 154, 165-66.216,245,260-61,279,298,302-03,349
Birth of ,281, 284
Declaration of Independence 7
Delegation in security council 264
Flag 302-03,446-47
Formal proclamation of 343
Government 73, 248,261,304,340,342,349
Independent state of 85,130,307,361,
Joint Commend of India and 555
Liberation forces 22-23,37,149,341,
Prime Minister of 328
Recognition of 248,261-62,327,340,350

Baqar, brigadier,(Pak army) 281-284
Bashir, Brigadier (Pak army) 283
B.B. C 58,376
Beg, M.M.A (Brig. Retd) 459
Bengal. Eastern 364
Partition of 364
Bengalis 69
Bengali Hindu 304, 364
Independence Forces 144
Muslims 69
People 8, 265, 364
Bhutto, Zulfikar Ali , 1, 8, 68, 297, 301-07,354-69
Bihar, state Assembly of 327, 340
Bilal , Maj. 7, 8
Bob Clark, Mr. of ABC 114
Brian Rimmer, MR. 309, 342
British Delegation
267

Foreign secretary 351
Mission in Dacca 302-03
M.ps 379
Raj 305

Brohi, A.K. Mr. 119, 151, 217
Browne, W Malcolm 313, 315
By-elections 67, 87,134-37, 145, 159, 173-74
C
Calutta 144, 181, 242, 339, 445, 342-43,
Case fire 248, 255, 259, 261, 266-69, 274, 279-85
Authorization for , 603-4
Draft agreement 284
Proposal 280

Censorship of press 68, 182
Ceylon 49
Ceylon. Daily News 317
China, Peoples Republic of 172
Chinese aid, 216
Chinese diplomats 281
Charter of the organization of
African Unity 139
Afro-Asian Conference 139
Non-Aligned Conference 139
Chittagong & Chalna, port of 62, 68, 141, 162, 241
Chittagong Hill Tracts 242
Chowdhury, Abu sayeed , justice 130, 132
Chowdhury, Ahmedur Rahman 658
Chowdhury, Hamidul,Haq 50
Chowdhury, Mahamudun Nabi 658
Chowdhury, Munir, Dr. 503
Chowdhury, Osman, major 317
Chowdhury, Serajul Islam , Dr. 503
Christian Science Monitor 350
Church , Senator 265
Civil war 8, 38
Columbia Broadcasting Corporation 343
combat (French Newspaper 328
Comilla Sector 282
Commonwealth Society's Journal 132
Communal riot, 370
Confederation, (Pakistan) 85, 263
Constitution (of Pakistan) 173-74, 267, 263, 290-97
of 1956 86
of 1962 292
Constitution Committee 87, 129
Framing a new Constitution 38, 47, 49, 86-87, 129, 140, 170, 297-98, 354-69
Islamic Provision, made in 296
Provisional 145
Cornelius, A.R. Chief Justice 3014
Crack down 5, 16
D
Dacca Cantonment 6
Dacca T.v/ Radio 448

aily mail 309
Daily people 8,449,451
Daily record, Glasgow 311
Daily telegraph,London 181,311,312,335,380
Daniel peires,Mr.350
Davied loshak 335
Dinajpur-rangpur sector 345
Dixit,umashankar,Indian heath minister,353
Danld seaman of daily express London 341
Dorfman,Dr.of Harvard University 55,59
E
East Bengal partition of 304
East Bengal regiment 307,374
East Bengal rifles 115,361
East Pakistan 8,69,163,292-96,305,352,363
Demand of 84
Economic disparity 305
Famine 62-63,162,177
General strike 298-300
Government 89,280
Government,resignation of 603
Governor of 348
Political leaders 84
Political parties 370
Political settlement in 257,347
Province of 295
Provincial assembly of 173
Situation in 54, 60, 64, 88, 89,132, 140,146, 162, 178, 340, 353 ,456
East Pakistan civil armed forces 17
East Pakistan rifles (E.P.R)1,14,18,307,361,374
East Pakistan police 181
Economic aid act 60
Economist,London 328
Eight (8)east Bengal 10
Election general(1970)50,67,149,150,296,322
England 49
Eric pace 312
Evening star,washingtin 316
F
Farakka barrage 170,173,305,333
Far eastern economic review 312
Farland 53
Fatimi,lt,col 10,12
Fozle hamid,col 283
Federal army 263
Federal constitution 49,87,140
Government 87,114,182,299
Parliamentary system 290-91,364,366
Financial times,London 313,318
Foreign correspondents 36-37,68,341,379
Foreign news media 380
Foreign observer 145
Foreign press 304
Report 300,309-20

G
Gaffer,col,pak,army lisaison officer 603-04
Gandhi,Mrs. Indira,see Indian prime miniater
Gavin young of ‘the observer’602
Geneva convention 279
Genocide in E.pakistan 58,182,256,362
George T.I.S312
Guardian,London 314
Guerrillas 181,256
Gujrat,state assembly 340

H
Habibullah A.B.M Dr. 504
Hamid,captain 11
Hamin,general,(chief of staff, pak, army) 5,16, 281,282
Hammel,bruno DMr. A foreign observer 141
Haq,inamul,air commodore 285
Haque,inamul,Dr. 504
Harvey stockwin 313,318
Hasan,syed asghar,brig 459
Hilaly,A,pak Ambassador in Washington 51, 60,63,114,133
Hindu imperraialism 306
Hindustan Standard 309
Hindustan Times 37,240

Homer A jack 318
Hossain,syed akram 505
Hussain ghulam 154
Hussain,khandim,maj gen 5,10,12
Husain mosharraf,chief secretary 280,602

I
IDA 155
Iftikhar janjua, Maj gen 5
Iftikhar janjua, May gen 5
Illustrated weekly of India 248
India 67,77,111,162,166,171,176,239-53,281,305,347-53
Defence minister of 216,248,249,259
Defence ministery of 243
Foreign ministry of 139-45,147-50,163,166,244,340,349-53
Govt of 22,64,71-73,77,80,85,89,139-43,148-50,164-66,180,262,340,370,372,377
Representative of in the U.N 180-84,245,255-56,259-62
Indian aggression 241-42,251,258-61,264
Air attack 240,601-03
Air force 241-42,266,336,602,604
Armed forces 161,241-43,254,256,260,262,604
Army 240-42,283,338-39,362,350,376,603-04
Attack 240-44,250,255,262
Authority 370-81
Border security force (B.S.F)13,336-37,342,379
Infiltrators 171,304,359-63
Information media 22-23
Interference 22-23,71,246-47,337
Institute of defiance,studies145,247-48,260-61,304,371
Instit,of international affairs 304
Leaders 72,78,171-72,189,251,349
Military authority 255
Newspaper 141,341
Parliament 22-23,141,144,246,327-28,340,370
Press 22,71,78,85
Propaganda 372
Prime minister 22,23,68,72-73,78,141-66,189,217,239,245-46,250-51,257,262-66,327-28,340-41,348-53,379
Radio 87
Rulers 250
Indians design 304,371-72
India Pakistan question 249,255
Relation 178,322
Trouble 304
India and Pakistan armed clashes between 251
Hostility between 250,252-53
Tensions between 143,260,176,349,143,146,148,248
War between 68,216,241
Indian express,Bombay 378
Indo-soviet treaty 258,366
Industrial security force 286
Intelligentsia,elimination of 58,141
Intercontinental, hotel 280,601,603-04
International court of justice 275,324
International red cross 54,145,280
Officials 60
Iqbal hall 6,8,9,446-48
Iqbal shafi,brigadier 10
Ishaque Md minister Dr. Malik cabinet 598
Islamic secretariat delegation 143
Ispahani jute mills (Ltd)11

J
Jacob maj gen 284
Jaffar maj 7
Jagannath hall 6,8,9,307,360,448
James reston 264
Jamshed maj gen 280,387
Jessore sector 241
Japie lasut 312
Joy bangle(slogan)7

K
Kalimullah A.N 477
Kashmir 142,173,178
Kelly,john Mr. unhcr
Representative 375,600-04
Kemal A.faruki 321
Kerala, Chief Minister of the state 340
Khan, Abbas Ali, Minister Dr. Malik
Cabinet 598
Khan Agha, Prince Sadruddin 348, 375, 600
Khan, A.M. Yahya, General

President of Pakistan 1, 5, 38, 47-50, 54, 59, 64, 75, 77-78, 83, 140, 142-43, 145, 177, 180, 220, 250, 258, 262, 264, 272, 280, 285, 297-300, 302-03, 340, 347-53, 354-69, 370-381, 603-03
Khan A. Sabur 153
Khan, Tikka, Lt. Gen 5, 6, 8, 374, 448, 457-59, 503
Khan, Z.A. Lt. Col 7

Khera, Col 284
Kosygin, Soviet, Premier 172
Kraft, Mitchell 58
L
Lampell,Mr of league of red cross 603-04
Legal Framework Orer 68, 87, 88, 159, 296, 297, 299, 305, 355, 364
Liaquat Hall, 263-65
Lightning, American food-ship 162

M

Pradesh 327Madhya
Majumdar, Mahmudur Rahman Brig 459
Majumdar, Md. Obaidullah
Minister, Dr. Malik Cabinet 598

Manik, A.M. President's relief Assistant 378
Governor E. Pak 280-85, 598-603
And his obinet 602
Resignation of 598
Malik, Soviet Ambassador 255-56, 265-66, 268
Manchaster Gurdian 178, 264
Manekshaw, Sam, General
India Chief of Army staff 281-85
Martial Law 88
Ending of 299
Lifting of 356-69
Mascarenhas, Anthony 318
Masud, Mehedi, Pak Deputy High
Commissioner 80
Maududi , Abul Ala , Maulana 135
Maurice Quantance 313 , 317
Meah M. Fazhar Dr. 658

Memon Ghulam Ali 151
Minorities 263, 348
Minority Community 83, 278
Mirza Akbar 151
Mirza Iskander 38
Mitha A.O Maj. Gen. 5,8,11,12
Moazzem Lt. Comm, 453
Mondal B.B. Mr. 351
Motherland 248
Majumder Brigadier 10
Mujib Nagar 132
Mujahids 286
Mukherjee Ajay 340
Mukti Bahini 262,281,283,284
Muniruzzaman Dr. 504
N
Nagra Maj. Gen. 283
Nather Bijoy Sing, Deputy Chief
Minister of West Bengal 328, 340
Narain Joy Parlasj Mr. 132
National Assembly 38, 47, 88,145,170,173-74,291,298-308,0354-69
National Economic Council 295
Nazimuddin (former President of Pakistan)38
News-Letter, Belfast 311
New York Times 142, 144, 181, 183, 256, 264, 312-13, 315, 318
Niaz A.A.K Lt. Gen G.O.
Eastern command (Pakistan) 279-84, 599-604
Nilima Ibrahim, Dr. 503
Nixon U.S. President 70
Non-Bengalis (Bihari) 1, 37, 54, 263, 284, 298-301, 310-15, 323, 331-32

Non-cooperation & Civil Disobedience Movement 1, 48, 54, 59, 85, 88, 298
Northern Echo, Darlington 311
November Cyclone (1970) 36, 58, 60, 66, 182
NovemOsmani Col.6
Ottawa Jounal 313
P
Pakistan 68-69, 179, 243-253, 367-69, 372
Air Force 240, 264
Army 54, 58, 60, 62, 66, 85 88, 114, 132, 162, 182, 243, 254-60, 282, 297-99, 332, 361-63, 603-04
Armed Forces 85, 124, 171, 181, 241-44, 256, 260, 263, 267, 281-82, 301, 308, 361
Break up of 145, 148, 247-48, 257, 259, 330, 371, 381
Centre 293-96
Central Government 58, 163, 170, 174, 182, 292-96
Central Legislature 292
Constituent Assembly 296
Decentralisation 296, 322, 324
Desintegration of 262
Election Commission 134-35, 159
Flag Dishonoured 324
Government of 22, 36-37, 47-50, 59, 62, 82, 90, 111, 130, 132, 143, 146, 164, 176-78, 182, 247, 250, 263-64, 266-67, 274, 280, 298, 347-53, 362-63, 374-81
Idelology of 322
International Affairs Institute 321
Islamic Republic of 87, 290
Movement for 69, 304, 323
National intergrity of 141, 299
Navy 254
Parliament 291
Provineces 293-96
Regional Autonomy 145, 163, 301
State Bank of 295
Supereme Judicial Council 327-28
Territorial Integrity of 145, 171, 173, 239-40, 248
Pakistani Prisoners of war 285
Rahman Ziaur; Maj. O
Pakistan Peoples' Party 297
Patel Vallavbhai 304
Paul Marc Henry 600-604
Peace committee, Agriculture Peace Sub committee
Thana Agri-Peace Sub Committee 661
Peter Gill 383
Peter Huzlehurst 310, 316, 342
Peter Wheeler 601
Pilkhana 6
Disarming the E.P.R. 8
Podgorny (President of U S S R) 50
Police 10, 18
Policemen 6, 14
Political Leader 3, 129, 173, 180, 290, 297-307, 354-67
Political Settelement 257-58, 265, 349-53
Political Solution 165-66, 178, 268, 347
Political Symposium (Held in Delhi) 248
Press Censorship 145
Provivcial Autonomy 84-85, 290-96, 366
Governor 292-293
Pubjab state, Finance Minister 340
Q
Qamuzzaman 678
R
Radio Australia 342
Rahim Maj. Gen 384-84, 387
Rahman A.M.F 486, 490
Rahman Motiur 679
Rahman Sheikh Mujibur ,, 6, 9, 54, 59, 69-70, 87, 218, 297-303, 305-308, 334, 336, 341, 347-49, 354-71, 351
Proclamation of Bangladesh 7
Arrest 7
On Six Points 84
Non-Cooperation Movement 85
Negotiation with President Yahya 38, 47-48
Trial 68, 101, 110, 111, 119, 349, 184, 217, 369
Shoaib, Maj 13, 14

Rajarbagh Police 6
Disarming the police 8
Rajthan, State Assebly of 142
Ram, Jajitvan Mr. Defence
Minister of India 248-49
Razakars 286, 664

Pay of 672
Training & Syllabus 673-676
Rebels 10, 11, 12, 14, 15
Refugees 66, 117, 141, 176, 341, 349-53, 370-72, 380-81
Appeal to retunr 82, 142
Influx of 145, 163, 370
Muslim 304, 370
Number of 64, 71, 141-42, 148, 177, 183, 255, 349, 353, 371
Reception Centre 75-76, 82, 142, 269, 375
Repatriation of 146, 184
Retunr of 143, 149, 164, 247, 256, 259, 373-74, 380
Retunees 377
Reid, Leonard Stanley, Mr.
Member of Australian Parliament 348
ÒResistance DayÓ . 302-03
Reuter 243, 340, 348-53, 379
Rogers, P. Mr. U.S.See of state 57, 61
Rohde, Mr. 57
Rosenblum, mort 316
Round Table conference of Parliamentary
Leaders 298
Royal Comonweath Society 132

S
Sadruddi, Prince, U.N.H.C.R. 82
Salamat, Maj. 283
ÒSangram ParishadÓ 362
Schaberg, Sydne 181

Scotman, British Daily 342
Secession (Movement in E. Pak)77
Secessionists 85, 170-72, 181, 182, 263-64, 278, 304
Guerrillas 240, 349
Regime, In Exile 372
Sen, Indian Ambassador 176-78

Shafaet, Maj 678-79
Sharif, rear admiral 283

Agencies 347

Shukla, K.K. Mr, 329
Sinar, Harapan, Djakarta 312
Singh, Harapan, Djakarta 312
Sing, Sardar Swaran 22, 350
Soviet Union 149-50, 172, 258
Repressentative of, in U.N. 251, 255, 256, 259, 265, 268
Veto 258
Mission in Dacca 302-3
Draft proposal 268-69
Diplomats 281

Spivack, Mr. 281-82
The Statesman 141, 248, 310
Students 6
Student Action Group 301

Subramanyam, K.Mr. 145, 304, 330, 371
Suhrawardi 38
Sulaiman, A.S.M. Minister

Dr. Malik Cabinet 598
Sun, Singapore 313
Sunday Times 309, 318
Surrender Deed 284
Sylehet Sector 241
Swamy, S.Mr. 248

T
Tamilnadu 327, 340
Tariq Rasul, Col 679
Tashkent spirit 258
Ted Koppel, Mr. 114
Thakur, Kaprori, Chief Minister
Bihar State 341
Times, London 181, 249, 134, 316, 328, 377
Toronto Daily, Star 313
Transfer of Power 2, 65, 77, 88, 89, 129, 170, 173-74, 290, 298, 307-69
Tripura 340
Tushar Patranavis 310

U
UNHCR 10, 49, 161-66, 177, 183, 244-45
United Nation (U.N.) 57, 71, 89, 92, 142, 144, 162, 17, 170, 370, 178, 178, 239, 252-53, 256-61, 262, 269, 275, 280, 282, 324, 599, 603

W

Charter of 77, 111, 139, 46, 147, 165-66, 239-53, 261, 267, 274, 327
Commission for India Pakistan 225
Economic & Social Councial 260, 274
Observers 148-49, 172, 189, 264, 275
Officials 353
Organisations 76
Personnels 145, 266, 300
Secretary General 59, 66, 77, 84, 324, 314, 34-41, 345, 346-48, 360, 363, 377, 221-223, 242, 263, 272, 519-20, 340, 377
Secretary Gen's Proposal 143, 183
Security Council 15, 145, 148-49, 162, 177, 183, 239-53, 255-69, 275
University Campur, Dacca 6, 8, 19, 47, 419
U.S. (United State) 62-63
Draft Resolution 259-60, 266, 268
Government 78, 435, 370, 282
Secretary of State 78
U Thant, see U.N. Secretary General
Uttar Pradesh
State Assembly 340

Washington Daily news 37

Washingon Posl 55, 141, 315-16
Weatherall Earnest of Columbia
Broadcasting Service 341
Wheeler Prof. 54
West Bengal and Assam 217
West Bangal 335-36, 340
Health Minister 379

West Pakistan
Peoples Of 305, 366

Personnels of 279, 281
Rangers 17
West Pakistan
Civil Servants 280
Leaders 3-4, 305
Parties 354
V.I.Ps. 280
Woolacott Martin, Of Guardian 178, 342
World Bank 153-56
Wriggings Prof, Columbia University 54

Y
Yakub Lt. General 400
Yorkshire Post, British Daily 334
Yusuf. M., Dr. Malik Cabinet 65